













# দশমূল রসং ।

( বৈষ্ণব জীবনং )

---

মহানুভব পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি গোস্বামিনা

বিরচিতং ।

“দশমূলরসং শ্রীমদ্বৈষ্ণবানাং হি জীবনং ।

কর্ণাঞ্জলিভিরাপীয ভবারোগী ভবানমিন্ ॥

---

বৈষ্ণবজনকিস্কর—

শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রায় ভাগবতভূষণ

পূর্বানুকূল্যে

কলিঙ্গা তায়ং ২৮ সংখ্যকে বনমালী সরকারবদ্বিনি

শ্রীযুক্ত ললিতারঞ্জন গোস্বামিনা

প্রকাশিতং ।

---

শকাব্দা ১৮২৬

মূল্য ৩০ টাকা মাত্র ।

କଳିକାତା, ୬୭ ନং ନିମତ୍ତଲାଥାଟି ଷ୍ଟିଟ, "ଦାଦିଃ ପ୍ରାୟଃ"

ଶ୍ରୀନୀଳମଣି ଧର ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ।

## বিজ্ঞাপন ।

গোড়ীয়-বৈষ্ণবসভা-ভূষণ মহানুভব, পুণ্ডিত শ্রীযুক্ত, বিপিনবিহারি গোস্বামি পিতৃদেবপ্রভু, বিরচিত “দশমূল রস বৈষ্ণব-জীবন” প্রকাশিত হইল । ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, অলঙ্কার, ষট্‌সন্দর্ভ, ভক্তি রসামৃতসিঞ্চ, নানাবিধ কাব্য এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি অবলম্বন পূর্বক এই স্মৃহৎ গ্রন্থ বর্ণিত হইয়াছে । বঙ্গভাষায় নানাবিধচ্ছন্দে সপ্রমাণ-তত্ত্বপূর্ণ বৈষ্ণবগ্রন্থ ইহার দ্বারা আর দেখা যায় না বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । ইহাতে অদ্বৈতমত খণ্ডন, অচিন্ত্যভেদাভেদ, ঈশ্বর, জীব, মায়া, ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, রস প্রভৃতি বিস্তারক্রমে লিখিত হইয়াছে । যাহাতে ঐ সকল বিষয় সাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হয়, তদ্বিষয়ে পিতৃদেব যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন । তাঁহার যত্ন এবং পরিশ্রম কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা পাঠকবৃন্দই বলিতে পারেন । ফল কথা, এই “দশমূলরস বৈষ্ণব জীবনে” বৈষ্ণবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় প্রায় সমস্তই সন্নিবেশিত হইয়াছে । পিতৃপাদগ্রন্থ বর্ণন সময়ে উপেক্ষাপেক্ষাদিকে হৃদয় হইতে দূরীকরণ পূর্বক নিবুপেক্ষ ভাবে গ্রন্থ বর্ণন করিয়াছেন, ইহা গ্রন্থ পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় । দুঃখের বিষয়, এই অপূর্ব গ্রন্থের বর্ণানু-

সারে সূচী এবং পরিশিষ্টাদি আপাততঃ আমরা পাঠক মহোদয়গণকে দেখাইতে পারিলাম না। অবসরক্রমে মদীয় অগ্রজ পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রভু ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম.এ, মহাশয় যথামত প্রকাশ পূর্বক পাঠকমণ্ডলীর সন্নিধানে উপস্থিত করিবেন এবং সেই সঙ্গে মুদ্রাক্ষণাদি ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। এক্ষণে তাঁহার সময়ভাব।

পরিশেষে ব্যক্তব্য এই যে, কলিকাতা ৬৮১ নং কেথিড্রাল মিসন লেন নিবাসী বৈষ্ণবজন কিস্কর বদান্যবর শ্রীযুক্ত বিহারিলাল রাম ভাগবতভূষণ নিঃস্বার্থ দাতা বরের পূর্বানুকূলাই এই “দশমূলরস বৈষ্ণব জীবন” প্রকাশের মূল এবং পাবনা জেলার অন্তর্গত দেলুয়াগ্রাম নিবাসী সাধুহৃদয় শ্রীযুক্ত বরদাচরণ প্রামাণিক গুণগ্রাহীবর গ্রন্থ মুদ্রাক্ষণ ব্যয় সম্বন্ধে সময়ে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত সদাশয়দ্বয় দীর্ঘজীবন লাভপূর্বক বৈষ্ণবজগতের আশীর্ভাজন হউন। অলমতি বিস্তরেন।

শকাব্দ ১৮২৬

১৫ই ফাল্গুন।

শ্রীললিতারঞ্জন গোস্বামী।

নিবাস—শ্রীপট বাল্লাপাড়া, অবস্থিত

২৮ নং বনমাণী সরকার ষ্ট্রীট,

কুমারটুলী-কলিকাতা।

## সূচীপত্র ।

১ম মূল ।		বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।	সন্ধিগ্ধাদি শক্তি পরিচয়	৩৯
শ্রী গুরুরাদি বন্দনা	১	শক্তিকার্য্য	৪১
সন্দর্ভ স্মারকে নমস্কার	২	শ্রীকৃষ্ণ রূপ	৫
গ্রন্থাঙ্গাদিন কল	৩	ষড়দর্শনের মত	৪৫
প্রমাণ নির্ণয়	৪	শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্ত্ব	৪৮
গ্রন্থ পাঠাধিকার	১২	ভাবাদি প্রকাশিনী শক্তি	৫১
২য় মূল ।		ষড়বিধ বিলাস	৫২
শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব	১৪	অংশাবতারাতি	৫৮
নবধা ভক্তি	১৬	শ্রীভগবাক্সম	৫৯
ভক্তি নিরূপণ	২০	মায়া ও জীবশক্ত্যাতি	
প্রেম নির্ণয়	২৫	মায়াবাদ খণ্ডন	৬০
শ্রীকৃষ্ণোৎকর্ষতা	২৮	৪র্থ মূল ।	
অবতার অবতারা	২৯	রসতত্ত্ব	৬১
শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব	৩০	শ্রীকৃষ্ণের সর্কেশ্বরসবারিষিত্ব	৬৪
শ্রীকৃষ্ণের সর্কেশ্বরত্ব	৩১	আনন্দ বা শৃঙ্গার রস	৬৬
৩য় মূল ।		দ্বিবিধ শৃঙ্গার	৭০
শ্রীকৃষ্ণের সর্কেশক্তিমত্তা এবং		পরকীয়াতি তত্ত্ব	৭৫
শক্তিতত্ত্ব বিচার	৩৪	শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত কামত্ব	৮০
প্রকৃতি তত্ত্ব	৩৬	শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামত্বাদি	৮৩
মহেশ্বর তত্ত্ব	৩৭	রাসলীলার গচ্চ ভাবাদি	৮৭



প্রকটা প্রকট লীলা	১০৮	স্বারসিকী উপাসনা	১৭৩
শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ	১১৪	সুগন্ধ সেবা	১৭৬
শ্রীরাধার প্রধান গুণাবলী	১১৮	ধামভেদে লীলা	১৭৯
শ্রীরাধার সর্বশক্তিংশিনীত্ব	১২০	প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ ধামৈক্যতা	১৮০
শ্রীরাধানাম	ঐ	অংশাবতারাতি	১৮২
পূর্ণশক্তি রাধা	ঐ	বিশেষ্বরে ভেদাভেদ	১৮৮
জ্ঞান, বল, ক্রিয়াশক্তির		ঐক্যাণ্ডের নিত্যত্ব	১৯২
পরিচয়	১২১	সপ্তপুরী	১৯৮
মহাভাবাদি	১২৬	মধুপুরীর শ্রেষ্ঠতা	২০০
প্রাকৃত শৃঙ্গার নিন্দনীয়	১৩২	পরকীয়া ভাবাপ্রিত	
অসংসঙ্গাদি বর্জন	১৩৪	ভক্তহিতি	২০১
শৃঙ্গার মূর্তি শ্রীকৃষ্ণ	১৩৫	বৈরাগীর কামিনী-	
যোগমায়া	১৩৬	কাঞ্চন অগ্রাহ	২০২
অপহৃতি পরকীয়া	১৪০	রামানন্দ রায়	২০৩
পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা	১৪২	পরকীয়া ভাবোৎপত্তি	২০৪
পঞ্চভূতলয়	১৪৫	জীবের স্বধর্ম	২০৫
পরমার্থ	১৪৬	রাগাঙ্ঘিকা সেবা	২০৯
মন্ত্রময়ী ও স্বারসিকী সেবা	১৪৮	সাম্যতা	২১০
উত্তম, মধ্যমাদি ভক্ত	১৫০	ভাবনানুসারে সিদ্ধি	২১১
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ লীলা	১৫৩	স্বকীয়াখ্যান	২১৩
শ্রীরাধাকৃষ্ণ একাত্মা	১৫৫	কাম-প্রেমের ভিন্নতা	২১৫
শ্রীবলরাম	১৫৬	সমাদৃশার্থ	২১৬
শ্রীবৃন্দাবন	ঐ	গোপীভাব	২১৮
মহাভাবোৎকট	১৭২	শ্রীকৃষ্ণের নরদেহাশ্রয়	২১৯

শ্রীকৃষ্ণ কান্তাগণ	২২২	ষাদশ রস	২৭০
স্বকীয়ায় পরকীয়ামাস	২২৩	সর্করসামৃত নিধি	২৭৫
পরোড়া	২২৪	সমর্থাদি নায়িকা	২৭৬
আদ্যরস	২২৫	রূচাদি ভাব	২৭৮
স্বকীয়া, পরকীয়া,		তুরীয় ভগবদ্ধামাদি	২৮০
সাধারণী	২২৮	প্রকটাপ্রকট লীলা	২৮২
পরদায় বিনা পরকীয়াসিক	২২৯	লীলার নিত্যতা	২৮৩
ফুলটা	২৩৩	সৃষ্টি	২৮৮
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ কৃষ্ণ-		তৎসংস্কার্থ	২৮৯
লীলার সাম্যতা	২৩৬	কৃষ্ণসখাদি	২৯০
উদাসীন্যের পঞ্চ বিষয়		ব্রহ্মাণ্ডানন্তাদি	২৯২
অগ্রাহ	২৫০	ইন্দ্রজাল প্রদর্শন	২৯৩
ভগ্নপ্লেক্ষা পাষণ্ড ভাল	২৫১		
জ্ঞাজাতীর স্বাতন্ত্র্যতাভাব	২৫২	৫ম মূল ।	
চৈন্যার্থ	২৫৩	জীব এবং অদ্বৈতবাদ	
আনন্দার্থ	২৫৪	খণ্ডন	৩০২
নিঃশক্তি ব্রহ্মে রসাতাব	২৫৭	মায়াশূন্য কৃষ্ণদেহ	৩১৪
শ্রীকৃষ্ণ রসকদম্ব	২৬০	ব্রহ্ম	৩১৬
পরোক্ষপরোক্ষবাদার্থ	২৬১	জীব	৩২০
বিভাবামুভাবাদি	২৬২	জীবের মায়াসুক্ষ্মতা	৩২৫
মিথ্য, দিগ্ধ, রূক্ষার্থ	২৬৫	ভৃগুসি বাক্যার্থ	৩২৯
ব্যভিচারী ভাবার্থ	২৬৭	মুক্তজীবের জন্মাতাব	
ব্যভিচারী নির্ণয়	২৬৮	এবং জন্ম	৩৩৪
স্বায়ীভাব	২৬৯	জীবের পঞ্চত্ব	৩৩৭

জীবের জন্ম	৩৩৯	জীবের পাপপুণ্য ও মায়ো-	
জীবের নানাভাব	৩৪৬	স্ত্রীর্ণোপায়	৪৫০
জীবের উপাধি লয়	৩৪৮	জীবের জন্মভাব	৪৬১
জীবের বৃহৎ	৩৫২		
		৮ম মূল ।	
৬ষ্ঠ মূল ।		জীবেশ্বরের ভিন্নত্ব কারণ	৪৬৫
জীবেশ্বর ভেদ	৩৫৬	আত্মাত্মিক স্খলভ	৪৬৮
শাস্ত্রতাৎপর্য	৩৫৮	সাকার ব্রহ্ম	৪৬৯
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ	৩৬০	ত্রিবিধ ক্লেশ	৪৭০
মহাবাক্যার্থ	৩৬১	দ্বিবিধ পাপ	ঐ
জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস	৩৬১	পাপ বীজ	৪৭১
জ্ঞান সমন্বয়	৩৬০	ভক্তি ও মুক্তি	৪৭২
স্বপক্ষ	৩৬৬	শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি	ঐ
কৃষ্ণ শব্দার্থ	৪০১	ভক্তি-বরণীয়া	৪৭৬
		ভক্তির নিত্যত্ব ও ভক্তি	
৭ম মূল ।		স্বরূপ এবং ভক্তি লক্ষণাদি	৪৭৮
জীবের বিভিন্নাংশাদি	৪০৬	প্রেমভক্তি	৫০৮
জীবের মায়ালিঙ্গন	৪০৭	মীমাংসক	৫১১
মায়ার মিথ্যাভাব	৪১০	মুক্তের শ্রীহরি কৈল্লব্যতা	৫১৩
আত্মা	৪২৩	প্রেমভক্তির শ্রেষ্ঠতা	৫১৪
পৃথিবীর নিত্যতা	১৫৩৫		
আভাসার্থাদি	৪৩২	৯ম মূল ।	
দুর্গার্থ	৪৩৮	সাধনভক্তাদির লক্ষণ	৫১৯
সত্যার্থ	৪৪৬	উপায়ার্থ	৫২৪
তপস্ব্যর্থ	ঐ	রাগ-দুর্গা ভক্তি	৫২৫

বৈধিভক্তির নিত্যতা	৫২৬	দীক্ষার নিত্যতা	৫৭৫
ভক্তির গৌণ, মুখ্য লক্ষণ	৫২৮	শ্রীভগবদ্ভক্ত শূদ্র নহে	৫৮৫
ভক্তির অধিকারী	৫৩০	কপট বৈষ্ণবের শ্রীশিলা	
বস্তু শকার্থ	৫৩২	স্পর্শে অধিকারীতাবাদি	৫৮৬
মুক্তির হেয়তা	৫৩৬	ধর্ম	৫৮৯
“ন স পুনরাবর্ততে” শ্রুতির		দ্বাদশাঙ্গভুক্তি	৫৯১
অর্থ	৫৩৯	পঞ্চধাচর্চন	৫৯২
সালোক্যাদি মোক্ষগ্রাহ	৫৪০	সূক্তার্থাদি	৫৯৩
শ্রীকৃষ্ণরূপের শ্রেষ্ঠতা	৫৪১	হরিনামাশ্রয়ে সেবা, নাম	
কাম গম্ভীর	৫৪৭	অপরাধ মোচন	৫৯৪
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য	৫৪৯	কর্ম্মপার্ণাদি	৫৯৫
ভক্তিতে সর্ববর্ণের		শাস্ত্র	ঐ
অসিকার	৫৫২	শ্রেয়সাভাদি	৫৯৯
শ্রীগুরু-কৃষ্ণে সমনিষ্ঠাই		যুক্ত ও ফল্গু বৈরাগ্য	৬০০
ভক্তিলভ হেতু	৫৫৩	গোঁড়ামি আদি	৬০৪
মহাপ্রলয়ের প্রমাণাভাব	৫৫৬	শরণাগত লক্ষণ	৬১০
জীব-শিব সাম্যতা	৫৫৭	নবধাভক্তি পাত্রাদি	৬১২
আশ্রম বিহিত ধর্ম্মের		রাগানুগা ভক্তি	৬১৫
অনাদরাদি	৫৫৮	কামরূপা ভক্তি	৬২৩
কপটতা	৫৬৩	সম্বন্ধরূপা ভক্তি	৬২৫
ভক্তানুকূল কর্ম্ম	৫৬৫	চোদনাকর্ম্মাদি	৬২৭
ভক্তির পাপাদি হরণশক্তি	৫৬৬	সাধক-সিদ্ধ সেবাদি	৬২৯
ভক্তির অঙ্গ	৫৬৭	সান্তোষার্থাদি	৬৩০
শ্রীগুরু লক্ষণাদি	৫৭২	রাগানুগা ভক্তি লাভ কারণ	৬৩৬

ভাব ভক্তি আদি	৬৩৮	বিলাপ	৬৯৯
বৈধী-সাধনাভিনিবেশজ		অঙ্গকাপাদি	ঐ
ভাব	৬৪০	কোমারাদি	৭০১
রতি	৬৪১	অশ্রু-পুলকাদি	৭০২
আলোক দানাদি	৬৪৫	ঐশী-পারমেশীভাব	৭০৪
হৃদাদি	৬৪৬	মধুমত্ত	৭০৫
নিসর্গাদি	৬৪৭	প্রেম প্রেহেলিকা	৭০৭
ভাবাকুরাদি	৬৪৯	রূপযজ্ঞাদি	৭০৮
সমুৎকণ্ঠাদি	৬৫২	প্রেম স্বভাব	৭০৯
ভণ্ডভাবুকাদি	৬৫৬	লীলাদম্মাদি	৭১৩
ভাবাভাসাদি	৬৬১	যুক্ত-যুজ্ঞানভক্ত	৭২৫
রতিস্বভাবাদি	৬৬৬	বিষয়ালম্বনাদি	৭২৬
প্রয়োজন	৬৬৯	উৎকটানুরাগাদি	৭২০
১০ম মূল ।		প্রেমোৎপত্তি	৭৩৪
প্রেমস্বরূপাদি	৬৭৩	প্রেমপরিচয়াদি	৭৩৬
আলম্বন, উদ্দীপন	৬৮৬	প্রেমাপবাদ	৭৩৭
অলঙ্কারাদি	৬৮৭	প্রেমস্বরূপ	৭৩৯
সপ্ত গৌণ রস	৬৮৯	প্রেম নিদর্শন	৭৪০
পঞ্চমুখ্য রস	ঐ	প্রেম অপূর্ণতা	৭৪২
স্থায়ীভাব	৬৯০	প্রেমরসতত্ত্ব	৭৪৩
রত্যাভাসাদি	ঐ	দর্শনাদি স্বতে স্তচিরস	৭৪৪
অক্ষত যোনি	৬৯৩	বিলাস	৭৫২
স্বচ্ছাদি	ঐ	চিদ্রস-প্রতিবিম্বাদি	৭৫৬
শরণ-সংপ্রাপ্তাদি	৬৯৬	অভূতরসাদি	ঐ

রসগ্রাহাদি	৭৫৭	অপদেশাদি	৮২৭
রসবর্ণাদি	৭৬৩	সুজ্ঞাদি	৮৩০
কর্মান্বিজ্ঞানী নিন্দা	৭৬৬	বৈবর্ণাদি	৮৩৭
বৈষ্ণবের কাম্যবুদ্ধিনাদি		প্রলয়	৮৩৯
অভাব	৭৬৯	জলিতাদি	৮৪০
পরমার্থস্বার্থ	৭৭২	অপস্মারাদি	৮৪২
নায়কাদি	৭৭৪	মরণ চেষ্টা	৮৪৬
দূতী	৭৮০	আলস্য	৮৪৭
পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতাদি	৭৮১	জৈহ্নাদি	৮৪৮
বাসকসজ্জাদি	ঐ	স্মৃতি	৮৫০
জ্যোৎস্নাদি অভিযান	৮০২	মতি	৮৫১
মানাদি	৮০৩	ধৃত্যাদি	৮৫২
সুরতরঙ্গিনী অর্থ	৮০৫	উৎপত্ত্যাদি দশা	৮৫৩
মধুপার্থ	৮০৬	বিষয়াদি	৮৫৪
সুরাগার্থ	৮০৭	সাদারণী সমজ্ঞসাদি	৮৬১
আঙ্গিক লক্ষণ	৮০৮	প্রেমোদয় ধারা	৮৬৬
আশ্রয় দূতী	৮১৬	প্রেম মন্ত্র	৮৬৮
অমিতার্থাদি	৮১৭	স্নেহাদি	৮৬৯
সত্ত্বজালকার	৮১৯	উদাত্তাদি মান	৮৭১
বিভ্রম	৮২২	নীলী রাগাদি	৮৭৬
গর্ভাদি	ঐ	কাক্ষস্বার্থাদি	৮৭৯
কিলকিঞ্চিতাদি	ঐ	অষ্টসাঙ্গিক	৮৮১
নৌ অর্থ	৮২৫	মোদনাদি	৮৮৩
প্রলাপাদি	৮২৭	দিব্যোন্মাদাদি	৮৮৫

চিত্রজ্ঞানাদি	৮৮৬	শ্রীবংশীবংশ বর্ণন	৯৬৩
মোদনাদি	৮৯৯	শ্রীবংশীতত্ত্ব	৯৬৭
নাগক-নাগিকা	৯০৩	শ্রীবংশী মহিমা	৯৮৪
সন্তোষ-বিশ্রামভাদি	ঐ	শ্রীবংশীর জন্মাদি	৯৮৭
মোহাদি	৯০৬	শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সম্যাস	৯৯৩
সমগ্রসাদি	৯১২	শ্রীবংশী কতৃক মহাপ্রভুর	
কামধেনুখাদি	৯১৪	শ্রীমুর্তি প্রতিষ্ঠা	৯৯৮
প্রণয়াদি	৯১৫	শ্রীবংশীশাখা বিস্তারাদি	১০০১
হেতুশূন্য মান	৯১৬	শ্রীবংশীপুত্র চৈতন্য ও	
নিবেদন, প্রেমধারা	৯২০	নিত্যানন্দের পরিচয়	১০০৩
ঈর্ষা হেতু	৯২১	শ্রীরামচন্দ্রপ্রভুর আবির্ভাব	১০০৮
অবাদি	৯২২	শ্রীশচীনন্দনের আবির্ভাব	১০১৪
প্রেমগতি	৯২৫	শ্রীরামচন্দ্রের খড়দহে গমন	১০১৮
প্রেমবিবর্ত	৯২৬	শ্রীরামচন্দ্রের বৃন্দাবনাদি	
প্রেমের তটস্থ স্বরূপ	৯২৯	গমন	১০২০
কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী	৯৩১	শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীশ্রীবলরাম	
হেতুভাস মানাদি	৯৩৩	কৃষ্ণপ্রাপ্তি, গোড়দেশে	
প্রবাস ভেদ	৯৩৭	আগমন ও শ্রীপাঠ বাগ্না	
পূর্বরাগাদি	৯৪১	পাড়ার পত্তনাদি	১০২১
শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নবিলাস	৯৪৯	দুর্লভ বণিকোদ্ধার	১০৩১
রাধিকার স্বপ্নবিলাস	৯৫১	শ্রীরামচন্দ্রের সহিত অচ্যুতের	
স্বপ্নবিলাস	৯৫২	সম্মিলনাদি	১০৩৮
দ্বিবিধ সন্তোষ	৯৫৪	গৌরীদাসাদি ভক্তসম্মিলন	১০৪৫
কুলদেবপাদপদ্মে প্রার্থনা	৯৫৮	শ্রীবীরভদ্রের বাগ্নাপাড়া	
		গমনাদি	১০৪৬

বসন্তবিহার	১০৫৩	নবদ্বীপাধিপতির বাঘাপাড়া	
শ্রীবীরচন্দ্রের খড়দহে পুনরা-		আগমন	১১৭০
গমন	১০৭৭	শ্রীবল্লভপ্রভুর বৈচিত্রে	
অন্তিম বসন্তবর্ণন	১০৭৮	গমন	১১৭২
কুলীন গ্রামাদি স্তব্ধগণের		কাকালী দেওয়ান উদ্ধার	১১৭৫
বাঘাপাড়া আগমন	১০৯২	শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও জয়হর্গার	
শ্রীশচীনন্দনের বাঘাপাড়া		বাঘাপাড়া আগমন	১১৭৬
আগমনাদি	ঐ	শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব	ঐ
শ্রীরামচন্দ্রের শাখা বিস্তার	১০৯৩	নদীয়া নরেশের বাঘাপাড়া	
শ্রীরাজবল্লভাদির জন্মাদি	ঐ	পুনরাগমনাদি	১২০০
বংশীবটের উদ্ভব	১০৯৮	প্রভু শ্রীহারিনারায়ণের বংশ	
শ্রীরামচন্দ্রের দেশপর্যটন	১১০০	পরিচয়	১২০২
শ্রীশচীনন্দনের শিক্ষা	১১০১	গ্রন্থকর্তার দৈন্যতা	১২০৫
শ্রীরামচন্দ্রের চট্টগ্রামী জাতী-		গ্রন্থকর্তার মাতামহকুলের	
গণের সঙ্গে সম্মিলনাদি	১১৩৩	পরিচয়	১২০৭
কাকদণ্ডী পরাজয়	১১৩৬	গ্রন্থকর্তার শ্বশুরকুলের	
শ্রীগোকুলানন্দাদির বাঘাপাড়া		পরিচয়	১২০৮
আগমনাদি	১১৩৭	গ্রন্থকর্তার পিতৃমাতৃবিয়োগাদি	
বাঘাপাড়া বর্ণনাদি	১১৪০	জনিত খেদ	১২১২
শ্রীশচীনন্দনে শক্তি সঞ্চার	১১৪৩	গ্রন্থকর্তার জীবনী	১২১৪
শ্রীরামচন্দ্র প্রভুর তিরোভাব		শ্রীগুরু প্রণালী ও সিদ্ধ-	
এবং আদ্যাশ্রদ্ধ ও মহোৎসব		প্রণালী বর্ণন	১২২৪
সব	১১৪৫	দশমূলরসের শ্রেষ্ঠতা	১২৪৪
কুঞ্জভঙ্গ	১১৫৯	গ্রন্থকর্তার আত্মীয়গণ অরণ	
গোয়ালিনী মিলন	১১৬২	পূর্বক অমৃত্যু	১২৪৫
বাঘাপাড়ার শ্রীমন্দিরপত্তন	১১৬৭	সূচীপত্র সমাপ্ত ।	
বর্ধমানাধিপতির বাঘাপাড়া			
আগমনাদি			





শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ ।

# দশমূলরসং ।

( বৈষ্ণব জীবনং । )

প্রথম মূলং ।

গ্রন্থকারৈগোক্তং মঙ্গলাচরণং ।

যন্তোপদেশাকরিনিষ্ঠবুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সতো ধ্রুবমেব জীবঃ ।

তং কর্ণধারং ভুবনৈকনৃতং শিষ্যোনিষেবাং সততং শ্রবামি ॥ ১ ॥

দশমূলরসং দাতুং ছন্নচরতি মেদিনীং ।

যঃ স্বয়ং গুরুরূপেণ তং গৌরং সমুপাস্মহে ॥ ২ ॥

শ্রীরামং রেবতীকান্তং কৃষ্ণং গোকুলরঞ্জনং ।

প্রণম্য শিরসা ভক্ত্যা প্রমাণং কথ্যতে মদ্রা ॥ ৩ ॥

নবীনালরূপং সর্স্বরসভূপং ।

ভক্তদত্তমালং ভজ নন্দবালং ॥ ৪ ॥

শ্রীগুরু গোবিন্দ আর ভক্তের চরণ ।

প্রাণাদি অর্পণ করি করিষু বন্দন ॥

রিক্তহস্তে প্রাণাদি শাস্ত্রে নিবারয় ।

এ লাগি প্রাণাদি দান করিষু নিশ্চয় ॥

অকার্পণ্য ভাব এই ভকতির অঙ্গ ।  
 বিপরীতে ভক্তাঙ্গের এক অঙ্গ ভঙ্গ ॥  
 গুরুদত্ত গোবিন্দের কোমল চরণে ।  
 মানস কমল আদি করিষু অর্পণে ॥  
 গুরুবর্ষিত প্রাণ যবে গুরুর কৃপায় ।  
 কঠিনহু ছাড়ি অতি মৃদু হঞা যায় ॥  
 তখন এ দেহ প্রাণ গোবিন্দ চরণে ।  
 মনাদির সহ ভাবে করিবে অর্পণে ॥  
 বুদ্ধি ভক্ত পাদপদ্মে করিলে প্রদান ।  
 কৃষ্ণনিষ্ঠ বুদ্ধি হয় কহিষু সন্ধান ॥  
 এই লাগি প্রাণ আদি করিয়া অর্পণ ।  
 বন্দিষু শ্রীগুরু কৃষ্ণ ভক্তের চরণ ॥  
 কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিবীজ সিদ্ধিপ্রদ যিনি ।  
 প্রাণাদি গ্রহণকারী গুরুদেব তিনি ॥  
 যশোদার স্তন্যপায়ী গোকুল-পালক ।  
 শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ তিনি সর্ব আকর্ষক ॥  
 অনন্ত ভাবেতে কৃষ্ণ ভজে যেই জন ।  
 সেই ত বিশেষ ভক্ত নহে সাধারণ ॥  
 ইহ পরকালে গতি গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ।  
 এ লাগি বন্দিষু আগে হঞা জন্মরক্ত ॥  
 গুরু কৃষ্ণ ভক্ত বিনা উভয় লোকেতে ।  
 গতি নাই গতি নাই জানি যে মনেতে ॥

শ্রীবিষ্ণু হইতে নিত্য অভেক নুদ্বিতে ।  
 দেবী দেবাগণে বন্দি পড়িয়া ভূমিতে ॥  
 সত্যশীল জিতেন্দ্রিয় বিষ্ণুপরায়ণ ।  
 বেদস্ত ভূত্বরগণে করিষু বন্দন ॥  
 অবিন্ধ্য বা সবিদ্য বা ব্রাহ্মণ-চরণ ।  
 যথাযোগ্য বন্দি যথা শাস্ত্রের বচন ॥  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বন্দি বিষ্ণু শক্তিময় ।  
 আমি সর্ব নীচ এই জ্ঞান যাতে হয় ॥  
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য সর্বলোক প্রাণ ।  
 যাঁহার উদয়ে হয় পরমাত্মা জ্ঞান ॥  
 চৈতন্য উদয় করে সর্ব হৃদে যেই ।  
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু শচীসুত সেই ॥  
 জয় জয় প্রেমময় শক্তি গদাধর ।  
 যাঁহার উদয়ে হয় প্রেম সুগোচর ॥  
 অগন্ত বচনে প্রেম যে করে উদয় ।  
 সেই প্রভু গদাধর মাধব তনয় ॥  
 জয় জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দময় ।  
 যাঁহার উদয়ে হয় আনন্দ উদয় ॥  
 সর্ব হৃদে যেই করে কৃষ্ণানন্দোদয় ।  
 সেই প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীপদ্মাতনয় ॥  
 জয় জয় দেবদ্বৈতাচার্য্য মহাশয় ।  
 যাঁহার উদয়ে দ্বৈতদ্বৈত জ্ঞান হয় ॥

ভ্রমাত্মকদ্বৈত মত প্রকাশ কারণ ।  
 কভু বা অদ্বৈত ভাব করেন ধারণ ॥  
 জয় জয় বংশী সর্বলোকবিমোহন ।  
 যাঁহার উদয়ে ছিণ্ডে কৰ্ম্মাদি বন্ধন ॥  
 নিজ কল বাক্যাদিতে জীব সবাকার ।  
 কৰ্ম্মাদি নাশেন তেঁই বংশী নাম তাঁর ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ বদনে ব্রজে করেন বিহার ।  
 শ্রীবংশীবদনাখ্যাতে সে লাগি প্রচার ॥  
 শ্রীচৈতন্যময় যত শ্রীচৈতন্যভক্ত ।  
 সবার চরণ বন্দি হঞা অনুরক্ত ॥  
 কখন কখন যাঁর জিহ্বা কৃষ্ণ গায় ।  
 মানসাদরেতে নতি করি তাঁর পায় ॥  
 শ্রীগুরু নিকটে কৃষ্ণ দীক্ষা লাভ করি ।  
 যিঁহ কৃষ্ণ ভজে তাঁরে প্রণতি আচরি ॥  
 অনন্ত ভজন বিজ্ঞ জনের চরণ ।  
 অন্তর্বাছে সেবি করি সাদরে বন্দন ॥  
 যাঁর মুখে একবার শুনি কৃষ্ণনাম ।  
 তাঁহার পদারবিম্বে সহস্র প্রণাম ॥  
 নিরন্তর কৃষ্ণনাম যাঁহার বদনে ।  
 লক্ষ পরণাম করি তাঁহার চরণে ॥  
 জিহ্বা গায় কৃষ্ণনাম দর্শনে যাঁহার ।  
 অসংখ্য প্রণাম করি চরণে তাঁহার ॥

ত্রিকালের কৃষ্ণদাসগণের চরণ ।  
 দম্ভে তৃণ ধরি মুঞি করিষু বন্দন ॥  
 নিজ সিদ্ধভাবে সদা স্বপ্রিয় মুসেতে ।  
 রসিকের পাদপদ্ম বন্দি হৃদয়েতে ॥  
 রাধাকৃষ্ণ লীলারস ভাবন চতুর ।  
 তিঁহ ত রসিক হন প্রাণের ঠাকুর ॥  
 গুরু কৃষ্ণ ভক্ত ভিনে স্ব-ভাবানুসারে ।  
 বন্দনা করিষু মুঞি করিয়া বিচারে ॥  
 পুনর্ব্বার পূর্ব্বাপর সংপ্রধানুসারে ।  
 বন্দনা করিব মুঞি ধামাদি সবারে ॥  
 শ্রীপ্রাণবল্লভ গৌর কৃষ্ণ বলরাম ।  
 কুলাধি দেবতা মোর বাঘাপাড়া ধাম ॥

তথাহি গ্রন্থকারস্ত ।

শ্রীপ্রাণবল্লভো গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণো মে বলং স্বয়ং ।  
 কুলাধিদেবতা নাট্যঃ বাঘাপাড়েতি পট্টকং ॥ ৪ ॥

কুলের প্রধানাচার্য্য বৈষ্ণব প্রধান ।  
 সদাশিব মহাবিকু গোপীশ্বরাস্থান ॥  
 যোগমায়া ভগবতী ভালে শোভে তাঁর ।  
 সর্ব্বলোক-নিস্তারিণী মহিমা অপার ॥  
 তিহৌঁ কৃপা করি ভক্তে রামকৃষ্ণ সহ ।  
 সংযোগ করিঞা সুখ দেন অহরহ ॥

এই হেতু.যোগমায়া আখ্যান তাঁহার ।

বেদাগমে এই কথা কট্‌হ বার বার ॥

জয় নবদ্বীপ জয় বৃন্দাবনধাম ।

জয় বিশ্বস্তুর জয় কৃষ্ণ বলরাম ॥

জয় নবদ্বীপনারী গৌরভাববতী ।

জয় ব্রজলক্ষ্মীগণ জয় শ্রীশ্রীমতী ॥

জয় শ্রীমানসীগঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন ।

জয় কৃষ্ণা কৃষ্ণপ্রিয়া জয় গোপগণ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী জয় জয় কাম্যবন ।

জয় পৌর্ণমাসী জয় দ্বাদশ কানন ॥

জয় বৃষভানুপুর কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম ।

জয় নন্দরাজ-গৃহ নিত্যানন্দ সম ॥

জয় শ্যামকুণ্ড রাধাশ্যাম মনোহর ।

জয় রাধাকুণ্ড জয় মানসরোবর ॥

জয় প্রভাকর ঘাট সর্ববানন্দকর ।

জয় শ্রীগোপাল জয় শ্রীমুরলীধর ॥

জয় শ্রীগোবিন্দদেব জয় গোপীনাথ ।

জয় যোগপীঠ যথা কৃষ্ণ রাধা সাথ ॥

জয় গোচারণ স্থান অতি মনোরম ।

শ্রীরাসমণ্ডল জয় বেদগুহ্যতম ॥

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা মনোহরা ।

কৰ্ম্মী জ্ঞানী অরসিক ভক্ত অগোচরা ॥

সংক্ষেপে বন্দিয় কৃষ্ণ ধামাদি সবারে ।  
 সন্দর্ভ স্মারকে এবে করি নমস্কারে ॥  
 জয় জয়দেব বিছাপতি চণ্ডীদাস ।  
 শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল আর শ্রীগোবিন্দ দাস ॥  
 জয় শ্রীস্বরূপ রূপ আর সনাতন ।  
 শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ শ্রীবংশীবদন ॥  
 জয় রামানন্দ নরহরি কৃষ্ণদাস ।  
 নরোত্তম দাস দ্বিজহরি শ্রীনিবাস ॥  
 জয় বীরভদ্র রামচন্দ্র বলরাম ।  
 শ্রীলোচনানন্দ বিশ্বনাথ ঘনশ্যাম ॥  
 জয় শ্রীবল্লভ রাজবল্লভ কেশব ।  
 শ্রীজগদানন্দ আর গোকুল বল্লভ ॥  
 জয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ অদ্বৈত নন্দন ।  
 আজন্ম সেবিল যিঁহ চৈতন্যচরণ ॥  
 শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় শ্রীঅচ্যুত হয় ।  
 এ লাগি বিশেষে বন্দি তাঁর পদদ্বয় ॥  
 আমার প্রভুর প্রিয় হয় যেইজন ।  
 বিশেষিয়া বন্দি মুণ্ডি তাঁহার চরণ ॥  
 জয় প্রভু প্রেমলাল সহ স্নতদ্বয় ।  
 জয় প্রভু যজ্ঞেশ্বর সঠৈক তনয় ॥  
 জয় প্রেমানন্দদাস আদি ভক্তগণ ।  
 নিত্যোচ্ছলরস যাঁরা করে আশ্বাদন ॥



কৃষ্ণ কৃষ্ণলীলা কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণধাম ।  
 নিত্য হয় এই কথা বেদাদি প্রমাণ ॥  
 এ লাগি বলিষু মুণ্ডি করে আশ্বাদন ।  
 নতুবা নিত্যহে হয় ব্যাঘাত ঘটন ॥  
 বর্ত্তমান আদি বিনা নিত্যহ না হয় ।  
 বুঝয়ে পণ্ডিতে ইহা মূর্খে না বুঝয় ॥

তথাহি মনঃশিক্ষায়াং ।

গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু স্তজনে ভূস্বরগণে  
 স্বমস্ত্রে শ্রীনাশি ব্রজনবযুববন্দ শরণে ।  
 মদা দন্তং হিঙ্গা কুরুরতিমপূর্সামতিতরা  
 ময়ে স্বাস্ত্রত্রা তশচটুভিরভিঘাচে ধৃতপদঃ ॥ ৫ ॥

নিত্যোজ্জ্বলরসপায়ী রসিক সবার ।  
 বাক্য অনুসারে গ্রন্থ করিব বিস্তার ॥  
 এই গ্রন্থে দশমূলরস তত্ত্বকথা ।  
 বিস্তারি কহিব মুণ্ডি শাস্ত্রে উক্ত যথা ॥  
 দশমূল রসপানে জুরাদির নাশ ।  
 বৈদ্যশাস্ত্রে এই কথা আছেয়ে প্রকাশ ॥  
 সেই দশমূলরস ইহায়ে না কয় ।  
 এই দশমূলরসে ভবাধি নাশয় ॥  
 ভবাধি বিনাশ সেই সাধারণ কথা ।  
 পানে প্রয়োজন সিদ্ধি হয় ত সর্ব্বথা ॥

বৈষ্ণব আদেশে তাই করির বর্ণন ।  
 ইথে অপরাধ কেহ না কর গ্রহণ ॥  
 দোষদৃষ্টিহীন তয় সাধুর নয়ন ।  
 স্নেহ ত সাহসে গ্রন্থ করিব রচন ॥  
 খলনিন্দাভয়ে কভু না হই শঙ্কিত ।  
 স্বভাবানুবর্তী সবে আছয়ে নিশ্চিত ॥  
 উপেক্ষা অপেক্ষা দুই করি পরিহার ।  
 দশমূলরস গ্রন্থ করিব বিস্তার ॥  
 তবু কৃতাজ্জলি হঞা কহি খল জনে ।  
 এই দশমূলরস করহ সেবনে ॥  
 দশমূলরস এই সবার জীবন ।  
 ভক্তাভক্ত সর্বজন কর আশ্বাদন ॥  
 ভক্তের হইবে ইথে প্রেমের উদয় ।  
 অভক্তের ভবরোগ নাশ সুনিশ্চয় ॥  
 রসিক ভক্তের ইহা প্রাণাধিক ধন ।  
 উজ্জ্বল রসের সিন্ধু প্রকৃতিমোহন ॥  
 তবে আজ্ঞা মাগি সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে ।  
 গ্রন্থারম্ভ করি সবে কর অবধানে ॥  
 স্বশিষ্যগণের শিক্ষা দিবার কারণ ।  
 কোন্ শিষ্যপ্রশ্নে করি সন্দর্ভ বর্ণন ॥  
 অপরাধশূন্য হঞা মোর শিষ্যগণ ।  
 দশমূলরস নিত্য কর আশ্বাদন ॥

ঈশ্বরের বাক্য বেদ ঈশ্বর স্বরূপ ।  
 অতএব বেদসর্ব প্রমাণের ভূপ ॥  
 বেদ পরমাণ বিনা আন পরমাণে ।  
 অপ্রমাণ বলি সদা পণ্ডিতে বাখান্কে ॥  
 সেই ত বেদের সার ভাগবত হয় ।  
 ব্রহ্মাসুর বধ আদি যাহাতে আছয় ॥  
 গায়ত্রীর অর্থ আর কৃষ্ণাত্মা নির্ণয় ।  
 নারদানুগ্রহে ব্যাস যাহাতে করয় ॥  
 কৃষ্ণাত্মারে লক্ষ্য করি অর্থ সমুদয় ।  
 করিলেন ভাগবতে ব্যাস মহাশয় ॥  
 এহেতু অধ্যাত্ম শাস্ত্র দীপ ভাগবত ।  
 সূতবাক্যে এই কথা আছয়ে বেকত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

সৰ্ব বেদান্ত সারোহি শ্রীভাগবতমিষ্যতে ।  
 তদ্রসামৃত তৃপ্তস্ত নান্যত্র স্তাদ্রতিঃ কচিৎ ॥

নিগম কল্পতরোগলিতং ফলঃ

শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুতং ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং

মুহুরহো রসিকাভুবি ভাবুকাঃ ॥ ৬ ॥

যঃ স্বানুভাবমখিল শ্রুতিসারমেক

মধ্যাত্ম দীপমতিতীৰ্থতাং তমোহকীং ।

সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ গুহ্যং

তং ব্যাস বৃহস্পত্যাশ্রিতঃ শ্রীশুকঃ শ্রীমুনীনাং ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের বাজায় মূর্তি সাক্ষাস্তাগবত ।  
 “এইহেতু বেদসার পাদ্মোতে বেকত ॥  
 তারাকুর ভাগবত গায়ত্র্যর্ধময় ।  
 “তারাকুরঃ সজ্জনীতি” স্বামিপাদ কয় ॥  
 গায়ত্র্যধিকার বৃত্তাস্তুর বধ আর ।  
 যাহে সেই ভাগবত কহিলাম সার ॥

তথাহি মাংস্তে ।

যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতেধর্ম্য বিস্তরঃ ।  
 বৃত্তাস্তুর বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষাতে ॥ ৮ ॥

সেই লাগি বেদ ভাগবত অনুসারে ।  
 দশমূলরস মুখিও করিব বিস্তারে ॥  
 বেদ আর বেদসার হেতু ভাগবত ।  
 বেদ ভাগবত এক পণ্ডিত সম্মত ॥  
 বেদ অনুরূপ বাক্য সর্বত্র বলিব ।  
 কিন্তু ভাগবত আদি পরমাণ দিব ॥  
 মায়াবাদীগণ কহে আচার্য্য শঙ্করে ।  
 নিজ ভাষ্যে ভাগবত প্রমাণ না ধরে ॥  
 সেই সবাকার এই সংশয় কারণ ।  
 শ্রীগোবিন্দাষ্টক মুখিও করাই স্মরণ ॥  
 শ্রীগোবিন্দাষ্টকে স্বামি আচার্য্য শঙ্করে ।  
 বস্ত্রহরণাদি লীলা বর্ণিলা আদরে ॥

ভাগবত গ্রন্থ তাহে সুস্পষ্ট প্রমাণ ।  
 মায়াবাদীগণ এই করুন সন্ধান ॥  
 স্ত্রী-শূদ্র আদির গ্রন্থ পাঠের কারণ ।  
 দশমূলে নাহি দিব বেদের বচন ॥  
 অবিকল বেদ পাঠে স্ত্রী-শূদ্র আদির ।  
 অধিকার নাহি ইহা কহিলাম স্থির ॥  
 প্রমাণের মূল বেদ ভাগবত হয় ।  
 প্রথম মূলের এই তত্ত্ব সুনিশ্চয় ॥  
 দ্বিতীয় মূলের তত্ত্ব করহ শ্রবণ ।  
 যাহার শ্রবণে হয় তত্ত্ব নিরূপণ ॥  
 শ্রীগুরু জাহ্নবী হরি করিয়া স্মরণ ।  
 প্রথম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥  
 প্রভু দীননাথাজ্ঞ এ বিপিন দাস ।  
 অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি  
 গোস্বামিনা বিরচিতো দশমূলরসে প্রমাণ  
 তত্ত্বনিরূপণং নাম প্রথম মূলং ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয় মূলং ।

---

নত্বা সর্কেষ্বরং কৃষ্ণং সর্কাদিপরিষেবিতং ।

যন্মে তস্ম পৱেশহং ব্যাসাদিমুনিনোদিতং ॥ ১॥

পরমং পৱেশং রাসরসিকেশং ।

নয়নাভিরামং ভজ সখে শ্রামং ॥ ২॥

জয় জয় গুরুদেব জয় শ্রীশচীনন্দন ।

জয় প্রভু নিত্যানন্দ জাহ্নবী-জীবন ॥

জয়দ্বৈতপ্রভু জয় শ্রীবংশীবদন ।

জয় প্রভু গদাধর জয় ভক্তগণ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী জয় জয় প্রভুরাম ।

শ্রীশচীনন্দন জয় রামানুজাখ্যান ॥

ভূম্বর ব্রাহ্মণগণে করি নমস্কার ।

প্রত্যক্ষ হয়েন যাঁরা বিষ্ণু অবতার ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ মগারাম্য ধন ।

যাহা বিনা অন্য ধন না করি দর্শন ॥

দ্বিতীয় মূলের কথা কর অবধান ।

যাহাতে হইবে কৃষ্ণতত্ত্ব আদি জ্ঞান ॥

তত্ত্ব নিরূপণে বেদ প্রমুখ প্রমাণ ।

সম্বন্ধাভিধেয় নাম আর প্রয়োজন ।  
 আগে বেদ এই তিন করেন ধারণ ॥  
 সম্বন্ধ তত্বকে বেদ দেখেন অগ্রাংশে ।  
 অভিধেয় প্রয়োজন তাহার পরেতে ॥  
 কৃষ্ণ-জীব-মায়া তিন সম্বন্ধাভিধান ।  
 সেই কৃষ্ণ সর্বেশ্বর সর্ব-শক্তিমান ॥  
 সর্ববরস রত্নাকর মহামৃতময় ।  
 যার বিন্দুকণাস্বাদি সকলে মাতয় ॥  
 সম্বন্ধ ভিতরে জীব তত্ব চমৎকার ।  
 পরেতে দেখেন বেদ করিয়া বিচার ॥  
 কৃষ্ণ নিত্যদাস জীব বিভিন্নাংশ হয় ।  
 নিত্যবন্ধ নিত্যমুক্ত এইত নিশ্চয় ॥  
 জীবের প্রকৃতি সহ সম্বন্ধ অনিত্য ।  
 কৃষ্ণের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বিহিত ॥  
 তবেত সম্বন্ধ মধ্যে দৈবী মায়া যাহা ।  
 জ্ঞান করেন বেদ বিচিরিয়া তাহা ॥  
 অনিত্য সম্বন্ধে নিত্য সম্বন্ধ যে জ্ঞান ।  
 দৈবীমায়া কহে তারে বেদমতিমান ॥  
 দৈবীমায়া তত্ব যেই বেদমতে হয় ।  
 প্রকাশ করিলু তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥  
 তবে বেদ জীবেশ্বর ভেদাত্মক তত্ব ।

জীরেখর ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয় ।

সেই ভেদাভেদে সদা অচিন্ত্য কহয় ॥

প্রকৃতির পর হয় অচিন্ত্য লক্ষণ ।

সে লক্ষণে শুক তর্কে না কর যোজন ॥

তথাহি মহাভারতে ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ ।

প্রকৃতিভ্যাঃ পরং বচ তদচিন্ত্যস্ত লক্ষণং ॥ ২ ॥

তর্কেতে হারায় সেই পরমার্থ ধন ।

দেহান্তে জন্মুক হয় সেই অভাজন ॥

কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান আদি প্রদা যেই মতি ।

তর্কেতে যোজিলে তার হয় অধোগতি ॥

অতএব ভাগ্যবান্ মানবনিচয় ।

শুক তর্কে স্ব-স্ব মতি কভু না যোজয় ॥

অল্প রুচি হয় শুক্তি তত্বাদি বোধিকা ।

কেবল নীরস যুক্তি তাহার নাশিকা ॥

অতএবা প্রতিষ্ঠিতা শুক যুক্তি হয় ।

শঙ্করাদি বুদ্ধগণে সদা এই কর ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

বরাপি কচিরেব স্তাভ্যক্তিতত্বাবোধিকা ।

যুক্তিঃ কেবলানৈব বদন্তা অপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩-৭ ॥

তবে যের অজিধের তব রত্নধন ।



কৃষ্ণভক্তি যেই সেই অভিধেয় হয় ।  
বহু ভাবি কেন ইহা করেন নিশ্চয় ॥  
সেই অভিধেয় ভক্তি সাধনামুসারে ।  
নবধা হয়েন এই কহিষু তোমারে ॥  
শ্রবণ কীৰ্ত্তন স্তব দাস্তাজিসেবন ।  
স্মরণ পূজন সখ্য আত্ম নিবেদন ॥  
নবধা সাধন ভক্তি ইহায়ে কহয় ।  
ভাগবত বাক্য ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং ।  
অৰ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যামান্নিবেদনং ॥  
ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চৈবলক্ষণা ।  
ক্রিয়তে ভগবতাক্ষা তদ্ব্যক্তোহসীতমুত্তমং ॥ ৪ ॥

নিজ উক্ত কিস্বা পর উক্ত কৃষ্ণনাম ।  
চরিতাদি পরমানন্দে শুনি অবিশ্রাম ॥  
সেই নাম চরিতাদি চিন্তাই করণে ।  
শ্রবণ বলিয়া গায় মহাজনগণে ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকাক্ষ্যং ।

সোক্তং চাধপরোক্তং বা তন্মাম চরিতং স্মৃতাং  
কর্ণাত্ম্যং চিত্তবিস্মীকৃতং শ্রবণমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

ইহিনাম গুণ আদি গান রসনায় ।

প্রেমরসানন্দে কৃষ্ণ নামাদি কীর্তনে ।

সংকীৰ্তন বলি ব্যাখা করে তত্ত্বগণে ॥

তথাহি তদৈব ।

হরেনীমাঃ গুণানাঞ্চ গানং কীর্তনমুচ্যতে ।

তচ্চ প্রেমরসামোদৈঃ কৃতং সংকীৰ্তনং শ্রুতং ॥ ৬ ॥

পরানন্দ নিধি কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ।

সর্ব শক্ত্যানিতে পরিপূর্ণ সর্বকণ ॥

তঁর সঙ্কিস্তন যেই সেইত স্মরণ ।

স্মরণের অর্থ এই করিমু কীর্তন ॥

তথাহি তদৈব ।

সর্বত্র পরিপূর্ণস্ত পরমানন্দবারিধেঃ ।

রূপং সঙ্কিস্তনং বিকোঃ স্মরণং পরিকীর্তিতং ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সিদ্ধমন্ত তৎস্বরূপ আর ।

সর্বদা হৃদয়ে চিস্তা ছাড়ি ব্যভিচার ॥

সেইত স্মরণ এই কেহ কেহ গায় ।

স্মরণের অর্থ মুণ্ডিঃ কহিমু তোমায় ॥

তথাহি তদৈব ।

তৎপ্রাপ্তিসিদ্ধমন্তাপাং স্বরূপানাং মুরবিধেঃ ।

মনসা চিন্তয়ং মানাং স্মরণং কেচিৎকিচিৎ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কর্ম্মাবিষ্ট চিন্ত হঞা সর্বকণ ।

কৃষ্ণ পরিচর্যা যেই করে কায়মনে ।

শ্রীপাদ সেবন সেই কহে ঋষিগণে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তৎকৰ্ম্মাবিষ্ট চেতোভিরূপচারৈনুপোচিষ্টৈঃ ।

পরিচর্যা মুরারাতেঃ পাদসেবনমুচ্যতে ॥ ৯ ॥

যোড়শোপচারে যথা বিধি অনুসারে ।

কৃষ্ণ সংপূজন যাহা জানি গুরুদ্বারে ॥

অর্চন তাহার নাম কহিনু তোমায় ।

বিধিমাগার্চন এই সর্বশাস্ত্রে গায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

উপাচারৈঃ ষোড়শভির্বিধা বিধি যথাক্রমং ।

সংপূজনং মুরারাতেঃ অর্চনং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ১০ ॥

ভক্তি সহকারে নিত্য গোবিন্দ-চরণে ।

কায়-মন বাক্য দ্বারে প্রণাম করণে ॥

বন্দনা বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণ ।

প্রমাণ তাহার কহি করই আবণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তৎপাদপদ্মপ্রবর্তনং কায়মানসস্তাবিতৈঃ ।

প্রণামো বাসুদেবন্ত নন্দনং কথ্যতে বৃত্তৈঃ ॥ ১১ ॥

হস্ত-বুদ্ধি-বাক্য-চিহ্ন-ধর্ম্মার্থাদি-কায় ।

কৃষ্ণ দাস্ত বলি গায় বেদ-বিধিগণ ।

দাস্যের মৰ্ম্মার্থ এই করিষু কীৰ্ত্তন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মেহধৌজ্রয়বাক্চেতোধৰ্ম্মকামার্থকৰ্ম্মণাং ।

ভগবত্পৰ্ণং প্রীত্যা দাতুমিত্যাভিধীয়তে ॥ ১২ ॥

শ্রবণ-কীৰ্ত্তন-ধ্যান-সেবন-অৰ্চন ।

বন্দন-স্বাপর্ণ-সখ্য অক্ষধা গগন ॥

দাস্যে সৰ্ব্ব প্রতিষ্ঠিত কহিষু নিশ্চয় ।

ভক্তিরস বিজ্ঞে কাস্তা ভাবেতে মানয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

শ্রবণং কীৰ্ত্তনং ধ্যানং পাদসেবনমৰ্চনং ।

বন্দনং স্বাপর্ণং সখ্যং সৰ্ব্বং দ্বাস্তে প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৩ ॥

অত্যন্ত বিশ্বস্ত চিত্ত তত্ত্ব সবাংকার ।

সৌহার্দের দ্বারে পরাপ্রীতি অনিবার ॥

সুখাসুখি বাসুদেব সদা হেরি যেই ।

সখ্য ভক্তি তার নাম কহিলাম এই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অতিবিশ্বস্তচিত্তস্ত বাসুদেব সুখাসুখৌ ।

সৌহার্দেন পরাপ্রীতিঃ সখ্যমিত্যাভিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণার্পিত মেহ ষাঁর তঁহ সৰ্ব্বক্ষণ ।

কৃষ্ণ স্বরূপাদি চিন্তা যেমন করয় ।

জ্ঞান নিবেদন সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তটৈব ।

কৃষ্ণায়ার্পিতদেহস্য নির্মমস্যামহকৃতেঃ ।

মনসন্তঃ স্বরূপতঃ স্তুতমাস্ত্রনিবেদনং ॥ ১৫ ॥

নবধা ভক্তির ব্যাখ্যা কল্পলতিকায় ।

যে রূপ করিলা তাহা কহিনু তোমায় ॥

পরেতে রূপের মত করিব প্রকাশ ।

যদি প্রাণ रहे এই কহিনু নির্ধাস ॥

নবধা সাধন ভক্তিশাস্ত্রে বিজ্ঞে কয় ।

অবস্থানুসারে যার রাগাত্মা হয় ॥

সাধন ভক্তির পক্ষ অবস্থা উদয়ে ।

রাগানুগা ভক্তি কহে ভক্ত সমুদয়ে ॥

সর্বোপাধি পরিহরি হইয়া তৎপর ।

নিজেন্দ্রিয় দ্বারে কৃষ্ণসেবা নিরন্তর ॥

নারদাদি ভক্তগণে সেইত সেবারে ।

ভক্তি বলি নিরূপিতা করিয়া বিচারে ॥

তথাহি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ।

সর্বোপাধিবিবিশুক্তিং তৎপরম্বেদ নির্মলং ।

কৃষ্ণকেন সর্বকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ভক্ত প্রসাদে হবে আনুকূল্য জীব ।

সেই দিনাবধি ভক্ত সদা সর্বক্ষণ ।  
নিজেপ্রিয় দ্বারে করে কৃষ্ণের সেবন ॥  
সেইত সেবনোত্তমা ভক্তির লক্ষণ ।  
স্বশাস্ত্রে গোসামিত্রিঃ ইহা করিলা বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধো ।

অভ্যভিলাষিতাশূন্যঃ জ্ঞান-কৰ্ম্মজ্ঞানাবৃতঃ ।  
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকৃতমা ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্ম-জ্ঞান স্পৃহা ভক্তি ভিন্ন অভিলাষ ।  
পূৰ্ব্বাদৃষ্ট ফলে করে স্বভাবেতে বাস ॥  
কৃষ্ণের প্রকাশ গুরু দেবের কৃপায় ।  
কৰ্ম্মাদি স্বভাব ছাড়ি দূরেতে গলায় ॥  
ছাড়য় স্বভাব তার তাৎপর্যার্থ যাহা ।  
অজ্ঞজন বোধ লাগি প্রকাশিব তাহা ॥  
গুরুকৃপালব্ধ সূষ্ঠ আনুকূল্য ভাবে ।  
কৃষ্ণসেবা পায় ভক্ত নিত্য স্ব-স্বভাবে ॥  
কৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃতি যে হয় ।  
আনুকূল্য ভাব তারে শ্রীজীব বলয় ॥  
কৃষ্ণানুশীলনোত্তমা ভক্তি যারে কয় ।  
সেইত উত্তমভক্তি নিত্য। স্থনিশ্চয় ॥  
কৃষ্ণ-কৃষ্ণলীলা-কৃষ্ণ ভক্ত যৈছে নিত্য ।

উপলক্ষণের দ্বারা কোন কোন জনে ।  
 নিত্যভক্তি স্থাপে অন্য দেবামুশীলনে ॥  
 অন্য দেবামুশীলন নিত্যভক্তি নয় ।  
 অবশেষে কৃষ্ণ ভিন্ন কে কোথা থাকয় ॥  
 এই কথা বিচারিতে হৃদে হয় ভয় ।  
 পাছে কেহ না বুঝিয়া দুঃখাদি করয় ॥  
 ভগ্নপিহ কহি মুক্তি পান্নাজ্ঞানুসারে ।  
 ইথে মোর অপরাধ না হইতে পারে ॥  
 অবশেষে কৃষ্ণে বাঞ্ছা সকল মিলয় ।  
 তবে কিলে সকলের নিত্যই থাকয় ॥  
 জলের বুদ্বুদ যৈছে জলেতে মিশায় ।  
 তৈছে সব কৃষ্ণে বাঞ্ছা শেষ হয় পায় ॥  
 বাদেয় নিত্যই নাই তাঁদের সেবন ।  
 নিত্যভক্তি মধ্যে গণ্য নহে কদাচন ॥  
 যার সব নিত্য তাঁর ভক্তি নিত্য হয় ।  
 শাস্ত্র-যুক্তিসিদ্ধ এই কহিলু নিশ্চয় ॥  
 ভক্তির ফল সেবা মুক্তি কভু নহে ।  
 জ্ঞানকল মুক্তি এই সর্ব শাস্ত্রে কহে ॥  
 তবে কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য দেবামুশীলনে ।  
 কেমনে ভক্তি বল করিব কীর্তনে ॥  
 সত্যের সে সবার বাধ্য গ্রাহ্য নয় ।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধো ।

স। ভুক্তিভুক্তিকামদ্বাদ্ভুকাং ভুক্তিমকুর্কতাং ।

হৃদয়ে সংভবভোষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ॥ ১৮ ॥

মুক্তিবাঞ্ছা সহৈ ভক্তি সম্বন্ধ রহিত ।

মন্দ্যার্থ শাস্ত্রের এই কহিলু নিশ্চিত ॥

শাস্ত্রার্থ না জানি তারা কহে এই বানী ।

অতএব কৰ্ম্মী-জ্ঞানী সে সবারে জানি ॥

কৰ্ম্মী-জ্ঞানীগণ বাক্য ভ্রমগয় হয় ।

সার বাক্যে কহি তাহা শুন সদাশয় ॥

কৰ্ম্ম ফল স্বৰ্গ আদি ভোগ শাস্ত্রে কয় ।

এ লাগি কৰ্ম্মীর কৰ্ম্ম ভক্তি মধ্যে নয় ॥

কৰ্ম্মীর কৰ্ম্মকে ভক্তি ব্যাখ্যা করে যেই ।

বেদাদ্ব্যস্ত কৰ্ম্মফল নাহি জানে সেই ॥

জ্ঞানী মধ্যে কোন কোন নব্য কবি ভণে ।

হে মাতঃ ! হে পিতঃ ! ভক্তি দেহি শ্রীচরণে ॥

মুখে এই কথা বলে মনে জাবে এই ।

কত দিনে আমি জীব হব বল সেই ॥

ইহাদের মাতৃ পিতৃ চরণসেবনে ।

ভক্তি মধ্যে গণ্য করে কোন মহাজনে ॥

এ কারণ কৰ্ম্মী-জ্ঞানী তত্ত্ব কড়ু নহে ।



মায়াবাদী মধ্যে গণ্য কৰ্ম্মী-জ্ঞানীগণ ।

নিশ্চয় কহিনু এই রাখিবে স্মরণ ॥

এবে শুন বেদ শেষে যা করে দর্শন ।

যে কথা শ্রবণে হয় প্রফুল্লিত মন ॥

শেষে বেদ প্রয়োজন তদ্ব্যস্তিগময় ।

স্ব-হৃদে বিচিত্র ভাবে দর্শন করয় ॥

প্রেমরসতত্ত্ব যেই সেই প্রয়োজন ।

বিচিত্রতা বহু তার না যায় বর্ণন ॥

উভয় মিলনে প্রেমরস উপজায় ॥

অনেক বিচিত্র ভাব তাহে শোভা পায় ॥

কৃষ্ণাত্মাবিশ্রান্ত রঙ্গে আত্মাতে যখন ।

রমণ করেন প্রেম জানিহ তখন ॥

অপ্রাকৃত প্রেম এই প্রাকৃত না হয় ।

ব্রহ্মবাসীগণ ইথে প্রমাণ আছয় ॥

স্বৈৰ্য্যফলপ্রদা গুরু সখীর কুপায় ।

এই প্রেম লাভ হয় কহিনু ভোমায় ॥

ইহার বিচার আর না করি এখায় ।

পরতত্ত্ব কহি শুন বেদ যাহা গায় ॥

কৃষ্ণ-জীব-মায়া এই তিনে শাস্ত্র কয় ।

ভেদাভেদ পরকাশ অন্যথা না হয় ॥

সিদ্ধকাৰ্ভিধেয় প্রয়োজন বিবরণ ।

ক্রমে ক্রমে এই সব করিব বিস্তার ।  
 যদি কৃপা হয় মোর প্রতি সবাকার ॥  
 গুরুরূপে এই সূত্র শ্রীগৌরসুন্দর ।  
 কৃপা করি করিলেন জীবের গোচর ॥  
 সেই গৌরচন্দ্রে আমি ভজি সর্বদক্ষণ ।  
 যাঁহার কৃপায় পাই তত্ত্ব দরশন ॥

তথাহি শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তং ।

শ্রীমদ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুঃ পরতমমখিলাম্মায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং  
 সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুস্তুতারতম্যঞ্চ তেবাং ।  
 মোক্ষং বিষ্ণুজিলাভং তদমলভজনং তস্তু হেতুং প্রমাণং  
 প্রত্যক্ষাদিত্রয়ক্ষেত্ৰ্যপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্তচ্ছব্রঃ ॥ ১২ ॥  
 তথাহি মচ্ছিন্নোণ শ্রীমতা কেদারনাথভক্তিবিনোদেনোক্ত  
 আম্মায়ঃ প্রাহ তবঃ হরিমিহ পরমং সৰ্ব্বশক্তিং রসাক্ষিঃ  
 তদ্ভিন্নাংশাংশ জীবান্ প্রকৃতিকবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ ভ  
 ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিঃ  
 সাধ্যং যৎপ্রীতিমেবেত্ৰ্যপদিশতি হরৌ গৌরচন্দ্রে ভক্তেতঃ

একমাত্র পরতত্ত্ব শ্রীহরি নিশ্চয় ।

সেই হরি শ্রীকৃষ্ণের নামাস্তুর হয় ॥

প্রেম দিয়া হরে কৃষ্ণ সেবকের মন ।

এহেতু কৃষ্ণকে হরি বলে বেদগণ ॥

সেই কৃষ্ণ নন্দাঙ্গজ স্বরূপ ভগবান্ ।

কৃপালুর শিরোমণি ব্রজজনপ্রাণ ॥

ইন্দ্রনীলমণিকান্তি দ্বিষাচ্ছন্নময় ।

নিত্য গোপবেশে ভ্রজে বিহার করয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কৃষ্ণবর্ণঃ দ্বিষাকৃষ্ণঃ সান্নোপাস্ত্রপার্বদঃ ।

বৈভ্রঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রার্থৈর্যজ্ঞতি হি স্নমেদসঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীমচ্চিদানন্দময় বিগ্রহস্বরূপ ।

পীতাংশুক পরিধান সর্বরস ভূপ ॥

দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীরাসবিহারী ।

সর্ববচিস্ত আকর্ষক নারী-মনোহারী ॥

শ্রীশ্বর সবার ঈশ সর্ব-নিয়ামক ।

সর্ব আশ্রয় সর্বারাধ্য স্বভক্ত-পালক ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

হরিরেব সনারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্মরদ্রাশ্রা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ ২২ ॥

সর্বারাধ্য কৃষ্ণ জানি অন্য দেবগণে ।

কদাপি অবজ্ঞা তুমি না করিবে মনে ॥

তদংশাদি হেতু ব্রহ্মা-শঙ্কর প্রভৃতি ।

ভক্তের প্রণম্য সদা কহে ভক্তিহৃতি ॥

না জানি কি হেতু কোন ভক্ত সম্প্রদায় ।

শঙ্করের নাম শুনি দূরেতে পলায় ॥

তদংশাদি হেতু ভক্ত শিবাди ঈশ্বরে ।

অবশ্য পূজিবে কৃষ্ণভক্তিপ্রাপ্তি তরে ॥

যে করে করুক নিম্না রক্ত আদি দেবে ।  
 স্ব-মতে বিরক্ত তাহী কহিলাম এবে ॥  
 পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।  
 তাতে বড় তার সম কেহ নাহি আন ॥  
 সাম্য অতিশয় তেঁই ভাগবতে কয় ।  
 ইহা না জানিয়া মূর্খে সমস্ত স্থাপয় ॥  
 কৃষ্ণ সহ অন্ত দেবে বে করে সমান ।  
 তারে নগে দেবগণ নাহি তার ত্রাণ ॥  
 বেদান্ত যাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বাথানে ।  
 শ্রীকৃষ্ণকান্তি সেই কহিনু সন্ধান ॥  
 অতএব কৃষ্ণ হৈতে ব্রহ্ম ভিন্ন নয় ।  
 বস্তু বিনা নাহি হয় কান্তির উদয় ॥  
 পরমাত্মা বলি যারে যোগীগণ গায় ।  
 তিঁহ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কহিনু তোমায় ॥  
 জীবসহবাসী ব্রহ্মে পরমাত্মা কয় ।  
 স্বাস্থ্যপর্ণা শ্রুতি তাতে প্রমাণ আছয় ॥  
 এ কারণ পরমাত্মা গোবিন্দ হইতে ।  
 ভিন্ন নহে কহি গুরু-প্রদত্ত বুদ্ধিতে ॥  
 বিশেষ্য শ্রীভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ।  
 ব্রহ্ম-পরমাত্মা হয় তাঁর বিশেষণ ॥  
 অতএব চৈতন্যাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হইতে ।  
 পরতত্ত্ব নাহি দেখি বেদাদি বিধিতে ॥

তথাহি শ্রীপাদ দামোদরস্বরূপকৃতকড়চায়াঃ ।

যদৈবৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্ত তমুভা ।  
য আয়াতত্বামীশ্বরস্য ইতি সোহস্মাংশবিভবঃ ।  
বৈভবৈর্ঘোঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ঃ  
ন চৈতন্যং কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥ ২৩ ॥

তঁহার ঈক্ষণশক্তিপ্রভাবে প্রকৃতি ।  
সৃজিলা ব্রহ্মাণ্ডগণ করিয়া বিস্তৃতি ॥  
অতএব সর্ব প্রভু শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
ব্রহ্মাদি সকল তাঁর দাসেতে গণন ॥  
একদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বস্তু কৃষ্ণ হয় ।  
ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্ স্বরূপে ভাসয় ॥  
তত্ত্বদর্শীগণ ইহা বিচার করিয়া ।  
লিখিয়া রাখিলা গ্রন্থে জীবের লাগিয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ্জ্ঞানমধয়ং ।  
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগ্বানিতি শব্দ্যতে ॥ ২৪ ॥

কেহ কহে নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ।  
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ তাহা না হয় প্রমাণ ॥  
তু-শব্দার্থে কহে যত পুরুষাবতার ।  
শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভেদ কহিলাম সার ॥  
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মেশ্বর-নন্দন ।  
অবতারগণ তাঁর অংশেতে গণন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।  
ইচ্ছারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ২৫ ॥

অবতারাবলী বীজ হতারি গতিদ ।  
একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র জানিহ নিশ্চিত ॥  
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ।  
মূল এক দীপ হেতু করিয়ে গণন ॥  
তৈছে সর্বাবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ।  
• অতএব অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র হন ॥  
অবতার-অবতারী ভেদে দ্বিপ্রকার ।  
ঈশ্বর হয়েন বেদশাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

অবতারাবতারিহাদীশোহপি দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ ।  
তক্তাতক্তবিভেদেন জীবোহপি ভবতি দ্বিধা ॥ ২৬ ॥  
অবতার বীজ হন অবতারীশ্বর ।  
সেইত ঈশ্বর কৃষ্ণ বেদের গোচর ॥  
নিত্য ভক্ত জীব নিত্য শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরে ।  
একান্ত ভাবেতে করে স্বেচ্ছিয় গোচরে ॥  
অপ্রাকৃতেন্দ্রিয় সেই নহে ত প্রাকৃত ।  
ভক্তিশৃণু জীবেন্দ্রিয় প্রাকৃত কথিত ॥  
প্রসঙ্গানুক্রমে এথা ভক্তাতক্ত কথা ।  
প্রসঙ্গ করিল যত্রিও বেদে উক্ত যথা ॥

বেদবাক্যে অবতারীশ্বর যিনি হন ।  
 পরম ঈশ্বর তাঁরে ব্রহ্মা আদি কন ॥  
 সেই শ্রীপরমেশ্বর যশোদানন্দন ।  
 শ্রীসচ্চিদানন্দ সর্বকারণকারণ ॥  
 অনাদি সবার আদি সর্বভক্ত স্বরূপ ।  
 নিজ সংহিতায় ব্রহ্মা কহে এইরূপ ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।  
 অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণঃ ॥ ২৭ ॥

সর্বাকরমণকারী সর্বানন্দকর ।  
 সুখবোধরূপ সর্বদুঃখহর ॥  
 সর্বানন্দময় আত্মা ব্রহ্মসনাতন ।  
 সর্বায়মনকারী সর্ববাংশী-শরণ ॥  
 অদ্বয়স্বরূপ রূপ শ্রীব্রহ্ম-গোপাল ।  
 সর্বজন্ম-বশকারী গোকুল-রাখাল ॥  
 সর্বসেব্য ইন্দি সর্বস্বামী পরেশ্বর ।  
 শ্রীনন্দনন্দন গোপ-গোপীপ্রিয়ঙ্কর ॥  
 ভৌতিক শরীরহীন দিব্য স্নানাকার ।  
 প্রকটাপ্রকট-লীলাকারী বিশ্বাধীর ॥  
 কার্য কারণের ঈশ সর্বৈশ্বর্যময় ।  
 সর্ব সাধুযোহ সিদ্ধ যুগশাস্ত্রাক্রমজ ॥

অসংখ্য লক্ষ্মীর দৈব্য শ্রীচরণ য়ার ।

তিঁহ সর্বোপাশ্রয় সর্বপ্রভু এই সার ॥

প্রকৃতির পর নিত্য গোকুলবিহারী ।

নিত্যলীলানন্দময় সর্ব মনোহারী ॥

তথাহি গৌতমীয়াদৌ ।

কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্বার্থে গচ্চানন্দস্বরূপকঃ ।

সুখরূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দময়স্ততঃ ॥

কৃষিভূঁবাচকঃ শব্দো গচ্চ নিবৃত্তিবাচকঃ ।

তস্মৈতৈরেক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥

সর্বত্রাপি বৃংহণং তৎকৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।

বৃহদ্বাদৃংহণত্বাচ্চ যদ্বক্ষ্যপরমং বিদ্রুঃ ॥

• কৃষিশব্দশ্চ সত্বার্থে গচ্চানন্দস্বরূপকঃ ।

সত্বামানন্দয়োর্বোপাং তৎপরং ব্রহ্মচোচ্যতে ॥

যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতীং ।

অথবা কর্ষয়ং সর্বং জগৎস্বাবরজঙ্গমং ।

কালরূপেণ ভগবাংস্তেনাস্যং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥

স্বয়ংত্বসাম্যাতিশয়দ্ব্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ ।

বল্লিঃহরস্তিচিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটোড়িতপাদপীঠঃ ॥

নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহেত্যাদি ॥ ২৮ ॥

সম্বন্ধ তত্ত্বতে সর্বেশ্বর পরতত্ত্ব ।

দ্বিতীয় মূলেতে তাহা করিগু বেকত ॥

তৃতীয় মূলের তত্ত্ব কর অবধান ।

সাক্ষাতে জানিবে কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান ॥



শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি করিয়া স্মরণ ।

দ্বিতীয় মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥

প্রভু দীননাথায়জ্ঞ এ বিপিন দাস ।

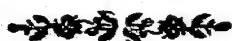
অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারিগোস্বামিনা

বিরচিতে দশমূলরসে সম্বন্ধতত্ত্বে পরেশহ

নিরূপণং নাম দ্বিতীয়মূলং ॥ ২ ॥

## তৃতীয় মূলং ।



সর্বশক্তিময়ং কৃষ্ণং সর্বোপাশ্রয়ং সুরেশ্বরং ।  
তন্নম্রা শক্তিমন্ত্ৰং কথ্যতে সন্ন্যতং ময়া ॥ ১ ॥  
চিদানন্দাকারং ভুবনৈকাধারং ।  
বরদং বরেশং ভজ হৃদীকেশং ॥ ২ ॥

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র প্রভু বলরাম ।  
শ্রীপ্রাণবল্লভ জয় পূর্ণানন্দধাম ॥  
জয় বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রাণ গোরাঙ্গ শ্রীহরি ।  
জয় নিত্যানন্দ সহ জাহ্নবী স্নন্দরী ॥  
জয় সীতানাথ জয় শ্রীবংশীবদন ।  
জয় গদাধর জয় রূপসনাতন ॥  
জয় শ্রীশ্রীবাস জয় শ্রীজীব জীবন ।  
জয় বীরচন্দ্র প্রভু জয় ভক্তগণ ॥  
জয় প্রভুরাম জয় শ্রীশচীনন্দন ।  
জয় শ্রীবল্লভ আদি তিন মহাজন ॥  
শ্রীশচীনন্দনাক্ষয় তিন মহাশয় ।  
তিনের কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥  
ধরামর বিপ্রগণে করি নমস্কার ।  
তৃতীয় মূলের তত্ত্ব করিব বিচার ॥

সেই নন্দমুত কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্ ।  
 হরাদি হইতে নারে তাঁহার সমান ॥  
 অগ্নির উষ্ণতা সম সদাভিন্ন ভাবে ।  
 শক্তি তাঁর কার্য্য করে অচিন্ত্য প্রভাবে ॥  
 অতএব বেদবিধি সকলে ভগ্নয় ।  
 শক্তি শক্তিমানে নিত্য ভেদ নাহি হয় ॥  
 সেইত শক্তিরে শাস্ত্রে পরাশক্তি কয় ।  
 সেই পরাশক্তি জানি বহুবিধ হয় ॥  
 অচিন্ত্য প্রভাবে সর্বভাবে পরাশক্তি ।  
 নিত্য বিরাজিতা ইহা বেদশাস্ত্রে ব্যক্তি ॥  
 এই হেতু শক্তিময় সর্বভাবে কয় ।  
 ইহাতে প্রমাণ বিষ্ণুপুরাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

শক্তয়ঃ সৰ্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।  
 যতোহতো ব্রহ্মণস্তত্ত্ব সর্গাঙ্কীভাবশক্তয়ঃ ।  
 ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ততা ॥ ২ ॥  
 জ্ঞান, বল, ক্রিয়ারূপে পরাশক্তি নিত্য ।  
 সুপ্রকাশমানা এই কহিলু নিশ্চিত ॥  
 জ্ঞানার্থে সন্ধিঃ শক্তি বলার্থে সন্ধিনী ।  
 ক্রিয়ার্থে ছলাদির্নাশক্তি বেদের ক্তাহিনী ॥  
 সেই পরাশক্তি পুনঃ তিনরূপে ভাসে ।  
 শ্রীবৈষ্ণবে স্তূৰ্ণরূপে এ কথা প্রকাশে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা শ্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপরা ।  
অবিষ্টা কৰ্মসংজ্ঞাস্তা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্তরঙ্গরূপে তার চিচ্ছক্তি আখ্যান ।  
বহিরঙ্গরূপে মায়াশক্তি অভিধান ॥  
তটস্থারূপেতে জীবশক্তি নাম হয় ।  
পরাত্মা শক্তির এই তিন বৃত্তি কয় ॥  
জ্ঞান-বল-ক্রিয়া শক্তি কার্য অনুসারে ।  
নানামত নাম ধরে কহিনু তোমারে ॥  
কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাহাতে প্রধান ।  
অন্তরঙ্গ আদি তিন শাস্ত্র করে গান ॥  
সর্বশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ তিন শক্তি দ্বারে ।  
ধাম আদি যথামত করেন প্রচারে ॥  
চিচ্ছক্তির দ্বারে কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি ধাম ।  
প্রকাশ করেন যার নাহি পরিণাম ॥  
মায়াশক্ত্যে প্রকাশেন ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত ।  
সে লাগি ব্রহ্মাণ্ড সব হয় গুণবন্ত ॥  
জীবশক্ত্যে প্রকাশেন জীব অগণন ।  
বিভিন্নাংশরূপে যার স্বরূপ বর্ণন ॥  
পুনর্ব্বার কহি পরাশক্তির প্রভাব ।  
যে কথা শ্রবণে হয় স্বীয়াতীর্ষ লাভ ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিৎ এই ভাবত্রেয়ে ।  
 পরাখ্যাশক্তির নিত্য প্রভাব কহয়ে ॥  
 হ্লাদতাপকরী মিশ্রা শক্তি কৃষ্ণে নাই ।  
 যেহেতু প্রাকৃত গুণ হয়ত তাহাই ॥  
 অপ্রাকৃত পন্নতত্ত্ব বস্তু যেই হয় ।  
 তাহাতে প্রাকৃত গুণ কভু নাহি রয় ॥  
 সহ, রজ, তম এই গুণত্রয় যেই ।  
 সেইত প্রাকৃত গুণ কহিলাম এই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

হ্লাদিনীসন্ধিনীসন্ধিৎ ত্রয়োকা সর্বসংশ্রয়ে ।  
 হ্লাদতাপকরীমিশ্রা ত্রয়ি নো গুণবর্জিতে ॥  
 সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ ।  
 স শুদ্ধঃ সর্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাত্তঃ প্রসীদতু ॥ ৪ ॥

প্রকৃতি সংশ্লিষ্টগুণে প্রাকৃত কহয় ।  
 সেইত প্রকৃতি গুণসাম্যাবস্থা হয় ॥  
 প্রকৃতি স্ব-সাম্য ভাব ছাড়য়ে যখন ।  
 প্রাকৃতিক লয় আদি জানিহ তখন ॥  
 গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রকৃতি আকার ।  
 ত্রিকোণবিশিষ্টা•তেই কহিলাম সার ॥  
 তার মধ্যে গোলাকার বিষয় বিরাজিত ।  
 যাহে লিঙ্গাত্মক জ্যোতির্ব্রহ্ম স্পর্শোত্তিত ॥

সেই লিঙ্গাত্মক জ্যোতির্জ্ঞের আখ্যান ।

সদানন্দ-সদাশিব শাস্ত্র পরমাণ ॥

পুরাণ সংহিতা মতে কহি পুনর্ব্বার ।

বুদ্ধিবে স্মৃতিাদি তত্ত্ব শ্রবণে যাহার ॥

সূক্ষ্মরূপে দেখি যদি করিয়া বিচার ।

তবে জানি এক মত হয় সবাকার ॥

যেই যোনি সেই পরাশক্তি এই জানি ।

অযুতায়ুতাংশে যার বিশ্বশক্তি মানি ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতিরংশ যিঁহ ।

লিঙ্গরূপী ভগবান্ মহেশ্বর তিঁহ ॥

যোনিরূপা পরাশক্তি আখ্যান যাঁহার ।

পরমা প্রকৃতি সেই রমা নাম তাঁর ॥

সেই ত প্রকৃতি আর পুরুষ মিলনে ।

কামবীজ সমুৎপন্ন হয় জানি মনে ॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষক আর সৃষ্টির কারণ ।

কামবীজ মহামন্ত্র কহে শ্রুতিগণ ॥

লিঙ্গযোনি হৈতে জাত এই প্রজাগণ ।

মহেশ্বরী প্রজা তেঞি বলে সর্ব্বজন ॥

মহাব্রহ্ম জগৎপতি আখ্যান যাঁহার ।

ঐছে যোনিলিঙ্গে নিত্য অধিষ্ঠান তাঁর ॥

শক্তিমান্ পুরুষ তিঁহ জগতপালক ।

গোপীশ্বরায়ান তাঁর সর্ব্বনিয়ামক ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণাধৌ ।

নিয়তিঃ সা রম্যাদেবী উৎপ্রিয়া তদ্বশং তদ্বা ।  
তল্লিঙ্গো ভগবান্ শঙ্কুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ ।  
যা যোনিঃ সা পরাশক্তিঃ কামবীজং মহেশ্বরেঃ ।  
যন্তায়ুতায়ুতান্মাংশে বিশ্বশক্তিরিয়ং স্থিতা ।  
লিঙ্গযোন্যাগ্নিকা জাতা ইমা মাহেশ্বরী প্রজাঃ ।  
শক্তিমান্ পুরুষঃ সোহয়ং লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ ।  
তদ্বিরাবিরভুল্লিঙ্গো মহাবিস্কুর্জগৎপতিঃ ॥ ৫ ॥

এ বড় নিগূঢ় কথা कहने না যায় ।  
কোন ভাগ্যবান্ বুঝে শ্রীগুরু কৃপায় ॥  
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
হলাদিগ্ধ্যাদি শক্তি কার্য্য করহ শ্রবণ ॥  
আহ্লাদ স্বরূপ হঞা শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
হলাদিনীর ঘারে করে আহ্লাদান্বাদন ॥  
আর সেই শক্তি দ্বারা ভক্ত সবাচারে ।  
আহ্লাদ প্রদানে হরি कहিনু তোমারে ॥  
স্বমহিমানন্দপুরে সদা বর্তমান ।  
তথাপি সন্ধিনী ঘারে কৃষ্ণ-ভগবান্ ॥  
নিজ নিত্য বর্তমান জাবাদি প্রচারে ।  
অত্যন্ত নিগূঢ় এই कहিনু তোমারে ॥  
আর সেই শক্তিযোগে দেবাদি সকলে ।  
ভবনাদি ভাব জ্ঞানী করান কৌশলে ॥

সন্ধিনী শক্তির এই পরিচয় সার ।  
 সম্বিতের কথা এবে করিব প্রচার ॥  
 পূর্ণজ্ঞানময় হঞা শ্রীশ্যাম-সুন্দর ।  
 যার দ্বারে সর্বাস্তুর হয়েন গোচর ॥  
 আর দেবাদিরে সব করান বিদিত ।  
 সম্বিচ্ছক্তি কার্য্য সেই কহিনু নিশ্চিত ॥  
 সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ আনন্দস্বরূপ ।  
 তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ ॥  
 শক্তি শক্তিমানে কভু ভিন্ন নাহি হয় ।  
 লীলাদি কার্য্যেতে মাত্র ভিন্ন পরিচয় ॥  
 অনন্ত শক্তির যোগে অনন্ত-শ্রীহরি ।  
 করেন অনন্ত লীলা কহিনু বিবরি ॥  
 নিত্যচিন্ত্য ভেদাভেদ কহয়ে ইহায়ে ।  
 মুঢ় মায়াবাদীগণ জানিবারে নারে ॥  
 অগ্নি হৈতে সদাভিন্ন অগ্নিতাপ যৈছে ।  
 কৃষ্ণ হৈতে সদাভিন্ন কৃষ্ণশক্তি তৈছে ॥  
 কৃষ্ণ হৈতে ভিন্নাভিন্নরূপে শক্তিগণ ।  
 কৃষ্ণ কার্য্য সাধে নিত্য বেদের লিখন ॥  
 কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি লীলানন্ত হয় ।  
 যে না মানে সেই মুঢ়ে মায়াবাদী কয় ॥  
 কৃষ্ণের শক্ত্যাদি নাহি করিয়া স্বীকার ।  
 অপরাধী হৈল সেই কহি বারবার ॥



হুর্মেধার শিরোমণি মায়াবাদী হয় ।  
 অতএব ভক্তগণ সজ না করয় ॥ ১  
 সহজে না হয় শক্তিজ্ঞান হৃদয়েতে ।  
 সে লাগি কহিয়ে পুনঃ ভূয়ানুরোধেতে ॥  
 একস্থান স্থিতাশ্রিত আলোক যেমন ।  
 বিস্তৃত হইয়া করে তাপাদি অর্পণ ॥  
 সেইরূপ ব্রহ্মশক্তি অখিল জগত ।  
 ব্যাপ্ত হইয়া নিজভাব করেন বেকত ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

একদেশস্থিতস্ত্রায়ের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা ।  
 পরন্তু ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥ ৬ ॥  
 সর্বভাবাচিন্ত্য জ্ঞানাত্ময় শক্তিগণ ।  
 পূর্ণব্রহ্মে পূর্ণরূপে আছে সর্বক্ষণ ॥  
 এই হেতু শক্তিগণ ব্রহ্মেচ্ছানুসারে ।  
 সৃষ্টিআদি কার্যরূপে প্রভাব বিস্তারে ॥  
 অগ্নির উষ্ণতা যৈছে স্বভঃসিদ্ধ ধর্ম ।  
 শক্তির সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তৈছে কহি' মর্ম ॥

তথাহি ভট্টকবে ।

শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরঃ ।  
 যতোহতো ব্রহ্মণস্তাত্ত সর্গাদয় তাবশক্তয়ঃ ।  
 ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্ত যথোক্ততা ॥ ৭ ॥

বিশেষ্য হইতে তথাভিন্ন বিশেষণ ।  
 ব্রহ্ম হৈতে তথাভিন্ন ব্রহ্মশক্তিগণ ॥  
 সূর্য্য-চন্দ্র-কর আর জলের শৈত্যতা ।  
 অগ্নির উষ্ণতালোক গুণাদি রূপতা ॥  
 সর্ব্বদা অভিন্নভাবে যেকুল শাকর ।  
 তথাভিন্নভাবে ব্রহ্মশক্তি একে রয় ॥  
 ব্রহ্মচ্ছানুসারে কতু ব্রহ্মশক্তি চয় ।  
 ভিন্নাভিন্ন রূপে ব্রহ্মলীলাদি সাধয় ॥  
 ব্রহ্মশব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।  
 সেই ভগবান্ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥  
 বেদের বিথুত অর্থ বুঝন না বার ।  
 পুরাণ বাক্যেতে তাহা বুধগণ গায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অহো ভাক্ষমহোভাগ্যঃ নন্দগোপব্রজলোকনাং ।

যন্নিভঃ পরমানন্দঃ পূর্ণঃ ব্রহ্ম সনাতনঃ ॥ ৮ ॥

নবজলধর বর্ণ করে রেত্র বাঁনী ।

পীতাম্বর পরিধান মুখে মুছ হাসি ॥

ব্রহ্মগোপীকল্পচোর যশোদা-নন্দন ।

সেই ব্রহ্ম-কৃষ্ণাঙ্কিতে নমি অনুক্ষণ ॥

তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদে ।

নূতনজলধরকচরে গোপবধূদীপকুলচোরায় ।

তন্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীকৃৎসু বীজায় ॥ ৯ ॥

গোপীর-হৃদয়চোরা শ্রীনন্দ-কুমারে ।  
 পূর্ণব্রহ্ম বলি এবে জানাব কাহারে ॥  
 জানাইলে কেবা ইহা করিবে বিশ্বাস ।  
 সে লাগি মনের কথা না করি প্রকাশ ॥  
 মায়াবাদীগণে দেশাচ্ছাদন করিল ।  
 সেহেতু মনের কথা মনেতে রহিল ॥  
 ভাগ্যবান যেই সেই জানয়ে নিশ্চয় ।  
 একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম যশোদা-ভনয় ॥  
 লম্পট ভূপতি কৃষ্ণ লাম্পট্য রঞ্জেতে ।  
 নিধুবন ক্রীড়া করে গোপীর সঞ্জেতে ॥  
 তাঁরে পূর্ণব্রহ্ম বলি অধুনা কেমনে ।  
 দেখাইব মায়াবাদী সবারে নয়নে ॥  
 মায়াতীত পূর্ণব্রহ্ম যেই বস্তু হয় ।  
 সেই বস্তু মায়াবাদীগণবেদ্য নয় ॥  
 যদি আমি সে সবারে যাই দেখাইতে ।  
 তবু তারা নাহি পাবে কদাপি দেখিতে ॥  
 শুদ্ধাভক্তি বিনা কেহ শ্রীনন্দ-নন্দনে ।  
 জ্ঞানাদি সাধনে কভু না পায় দর্শনে ॥  
 ইহা ভাবি ন্যায়শাস্ত্রাচার্য্য উপাধ্যায় ।  
 পূর্ণব্রহ্ম-কৃষ্ণ ইহা স্বগণে জানায় ॥  
 ধন্য । রঘুপতি উপাধ্যায় মহাশয় ।  
 অর্ঘ্যায় অর্ঘ্যের মন মথিল নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈষ্ণবোক্তং ।  
কম্পতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমাত্ম ।  
গোপতিতনয়াকুলে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

ভবভীতজন-ভবত্রাণের কারণ ।  
নানাশাস্ত্র নানাদেবে করয়ে ভজন ॥  
যার যেইমত ভাগ্য সেই সেইমত ।  
সাধনে প্রবৃত্ত হয় হঞা অমুগত ॥  
আমি সেই নন্দপদ বন্দি সর্ববক্ষণ ।  
যার দ্বারে খেলা করে ব্রহ্মসনাতন ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈষ্ণবোক্তং ।  
ঋতিমপরে শ্রুতিমপরে ভারতমন্যে ভক্তস্ত ভবভীতাঃ ॥  
অহমিহ নন্দং বন্দে যজ্ঞালিন্দে পরংব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

ধন্য সেই ভক্তভূপ আচার্য্য শঙ্কর ।  
হৃদ-ব্রহ্ম-কৃষ্ণ দেখে বেদান্ত ভিতর ॥  
শ্রীমদ্বৈষ্ণবে হৃদ-ব্রহ্ম উপনিষদাযো ।  
প্রকাশে শঙ্করস্বামী তন্ত্রের উচ্ছ্বাসে ॥  
ভাবকের শিরোমণি শ্রীশঙ্করাচার্য্য ।  
হৃদব্রহ্ম বলি তাই কৃষ্ণ করে ধার্য্য ॥  
সত্য বটে হৃদব্রহ্ম-কৃষ্ণচন্দ্র হয় ।  
বাহির করিলে তাঁর গৌরব না রয় ॥  
অতএব অন্তরের বস্তু বিজ্ঞজন ।  
বহির্মুখ ভয়ে লদা করেন গোপন ॥

যদি কহ কৃষ্ণনামে বহু অর্থ হয় ।  
 সেই হেতু আমি কৃষ্ণ-হৃদয়ক কয় ॥  
 তাহার উত্তরে কহি করহ শ্রবণ ।  
 বাহাতে হইবে তুয়া সংশয়মোচন ॥  
 প্রসিদ্ধার্থ ত্যাগ করি অন্যার্থ কল্পন ।  
 বিজ্ঞতম জন নাহি করে কদাচন ॥  
 তেঁই বিজ্ঞশিরোমণি ভক্তির উচ্ছ্বাসে ।  
 প্রসিদ্ধার্থ স্বীয় ভাষ্য করেন প্রকাশে ॥  
 শ্রীশ্যামসুন্দর আর যশোদা-মন্দম ।  
 শ্রীকৃষ্ণনামের এই সিদ্ধার্থ বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীমাদকোমদাঃ ।

তমালতামলম্বিবি শ্রীযশোদাতনকরে ।  
 কৃষ্ণনামো রুচিরিকি সর্বশাস্ত্রবিনির্গমঃ ॥ ১২ ॥  
 সেই শ্রীযশোদা-সুত স্বশক্তির সঙ্গে ।  
 ভিন্নাভিন্নরূপে জীড়া করে নানা সঙ্গে ॥  
 পিতা নিজশক্ত্যে করি পুত্র উৎপাদন ।  
 ভিন্নাভিন্নভাবে করে স্বকার্য সাধন ॥  
 পিতৃশক্ত্যে পুত্রোদয় সেইত কারণে ।  
 পিতাপুত্রে ভেদাভেদ শাস্ত্রগত ভনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

সু এব ভগবান্ ভোণঃ প্রজাক্রপেণ বর্জতে ।  
 ভক্তাঙ্কনোক্তং পর্যাণ্ডে নাবগাধীনসুঃ কলী ॥ ১৩ ॥

আপন অচিন্ত্য শক্ত্য ভিন্নাভিন্নরূপে ।  
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ মিশ্রল স্বরূপে ॥  
স্বশক্ত্যুৎপাদিত সখাসখীগণ সঙ্গে ।  
ভিন্নাভিন্নরূপে ক্রীড়া করে মানা সঙ্গে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ততঃ কৃষ্ণো বৃন্দং কৰ্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কন্ত চ ।  
উভয়ান্বিতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥  
এবং পরিষদকরাভিমর্শ নিদ্বেষধোদ্যমবিনাসহাসৈঃ ।  
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীতির্থার্থকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ ॥ ১৮ ॥

আন কথা রহ দূরে আপনি শ্রীহরি ।  
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে নিজে বহুমূর্ত্তি ধরি ॥  
রাসোৎসব করে নিত্য লঞা গোপীগণে ।  
ভাগবতে এই কথা শুকদেব ভণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমগ্নিতঃ ।  
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে ঘরোহরোঃ ॥ ১৯ ॥  
কৃষ্ণ হৈতে কৃষ্ণশক্তি নিত্য ভেদাভেদ ।  
কুকারিয়া এই কথা কহে বত বেদ ॥  
কন্দাজ ঈশ্বর কহে মীমাংসকগণ ।  
সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ॥  
শ্যাম কহে পরমাপু হৈতে বিশ্ব হয় ।  
মারাবানী নির্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ॥

স্বরূপ ঈশ্বর এই কহে পাতঞ্জল ।  
 পঞ্চ দর্শনের মত কহিলু সকল ॥  
 বেদ মতে ব্রহ্ম হয় স্বয়ং ভগবান্ ।  
 সেই ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্ ॥  
 ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আর সর্বশক্তিমান্ ।  
 এই দুই হেতু ব্রহ্ম সাকার প্রমাণ ॥  
 অপ্রাকৃতাকার ব্রহ্ম প্রমাণ কারণ ।  
 নিরাকার কহে তাঁরে শ্রুতি-স্মৃতিগণ ॥  
 নিরাকার নাহি স্থাপি সাকার স্থাপনে ।  
 প্রাকৃত আকার ব্রহ্ম হয় বৃক্ষ মনে ॥  
 অপ্রাকৃতাকার ব্রহ্ম নিশ্চয় করিয়া ।  
 অপানি ইত্যাদি শ্রুতি কহে কুকারিয়া ॥  
 ষড়দর্শনের সূত্র করিয়া বর্জন ।  
 মূর্ত্ত-ব্রহ্ম স্থির করে কৃষ্ণবৈশ্যায়ন ॥  
 সেই মূর্ত্ত-ব্রহ্ম কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান্ ।  
 ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হেতু স্বয়ং ভগবান্ ॥  
 অন্যাপেক্ষা নাহি করে কোন কার্য্যে যেই ।  
 তাঁরে কয় স্বয়ং রূপ কহিলাম এই ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ।

অনন্যাপেক্ষিব্রূপং স্বয়ং রূপং ন উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বর-পরম নিত্য-জ্ঞানানন্দময় ।

স্বরূপ বিগ্রহাদ্যন্তবিহীন নিশ্চয় ॥

অথচ সৰ্ব্বাদি সৰ্ব্বকারণকারণ ।

তিঁহ কৃষ্ণ স্বয়ং-রূপ শ্রীমন্ম-নন্দন ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সৰ্ব্বকারণকারণঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ ।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।

ইন্দ্রাণি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ১৮

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ধ্রুবাবধারণ ।

তু-শব্দে করেন শুক ব্যাসের-নন্দন ॥

সর্বপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ আর কেহ নয় ।

অংশাদি স্বরূপ তাঁর দেবাদি নিশ্চয় ॥

অতএব কৃষ্ণাধীন সকল ভুবন ।

তার সাক্ষী পঞ্চরাত্র করহ দর্শন ॥

যাঁহার ভয়েতে বায়ু-সূর্য্যোন্দ্র-অনল ।

ব্রহ্মা-নশ্ত-কাল-ধর ভূ-ধর সকল ॥

নিজ নিজ কার্য্য করে নিয়মানুসারে ।

আর সদা স্তুতি করে বেদমন্ত্র দ্বারে ॥

যাঁর পাদপদ্ম ব্রহ্মা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ ।

শঙ্কর শঙ্কিতভাবে করেন ভজন ॥

সহস্রান্দ্র-দেব নিত্য সহস্র বদনে ।

স্তুতি করে আর চিন্তে চরম চরণে ॥



বাগেদবী স্ববাক্তৃক্তি প্রভৃতি কারণ ।  
 ভাবে ভাব আদি প্রদ পবিত্র চরণ ॥  
 ব্রজভাবে লুক ইঞা বিষ্ণুবন্ধঃস্থিতা ।  
 কমলা সেবেন পদ হইয়া প্রার্থিতা ॥  
 মায়ার ভয়েতে ভীতা হইয়া শঙ্করী ।  
 নানাভাবে স্তব করে দিবা বিভাবরী ॥  
 বেদমাতা পুত্রগণ সহ সর্বক্ষণ ।  
 স্তুতি করে আর চিস্তে যুগল চরণ ॥  
 সিকেন্দ্র-মুনীন্দ্র-সনকাদি-ঋষিগণ ।  
 ভাবে পাদপদ্মহৃদে হইয়া মগন ॥  
 যোগেন্দ্র-রাজেন্দ্র-স্বর-স্বর-মনুগণে ॥  
 স্ব-স্ব-ভাবে চিস্তে পদ ভাবান্তি কারণে ॥

তথাহি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ।

যত্তরাঘাতি বাতোহসং সূর্যাস্তপতি বহুবাং ।  
 বর্ষতীন্দ্রে দহত্যগ্নিমৃত্যুশ্চরতি জন্তয় ॥  
 যস্তাজ্জয়া সৃষ্টিবিধৌ কুর্নোহ্ননস্তং দধাতি চ ।  
 স চ সর্বঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং লীলয়া চেবয়েচ্ছয়া ।  
 যস্তাজ্জয়া মহাতীতা সর্কাদারা বসুধরা ।  
 ধরা সা সর্ববস্তাদ্যা রত্নবাংস্ত হিমাশয়ঃ ।  
 স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ধ্যায়তে সমহনিশং ।  
 যঃ ধ্যায়তে চ ভজতে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ ।  
 মহত্ববক্তে যঃ স্তোতি ধ্যায়তে ভজতে সদা ।  
 স্বয়ং সব্রহ্মতী স্তোতি বমীশ্বরমভীশিতং ।

সেবতে পাদপদ্মঞ্চ স্বয়ং গৃহ্মালয়া পিতঃ ।  
 ষায়াতীতা চ যঃ স্তোতি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।  
 স্তবস্তি বেদাঃ সততং সাবিদ্রী বেদমাতৃকা ।  
 সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগিন্দ্রা সনকাদয়ঃ ।  
 রাজেন্দ্রাশ্চাসুরেন্দ্রাশ্চ সুরেন্দ্রা মনবন্তথা ।  
 সানন্দং পরমানন্দং গোবিন্দং নন্দনন্দনং ।  
 ভজ্য তাত পরংব্রহ্ম স্মর শশ্বৎ সুরেশ্বরং ॥ ১৯ ॥

সর্বপ্রভু সর্বোপাশ্রয় সর্বাত্মা সর্ববাংশী ।  
 সর্বশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ যদ্বাক্য ছন্দাংসি ॥  
 সর্বৈবশ্রব্যাশ্রিত নিত্য-কৈশোর মুরতি ।  
 ক্ষয়-বুদ্ধিহীন শুদ্ধ-সহ-স্বাত্মরতি ॥  
 তথাপি লীলার লাগি স্ব-শক্তির সঙ্গে ।  
 প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে রমে ভিন্ন ভাব রঙ্গে ॥  
 প্রপঞ্চ অম্পৃক্ট কৃষ্ণ প্রপঞ্চ লীলায় ।  
 প্রপঞ্চ সংশ্লিষ্ট নাহি হন বেদ-গায় ॥  
 প্রপঞ্চ গোচর নহে ধামাদি ষাঁহার ।  
 প্রাপঞ্চিক ক্রীড়া কিসে সম্ভবে তাঁহার ॥  
 প্রাপঞ্চিক বুদ্ধে যত প্রাপঞ্চিক জন ।  
 প্রাপঞ্চিক কৃষ্ণ ক্রীড়া করয়ে বর্ণন ॥  
 সেই সব বহিঃস্মৃৎ জনের সজ্জতি ।  
 করিলে নিশ্চয় লাভ হয় অধোগতি ॥  
 পূর্ণতম পরংব্রহ্ম পরেশ শ্রীকৃষ্ণ ।  
 চিদানন্দময় মূর্তি সদানন্দাধুষ্ট ॥

যদি কহ হেন শক্তিমান্ ভগবানে ।  
 বেদ কেন নিরাকার কহে স্থানে স্থানে ॥  
 ওহে বৎস ! নিরানন্দ ব্যতীত কোথায় ।  
 আনন্দানুভব হয় কহত আমার ॥  
 শোক বিনা স্নেহ উপলব্ধি অসম্ভব ।  
 অন্ধকার বিনালোক নহে অনুভব ॥  
 অপ্রীতি ব্যতীত নহে প্রীতির নিশ্চয় ।  
 বিপ্রলম্ব বিনা সম্ভোগানুভব নয় ॥  
 তৈছে নিরাকার বিনা সাকার প্রমাণ ॥  
 কদাপি নাহিক হয় কহিনু সন্ধান ॥  
 অপ্রাকৃতাকার ব্রহ্ম স্থাপন কারণ ।  
 নিরাকার ব্রহ্ম বেদ করেন কীর্তন ॥  
 ইহা না জানিয়া ধৃষ্ট-মায়াবাদীগণ ।  
 নির্দোষ বেদেতে করে দোষ আরোপণ ॥  
 অপ্রাকৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।  
 সর্ব প্রভু সর্বোপাশ্রয় সর্বশক্তিমান্ ॥  
 অচিন্ত্য লক্ষণাশ্রিত্য কৃষ্ণ-শক্তিগণ ॥  
 তাহাদের কার্য কেবা করে নিরূপণ ॥  
 দিগদর্শনাইতে এবে তুষা সন্নিধানে ।  
 অল্লাহেরে কহি কিছু কর অবধানে ॥  
 নিজাচিন্ত্য শক্তিধারে শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 সৃষ্টি-আদি লীলা করে বেদের লিখন ॥

সৃষ্টিকরীশক্তি রজোগুণেতে আপন ।  
 তদীক্ষণে প্রসবেন ব্রহ্মাণ্ডগগন ॥  
 পালনকারিণী-শক্তি স্ব-স্বগুণেতে ।  
 পালনে ব্রহ্মাণ্ডগণ পর্য্যায় ক্রমেতে ॥  
 সংহারিণী-শক্তি স্বীয় তমোগুণ দ্বারে ।  
 সংহরে ব্রহ্মাণ্ডগণ ক্রম-অনুসারে ॥  
 ভাব-প্রকাশিণী শক্তিগণ স্ব-স্বভাবে ।  
 প্রকাশে শাস্তাদি-ভাব নিত্যার্চ্য্য ভাবে ॥  
 শাস্ত্যভাব প্রকাশিণী-শক্তি যিঁহ হয় ।  
 তিঁহ প্রকাশেন শাস্ত ভাবার্চ্য্যময় ॥  
 দাস্ত্যভাব প্রকাশিণী-শক্তি দাস্ত্যভাবে ।  
 প্রকাশ করেন নিত্য আপন প্রভাবে ॥  
 সখ্যভাব প্রকাশিণী-শক্তি হন যিঁহ ।  
 প্রকাশেন সখ্যভাব নিত্য জানি তিঁহ ॥  
 শ্নেহভাব প্রকাশিণী-শক্তি শ্নেহভাবে ।  
 প্রকাশ করেন নিত্যালৌকিক-প্রভাবে ॥  
 মধুর চরম ভাব যে শক্তি প্রকাশে ।  
 সেইত চরমাশক্তি কহিঁমু আভাসে ॥  
 শ্রী-ক্রিয়াশক্তির অংশ ঐছে শক্তিগণ ।  
 কেহ-কেহ অন্যমত করেন বর্ণন ॥  
 পিতৃবর্গ-মাতৃবর্গ-পুত্রবর্গ আর ।  
 এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার ॥

সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধস্ব নাম ।  
 ত্রীভগবানের সৰ্বা বাহাতে বিশ্রাম ॥  
 সেই শুদ্ধ স্বাচিন্ত্য শক্ত্যন্যথাভাব ।  
 ব্যতীরেক দেখা যায় সকল অভাব ॥  
 নানা শাস্ত্র নানামত সিদ্ধান্ত স্থাপয় ।  
 সেই সব সিদ্ধান্তের সার এই হয় ॥  
 অচিন্ত্য-শক্তির কার্য্য कहনে না যায় ।  
 যার যেই ভাব সেই সেইমত গায় ॥  
 কৃষ্ণ-স্বরূপের হয় বড় বিধ বিলাস ।  
 প্রাভব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥  
 অংশ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার ।  
 শৈশব-পৌৰুষ ধর্ম্য দুইত প্রকার ॥  
 কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী ।  
 ক্রীড়া করে ছয়রূপে নিজেচ্ছানুসারী ॥  
 এই ছয়রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ।  
 অনন্তরূপেতে এক নাহি কিছু ভেদ ॥  
 শক্তি তারতম্যে বৎস ! প্রভু প্রাবল্যে ।  
 প্রাভব-প্রকাশ কহে পণ্ডিত সাকল্যে ॥  
 বিভূষ-প্রাবল্যে হয় বৈভব প্রকাশ ।  
 আর কিছু কহি শুন করিয়া দির্ঘাস ॥  
 কৃষ্ণের স্বরূপ রূপ হয়েন ঘাঁহার ।  
 প্রাভবের মধ্যে গণ্য জানিহ তাঁহার ॥

সেই যে প্রাভব হয়ঃ দ্বিবিধ প্রকার ।  
 চিরকালান্বয়ী আর কীর্ত্যল্ল বিস্তার ॥  
 স্বরূপের সহ কিছু ভেদ অবাস্তর ।  
 প্রাভব বৈভবে হয় নয়নগোচর ॥  
 প্রথম প্রাভব হংস-আদি-অবতার ।  
 হংস শব্দে সম্ব-পূর্ণ সার গ্রাহ্যকার ॥  
 দ্বিতীয় প্রাভব তাঁর নারায়ণ-বাস ।  
 ঋষভ প্রভৃতি এই করিণু প্রকাশ ॥  
 নারায়ণ-আদি আর প্রলম্বনাশনে ।  
 বৈভবাবস্থা-বতার বলে বুধগণে ॥  
 লঘু ভাগবতামৃতে করিয়া বিস্তার ।  
 গোসাঞিঃ শ্রীরূপ প্রভু করিলা প্রচার ॥  
 এবে মুঞিঃ সেই সব কহি স্বল্লঙ্করে ।  
 বাহা জানে ভক্তগণ না জানে বর্কবরে ॥  
 ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণামৃতব পূর্ণরূপ ।  
 একই বিগ্রহ তাঁর অনন্ত-স্বরূপ ॥  
 স্বয়ংরূপ তদেকাত্ম-রূপাবেশ নাম ।  
 প্রথমেই তিনরূপে রহে ভগবান্ ॥  
 স্বয়ংরূপে স্বয়ং পরকাশ এই জানি ।  
 দুই রূপে স্ফূর্তি এই কহিণু বাখানি ॥  
 স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ বৃন্দাবন মাঝে ।  
 গোপবেশ-বেণুকর রূপেতে বিরাজে ॥

রধাকৃষ্ণ তৈছে সদা একই স্বরূপ ।  
 লীলাবস আশ্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 বক্তব্য বিষয় এবে করহ শ্রবণ ॥ “  
 এক বপু একাকৃতি ভিন্ন যদি ভাসে ।  
 ভাবাবেশ ভেদ সেই বৈভব প্রকাশে ॥  
 অনন্ত প্রকাশে তাঁর নাহি মূর্ত্তি ভেদ ।  
 আকার বর্ণান্ত্র ভেদ আখ্যান বিভেদ ॥  
 বৈভব প্রকাশ তাঁর প্রভু বলরাম ।  
 বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান ॥  
 বৈভব প্রকাশ যৈছে দেবকী-তনুজ ।  
 দ্বিভুজ-স্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ॥  
 যে কালে দ্বিভুজ নাম বৈভব প্রকাশ ।  
 চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভব বিলাস ॥  
 স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান ।  
 অতএব নন্দাক্ষজ মুনি করে গান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নন্দস্য যজ উৎপন্নো জীতাক্লাদো মহামনাঃ ।  
 আহুয বিপ্রান্ দৈবজ্ঞান্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥  
 বাচযিত্বা স্বস্তায়নং জাতকর্ণীযজস্ত বৈ ।  
 কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবদার্কণঃ ॥ ২৪ ॥

মুনি-গাথা রহু দূরে স্বয়ং হংসাসন ।  
 নন্দাঙ্কজ বলি কৃষ্ণে করেন স্তবন ॥  
 যথাদৃষ্ট কৃষ্ণ স্বরূপের প্রজ্ঞাপতি ।  
 স্তবন করেন আর করেন প্রণতি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নোমীড্য তেহব্রবপুযে তড়িদধরায়  
 শুদ্ধাবতংস পরিপিচ্ছলসমুখায় ।  
 বহুশ্রেণে কবল বেত্র বিষাগবেণু  
 লক্ষ্মশ্রিয়ে মুহুপদে পশুপাদজায় ॥ ২৫ ॥

পশুপ শব্দের অর্থ নন্দগোপ হয় ।  
 শ্রীপশুপাদজ তেঁই কৃষ্ণে ব্রজা কয় ॥  
 যথাদৃষ্ট স্বরূপের “অনতিক্রমার্থ”  
 না করিয়া কেহ কেহ করয়ে অন্যার্থ ॥  
 অন্যার্থে “অনবগাহমানোক্তি” স্বামির ।  
 কেমনে থাকিবে স্থির ভাবিয়া অস্থির ॥  
 অঙ্কজ শব্দের অর্থ পালিত তনয় ।  
 মুখ্যার্থে না হয় এই কহিষু নিশ্চয় ॥  
 “আত্মা বৈষ্ণায়তে পুত্রঃ” বেদামুশাসন ।  
 ইহা কি না জানে সেই শ্রীস্বামী চরণ ॥  
 অতএব পক্ষপাত দূরে পরিত্যজি ।  
 নন্দাঙ্কজ জান সেই স্তামবর্ণ হরি ॥



বসু-সূত বাসুদেব ক্ষত্রিয় সজ্জায় ।  
 শোভিত হইয়া ক্ষত্র ভাবে আপনায় ॥  
 সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য বৈদগ্ধ্য প্রভৃতি ।  
 নন্দসূতে পূর্ণরূপে সর্ব্বদা বিবৃতি ॥  
 কৃষ্ণের মাধুরী দেখি বাসুদেব ক্রোড়ে ।  
 সে মাধুরী আশ্বাদিতে করিলেন লোভে ॥  
 মথুরায় গন্ধর্ব্বের নৃত্য দরশনে ।  
 পুনঃ দ্বারকায় চিত্রপট বিলোকনে ॥  
 সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্ন হয় ।  
 ভাবাবেশাকৃতি ভেদ তদেকাত্ম কয় ॥  
 তদেকাত্মরূপে স্বাংশ বিলাস দিভেদ ।  
 স্বাংশ বিলাশের ভেদ বিবিধ বিভেদ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে ।

যরূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে ।  
 আকৃত্যাভিভিন্নত্বাদৃক্ স তদেকাত্ম রূপকঃ ।  
 স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ংপুনঃ ॥ ২৬ ॥

চৈতন্যচরিতে ইহা বুঝিবে বিচারি ।  
 অংশাবতারাদি-কথা এবে পরচারি ॥  
 পুরুষ-মৎস্তাদি যত অংশ-অবতার ।  
 শক্ত্যাবেশ অবতার পৃথু আদি-আর ॥  
 কিশোর বরস নিত্য নন্দসূত হরি ।  
 শৈশব পৌগণ্ড ধর্ম্ম তাহার ভিতরি ॥

ধর্মশব্দে গুণ আর স্বভাব কহয় ।  
 তার অমুসারে নিত্য লীলা আচরয় ॥  
 কৃষ্ণের স্বধাম লীলা চিচ্ছক্তির দ্বারে ।  
 শুদ্ধতত্ত্ব যোগমায়া শক্তি কহে যারে ॥  
 হ্লাদিগাদি তিন শক্তি দ্বারে শ্যামরায় ।  
 স্বধাম প্রপঞ্চ লীলা করিয়া জানায় ॥  
 পূর্বের ইহা কহিয়াছি তুয়া সন্নিধানে ।  
 পাইবে তাহাতে তুমি শক্তির সন্ধানে ॥  
 চিচ্ছক্তি স্বরূপ শক্তি অন্তরঙ্গা নাম ।  
 তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥  
 অনন্তাংশোন্তব সেই ধাম সব হয় ।  
 এই হেতু সেই সবে মহৎপদ কয় ॥  
 নন্দ-যশোদাদি সহ কৃষ্ণ-বলরাম ।  
 সেই সব ধামে নিত্য করেন বিশ্রাম ॥  
 এই হেতু গোকুলাদি ধাম সমুদায় ।  
 মহচ্ছন্দ বাচ্য এই কহিনু তোমায় ॥  
 সহস্র পল্লাবাস্থিত কমল আকার ।  
 শ্রীগোকুলধাম রম্য কহিলাম সার ॥  
 তথাকার ভূমি সব চিন্তামণিময় ।  
 জ্যোতির্জ্ঞ সমাচ্ছন্ন জ্ঞানগম্য নয় ॥  
 প্রেমীভক্ত প্রেমচক্ষে দেখে সেই ধাম ।  
 শ্রীকৃষ্ণের গোপলীলা যথা অবিরাম ॥

গোপলীলা যেই সেই নরলীলা হয় ।  
বেদাতীত লীলা সেই কহিষু নিশ্চয় ॥  
প্রেমানন্দ-রসে কৃষ্ণ রসিক-শেখর ।  
স্বশক্তি সহিত ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥  
মহৎপদ গোকুলাখ্য পদ্ম কর্ণিকার ।  
শ্রীকৃষ্ণের অস্তঃপুর শাস্ত্রেতে প্রচার ।

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং ।  
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সন্তবং ৷ ২৭ ॥

এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥  
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগত কারণ ।  
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥  
জীবশক্তি তটস্থাত্ম্য নাহি যার অস্ত ।  
মুখ্য তিন শক্তি তাঁর বিভেদ অনন্ত ॥  
এইত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি ।  
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সব স্থিতি ॥  
ব্রহ্মাণ্ডগণের নিত্য-পুরুষ আশ্রয় ।  
সে-সবার একমাত্র কৃষ্ণ-মূল আশ্রয় ॥  
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব আশ্রয় ।  
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান ।  
 যার হয় তার নাহি কৃষ্ণোতে অজ্ঞান ॥  
 শ্রীগুরুপ্রসাদে সর্বশক্তিমান-তত্ত্ব ।  
 যাহা আমি পাঞাছিমু সহিত মহত্ব ॥  
 তার মধ্যে যাহা কিছু হইল স্মরণ ।  
 তাহাই তোমার কাছে করিমু কীর্তন ॥  
 সম্বন্ধ তত্ত্বেতে সর্বশক্তিমান-তত্ত্ব ।  
 তৃতীয় মূলেতে কৈমু সহিত মহত্ব ॥  
 সুবরস-রত্নাকর শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 চতুর্থ মূলেতে তাহা করহ শ্রবণ ॥  
 শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি, করিয়া স্মরণ ।  
 তৃতীয় মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥  
 প্রভু দীননাথান্বজ এ-বিপিন দাস ।  
 অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারিগোস্থানিনা  
 বিরচিতৈ দশমূলরসে সম্বন্ধতত্ত্বে শক্তিমত্ত্ব  
 নিরূপণং নাম তৃতীয় মূলং ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ মূলং ।

নহা সৰ্ব্বরসাক্ষিক-রসিক-প্রবরঃ হসিঃ ।

সৰ্ব্বরসনিধেস্তৎ বক্ষ্যামি সৎ প্রমাণতঃ ॥ ১ ॥

বল্লবীকুলেশঃ শুচিরসাবেশঃ ।

শ্রীযশোদাবালঃ ভজ্য শ্রীগোপালঃ ॥ ২ ॥

জয় শ্রীপ্রাণবল্লভ শ্রীবংশী-জীবন ।

জয় বলরাম-কৃষ্ণ শ্রীরাম-রঞ্জন ॥

জয় গৌরচন্দ্র জয় মিত্যানন্দরাম ।

জয় পিতৃদেব প্রভু-দীননাথ নাম ॥—

জয় পিতামহ প্রভু-প্রেম লালখ্যান ।

জয় জ্যেষ্ঠতাত প্রভু-বনমালী নাম ॥

জয় শ্রীকান্ধালী, কৃষ্ণ, জ্যেষ্ঠতাত-সুত ।

জয় কৃষ্ণ ভক্তরাজ বিপ্রভক্ত-যুথ ॥

চতুর্থ মূলের তব শুন অতঃপর ।

বাহাতে জানিবে কৃষ্ণ-রসরত্নাকর ॥

অখিল রসের নিধি কিশোর শ্রীহরি ।

বামাঙ্গে শোভিতা য়ার কিশোরী সুন্দরী ॥

তথাহি শ্রীভক্তি রসামৃতসিঞ্চোঃ

অখিল রসামৃত মৃষ্টিঃ প্রস্রবরকচিক্রক তারকাপালিঃ ।

কলিত শ্রামা ললিতো রাধাপ্রেমান্ বিধুর্জয়তি ॥ ২ ॥

নিত্য দাস্ত-সখ্য আর বাৎসল্য-মধুরে ।  
 কিশোর-কিশোরী সাধ্য নন্দ-ব্রজপুরে ॥  
 মধুর রসের নাম জানিহ শৃঙ্গার ।  
 আনন্দ স্বরূপ মাত্র পরিণাম যার ॥  
 পূর্ণানন্দ রসরূপ স্বরূপ যাইার ।  
 তিঁহ কৃষ্ণাখিলানন্দ রস-পারাবার ॥  
 আনন্দ-রসের হয় স্বরূপ চিন্ময় ।  
 আনন্দ চিন্ময় কৃষ্ণ তেঁই ব্রজা কয় ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ঃ ।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাতি  
 স্তাতি য় এব নিজরূপ তয়া কলাতিঃ ।  
 গোলোক এব নিবসতাখিলাস্বভূতো  
 গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

নিশ্চয় আনন্দ রস-স্বরূপ শ্রীহরি ।  
 “রসো বৈ সে”ত্যাди বাক্য বেদে দৃষ্টি করি  
 রসশব্দে শাস্ত্র-আদি ছাদশ প্রকার ।  
 “বৈ” শব্দে নিশ্চয়েত্যাदि कहिलाम সার ॥  
 “স” শব্দেতে পূর্ণানন্দ পরব্রজা কৃষ্ণ ।  
 স্বরূপ মাধুর্য্য-পানে নাগরী সতৃষ্ণ ॥

তথাহি শ্রীমহাগবতে ।

গোপাত্মকঃ কিমচরন্ বদমুখ্যরূপঃ  
 লাক্ষ্যসারমসমোর্কমনস্ত সিদ্ধঃ ।

দৃগ্ভিঃ পিবত্বামূলরাতিনবং ছরাপ

মেকান্তধাম বশসঃ শ্রিয় ঐশ্বর্য ॥ ৪ ॥

গোপ্যার্থে প্রকৃতি হয় জনার্থে তদংশ ।

সকলের পতি কৃষ্ণ সর্ব-অবতঃস ॥

কার্য-কারণের ঈশ সাম্রাজ্যনন্দময় ।

ত্রৈলোক্যানন্দবর্ধন শ্রীনন্দ-তনয় ॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয়ে ।

গোপীতি প্রকৃতিং বিদ্যাজ্ঞানস্তত্র সমূহকঃ ।

অনরোরোশ্রয়োঽর্ক্যাপ্তাকায়ণভেন চেষ্বরঃ ॥

সাম্রাজ্যনন্দং পরংজ্যোতির্কলভেন চ কথ্যতে ॥

অথবা গোপীপ্রকৃতিং জনস্তত্রাংশমণ্ডলং ।

অনরোর্কলভঃ প্রোক্তঃ স্বামীকৃষ্ণাখ্যঐশ্বর্যঃ ।

কার্যকারণরোরীশঃ স্রুতিভিস্তেন গীয়তে ॥

অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতির্যেব বা ।

নন্দনন্দন ইত্যুক্তত্রৈলোক্যানন্দবর্ধনঃ ॥ ৫ ॥

বহু বহু জন্মসিদ্ধ বল্লবী সবার ।

ভাব প্রাপ্ত পতি কৃষ্ণ-শ্রীনন্দ-কুমার ॥

সিদ্ধার্থে জানিয়ে ভাব মহানন্দময় ।

যে ভাবে আশ্রিত কৃষ্ণ গোপীকর হয় ॥

এই হেতু শুকদেব কহে পরীক্ষিতে ।

“গোপ্যস্তপঃ কিমচর”-মারিষু বুঝিতে ॥

গোপীগণ কিবা তপ করিলাচরণ ।

বুঝিছে নারিষু তাহা পাণ্ডব-নন্দন ॥

এ সব বিচার এবে নাহি প্রয়োজন ।  
 পরে বিস্তারিয়া কব থাকিলে জীবন ॥  
 এবে মূল কথা কহি করহ শ্রবণ ।  
 যে কথা শ্রবণে হয় কৃষ্ণা-কৃষ্ণ মন ॥  
 পূর্ণানন্দ রস মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয় ।  
 ভাগবতে এই কথা শুকদেব কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

দৃষ্ট্বা মুহঃ শ্রুতমমুদ্রত চেতসন্তঃ  
 তৎ প্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলক্কমানাঃ ।  
 আনন্দ মূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশ্যমূলকং  
 হৃদ্যবচো জহরনন্তমরিন্দমাধিং ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকে অরিন্দম সম্বোধন যাহা ।  
 চরমার্থ কহি তার শুন এবে তাহা ॥  
 অরিন্দম অর্থ হয় মন্থন-মথন ।  
 ব্যতীতেরক সদানন্দ রস বিঘটন ॥  
 সর্বানন্দময় ঈশ তাঁর কামাধীন ।  
 স্বভাব যে বর্ণে সেই অতি অর্কবাটীন ॥  
 “সর্বানন্দ ময়ঃ বিভূঃ” শাস্ত্রাজ্ঞানুসাবে ।  
 সকলি আনন্দ তাঁর কহিনু তোমাতে ।  
 আনন্দ ব্রহ্মের রূপ এইত কারণ ।  
 শ্রুতি-স্মৃতিগণ দস্তে করেন কীর্তন ॥



“আনন্দং ব্রহ্মাণো রূপং” শ্রুতিবাক্য যেই ।

তাহার মুখ্যার্থ বৎস ! কহিলাম এই ॥

মায়াবাদীগণ এর গোণার্থ করিয়া ।

অপরাধী হঞা মরে সংসারে ঘুরিয়া ॥

নিত্য সুখবোধ তমু শ্রীকৃষ্ণের হয় ।

নিশ্চয় করিয়া ইহা সুরজ্যোষ্ঠ কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তন্মাদিদং জগদশেষমসংস্বরূপং

স্বপ্নাভমন্তধিষণং পুরুহুঃখহুঃখং ।

তথ্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে

মায়া ত উদ্যদপি যৎসদিবাবতাতি ॥ ৭ ॥

আনন্দ রসের নাম হয়ত শৃঙ্গার ।

সেহেতু শৃঙ্গার-মূর্তি শ্রীনন্দ-কুমার ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ।

বিশ্বেষামমুরগনেনজ্ঞানয়গ্নানন্দমিন্দীবর

শ্রেণী শ্রামল কোমলৈরূপনয়নরঙ্গৈরনজোৎসবং ।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরতিতঃ প্রভাসমালিঙ্গিতঃ

শৃঙ্গারঃ সধি মূর্তিমানিব মধৌ মুষ্ণোহরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৮ ॥

সর্বকার্যাক্ষম য়ার সর্বৈশ্রিয়গণ ।

সচ্ছন্দানন্দমূর্তি শ্রামল বরুণ ॥

সেই ত গোবিন্দে আমি ভজি সর্বক্ষণ ।

যিনি সকলের আদি পুরুষ-রতন ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াঃ

অঙ্গানি যন্ত সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি

পশুস্তি পাশুস্তি কলয়ন্তি চিরংজগন্তি ।

আনন্দ চিন্ময় সচ্ছন্দ্রল বিগ্রহন্ত

গোবিন্দমাদি পুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ শৃঙ্গার-রসরাজময় মূর্তি ।

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রগণে স্মৃতি ॥

আনন্দ শৃঙ্গার রস তৎস্বরূপ কৃষ্ণ ।

এ অর্থ না জানি যত শিশুসেবি ধ্বংস ॥

অসদর্থ করি করে শিশ্নোদর পুষ্টি ।

কাল পরে করিবেন তাহাদের তুষ্টি ॥

শৃঙ্গার শব্দের অর্থ মৈথুন ব্যাপার ।

কেবল নাহিক হয় কহিলাম সার ॥

প্রকৃতি আনন্দাধার সেই ত কারণে ।

মৈথুন কহেন বেদ প্রকৃতি সঙ্গমে ॥

প্রকৃতির সহ সদাবচ্ছিন্নভাবেতে ।

কৃষ্ণের সঙ্গম ইহা বুঝহ মনেতে ॥

সেই প্রকৃতির হয় আখ্যান রাধিকা ।

মহানন্দস্বরূপিণী সবার অধিকা ॥

মহানন্দময় রূপ পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণ ।

স্বরস্বরূপ-দর্পহারী স্মরধর্ম্মাস্পৃষ্ট ॥

দুই মহানন্দে ব্রজে নিত্য যে সঙ্গম ।

সেই ত শৃঙ্গারানন্দ রূপ সর্ববাস্তব ॥

সঙ্গম-শব্দের অর্থ হয় ত মিলন ।  
 অম্বার্থ রসিক রসে করেন দর্শন ॥  
 প্রকৃতি পুরুষ দুই অভেদ চিস্তনে ।  
 শৃঙ্গাব-আনন্দ রস হয় আশ্বাদনে ॥  
 তব না জানিয়া মূর্থ ভ্রষ্টাচারিগণ ।  
 বুঝাখ্যা কবিতা করে নরক দর্শন ॥  
 প্রকৃতি আধার আব পুরুষ আধেয় ।  
 উভয় সঙ্গমানন্দ নিত্যাগরিমেয় ॥  
 স্রবত ব্যাপারে যদি কহ ত শৃঙ্গার ।  
 তা'ব সমাধান তবে শুন পুনর্ব্বার ॥  
 অত্যন্তানুবক্ত হয় স্রবত লক্ষণ ।  
 প্রেমের চরমাবস্থা রূপে নিরূপণ ॥  
 প্রেমের চরমাবস্থা পুরুষ-প্রকৃতি ।  
 একাত্মা সতত কভু না হয় বিকৃতি ॥  
 বত্যাতি জীড়ার লাগি স্ত্রী-পুরুষ যেই ।  
 সংযোগের স্পৃহা করে শৃঙ্গারাত্মা সেই ।

তথাহি শ্রীভবভেনোক্তং ।

পুংসঃ স্ত্রিয়াংস্ত্রিয়াঃ পুংসি সংযোগঃপ্রতি যা স্পৃহা ।  
 স শৃঙ্গার ইতি খ্যাতো রতিজীড়াদিকারণং ॥ ১০ ॥

যদি কহ এই কথা তার সমাধান ।  
 শাস্ত্রমতে কহি যৎস ! কর অবধান ॥

অমুরাগা-সক্তি-ক্রীড়া-সন্তোষ-রমণ ।  
 রতি-শব্দে এই অর্থ করে বুধগণ ॥  
 সর্ববিক্রম সর্বকালে যে করে রমণ ।  
 সেই আত্মারাম কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥  
 আত্মা-শব্দে স্বয়ং সেই রাধাকৃষ্ণ হয় ।  
 রাম-শব্দে উভয়ের একাত্মতা কয় ॥  
 যদি কহ সন্তোগেরে কহি যে শৃঙ্গার ।  
 তবে করি শুন এবে তাহার বিচার ॥  
 দর্শন-স্পর্শন আদি দ্বারে সর্বক্ষণ ।  
 স্ত্রী-পুরুষে পরস্পর করে নিষেবন ॥  
 অমুরক্ত পরস্পর বধা অবিরত ।  
 সেই ত সন্তোগ হয় পণ্ডিত সম্প্রদ ॥

তথাহি সাহিত্যদর্পণে ।

দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ ।  
 যত্রানুরক্তাবস্তোহস্তং সন্তোগঃ সমুদাহৃতঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দ-বিলাসী রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ।  
 পরস্পর সেবি করে আনন্দাস্বাদনে ॥  
 সেই দ্বারে সিদ্ধ ভক্তে সদানন্দ সুখ ।  
 আনন্দান করায়েন ইঞা কৃপোন্মুখ ॥  
 এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 শৃঙ্গারের ভেদ কহি করহ শ্রবণ ॥

বিবিধ প্রকার হয় শৃঙ্গারের ভেদ ।

বিধিপ্রাপ্ত এক আর প্রাপ্ত প্রতিবেদ ॥

বিধিপ্রাপ্ত যেই সেই স্বকীয়া-শৃঙ্গার ।

প্রজোৎপত্তি-হেতু-রূপে শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

প্রতিষেধরূপপ্রাপ্ত শৃঙ্গার যে হয় ।

সেই পরকীয়োত্তম শৃঙ্গার নিশ্চয় ॥

সকল রসের সার হয় ত শৃঙ্গার ।

অন্য সব রস আছে অন্তর্ভূত যার ॥

পরকীয়োত্তমানন্দ স্বরূপ শৃঙ্গার ।

অপ্রাকৃত-রূপে নিত্য অজ্ঞেতে প্রচার ॥

পরকীয়োত্তম ভাব বিনা কদাচন ।

শৃঙ্গার না হয় পুষ্ট কহে কবিগণ ॥

পরকীয়া ব্যতিরেক ধর্মাদির ভয় ।

হৃদয় হইতে কভু দূর নাহি হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির বিদ্য ধর্মাদিক যত ।

বিচারি করিলা রূপ শাস্ত্রেতে বেকত ॥

স্বকীয়া স্তারেতে কভু গোপবেশ-হরি ।

বশীভূত নাহি হয় কহিঁশু বিমসি ॥

স্বকীয়া স্তারেতে আছে ধর্মাদি স্বীকার ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিদ্য মধ্যে যে কথা প্রচার ॥

লজ্জা-ধর্ম অহম্মাদি স্তাব সর্বকথায় ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি বিদ্যকারী কহিঁশু তোমায় ॥

এই তব শিক্ষা লাগি শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 কুমারীগণের করে বসন-হরণ ॥  
 বস্ত্রাপহরণ-লীলা অতি গূঢ় হয় ।  
 তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের বেদ্য আর কার নয় ॥  
 কৃষ্ণজ্ঞা হৃদয় আর আমিহাদি হীন ।  
 বস্ত্রাপহরণ তার প্রমাণ প্রবীন ॥  
 কাম নাশ, প্রেমোদয় পরীক্ষার স্থল ।  
 বস্ত্রাপহরণলীলা জানিহ কেবল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ন মন্যাবেশিতদ্বিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে ।  
 ভঞ্জিতা কথিতাধানা প্রায়ো বীজায় নেদ্যতে ॥ ১২ ॥

পরকীয়া শুদ্ধভাব প্রাপ্তির প্রমুখে ।  
 লজ্জা আদি হরে কৃষ্ণ হইয়া উন্মুখে ॥  
 বস্ত্রহরণের এই গুহ্য অর্থ হয় ।  
 ইহা নাহি জানি মুর্থ অন্যার্থ করয় ॥  
 রসজ্ঞ একান্ত-ভক্ত বিনা অন্যজনে ।  
 বস্ত্রহরণের তত্ত্ব না পায় দর্শনে ॥  
 মধ্যে মধ্যে কলি-দূত ভাস্ত্র ভক্তগণ ।  
 অবলা রক্ষিয়া করে বস্ত্রাপহরণ ॥  
 তাহাদের মুখ নাহি করিবে দর্শন ।  
 দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত শ্রীহরি-স্মরণ ॥

ପରକୀୟା ଭାବାନ୍ତର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣେ ।  
 ବସନ ହରିୟା ହରି ଦେଖାୟେନ ଜନେ ।  
 ପ୍ରତିଷେଧ ପ୍ରାପ୍ତୋଽସ୍ଥିତ ରସେର ମହତ ।  
 ବ୍ରଜକୁମାରିକା ଦ୍ଵାରେ ପ୍ରଥମ ବେକତ ॥  
 କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରକୀୟା ଭାବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ।  
 କୁମାରିକାଗଣ ହୃଦେ ହିଲ ଉଦଗମ ॥  
 ଇଥେ ଜାନି ପରକୀୟା ଭାବ ଶୁଦ୍ଧ ହୟ ।  
 ତାହା ବିଚାରିୟା ଶୁଦ୍ଧ ପରୀକ୍ଷିତେ କୟ ॥  
 ବ୍ରଜେ ପରକୀୟା ଭାବ ସ୍ଵକୀୟା ପୁରୀତେ ।  
 ମଥୁରାୟ ସାଧାରଣୀ କହିଲୁ ନିଶ୍ଚିତେ ॥  
 ଭାବ-ଭେଦେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଯେହେ ଧାମବ୍ରୟେ ।  
 ତେହେ ଭାବବ୍ରୟ ନିତ୍ୟ ତ୍ରିଧାମେ ଶୋଭୟେ ॥  
 ଏକ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନ୍ ।  
 ପୂର୍ଣ୍ଣତର ମଥୁରାୟ କ୍ଳାନ୍ତ୍ରିୟ-ସନ୍ତାନ ॥  
 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରକାୟ ଆର ପରବ୍ୟୋମଧାମେ ।  
 ଏକ କୃଷ୍ଣେ ଭାବବ୍ରୟ ବୁଦ୍ଧହ ସନ୍ଧାନେ ॥  
 ସର୍ବଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ପ୍ରକାଶେନ ଘିନି ।  
 ବନ୍ଦାବନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନ୍ ତିନି ॥  
 ସର୍ବଗୁଣ ଅଗ୍ନ ଅଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ସେହି ।  
 ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଭଗବାନ୍ ମଥୁରାୟ ସେହି ॥  
 ଅଗ୍ନଗୁଣ ପ୍ରକାଶକ ସେହି ଭଗବାନ୍ ।  
 ତିହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରକାୟ ଶ୍ରୀରୂପ ପ୍ରମାଣ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চী ।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ।  
 শ্রেষ্ঠ মধ্যাদিভিঃ শব্দেন ত্রিটো যঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 প্রকাশিতাখিলাগুণঃস্বতঃ পূর্ণতমো বুদ্ধৈঃ ।  
 অসৰ্ব্ববাজকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোৎসন্নদৰ্শকঃ ।  
 কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতা ব্যক্তাঙ্গুং গোকূলাঙ্করে ।  
 পূর্ণতা পূর্ণতরতা স্বারকা মধুরাদিষু ॥ ১৩ ॥

যেহে এক ভগবান ধরি ভাবতর ।  
 কৃষ্ণাবন আদি ধামে নিত্য বিরাজয় ॥  
 তেহে পরকীয়া আদি ভাব তিন যেই ।  
 ত্রিধা আদি ধামেতে নিত্য শোভে জানি এই ॥  
 পূর্ণতমপরকীয়া ভাব সৰ্ব্বোপরি ।  
 যে ভাবে ভাবিত নিত্য পূর্ণতম হরি ॥  
 পূর্ণতর ভাব সাধারণী নিত্য হয় ।  
 যে ভাবে ভাবিত পূর্ণতর হরি কয় ॥  
 পূর্ণভাব নিত্য হয় স্বকীয়া প্রমাণ ।  
 যে ভাবে ভাবিত নিত্য পূর্ণ ভগবান ॥  
 নিত্যসিদ্ধ-পরকীয়া ভাব এই জানি ।  
 প্রাক্তন-সাধন সিদ্ধা সাধারণী মানি ॥  
 ভদন-সাধন সিদ্ধা স্বকীয়া প্রমাণ ।  
 ভাগবতে নিদর্শন করহ সিদ্ধান ॥  
 গোকূলে সাধন সিদ্ধা গোপী যুধ যেই ।  
 দণ্ডক অরণ্যবাসি মুনিবৃন্দ সেই ॥



প্রাক্তন, ভবন দুই সাধনে তাঁহারা ।

সিন্ধু হঞা ভজে কৃষ্ণ হঞা ধর্ম্মহারা ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

পুরামহর্ষয়ঃ সর্কে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।

দৃষ্ট্বারামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহং ।

তে সর্কে স্ত্রীত্বমাপন্যঃ সমুদ্রত্যাগ গোকুলে ।

হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তাভবার্ণবাং ॥ ১৪ ॥

প্রাক্তনাদি সাধনেতে ব্রজে সিদ্ধা যাঁরা ।

পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণ ভজিলেন তাঁরা ॥

কাত্যায়নী-ব্রতপর্য্য সেই পোপীগণ ।

কুমারী বলিয়া খাতা জানে সর্ব্বজন ॥

না জানিয়া কেহ কেহ কুমারী সবার ।

কৃষ্ণেতে স্বকীয়া ভাব করয়ে প্রচার ॥

“পতিং মে কুরুতে নমঃ” এই বাক্য-দ্বারে ।

কৃষ্ণেতে স্বকীয়া-ভাব সতত প্রচারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যাধীশ্বরী ।

নন্দগোপহৃতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥ ১৫ ॥

পতি শর্কোপচারিক জানিবে এথায় ।

নতুবা উত্তর বাক্য ব্যর্থ হ'ঞা যায় ॥

লক্ষণার দ্বারে হয় অর্থ বোধ যার ।

শর্কোপচারিক সেই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

কাভ্যায়নী পাদপদ্ম করিয়া অর্চন ।  
 কৃষ্ণে পতি চাহিলেন কুমারিকাগণ ॥  
 পতি-শব্দে রাগপ্রাপ্ত পতি এথা হয় ।  
 রাগপ্রাপ্ত “পতি” যেই তারে “জার” কয় ॥  
 বিধিপ্রাপ্ত “পতি” এথা করিলে স্বীকার ।  
 ব্রজভাবান্যথা হয় কহি বার-বার ॥  
 ব্রজকান্তা সবাকার পরকীয়া বিনা ।  
 অশ্রুভাব নহে কৃষ্ণে কহিলাম সীমা ॥  
 সেই হেতু কুমারিকাগণ বৃন্দাবনে ।  
 সঙ্কল্প মাত্রেতে লভি শ্রীনন্দ-নন্দনে ॥  
 সর্বদা সংযোগপ্রাপ্ত কৃষ্ণ সহ পায় ।  
 ইথে “রাগ পতি” বিনা কিবা কহা যায় ॥  
 শাস্ত্রবিধি অনুসারে বিবাহ যে হয় ।  
 পতি-পত্নী ভাব সেই স্বকীয়া নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণের সহিত নিত্য কুমারী সবার ।  
 রাগপ্রাপ্ত পতি ভাব কহিলাম সার ॥  
 কুমারিকাবস্থা দৃষ্টে কুমারিকাগণে ।  
 কহেন গোবিন্দ কৃপা করিয়া যতনে ॥  
 আগামিনী এই রাত্রে আমার আলোষ ।  
 নিশ্চয় পাইবে সবে কহিনু বিশেষ ॥  
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

যাতাবলা ব্রজংসিদ্ধা ময়ে মারংস্তথ কৃপাঃ ।

যতক্ষিণ্ড ব্রতমিদং চেক্ষরাধীর্দর্শনং সতীঃ ॥ ১৬ ॥

এই মন বাঢ়ে জানি কুমারী সবার ।  
 কৃষ্ণে পরকীয়া ভাব বিনা নহে আর ॥  
 ব্রহ্ম-লক্ষ্মীগণ হয়ে সঙ্গ সর্বক্ষণ ।  
 পরকীয়া ভাবোত্তম হয় সুশোভন ॥  
 নিজ ধর্ম ছাড়ি রাগে পর-ধর্মীশ্রয় ।  
 সেই পরকীয়া ভাব উত্তম নিশ্চয় ॥  
 হেন পরকীয়া ভাব বিনা গোপীগণে ।  
 অস্বস্তি অন্যতে কক্ষু না হয় দর্শনে ॥  
 পরকীয়া ভাব হয় বিবিধ প্রকার ।  
 কন্যাকা-পরোড়া এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 কন্যাকা জানিহ সেই নহে বিবাহিতা ।  
 লক্ষ্মাবতী পিতৃ-মাতৃ-পালিতা কথিতা ॥  
 গোপ-বিবাহিত যেই পরোড়া সে হয় ।  
 গোবিন্দসঙ্গম সঙ্গ লালসা করয় ॥  
 প্রনৃত্তিকা নহে সেই শ্রীকৃষ্ণ-বল্লভা ।  
 ব্রজনারীগণ হয় ইহাতে সজ্জরা ॥

তহা হি সংকৃত ভাবসংগ্রহে ।

হরেন্নিত্য বিলাসার্থং যোগসামেচ্ছমা চিরং ।  
 পুলাহত্যো ন তে গোপেণ্যো বিশ্বনাথেন ভাষিতং ॥ ১৭ ॥  
 ব্রজনারীগণ অর্থে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ ।  
 স্ব-শাস্ত্রে গোপাঙ্গি ইহা করিলা বর্ণন ॥

যদি কহ পরকীয়া নিষেধ-শৃঙ্গারে ।  
 কৃষ্ণ বশ হয়, এই করিলা বিচারে ॥  
 এ বাক্যের সমাধান করহ শ্রবণ ।  
 যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥  
 কৃষ্ণানুরাগেতে সব করিয়া বর্জন ।  
 সর্ববস্ত্রিয় দ্বারে করে কৃষ্ণানুশীলন ॥  
 ইহলোক পরলোক নহে অপেক্ষিত ।  
 এ হেন রাগেতে আত্মা যাহার অর্পিত ।  
 স্বীকৃত না হয় যার বিবাহাদি কৰ্ম্ম ।  
 সেইত জানিহ হয় পরকীয়া ধৰ্ম্ম ॥

তথাহি রসবিলাসবল্লাং ।

রাগেণৈবাপ্রিতাত্মানো লোক যুগ্মানপেক্ষিণা ।  
 ধৰ্ম্মেণাস্বীকৃত্যাস্ত পরকীয়া ভবন্তি তা ॥ ১৮ ॥

হ্লাদিনী-শক্তির আর তদংশা সবার ।  
 পরকীয়া নিত্য ভাব করহ বিচার ॥  
 হ্লাদিনী-শক্তির ধৰ্ম্ম সর্বদা উল্লাস ।  
 তদংশা-শক্তির ধৰ্ম্ম তদ্রূপ নির্ধাস ॥  
 এ হেতু অনাদি সিদ্ধ পরকীয়া ধৰ্ম্ম ।  
 স্বাংশ সহ হ্লাদিনীর কহিলাম মৰ্ম্ম ॥  
 যদ্রূপ আনন্দরূপ কৃষ্ণের স্বভাব ।  
 সর্বদা আনন্দ কভু না হয় অভাব ॥

তদ্রূপ তদংশভূতা হ্রাদিনী-শক্তির ।  
 স্বাংশাসহ সদানন্দ বুঝহ সুধীর ॥  
 তত্ত্বজ্ঞ-রসিক ভক্তে বুঝে এই কথা ।  
 অতত্ত্বজ্ঞ অরসিকে করয়ে অশ্রুতা ॥  
 অরসিক ভক্ত ভয়ে শ্রীজীব-চরণ ।  
 প্রকাশিয়া এই তত্ত্ব দিলা আবরণ ॥  
 “ধর্মপতি” অস্বীকার করে রাগে যাঁরা ।  
 শ্রীকৃষ্ণ সুখদা পরকীয়া রমা তাঁরা ॥  
 ধর্মপতি রতি-মতি করিয়া বর্জন ।  
 রাগেতে গোবিন্দ-পদ করেন সেবন ॥  
 পরকীয়া কহি সেই সব রমাগণে ।  
 এই দুই পরকীয়া লক্ষ্মী বৃন্দাবনে ॥  
 আর এক পরকীয়া হয় সাধারণী ।  
 তাহার কারণ কহি শুন গুণমণি ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ছাড়ি পথিক সেবন ।  
 স্বদৈন্য রাগেতে করে কৃষ্ণের ভজন ॥  
 এই পরকীয়া নারী মথুরা নগরে ।  
 স্বভাব ছাড়িয়া কৃষ্ণে সেবে নিরন্তরে ॥  
 স্বভাব ছাড়িয়া যেই করে হরি-সেবা ।  
 তাহারে সংসারে বল দোষ দেয় কেবা ॥  
 সর্বরসবারিধি দেখাইতে হরি ।  
 সাধারণী রতি রত হন কৃপা করি ॥

ইহা নাহি জানি কোন কোন অজ্ঞ জনে ।

নিন্দয়ে কৃষ্ণের সাধারণীর সঙ্গমে ॥

সর্বরসবারিধির অনোপেক্ষ-ধর্ম্য ।

তোমার নিকটে এই কহিলাম মর্ম্ম ॥

এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।

মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥

পরকীয়াশ্চর্য্য ভাব সর্বোত্তমোত্তম ।

ব্রজ বিনা অন্যস্থানে না হয় দর্শন ॥

পরকীয়াশ্চর্য্যভাবে সর্বেন্দ্রিয় দ্বারে ।

কৃষ্ণানুশীলন করে লোক ব্যবহারে ॥

অলোকসামান্য শুদ্ধা রতি সেই হয় ।

বেদ বিধি পার ব্রজগোপীরা জানয় ॥

রাগাঙ্গিকা ধর্ম্ম সেই বিধি-হীন হয় ।

তাৎপর্য্য না জানি মূর্খ অন্যর্থ করয় ॥

রাগাঙ্গিকা ধর্ম্মে ধর্ম্মী গোকুল-নায়িকা ।

অত্যাশ্চর্য্য হয় যা সবার আখ্যায়িকা ॥

রাগাঙ্গিকা ভাবে কৃষ্ণ ভাবুক হইয়া ।

সদানন্দ রসাস্বাদে গোপীকা লইয়া ॥

শৃঙ্গার-রসের নাম আনন্দ যে হয় ।

পূর্বে ইহা কহিয়াছি করিয়া নিশ্চয় ॥

বিধিহীন হয় যদি প্রাকৃত শৃঙ্গার ।

সেইত নাশের হেতু শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

প্রাকৃত শৃঙ্গার সম পূর্ণকাম হরি ।  
 না করে শৃঙ্গার কভু কহি তা বিবরি ॥  
 আপ্তকাম যদুপতি শুকের বর্ণন ।  
 রাসেতে আছেয়ে ইহা করহ দর্শন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতঃ ।  
 কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিদ্ধি সুব্রত ॥ ১৯ ॥

আপ্তকাম অর্থে জানি প্রাপ্ত পূর্ণকাম ।  
 প্রাপ্ত পূর্ণকাম যেই সেইত অকাম ॥  
 অকাম পুরুষে কভু প্রাকৃত শৃঙ্গার ।  
 সংযোগ নাহিক হয় কহি বার বার ॥  
 অকাম পুরুষ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 কেমনে হইবে তাঁর প্রাকৃত রমণ ॥  
 মনের বিষয়াস্তুর গতি দূরকারী ।  
 যোগেশ্বরের কৃষ্ণ চিচ্ছক্তি বিস্তারি ॥  
 আত্মারাম ভাব নিজ করিতে প্রচার ।  
 রমণ করেন সর্বৈন্দ্రిয়ে গোপীকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ইতি বিব্রবিতং তাম্রাং শ্রদ্ধা যোগেশ্বরেরেশ্বরঃ ।  
 প্রহস্ত সদয়ং গোপীরাশ্বামোহপ্যারীরমং ॥ ২০ ॥  
 ব্রহ্ম, রুদ্র আদীশ্বরে স্ব-শক্তি প্রভাবে ।  
 সর্বদা বশেতে রাখে আসম স্বভাবে

প্রকৃতি সবার ঘেই স্বেচ্ছায় চালক ।  
 নিম্পৃহ বাসনাভীত সর্ব-নিয়ামক ॥  
 বাহ্যার আনন্দ রূপ পাইয়া প্রকৃতি ।  
 আনন্দানুভব করে শাস্ত্রেতে বিবৃতি ॥  
 সেই পরানন্দ রূপ শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 কি লাগি করিবে পরদারানুসরণ ॥  
 আপ্তকাম আত্মারাম পরানন্দ যেই ।  
 প্রাকৃত শৃঙ্গার কভু নাহি করে সেই ॥  
 অকামাত্মা-রামকৃষ্ণ মদ্যথ-মদ্যমে ।  
 প্রাকৃত শৃঙ্গার নাহি হয় দরশনে ॥  
 জগবিমোহনকারী কামের হৃদয়ে ।  
 অত্যন্তুত কাম বাহ্য বিদ্বাজ করয়ে ॥  
 তাহার মোহক হঞা গোপীগণ সঙ্গে ।  
 রাসক्रीড়া করিলেন কালোচিত রঙ্গে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্তম্যমান মুখাশ্রুজঃ ।  
 পীতাম্বরধরঃ শ্রী সাকাম্যমথ মদ্যথঃ ॥ ২০ ॥

কামের মনেতে বেই কাম বিদ্বাজর ।  
 সে কামি বিমুগ্ধ যার দরশনে হয় ॥  
 সেই কৃষ্ণ আর তাঁর অনুরাগতা জনে ।  
 কামময় কাঞ্চ্য কভু না হয় দর্শনে ॥



কামগন্ধ-হীন কৃষ্ণ আর গোপীগণ ।  
 না জানিয়া এই তত্ত্ব যত মূঢ়জন ॥  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণ প্রিয়াগণে কামাধীন কয় ।  
 এ লাগি তাদের মুখ বিস্তে না হেরয় ॥  
 আশ্র-ক্রীড় ভগবান ব্রজলক্ষ্মীগণে ।  
 নরবদ্রমেণ ইহা না ভাবিহ মনে ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

এবং সৌরত সংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীমুতঃ ।  
 স্বরতো রময়া রেমে নরলোকং বিড়ম্বয়ন্ ॥ ২২ ॥

“ব্যভিচার দুষ্ঠাঃ” “জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।”  
 এ দুই বাক্যের ভাব না জানি সর্বথা ॥  
 কেহ কেহ গোপীগণে ব্যভিচারী কয় ।  
 এ কথা শ্রবণে দুঃখে বিদরে হৃদয় ॥  
 আশু পরকীয়া রস পুষ্টির কারণ ।  
 ঐছে বাক্য ভাগবতে করিলা বর্ণন ॥  
 “ব্যভিচার” দুষ্ঠা “জারপতি” দুই শ্লোকে ।  
 পরকীয়া ভাব সিদ্ধ করে মহল্লোকে ॥  
 “কামাদেগোপ্যঃ” এই বাক্যে কোন কোনজন ।  
 গোপী প্রতি কাম দোষ করে আরোপণ ॥  
 শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ তারা কিছু না জানয় ।  
 শুক পাখী সম শাস্ত্র কেবল পড়য় ॥

গোপীকার কাম যেই তারে প্রেম কয় ।

এ লাগি উদ্ধব আদি গোপীদেহ চায় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎপ্রথাং ।

ইত্যাঙ্কবাদয়োপোতাং বাঙ্কস্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ ২৩ ॥

আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত-রমণ !

বর্ণন করয়ে যত উলূকের গণ ॥

“সৌরতাবরুদ্ধা” এই শুকের বচনে ।

প্রাকৃত-শৃঙ্গার কৃষ্ণে না হয় দর্শনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এবং শশাঙ্কান্ত বিরাজিতা নিশাঃ

স সত্যকামোহম্বরতাবলাগণাঃ ।

সিষেব আত্মজবরুদ্ধ সৌরতঃ

সর্ক্সাঃ শরৎকাব্য কথা রসাপ্রয়াঃ ॥ ২৪ ॥

“সৌরতাবরুদ্ধ” আত্মারামের লক্ষণ ।

প্রাকৃত শৃঙ্গার তাহে না হয় ঘটন ॥

আত্মাতে চরম ধাতু নিত্যরুদ্ধ ধাঁর ।

প্রাকৃত শৃঙ্গার কভু নাহি ঘটে তাঁর ॥

এই অর্থ আর গূঢ় অর্থ এই হয় ।

অম্বরস পরিণাম ধাতু-যারে কয় ॥

সেইত' প্রাকৃত ধাতু কৃষ্ণে অসম্ভব ।

চরম-ধাতুর্ধ এই কবি-মুখোক্তব ॥

ঔষধী বা যোগ্য বারে ধাতু রোধে যেই ।

অস্ত্রারাম বলি খ্যাত নাহি হয় সেই ॥

কোন প্রক্রিয়াতে ধাতু অবলম্ব করি ।

যে রমে রমণী সেই বঞ্চিত শ্রীহরি ॥

ভৌতিক দেহের হেতু যেই ধাতু হয় ।

সেই ত প্রাকৃত ধাতু শাস্ত্রেতে কহয় ॥

সে ধাতু বিহীন কৃষ্ণ নন্দের-নন্দন ।

এ লাগি নাহিক তাঁর প্রাকৃত-রমণ ॥

অস্তিম-পরমেশ্বর আপন স্বভাব ।

বিলাস-চেষ্টাদি-ক্রীড়া-বিভূতি-প্রভাব ॥

অশ্বলিত রূপ রাশি করিলেন রাস ।

চরম-ধার্ষ মুখা করিষু প্রকাশ ॥

চরম-ধাতুর এই সুখার্থ শ্রীধর ।

নাহি প্রকাশিলা জানি তৎসত্ত্ব গোচর ॥

রাসক্রীড়া শুরু কাম জয় ক্রীড়া হয় ।

কামাভাব হেতু কড়ু নিন্দনীয় নয় ॥

নিন্দনীয় দূরে রহু শ্রীরাস বিহার ।

রসিক ভক্তের হয় ভজনের গার ॥

প্রিয়াক্স স্পর্শন অদি যাহা শুনি রাসে ।

কাব্যরস ক্রীড়া সেই শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥

অখিল রসের নিধি দেখাইতে জঁনে ।

কাব্যরস ক্রীড়া বহিঃ করে বৃন্দাবনে ॥

কিংবা স্ব-কৈশোর ভাব লক্ষ্য কারণ ॥

করিলেন রাস-ক্রীড়া-সর্বদা-মোহন ॥

বহুকালী সঁহ মৃত-গীত-পরিহাণ ।

করাদি স্পর্শন চতুঃষষ্টি রসোল্লাস ॥

রাসের লক্ষণ এই রসিকে কহয় ।

শ্রীভরত মুনি ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীভরতেনোক্তং ।

অনেক নর্তকীযোগ্যং চিত্রতাললয়াদিতং ।

আচতুঃষষ্টি যুগ্মদ্বাদ্বাসকং মন্থণোদগতং ॥ ২৫ ॥

সর্বরস-নিধি কৃষ্ণ বিনা এই রাস ॥

অন্যেতে সম্ভব নয় জানিহ নির্যাস ॥

দেহ-আদি পরতন্ত্র অনীশ্বর গণে ।

বাসুকীড়া করণেচ্ছা যদি করে মনে ॥

তখনি তাদের নাশ হইবে নিশ্চয় ।

কল্প বিনা বিষপানে কেবা না মরয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনীশ্বরঃ ।

বিনষ্টত্যাচরন্যোঢ্যাদ্যথাহকদ্রোহকিজং বিষং । ২৬ ।

মনুষ্য-আদির কথা রহুক দূরেতে ।

ত্রাসাদি ক্রীড়নে যদি রাসেচ্ছ মনেতে ॥

তাহে তাঁসবার হবে অশুভ নিশ্চয় ।

শ্রীশুকের বাক্য ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কিমুতাখিলসংস্থানাং তিষ্ঠাশ্রুতিদিবোকসাং ।

ঐশিতুশ্চেন্দিয়ানাং কুশলাকুশলাধরঃ ॥ ২৭ ॥

এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।

মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥

কৃষ্ণ অদর্শনে আর কৃষ্ণ অসেবনে ।

যে পীড়া জারিতে ছিল ব্রজলক্ষ্মীগণে ॥

সেই পীড়া গোবিন্দের দর্শন আহ্লাদে ।

বিনাশ হইয়া গেল আপন বিবাদে ॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিতে গোপিনী সবার ।

মনোরথ পূর্ণ হৈল কহি বার-বার ॥

মনোরথ পূর্ণ যত্র তত্র কামোদয় ।

কদাপি নাহিক হয় বিচ্ছেদে কহয় ॥

অতএব রাসক্রীড়া কামময় নহে ।

শুদ্ধ-প্রেমময় ক্রীড়া ভাগবতে কহে ॥

কাম-প্রেম দৌহাকার পার্থক্য বিস্তর ।

লৌহ আর হেম যৈছে জানি গুণাকর ॥

কর্ম্মকাণ্ডী প্রতিগণ ঐশ্বর্যদর্শনে ।

স্ব-কামাবস্থায় থাকে সদা সর্ব্বক্ষণে ॥

ভক্তিজ্ঞান লভে যবে তবে কৃষ্ণেক্ষণ ।

পাএল পূর্ণ-মনোরথ হয় প্রতিগণ ॥

তৈছে গোপীগণ কৃষ্ণে করিয়া ঐক্য ।

কাম ত্যজি প্রেমে ভজে কৃষ্ণের চরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

উদ্দর্শনাক্লাদ বিধূত কক্ষজো

মনোরথাস্তং প্রত্যয়ো যথা যযুঃ ।

শৈবকৃতরীমৈঃ কুচকুম্ভকুম্বিতৈ

রচীকঃ পদ্মাসনমাস্থবন্ধবে ॥ ২৮ ॥

পূর্ণতম প্রেমময় শ্রীনন্দ-কুমার ।

গোপীগণ হয় তাঁর প্রেমের বিকার ॥

হেন প্রেমময়ী ব্রজ-গোপীগণ সঙ্গে ।

প্রেমময় রাসক্রীড়া করে কক্ষ রঞ্জে ॥

স্বীয়-যোগমায়া শক্তি দেখাইতে হরি ।

রাসলীলা করে, লঞা গোকুল সুন্দরী ॥

যোগমায়া-প্রভাবেতে জানে গোপীগণ ।

কক্ষ কৈলা আমাদের কদাচ্যলভন ॥

নিত্যচিন্ত্যানন্তশক্তি সম্পূর্ণ যাঁহার ।

কোন কার্য্য অসম্ভব কহিব তাঁহার ॥

প্রতিশ্রুতা রাত্রিগণ দেখি ভগবান্ ।

রমণেচ্ছা করি বংশী করেন সঙ্কান ॥

নিজ যোগমায়াশক্তি তবে বিস্তারিলা !

লোকে দেখাইতে অপ্রাকৃত-রাসলীলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ভগবানপি তা রাজ্ঞীঃ শারদোৎকলমলিকাঃ ।

বীক্ষ্য রক্তং মনচ্ছজে যোগমায়াশুশ্রুতিভঃ ॥ ২৯ ॥

যাহা নাহি ঘটে তাহা ঘটাইতে যেই ।  
 অত্যন্ত-নিপুণা যোগমায়াশক্তি সেই ॥  
 যোগমায়া-প্রভাবেতে রাত্রে গোপগণ ।  
 বনগতা-পত্নী পার্শ্বে করেন দর্শন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নাহয়ন্ থলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া ।  
 মন্তমানাঃ স্বপার্বহান্ শ্বান্শ্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥ ৩০ ॥

হেন যোগমায়া শক্তি আছেয়ে বাঁহার ।  
 কেমনে প্রাকৃতক্রীড়া হইবে তাঁহার ॥  
 প্রেমময় ক্রীড়া এই নহে কাম-ময় ।  
 না বুঝিয়া কামীজনে কাম-ময় কয় ॥  
 প্রথম কারণ “যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ।”  
 “দ্বিতীয়াজ্জারামোপ্যরীরমদ্বিনিশ্চিত ॥”  
 তৃতীয় কারণ “সাক্ষান্মম্বথ মম্বথঃ ।”  
 চতুর্থ কারণ-“অন্যবরুঙ্ক সৌরভঃ ॥”  
 ইত্যাদি কারণে তাঁর স্বাভিমান্যভিধান ।  
 অতএব রাসক্রীড়া বন্ধনা প্রমাণ ॥  
 মম্বথ বিজয় ভাব খাপন কারণ ।  
 কিংবা পরকীয়া ভাবে বশ্যতা আপন ॥  
 দেখাইতে শুভজননে, লঞা গোপীগণে ।  
 রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে ॥

অথবা শৃঙ্গার রস আকৃষ্ট-হৃদয় ।  
অতি বহিমুখ জন যাহারা আছয় ॥  
সেই সবে আত্মপর করণ-কারণে ।  
রাসক्रीড়া করে কৃষ্ণ নিত্য-বৃন্দাবনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুসং দেহমাপ্রিতঃ ।  
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরোভবেৎ ॥ ৩১ ॥

কামজয়রূপ রাসক्रीড়া যেই জন ।  
শ্রদ্ধাষিত হঞা করে শ্রবণ, স্মরণ ॥  
হৃদিস্থিত কাম তার আশু নাশ হয় ।  
পরাভক্তি কাম-কৃষ্ণে নিশ্চয় লভয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদম বিষ্ণোঃ  
শ্রদ্ধাষিতোহনুশৃঙ্গারদথ বর্ণয়েদযঃ ।  
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রীতি মভ্য কামং  
হৃদ্রোগমাখপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩২ ॥

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস-বিহার ।  
ভাগবতে স্থানে স্থানে করিল বিচার ॥  
তথাপি ভাগ্যের দোষে কস্মী-জ্ঞানী জনে ।  
না বুঝে রাসের মৰ্ম্ম মায়া বিড়ম্বনে ॥  
মহামায়া যার হৃদে করিছে বিহার ।  
তারে রাস বুঝাইতে সাধ্য আছে কার ॥



নিজ-যোগমায়া শক্তো ইন্দ্রজাল প্রায় ।  
 রাসক্রীড়া করে নিত্য ত্রজে শ্যামরায় ॥  
 হ্লাদিনী-শক্তির ইহা বিলাস-স্বরূপ ।  
 প্রেমময় ক্রীড়া যার নাহি অনুরূপ ॥  
 প্রাকৃত মন্থময়ী ক্রীড়া ইহা নয় ।  
 “কন্দর্প দর্পহেত্যাদি” তেত্রিঃ স্বাগি কয় ॥  
 নিজ-প্রেমভক্তি কৃষ্ণ বিস্তার কারণ ।  
 করেন শ্রীরাসলীলা লঞা গোপীগণ ॥  
 বাসের মর্ম্মার্থ মূর্খ ভ্রষ্টাচারী জন ।  
 না বুঝিয়া অর্থাস্তর করয়ে কল্লন ॥  
 যদি কহ রাসক্রীড়া মৈথুন ব্যাপার ।  
 তারে অপ্রাকৃত কহ কি তার বিচার ॥  
 তত্ত্বত্রে কহি আমি শুন প্রণিধানে ।  
 মৈথুনার্ধ শাস্ত্রগণ বহুত বাখানে ॥  
 স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের হাস্যাঙ্গী ক্রীড়ারে ।  
 মৈথুন ব্যাপার কহে কহিনু তোমারে ॥

তথাহি স্ততো ।

স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাবণং ।  
 সঙ্কলোৎসাহব্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিষ্পত্তিরেব চ ॥ ৩৩ ॥

যদি কহ স্ত্রী-পুংসের ক্রিয়া সমাধান ।  
 মৈথুন শব্দের অর্থ হয় বলবান ॥

ওহে বৎস ! ঐছে অর্থ প্রাকৃতার্থ হয় ।

শ্রীয়াস-বিহারে কভু নাহিক লাগয় ॥

“আত্মন্যবরুদ্ধ” যাঁর সৌরভ ব্যাপার ।

শৃঙ্গার নিষ্পত্তি কিসে হইবে তাঁহার ॥

মম্বাথ উদ্বেদ তদা গমন কারণ ।

নারিকালম্বন হয় শৃঙ্গার লক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীভরতেনোক্তঃ ।

শৃঙ্গং হি মম্বাথোদ্বেদ স্তদাগমন হেতুকঃ ।

উত্তম প্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে ।

পরোচাং বর্জয়িত্বাজ বৈশ্যাকানমুরাগিণীং ।

আলম্বনং নায়িকাঃ স্যাদক্ষিণাচ্চাশ্চ নায়কঃ ॥ ৩৪ ॥

শৃঙ্গার শব্দের এই প্রাকৃতার্থ হয় ।

অপ্রাকৃত-পুরুষেতে কভু না লাগয় ॥

অপ্রাকৃত-পুরুষের সব অপ্রাকৃত ।

কখন না হন তিঁহ প্রাকৃত বিকৃত ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত-শৃঙ্গার ।

কদাপি সম্ভব নয় করহ বিচার ॥

শৃঙ্গারার্থে নাট্যরস-আদি হেরি যাহা ।

রাসের লক্ষণে পূর্বের কহিয়াছি তাহা ॥

মৈথুন-শব্দের অর্থ সঙ্গতি-সঙ্গম ।

ব্যবায়, সুরভ, সুরত স্ত্রী-পুংস মিলন ॥

বাবায়, সুরত-আদি মৈথুনার্থে যাহা ।  
 কৃষ্ণে অপ্ৰাকৃতরূপে সম্ভবয়ে তাহা ॥  
 রমণ-শব্দের অর্থ রঞ্জনাদি হয় ।  
 শ্রীকৃষ্ণে অপূর্ব রূপে যাহা সম্ভবয় ॥  
 যে ভক্তের যেই বাঞ্ছা কৃষ্ণ সেই রূপে ।  
 পূরণ করেন, এই কহিনু স্বরূপে ॥  
 অথগু উজ্জ্বল রস সমাগান্বাদিতে ।  
 অথবা শ্রীকৃষ্ণানন্দ প্রদান করিতে ॥  
 কৃষ্ণে উপপতি-ভাবে ব্রজ-লক্ষ্মীগণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করেন ভজন ॥  
 যতপি কৃষ্ণের নাহি প্রাকৃত-শৃঙ্গার ।  
 তথাপি গোপীর লাগি করেন স্বীকার ॥  
 ইথে জানি গোপ্যোৎকর্ষ দেখাইতে হরি ।  
 রমণ গোপীকাগণে অরণ্য ভিতরি ॥  
 কোন কোন ভক্ত এই মত ব্যাখ্যা করে ।  
 সেহ সত্য কিন্তু মৰ্ম্ম আছয়ে ভিতরে ॥  
 স্ব-সুখ লাগিয়া কৃষ্ণ ব্রজ-রমাগণে ।  
 রমণ অপূর্ব ভাবে নিশায় কাননে ॥  
 “রম্যং মনশ্চক্রে” এই চক্রে ক্রিয়ার্থেতে  
 কৃষ্ণের রমণ-ক্রীড়া নিজ সুখার্থেতে ॥  
 “চক্রে” ইত্যাহ্বানেপদ খাতু সিদ্ধ করি ।  
 রমণ স্ব-সুখ লাগি কহেন বিবরি ॥

স্ব-সুখার্থ রমিলেন এইত ব্যাখ্যানে ।  
 দোষ বর্তে সর্বসুখপূর্ণ ভগবানে ॥  
 সেই দোষ খণ্ডনার্থ করেন বিচার ।  
 হরির এ দোষ নহে গুণ চমৎকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রহা অপ্যাক্রম্যে ।  
 কুর্কৃত্যহেতুকীং ভক্তি মিথস্তুতগুণোহরিঃ ॥ ৩৫ ॥

এছে অর্থ ভক্ত-কৃত নহে ব্যভিচার ।  
 তবু অপ্রাকৃত হয় শ্রীরাস-বিহার ॥  
 পরম উৎকর্ষ ভজ বল্লবী-সবার ।  
 এছে অর্থে দেখায়েন করিয়া বিচার ॥  
 সাত্ত্ব্য-পুরুষ কৃষ্ণ পারতত্ত্ব্য তাঁর ।  
 ভক্তোৎকর্ষ লাগি ভক্তে করেন স্বীকার ॥  
 ভক্তবান্ধা রহ দূরে শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।  
 ভক্তাধীন হঞা করে ভক্তেচ্ছা পূরণে ॥  
 অতএব গোপীকার উপপত্তি রূপে ।  
 বাসনা পূরণ হরি কহিনু স্বরূপে ॥  
 মন্থাথ বিজয় লাগি কৃষ্ণ-ভগবান ।  
 গোপ্যাস্তুরে করিলেন স্মর শরাধান ।  
 তাহাতে ব্যাকুল হঞা ভজ-রমাগণ ।  
 কৃষ্ণ-রতি ইচ্ছে “জার” ভাবে অনুক্ষণ ॥

প্রতিশ্রুতা রাত্রে কৃষ্ণ সঙ্গম মাত্রেতে ।  
 স্মর-শর দূর হৈল রাস রতসেতে ॥  
 মুখ্য বিচারেতে দেখি গোপীর-হৃদয় ।  
 কামগন্ধাস্পৃষ্ট নিত্য শুদ্ধ প্রেম-ময় ॥  
 তথাপি মন্থত জয় লীলার কারণ ।  
 কৃষ্ণেচ্ছায় কাম হৃদে করেন ধারণ ॥  
 স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সঙ্গম ব্যতীত ।  
 “কাম” জয় নাহি হয় কহিনু নিশ্চিত ॥  
 যৈছে নদ-নদী জল পড়িয়া গঙ্গায় ।  
 গঙ্গাজলরূপে পরিণত হঞা যায় ॥  
 তৈছে কাম গোপী হৃদে করিয়া প্রবেশ ।  
 প্রেমরূপে পরিণত হয় অবশেষ ॥  
 সেই হেতু পূর্বাচার্য্য মহাশয়গণ ।  
 গোপী কামে প্রেম বলি করেন কীর্ত্তন ॥  
 কামপূর্ণ হয় যদি গোপীকাম মন ।  
 তবে কেন কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছে গোপীগণ ॥  
 কৃষ্ণ সুখ লাগি মাত্র গোপীকাম কাম ।  
 অতএব গোপীকাম ধরে প্রেম নাম ॥  
 স্ন-সুখ তাৎপর্য্য হয় কামের ধরম ।  
 প্রেমের ধরম কৃষ্ণ সুখেচ্ছাসুক্ষণ ॥  
 কৃষ্ণানন্দ লাগি ব্রজ যুবতী নিশ্চয় ।  
 কৃষ্ণচিত্তে করি রতি চেক্টাদি উদয় ॥

সঙ্গম করায় কৃষ্ণে কলোন্মাসে রাসে ।  
 অত্যন্ত রহস্য কথা করিনু প্রকাশে ॥  
 যুবতীর দ্বারে রত্যা মোদ ভাব যেই ।  
 উৎপাদিত হয় চিত্তে শৃঙ্গারাত্মা সেই ॥  
 যদি কহ কৃষ্ণচিন্তে রত্যা দি বাসনা ।  
 উৎপন্ন করেন রাসে গোকুল-ললনা ॥  
 তাহে পূর্ণকাম কৃষ্ণ কেমনে থাকয় ।  
 মীমাংসা শুনহ তার খণ্ডিবে সংশয় ॥  
 যেভাবে যে ভক্ত কৃষ্ণ করেন ভজন ।  
 কৃষ্ণ তাঁরে সেই ভাবে ভজে সর্বক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং ।  
 মম বহ্নীমু বর্ন্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাস ইচ্ছা করিতে পূরণ ।  
 কামচেষ্টা প্রকাশেন ব্রজ-লক্ষ্মীগণ ॥  
 নতু বা অসুখ দুঃখে বল্লবী সবার ।  
 হৃদয়েতে কিছুমাত্র নাহিক বিচার ॥  
 কৃষ্ণ সুখ হেতু করে সব ব্যবহার ।  
 কৃষ্ণ সুখ বিনা অন্য করে পরিহার ॥  
 দেহ-ধর্ম্ম আদি গোপী করি পরিত্যাগ ।  
 কৃষ্ণানন্দ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥

নিত্য শুদ্ধ অমুরাগ কৃষ্ণে গোপীকার ।  
 শুদ্ধার্থে নির্দোষ, স্বচ্ছ, পবিত্র, প্রচার ॥  
 স্বচ্ছ অর্থে অতিশয় নিশ্চল কহয় ।  
 যাহে প্রতিবিশ্ব আসি আপনি পড়য় ॥  
 হেন স্বচ্ছ চিত্ত নিত্য গোপীকার হয় ।  
 অতএব গোপী চিত্ত শুদ্ধ প্রেম-ময় ॥  
 অতিশয় স্বচ্ছ চিত্ত কৃষ্ণে গাঢ় রাগ ।  
 প্রেমের লক্ষণ সেই শূন্য কাম দাগ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিকৌ ।

সন্যাসস্থগিত স্বাস্তো মমত্যাতিশয়াক্তিতঃ ।  
 ভাবঃ স এব সাক্ষায়া বৃধৈঃ প্রেমা নিগন্ততে ॥ ৩৭ ॥  
 ধর্ম্য, কর্ম্ম, আদি সব প্রেম-ধ্বংসকারী ।  
 জানিয়া, সকল ছাড়ে ব্রজ-গোপনারী ॥  
 নানা বিঘ্নে উভয়ের ভাবের বন্ধন ।  
 ধ্বংস নাই হয় সেই প্রেমের লক্ষণ ॥

তথাহি রসবল্লাং ।

সকলথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে ।  
 বড়াববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥  
 কৃষ্ণের সম্বন্ধে দুঃখ স্তুত করি মানে ।  
 সে সম্বন্ধ বিনা স্তুত দুঃখ বলি জানে ॥  
 প্রণয়োৎকর্ষতা হেতু ব্রজ-গোপীগণে ।  
 নিত্য নিত্য হেরি এঁছে রাগের লক্ষণে ॥

তথাহি তদ্রৈব ।

দুঃখমপ্যধিকং চিন্তে স্মৃথত্বেনৈব রজ্যতে ।

যতস্ত্ব প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হেন রাগময়ী নিত্য কৃষ্ণপ্রিয়া সব ।

তঁাহাদের কামাসক্তি বড় অসম্ভব ॥

কৃষ্ণের মানবী-লীলা সম্পূর্ণ লাগিয়া ।

তঁার শক্তি তঁার সহ মানবী হইয়া ॥

মানবীর ন্যায় লীলা করে কৃষ্ণ সনে ।

যে লীলা হেরিয়া মুগ্ধ হয় দেবগণে ॥

দেবাদি মোহিত হয় যে লীলা দর্শনে ।

সে লীলা প্রাকৃত নহে ভেবে দেখ মনে ॥

প্রাকৃত হইত যদি রাসাদি বিহার ।

তাহা দেখি মোহ কেন হবে দেবতার ॥

সর্বশক্তি পরিপূর্ণ পূর্ণকাম হরি ।

নরলীলা করে নরদেহাশ্রয় করি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাস্রিতঃ ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

এ বড় আশ্চর্য্য কথা পূর্ণকাম যিনি ।

কামীজন সম লীলা করিছেন তিনি ॥

ইহা ভাবি দেবগণ তদ্বাক্ত হইয়া ।

আত্মস্মৃতি হারায়েন বিমানে থাকিয়া ॥



ওহে বৎস ! দেবাদির মুক্ততা শ্রবণে ।  
 প্রাকৃত শ্রীরাসলীলা বলিব কেমনে ॥  
 অপ্রাকৃত লীলা তেঁই দেবতা সবার ।  
 জ্ঞানগম্য নাহি হৈল শ্রীরাস-বিহার ॥  
 প্রকৃতি অতীত নহে জ্ঞান আদি যার ।  
 অপ্রাকৃত তত্ত্ব-জ্ঞান কিসে হবে তার ॥  
 প্রকৃতিতে অভিভূত যেই দেবগণ ।  
 অপ্রাকৃত লীলা তাঁরা না বুঝে কখন ॥  
 অপ্রাকৃত-পূর্ণকাম পুরুষ-গোবিন্দ ।  
 অতএব অপ্রাকৃততা তাঁর শক্তিবৃন্দ ॥  
 সেই সব শক্তিগণ সহ বৃন্দাবনে ।  
 বিহার করেন নর-লীলানুকরণে ॥  
 পূর্ণানন্দ রূপ হঞা নন্দের নন্দন ।  
 হ্লাদিনীর দ্বারে করে আনন্দাস্বাদন ॥  
 হ্লাদিনীর অংশভূতা ব্রজ-লক্ষ্মীগণ ।  
 এ হেতু হ্লাদিনীশক্তি স্বরূপে গগন ॥  
 সেই সব আহ্লাদিনী শক্তিবৃন্দ সনে ।  
 রতিক্রীড়া করে কৃষ্ণ জীবানুকরণে ॥  
 নরবদ্রমণ তাঁর নহে কদাচন ।  
 এ লাগি কহয়ে নরলীলানুকরণ ॥  
 প্রাকৃত মনুষ্য রতি নিষেধ কারণ ।  
 তত্ত্বজ্ঞেরা কহে নরলীলানুকরণ ॥

অম্লরস বিকার চরম ধাতু শূন্য ।  
 সর্বকশক্তিমান্ সর্বকাম পরিপূর্ণ ॥  
 যেই ভগবান তাঁর নরবদ্রমণ ।  
 কদাপি সম্ভব নহে কহে ঋষিগণ ॥  
 তথাপি ভক্তের লাগি হঞা কৃপোন্মুখ ।  
 স্বশাস্ত্রে আস্বাদে কৃষ্ণ নিত্যানন্দ সূত্র ॥  
 তাহাতে কৃষ্ণের পূর্ণকামহ-স্বরূপে ।  
 দোষ নাহি ঘটে কতু জ্ঞান দৃঢ়রূপে ॥  
 ভক্তেচ্ছা লাগিয়া তাঁর ইচ্ছার উদগম ।  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর অবতারোত্তম ॥  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর নানা রূপ ধরা ।  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর লীলা-খেলা করা ॥  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর হলাহল পান ।  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর সমুদ্রে শয়ান ॥  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর ক্ষুধার উদ্রেক ।  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর অত্যন্ত আবেগ ॥  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর গমনাগমন ।  
 ভক্তের লাগিয়া তাঁর অত্যন্ত রোদন ॥  
 হেয় গুণভাব আর মলাদি রহিত ।  
 শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নিত্য জানিহ নিশ্চিত ॥  
 তথাপি ভক্তের ভাব সম্পূর্ণ কারণ ।  
 কচিক্লেয় গুণ আদি করান দর্শন ॥

তাহাতে হেয়হ তাঁর কভু নাহি ঘটে ।  
 শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্রে এই রটে ॥  
 পূর্ণকাম হঞা কৃষ্ণ ভক্তের কারণে ।  
 কামীজনপ্রায় ক্রীড়া করে বৃন্দাবনে ॥  
 অসামান্য হঞা কৃষ্ণ সামান্য স্বরূপে ।  
 স্বভক্তের ভক্তি পুষ্টি করে দৃঢ়রূপে ॥  
 বহু বাক্য ব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 সার এক বাক্য এবে করহ শ্রবণ ॥  
 সকল সম্ভবে কৃষ্ণে প্রাকৃতপ্রাকৃত ।  
 তথাপি প্রাকৃত গুণে না হন বিকৃত ॥  
 প্রকৃতি অতীত বস্তু কৃষ্ণ-ভগবান্ ।  
 তাঁহাতে প্রকৃতি স্পৃষ্ট সদা অপ্রমাণ ॥  
 তথাপি প্রকৃতি প্রতি কারণ রূপেতে ।  
 কর্ছহ তাঁহার নিত্য বুঝহ মনেতে ॥  
 অতএব প্রাকৃতবদ্রমণ তাঁহার ।  
 ব্রজেতে গোপীর সহ করেন বিচার ॥  
 প্রাকৃত মন্থথ-ক্রীড়া কভু নহে রাস ।  
 নিজ গ্রন্থে সনাতন করিলা প্রকাশ ॥  
 ফ্লাদিনী শক্তির স্তম্ভ বিলাস লক্ষণ ।  
 প্রেমময় রমণেচ্ছা মন্থথ ভৎসন ॥  
 প্রাকৃত মন্থথময়ী-লীলা নহে রাস ।  
 বৈষ্ণব-তোষণী মধ্যে ইহাই প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং ।

স্বপ্রেমামৃতকল্লোলবিহ্বলীকৃতচেতসঃ ।

সদয়ং নন্দয়ন্ গোপীকদম্বতো নন্দনন্দনঃ ॥ ৪১ ॥

পরার্থা-অচিন্ত্যশক্তি করিয়া বিস্তার ।

গোপী সহ করে কৃষ্ণ শ্রীরাস-বিহার ॥

কৃষ্ণের পরার্থাচিন্ত্যশক্তি যেই হয় ।

সেই যোগমায়াশক্তি সংযোগ করয় ॥

দুর্ঘট ঘটন ঘটাইতে শক্তি য়ার ।

সেই যোগমায়াশ্রুত কার্য নিত্য তাঁর ॥

হেন যোগমায়াশক্তি করিয়া বিস্তার ॥

স্বানন্দ-শক্তির সঙ্গে শ্রীনন্দ-কুমার ।

প্রেমময়ী রাসক্ৰীড়া করে বৃন্দাবনে ।

যাহা দেখি মুগ্ধ হয় দেব-দেবীগণে ॥

স্বর পরাভূত হঞা ছাড়িয়া স্ব-শর ।

ভয়ে পলাইল যথা কামীর নগর ॥

এসব কারণে জানি শ্রীরাস-বিহার ।

অপূর্ববাদপূর্ব যাতে নাহি ব্যভিচার ॥

অপ্রাকৃতাপূর্ব যেই রাসলীলা হয় ।

কার সাধ্য সেই লীলা-বুঝিতে পারয় ॥

অপূর্ববাদপূর্ববার্থেতে আশ্চর্য্যাদাশ্চর্য্য ।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কহে মুনিবর্ষা ॥

ত্রিগুণা-বন্ধনকরী হরির প্রকৃতি ।  
 যাহাতে লোকের হয় স্বরূপ বিকৃতি ॥  
 সেই প্রকৃতিতে সদা অভিভূত যারা ।  
 কেমনে অপূর্ব রাস বুঝিবেক তারা ॥

তথাহু দ্বটবাক্যং ।

অপূর্বেষং হরেন্ময়া ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী ।  
 যয়া মত্তো ন চলতি বন্ধো ধাবতি ধাবতি ॥ ৪২ ॥

অতএব বাহ্যনের নিত্য অগোচর ।  
 শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জানি নিরন্তর ॥  
 অপ্রাকৃতাপূর্ব রাস-লীলার লক্ষণ ।  
 প্রাকৃত-জ্ঞানেতে কভু না হয় দর্শন ॥  
 অপ্রাকৃত লীলাতত্ত্ব অপ্রাকৃত জ্ঞানে ।  
 দর্শন করেন নিত্যাপ্রাকৃত নয়নে ॥  
 তথাপি সম্পূর্ণ তার ধারণা করিতে ।  
 কদাপি নাহিক পারে জানিহ মনেতে ॥  
 অন্য কথা রহুদূরে রোহিণী-কুমার ।  
 কৃষ্ণলীলা তত্বাদি নাহি পায় পার ॥  
 তাহে সদা নায়ামুগ্ধ ক্ষুদ্র জীবগণ ।  
 অপ্রাকৃত-লীলা কিসে করিবে বর্ণন ॥  
 যে বর্ণে বর্ণুক কৃষ্ণ-লীলার লক্ষণ ।  
 মোর সাধ্য নাহি তাহা করিতে বর্ণন ॥

স্বয়ম্ভু যখন ইহা সমুখে ফুকারে ।

তখন আমার কথা কি কব তোমারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

জানন্তু এব জানন্তু কিং বহুক্ৰ্যা ন মে প্রভো ।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৪৩ ॥

পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ মন্থাথ-মথন ।

প্রাকৃত রমণ তাঁর নাহি কদাচন ॥

ভগার্থেতে ষড়ৈশ্বর্য্য সমগ্র যাঁহাতে ।

প্রাকৃত শৃঙ্গার কিসে ঘটবে তাঁহাতে ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য মধ্যে পূর্ণ বৈরাগ্য আছেয় ।

এ হেতু প্রাকৃত ক্রীড়া তার নাহি হয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

ঐশ্বর্য্যস্ত সমগ্রস্ত বীৰ্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানবৈরাগ্যায়োশ্চৈব ষণ্মাং ভগ ইতীন্দ্রনা ॥ ৪৪ ॥

ক্রীড়ার্থে জানিবে এথা রাসাদি-বিহার ।

শৃঙ্গারের পরাকাস্তা যাহাতে প্রচার ॥

সর্ব্বরস-বারিধি স্বগুণ দেখাতে ।

রাসক্রীড়া করে কৃষ্ণ স্বরূপ সাক্ষাতে ॥

অতাবিক ভক্তিহীন পণ্ডিত সকল ।

কৃষ্ণের প্রাকৃত ক্রীড়া বাথানে কেবল ।

কেহ বা রূপক করি রাসাদি বাথানে ।

কেহ আধ্যাত্মিক, ইন্দ্রজাল বলি মানে ॥

সেই সব কৰ্ম্মী-জ্ঞানী অবৈষ্ণবগণ ।  
 শ্রীশুকের অভিপ্রায় না জানে কখন ॥  
 সৰ্বেব্দ্রিয় দ্বারে যেই কৃষ্ণানন্দাস্বাদে ।  
 সকল প্রাকৃতানন্দ তার যায় বাদে ॥  
 তাহার দৃষ্টান্ত রাসে ব্রজ-গোপীগণে ।  
 সৰ্বেব্দ্রিয়ে কৃষ্ণানন্দ করিলাস্বাদনে ॥  
 এ লাগি প্রাকৃতানন্দ ক্ষণমাত্র মনে ।  
 স্মরণ নাহিক করে ব্রজরমাগণে ॥  
 কৃষ্ণের লাগিয়া ব্রজে ব্রজ-লক্ষ্মীগণ ।  
 ছাড়েন প্রাকৃতানন্দ সেইত কারণ ॥  
 ব্যভিচারী, পরকীয়া, খ্যাতি সবাকার ।  
 অত্যন্ত রহস্য এই করিছু প্রচার ॥  
 সৰ্বেব্দ্রিয় দ্বারে যেই কৃষ্ণানুশীলন ।  
 সেই ত উত্তমা ভক্তি জানে গোপীগণ ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

সর্বৌপাধিবিবিশ্রুতং তৎপরত্নেন নিম্নলং ।  
 দ্বীকেশং দ্বীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা ॥ ১৫ ॥

উত্তমা ভক্তির ক্রিয়া শ্রীরাস-বিহার ।  
 ইহা না জানিয়া গূর্থ অর্থ করে আর ॥  
 উত্তমা স্থলেতে “ভক্তিরুচ্যতে” বর্ণন ।  
 কোন কোন গ্রন্থ মধ্যে হয় দরশন ॥

শুদ্ধ পরকীয়া ভাব রাসের সিদ্ধান্ত ।  
 দেখুন শ্রীভাগবতে রসিক মহান্ত ।  
 বৈষ্ণবের কাছে যেই পড়ে ভাগবত ।  
 সেইত হইবে ঐছে সিদ্ধান্তাবগত ॥  
 ভাগবত যে না পড়ে বৈষ্ণবের ঠাই ।  
 ঐছে সুসিদ্ধান্তে তার অবগতি নাই ॥  
 এই হেতু রঘুনাথে কহিলা নিমাই ।  
 ভাগবত পড় যাঞা বৈষ্ণবের ঠাই ॥  
 বৈষ্ণব অর্থেতে এথা রসিক যে জন ।  
 ভক্ত্যঙ্গ বর্ণনে রূপ করিলা বর্ণন ॥  
 চিন্ময় আনন্দরস কিবা জানে যেই ।  
 রসিক বৈষ্ণব কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম সেই ॥  
 হেন রসিকের ঠাঞি যাঞা ভট্টবর ।  
 ভাগবত অর্থামৃত হইবে গোচর ॥  
 তবেত বুঝিবা তুমি শ্রীরাস-বিহার ।  
 শুদ্ধ পরকীয়া ভাব কেমন শৃঙ্গার ॥  
 প্রভুর বাক্যের মর্ম্ম এই মত হয় ।  
 সূত্ররূপে কবিরাজ স্বগ্রন্থে লিখয় ॥  
 গুঢ় হৈতে অতি গুঢ় শ্রীরাস-বিহার ।  
 শুদ্ধ পরকীয়াভাবোজ্জ্বল রস-সার ॥  
 বেদবিধি-অগোচর পরকীয়া ভাব ।  
 ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ যাতে হয় লাভ ॥



ব্রজ বিনা এ ভাবের অন্ত্রাবস্থান ।  
 কদাচ নাহিক হয় কহিনু সন্ধান ॥  
 ব্রজগোপী-ভাব লঞা কৃষ্ণ ভঞ্জে যেই ।  
 পরকীয়া শুদ্ধভাব মনে জানে সেই ॥  
 হেন শুদ্ধ পরকীয়া ভাবের স্বরূপ ।  
 না বুঝিয়া কেহ কেহ কহে অন্তরূপ ॥  
 উদ্ধবাহু হঞা মুণ্ডি বলিবারে পারি ।  
 পরকীয়া ভাব নিত্য দেখহ বিচারি ॥  
 স্ব-পর উভয় ভাব নিত্য সত্য হয় ।  
 তার মধ্যে পরকীয়া শ্রেষ্ঠতম কয় ॥  
 পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস ।  
 ব্রজ বিনা অগ্নত্রেতে নাহি তার বাস ॥  
 পরকীয়া ভাব বিনা সর্বান্ন সম্পূর্ণ ।  
 শৃঙ্গার সুসিদ্ধ নহে কহিলাম মর্ম্ম ॥  
 হেন পরকীয়া ভাব নিত্য ব্রজধামে ।  
 স্বকীয়াগ্ধামে এই কহিনু সন্ধানে ॥  
 সর্বান্ন সম্পূর্ণ শুদ্ধ পরকীয়া রতি ।  
 ব্রজগোপীহৃদয় রূপে শোভে অতি ॥  
 পরম পবিত্র সেই অখণ্ড শৃঙ্গারে ।  
 গোপী সহ নিত্য শোভা করে বসুধারে ॥  
 ইথে জানি শৃঙ্গারার্থে অত্যাশ্চর্য্য শোভা ।  
 যাতে গোপী সহ ব্রজ কৃষ্ণ-মনলোভা ॥

“বসুধা শৃঙ্গার হারাবলী” গঙ্গাফটকে ।  
 শোভাগুণে কহে মুনি আপন শিষ্যকে ॥  
 পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার ।  
 গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য যে বিহার ॥  
 এই বাক্যে পরকীয়া ভাব কবিরাজ ।  
 নিত্য করি স্থাপিলেন স্ব-গ্রন্থের মাঝ ॥  
 যথা কৃষ্ণলীলা নিত্য সর্ববাক্ত গোলোকে ।  
 তথা কৃষ্ণলীলা এথা শ্রীভজ ভূ-লোকে ॥  
 উর্দ্ধ অধঃ ভেদমাত্র অভেদ বিলাস ।  
 স্ব-গ্রন্থে শ্রীসনাতন করেন প্রকাশ ॥

তথাহি বৃহত্তাগবতামৃতে ।

যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেহপি তথৈব সঃ ।  
 অধউর্দ্ধতয়াভেদোহনয়োঃ কল্লোত কেবলং ॥ ৪৬ ॥

বৃন্দাবনগত নিত্য রাসাদি-বিহার ।  
 গোলোকে ধামের সহ নিত্য পরচার ॥  
 যেই সব কৃষ্ণধাম ধরণী উপরে ।  
 সেই সব ধাম নিত্য বৈকুণ্ঠ নগরে ॥  
 এথা যে যে লীলা, সেথা সেই সেই লীলা ।  
 স্কান্দেতে সুস্পষ্টরূপে ইহাই কহিলা ॥

তথাহি স্কান্দে ।

য়া যথা ভূবি বর্তন্তে পুর্যো ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।  
 তাস্থথা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তলীলার্থমাদৃতাঃ ॥ ৪৭ ॥

দাস, সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সী-নিচয় ।  
 ধাম, লীলা আদি গোবিন্দের নিত্য হয় ॥  
 যথা অপ্রকট লীলা তথা নিত্য-লীলা ।  
 গোলোক গোকুলে নিত্যাবিচ্ছেদে কহিল ॥  
 প্রকট শ্রীনিত্য লীলা ব্রজাদি পুরীতে ।  
 নিত্যানন্দময়ী লীলা গোলোক-আদিতে ॥  
 ব্রজাদি-ধামেতে নিত্য প্রকটাপ্রকটে ।  
 কৃষ্ণ লীলা হয় নিত্য পুরাণেতে রটে ॥  
 প্রকটে প্রকটলীলা করে ভগবান ।  
 অপ্রকটে অপ্রকট লীলার সন্ধান ॥  
 যত্বপি প্রকট লীলা সর্বদাগোচর ।  
 কিন্তু তত্ত্ব প্রেমচক্ষে দেখে নিরন্তর ॥  
 প্রকটে যেমন লীলা অপ্রকটে তাই ।  
 নিশ্চয় জানিবে তাহে কিছু ভেদ নাই ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন  
 সত্বঃ সর্দৈবহৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি ।  
 যং শ্রীমহানন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং ।  
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৪৮ ॥

গমনাগমন নিত্য বন গোষ্ঠাস্তরে ।  
 গোচারণ রঞ্জে সখা সঙ্গতে বিহরে ॥

গোলোক গোকুলগতা কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ ।  
 নিত্য পরকীয়াভিমানিনী বিলক্ষণ ॥  
 প্রচ্ছন্নভাবেতে সবে স্ব-প্রিয় মাধবে ।  
 রমণ করায় প্রেমে তৎস্থখানুভবে ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালধণ্ডে ।

দামাঃ সখায়াঃ পিতরৌ প্রেয়স্বশ্চ হরেরিহ ।  
 সৰ্ব্বৈ নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্যা গুণশালিনঃ ।  
 যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 তথা তে নিতালীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ।  
 গমনাগমনে নিত্যং কৰোতি বনগোষ্ঠয়োঃ ।  
 গোচারণং বয়শ্চৈব বিনাহস্মরবিধাতনং ।  
 পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্মৈ প্রিয়া জনাঃ ।  
 প্রচ্ছন্নৈবৈবভাবেন রমন্তি চ নিজপ্রিয়ং ॥ ৪৯ ॥

প্রপঞ্চ গোচর যেই গোবিন্দ-বিলাস ।  
 প্রকট বিলাস সেই করিষু প্রকাশ ॥  
 প্রপঞ্চাগোচর যেই শ্রীকৃষ্ণের লীলা ।  
 অপ্রকট লীলা সেই শ্রীরূপ কহিলা ॥  
 প্রকট লীলায় তাঁর গমনাগমন ।  
 অপ্রকটে ধামে স্থিতি করিষু কীর্তন ॥  
 প্রপঞ্চ গোচর অর্থে প্রপঞ্চস্থ ধাম ।  
 বাহ্য মায়াভীত তাহে স্থিতি অবিরাম ॥

তথা লঘুভাগবতামৃতে ।

প্রপঞ্চগোচরেষ্টেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা ।  
 অনাস্ত্রপ্রকটা ভাস্তি তাদৃশস্তদগোচরাঃ ।  
 তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্মৃতাং গমাগমৌ ।  
 গোকূলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শাস্ত্রিণঃ ।  
 যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ ॥ ৫০ ॥

ভাগবত-স্কন্দ-পদ্ম-আচার্য্য বচনে ।  
 স্ব-পর প্রভৃতি ভাব নিত্য জানি মনে ॥  
 ভাবাধীন কৃষ্ণচন্দ্র রসরত্নাকর ।  
 নাগরী বল্লভ নিত্য সর্বপ্রিয়ঙ্কর ॥  
 সর্ববিধ ভক্ত্যভাব করি অঙ্গীকারে ।  
 সর্বদা বিহরে কৃষ্ণ ধামাদি মাঝারে ।  
 সময় পাত্রাদি জীব করিয়া বিচার ।  
 নিত্য পরকীয়াভাব ভাব-সারাৎসার ॥  
 নিজ প্রেম ভাঙারেতে প্রেমমঞ্জুষায় ।  
 যত্নে রাখি তরুচাঁবী আঁটি দিলা তায় ॥  
 মঞ্জুষার চতুর্দিকে বিধি ঘনসার ।  
 মাথাইয়া দিল জীব করিয়া বিচার ॥  
 স্বকীয়া ভাবের তরু মাতি তার শ্রাণে ।  
 মঞ্জুষাভ্যন্তরে কিবা না করে সঙ্কানে ॥  
 কালক্রমে প্রেম-বাতে সেই ঘনসার ।  
 দেশান্তরে উড়ে গেল না রহিল আর ॥

পরে বিশ্বনাথ আদি ভক্তরাজগণ ।  
 তর্কচর্চা বী ভাঙ্গি করে মঞ্জুষোদঘাটন ॥  
 মঞ্জুষা উদঘাটি দেখে তাহার ভিতর ।  
 পরকীয়া মহাভাব কৃষ্ণ-মনোহর ॥  
 তবে বিশ্বনাথ আদি ভক্ত সমুদয় ।  
 অত্যাশ্চর্য্যাবিত ইঞা বিচার করয় ॥  
 রূপ-সনাতনাস্বাদ্য সর্বভাবোত্তম ।  
 পরকীয়া ভাব নিত্য অতি মনোরম ॥  
 অধিকার হীনে পাছে করয়ে দর্শন ।  
 সেই ভয়ে প্রভু জীব করিলা গোপন ॥  
 চৈতন্য-আজ্ঞায় প্রভু রূপ-সনাতন ।  
 ভারতে করিলা যেই ভক্ত্যনুশাসন ॥  
 সেই শাসনের ঘাঁরা অধীন আছয় ।  
 পরকীয়া ভাব তাঁরা হৃদয়ে ধরয় ॥  
 অন্যের শাসনাধীন ভারতে যাহারা ।  
 পরকীয়া ভাব নাহি বুঝিবে তাহারা ॥  
 সর্বভাবরত্নাকর ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 সর্বভাবে সর্বভক্তে করেন রঞ্জন ॥  
 যার যেই ভাব তার সেই সর্বোত্তম ।  
 সূক্ষ্মভাবে বিচারিলে আছে তরতম ॥  
 এ সব বিচারি তবে ভক্তরাজগণ ।  
 পরকীয়া ভাব হৃদে করেন ধারণ ॥

যদি কহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত রমণ ।  
 দ্বারকায় পত্নীগণে হয় দরশন ॥  
 ওহে বৎস ! এ আশঙ্কা কভু না করিবে ।  
 ইচ্ছাতে উদগত পুত্র তথায় জানিবে ॥  
 পত্নীভাব অভিমানে মহিষীর গণ ।  
 মনে মানে কৃষ্ণ সহ হইল সঙ্গম ॥  
 সঙ্গম নহে ত মিথ্যা কিন্তুপূর্বরূপে ।  
 কার সাধ্য বর্ণে সেই অপূর্ব স্বরূপে ॥  
 অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য যেই অলৌকিক রূপে ।  
 অপূর্ব লক্ষণ সেই আস্থিত স্বরূপে ॥  
 তাতে সুখ মানে তেঞি মহিষীর গণে ।  
 সমঞ্জসা বলি রূপ করিলা বর্ণনে ॥  
 নিজ পর সুখ বাঞ্ছে সেই ত কারণ ।  
 সমঞ্জসা বলি খ্যাতা মহিষীর গণ ॥  
 পর সুখ মাত্র বাঞ্ছে সমর্থ্য সে হয় ।  
 ইথে অধিকারী ত্রজে গোপী সমুদয় ॥  
 পরকীয়া ভাব আদি অত্যন্ত সংক্ষেপে ।  
 কহিনু তোমারে ইথে না কর আক্ষেপে ॥  
 পরকীয়া ভাবাভাস করিতে প্রকাশ ।  
 কহিলাম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস-বিলাস ॥  
 প্রকাশ করিতে রাস হিয়া কাঁপে ডরে ।  
 পাছে অপরাধ হয় রসিক গোচরে ॥

পরকীয়াভাবামৃতোজ্জ্বলরসামৃত ।  
 দ্বিবিধামৃতোৎকর্ষ রাসামৃতাদ্রুত ॥  
 যথাসাধ্য পিয়াছিনু শ্রীগুরু-কৃপায় ।  
 কৰ্ম্মদোষে হৈল যতকুমারীর ণায় ॥  
 বমন হইয়া সব উঠিয়া পড়িল ।  
 বিন্দুমাত্র উদরেতে নাহিক রহিল ॥  
 নাড়ীতে সংশ্লিষ্ট হঞা ছিল মাত্র বাহা ।  
 তুয়া কাছে অল্লাস্করে কহিলাম তাহা ॥  
 কালেতে শুনিবে সব কোন ভক্ত-দ্বারে ।  
 এবে স্বীয়োপাস্ততব কহিব তোমারে ॥  
 পরকীয়া ভাবে ব্রজে রসের সাগরে ।  
 ভজিবে রাধিকাসহ গোপী অনুসারে ॥  
 রসের সাগর কৃষ্ণ মদনমোহন ।  
 সর্ববিনায়কের শিরোরত্ন সর্বোত্তম ॥

তথাহি মং পিতৃদেব শ্রীমদীননাথ দেব গোস্বামি-  
 প্রভূপাদেনোক্তং ।

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।  
 চতুষ্টয়গুণোপেতঃ নিত্যানুতনবিগ্রহঃ ।  
 আত্মারাম আশুকামঃ শীলানন্দদায়কঃ ।  
 প্রকৃতিগণসংশ্লেষ্যঃ প্রকৃত্যানন্দদায়কঃ ।  
 ত্রিজগন্মানসাকর্ষী কৈশোরবয়সি স্থিতঃ ।  
 শঙ্করবসসংমগ্নঃ রাধালিঙ্গিতবিগ্রহঃ ।



রাধাধরসুধাপানোন্নতচিত্তঃ প্রিয়ঙ্করঃ ।  
 রাধাপয়োধরামর্দী স্মরগৌরবমর্দকঃ ।  
 রাধামোদকরারাধ্যঃ স্বরতঃ স্বরবিৎ কবিঃ ।  
 নাধুর্ভানারসসর্কস্বো গৌরীগগণবন্দিতঃ ।  
 রাধাঙ্গগন্ধলুক্কশ্চ রাধাঙ্গিসরগিহিতঃ ।  
 রাধাধরসুধামক্তো রাসলীলাবিলাসবিৎ ।  
 রাধামুখাজ্জনারঙ্গঃ সর্কবিদ্যাশিষ্যরসঃ ॥  
 বরবীবরভো বস্তুবংশীবাদনপণ্ডিতঃ ।  
 প্রাণেশঃ প্রাণকাত্তশ্চ প্রাণনাথশ্চ প্রাণভূতঃ ।  
 বশী বশ্যবদো বক্রঃ সর্কভরণভূষিতঃ ।  
 ত্রিতঙ্গা ত্রীভদ্রবেশঃ শ্রান্তিমঃ পরমেশ্বরঃ ।  
 যোগপীঠাসনঃ শম্বয়প্রিয়ালিগণবেষ্টিতঃ ।  
 য ইমং চিত্তয়েম্মিত্যাং প্রেমাচিন্তামণিঃ নরঃ ।  
 স তৎপদান্তিকং যাতি শুক্লসখাসুদোদতঃ ॥ ৩১ ॥

চতুঃষষ্টি গুণ পূর্ণ সর্বদা নূতন ।  
 সেই সব গুণ কহি করহ শ্রবণ ॥  
 বসনিধি কৃষ্ণ সর্ববসন্তক্ষণাশ্রিত ।  
 সুরম্যাঙ্গ মহাতেজা বলী সুপণ্ডিত ॥  
 কিশোর সুদৃঢ়ত-অতি মনোহর ।  
 বিবিধ অদ্ভুত ভাষা পণ্ডিত প্রবর ॥  
 সত্যবাদী প্রিয়ম্বদ বিদগ্ধ চতুর ।  
 বুদ্ধিমান বহুবক্তা স্থির দাম্ভ শত্রু ॥

প্রতিভা-অমিত দক্ষ গম্ভীর কৃতজ্ঞ ।  
 অতিশয় শুচি দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ ॥  
 শাস্ত্রচক্ষু জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক-প্রবর ।  
 প্রেমবশ্য ক্ষমাশীল সর্বশুভঙ্কর ॥  
 করুণ বদান্ত সাধু সুখী ধৃতিমান ।  
 মাণ্ডমানকারী সর্ববরাধ্য লজ্জাবান ॥  
 কীর্তিমান ভক্তবন্ধু বিনয়ী উদার ।  
 সর্বলোক অনুরক্ত সুসমৃদ্ধি সার ॥  
 প্রপন্নপালক শ্রেষ্ঠতম ভক্তাশ্রয় ।  
 সর্বলোক-নিয়ামক প্রতাপী নিশ্চয় ॥  
 নারী-মনোহারী এই পঞ্চাশৎ গুণ ।  
 পরিপূর্ণ রূপে কৃষ্ণে দেখি পুনঃ পুনঃ ॥  
 এই পঞ্চাশৎ গুণ বিন্দু বিন্দু রূপে ।  
 জীবেতে আছেয়ে নিত্য কহিনু স্বরূপে ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোষামি প্রভুপাদেনোক্তং ।  
 জীবেষেতে বসন্তোপি বিন্দু বিন্দুতয়াক্ৰিৎ ।  
 পরিপূর্ণ তয়া ভাস্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥ ৫২ ॥

পঞ্চাশ গুণাতিরিক্ত আর পাঁচ গুণ ।  
 কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে কহি তাহা শুন ॥  
 স্বরূপ সংপ্রাপ্ত আর সর্বদা নূতন ।

সর্বসিদ্ধি বশকারী এ লাগি শ্রীহরি ।  
 সিদ্ধিগণার্চিত সদা কহিনু বিবরি ॥  
 এই পঞ্চ গুণতর অংশানুসারেতে ।  
 শিবাদি দেবেতে আছে জানিহ মনেতে ॥  
 আর পঞ্চ গুণতম নারায়ণাদিতে ।  
 নিত্য বর্তমান আছে কহিনু নিশ্চিতে ॥  
 অবিচিন্ত্য মহাশক্তি সমন্বিত আর ।  
 অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহহ পরচার ॥  
 অবতারাবলী বীজ এই তিন জানি ।  
 “হতারি গতিদ” এই চতুর্থ বাখানি ॥  
 আত্মারামগণাকর্ষী এই গুণবাণ ।  
 নারায়ণাদিতে আছে কহিনু সন্ধান ॥  
 এই পঞ্চগুণ কৃষ্ণে অত্যন্তুত রূপে ।  
 বিরাজ করয়ে নিত্য কহিনু স্বরূপে ॥  
 এই ষষ্টি গুণ ছাড়া চারি মহাগুণ ।  
 কেবল কৃষ্ণেতে আছে কহি তাহা শুন ॥  
 সর্বলোক চমৎকারকারিণী লীলার ।  
 কল্লোল সমুদ্র কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-কুমার ॥  
 শৃঙ্গার রসের সার প্রেম-শোভাস্থিত ।  
 স্বপ্রিয়মণ্ডলে সদাসর্বদা মণ্ডিত ॥  
 ত্রিলোকের চিত্তাকর্ষী মুরলী কূজিত ।

সম্, শ্রেষ্ঠ হীন রূপ সৌন্দর্য্য যাঁহার ।  
 চিত্রাঙ্কিত করিতেছে সকল সংসার ॥  
 এই চারি মহাগুণ লক্ষ্মীর ঈশ্বরে ।  
 কদাপি নাহিক হয় নয়নগোচরে ॥  
 প্রেমময়ী লীলা আর স্বপ্রিয়সঙ্গম ।  
 স্বরূপ মাধুর্য্য প্রিয় শ্রীবংশী কুজন ॥  
 এই চারি অসামান্য গুণেতে শ্রীহরি ।  
 বিষ্ণুদি সবার শ্রেষ্ঠ কহিনু বিবরি ॥  
 এই চতুষষ্টি গুণে শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 সর্ববরসামুতনিধি রূপের বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামুতসিকৌ ।

অথ পঞ্চগুণা য়ে স্মারংগেন গিরিশাদিবু ।  
 সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সৰ্ব্বজ্ঞো নিতান্তনঃ ।  
 সক্তিদানন্দসাক্ষাঙ্গশ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ ।  
 স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ শ্রুতঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ।  
 অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ য়ে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ ।  
 অবিচিন্ত্যামহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ।  
 অবতারাবলী বীজং হতারিগতিদায়কঃ ।  
 আশ্র্য্যারামগণাকর্ষীত্যমী ক্লেশে কিলানুভূতাঃ ।  
 সৰ্ব্বানুভূতচমৎকারলীলাকলৌলবারিধিঃ ।  
 অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ।  
 ব্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকুজিতঃ ।

অসমানোঙ্করূপশ্চিবিষ্মাপিতচরাচরঃ ।

লীলাপ্রেম প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেগরূপয়োঃ ।

ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্ত চতুষ্টিয়ং ।

এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥ ৫৩ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষষ্টি প্রধান ।

রসামৃতসিঞ্চু দৃষ্টে করিলাম গান ॥

এবে বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধার ।

প্রধান প্রধান গুণ করিব বিস্তার ॥

মধুরা নবীনবয়া চকলনয়নী ।

মৃদুমধুহাস্তাশ্রিতা কমলবয়নী ॥

অতি মনোহরা সুসৌভাগ্য রেখাশ্রিতা ।

বিনীতা চতুরা নর্ম্মগুণেতে পণ্ডিতা ॥

নিজাঙ্গসৌগন্ধে সদা গোবিন্দোন্মাদিনী ।

সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা করুণাশালিনী ॥

রম্যাকাশ্রিতা ধৈর্য্যা গাস্তীর্য্যধারিণী ।

লজ্জাশীলা সুমর্যাদা আর পাটবিনী ॥

সুবিলাসা শ্রীগোকুল-প্রেমের বসতি ।

সদা গুরুগণার্পিত গুরুস্নেহবতী ॥

পরম উৎকর্ষে মহাভাবস্বরূপিণী ।

ব্রহ্মাণ্ডশ্রেণীর মধ্যে সুযশধারিণী ॥

স্ব-সখীপ্রণয়বশা নিজগুণে সদা ।

কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা জানিহ সর্বদা ॥

কৃষ্ণগীতপরায়ণা কৃষ্ণ বিনা আন ।  
 না শুনে শ্রবণে এই কহিষু সন্ধান ॥  
 কৃষ্ণগুণ যৈছে বেদ অনন্ত কহয় ।  
 রাধিকার গুণ তৈছে অসংখ্য ভণয় ॥  
 অনন্ত গুণের মধ্যে শ্রীমতী রাধার ।  
 পঞ্চবিংশ শ্রেষ্ঠগুণ করিষু প্রচার ॥  
 পঞ্চবিংশ শ্রেষ্ঠগুণে কৃষ্ণ-ভগবানে ।  
 আব্রবশ করে রাধা ফুকারে পুরাণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ কীর্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ ।  
 নধুরেবং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জলম্বিতা ।  
 চাক্রসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গঙ্কোন্মাদিতমাধবা ।  
 সঙ্গীতপ্রবরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নন্দপণ্ডিতা ।  
 বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবাস্বিতা ।  
 লজ্জাশীলা স্মর্যাদা ধৈর্য্য গান্ধীৰ্য্যশালিনী ।  
 সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ।  
 গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রীলসদ্যশা ।  
 ওষ্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণমিতা বশা ।  
 কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥ ৫৪ ॥

করণ, কারণ আর পরম কারণ ।

ত্রিতত্ত্ব স্বরূপ কৃষ্ণ বেদের লিখন ॥ .

তৈছে তাঁর শক্তি রাধা ত্রিত্ব-রূপিণী ।  
 শক্তিগণ মুখ্যা পরা শক্তিগণাংশিনী ॥  
 প্রকৃতির পর যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র হয় ।  
 তৈছে তাঁর প্রিয়া রাধা জানিহ নিশ্চয় ॥  
 সর্বপূজ্যা কৃষ্ণময়ী পরম দেবতা ।  
 সর্বলক্ষ্মীময়ী কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা ॥  
 কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূরণকারিণী ।  
 কৃষ্ণানুরঞ্জিকা কৃষ্ণহৃদয়বাসিনী ॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয় তন্ত্রে ।

সত্ত্বং তত্ত্বং পরতত্ত্বং তত্ত্বত্রয়মহং কিল ।  
 ত্রিত্বরূপিণী সাপি রাধিকা মম বল্লভা ।  
 প্রকৃতেঃ পর এবাহং সাপি মচ্ছক্তিরূপিণী ॥  
 দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা ।  
 সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনীপরা ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে ।  
 এ লাগি রাধিকা নাম ভাগবতে ভগে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাবগতে ।

অনরারাদিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।  
 বনো বিহার্য গোবিন্দঃ শ্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ৫৬ ॥

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ-সর্বশক্তিমান ।  
 দুই বস্তু ভেদ নাহি বেদাদি শ্রমাণ ॥

যুগমদ তারগন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ ।  
 তৈছে রাধাকৃষ্ণ সদা জানিহ অভেদ ॥  
 অগ্নি আর অগ্নিছালা যৈছে ভিন্ন নয় ।  
 তৈছে রাধাকৃষ্ণ নিত্য অভিন্ন নিশ্চয় ॥  
 জীবন হইতে যথা জীবন-শৈত্যতা ।  
 তথা রাধাকৃষ্ণ নিত্য অনাদি-ঐক্যতা ॥  
 ইস্কুরস হৈতে যথা তন্নিষ্ঠ অভেদ ।  
 তথা রাধাকৃষ্ণ সর্বকাল অবিচ্ছেদ ॥  
 দেবী-কৃষ্ণময়ী-রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী ।  
 সর্বলক্ষ্মীময়ী পরা সর্ববাংশী সুন্দরী ॥  
 কৃষ্ণময়ী আর পরা শব্দের দ্বারেতে ।  
 পরাশক্তি হন রাধা বেদ প্রমাণেতে ॥  
 অগ্নির উষ্ণতাসম স্বাভাবিকী তিন ।  
 শক্তি ভগবানে দেখি হঞা বেদাধীন ॥  
 সেই তিন শক্তি জ্ঞান, বল, ক্রিয়া হয় ।  
 তিনে এক একে তিন কভু ভিন্ন নয় ॥  
 সেই এক পরাশক্তি ত্রিবিধা আকারে ।  
 ভাসমানা হঞা তিন অভিধা প্রচারে ॥  
 হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সন্নিভিধা ত্রিতর ।  
 বেদমতে কহি ত্রিবিধার্থের নিশ্চয় ॥  
 জ্ঞানকে সন্নিভ কহে, বলকে সন্ধিনী ।  
 ক্রিয়া আহ্লাদিনীশক্তি, সর্ব আহ্লাদিনী ॥



পরেশা রাধিকা ঐছে একাশক্তি হয় ।

যেহেতু পরেশ কৃষ্ণ হৈতে ভিন্ন নয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

ব্যতীতগোচরাবাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা ।

জানিচ্ছানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরাং ॥ ৫৭ ॥

অতএব শ্রীরাধিকা হ্লাদিশ্যাদি রূপে ।

বিশেষিতা পরেশ্বরী কহিনু স্বরূপে ॥

এই বাক্যে পুন জানি শ্রীমতী রাধিকা ।

হ্লাদিনী-সম্বিত সারভূতা-প্রেমাস্বিকা ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দভাষ্য পীঠকে ।

যা ভগবদভিন্নাভিহিতা যা চ হ্লাদিনীত্যাদিনা

বিশেষিতা সা পরৈব রাধিকেশ্বরীতি ।

তথাচ হ্লাদিনী সম্বিতসারা প্রেমাস্বিকা সেতি ॥ ৫৮ ॥

বদ্যপি শ্রীরাধাকৃষ্ণ সর্বদা অভিন্ন ।

তথাপি লীলার লাগি যুগপদ্বিভিন্ন ॥

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি ।

অনোন্যে বিলাসে রস-আনন্দন করি ॥

প্রতিষেধ বিধিপ্রাপ্ত সেই রস হয় ।

ব্যতীরেক রস; ধামাধিক্য নাহি রয় ॥

বিধি, প্রতিষেধ বিধি উভয় অতীত ।

সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণ কহিনু নিশ্চিত ॥

অতএব প্রতিষেধ বিধিপ্রাপ্ত রস ।  
 আশ্বাদনে উভয়ের কে ঘোষে দুর্ঘশ ॥  
 রাধিকা কৃষ্ণের হয় প্রণয়-বিকার ।  
 শ্রীস্বরূপ-শক্তি আহ্লাদিনী নাম যার ॥

তথাহি শ্রীস্বরূপগোষামিগ্রভূপাদেনোক্তং ।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্বা-  
 দেকাআনাবপি ভূবিপুরাদেহভেদং গতো তৌ ।  
 চৈতন্তাখ্যং একটমধুনাতদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং  
 যাদ্যভাবহ্রাস্তি স্মবলিতং নোমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥ ৫৯ ॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ।  
 হ্লাদিনীর ধারে করে ভক্তের পোষণ ॥  
 শ্রীসচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ।  
 একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥  
 আনন্দাংশে আহ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ।  
 চিদংশে সম্বিৎ, এই বেদের কাহিনী ॥  
 সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ-সদ্ব নাম ।  
 শ্রীভগবানের সদ্ব যাহাতে বিশ্রাম ॥  
 পিতা, মাতা, স্বান, গৃহ, শয্যাসন আর ।  
 এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ-সঁত্বের বিকার ॥  
 কৃষ্ণ-ভগবন্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার ।  
 ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥

হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেম সার ভাব ।

ভাবের পরমকার্তা নাম মহাভাব ॥

মহাভাবরূপা রাধা সুধাংশুদননী ।

সর্ববিশুদ্ধাশ্রয়ী কৃষ্ণ কাস্তা-শিরোমণি ॥

তথাহি মং পিতামহ শ্রীমং প্রেমলালদেব

গোবামি প্রভুপাদেনোক্তং ।

শ্রীকৃষ্ণাধিকারাদ্যা রাধিকাশ্রীতিসাধিকা ।

কৃষ্ণবাসাকরূপা চ শ্রীকৃষ্ণাজিহ্বা নিষেবিকা ।

শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী নন্দা সর্কানন্দপ্রদায়িনী ।

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী সক্তিদানন্দরূপিনী ।

কৃষ্ণমুখাসারঙ্গী ভক্তচিত্তপ্রসাহনী ।

শ্রীকৃষ্ণমোহিনী মাতা অরগর্ভবিধাতনী ।

কৃষ্ণাগ্রগন্ধলুকা চ সর্কসৌন্দর্যশালিনী ।

শ্রীকৃষ্ণরঞ্জনীরম্যা মহাভাববরূপিনী ।

সর্ক লক্ষ্মাংশিনীশ্চামা পরাশক্তিঃ পরেশ্বরী ।

কৃষ্ণপ্রিয়ারাবলীমুখ্যা শ্রীমদ্ভাবনেশ্বরী ।

কৃষ্ণবক্ষঃস্থলহা শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গিত বিগ্রহা ।

ভাবনী ভাবুকা ভাব্যা ব্রহ্মাবন সুধাবহা ।

রসিকা রসিনী রাসজীভাকৌতুকমানসা ।

উজ্জলরসরূপা শ্রীগোকুলোজ্জলকারিণী ।

সমিচ্ছাহ্লাদিনীশঙ্কঃ সারভূতা প্রেমাস্বিকা ।

সমর্থা রতিক্রপা চ ললিতা ভক্তপালিকা ।

ত্রিসন্ধাং যঃ পঠেদ্রিত্যং ভক্ত্যা রাধারসামৃতং ।

স যাতি শ্রীরাধান্তিকং শুক্লসখ্যাসমং সুদা ॥ ৬০ ॥

তথাহি প্রেমাস্তোজমরন্দাখ্য স্তোত্রে চ ।

মহাভাবোচ্ছলচিস্তারক্লোদ্ভাবিত বিগ্রহাং ।

সখীপ্রণয়সদম্ভবরোহর্ষনম্রপ্রভাং ॥

কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া ।

লাবণ্যামৃতবহ্নাভিঃ ম্পিতাং ম্পিতেন্দিরাম্ ॥

হ্রীপটুবস্ত্রগুপ্তাজীং সৌন্দর্য্যযুগ্মাঙ্কিতাং ।

শ্রামলোজ্জলকস্তুরীবিচিত্রিত কলেবরাং ॥

কম্পাশ্রু পুলকস্তম্ভশ্বেদ গদগদরক্ততা ।

উন্মাদোজাড্যমিত্যৈ তৈ রত্নেন বভিরুত্তমৈঃ ।

কপ্তালকৃতি সংশ্লিষ্টাং গুণালী পুষ্পমালিনীং ।

দীরাধীরাস্থ সদ্বাস পটবার্হসৈঃ পরিকৃতাং ॥

প্রচ্ছন্নমানবশ্লিলাং সৌভাগ্যতিলকোচ্ছলাং ।

কৃষ্ণনামঘণাঃ শ্রাববতঃসোল্লাসিকর্ণিকাং ॥

রাগতাড়মূলরক্তোজীং প্রেমকোটিল্য কজ্জলাং ।

নম্রভাষিতনিঃশ্রুদশ্রিতকপূরবাসিতাং ॥

সৌরভাস্তঃপুরেগর্ভপর্য্যকোপরিলালয়া ।

নিবিষ্টাং প্রেমবৈচিত্র্য বিচলন্তরলাঙ্কিতাং ॥

প্রণয়ক্ৰোধসচ্চোলীবন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাং ।

সপত্রীবক্তৃহৃচ্ছোষি যশঃ শ্রীকচ্ছপীবরাং ॥

মধ্যতায়সখীকঙ্কলীলাশ্রুতকরাশুভাং ।

শ্রামাং শ্রামশ্ররামোদমধুলীপরিবেশিকাং ॥

ব্রাং নভা বাচতে ধৃত্য তৃণং দন্তেয়ং জনঃ ।

স্বনাশ্রামৃতসেকেন জীবনামুং স্তব্ধাখিতং ॥

নমুকেচ্ছরণায়াভমপি ছষ্টং দয়াময়ঃ ।

অতোগাক্ষিকিকে হা হা মুখেনঃ নৈব তাদৃশঃ ॥

প্রেমাত্তোজমরুদাখ্যঃ স্তবরাজমিমং জনঃ ।

শ্রীরাধিকারূপাহেতুঃ পঠঃ শুদ্ধান্তমাপ্নুয়াৎ ॥ ৬১ ॥

মহাভাবোজ্জ্বলচিস্তারতনে যাঁহার ।

শ্রীঅঙ্গ পবিত্র অতি, হ্লাদিনীর সার ॥

স্ব-সখী প্রণয়-রূপ সুগন্ধোদ্বর্তনে ।

মনোহর শোভা যিঁহ করেন ধারণে ॥

সেই রাধিকার স্নিগ্ধ চরণে প্রণাম ।

যাঁহার আশ্রয়ে হয় পূর্ণ মনস্কাম ॥

পূর্বাহ্নে কারুণ্যামৃত তরঙ্গে-সুরঙ্গে ।

স্নান যাঁর নিত্য প্রিয়সখীগণ সঙ্গে ॥

মধ্যাহ্নে তরুণ্যামৃতধারাতে সিনান ।

সায়াহ্নে লাবণ্যামৃতবন্যায় বিধান ॥

এই তিন স্নানে যিঁহ লক্ষ্মীর হৃদয় ।

ক্ষোভিত করেন, সেই শ্রীরাধার জয় ॥

কারুণ্যার্থে করুণতা জানিহ নিশ্চয় ।

তারুণ্যার্থে সুযৌবন কৃষ্ণপ্রিয় হয় ॥

লাবণ্যার্থে কাস্তি শ্যামবিমোহনকারী ।

কারুণ্য আদির অর্থ কহিহু বিস্তারি ॥

লঙ্কারূপ নীলপটু বসনে যাঁহার ।

শ্রীঅঙ্গ আবৃত, তাহে শোভা চমৎকার

শ্যাম-উদীপন তরে ঐছে নীলাম্বর ।  
 পরিধান করে রাই অতি মনোহর ॥  
 সৌন্দর্য্যকুসুমে সদা শ্রীঅঙ্গ-শোভিত ।  
 যাহা হেরি শ্যাম স্ননাগর বিমোহিত ॥  
 শ্যামল উজ্জ্বল দিব্য কস্তুরী ঘাঁহার ।  
 শ্রীঅঙ্গে চিত্রিত, যেন আদ্যরস-সার ॥  
 তার গঞ্জে মুগ্ধ হঞা শ্যাম-মধুকর ।  
 রাধার বদন-পাশে পড়ে নিরন্তর ॥  
 কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ স্বেদাশ্রু টধনি ।  
 বিবর্ণ-জড়তা আর উন্মত্ততা গণি ॥  
 এই নবোত্তম রত্নে রচি অলঙ্কার ।  
 পরিধান করে নিত্য গোকুল-মাঝার ॥  
 সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-আদি কুসুম-মালায় ।  
 অত্যধিক রূপে ঘাঁর অঙ্গ শোভা পায় ॥  
 ধীরা-ধীরা ভাবরূপ কপূরাদি দ্বারে ।  
 পরিধান বস্ত্র সদা স্নগন্ধ বিস্তারে ॥  
 প্রচ্ছন্নমানেতে ঘাঁর কুস্তল বন্ধন ।  
 সৌভাগ্য-তিলকে অতি উজ্জ্বল বদন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের নাম, যশঃ, শ্রবণ ঘাঁহার ।  
 মনোহর কর্ণভূষা স্বরূপে বিস্তার ॥  
 অনুরাগ ভাষ্যলের রক্তিমা বরণে ।  
 অধরোষ্ঠী সুরঞ্জিত ঘাঁর সর্ব্বদগ্ধে ॥

অত্যন্ত কুটিলপ্রেম নয়ন-অঞ্জন ।  
 রস-পরিহাস-বাক্য কহে সর্বক্ষণ ॥  
 সুমধুর হাসরূপ স্নিগ্ধ ঘনসারে ।  
 সুবাসিত নিত্য যিনি শ্রীভজ-মাঝারে ॥  
 সৌরভাস্তঃপুরে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক উপর ।  
 আনন্দে শয়ন, শ্যামে স্মরি নিরন্তর ॥  
 বিপ্রলভরূপ সূচকল হারস্থিত ।  
 দীপ্তিশালী পদকেতে বক্ষঃ সুশোভিত ॥  
 স-প্রণয় ক্রোধোদ্ধৃত রক্তিমা বরণ ।  
 চিত্র কঞ্চুলিতে স্তন যুগলাচ্ছাদন ॥  
 অনুরাগ ধরে নিত্য রক্তিমা বরণ ।  
 সেই লাগি রক্তবর্ণ কঞ্চুলী গ্রহণ ॥  
 সপত্নী সবার ব্যঙ্গী কুটিলবদন ।  
 হৃদয়-শোষণকারী যশঃশ্রী-শয়ন ॥  
 মনোহর বীণা রব সতত বাঁহার ।  
 সেই শ্রীরাধিকা-পদ আশ্রয় আমার ॥  
 ব্যবহারে চন্দ্রাবলী আদি সঙ্গীগণ ।  
 বাধার সপত্নী মধ্যে করিয়ে গণন ॥  
 যৌবনরূপাত্ম সখী স্কন্ধের উপর ।  
 নিজ লীলাকর পদ্য ন্যস্ত নিরন্তর ॥  
 ভুগে যিনি স্বয়ং শ্যামা শ্রীশ্যাম-মোহিনী ।  
 শ্যামকান্তা শিরোমণি, রাসবিহারিণী ॥

শ্যামস্বরামোদমধু সুপরিবেশিকা ।  
 কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী সর্ববরসালিকা ॥  
 শীতকালে যে নারীর অঙ্গ উষ্ণ হয় ।  
 উষ্ণকালে সুশীতল জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কাস্ত-আকর্ষণ-গুণে অত্যন্ত পণ্ডিতা ।  
 শ্রীশ্যামারমণী সেই শাস্ত্রেতে কীর্তিতা ॥

তথাহি কাব্যালঙ্কারে ।

শীতকালে ভবেহৃষা উষ্ণকালেতুশীতলা ।  
 কাস্তাকর্ষণশীলা যা সা জ্ঞামাপরিকীর্তিতা ॥ ৬২ ॥

দস্তে তুণ ধরি মুণ্ডি করিয়া প্রণতি ।  
 প্রার্থনা করি যে করি কাকুতি মিনতি ॥  
 হে রাধে ! হে কৃষ্ণপ্রিয়ে ! দুঃখিত আশায় ।  
 নিজ দাস্তামৃতদান কর স্ব-কৃপায় ॥  
 তব দাস্তামৃত বিনা আমার জীবন ।  
 কদাপি না রবে এই করি নিবেদন ॥  
 হে করুণাময়ি ! দীনে করুণা করিয়া ।  
 জীবিত করুন শীঘ্র দাস্তামৃত দিয়া ॥  
 একান্ত শরণাগত দুষ্কেষে কখন ।  
 কৃপাময়ী ষাঁরা তাঁরা না করে বর্জন ॥  
 দয়াময়ী শ্রেষ্ঠা তুমি জানে সর্বজন ।  
 অতএব এ অধীনে না কর বর্জন ॥



প্রেমাস্তোজ মরুনাথ্য সুবরাজ এই ।  
 যে বর্ণিলা শ্রীরাধার কৃপাপাত্র সেই ॥  
 সেই কৃপাপাত্র দেখি রঘুনাথ দাস ।  
 তাঁহার কৃপায় মোর পূর্ণ অভিলাষ ॥  
 ধন্য ! ধন্য ! রঘুনাথ গোসাঞিঃ সংসারে ।  
 মহাভাবরূপা রাধা জানি যাঁর দ্বারে ॥  
 মহাভাব রাধাতত্ত্ব করিষু বিস্তার ।  
 এবে কৃষ্ণকাস্তাতত্ত্ব করিব প্রচার ॥  
 কৃষ্ণকাস্তাগণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।  
 এক লক্ষ্মীগণ, পুরে রাজ্যীগণ আর ॥  
 ব্রজাঙ্গনা রূপ সৰ্বকাস্তাগণ সার ।  
 রাধিকা হইতে কাস্তাগণের বিস্তার ॥  
 অবতরী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার ।  
 রাধিকা করেন তৈছে শক্তির বিস্তার ॥  
 সৰ্বাংশিনী পরাশক্তি শ্রীশক্তিরাদিকা ।  
 কৃষ্ণাভিন্ন স্বরূপিনী সবার অধিকা ॥

তথাহি প্রমেয়রহস্যাবল্যাং ।

বিষ্ণোঃ স্ত্র্যঃ শক্তরক্তিশ্রুতাস্থ যা কীৰ্ত্তিতা পরা ।  
 সৈবশ্রীসুদত্তিগ্নেতি গ্রাহ শিষ্যান্ প্রভুমহান্ ॥ ৬৩ ॥

সেই পরাশক্তি রাধা কৃষ্ণানন্দ তরে ।  
 যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন জানিহ অনুরে ॥

যখন যেক্রপে কৃষ্ণ হন অবতার ।  
 তখনি তদমুরূপ পরাশক্তি তাঁর ॥  
 নিজ অবতার রঞ্জে করেন প্রকাশ ।  
 পরাশর বাক্য এই জানিহ নির্যাস ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।  
 অবতারং করোত্যেষ তথাশ্রীশুংসহায়িনী ॥ ৬৩ ॥

ভক্তানন্দ লাগি কৃষ্ণ যেই যেই রস ।  
 আশ্রাদিতে ইচ্ছা করে হঞা ভক্ত বশ ॥  
 তখনি প্রকৃতি তাঁর তদিচ্ছামুরূপ ।  
 স্বভাবাদি প্রকাশেন জানিহ স্বরূপ ॥  
 যদ্যপি কৃষ্ণের নাহি রসাস্বাদে ক্ষোভ ।  
 তথাপি আশ্রাদে রস প্রকাশিয়া লোভ ॥  
 নির্লোভির লোভ এই ভক্তের কারণ ।  
 ইথে সাক্ষী ভাগবত পুরাণ বচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অনুগ্রহায়তন্তানাম্‌ মানুষ্যং দেহমশ্রিতঃ ।  
 ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া য়াঃ শ্রদ্ধা তৎপরোভবেৎ ॥ ৬৫ ॥  
 যুগল মিলন আদি চিস্তন ব্যতীত ।  
 রস আশ্রাদন নাহি হয় কদাচিত ॥  
 এই হেতু রাখাকৃষ্ণ নিত্য-বন্দাবনে ।  
 যুগপৎ ভিন্নাভিন্ন কহে ভক্তগণে ॥

বিপ্রলভ্য রসাদিতে ভিন্নরূপে ভাসে ।  
 সন্তোগেতে সদাকাল অভিন্ন প্রকাশে ॥  
 সেইত সন্তোগ রস অপ্রাকৃত হয় ।  
 যার বিন্দু কণাস্বাদি রসিক নাচয় ॥  
 যার লোভ আছে হেন সন্তোগাস্বাদনে ।  
 তঁহি চিন্তা করু ব্রজে যুগল মিলনে ॥  
 প্রাকৃত নায়ক আর প্রাকৃত নায়িকা ।  
 উভয় সন্তোগ গর্হ্য সম প্রহেলিকা ॥  
 এ হেতু প্রাকৃত হয় উভয় সন্তোগ ।  
 যার চিন্তাদিতে হয় সংসারাদি ভোগ ॥  
 সুখ ব্যাজে দুঃখপ্রদ প্রপঞ্চ মাঝারে ।  
 প্রপঞ্চ সন্তোগ আদি কহিষু তোমারে ॥  
 কৃষ্ণ ভক্তিনাশকারী জীবননাশক ।  
 রোগ, শোক, মোহকর, নরকদায়ক ॥  
 সর্বদা সর্বতোভাবে অনিষ্ট সাধক ।  
 যাহার চিন্তন ভজনাতির বাধক ॥  
 যে নারী পুরুষরত প্রাকৃত্য রতিতে ।  
 নহে অধিকারী তারা ভকতি লভিতে ॥  
 ভক্তি-প্রেম লভিবারে বাসনা যাহার ।  
 প্রাকৃত সন্তোগ আদি অগ্রাহ্য তাহার ॥  
 যে পুরুষ স্ত্রীরূপাদি হৃদয়ে চিন্তয় ।  
 যে নারী পুরুষ রূপ প্রভৃতি ভাবয় ॥

যে পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গীর সহ সঙ্গ করে ।  
 যে নারী পুরুষ সঙ্গিনীরে স্নেহাচরে ॥  
 সে নারী-নবের সঙ্গ ভক্ত-নারী-নর ।  
 কভু নাহি করিবেন, কি কব বিস্তর ॥  
 সত্য-শৌচ-দয়া-মৌন-লজ্জা-হ্রী-শ্রী-যশ ।  
 শম-দম-ক্ষমৈশ্বর্য্য ভক্ত্যানন্দরস ॥  
 সকল বিনষ্ট করে স্ত্রী-পুংস-মিলন ।  
 এ হেতু ভক্তীচ্ছু জনে করেন বর্জন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নহংসেবাং দ্বারমাহর্কিমুক্তেন্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং ।  
 নহাস্তন্তে সমচিত্তাঃ প্রশাস্তা বিমস্তবঃ স্নহদঃ সাধবো যে ॥ ৬৬ ॥

ন তথাস্তভবেম্মোহো বন্ধশ্চান্য প্রসঙ্গতঃ ।  
 যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গি সঙ্গতঃ ॥  
 সত্যং শৌচং দয়ামৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্ঘণঃ ক্ষমা ।  
 শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংস্করণং ॥  
 তেষশাস্তেষু মুঢ়েষু খণ্ডিতাশ্বসাদুধু ।  
 সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেযু যোষিৎকীড়া যুগেষু চ ॥ ৬৭ ॥

অস্বাতন্ত্র্যরূপে গুরু আত্মা অনুসারে ।  
 ভক্তিরে রমণীবৃন্দ রাধাকৃষ্ণাগারে ॥  
 স্বাতন্ত্র্যভাবেতে অন্য পুরুষের সনে ।  
 গৃহে বা তীর্থেতে নাহি রবে নারীগণে ॥

স্বাতন্ত্র্যভাবেতে অন্য পুরুষের সনে ।  
 পুণ্যাতি ক্ষেত্রেতে রহি যেই নারীগণে ॥  
 রাধাকৃষ্ণ ভজে তারা ব্যভিচারী-প্রায় ।  
 কাম অতি বলবান কহিনু তোমায় ॥  
 এই হেতু শাস্ত্রে কহে স্বাতন্ত্র্যতাব ।  
 রমণীবৃন্দের সর্ব কাৰ্য্যেতে অভাব ॥  
 অসঙ্গ হইয়া যৈছে ভক্তিমতীগণ ।  
 গুৰ্ব্বাজ্ঞানুসারে ভজে গোবিন্দ-চরণ ॥  
 তৈছে নিত্যাসঙ্গ ভাবে ভক্তিমান জন ।  
 তীর্থাদিতে রহি করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥  
 নিঃসঙ্গ সর্বদা হয় ভজনের মূল ।  
 কখন ইহাতে যেন নাহি হয় ভুল ॥  
 গোবিন্দের অপ্রাকৃত প্রেমোদ্দীপনাশে ।  
 কোন কোন মূঢ় রহে নারী-সহবাসে ॥  
 সেই সব পাপাত্মার সঙ্গ কদাচন ।  
 প্রসঙ্গক্রমেতে নাহি করে ভক্তজন ॥  
 অসংসঙ্গ কুটি-নাটি করিয়া বর্জজন ।  
 একান্তভক্তিতে ভবে ভাগ্যবান্ গণ ॥  
 নিত্য-বৃন্দাবনে দিব্য যোগপীঠোপরে ।  
 প্রিয়ালীবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণে সেবা করে ॥  
 স্বচ্ছন্দে শ্রীরাধিকারে করি আলিঙ্গন ।  
 শৃঙ্গার-স্বরূপে নিত্য শ্রীনন্দ-নন্দন ॥

ব্রজে কল্পতরুতলে হেমসম্প্রাস্তরে ।  
 যোগপীঠোপরি শোভে নানা রাগভবে ॥  
 নিজ নিজ সেবাযোগ্য সামগ্রী লইয়া ।  
 সেবে প্রিয়সখীগণ প্রেমাত্মা হইয়া ॥

তথাহি ত্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ।

দীব্যদ্বন্দ্বারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্ভাগ্যার সিংহাসনস্থৌ ।  
 শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌপ্রেষ্টানীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৬৮ ॥

রাধাকৃষ্ণে আলিঙ্গিয়া, শ্রীকৃষ্ণ রাধারে ।  
 আলিঙ্গিয়া এক হঞা যেক্রপ বিস্তারে ॥  
 সেইত স্বরূপে কহি প্রত্যক্ষ-শৃঙ্গার ।  
 রসরাজময় মূর্তি, না কহিব আর ॥

তথাহি ত্রীগীতগোবিন্দে ।

বিষ্ণুধামমুরঞ্জনে জনয়মানন্দমিন্দীবর-  
 শ্রেণীশ্রামল কোমলৈরুপনয়নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং ।  
 সচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ  
 শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধোমুগ্ধোহরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৬৯ ॥

সেই মূর্ত্যে সেই সন্নে সখীগণ সহ ।  
 অপ্রাকৃতানঙ্গোৎসব করে অহরহ ॥  
 নিজাচিন্ত্যশক্তি বল দেখাবার তরে ।  
 অপূর্ব অনঙ্গোৎসব ব্রজে কৃষ্ণ করে ॥  
 চিচ্ছক্তি বিলাস সেই বাক্যাদ্যাগোচর ।  
 ভাগবতবেদ্য সদা জানি নিরন্তর ॥

আচার্যের অভিপ্রায় না বুঝিয়া তারা ।  
 স্থাপিলা স্বকীয়াবাদ হঞা দিশাহারা ॥  
 “গোপীনা” মিত্যাদি শ্লোকে পরকীয়া ভাব ।  
 স্বকীয়াবাদীর মতে সদাই অভাব ॥  
 অশ্মদাদি মতে ঐছে শ্লোকের ভিতর ।  
 পরকীয়া ভাব দৃষ্ট হয় নিরন্তর ॥  
 যদ্যপি গোবিন্দ সর্ব পত্যাভা নিশ্চিত ।  
 তথাপি গোপীর ভাবে হইয়া ভাবিত ॥  
 অপ্রাকৃতরূপে করে অপ্রাকৃত রতি ।  
 সে রতি বুঝিবে কিসে প্রাকৃতিক মতি ॥  
 স্বাহ্লাদিনী শক্তি সঙ্গে আনন্দাস্বাদন ।  
 সে আনন্দ রতি কেবা করিবে বর্ণন ॥  
 আনন্দে আনন্দ মিশি য়েবানন্দ হয় ।  
 সেই মহানন্দ, যারে রাসরস কয় ॥  
 সেই রাসরস নিত্য পরকীয়াক্রমে ।  
 গোপীকাগণের বেদ্য কহিনু স্বরূপে ॥  
 ইহলোক পরলোক কুল-শীল-মান ।  
 বর্মাদি ছাড়িয়া যেই কৃষ্ণে সোঁপে প্রাণ ॥  
 সেই পরকীয়া ভাব সর্বোত্তমোত্তম ।  
 যে ভাবে ভাবিত হঞা শ্রীন্দ-নন্দন ॥  
 গোপীকার সহ করে অনঙ্গ উৎসব ।  
 যাহা নাহি হয় অশ্মদাদি অনুভব ॥

রহস্ত্য কহিয়ে এক করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে বুঝিবৈ পরকীয়া ভাবোত্তম ॥  
 একদিন শ্রীরাধিকা নন্দের ভবনে ।  
 গমন করেন যশোদার নিমন্ত্রণে ॥  
 যশোদারে দেখি রাধা লজ্জিতা হইয়া ।  
 দাঁড়ায়েন নিজাঞ্চলে বদন ঢাকিয়া ॥  
 কথা নাহি কহে রাই আড় দিঠে চায় ।  
 তাহা হেরি যশোমতী কহেন রাধায় ॥  
 আমারে দেখিয়া কেন লাজে স্ব-বদন ।  
 নিজ নীলাম্বরীঞ্চলে করিলাচ্ছাদন ॥  
 কীর্তিদার সূতা তুমি যৈছে তৈছে মোর ।  
 আমার নিকটে কেন লাজ এত তোর ॥  
 প্রতি প্রাতে চাঁদমুখ দেখিবার তরে ।  
 আহ্বান করি যে তোমা আপনার ঘরে ॥  
 যৈছে সুখ হয় মোর কৃষ্ণাস্ত দর্শনে ।  
 তৈছে সুখ হয় হেরি তোমার বদনে ॥  
 লাজ ত্যজি মুখাঞ্চল করিয়া মোচন ।  
 মোর সনে কথা কহ তুলিয়া বদন ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাল্মীকীরসংস্কৃতঃ ।

ন সূতাসি কীর্তিদায়াঃ কিন্তু মমৈবেতিতথ্যমাখ্যামি  
 প্রাণিমি বীক্ষ্যমুখন্তে কৃষ্ণস্তেবেতি কিংত্রপসে ॥ ৭২ ॥



যশোদার স্থানে লাজে মুখ আচ্ছাদন ।  
 যে কারণে রাধিকার করহ শ্রবণ ॥  
 পরকীয়াভিমানিনী কৃষ্ণ-প্রিয়াগণ ।  
 সে কারণ গুরু দৃষ্টে লাজাদ্যশ্লক্ষণ ॥  
 প্রকৃত আহ্বান বর্জিত অপ্রকৃতাহ্বান ।  
 স্নেহসহ যেই তার অপহুত্যাখ্যান ॥  
 লজ্জাপূর্ণ রাই-মুখ করিয়া দর্শনে ॥  
 প্রকৃত আহ্বান বর্জিত স্ব-স্নেহ বচনে ॥  
 রাধারে কহেন নন্দরাজার গৃহিণী ।  
 কেন মোর কাছে এত লজ্জা বিনোদিনী ॥  
 কীৰ্ত্তিদার সূতা তুমি যেমন জানিবা ।  
 তৈছে তুমি মম সূতা মনেতে মানিবা ॥  
 কৃষ্ণপ্রসূ যশোদার স্নেহ সম্ভাষণে ।  
 রাধিকা কৃষ্ণের বধু নিত্য জানি মনে ॥  
 প্রতিষেধাপ্রতিষেধাতীতা বধু রাই ।  
 আর গোপীগণ নিত্য, কহিলা গোসাঁই ॥  
 এ তত্ত্ব না জানি নিত্য আনন্দ উদগত ।  
 পরকীয়াভাবে নিন্দে বহিস্মুখ যত ॥  
 তাহাদের ভয়ে কৃষ্ণ প্রিয়ানুরোধেতে ।  
 অপহুতি পরাইলা বিশেষ রূপেতে ॥  
 সেই অপহুতি অলঙ্কারের প্রভায় ।  
 বহিস্মুখে পরকীয়া না দেখিতে পায় ॥

তথাহি মজ্জোষ্ঠতাত শ্রীমদ্বনমালীদেব গোস্থামি প্রভু

চরণৈক্কৃতং ।

অপরা মুখমাবৃত্য গতা শ্রীযশোদাস্তিকং ।

কিঞ্চিনোবাচ সা রাধা তদ্বিলোক্য হরেঃ প্রহঃ ।

প্রাহ কিং ত্রপসে পুত্রি কা লজ্জা তে মমাস্তিকে ।

প্রাণিমি তন্মুখং দ্রষ্টুমাঙ্ক্ষয়ামি বদামি তে ।

ন স্মৃতাসীতি বাক্যশ্চ বাখ্যায়াং স্বমতং প্রভুঃ ।

অপহুতিমলঙ্কারং নির্দিদেশ জীবঃ স্বয়ং ।

পরকীয়ভাবমুগ্ধানস্তরঙ্গান্ মহাশয়ান্ ।

তোষিতুং রসতত্ত্বজ্ঞ উক্তালঙ্কারমাস্রিতঃ ।

অপ্রাকৃতপারকীয়রসাগৌরবশঙ্কিতঃ ।

অত্যস্তাঙ্ক্ষুটরূপেণ প্রোবাচ স্বমতং প্রভুঃ ।

বহিস্মুখ বঞ্চনায় শ্বেযাং প্রমোদনায় চ ।

জুগোপানন্দজং ভাবং পারকীয়াশ্রিতং হি সং ॥ ৭৩ ॥

উপপত্তিভাবে ব্রজে ব্রজ-লক্ষ্মীগণ ।

শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দ করেন সেবন ॥

সাধন স্মৃতিগোপীমণ্ডলী সকল ।

ঐছে ভাবে সেবে কৃষ্ণ-চরণ যুগল ॥

তাহাতে তাঁহারা ত্যজি গুণময় দেহ ।

শ্রীকৃষ্ণে সঙ্গতা হঞা আশ্বাদেন লেহ ।

তথাহি শ্রীরাঁসপঞ্চাধ্যায়ে ।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।

জহুঃ গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বঞ্চনা ॥ ৭৪ ॥

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পর-পতি-জ্ঞানে ।  
 সেবন করেন নিত্য রসের বিধানে ॥  
 ব্রহ্মেশ্বর আদি জ্ঞানে গোপ-গোপীগণে ।  
 কভু নাহি ভজে কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কৃষ্ণং বিহুঃ পরং কাস্তং ন তু ব্রহ্ম তয়া মুনে ॥ ৭৫ ॥

ভাগবত-বাক্যে নিত্য পরকীয়া রস ।  
 যে রসে গোবিন্দ হয় গোপীকার বশ ॥  
 যে রসে রসিত হঞা শ্রীকৃষ্ণ আপনে ।  
 গোপীকার ঋণী হন, করি দরশনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

। পারয়েহহং নিরবদ্য সংযুক্তাঃ স্ব সাধুকৃত্যঃ বিবুধাষ্মাপি বঃ ।

। মাহতজন্ দুর্জরগেহশৃংখলাঃ সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ৭৬ ॥

ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! সেই পরকীয়া রস ।  
 যে রসে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোপীকার বশ ॥  
 শ্রীগুরু-চরণাশ্রয়ে ঐছে রসসার ।  
 বহু ভাগ্যে কোন জন স্বাদে অনিবার ॥  
 তদ্বজ্র-সুস্নিগ্ধ-সিন্ধু শ্রীগুরু-কৃপায় ।  
 ঐছে রসাস্বাদে ভক্ত কহিলু তোমায় ॥  
 পরকীয়া রসে যেই শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ।  
 সেই পরমার্থ সার কহে মুনিগণ ॥

পরমার্থ সার অর্থ বেদান্ত প্রমাণে ।  
 অল্পবাক্যে কহি কিছু তব সন্নিধানে ॥  
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম সুখাসুখ জনম-মরণ ।  
 বর্ণাশ্রম-স্বৰ্গ-আদি সুখের কল্লন ॥  
 তীর্থ-সেবা পুণ্যাপুণ্য বন্ধন-মোক্ষণ ।  
 পরমার্থে এই সব না করি গণন ॥  
 অখিল বেদান্ত শাস্ত্র করি বিলোকন ।  
 পরমার্থ সার বর্ণে সহস্রবদন ॥  
 পঞ্চাশীত্যর্থায় এই পরমার্থসার ।  
 শেষদেব গাঁথিলেন করি কণ্ঠহার ॥

তথাহি শ্রীমচ্ছ্বেদেবেনোক্তং ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ সুখদুঃখকল্লনা স্বৰ্গনরকবাসশ্চ  
 উৎপত্তিনিধনবর্ণাশ্রমা ন সন্তীহ পরমার্থে ॥  
 পুণ্যায় তীর্থসেবা নিরয়ায় স্বপচসদননিধনগতিঃ ।  
 পুণ্যাপুণ্যকলঙ্কস্পর্শাভাবে তু কিস্তেন ॥  
 বেদান্তশাস্ত্রমখিলং বিলোক্য শেষোহখিলাধারঃ ।  
 অর্থ্যাপঞ্চাশীত্যাববন্ধ পরমার্থসারমিদং ॥ ৭৭ ॥

পরমার্থ শব্দে জানি সত্যানুশীলন ।  
 অ-গণান্তরঙ্গ সঙ্গে রঙ্গে সর্ববন্ধন ॥  
 সত্যবস্ত কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 আনুকূল্যভাবে তাঁর সদানুশীলন ॥

ইহাকেই পরমার্থ কহে শ্রুতিগণ ।  
 শেষ নাগ মুখে এই করিষু শ্রবণ ॥  
 পরমার্থ শূন্য যথা তথা ধর্ম্মাধর্ম্ম ।  
 বর্ণাশ্রম আদি এই কহিলাম মর্ম্ম ॥  
 এর পর জানিবারে বাসনা যাহার ।  
 অন্তরঙ্গ গুর্বাশ্রয় কর্তব্য তাহার ॥  
 প্রকৃতি আশ্রিত কার্যে সুনিপুণ যিনি ।  
 তত্ত্বজ্ঞ রসিক অন্তরঙ্গ গুরু তিনি ॥  
 প্রকৃত্যর্থ গোপীগণ গোবিন্দ-বল্লভ ।  
 নিতাপ্রসূতিকা যাঁরা জগত-দুর্লভ ॥

তথাহি শ্রীগৌতমীয়ে ।

অথবা গোপী প্রকৃতিঃ জনস্ত্রয়াংশ মণ্ডলঃ ।  
 অনয়োর্কল্লতঃ প্রোক্তঃ স্বামী কৃষ্ণাখ্য ঈশ্বরঃ ॥ ৭৮ ॥

আমার বাতুল চেন্টা লোকে উপহাস ।  
 কি কহিতে কিবা এই করিষু প্রকাশ ॥  
 চিন্ময়ভূমিতে যাএগ ভূম্যাংশ আমার ।  
 সন্মিলিত হইয়াছে কি কহিব আর ॥  
 জলাংশ মিলিয়া গেছে বিরজার জলে ।  
 অগ্ন্যাংশ মিলিল কৃষ্ণাদরশ অনলে ॥  
 নিত্য সে বসস্তানিলে বায়ুংশ আমার ।  
 মিলিয়া ভ্রমিছে ব্রজভূমে অনিবার ॥

আকাশাংশ ত্রজাকাশে করিল মিলন ।  
 মম পঞ্চভূতাবস্থা করিলু কীর্তন ॥  
 বুদ্ধি দূতী ক্ষিপ্ত হঞা ত্রজের কাননে ।  
 অবেষণ করিতেছে শ্রীরাধা-রমণে ॥  
 মনভূঙ্গ শ্যামসুখা ভোষিবার তরে ।  
 ক্ষিপ্ত হঞা ঘুরিতেছে গোকুল-নগরে ॥  
 গোবিন্দের জলকেলী দর্শন কারণে ।  
 চিত্তমীন ডুবিয়াছে যমুনা-জীবনে ॥  
 অহংকারোন্মত্ত করি মথুরানগরে ।  
 বাঁধা পড়িয়াছে যাঞা কংসরাজ-ঘরে ॥  
 জ্ঞান কৃষ্ণরূপ চিন্তি হইল অজ্ঞান ।  
 বৈরাগ্য বিরক্ত হঞা করিল পয়ান ॥  
 দ্বাদশ ইন্দ্রিয় মোর দ্বাদশ নিকুঞ্জে ।  
 মিলিয়া শ্রীশ্যামরসলীলানন্দ ভুঞ্জে ॥  
 আমার আমিহ আর কিছুই ত নাই ।  
 অবধূতপ্রায় আমি থাকি সর্বদাই ॥  
 কি বলি কি করি কোথা যাই কিবা খাই ।  
 কোথায় শয়ন মোর কিছু স্থির নাই ॥  
 মৃত কি জীবিত আছি ঠিক নাহি পাই ।  
 কিবা দশা পাঞা জন্মি কারে বা জানাই ॥  
 হেন দশা যে করিল আমার ভূষনে ।  
 জন্মে জন্মে দাস তার হই শ্রীচরণে ॥

পরমার্থ পরমার্থ বলে বহুজন ।  
 পরমার্থী প্রায় নাহি হয় দরশন ॥  
 পরমার্থী যেই সেই ভুবন ভিতরে ।  
 প্রচ্ছন্নভাবেতে ভ্রমে কেবা তারে ধরে ॥  
 যে ধরে সে সব ছাড়ি চরণে তাহার ।  
 প্রাণাদি অর্পণ করে, কহিলাম সার ॥  
 পরমার্থী-পদে মোর কোটি নমস্কার ।  
 যাহার কৃপায় পাই পরমার্থ সার ॥  
 তুমি মোর প্রিয় তেঞি তুয়া সন্নিধানে ।  
 পরমার্থ কহিলাম বেদাদি প্রমাণে ॥  
 গোপনে রাখিবে ইহা না কর প্রকাশ ।  
 প্রকাশে বস্তুর হয় বল আদি হাস ॥  
 শপথ অর্পিয়া গুরু এ তব আমায় ।  
 অগ্নাকরে শিখালেন, কহিমু তোমায় ॥  
 ক্রিয়াদি ইহার যত শ্রীগুরুর দ্বারে ।  
 জানিবে বিশেষরূপে সেবিয়া তাঁহারে ॥  
 গুরুবাক্য ভঙ্গ ভয়ে ক্রিয়াদি ইহার ।  
 এখায় বিশদরূপে না করি প্রচার ॥  
 সন্দর্ভের স্থানে স্থানে দিয়া আবরণ ।  
 সেই ক্রিয়া ক্রম আদি করিব কীর্তন ॥  
 সূচতুর ভক্তগণ সেই সেই স্থানে ।  
 পরমার্থ ক্রিয়াদির পাইবে সন্ধান ॥

পরকীয়া ভাব যেই, পরমার্থ সেই ।  
 নিশ্চয় করিয়া মুঞি কহিলাম এই ॥  
 ইহা বিনা আর যত পরমার্থ হয় ।  
 গোণ মধ্যে সেই সব কছু মুখ্য নয় ॥  
 পরকীয়া ভাবে যেই কৃষ্ণের সেবন ।  
 সেই পরমার্থ সার কহে বিষ্ণুগণ ॥  
 পরকীয়াপূর্ব্বেভাব সিদ্ধান্ত তোমায় ।  
 বখাশান্ত্র কহিলাম রাখিবে হিয়ায় ॥  
 ইহার সিদ্ধান্তে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 সেব্য বস্তাদির কথা করহ শ্রবণ ॥  
 সেব্যবস্তুরাধাকৃষ্ণ যোগ পীঠোপরি ।  
 অষ্টদিকে সমীপে কহিলু বিবরি ॥  
 অনঙ্গ গায়ত্রী আর অনঙ্গ বীজেতে ।  
 রাধাকৃষ্ণ সদোপান্ত্রী যোগপীঠেতে ॥  
 যদি কহ শ্রীঅনঙ্গ গায়ত্রী-বীজেতে ।  
 শ্রীকৃষ্ণোপাসনা হয় কেবল ব্রজেতে ॥  
 এই কথা কবিরাজ করিলা বর্ণন ।  
 তার সমাধান তবে করহ শ্রবণ ॥  
 কাম বীজ রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ নিশ্চয় ।  
 অতএব কামবীজে দুই সেবা হয় ॥  
 কেহ কেহ ভিন্নরূপ সেবার কারণ ।  
 রমাবীজ আদি হৃদে করেন চিস্তন ॥



সমর্থে নন্দের বৃন্দাবনে বাস করি ।  
 সেবিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যোগপীঠোপরি ॥  
 অসমর্থে মানসেতে ত্রজে করি বাস ।  
 ভজিবে শ্রীযোগপীঠে রাই, পীতবাস ॥  
 কেহ কেহ না জানিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে ।  
 যোগপীঠোপরি রাধাকৃষ্ণ সেবা করে ॥  
 আচার্যের মতে তাহা বিরুদ্ধ জানিবে ।  
 অতএব হৃদে ধাম আদি না করিবে ॥  
 মন্ত্রময়ী, স্বারসিকী সেবা দুই হয় ।  
 তার মধ্যে মন্ত্রময়ী যোগপীঠে কয় ॥  
 অষ্টবাগাঙ্গিকা আর ষষ্টিদণ্ডাঙ্গিকা ।  
 স্বারসিকী কৃষ্ণসেবা-পূর্ণরসাঙ্গিকা ॥  
 শ্রীরূপ গোস্বামি আর শ্রীসনৎকুমার ।  
 অষ্টবাগাঙ্গিকা আদি লীলার বিস্তার ॥  
 করিলেন নিজ নিজ গ্রন্থের মাঝারে ।  
 মূল মূল ভয়ে এথা না কহি তোমারে ॥  
 যে স্থানে যখন ত্রজে শ্রীরাধাগোবিন্দ ।  
 লীলা করে লঞা নিজ সখী-সখাবৃন্দ ॥  
 সেই স্থানে সেই কালে সে লীলা-স্বরূপে ।  
 স্বারসিকী উপাসনা কহে ভক্তগণে ॥  
 সর্বশাস্ত্র বিধি আর নিষেধ অতীত ।  
 স্বারসিকী উপাসনা কহিষু নিশ্চিত ॥

ব্রজজন্ম অনুগত রাগানুগজনে ।  
 ব্রজজন্ম অনুসারে নিত্য বৃন্দাবনে ॥  
 অসঙ্গে আনন্দে স্মারসিকী উপাসনা ।  
 স্বভাবাপ্ত দেহে করে ছাড়ি স্মৃতিবর্ণনা ॥  
 ব্রজগোপী অনুগত বিনৈশ্বর্য্য জ্ঞানে ।  
 ভজিলেহ নাহি পায় কৃষ্ণ-ভগবানে ॥  
 বিধিমার্গৈশ্বর্য্যজ্ঞানে যে করে ভজন ।  
 বৈকুণ্ঠে তাহার গতি যথা নারায়ণ ॥  
 ঐশ্বর্য্য পুরুষ নারায়ণভক্ত যঁরা ।  
 নিত্য প্রেমানন্দ কতু নাহি পায় তাঁরা ॥  
 রাজার দর্শন ঘৈছে প্রজার অন্তরে ।  
 সঙ্কোচ আনন্দ দুই উদ্ভাবন করে ॥  
 যেখানে সঙ্কোচ সেখা নিত্য প্রেমানন্দ ।  
 ভোগ নাহি হয়, হেতু ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধ ॥  
 স্মারসিকী উপাসনা চরমা নিশ্চয় ।  
 মন্ত্রময়ী উপাসনা প্রথমা যে হয় ॥  
 কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত ইঞানন্তমনা ।  
 ব্রজে নিত্য করে মন্ত্রময়ী উপাসনা ॥  
 উত্তমাধিকারীভক্ত নিত্যাননামনে ।  
 স্মারসিকী উপাসনা করে বৃন্দাবনে ॥  
 দেহে বা মানসে ব্রজে যেই কোন স্থানে ।  
 অবস্থান করি স্ব-স্ব ভাবের বিধানে ॥

রাধাকৃষ্ণ উপাসনা করিবে সদাই ।

তার মধ্যে রাধাকুণ্ডে বাস শ্রেষ্ঠ গাই ॥

তথাহি উপদেশায়তে ।

কৃষ্ণাত্মৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেমসীতোপি রাধা-

কুণ্ডং চাত্মা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যাধামি ।

যং প্রেষ্ঠৈরপ্যদমমূলভং কিংপুনর্ভক্তি ভাজাং

তং প্রেমেদংসকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিক্করোতি ॥ ৭২ ॥

উত্তম, মধ্যম আদি ভক্তের বিচার ।

পরেতে করিব বাপ ! করিয়া বিস্তার ॥

কলির কুহক বড় হয় চমৎকার ।

তাহা হৈতে প্রায় কার না দেখি নিস্তার ॥

মধ্যে মধ্যে কলিসম কলি-দুতগণ ।

কৃষ্ণভক্ত ভাব আদি করিয়া ধারণ ॥

পঞ্চ নাম আদি মন্ত্র কল্পনা করিয়া ।

লোক ভুলাইয়া ভ্রমে ভাব দেখাইয়া ॥

দেখ বাপ ! তাহাদের ভাবাদি দর্শনে ।

যোগীর কুকুর সম না হও কখনে ॥

শোণবস্ত্র দেখিলেই যোগীর কুকুর ।

বেগে ধায় তার কাছে ভাবি স্ব-ঠাকুর ॥

জ্ঞানাদিবিহীন অজ্ঞ কুকুরের স্তায় ।

স্ব-প্রভু নাহিক ছেড় কহিনু তোমায় ॥

কুকুর ধর্মীর বাপ ! বিষ্ঠাদি ভোজন ।  
 উত্তরকালেতে হয় শাস্ত্রের লিখন ॥  
 সতর্ক লাগিয়া ইহা কহিনু তোমাতে ।  
 আচার্য্যের ধর্ম এই শাস্ত্রেতে বিস্তারে ॥ •  
 পূর্বের কহিয়াছি আমি যুগল মিলন ।  
 চিন্তনে সন্তোষরস হয় আশ্বাদন ॥  
 এই কথা মনে রাখি গোপী-অনুসারে ।  
 ভজিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ কহিনু তোমাতে ॥  
 নিজ সিদ্ধ দেহারোপ করিয়া মনেতে ।  
 গুরুদত্ত সেবাস্রব্যে নিকুঞ্জ মাঝেতে ॥  
 সেবিবে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শৃঙ্গার-মুরতি ।  
 এই তত্ত্ব শ্রীনারদে কহে বৃন্দাসতী ॥  
 সাধকাবস্থায় যাহা করিবে চিন্তন ।  
 সিদ্ধিতে পাইবে তাহা কে করে খণ্ডন ॥  
 কনিষ্ঠ ভক্তের মধ্যে কোন কোন জন ।  
 নাহি মানে ঐছে সেবা দুর্দৈব কারণ ॥  
 তাহারা ছরন্তু মতি গর্দভের ন্যায় ।  
 সারশূন্য শাস্ত্রভার বহিয়া বেড়ায় ॥  
 এবে শুন ভেদাভেদ ক্রীড়ার বিস্তার ।  
 যে কথা শ্রবণে চিত্তে লাগে চমৎকার ॥  
 অপ্রকৃতোক্ত্যনুসারস্বাদন আনন্দ ।  
 ভক্তে ভোগ করাইতে পূর্ণরসকন্দ ॥

নিত্য সিদ্ধ আদি নিজ বল্লভা সবার ।  
শৃঙ্গারানন্দাদি হৃদে করিতে বিস্তার ॥  
গোপ-গোপীগণ-চিত্ত বিনোদ কারণ ।  
নন্দাত্মজরূপে কৃষ্ণ লভিয়া জনম ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

গোপীনাং কামপূর্ণায় নিত্যানাং রমণায় চ ।  
গোপালানাং বিনোদায় স্বয়ং নন্দমুতোহভবৎ ॥ ৮০ ॥  
স্ব-শক্তির সহ মিত্য ভেদাভেদরূপে ।  
ক্রীড়া করে সর্ববরসে রসিক স্বরূপে ॥  
সর্ববরস বারিধির এই ত ধরম ।  
অঙ্কজনে নাহি জানে ইহার মরম ॥  
নিত্য অপ্রাকৃত আদ্যরস লুক্কজন ।  
রাধাকৃষ্ণালিঙ্গরূপ করেন ভজন ॥  
যুগল ভজন বিনা রসাদ্য-শৃঙ্গার ।  
আস্বাদন নাহি হয় কহিলাম সার ॥  
শৃঙ্গার রসের নাম কহি যে আনন্দ ।  
যার আগে ব্রহ্মানন্দ লাগে অতি মন্দ ॥  
অপ্রাকৃত আদ্যরস প্রেমভক্তি সার ।  
শিক্ষা দিতে হন কৃষ্ণ গোরা-অবতার ॥

তথাহি শ্রীবিদ্যমাধবে ।

অনপিতচরীঃ চিরাৎ কল্পয়াবতীর্ণঃ কলৌ  
সমর্পয়িতুং স্তোত্রজলরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ং ।

হরিঃ পুরটস্থানর ছাভিকদমসন্দীপিতঃ

সদা হৃদয়কন্দরে ক্ষুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৮১ ॥

যদি কহ অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চ উভয়ে ।

একরূপে যেই সেব্য সেই নিত্য হয়ে ॥

অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চেতে সমরূপে যেই ।

কৃষ্ণধাম শোভা পায় নিত্য জানি সেই ॥

অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চেতে সমরূপে যাহা ।

কৃষ্ণলীলা শোভা পায় নিত্য জানি তাহা ॥

যে লীলার কোন কালে নাহিক বিচ্ছেদ ।

সেই লীলা নিত্য হয় কহে যত বেদ ॥

এ সব বাক্যের তবে শুন সমাধান ।

যাহার শ্রবণে হয় নিত্য তত্ত্ব-জ্ঞান ॥

নিত্যবস্তু, নিত্যসেব্য প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে ।

একমাত্র কৃষ্ণ, যার মায়া লোক বঞ্চে ॥

নিত্য সকলের নিত্য আত্মাত্ম-স্বরূপ ।

তাপনী প্রভৃতি শাস্ত্রে কহে এইরূপ ॥

অবশেষ সর্বলোক কৃষ্ণ অঙ্গে রহে ।

এই লাগি অবশেষ কৃষ্ণচন্দ্রে কহে ॥

তথাহি ত্রীমুর্গিবতে ।

অহমেবা সমেবাগ্রে নাত্মন্যং সদসংপরং ।

পশ্চাদহং বদেতচ্চ যোহবশিষ্যেত সোহম্যহং ॥ ৮২ ॥

কৃষ্ণ ভিন্ন অবশেষ কেহ নাহি রয় ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণেতে এই কথা কয় ॥  
 অবশেষ যেই সেই কৃষ্ণ সর্বক্ষণ ।  
 নিত্যসেবা নিত্যরূপে কে করে খণ্ডন ॥  
 কৃষ্ণের সকল রূপ পূর্ণ নিত্য হয় ।  
 প্রাকৃত না হয় কভু, জানিহ নিশ্চয় ॥  
 হান-উপাদান শূন্য শুদ্ধজ্ঞানময় ।  
 পরম আনন্দ নিধি সর্বোপাশ্রয় ॥  
 সর্বগুণপূর্ণ সর্বদোষ-বিরহিত ।  
 শ্রীমহাবারাহ বাক্যে জানিবে নিশ্চিত ॥

তথাহি শ্রীমহাবারাহে ।

সর্বো নিত্যো শাস্তাত্ত দেহান্তত্ত পরাশ্রয়ঃ ।  
 হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিং ।  
 পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাস্ত সর্বতঃ ।  
 সর্বো সর্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্বদোষবিবর্জিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

একমাত্রানুগাপেক্ষী স্বয়ং ভগবান্ ।  
 কৃষ্ণবিদ্যা কেহ নাই বেদ করে গান ॥  
 এক হঞা বহুরূপে হয়েন প্রকাশ ।  
 এই বাক্যে অনুগাপেক্ষী কৃষ্ণের নিরাশ ॥  
 অনুগাপেক্ষী নহে যেই সেই স্বয়ং হয় ।  
 এ হেতু “কৃষ্ণস্ত স্বয়ং” ভাগবতে কয় ॥

অগ্ন্যপেক্ষা হীন, স্বয়ং, অবশেষ যেই ।  
 সেই কৃষ্ণ নিত্য, নিত্য সেবা জানি এই ॥  
 নিত্য সকলের নিত্য যেই কৃষ্ণ হয় ।  
 প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ তিঁহ সর্বসেবা কয় ॥  
 একই ভিন্নহাংশহাংশিহ ধর্ম যত ।  
 কৃষ্ণেতে সম্পূর্ণরূপে বিরাজে সতত ॥  
 অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি যে কৃষ্ণের হয় ।  
 অসম্ভবায়ুক্ত তাঁর কভু না ঘটয় ॥  
 শক্তির প্রকাশ আর অপ্রকাশ যেই ।  
 তারতম্য হেতু সেই কহিলাম এই ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোষামিপ্ৰভুচরণৈকরূপঃ ।  
 একত্বক পৃথকত্বক তথাংশদ্ব্যমুতাংশিতা ।  
 অগ্নিরেকত্র নায়ুক্তমচিন্ত্যানন্ত শক্তিতঃ ।  
 শক্তিব্যক্তিস্তথাব্যক্তিস্তারতমস্ত কারণং ॥ ৮৪ ॥

সর্ববদাভিব্যক্ত, সর্ববিশক্তিমান হেতু ।  
 স্বয়ংরূপ নন্দাত্মজ কৃষ্ণ ধর্মসেতু ॥  
 রাধাআদি পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ সঙ্গে রয় ।  
 অতএব রাধাকৃষ্ণ নিত্যোপাস্ত হয় ॥

তথাহি ঋক্পরিশিষ্টে ।

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ।  
 বিভ্রাজন্তে জনৈর্দেবিতি ॥ ৮৫ ॥



শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্য অভিন্নরূপেতে ।  
 ফ্লাদিশ্চাদি শক্তি রহে জানিহ মনেতে ॥  
 আফ্লাদিনী সন্নিভের সারাংশ স্বরূপা ।  
 প্রেমাজ্জিকা শক্তি রাধা মহাভাব রূপা ॥  
 অতএব রাধাকৃষ্ণ এক স্বরূপেতে ।  
 নিত্যসেবা নিজ নিজ ভাবানুসারেতে ॥  
 সখী অনুগত হঞা সখী অনুসারে ।  
 রাধাকৃষ্ণে সেবে যেই শ্রেষ্ঠ কহি তারে ॥  
 সখী অনুগত ধর্ম্ম অতি গুঢ় হয় ।  
 সদ্গুরুসকাশে বেদ্য অন্ত স্থানে নয় ॥  
 এবে কৃষ্ণধাম তব করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে বুঝিবে নিজ গতি সুশোভন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁর ধাম ভিন্ন নয় ।  
 শেষদেব ধামরূপে নিত্য বিরাজয় ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়ঃ ।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাধিপং মহাপদং ।  
 তৎকর্ণিকারং তন্কাম তদনন্তাংশং সমুৎসবং ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি প্রভুবলরাম ।  
 নানারূপে কৃষ্ণসেবা করে অবিশ্রাম ॥  
 তঁর নিজ অংশ ঘারে অনাদি-রূপেতে ।  
 যজ্ঞে কৃষ্ণধাম আদি বৃক্ষহ মনেতে ॥

ভগবান্মহিমা-আদি স্বরূপে নির্ণীত ।  
 বৈকুণ্ঠাদি ধাম উর্দ্ধে উর্দ্ধে বিরাজিত ॥  
 মহৈশ্বর্যাময় হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।  
 পঞ্চবিধ ভক্তবাস যথা অবিশ্রাম ॥  
 জ্ঞান, শুদ্ধ, প্রেম, প্রেমপর, প্রেমাতুর ।  
 পঞ্চবিধ ভক্ত এই কহে যত সূর ॥

তথাহি বৃহদ্রাগবতামৃতে ।

জ্ঞানভক্তাস্তে তেষ্যে শুদ্ধভক্তাঃ পরেহপরে ।  
 প্রেমভক্তাঃ পরে প্রেমপরাঃ প্রেমাতুরাঃ পরে ॥ ৮৭ ॥

জ্ঞানভক্ত ভরতাদি, শুদ্ধাস্বরীষাদি ।  
 প্রেমভক্ত শ্রীকৃষ্ণাংশ অঙ্কনাস্তাদি ॥  
 অঙ্কন প্রভৃতি প্রেমপর ভক্ত হয় ।  
 প্রেমাতুর উদ্ধবাদি, জানিহ নিশ্চয় ।  
 শ্রীবৈকুণ্ঠোপরি শোভে দ্বারকানগর ।  
 সেইত স্বকীয়া ধাম অতিমনোহর ॥  
 বৈকুণ্ঠে দ্বারকা শোভে এই কেহ কহে ।  
 সেহ ত ভক্তের বাক্য ব্যভিচারী নহে ॥  
 শ্রীদ্বারকোপরি শোভে মথুরা-নগর ।  
 সাধারণী ধাম সেই বিধি অগোচর ।  
 মথুরা উপরে শোভে শ্রীগোলোকধাম ।  
 তদুপরি কৃষ্ণ-লোক শ্রীশোকল নাম ॥

চতুর্বিধ ভাবে তথা কৃষ্ণভক্তগণ ।  
 স্বেচ্ছা ভরি করে সদা কৃষ্ণের সেবন ॥  
 গোকুলের মধ্যস্থলে বৃন্দাবন কয় ।  
 যথা শুদ্ধ পরকীয়া ভাব বিরাজয় ॥  
 স্নিগ্ধ-রম্য-গন্ধপূর্ণ-পুণ্ডরীকাকার ।  
 সোপান স্বরূপাপূর্ব, বিরহিতাসার ॥  
 পঞ্চ ভাবাধাররূপ পঞ্চম-সোপান ।  
 প্রসস্তাদি ভূবিগত ধাম পরিমাণ ॥

তথাহি শ্রীভক্তসংহিতায়াং ।

মহত্ পত্রং কমলং গোকুলাপ্যং মহৎপদং ।  
 তংকণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ॥ ৮৮ ॥

শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তঞ্চ ।

তদেতং স্বমহিমাশি শক্তিতং তদ্ধাম বৈকুণ্ঠস্বাক্ষর্যাদি যথোক্ত-  
 ক্ষুরতীতি তদ্রূপাবিভাবেষু তত্ত্বভিমানেষু বিশেষশ্চেচ্ছি বিশিষ্টা-  
 গমানাং বিদূষাং নিশ্চয়ঃ । যান্যেব ধামানি তত্ত্বলীলার্থমজ্ঞাণ্ড-  
 প্যাবিস্মারিতি ক্লেমে শ্রব্যতে । যা যথা ভূবি বর্তন্তে পৃথগ-  
 তগবতঃ গিরাঃ । তাস্থা সন্তি বৈকুণ্ঠে ভক্তলীলাৎমাদিত্য-  
 ইতি ॥ ৮৯ ॥

প্রতি প্রতি দলান্তরে সমন্যগমন ।

রত্নে বাঁধা পথ, পুষ্প বৃক্ষ সুশোভন ॥

দলে দলে সৌধাবলী মাণিক্য নির্মিত ।

হানে হানে তড়াপাদি সরোজ-শোভিত ॥

রাজহংস আদি তাহে ক্রীড়া করে রঙ্গে ।  
 তাঁহে' ভ্রমে যুবাগণ যুবতীর সঙ্গে ॥  
 রত্নে বাঁধা ঘাট তাহে রতন চাঁদনী ।  
 নানা চিত্রে শোভা পায় দিবস রজনী ॥  
 স্নিগ্ধালোকপ্রদোপল প্রতি স্তম্ভ মাঝে ।  
 সুখাংশুবদেগোলাকার রূপেতে বিরাজে ॥  
 চাঁদনীর দুই পার্শ্বে তুলসী-কানন ।  
 তাহার পার্শ্বেতে পুষ্পোচ্ছান মনোরম ন  
 তাহার মধ্যেতে রত্নবেদী শোভা পায় ।  
 যাহে বসি যুবকানি কৃষ্ণগুণ গায় ॥  
 ময়ূর ময়ূরী আদি সেইত উদ্যানেরে ।  
 ক্রীড়া করে সদানন্দে স্বভাব-বিধানেরে ॥  
 তড়াগ-আদির চারি পাছাড় উপরে ।  
 পনসাত্ত্র আদি বৃক্ষশ্রেণী শোভা করে ॥  
 ধামস্ব সরণি মাঝে হেম-বিনির্মিত ।  
 স্তম্ভ শোভে স্থানে স্থানে বিবিধ গঠিত ॥  
 সেই সব স্তম্ভশিরে ঘন জ্যোতির্ময় ।  
 চন্দ্রবদনপল সাজে ব্রহ্মবদন্তয় ॥  
 মধ্যে মধ্যে জলস্তম্ভ ক্ষটিকে গঠিত ।  
 তার পার্শ্বে কূপ ভোগবতী সম্মিলিত ॥  
 কূপ পার্শ্বে স্বর্ণ বিনির্মিত গোলাকার ।  
 জলাধার দশ হস্ত পরিধি বাহার ॥

ধাম সকলের প্রাপ্তে ভাগবী পূরিত ।  
 গোচর কাসার শোভে তরুর সহিত ॥  
 রজনী প্রমুখে সেই গোচরেস্বরজে ।  
 যুবক যুবতী ভ্রমে সখা সখী সঙ্গে ॥  
 বন, উপবন আর ভূঙ্গাদি কুজিত ।  
 নিকুঞ্জ শ্রীহরিধামে অসংখ্য শোভিত ॥  
 ষড় ঋতু নিজ নিজ অনুচর সঙ্গে ।  
 সুখকররূপে তথা শোভে নানা রঙ্গে ॥  
 সর্বোপরি বৃন্দাবনে সদা ঋতুরাজ ।  
 যানুচর সঙ্গে রঙ্গে করেন বিরাজ ॥  
 জন্ম আদি ষড় দুঃখ শূন্যামৃতময় ।  
 বিধির বিধি তাহা নাহিক খাটয় ॥  
 শোক, মোহ, জড়া-আদি নিত্য বিরহিত ।  
 হরিধামবৃন্দ, এই কহিনু নিশ্চিত ॥  
 হেম-নিন্দা আদি পারস্পর নাহি তথা ।  
 সর্বদা আনন্দময় জানিহ সর্বথা ॥  
 তথাকার পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ।  
 মায়িক ভূতের তথি জন্ম নাহি হয় ॥  
 পাপপুণ্য-শূন্য সদা ধনু হরিধাম ।  
 গুণত্রয় বিরহিত শুদ্ধ সঙ্ক নাম ॥  
 অপ্রাকৃত ষড়গুণযুক্ত নিরন্তর ।  
 নিজসিদ্ধ গণাঘিত পরম সুন্দর ॥

অপ্রাকৃত দেব বন্দ্য, অযুতাকপ্রভ ।  
 ভৌতিক বিকার আদি যথা অসম্ভব ॥  
 প্রাকৃত কামাদি দোষশূন্য সর্বকাল ।  
 কাল-গতিহীন নিত্য, রহিত জঞ্জাল ॥  
 তাপত্রয়-বিরহিত শারীরিক দোষ ।  
 সর্বদা সকল চিন্তে পরম সন্তোষ ॥  
 অভক্ত জনের গতি নাহিক তথায় ।  
 বেদাদি প্রমাণ এই কহিনু তোমায় ॥

তথাহি জিত্তস্ত ত্রোত্রে ।

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যাষাঙ্গুণ্যসংযুতং ।  
 অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবৰ্জিতং ॥  
 নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাককালিকৈঃ ।  
 সতাপ্রাসাদসংযুক্তং বর্নৈশ্চোপবনৈঃ শুভং ।  
 বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষমণ্ডৈঃ স্তম্ভিতং ॥  
 অপ্রাকৃত সুরৈর্বন্দ্যমযুতাক সমপ্রভং ॥ ৯০ ॥

হেন নিজ ধামগণে স্বশক্তির সঙ্গে ।

নিত্য ক্রীড়া করে হরি নানাবিধ রঙ্গে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

প্রকৃষ্ট সম্বলিত স্বাং কদা দ্রক্ষ্যামি চক্ষুযা ।  
 ক্রীড়ন্তং রমণ্য সার্কিং লীলা ভূমিষু কেশবঃ ॥ ৯১ ॥

চিহ্নহস্তি বিলাস এক শুদ্ধ সম্ব নাম ।

শুদ্ধসম্বসর যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥

ষড়্‌বিধৈশ্বর্য্য তাঁহা সকল চিন্ময় ।  
 শ্রীসঙ্কর্ষণের সব বিভূতি নিশ্চয় ॥  
 ক্রিয়াশক্তি শ্রেষ্ঠ সঙ্কর্ষণ-বলরাম ।  
 প্রাকৃতাপ্রকৃত সৃষ্টি করেন নির্মাণ ॥  
 অহং অধিষ্ঠাতা নিত্য কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।  
 প্রকাশে গোবিন্দধাম চিচ্ছক্তি দ্বারায় ॥  
 যত্বপি অস্বজ্য নিত্য চিচ্ছক্তি-বিলাস ।  
 তবু সঙ্কর্ষণেচ্ছায় তাহার প্রকাশ ॥  
 মায়া দ্বারে স্রজে তিহৌ ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।  
 জড়রূপা মায়া নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ ॥  
 ঐশ্বরের শক্তি বিনা প্রকৃতি হইতে ।  
 সৃষ্টি নাহি হয়, কহে বেদান্ত আদিতে ॥  
 কৃষ্ণের ইচ্ছায় যবে দেব সঙ্কর্ষণ ।  
 প্রকৃতি উপরে করে শক্তি সঞ্চারণ ॥  
 সেই শক্ত্যে মায়াদেবী ব্রহ্মাণ্ড স্রজয় ॥  
 এ হেতু প্রাকৃত হয় ব্রহ্মাণ্ড নিচয় ॥  
 লৌহ যৈছে অগ্নিশক্ত্যে দাহশক্তি করে ।  
 মায়া তৈছে ঐশ শক্ত্যে সৃষ্টিকার্য্য করে ॥  
 মায়াশক্ত্যে যৈছে হয় ব্রহ্মাণ্ড স্রজন ।  
 তৈছে চিচ্ছক্তির দ্বারে ব্যক্ত ধামগণ ॥  
 বৈকুণ্ঠ বাহিরে চিত্র মেখলার দ্বারন  
 মহা জ্যোতির্ম্ময় এক ধাম শৌভ্য পায় ॥

কৃষ্ণঅঙ্গ-প্রভা সেই ধাম চমৎকার ।  
 সিন্ধুলোক নাম তার প্রকৃতির পার ॥  
 চিৎস্বরূপ তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তি বিকার ।  
 কৃষ্ণঅঙ্গ প্রভাক্রুপে সর্বদা বিস্তার ॥  
 শ্রী-সূর্য্যমণ্ডল যেন বাহ্যে নির্বিবশেষ ।  
 ভিতরে সূর্য্যের রথ আদি সবিশেষ ॥  
 তৈছে শ্রীবৈকুণ্ঠে নানা চিচ্ছক্তি বিলাস ।  
 নির্বিবশেষ জ্যোতির্বিষয় বাহিরে প্রকাশ ॥  
 নির্বিবশেষ ব্রহ্ম সেই শুদ্ধ জ্যোতির্ময় ।  
 সাধুজ্যোত অধিকারী তাঁহা পায় লয় ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ।

সিন্ধুলোকাস্ত তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।  
 সিন্ধা ব্রহ্মস্থখে মধ্যা দৈত্যাস্ত হরিণাহতাঃ । ১২২ ॥

বৈকুণ্ঠ বাহিরে যেই জ্যোতির্ময় ধাম ।  
 তাহারে বেড়িয়া কারণাকি অধিষ্ঠান ॥  
 সেই কারণাকি সদা রজহীন হয় ।  
 এ হেতু বিরজা নাম তাহার কহয় ॥  
 সেই বিরজার পারে মায়াব আবাস ।  
 ব্রহ্মধামাদিতে নাহি মায়াব প্রকাশ ॥  
 শিবধাম আদি ব্রহ্মধাম মধ্যে রহে ।  
 শাস্ত্রগুণে এই কথা ফুকারিয়া কহে ॥



নির্বিশেষ ব্রহ্মধাম হইতে ব্রজেতে ।  
 মায়া'র নাহিক গতি জানিহ মনেতে ॥  
 ব্রহ্মধামাবধি ছয় ধাম যেই হয় ।  
 মায়াতীত ধাম সেই সকল নিশ্চয় ॥  
 বিরজা বাহিরে নিত্য মায়াশক্তি রয় ।  
 কভু বিরজারে মায়া স্পর্শিতে নারয় ॥  
 চিন্ময় স্বরূপ সেই বিরজার জল ।  
 পরম কারণ রূপ জানিহ কেবল ॥  
 বিরজার দ্বীপরূপ ধামগণ হয় ।  
 সেই দ্বীপ পদ্মাকৃতি শুদ্ধ শুক্রময় ॥  
 মৃণাল স্বরূপ তার হয়েন অনন্ত ।  
 যাঁহার মহিমা'দির নাহি হয় অন্ত ॥  
 পূর্বে কহিয়াছি যেই জলস্তম্ভাখ্যান ।  
 এবে কহি শুন তার মূলের সন্ধান ॥  
 সপ্তম পাতাল ভেদি মূল তার হয় ।  
 ভোগবতী জল তেঁঞি তাহাতে উঠয় ॥  
 উপরি উপরি যৈছে পদ্মদল শোভা ।  
 তৈছে ধামগণোপযুগ্মে মনলোভা ॥  
 ত্রীগোকুলধাম-প্রাপ্তে মেখলার ন্যায় ।  
 কৃষ্ণপ্রিয়া ত্রীযমুনা সদা শোভা পায় ॥  
 যাহার চিন্ময় জলে স্ব-শক্তির সঙ্গে ।  
 ক্রীড়া করে ভগবান নানাবিধ রঙ্গে ॥

শ্রীযমুনাপারে কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন ।

যথা রাস বিহারাদি হয় সর্বক্ষণ ॥

তথাহি পাশ্বে পাতালধণ্ডে ।

শ্রীমদ্বৃন্দাবনং ধন্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং ।

শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা দৃষ্টো গোপীশ্বরতিথিঃ ॥ ২৩ ॥

শিবলিঙ্গমধিষ্ঠাতা গোপীশ্বর নাম ।

স্ব-শক্তির সঙ্গে শোভে, সঙ্কময় ধাম ॥

রাধিকার কৃষ্ণসহ ক্রীড়াবন যেই ।

বৃন্দাবন তার নাম কহিলাম এই ॥

রাধা প্রীতি লাগি শ্রীগোলোকে ভগবান ।

ক্রীড়ার্থ স্ব-শক্ত্যে ব্যক্ত করে ব্রজধাম ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ।

রাধাষোড়শনাম্নাঞ্চ বৃন্দানামশ্রতোজ্ঞতং ।

ভক্তাঃ ক্রীড়াবনং রম্যং তেন বৃন্দাবনং স্মৃতং ।

গোলোকে প্রীতয়ে ভক্তাঃ কৃষ্ণেনির্দ্রিতং পুরা ।

ক্রীড়ার্থং তুবি তন্নাম্নাবনং বৃন্দাবনং স্মৃতং ॥ ২৪ ॥

গমনাগমন হেতু যমুনা উপরে ।

স্থানে স্থানে ভাসমান সেতু শোভা করে ॥

শুক্লবর্ণ সেতুবৃন্দ হীরকে নির্মাণ ।

চিহ্নতির সুকৌশল বাহাতে প্রমাণ ॥

সর্বধামে শোভা পায় কৃষ্ণের প্রাসাদ ।

চিন্ময় স্বরূপ তার নাহি অবসাদ ॥

চিন্ময় শব্দের অর্থ করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে হইবে তুমি সংশয় মোচন ॥  
 চিন্ময় শব্দের অর্থ জ্ঞানময়ে-শ্বর ।  
 শব্দশাস্ত্রে এই অর্থ হয় সুগোচর ॥  
 ঐছে অর্থে চিন্ময়ার্থ সামান্য প্রকাশ ।  
 তব্জ্ঞ ভক্তের নাহি পূরে অভিলাষ ॥  
 জড়-মায়াভীত যেই বস্তু সমুদয় ।  
 সেই ত চিন্ময় এই কহিলু নিশ্চয় ॥  
 চিন্ময় পরেশ কৃষ্ণ, চিন্ময় তদ্ধাম ।  
 চিন্ময় তৎসখী-সখা, চিন্ময় আরাম ॥  
 চিন্ময় বিলাস তাঁর, চিন্ময় ভূষণ ।  
 চিন্ময় গো-রঙ্গ আদি চিন্ময় স্ব-গণ ॥  
 চিন্ময় শ্রীবংশী তাঁর কামবীজাধার ।  
 চিন্ময় যমুনা আদি কহিলাম সার ॥  
 চিন্ময় নিকুঞ্জবন খগাদি-সারঙ্গ ।  
 চিন্ময় সকল তাঁর কহিলাম অঙ্গ ! ॥  
 চিন্ময় ভবের গুরু শ্রীকমলাসম ।  
 নিজ সংহিতায় সব করিলা কীর্তন ॥

তথাপি শ্রীভক্তসংহিতায়াং ।

প্রিয়ঃকান্তাঃকান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো  
 ক্রমা ত্বমিচ্ছিত্ত্বানপি ভগবতীভোরনন্তঃ ।

কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী  
 চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাদ্যং স্বমপিচ ॥  
 স যত্র ক্ষীরাক্ষি অবতি সুরভীভ্যশ্চ স্তমহান্  
 নিমেষাক্ষাখ্যো বা ব্রজতি ন হি যত্রাপি সময়ঃ ।  
 ভঞ্জে শ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতি যঃ  
 বিদম্ভস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥ ১৫ ॥

পাদ্মে পাতালখণ্ডে চ ।

সখায়ঃ পিতরো গোপা গাবো বৃন্দাবনং মম ।  
 সৰ্বমেতন্নিত্যমেব চিদানন্দরসাত্মকং ॥ ১৬ ॥

ভাবান্তরশূন্য আর সদানন্দময় ।  
 চিন্ময়ের অর্থ এই সৰ্ব্বোপরি হয় ॥  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি ভাবান্তরাস্পৃষ্ট ।  
 নিত্যানন্দময়, নিতা, অস্পৃষ্ট অদৃষ্ট ॥  
 কালধৰ্ম্ম আদি তথা কিছুমাত্র নাই ।  
 ত্রিকালে সমান রূপ জানিহ সদাই ॥  
 বেদ, ভাগবত আদি শাস্ত্রের ভিতর ।  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি হয় সুগোচর ॥  
 চিন্ময় বলিয়া তুমি সেই সবে জান ।  
 চিন্ময়ার্থ এই যুক্ত শাস্ত্রাদি প্রমাণ ॥  
 চিন্ময় চিন্ময় মুখে বলে বহুজন ।  
 গজতরিকা প্রায় সেই সবার গণন ॥

শ্রীগুরু-কৃপায় কোন কোন মহাশয় ।  
 চিন্ময়ের মুখ্যার্থাদি জানিতে পারয় ॥  
 শ্রীগুরু-প্রসাদে মুঞি শুনিয়াছি যাহা ।  
 অন্নাক্ষরে তুয়া কাছে कहিলাম তাহা ॥  
 আনন্দ চিন্ময়রসরূপ ভগবান্ ।  
 স্ব-গণ হৃদয়ে করে আনন্দ বিধান ॥  
 সেই ত আনন্দে কয় উজ্জ্বলাখ্য রস ।  
 যাহাতে ভক্তের মন-প্রাণাদি বিবশ ॥  
 উজ্জ্বল রসের নাম আনন্দ-চিন্ময় ।  
 প্রেমরস বলি যারে শ্রীজীব লিখয় ॥  
 সাস্তুরজ জনে কৃষ্ণ সেই প্রেম দানৈ ।  
 বিমোহন করে এই कहিমু সন্ধানৈ ॥  
 চিত্তপ্রতি ফলন হেতু কৃষ্ণের সকল ।  
 চিন্ময় স্বরূপ, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, চলাচল ॥

তথাহি তত্রৈব ।

আনন্দচিন্ময়রসাস্বতয়া মনঃসু  
 যঃ প্রাণিণাং প্রতিকলন্ স্বরতামুপেত্যা ।  
 লীলায়িতেন ভুবনানি জয়তাজস্রঃ  
 গোবিন্দমাদি পুরুষঃ তমহং তজামি ॥ ৯৭ ॥

চিন্ময়োপদেশকর্ত্রী এ হেন সংহিতা ।  
 সমাধি-নিবৃত্ত প্রজ্ঞাপতির প্রণীতা ॥

শ্রীগোবিন্দ গোড়ে ইহা আনিয়া যতনে ।  
 উপহার প্রদানিলা স্বাস্থ্যরঙ্গগণে ॥  
 চৈতন্যচরিতে এই কথা কৃষ্ণদাস ।  
 ভক্তের জ্ঞাতব্য জ্ঞানে করিলা প্রকাশ ॥  
 অদ্বৈতী পণ্ডিত এক ব্রহ্মসংহিতার ।  
 গদ্যার্থ করিয়া লোকে করিলা প্রচার ॥  
 জীবার্থাতিক্রম সেই অর্থ সুনিশ্চয় ।  
 অতএব বৈষ্ণবের গ্রাহযোগ্য নয় ॥  
 ব্রহ্মসংহিতার অর্থ ভক্ত বিনা আনে ।  
 করিতে না পারে, এই কহিনু সন্মানে ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥  
 সেই সব প্রাসাদেতে কৃষ্ণ-ভগবান ।  
 ধামগত ভাব ধরি নিত্য অধিষ্ঠান ॥  
 ভাব গুরু নানাভাবে নিজ ধামগণে ।  
 সর্বদা করেন ক্রীড়া লঞা নিজ জনে ॥  
 বৃন্দাবনে যেই সব কুণ্ড বিরাজয় ।  
 তার মধ্যে রাধাকুণ্ড সর্ববশ্রেষ্ঠ হয় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকে ক্রম অনুসারে ।  
 সখীদের কুঞ্জ এই কহিনু তোমারে ॥  
 নিজ নিজ কুঞ্জে সেবাগরা সখীগণ ।  
 কৃষ্ণসেবাযোগ্য প্রব্য করে আহরণ ॥

যার যেই সেবা সেই সদানন্দ মনে ।  
 সেবোপকরণ শুদ্ধ করে আয়োজনে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের মাঝখানে কৃষ্ণ-মনলোভা ।  
 শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরীর কুঞ্জ পায় শোভা ॥  
 কুঞ্জে গতাগতি লাগি সেতু মনোহর ।  
 শ্রীকৃষ্ণের তীরাবধি শোভে নিরন্তর ॥  
 নিজ কুঞ্জে রহি নিত্য অনঙ্গ-মঞ্জরী ।  
 কৃষ্ণ-প্রিয়কার্য্য করে দিবস-শরবরী ॥  
 বেই প্রভু বলরাম কৃষ্ণাগ্রজ হয় ।  
 সেই প্রভু শ্রীঅনঙ্গ-মঞ্জরী নিশ্চয় ॥  
 নানা মূর্ত্তি ধরি সেই প্রভু বলরাম ।  
 কৃষ্ণসেবা করে যার নাহিক বিশ্রাম ॥  
 কমল কর্ণিকারূপ বৃন্দাবনধাম ।  
 কালিন্দী মেখলা তার কহিনু সন্ধান ॥  
 শুদ্ধ হেম বিনির্ম্মিত দুই তট তার ।  
 গঙ্গা হৈতে কোটীগুণ শুদ্ধাপ যাহার ॥  
 গঙ্গার দর্শনে যেই পুণ্যের গঙ্গার ।  
 তাহা হৈতে কোটীগুণ স্পর্শনে তাহার ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালধণ্ডে ।

কালিন্দী মকরন্দোহস্ত কর্ণিকায়াঃ প্রদক্ষিণং ।  
 নানানির্দ্দীপ্য গম্ভীরং জলসৌরভমৌহনং ॥

অনান্দামৃত তন্নিশ্চয়করন্দ ধনালয়ং ।  
 পদ্মোৎপলাঠৈঃ কুম্ভমৈর্নানাবর্ণৈঃ সনুজ্জলং ॥  
 চক্রবাকাদিবিহগৈর্মঞ্জুনানাকলস্বনৈঃ ।  
 শোভমানং জলং রম্যং তরঙ্গাতি মনোহরং ॥  
 তম্ভোভয়তটী রম্যা শুদ্ধ কাঞ্চননির্মিতা ।  
 গঙ্গাকোটীশুগঃ প্রোক্তো যত্রস্পর্শ বরাটকঃ ॥  
 কণিকায়াং কোটীশুগো যত্র ক্রীড়ারভোহরিঃ ।  
 কালিন্দী কণিকাকুষ্ঠমভিন্নমেক বিগ্রহং ॥ ৯৮ ॥

বৃন্দাবনেশ্বর কৃষ্ণ, ঈশ্বরী রাধিকা ।  
 নিত্যানন্দরূপ রূপা সদা কৃষ্ণাঙ্গিকা ॥  
 অমৃতলীলাকরী তেঁই গাঙ্গকিবকা কয় ।  
 অমৃতলীলা অর্থে গুঢ় পারকীয়া হয় ॥  
 সর্বকালে কৃষ্ণানন্দ করেন প্রদান ।  
 এ হেতু শ্রীরাধিকার শ্রীশ্যামাদি নাম ॥

তথাহি পাদ্যোত্তর খণ্ডে ।

বৃষভানুসূতা যাতু নিত্যানন্দস্বরূপিণী ।  
 গাঙ্গকিকাস্তলীলায়াং শ্রীশ্যামা কৃষ্ণবল্লভা ।  
 বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা সাক্ষাৎ কৃষ্ণাঙ্গিকা পরা ॥ ৯৯ ॥

পরা শব্দে সর্ববশ্রেষ্ঠা সর্ব শব্দ্যাংশিনী ।  
 পূর্ণতম-প্রেমাঙ্গিকা-শ্রীকৃষ্ণ-মোহিনী ।  
 যৈছে সর্ব ভাবময় শ্রীনন্দ-তনয় ।  
 তৈছে সর্বভাবময়ী শ্রীরাধা নিশ্চয় ॥



ভাবময় কৃষ্ণচিত্ত নিত্য-উন্মাদিকা ।  
 অতএব মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকা ॥  
 হ্লাদিনী শক্তির সার স্বরূপ যাহার ।  
 প্রেমের প্রথম ছবিঃ শুদ্ধ-সঙ্গীকার ॥  
 সর্বদামুকূল্য রতি কৃষ্ণার্থ অন্তরে ।  
 এ লাগি বিধাদি নিত্য অঙ্গীকার করে ॥  
 কৃষ্ণামুকূল্যেতে বিধি আদি অঙ্গীকারে ।  
 প্রেমের মহত্ব কহে, কহিনু তোমারে ॥  
 নিঃসীমানুরাগ হৃদে কৃষ্ণেতে যাঁহার ।  
 মহাভাবরূপাখ্যান হয়ত তাঁহার ॥  
 মহাভাবস্বরূপার ধর্ম এই হয় ।  
 নিজ প্রেষ্ঠ চিন্তে ভাব করয়ে উদয় ॥  
 সূর্য্য যৈছে রবিকান্ত মণি দ্রব করে ।  
 তৈছে মহাভাব নিত্য দ্রবয়ে অন্তরে ॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণৌ ।

অনুরাগঃ স্বসম্বন্ধে দশাংপ্রাপ্য প্রকাশিতঃ ।  
 যাবদাশ্রয়বৃত্তিচ্ছেদ্য ইত্যভিধীয়তে ॥ ১০০ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি লাগি উৎকটাত্তিপ্রায় ।  
 যাঁহার চিন্তেতে সর্বকাল শোভা পায় ॥  
 তঁহো মহাভাবরূপা আহ্লাদিনী বরা ।  
 কৃষ্ণপ্রাণা-কৃষ্ণময়ী-কৃষ্ণসেবাপরা ॥

তথাহি মংকৃত সারসংগ্রহে ।

অভিপ্রায়োংকটো যন্তাঃ কৃষ্ণপ্ৰীতৌ হি সৰ্বদা ।

সা মহাভাবরূপা শ্রীরাধিকাহ্লাদিনীবরা ॥ ১০১ ॥

যত্বপিহ কৃষ্ণরূপ সৰ্বদা হেরয় ।

তথাপিহ নিত্য নিত্য নূতন মানয় ॥

এইত জানিহ অনুরাগের স্বভাব ।

যাহার নিঃসীমাবস্থাপূর্ব-মহাভাব ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

মদানুভূতমপি যঃ কুৰ্য্যান্নবনবং প্রিয়ং ।

রাগোভবেন্নবনবঃ সৌহম্যরূপ ইতীৰ্য্যতে ॥ ১০২ ॥

সেই মহাভাবময়ী রাধাজে স্ব-অঙ্গ ।

মিশাইয়া, ভাবময় চক্রেতে ত্রিভঙ্গ ॥

নিজ মহাভাব মহাভাব ভাবগণে ।

সংযোজি রাসাদি করে নিত্য বৃন্দাবনে ॥

ভাব অর্থে জানি কৃষ্ণপ্রিয়া-গোপীগণ ।

রাসাদি লীলার যঁরা হয়েন ভূষণ ॥

সেই ভাবগণ হয় মহাভাব অংশা ।

কৃষ্ণরাস সুধাপানে যঁরা অবদংশা ॥

স্বারসিকী উপাসনা মধ্যে সর্বোত্তমা ।

শ্রীরাসাদি স্মৃতি, যার নাহিক উপমা ।

গুরুদত্ত সিকদেহে স্ব-কুঞ্জে বসিয়া ।

নিজ সেবোপকরণ বামেতে রাখিয়া ॥

গোপী অনুগতা হঞা নিত্য বেই জনে ।

রাসলীলা আদি চিন্তে নিত্য বৃন্দাবনে ॥

সেই শ্রীরাসাদি লীলা করে অনুভব ।

তদিতর জনে নিত্য জানি অসম্ভব ॥

গোপীজন অনুগত বিনৈশ্চর্য্য-জ্ঞানে ।

ভজিলে না পায় কৃষ্ণ বৃন্দাবন ধামে ॥

বাহুধর্ম্য বৈধিভক্তি এই শাস্ত্রে কয় ।

আস্তুর পরম ধর্ম্য জানিহ নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া সখীভাব সমাশ্রয় করি ।

রাধা-কৃষ্ণ সেবা কর দিবা-বিভাবরী ॥

গুহ্য হৈতে গুহ্যতম এই ধর্ম্ম হয় ।

অতএবাস্তুর ধর্ম্ম শাস্ত্রবিজ্ঞে কয় ॥

তথাহি পাদ্মে-পাতালখণ্ডে ।

বাহুধর্ম্মা ময়াহেতে সজ্জেকপেণোপবণিতাঃ ।

আস্তুরঃ পরমোধর্ম্মঃ প্রপন্নানামখোচ্যতে ॥

কৃষ্ণপ্রিয়াসখীভাবঃ সমাশ্রিত্য প্রবক্তৃতঃ ।

তয়োঃ সেবাং প্রকুর্সীত দিবানক্ৰমতস্ত্রিতঃ ॥

এবতে কথিতোধর্ম্মো হ্যাস্তুরো মুনিসত্তম ।

গুহ্যাদ্গুহ্যতমোহেষ গোপনীয় প্রবক্তৃতঃ ॥ ১০৩ ॥

গোপীভাবে রাধা-কৃষ্ণ সেবা করে যেই ।

রাধা-কৃষ্ণ তার হন, কহিলাম এই ॥

গোপী-ভাবাশ্রয় বিনা শ্রীরাধা-রমণে ।  
 কেহ নাহি পায় কভু জানি এই মনে ॥  
 গোপীভাবে রাধাকৃষ্ণে সেবে যেইজন ।  
 সেই ত অনন্ত ভক্ত বেদের লিখন ॥  
 অনন্তভকতে কয় প্রপন্নাকিঞ্চন ।  
 তাঁর ধর্ম ব্রজ-গোপীভাব সংধারণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সকৃদাবাং প্রপন্নো যন্তোপায় উপাসতে ।  
 গোপীভাবেন দেবেশ স নামেতি ন চেতরঃ ।  
 সকৃদাবাং প্রপন্নো বা মৎপ্রিয়ামেকিকাংস্মৃত ।  
 সেবতেহন্যভাবেন স নামেতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৪ ॥

গোপীভাবে যেই শুদ্ধ করে কৃষ্ণাশ্রয় ।  
 কৃষ্ণ কৃপা সেইজন না পায় নিশ্চয় ॥  
 রাধা কৃপা বিনা কৃষ্ণ কৃপা নাহি হয় ।  
 অতএব বিভক্ত করে রাধা পদাশ্রয় ॥  
 একান্ত-ভাবেতে রাধা-চরণে শরণ ।  
 যেই লয় সেই পায় কৃষ্ণের চরণ ॥  
 রাধা কৃপা বিনা কৃষ্ণ বশ নাহি হয় ।  
 অত্যন্ত রহস্য এই জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যো নামেব প্রপন্নস্ত মৎপ্রিয়াং ন মছেতরঃ ।  
 ন কদাপি স চাপ্নোতি নামেবং তে মনোদিতং ॥

তস্মাৎ সৰ্ব্ব প্রযত্নেন মৎপ্রিয়াং শরণং ব্রজেৎ ।  
 আশ্রিত্য মৎপ্রিয়াং রুদ্র মাং বশীকৰ্ত্তুমৰ্হসি ॥  
 ইদং রহস্তং পরমং ময়া তে পরিকীৰ্ত্তিতং ।  
 ত্বয়াপ্যোতম্বাহাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ১০৫ ॥

ইহার সিদ্ধান্ত এবে বলি তব স্থানে ।  
 বাহাতে জানিবে তুমি আশ্রয় সন্ধানে ॥  
 “তয়োঃ সেবাং” “সকৃদাৰাং” প্রমাণের দ্বারে ।  
 কৰ্ত্তব্য যুগলাশ্রয় কহিমু তোমারে ॥  
 রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা কভু ভিন্ন নয় ।  
 এ লাগি যুগলাশ্রয় কৰ্ত্তব্য নিশ্চয় ॥  
 বহু বাক্য ব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 গোপীভাবে লহ রাধা-কৃষ্ণের শরণ ॥  
 বিধিমার্গে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ নাহি পাই ।  
 যে বলে অবশ্য পাই, তার জ্ঞান নাই ॥  
 বিধিমার্গ ছাড়ি কর রাগমার্গাশ্রয় ।  
 তবে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাইবে নিশ্চয় ॥  
 ভাগ্যদোষে কোন কোন আচার্য্য সন্তান ।  
 “গোপী ভাবাশ্রয় ধৰ্ম্ম” বলে অপ্রমাণ ॥  
 শ্রীগৌরাজ সম্প্রদায় সেই সব জন ।  
 আচার্য্য স্বরূপে কভু না হয় গণন ॥  
 ভক্তির চরমাবস্থা নাহি জানে ধারা ।  
 আচার্য্য বলিয়া গণ্য কিসে হবে তাঁরা ॥

আচরি পরম ধর্ম জীবেরে শিখায় ।  
 তিঁহ ত আচার্য্য, এই কহিনু তোমায় ॥  
 এ হেন আচার্য্য-পায় কোটি নমস্কার ।  
 যাঁহার কৃপায় হয় রাগের সঞ্চার ॥  
 সেই ত আচার্য্য হন কৃষ্ণের প্রকাশ ।  
 যাঁহার কৃপায় পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥  
 কি কব দুঃখের কথা কলির ইচ্ছায় ।  
 পবিত্র গৌরঙ্গ ধর্ম হৈল নষ্টপ্রায় ॥  
 আচার্য্য সকল প্রায় বংশের গৌরবে ।  
 মত্তপ্রায় হঞা মিথ্যা শিক্ষা দেন সবে ॥  
 আপনি অসিদ্ধ যেই সে কেমনে পরে ।  
 সিদ্ধ করিবেক বল ভুবন ভিতরে ॥  
 শ্রীগুরুর ধর্ম গৌরবাদি পরিহার ।  
 বিপরীত ব্যবহার এবে দেখি তার ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥  
 গোপী-অনুগত ধর্ম অতি গুড় হয় ।  
 কর্মজ্ঞান ধর্মশাস্ত্রে নাহিক মিলয় ॥  
 ভাবোদয়াভাবাবধি কৃষ্ণ-ভক্তগণ ।  
 বৈধীভক্তি দ্বারা করে কৃষ্ণের সেবন ॥  
 ভাবোদয় হৈলে শাস্ত্র-যুক্তি নাহি মানে ।  
 ভাবে কৃষ্ণ সেবে গোপ-গোপীর বিধানে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

বৈধতক্তাধিকারীতু ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ ।

অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমমূলমপেক্ষতে ॥

তত্ত্বাবাদি মাধুর্য্যে শ্রুতে দীর্ঘমপেক্ষতে ।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥ ১০৬ ॥

পরেতে কহিব ইহা তুয়া সন্নিধানে ।

এবে লীলা তব্বকথা শুন সাবধানে ॥

\* যোগমায়া আত্মবশে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ।

লীলা করে ধাম পক্ষে হইয়া সতৃষ্ণ ॥

বস্তুত অতৃষ্ণ কৃষ্ণ তথাপি স্ব-ধামে ।

লীলা করে ভক্তেচ্ছায় লৌকীক বিধানে ॥

অবধনী লীলা সেই বধনী না হয় ।

, অরসজ্ঞ বহিস্মুখে বধনী বলয় ॥

চতুঃষষ্টি রসে নিত্য গোকুলাদি ধামে ।

লীলা করে লীলাময় অকামে-সকামে ॥

বাল্যলীলা আদি কৃষ্ণ গোকুলে করয় ।

যে লীলা দর্শনে সর্বজন মুগ্ধ হয় ॥

আশ্চর্য্য কৈশোর মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-কৃষ্ণ ।

তথাপিহ ভক্তেচ্ছায় হইয়া সতৃষ্ণ ॥

বালকাদি মূর্ত্তে নিত্য স্বধামে বিহরে ।

পারমৈশি শক্তি এই কেবান্যথা করে ॥

কৈশোর বিহার নিত্য করে বৃন্দাবনে ।  
 কেলীমৰ্ম্ম পূর্ণ কহে সেই বিহরণে ॥  
 হোলী, পুষ্পদোল, দান, রাসাদি-বিহারে ॥  
 কেলীমৰ্ম্মপূর্ণ, এই কহিনু তোমাতে ॥ •  
 শ্রীগোকুল বৃন্দাবনে অসুর মারণ ।  
 পরমার্থ রূপে নহে শুদ্ধানুকরণ ॥

তথাহি শ্রীপায়ে ।

গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠরোঃ ।  
 গোচারণং বয়শ্চৈব বিনাহসুর বিঘাতনং ॥ ১০৭ ॥

শ্রীদ্বারকা-আদি ধামে প্রভু-শ্রীনিবাস ।  
 অভিনয়রূপে করে চিত্রাসুর নাশ ॥  
 ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রভু-সনাতন ।  
 স্বল্পাক্ষরে করিলেন ইহাই বর্ণন ॥  
 বরলক্সাসুর আর অভক্ত অসুরে ।  
 কৃষ্ণহস্তে প্রাণ তাজি না যায় সে পুরে ॥  
 জ্যোতির্ব্রহ্মধামে গতি হয় সে সবার ।  
 পূর্বে করিয়াছি বৎস ! ইহার বিচার ॥  
 দ্বারিকাদি-ধামে নাহি দৈত্যের প্রকাশ ।  
 তবে কি প্রকারে তথা হবে দৈত্যনাশ ॥  
 প্রপঞ্চস্থ স্ব-ধামের লীলৈক্য কারণ ।  
 অভিনয় রঙ্গে তথা শ্রীনন্দ-নন্দন ॥



চিত্রাসুর-নাশলীলা করেন প্রকাশ ।  
 নিত্যলীলা মিত্র যাতে জানিহ নিধাস ॥  
 চিত্রার্থে আশ্চর্য্যাসুর শুদ্ধ সময় ।  
 অপ্রাকৃত রূপ নিত্য জানিহ নিশ্চয় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের সুখময় ক্রীড়ার কারণ ।  
 ভক্তগণাসুর রূপ করেন ধারণ ॥  
 অন্যথা পরমৈকান্তিভক্ত সবাকার ।  
 হৃদে পূর্ণানন্দ ভাব না হয় প্রসার ॥  
 পরম একান্তিভক্ত মনস্তপ্তি তরে ।  
 গোলোকাদি ধামে কৃষ্ণ ঐছে লীলা করে ॥  
 অথবা স্ব-লীলা নিত্য জানাইতে জনে ।  
 ঐছে লীলারঙ্গ করে ভক্তগণ সনে ॥  
 ভক্তানন্দ হেতু সর্ববরসনিধি হরি ।  
 নানামত লীলা করে দিবা-বিভাসরী ॥  
 কৃষ্ণের সকল লীলা নিত্য সত্য হয় ।  
 এই কথা সনাতন স্ব-গ্রন্থে লিখয় ॥  
 তথাহি শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং সনাতনঃ ।

এতচ্চ সর্বং যথা পূর্বভৌম ব্রজভূমাবিব উপবত্তো গোলোকে  
 ৭ ক্রীড়ায়াঃ সামগ্রী কারণং দর্শিতং । অন্যথা পরমৈকান্তিনাঃ  
 : পরিপূর্ত্যনুৎপত্তেঃ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বেই যেই প্রিয়তম ধাম ।

প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডে সদা আছে বিদ্যমান ॥

পরব্যোমে সেই সেই লীলার কারণ ।  
সেই সেই ধাম শোভে কহে মুনিগণ ॥  
ব্রহ্মাদি বন্দিত সেই ধামগণ হয় ।  
স্কন্দ পুরাণেতে এই করেন নিশ্চয় ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে ।

যা যথাত্ত্ববিবর্ত্তস্তে পূৰ্ণো ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।  
তাস্থখা সন্তি বৈকুণ্ঠে তত্তল্লীলার্থমাদৃতাঃ ॥ ১০৯ ॥

পরব্যোম অর্থে হয় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ।  
যাহার উপরে দ্বারকাদি শোভমান ॥  
প্রপঞ্চস্থ ধামে কৃষ্ণলীলা যেই যেই ।  
অপ্রপঞ্চ ধামে হয় লীলা সেই সেই ॥  
তত্তল্লীলাসের এই অর্থ সুনিশ্চয় ।  
বলদেব আদি স্ব-স্ব সন্দর্ভে করয় ॥  
পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ।  
সেই শ্বাস সহ হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ ॥  
পুনরপি পুরুষের প্রশ্বাস-কালেতে ।  
স্বশক্তি প্রসিদ্ধি হয় পুরুষ-দেহেতে ॥  
স্বশক্তি প্রসিদ্ধি হয় মহাবিষ্ণু নাম ।  
স্বশক্তি প্রসিদ্ধি হয় লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্রাম ॥  
স্বশক্তি প্রসিদ্ধি হয় বেন ত্র্যসরেণুগণ ।  
স্বশক্তি প্রসিদ্ধি হয় লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডাঙ্গগণ ॥

তথাহি শ্রীভক্তসংহিতায়ং ।

যষ্টৈক নিব্বসিতকালমথাবলম্বজীবন্তি

নোমবিলজাজগদগুনাধাঃ ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যন্ত কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ১১০ ॥

কলার্থে অংশের অংশ শাস্ত্রে এই কয় ।

গোবিন্দের অংশ কলা মহাবিষ্ণু হয় ॥

গোবিন্দের প্রতিমূর্তি প্রভু-বলরাম ।

তঁার একরূপ মহাসঙ্কর্ষণ নাম ॥

পুরুষ তাঁহার অংশ কলাতে গণন ।

সেই পুরুষের তত্ত্ব করহ শ্রবণ ॥

সাঁহাকে কহিয়ে কলা তিহোঁ মহাবিষ্ণু ।

মহাপুরুষাবতারী সেহো সর্ব্ব জিষ্ণু ॥

গর্ভোদ, ক্ষীরোদশায়ী যেই বিষ্ণুদ্বয় ।

সেই দুই শ্রীবিষ্ণুর পুরুষাখ্যা হয় ॥

মহাপুরুষের অংশ হেতু সেই দুই ।

পুরুষ আখ্যান ধরে, কহিলাম মুই ॥

যতপিহ পুরুষাখ্যা তিনের নিশ্চয় ।

তথাপি অংশাদি ভেদে তিন

তথাহি সাবততত্বে

বিকোন্ত জীপিকৃপাণি পুরুষাখ্যা

একমহতঃ সষ্ট্ বিতীয়াধ্বজঃ

কৃতীয়াঃ সর্ব্বভূতঃ তানি কাম্য

ମହାପୁରୁଷାବତାରୀ ସେହି ବିଷ୍ଣୁ ହୟ ।  
 ତିହେଁ ବିମ୍ବଧାମ, ତାଁରେ ମହାବିଷ୍ଣୁ କୟ ॥  
 ମଂଥ, କୁର୍ମ ଆଦି ଆଛେ ଯତ ଅବତାର ।  
 ଅବତାରୀ ହନ ତିହେଁ ସେହି ସବାକାର ॥  
 ଗୋବିନ୍ଦେର କଳା ତିହେଁ ବିଶ୍ଵେର ଆଶ୍ରୟ ।  
 ଧାର ଲୋମକୂପେ ବିନ୍ଧାସଂଖ୍ୟ ବିରାଜୟ ॥  
 “ତଲ୍ଲୋମବିଲଜ୍ଞା ଜଗଦଶୁନାଥାଃ” ଯତ ।  
 ଏହି ବହୁବଚନେତେ ଅନନ୍ତ ଜଗତ ॥  
 ଜଗଦଶୁ ଅର୍ଥେ ଜଗଦ୍ଭ୍ରାତା କହୟ ।  
 ନାଥାର୍ଥେତେ ବିଷ୍ଣୁଦୟ ଶ୍ରୀଜୀବ ଲିଖୟ ॥  
 ପରମାର୍ଥ ରୂପ ଜଗଦ୍ଭ୍ରାତା ନିଷ୍ଠୟ ।  
 ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ଏହି ଭାଗବତେ କୟ ॥

ତଥାହି ଶ୍ରୀମତ୍ତାଗବତେ ।

କାହଂ ତମୋଽହଂ ଶଚରାଗ୍ନିବାହୁ  
 ସଂବେଷ୍ଟିତାଂ ଶଟ୍ ସମ୍ଭବିତସ୍ତିକାୟ ।  
 କ୍ଷେଦ୍ଵିଧା ବିଗ୍ଢ଼ନିତାଂ ପରାଂ ଚ୍ୟୁତ୍ୟା  
 ବାତାଧିରୋମବିବରଂ ଚ ତେ ମହିଷଂ ॥ ୧:୨ ॥

ଗବାଙ୍କେର ଋକ୍ଷେ ଯେଛେ ରବିର କିରଣେ ।

ପରମାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ହୟ ଦରଶନେ ॥  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ପରମାତ୍ମା-ଗଣ ।  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ କରନ୍ତେ ଭ୍ରମଣ ॥  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପ ପରମାତ୍ମା-ଚୟ ।  
 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଲୋମକୂପେ ରୟ ॥

বেদগণ গোণবৃত্তো এই কথা কয় ।  
 ব্যবহার জন্ম মিথ্যা জগৎ সত্য হয় ॥  
 ব্যবহার জন্ম মিথ্যা জগৎস্বাক্য-দ্বারে ।  
 অপ্রাকৃতাব্যবহারিক সজ্জগৎ প্রচারে ॥  
 অচিন্ত্য মণ্যাদি নানা পদার্থ প্রসবে ।  
 বীজ বিনা কি প্রকারে প্রসব সম্ভবে ॥  
 ইথে জানি মণ্যাদিতে অতি সূক্ষ্মরূপে ।  
 পদার্থের বীজ রহে আপন স্বরূপে ॥  
 পরিণামকালে সেই পদার্থ-নিচয় ।  
 স্ব-স্বরূপে মণ্যাদিতে প্রবেশ করয় ॥  
 তরুণ ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতির দ্বারে ।  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া বিস্তারে ॥  
 প্রলয়-কালেতে সেই ব্রহ্মাণ্ড-নিচয় ।  
 ক্রমরূপে স্ব-স্বভাবে প্রবেশ করয় ॥  
 প্রলয় অর্থেতে খণ্ড প্রলয় কহয় ।  
 মহাপ্রলয়ের “মানাভাবঃ” শাস্ত্রে কয় ॥  
 ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে খণ্ড প্রলয়েতে ।  
 ব্রহ্মাণ্ডে ক নাশ হয় পর্য্যায়ক্রমে ।  
 ভাবী মহাপ্রলয়ের অভাব নাই ।  
 সর্ব জগন্নাশ নাহি হয় সর্বদা ।  
 খণ্ড প্রলয়েতে শুদ্ধ মূল প্রকাশিত ।  
 সূক্ষ্ম ভাব তার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ॥

যথা উর্ননাভি উর্নে আনায় সৃজিয়া ।  
 আনায়াগ্র গ্রাসি রহে আনায়ে বসিয়া ॥  
 সময়েতে উর্ননাভি আপন আনায় ।  
 গ্রাসি অন্য স্থানে পুনঃ আনায় বানায় ॥  
 পৃথিবী হইতে যথা ওষধী-নিচয় ।  
 উৎপন্ন হইয়া স্থূল-রূপেতে শোভয় ॥  
 সময়ে ওষধীগণ বীজাদি সহিত ।  
 পৃথিবীতে লয় পায়, জানিহ নিশ্চিত ॥  
 তথাক্ষরেশ্বর শক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডগগন ।  
 উৎপন্ন হইয়া থাকে বেদের লিখন ॥  
 অক্ষর ঈশ্বর শক্ত্যে উৎপন্ন কারণ ।  
 ঈশ্বর হইতে বৈলক্ষণ্য বিশ্বগণ ॥  
 অক্ষ পরম্পরান্যায়ে বহিমুখ দলে ।  
 ঈশ্বর নহিত বিশ্বাবৈলক্ষণ্য বলে ॥  
 পরমার্থরূপে সত্য বিশ্ব সমুদয় ।  
 অস্ত্রে নাহি জানে ইহা বিজ্ঞেতে জানয় ॥  
 মূলস্বরূপ হয় ঘট-কুণ্ডল কারণ ।  
 কারণ তৈছে ব্রহ্ম নিত্য হন ॥  
 স্বরূপ ঘট-কুণ্ডল-নিচয় ।  
 কারণ রূপ মূলস্বরূপ হয় ॥  
 কারণে নিত্য কারণ ঈশ্বর ।  
 কারণেই হয় ব্রহ্মাণ্ড সোচর ॥

প্রলয়ে পর্যায়ক্রমে কারণ ঈশ্বরে ।  
 স্বরূপে ব্রহ্মাণ্ড যাএণ প্রবেশে অস্তুরে ॥  
 এই সব হেতু নিত্য পরমার্থ রূপ ।  
 অতি সূক্ষ্ম হয় সর্ব ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ ॥

তথাহি শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদেনোক্তং ।

মুকুটকুণ্ডল কঙ্কণ কিকিণী পরিণতং কণকং পরমার্থতঃ ।  
 মহদহঙ্কৃতি প্রমুখং তথা নরহরেন্নপরং পরমার্থতঃ ॥ ১১৪ ॥

বিশ্বেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয় ।  
 অতএব বৈলক্ষণ্যাবৈলক্ষণ্য কয় ॥  
 বৈলক্ষণ্য অর্থে নিত্য প্রভেদ কহয় ।  
 মোদের আচার্য্য মতে তাহা নাহি হয় ॥  
 মোদের আচার্য্য মতে নিত্য ভেদাভেদ ।  
 বিশ্বেশ্বরে, এই কথা কহে যত বেদ ॥  
 সৃষ্টির পূর্বেতে বিশ্ব কভু নাহি রহে ।  
 এই কথা কোন কোন অবিবেকী কহে ॥  
 সৃষ্টির পূর্বেতে বৎস । বিশ্ব সমস্ত  
 সূক্ষ্মরূপে ঈশ্বরের লোমসি  
 সৃষ্টির পূর্বেতে শুদ্ধ সম্মা  
 একমাত্র পরমাত্মা বিরাজ  
 তাঁহাতে সক্রপ সূক্ষ্ম বিশ্ব  
 অবস্থিতি করে, এই কহি

“নাসীদ”থেষে নাহি ছিল শ্রুতি যেই কয় ।  
 তদর্থেষে প্রকট বিশ্ব নিষেধ করয় ॥  
 সৃষ্টির পূর্ববর্তে বিশ্ব স্ব-সূক্ষ্ম ভাবেতে ।  
 ঈশ্বরের লোমকূপে শোভে সজ্জপেতে ॥  
 “যদুতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ” শ্রুতি-গানে ।  
 এই মত গূঢ় অর্থ হতেছে সন্ধান ॥  
 শুদ্ধ এক রসরূপ সেই ঈশ্বরেতে ।  
 সূক্ষ্মরূপে রহে বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ববর্তে ॥  
 ইহা যেই মিথ্যা বলে সেইত অজ্ঞান ।  
 সেই নাহি জানে একরসের সন্ধান ॥  
 “অয়মাত্মোক্ত্যা”দি শ্রুতি বচনার্থ যাহা ।  
 ভাব সহ প্রকাশিয়া কহি শুন তাহা ॥  
 যাঁর শব্দে জন্মে বিশ্ব তাঁহার শক্তিতে ।  
 স্থিতি, লয় পায়, এই কহিষু নিশ্চিতে ॥  
 অতএব সেই আত্মা ব্যতিরেক যাহা ।  
 ব্যোমপুষ্প, অশ্বভিষ সম যেন তাহা ॥  
 সেই স্বয়ং আত্মা স্বীয় চিহ্নস্তি প্রভায় ।  
 মায়াম্পৃষ্ট, কহিষু তোমায় ॥

উৎসাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

সাক্ষীদীপ্তরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

চিহ্নস্ত্যা কৈবল্যো হিত আত্মনি ॥ ১১৫ ॥



অপ্রাকৃত-সর্ব-আত্মা শুদ্ধ সঙ্কেতঃ ।  
 একমাত্র স্বয়ং কৃষ্ণ মায়া অগোচর ॥  
 মায়া সঙ্গে রঞ্জে যীরা করেন রমণ ।  
 সেই ব্রহ্মা আদি তাঁর দাসেতে গণন ॥  
 ভোগযোগ্য দেহধারী দেবাদি যীহাবা ।  
 প্রাকৃত বলিয়া গণ্য হয়েন তাঁহারা ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ।

শাবস্তি চ শরীরানি ভোগার্হানি মহামুনে ।  
 প্রাকৃতানি চ সর্ক্সানি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা ।  
 ধ্যায়ন্তে যোগিনস্তৃষ্ণ শুদ্ধং জ্যোতিঃ স্বরূপিণং ।  
 হত্বেপাদাদিরহিতং নিৰ্গুণং প্রকৃতেঃ পরং ।  
 বৈষ্ণবাস্তং ন মত্বন্তে তত্ত্বজ্ঞাঃ হৃদ্যদর্শিনঃ ।  
 কুতো বত্ৰ তজ্জ্যোতিরহো তেজস্বিনঃ বিনা ।  
 জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যং শরীরং শ্রামশুদ্রকং ।  
 অতীবাস্থ্যাসক্তস্ত্বয়শ্চৈব বিতুষিতং ।  
 এবং তত্ত্বজ্ঞাঃ ধ্যায়ন্তে শয্যচ্চরণসেবিনঃ ।  
 যোগিনো যোগরূপক কালে ভক্তি বিপাককঃ ।  
 জ্যোতিরভ্যন্তরে মূর্ত্তিং পশ্যন্তি কুপরা ঐক্যোঃ ॥

প্রাকৃতিক মূল জগদৃক্ষে যেই জন ।  
 জগতের নিত্য ভাব করয়ে এখন ॥  
 মনের বিলাস মাত্র ব্রহ্মাণ্ড-নিচয় ।  
 যেই বলে, সেই জন অতি মুখ হইয় ॥

সৰ্বশক্তি পূৰ্ণ পরংব্রহ্ম সহ যেই ।  
 অত্যন্ত অভিন্ন জগদ্বর্গে, মূৰ্খ সেই ॥  
 অনিশ্চয় দোষ তাহে হয় সংঘটন ।  
 ইহা নাহি জানে সেই মূৰ্খ অভাজন ॥  
 সৰ্বশক্তিপূৰ্ণ সত্য-ব্রহ্মের সহিত ।  
 প্রভেদাপ্রভেদ নিত্য ব্রহ্মাণ্ড বিহিত ॥  
 সেইত ব্রহ্মাণ্ডগণ স্ব-সূক্ষ্ম ভাবেতে ।  
 নিত্য-সত্য রূপ, এই বুঝহ মনেতে ॥  
 সৃষ্টির পূৰ্বেতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ড-নিচয় ।  
 নাহি ছিল নাহি রবে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 মধ্যকালে সত্য এক রসরূপেণবে ।  
 নখর পীবর জগচ্চয় শোভা কবে ॥

তথাহি শ্রীশ্রুতিস্মৃতি ।

ন যদিদমগ্র আস ন ভবিষ্যদতো নিধনা-  
 দমুমিতিমন্তরা ত্বগ্নি বিভাতি মৃষেকরসে ।  
 অত উতমীয়তে দ্রবিনজাতি বিকল্প পথৈ-  
 বিতথ মনোবিলাসমৃতমিত্যবয়স্ত্যবুধঃ ॥ ১১৭ ॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণহীন অদ্বিতীয়েশ্বর ।  
 নানাবিধ নিজ শক্ত্যে করিয়া অস্তুর ॥  
 ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ করেন সৃজন ।  
 যেভাবেই হউক ইহা আত্মায় বর্ণন ॥

যৈছে অগ্নি এক স্থানে করিষাবস্থান ।  
 নিজ বিস্তারিণী রশ্মি শক্ত্যে মতিমান্ ॥  
 বহুদেশ ব্যাপ্তশীল হইয়া থাকয় ।  
 তৈছে ভগবান নিজ শক্তিতে নিশ্চয় ॥  
 অখিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী আছেন “স্বরতঃ” ।  
 ইথে জানি দৃশ্যমান অখিল জগত ॥  
 একমাত্র তাঁর শক্তি কার্য্য নিত্য হয় ।  
 এই কথা পরাশরমুনি আদি কয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুবাণে ।

একদেশ হিতস্ত্রাঘ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।  
 পবন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেন্দ্রমখিলং জগৎ ॥ ১১৮ ॥

সর্ববস্ত্র শ্রীহরি নিজ শক্তির দ্বারেতে ।  
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বজে যথার্থ-ভাবেতে ॥  
 যেই হরি স্থূল সূক্ষ্ম কার্য্য বিবৰ্জিত ।  
 সদা দীপ্তিমানাক্ষর ষাদি রহিত ॥  
 শুদ্ধ সত্ত্ব, কর্ম্মহীন, সর্ববস্ত্র ।  
 মাযাদ্যভিত্তবকারী, মায়া-জনক ॥  
 সেই পরমাত্মা সর্বব্যাপক নিশ্চিত ।  
 মজ্জদাদি অর্থ সত্য করেন বিহিত ॥  
 “ঐশাবাস্তে” এই সব আছয়ে বর্ণন ।  
 অবিস্বাস যার সেই করুক দর্শন ॥

অখিল ব্রহ্মাণ্ড নিত্য কভু নাহি ক্ষয় ।  
 আবির্ভাব তিরোভাব জানিবে নিশ্চয় ॥  
 আবির্ভাব তিরোভাব শুনি অজ্ঞজনে ।  
 ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম নাশ করয়ে কল্পনে ॥  
 ঈশ্বর হইতে সর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডাবির্ভাব ।  
 পরিণামে তাঁহাতেই হয় তিরোভাব ॥  
 অতএব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম নাশ যেই ।  
 কল্পনা কেবল সেহ কহিলাম এই ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং ।  
 আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবৎ ॥ ১১৯ ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ সত্য হয় ।  
 আলোচনা তপ তাঁর সত্য স্থনিশ্চয় ॥  
 তাঁর নাভিপদ্মোদ্ভব প্রজাপতি সত্য ।  
 তদ্ব্যস্তব ভূত সত্য কহিলাম তথ্য ॥  
 অতএব ভূতময় ব্রহ্মাণ্ড-নিচয় ।  
 পরমার্থ সত্যরূপ কভু মিথ্যা নয় ॥

তথাহি শ্রীমুহুর্ত্তারতে ।

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যাক্ষেব প্রজাপতিঃ ।  
 সত্যো ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ১২০ ॥

“আত্মা বা” ইত্যাদি এই বেদবাক্য-দ্বারে ।

প্রথমে আত্মার স্থিতি কহি বারে বারে ॥

প্রপঞ্চের স্থিতি নাহি ছিল প্রথমেতে ।

ইহাই বিশ্বাস নিত্য আছয়ে মনেতে ॥

“আত্মৈবেদং” এই শ্রুতি বাক্যে সদা কয় ।

দৃশ্যমান জগচ্চয় আত্মাই নিশ্চয় ॥

রজ্জু সর্প যেই এই অভেদ কখন ।

আত্মাতে অধ্যাস হেতু হয় সর্বক্ষণ ॥

রজ্জুতে ভুজঙ্গ জ্ঞান যৈছে মিথ্যা হয় ।

তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মাতে অধ্যাস্ত নিশ্চয় ॥

এ হেতু প্রপঞ্চ মিথ্যা কভু নহে সত্য ।

ইহা যদি কহ তবে শুন তার তথা ॥

বনেতে বিহঙ্গগণ যেমন থাকয় ।

তদ্রূপ আত্মাতে নিত্য সূক্ষ্ম জগচ্চয় ॥

অবস্থিত থাকে এই অর্থ সংসাধনে ।

আত্মাই প্রথম ছিল শ্রুতির বচনে ॥

অবিরোধ হয় আর স্ব-সিদ্ধান্ত রহে ।

বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণে এইরূপ কহে ॥

তথাহি প্রেমেররত্নাবল্যাং ।

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বনলীন বিহঙ্গবৎ ।

সৰ্বং বিশ্বস্ত মন্তব্যামিত্যুক্তং বেদবেদিত্তিঃ ॥ ১২১ ॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ শক্তি-দ্বারে ।

স্বজিলা ব্রহ্মাণ্ডগণ যথার্থ প্রকারে ॥

বথার্থ সৃজিলা এই বাবোর দ্বারায় ।  
 সূক্ষ্ম জগচ্চয় সত্য কহিনু তোমায় ॥  
 জীবের বৈরাগ্য হেতু অতি-স্মৃতিগণ ।  
 অনিত্যাসজ্জগচ্চয় কহেন কীর্তন ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ।

অশক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিষ্ণুর্থার্থঃ সৰ্ববিজ্ঞগৎ ।  
 ইত্যুক্তেঃ সত্যমৈবেতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ ॥ ১২২ ॥

মহাপ্রলয়ের নিত্য অভাব কারণ ।  
 প্রকৃতি প্রসূত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডাগণন ॥  
 এককালে মুক্ত নাহি হয় কদাচন ।  
 এই কথা কহে সদা শাস্ত্র-চক্ষুগণ ॥  
 ঋণ ঋণ প্রলয়েতে ঋণ ঋণ ভাবে ।  
 একৈক ব্রহ্মাণ্ড নাশে তদিচ্ছা প্রভাবে ॥  
 কালে তদিচ্ছায় পুনঃ সেই সেই স্থানে ।  
 ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন তাঁর প্রকৃতি বিধানে ॥  
 এইমতে স্থূলানন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ।  
 ক্রমরূপে হয় আর হয় পরকাশ ॥  
 একদিকে নাশ আর একদিকে হয় ।  
 অনাদি-রূপেতে এই নিয়ম আছয় ॥  
 যুগিত চক্রের সম পরিবর্ত এই ।  
 ইহা যেই জানে সদানন্দময় সেই ॥

যথা মায়া নিত্য তথা বিশ্ব গোলাকার ।  
নিত্য শ্রীগোলোক নিত্য বৈকুণ্ঠ তাঁহার ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ।

যথা নিত্য চ প্রকৃতিস্তথৈব বিশ্বগোলকঃ ।  
গোলোকশ্চ যথা নিত্যস্তথা বৈকুণ্ঠ এবচ ॥ ১২৩ ॥

মায়ার সহিতানন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তিনে স্ব-স্ব কার্য্য করে ॥  
দ্বাদশ আদিত্য আর দিক্‌পাল দশ ।  
নবগ্রহ, অষ্টবসু, রুদ্র একাদশ ॥  
তিন কোটি সুর, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর ।  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রঅশুচর ॥  
ভূতাদি, রাক্ষসগণ, সৰ্ব্ব চরাচর ।  
বিশ্বে বিশ্বে বিনির্মাণ করেন ঈশ্বর ॥  
সপ্ত স্বৰ্গ, সপ্ত সিদ্ধি, সপ্তদ্বীপাস্থিত ।  
পীতব কাঞ্চনী ভূমি তমাদি পুরিত ॥  
সপ্তম পাতাল সৰ্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে আছর ।  
সৰ্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে চন্দ্র-সূর্য্য বিরাজয় ॥  
পুণ্যক্ষেত্র, গঙ্গা আদি তীর্থ সমুদায় ।  
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বৎস ! সদা শোভা পায় ॥  
শ্রীমহাবিষ্ণুয় লোম কৃপানুসারেতে ।  
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড শোভে নিশ্চয়রূপেতে ॥

স্থল ব্রহ্মাণ্ডেই এই আনন্ত্যং যাহা ।

পুরাণেতে বেদব্যাস প্রকাশিলা তাহা ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ।

দ্বায়য়া প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মকাঃ ।

দিকৃপালা দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রাশ্চৈকাদশাপি বা ।

নবগ্রহাষ্টৌবসবো দেবাঃ কোটিত্রয়স্তথা ।

ব্রাহ্মণক্ৰত্বিট্শূদ্রাযক্ষগন্ধর্ব্বকিমরাঃ ।

ভূতাদয়ো রাক্ষসাস্চাপ্যেবং সৰ্ব্বং চরাচরং ।

বিশ্বে বিশ্বে বিনির্দ্দ্যাণং স্বৰ্গাঃ সপ্ত ক্রমেণ বৈ ।

মণ্ডসাগরলংঘুস্তা মণ্ডদ্বীপা বনুন্ধরা ।

কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা ভমোযুক্তস্থলং ততঃ ।

শাতালাশ্চ তথামণ্ডব্রহ্মাণ্ডমেভিরেব চ ।

বিশ্বে বিশ্বে চক্ৰস্বর্যো গুণ্যক্কেত্রক ভারতং ।

তীৰ্থান্তেভানি সৰ্ব্বত্র গঙ্গাদীনি ব্রহ্মেশ্বর ।

দাবস্তি লোমকূপানি মহাবিষ্ণোঃ ক্রমেণ চ ।

বিশ্বাত্তেব হি তাবস্তিসংখ্যানি পিত ঋবং ॥ ১২৪ ॥

বৈকুণ্ঠাদি ধামে যৈছে অবিচ্ছেদ রূপে ।

নিত্য ক্রীড়া করে কৃষ্ণ আপন স্বরূপে ॥

তরুণ প্রপঞ্চগত নিজানন্তধামে ।

নিত্য লীলা করে কৃষ্ণ কুঞ্জাদি-আরামে ॥

মধুরামগুল আদি যেই বেই ধাম ।

প্রপঞ্চ মধ্যেতে দৃষ্ট হয় অবিশ্রাম ॥



সেই সেই ধামগণ নিত্য কি প্রকারে ।  
 তাহার মীমাংসা শুন কহি যে তোমারে ॥  
 নিজাত্মস্বরূপভূত নিজ ধামগণে ।  
 স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চ মধ্যে করি উদ্ভাবনে ॥  
 সেই সেই ধামে কৃষ্ণ স্বয়ং শোভা পায় ।  
 ব্রহ্মাদি শব্দের দ্বারে ইহাই জানায় ॥  
 গোপাল তাপনী আদি ঋতিতে কহয় ।  
 শ্রীমথুরাপুরী সাক্ষাৎসুখ রূপ হয় ॥  
 সপ্তম পুরীর মধ্যে শ্রীমথুরা ধাম ।  
 শ্রীব্রহ্মগোপালপুরী তৎস্বরূপাখ্যান ॥  
 সপ্তপুরী যেই যেই শাস্ত্রমতে হয় ।  
 তাহা কহি শুন বাপ ! করিয়া নিশ্চয় ॥  
 অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাঞ্চী, অবন্তিকা ।  
 কাশী, দ্বারাবতী সপ্ত মোক্ষ-প্রদায়িকা ॥  
 মায়া শব্দে হরিদ্বার জানিহ নিশ্চয় ।  
 বৃহদ্রত্নে শ্রীকামাখ্যা বর্ণন করয় ॥  
 রামপুরী শ্রীঅযোধ্যা রামধনুপরি ।  
 চক্রোপরি কৃষ্ণপুরী মথুরানগরী ॥  
 দুর্গাপুরী মায়া শিবলিঙ্গ শিরে সাজে ।  
 শিবপুরী কাশী শোভে শূল-শিরোমাকে ॥  
 বিষ্ণুপুরী অবন্তিকা পয়োনিধি তীরে ।  
 বিষ্ণু-পাদোপরি শোভে বলিরাজ-শিরে ॥

হরি-হর কাঞ্চী দুই পুরী যেই হয় ।  
 হরির যুগল করোপরি বিরাজয় ॥  
 পাঞ্চজন্তোপরি কৃষ্ণপুরী দ্বারাবতী ।  
 এই সপ্তপুরী মোক্ষদাত্রী জীব প্রতি ॥  
 সপ্তপুরী মধ্যে শ্রেষ্ঠা মথুরা-নগরী ।  
 শ্রীবৈকুণ্ঠাপেক্ষা যার মহিমা বিস্তরি ॥

তথাহি বৃহদ্রত্নপুরাণে ।

অযোধ্যারামনগরী মথুরা কৃষ্ণপালিকা ।  
 মায়া চ কামরূপাখ্যা কানী শিবপুরী মতা ॥  
 শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী কাঞ্চী যুগ্মঞ্চ সম্মতং ।  
 অবন্তী চ সমুদ্রশ্চ তীরে শ্রীপুরুষোত্তমং ॥  
 দ্বারাবতী সমুদ্রশ্চ মধ্যে কৃষ্ণ কৃতাপুরী ।  
 এতাস্ত পৃথিবীমধ্যে ন গণ্যন্তে কদাচন ॥  
 শ্রীরাম ধনুরুপ্রস্থ অযোধ্যা হি মহাপুরী ।  
 মথুরা কেশব শ্রেষ্ঠা সূদর্শন বিধারিতা ॥  
 মায়া চ শিবলিঙ্গশ্চ ব্রহ্মবিষ্ণুাদি সেবিতা ।  
 কানী শিব ত্রিশূলশ্চ কাঞ্চোহরিহরাত্মকঃ ॥  
 বাম দক্ষিণহস্তাভ্যাং দধার দ্বিজপুঞ্জব ।  
 অবন্তিকা পুরীদিব্যাহরেঃ পাদোপরিস্থিতা ॥  
 পুরী দ্বারাবতী বিষ্ণোঃ পাঞ্চজন্তোপরিস্থিতা ।  
 এতাঃ সর্বাঃ মুক্তি দাত্তাঃ একত্র গণিতাঃ সুরৈঃ ॥১২৫॥

হরি-হরাত্মক শব্দে এই অর্থ হয় ।  
 হরিহর হস্তোপরি কাঞ্চী দুই নয় ॥

যথা গুণময়ী মায়া তথা গুণান্বিত ।  
 পুরুষ সবার গতি হয়ত নিশ্চিত ॥  
 ব্রহ্ম, বিষ্ণু আদি সেবা, মূলের বাক্যেতে ।  
 গ্রহে অর্থ বিনা আর কি লাগে মনেতে ॥  
 যত্বপি বিষ্ণুর গতি মায়ার সকাশে ।  
 তথাপি নির্লিপ্ত তাঁর স্বরূপ প্রকাশে ॥  
 এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 প্রস্তাবিত বাক্যান্তর করহ শ্রবণ ॥  
 মধুরায় এক দিন মাত্র যেই রয় ।  
 তার হৃদে কৃষ্ণভক্তি সমুৎপন্ন হয় ॥  
 অতএব শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা উত্তমা ।  
 মধুপুরী হয় যার নাহিক উপমা ॥  
 যৈছে বৃন্দাবন নিত্য কৃষ্ণলীলা স্থান ।  
 তৈছে তাঁর মধুপুরী কহিনু সন্ধান ॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে ।

অহো মধুপুরী ধত্তা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীরসী ।  
 দিনমেকং নিবাসেন হরোভক্তিঃ প্রজায়তে ।  
 নিত্যং মে মধুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা ॥ ১২৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দেহরূপ হয় বৃন্দাবন ।

“বনং মে দেহরূপকং” শ্রীমুখ বচন ॥

তার মধ্যে রাসস্থলী অতি গুহ্য হয় ।

যেই স্থান পরকীয়া রসেতে শোভয় ॥

তথাহি শ্রীলক্ষ্মণভাগবতামৃতে ।

অত্রৈবাক্ষাণ্ডমালাপি পর্যাপ্তিমুপগচ্ছতি ।  
বৃন্দাবন প্রতীকেহপি যাম্বভূতৈব বেধসা ।  
ইত্যতোরাসলীলায়াং পুলীনে তত্র যামুনে ।  
প্রমদাশতকোট্যোপি মমূৰ্ঘস্তৎ কিমমুতং ॥ ১২৭ ॥

পরকীয়া ভাবাশ্রিত ভক্ত সবাকার ।  
রাসস্থলে শেষ গতি কহিলাম সার ॥  
পরকীয়াভাবাশ্রয় করিবার আশে ।  
ভক্তিক্ষেত্রে কোন কোন ব্যক্তি ভক্ত্যাভাসে ॥  
কামিনী আশ্রয় করি করয়ে সাধন ।  
তাহাদের মুখ নাহি হের কদাচন ॥  
অপ্রাকৃত পরকীয়াভাবাশ্রয় তরে ।  
কামিনী দর্শন আদি যেই জন করে ॥  
তার অপ্রাকৃত শুদ্ধ পরকীয়াভাব ।  
প্রাপ্তি দূরে রহু হয় নরক সংলাভ ॥  
পরকীয়াভাবলিপ্সু ধীর ভক্তগণ ।  
দ্রীসঙ্গ তৎসঙ্গী সঙ্গ করিয়া বর্জজন ॥  
নির্ভয় প্রদেশে রহি পরকীয়াভাবে ।  
রাধাকৃষ্ণে স্মরিবেন স্বসিদ্ধ স্বভাবে ॥  
অতন্দ্রিত ভাবে সখীগণ অনুসারে ।  
রাধাশ্রামে সেবিবেন কুঞ্জের মাঝারে ॥

স্ত্রীসঙ্গ তৎসঙ্গী সঙ্গ্রে ভজন বিনাশ ।

গলায় লাগিয়া যায় ভবরজ্জু ফাঁশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গঃ ত্যক্তুঃ দূরত আত্মবান্ ।

ক্লেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিস্তস্যেন্নামতজ্জিতঃ ।

ন তথাস্তু ভবেৎ ক্লেশো বদ্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ ।

যোষিত্সঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥ ১২৮ ॥

সংসার ছাড়িয়া নারী দর্শন স্পর্শন ।

নারীর ভগ্নাদি-হাস্ত করিবে বর্জ্জন ॥

উদর ভরণ আদি করিবার আশে ।

না যাবে মিথুনীভূত গৃহস্থের বাসে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

স্ত্রীণাং নিরীক্ষণ স্পর্শ সংলাপক্লেলনাদিকং ।

প্রাণিনো মিথুনীভূতা ন গৃহস্থোহগ্রতন্তজ্জেন্ ॥ ১২৯ ॥

বৈরাগী হইয়া যেই কামিনী-কাঞ্চন ।

লাভাশয়ে চোঁড়ে সদা গৃহীর ভবন ॥

মক্কট বৈরাগী সেই শিশ্নোদর পর ।

তার সঙ্গ্রে সর্বনাশ জানি নিরস্তর ॥

গৃহীমধ্যে ত্যাগীমধ্যে কোন কোন জন ।

নারী লঞা করে রামানন্দানুকরণ ॥

তাহারা কহয়ে সেই রামানন্দ রায় ।

পরকীয়াভাব সাধে করি স্ত্রী সহায় ॥

দুই দেব দাসী লঞা শ্রীক্ষেত্রধামেতে ।  
 রাধাকৃষ্ণে ভজে রায় পীরিতি মার্গেতে ॥  
 রায়ের বিশুদ্ধভাব বিশুদ্ধভজন ।  
 নাহিক বুঝয়ে তারা দুর্দৈব কারণ ॥  
 নিজ নাটকাভিনয় শিখাবার তরে ।  
 দেবদাসী স্পর্শ রায় কতু কতু করে ॥  
 সতী শ্রেষ্ঠা প্রেমপরা জগন্নাথপ্রিয়া ।  
 দেব দাসী দুই রায় ইহাই জানিয়া ॥  
 ভক্তির সহিত আনি দেব দাসীদ্বয়ে ।  
 নাটকাভিনয় শিক্ষা দেয় মহাশয়ে ॥  
 রাজপাত্র রামানন্দ স্ব-সর্ববাভিলাষ ।  
 পরিপূর্ণ করে করি নীলাচলে বাস ॥  
 তথা বসি পরকীয়াভাবে সর্বক্ষণ-।  
 রসরাজ কৃষ্ণচন্দ্রে করেন ভজন ॥  
 রায়ের নিশ্চল মন সদা সর্বক্ষণে ।  
 নিরত নিকুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের সেবনে ॥  
 এ হেন পবিত্র মনে যেই যেই জন ।  
 মসীবিন্দু দিতে চায় তাহারা অধম ॥  
 রায়ে ধন্যবাদ দিয়া মহাপ্রভু কয় ।  
 রায় সম শুদ্ধ আত্মা জীবের না হয় ॥  
 দারুময়ী যোষা দৃষ্টে আমার হৃদয় ।  
 ক্ষুদ্র হয় অতি তবু রায়ের না হয় ॥

সখী অনুসারে রাধাকৃষ্ণের ভজন ।  
 যার ঠাই শিক্ষা করে শ্রীশচী-নন্দন ॥  
 দেবদাসী দুয়ে সেই রায়ের রমণ ।  
 যেই যেই কহে, সেই সেই অভাজন ॥  
 নিজ নিজ শিশু তৃপ্তি করণ-কারণ ।  
 ভগুগণ ভক্তসাজে সদা-সর্বক্ষণ ॥  
 রায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া অজ্ঞজনে কয় ।  
 রমণী আশ্রয়বিনা ভজন না হয় ॥  
 দুর্ভাগ্যবশতঃ ভবে কোন কোন জন ।  
 সেই সব ভগুবাক্যে হইয়া মগন ॥  
 ইহকাল পরকাল সব করে নাশ ।  
 সতর্ক লাগিয়া ইহা করিহু প্রকাশ ॥  
 হ্লাদিনী শক্তির সার বৃত্তে বৃন্দাবনে ।  
 নিজ সিদ্ধদেহে নিত্য অনুরাগ মনে ॥  
 গুরুসখ্যাদিষ্টক্রমে কৃষ্ণের ভিতরে ।  
 রাধাকৃষ্ণ সেব নিত্য বিধি অগোচরে ॥  
 হ্লাদিনীর সারবৃত্তে যে ভাব উঠয় ।  
 সেই পরকীয়াভাব সূষ্ঠ রতিময় ॥  
 সেই রতি শ্রীকৃষ্ণাত্মা প্রতি সদা ধায় ।  
 পরকীয়াভাব এই কহিহু তোমায় ॥  
 এই পরকীয়াভাব বিধি অগোচর ।  
 শ্রীগুরু-কৃপায় জীব জানে নিরন্তর ॥

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত, এই তিনের কৃপায় ।  
 অলভ্য কিছু না থাকে কহিনু তোমায় ॥  
 একের অকৃপা হেতু দুয়ের অকৃপা ।  
 ইহা না বুঝিতে পারে অভাগ্যাসূতপা ॥  
 শ্রীগুরু কৃপায় যবে জীবের হৃদয়ে ।  
 হ্লাদিনীর সারবৃত্তি প্রস্ফুটিত হয়ে ॥  
 তবে সেই জীব করে কৃষ্ণাত্ম্য রতি ।  
 পরকীয়াভাব সেই জানিহ স্মৃতি ॥  
 হ্লাদিনীর সারবৃত্ত্যে পরাত্ম্য কৃষ্ণেতে ।  
 যেই রতি-ভাব শোভে হৃদয় মাঝেতে ॥  
 সেই রতি-ভাব আত্মধর্ম ছাড়াইয়া ।  
 কৃষ্ণাকর্ষ করে নিত্য সব ভুলাইয়া ॥  
 জীবের স্বধর্ম-কর্ম যতেক আছেয় ।  
 হ্লাদিনীর সারবৃত্তি সকল নাশয় ॥  
 জীবের স্বধর্মানন্তে শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ।  
 সেই ত স্বধর্মানন্ত দুই নিরূপণ ॥  
 প্রকাশিয়া কহি তাহা শাস্ত্র অনুসার ।  
 বেদ অনুসার এক বেদাতীত আর ॥  
 বেদ অনুসার যেই সেই মন্ত্রময় ।  
 বেদাতীত যেই তারে রাগময় কর ॥  
 বেদ অনুসারে হয় স্বকীয়া-ভজন ।  
 বেদাতীত পরকীয়া স্বকপে-গণন ॥



হলাদিনীর সারবৃত্ত্যে জীবের হৃদয়ে  
 কৃষ্ণোন্মুখ যেই রাগ সমুদিত হয়ে ॥  
 সেই রাগ কৃষ্ণ-সুখ বাঞ্ছে সর্ববক্ষণ ।  
 অন্য সুখে তুচ্ছজ্ঞানে করয়ে বর্জ্জন ॥  
 অতএব জীব গোপীভাব অঙ্গীকরি ।  
 স্ব-সিদ্ধ প্রকৃতি-দেহ আরোপেতে ধরি ॥  
 কৃষ্ণানন্দে নিজানন্দ করিয়া মিশ্রণ ।  
 কৃষ্ণাত্মায় রত্যানন্দে করেন সেবন ॥  
 স্বসিদ্ধ প্রকৃতি-দেহ নিত্য কৃষ্ণাত্মায় ।  
 ঘনরাগে নানাভাবে যেই রতি ধায় ॥  
 সেই রতি হয় স্তম্ভু শৃঙ্গার-স্বরূপ ।  
 যাহে বশ হয় কৃষ্ণ সর্ববরসভূপ ॥  
 বাগেতে স্বধর্ম্য ছাড়ি শ্রীনন্দ-নন্দনে ।  
 পরকীয়া ভাবে যেই সদাসর্ববক্ষণে ॥  
 রসানন্দ দ্বারে করে রহস্ত্রে সেবন ।  
 সেই পরকীয়া ভক্ত রূপের লিখন ॥  
 পরকীয়াভাব বিনা রতি পূর্ণ নহে ।  
 অতএব পরকীয়াভাব শ্রেষ্ঠ কহে ॥  
 সেই পরকীয়াভাবে সেবা সুনিশ্চয় ।  
 একমাত্র শ্রীকৃষ্ণাত্মা আর কেহ নয় ॥  
 সর্ববরসবারিধিস্বধর্ম্য কৃষ্ণ বিনে ।  
 অন্যোক্তে নাহিক কভু কহেন প্রাচীনে ॥

এ লাগি চরমানন্দ রসে সৰ্ব্বক্ষণে ।  
 রসিক-শেখর কৃষ্ণ সেবা বৃন্দাবনে ॥  
 নিত্যসিদ্ধ পরকীয়া ভাব এই হয় !  
 গোপীকার হৃদে নিত্য বিরাজ করয় ॥  
 জীবহৃদে সেই ভাব অতি ক্ষুদ্রাকারে ।  
 হ্লাদিনী শক্তিতে আছে কহিনু তোমাতে ॥  
 জীবহৃদিগতা আহ্লাদিনী শক্তি যেই ।  
 তিঁহ অতি ক্ষুদ্ররূপা কহিলাম এই ॥  
 জীবে যত শক্তি আছে সেই সব শক্তি ।  
 বিন্দু বিন্দু রূপাপূর্ণা শাস্ত্রের প্রসক্তি ॥  
 অতি ক্ষুদ্ররূপা হেতু জীব শক্তিগণে ।  
 বৃহৎরূপা মায়া করে স্বেচ্ছায় চালনে ॥  
 মায়ায় চালনে জীব চলে যতদিন ।  
 ততদিন বদ্ধভাবে সদ্ধাই মলিন ॥  
 সেই বদ্ধ হৈতে মুক্ত পাইবার তরে ।  
 গুরুপাদপদ্মাশ্রয় আদি জীব করে ॥  
 গুরুপাদ প্রভৃতির সম্পূর্ণ কৃপায় ।  
 মারাবদ্ধ হৈতে জীব ধ্রুব মুক্ত পায় ॥  
 তবে জীব স্ব-হৃদিস্থা শক্তিমান ধর্ম্য ।  
 উপলব্ধি করি করে স্ব-কর্তব্য কর্ম্য ॥  
 স্ব-কর্তব্য কর্ম্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ।  
 ইহাই নিশ্চয় জানি করয়ে শিক্ষণ ॥

একাগ্রবুদ্ধিতে গোপীভাবাদি চিস্তনে ।  
 গোপীভাব আদি কিছু লভে জীবগণে ॥  
 যেমন তৈলপা কাচপোকারে ভাবিয়া ।  
 তদ্বর্ণাদি কিছু লভে কহি বিবরিয়া ॥  
 সধু ক্রিষিষিষ্ট শূদ্র বহুদিন ধরি ।  
 যদি বিপ্র পূজে নিত্য দৃঢ়া ভক্তি করি ॥  
 তবে সেই শূদ্রাস্তরে অম্লান প্রমাণে ।  
 প্রবেশে বিপ্রের গুণ কহিষু সন্ধানে ॥  
 যেমন তৈলপা কাচপোকার চিস্তনে ।  
 কাচপোকা নাহি হয়, তৈছে শূদ্রগণে ॥  
 বিপ্র জন্ম বিনা বিপ্র হইবারে নারে ।  
 তদ্রূপ শ্রীগোপীভাব আদি চিস্তা দ্বারে ॥  
 গোপী অনুগত গোপী হইতে না পারে ।  
 যথা শাস্ত্র এই কথা কহিষু তোমাতে ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

একাগ্রবুদ্ধাপরিশীলনেন ব্রহ্মৈব স স্তাদিতি নৈব বাচ্যং ।  
 কিঞ্চিদগুণৈশ্চৈব ভবেৎ প্রবেশো যৎকীটভৃঙ্গাদিষু দৃষ্টমিথং ॥  
 ভক্ত্যা সদা ব্রাহ্মণপূজনেন শূদ্রোহপি ন ব্রাহ্মণতামুপৈতি ।  
 কিঞ্চিদগুণৈশ্চৈব ভবেৎ প্রবেশো ন ব্রাহ্মণঃ স্তাৎ খলু শূদ্রজাতিঃ ॥১৩২॥

সাধনাবস্থায় জীব এ হেন প্রকার ।

সাক্ষ্যপ্য করয়ে লাভ শাস্ত্রেতে প্রচাব

সাধনে ভাবিবে যাহা নিজ প্রিয়জ্ঞানে ।  
 সিদ্ধিতে পাইবে তাহা কহিনু সন্ধানে ॥  
 যাদৃশী ভাবনা যার তাদৃশী তাহার ।  
 সিদ্ধিলাভ হয় এই কহিলাম সার ॥  
 সর্বধর্ম্য পরিহরি কৃষ্ণৈক-শরণে ।  
 সাধন করিলে সিদ্ধ হয় জীবগণে ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যাদৃশী ভাবনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ।  
 সর্ব ধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ ১৩৩ ॥

সাধনে হইয়া সিদ্ধ সিদ্ধি সময়েতে ।  
 নিজ যুথেশ্বর্য্যভীষ্টা গোপীর দেহেতে ॥  
 সাযুজ্য লভিয়া জীব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম ।  
 নিশ্চয় করয় লাভ কে করে খণ্ডন ॥  
 সিদ্ধমত সিদ্ধিকালে গোপীর সঙ্গিতে ।  
 সালোক্য লভয়ে জীব নিশ্চয় রূপেতে ॥  
 সাযুজ্য মুক্তির মধ্যে গণিত নিশ্চয় ।  
 এ হেতু বাদীর বাক্য গ্রাহ্য কভু নয় ॥  
 গোপ্যার্থেতে নিজাভীষ্টরূপা সখী হয় ।  
 এ হেতু সখ্যানুগত ধর্ম্মশাস্ত্রে কয় ॥  
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা অতি গূঢ়তর ।  
 লাস্য-স্বাসনাদি ভাবে না হয় গোচর ॥

সখী সবাংকার শুদ্ধ ইথে অধিকার ।  
 সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ॥  
 সখী বিনা এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় ।  
 সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয় ॥  
 সখী বিনা আর কার ইথে নাই গতি ।  
 সখীভাবে যেই তার হয় অনুগতি ॥  
 রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায় ।  
 সেই সাধ্য পেতে অন্য নাহিক উপায় ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ।

বিভূরপি স্মখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপি ভাবঃ  
 ক্রমমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োৰ্য্যাত্তেষাঃ ।  
 প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্ধিভূতীৰ্বিবেশঃ  
 শ্রয়তি ন পদমাংসং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাব নিত্য স্ব-প্রকাশ ।  
 নিত্য স্মখানন্তরূপ জানিহ নির্ধাস ॥  
 গোবিন্দের চিদ্ধিভূতিরূপ সখীগণ ।  
 এ লাগি রসজ্ঞে লয় সখীর শরণ ॥  
 চিদ্ধিভূতি অর্থে কহে শ্রীচিচ্ছকৈশ্যশ্রয়্য ।  
 অতএব সখীগণ হয় সর্ব বর্ষ্য ॥  
 চিদ্ধিভূতি হেতু সখীগণ পরকীয়া ।  
 নিত্যরূপে হয়, এই কহি বিস্তারিয়া ॥  
 চিচ্ছক্তির ধর্ম্ম যাহা নিত্য রূপ হয় ।  
 সৌদামিনী, সবাংকার সেট মত কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্ব-চিহ্নস্তি সহ নিত্যরূপে ।  
 রাগপ্রাপ্ত পরিণয় কহিনু স্বরূপে ॥  
 যেহে রাগ প্রাপ্তোদ্ধাহ চিহ্নস্তির সনে ।  
 তেহে রাগপ্রাপ্তোদ্ধাহ করে গোপীগণে ॥  
 অংশিনীর যেই ধর্ম অংশের তাহাই ।  
 ইহান্যথা করে হেন সাধ্য কার নাই ॥  
 উদ্ধাহারূপ এই শাস্ত্রগণে কয় ।  
 ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য আদি হয় ॥

তথাহি শ্রুতৌ ।

ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাস্বরঃ ।  
 গাঙ্ধকৌরাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ১৩৫ ॥

বিধিপ্রাপ্ত বিবাহের স্বকীয়া আখ্যান ।  
 রাগপ্রাপ্ত বিবাহের পরকীয়া নাম ॥  
 বিবাহার্থে পরিণয় তদর্থতে এই ।  
 সর্বতোভাবেতে গতি সর্বকাল যেই ॥  
 তার সঙ্গ সর্বকাল অবিচ্ছেদরূপে ।  
 পরকীয়াভাব সেই কহিনু স্বরূপে ॥  
 স্বামি প্রতি স্ত্রীর যেই রাগ দেখা যায় ।  
 হার্দাভাস রাগ সেই সহৈতুক প্রায় ॥  
 পর পতি প্রতি স্ত্রীর যেই রাগ হয় ।  
 পূর্ণহার্দরাগ সেই নিহেতু নিশ্চয় ॥

সেই নির্হেতুক রাগ পরকীয়া বিনে ।  
 স্বকীয়ায় নাহি হয়, কহেন প্রবীণে ॥  
 চিন্ময় পুরুষ কৃষ্ণ স্ব-চিচ্ছক্তি সঙ্গে ।  
 অবিচ্ছেদরূপে নিত্য লীলা করে রঙ্গে ॥  
 অনাদিরূপেতে তাঁর চিচ্ছক্তি সকল ।  
 নিজ নিজ রাগে কৃষ্ণে সেবেন কেবল ॥  
 বিধি তাঁহাদের কাছে যাইবারে নারে ।  
 তেঁই পরকীয়া কহে গোপী সবাচারে ॥  
 বেদ বিধি অগোচর রাধাকৃষ্ণ যৈছে ।  
 ধাম আদি সখা-সখীগণ তাঁর তৈছে ॥  
 সখীর স্ভাব এক অকথা-কথন ।  
 কৃষ্ণ সহ স্ব-সঙ্গম না বাঞ্জে কখন ॥  
 কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায় ।  
 নিজ সুখ হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥  
 কৃষ্ণ-প্রেম কল্পলতা রাধার স্বরূপ ।  
 সখীগণ হয় তার পত্র পুষ্প রূপ ॥  
 কৃষ্ণ-লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ।  
 স্ব-সুখ হইতে পত্রাদির সুখ হয় ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ।

সখ্যাঃ শ্রীরাধিকায় ব্রজকুমদবিধোহ্লাদিনীনাং শব্দৈঃ  
 সার্বাংশে প্রেমবল্লভাঃ কিসলয়দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ ।

সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচরৈক্লসন্ত্যামমুখ্যাঃ

জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতশ্চশমধিকং সন্তি যন্তরচিত্রং ॥ ১৩৬ ॥

আহ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীমতী-রাধার ।

অংশ হেতু সখীগণ তন্তুল্যা প্রচার ॥

শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গমে নাহি সখীদের মন ।

তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥

নানাছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।

আত্মসুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায় ॥

অন্য-বিশুদ্ধপ্রেমে করে রস পুষ্ট ।

তাসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥

সহজে গোপীর প্রেম নহে নীচ কাম ।

কামক্রীড়া সাম্যে তার হয় কাম নাম ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমং প্রথাং ।

ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঙ্কন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ ১৩৭ ॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের মরম ।

কৃষ্ণসুখ হেতু মর্শ্ব প্রেম সর্বোত্তম ॥

সেই প্রেম গোপীহৃদে নিত্য শোভা পায় ।

তঁই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ সর্বলোকে গায় ॥

নিজেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা নাহি গোপীকার ।

কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥



তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

যন্তেষুজাত চরণাশ্রুহং স্তনেষু  
 ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়দধীমহি ককশেষু ।  
 তেনাটবীমটসি তদ্যথতেন কিং শ্বিং  
 কূর্পাদিভিল্লমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৩৮ ॥  
 সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয় ।  
 বেদধর্ম্য ত্যজি সেই কৃষ্ণকে ভজয় ॥  
 রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ।  
 সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥  
 শ্রীব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ।  
 ভজে কৃষ্ণে, ভাবযোগ্য দেহ পাঞা সেই ॥  
 বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পায় তাহাতে প্রমাণ ।  
 উপনিষচ্ছুতিগণ দেখ মতিমান ॥  
 রাগমার্গে ভজি তাঁরা ব্রজেন্দ্র-নন্দনে ।  
 নিভূতে করেন লাভ সেই বৃন্দাবনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নিভৃতমক্ৰম্মনোক্ষ দৃঢ়যোগ যুজোহুদি যমুনয়  
 উপাসতে তদরমোহপি যযুঃ স্মরণাৎ ।  
 স্ত্রিয় উরগেজ্জ ভোগ ভুজদণ্ড বিবক্ট যিরো  
 বয়মপি তে সমাঃ সমাদৃশোহজিষ্ম সরোজসুধাঃ ॥ ১৩৯ ॥  
 সমাদৃশ অর্থে কহে গোপীভাবাশ্রয় ।  
 সমার্থে অসতির গোপী দেহপ্রাপ্তি হয় ॥

অংগ্রিশ্রমশূন্যে অর্থে কৃষ্ণসজ্জানন্দ ।

বিধিমার্গে নাহি পাই ব্রজে কৃষ্ণচন্দ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নারঃ স্থখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।

জানিনাঞ্চাস্তভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ১৪০ ॥

ব্রহ্মবিদ্যাশ্রুতিগণ কৃষ্ণের কৃপায় ॥

গোপীদেহ লভি গোপীভাবে কৃষ্ণ পায় ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্রামনে ।

ব্রহ্মানন্দময়ো লোকে ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ ।

তল্লোকবাসীতত্রাহ্নৈঃ স্ততো বেদৈঃ পরাংপরঃ ॥

চিরং স্তত্যা ততস্তষ্টঃ পরোকং গ্রাহ তান্ গিরা ।

তুষ্ঠোহস্মি অস্ত ভো গ্রাহ্য বরং যদ্বনসীম্ভিতং ॥

শ্রীকৃতয় উচুঃ ।

যথা তল্লোকবাসিন্যঃ কামতৎবেন গোপিকাঃ ।

ভক্তস্তি ব্রমণং মদা চিকীর্ষাজ্জনিম্বত্বা ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

হুত্ব ভো দুর্ঘটশ্চৈব স্ম্যাকং স্মনোরথঃ ।

মহানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি ।

আগামিনি বিরিকৌ তু জাতে সৃষ্টার্থযুজ্ঞতে ।

কল্পঃ সান্বতঃ গ্রাপ্য ব্রজে গোপো ভবিষ্যথ ।

পৃথিব্যাং ভারভেক্ত্রে মাধুরে মম মণ্ডলে ।

বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেমান্ কো দাসমণ্ডলে ।

জারধর্ষণে অমোহং অদৃঢ়ং সর্বতোহধিকং ।  
ময়ি সংপ্রাপ্য সর্বৈষপি কৃতকৃত্য্য ভবিষ্যৎ ॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

ঐশ্বর্যতচ্চিস্তদন্ত্যস্তা রূপং ভগবতশ্চিরং ।  
উক্তকালং সমাসাশ্চ গোপোভূত্বা হরিংগতা ॥ ১৪১ ॥

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ।  
রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের-বিহার ॥  
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাই সেবন ।  
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥  
গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে ।  
ভজিলেহ নাহি পায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেতে ॥  
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিল ভজন ।  
তবু না পাইলা ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥

তথাহি শ্রীমত্তাগবতে ।

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উনিতাস্তরতঃ প্রসাদঃ  
স্বর্ঘোষিতাং নর্গনগন্ধরুচাং কুতোহস্তাঃ ।  
রাসোৎসবেহস্ত ভূদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ  
লক্ষাশিবাং য উদগাদ্বজ্জহ্মরীণাং ॥ ১৪২ ॥

প্রভুর আশ্রয় সেই রামানন্দ রায় ।  
এই সব গুহকথা প্রভুরে শুনায় ॥  
সেই সব গুহকথা তোমার নিকটে ।  
প্রার্থনামুসারে কহিলাম নিকপটে ॥

তুমি মোর স্নিহু শিষ্য প্রিয়ান্বজ সম ।  
 ভোমার নিকটে কিছু নাহিক গোপন ॥  
 গোপীভাবে সেবা কৃষ্ণ কৃষ্ণভাবে নয় ।  
 “বাঃ শ্রদ্ধা তৎপরোভবেদর্থো” এই কয় ॥  
 সঙ্গমানুভব বিনা প্রেম আশ্বাদন ।  
 কছু নাহি হয়, এই কহে মুনিগণ ॥  
 অতএব ব্রজে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হঞা ।  
 সঙ্গমানুভব শিক্ষা দেন গোপী লঞা ॥  
 কেবল কৃপায় নহে প্রেম আশ্বাদন ।  
 তেঞি ভগবান্ হন নন্দের-নন্দন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অহুগ্রহায় ভক্তানাং মাহুষং দেহমাপ্রিতঃ ।  
 ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরোভবেৎ ॥ ১৪৩ ॥  
 ভবেৎ ক্রিয়া বিধিলিঙ্ কৰ্ত্তব্য নিশ্চয় ।  
 অসেবনে প্রত্যবায় বহু বহু হয় ॥  
 প্রাকৃত শৃঙ্গারাসক্ত্যুহিস্ম্যুখ জনে ।  
 কৃপা করি আশ্ববশ করণ-কারণে ॥  
 শৃঙ্গার ব্যাজেতে নিত্য নিত্য-বৃন্দাবনে ।  
 রাসলীলা করে কৃষ্ণ লঞা গোপীগণে ॥  
 শৃঙ্গার রসের পূর্ণভাব রাস হয় ।  
 পরকীয়া বিনা তাহা সিদ্ধ কছু নয় ॥

স্বকীয় হইতে নহে পূর্ণ রাসলীলা ।  
 রসিক ভক্তিতে ইহা বিচারি কহিলা ॥  
 সন্তোষাদি জ্ঞান নিত্য স্বকীয়া-জাবেতে ।  
 এ হেতু স্বকীয়া নহে রাস-বিহারেতে ॥  
 অথগু মধুর রস শ্রীরাস-বিহার ।  
 পরকীয়া হইতে হয় নিত্য সুপ্রচার ॥  
 সেই হেতু কৃষ্ণেচ্ছার তচ্ছক্তি নিচয় ।  
 পরকীয়া সিদ্ধ হেতু রতি স্বীকারয় ॥  
 রতি মাত্র স্বীকারিলা পরকীয়ার্থেতে ।  
 রতি ফল নাহি ধরে জীব আধারেতে ॥  
 বা সবার জীবাধারে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে ।  
 তা সবার ক্ষেত্র রতি ফল নাহি ধরে ॥  
 বোগমায়া প্রভাবেতে এই কার্য্য হয় ।  
 রসিক বৈষ্ণবে ইহা জানিতে পারয় ॥  
 অসজিক কাক ভক্তি নিম্বফলসার ।  
 লোকেরে বিরজ্ঞ করে করিয়া চীৎকার ॥  
 পকমধু ফল রস-যী ভুক্তগণে ।  
 কাকে পরিহাস জাগি “কু” দেয় বদনে ॥  
 বদিত গরোড়া কৃষ্ণপ্রিয়া গোশীগণ ।  
 তথাপি পতির সহ না করে সঙ্গম ॥  
 এহ দূরে রহ কৃষ্ণধাম সুন্দারনে ।  
 জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দেহ ধর্ম্মগণে ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আদি আর ।

তাণ্ড্রয়, ষড়্ভুংখ, প্রাকৃতব্যভারঃ ॥

কিছু নাই, প্রেমানন্দময় সর্বজন ।

কৃষ্ণস্থে সুখী সবে না জানে আপন ॥

রাসাদিকালেতে যোগমায়া বিরচিত ।

সেইরূপ গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহে স্থিত ॥

তাহা দেখি গোপগণ করয়ে নিশ্চয় ।

মো সবার সাধ্বীপত্নী স্ব-স্ব গৃহে রয় ॥

এহেতু কৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ ।

নাহি করে গোপগণ, কহিনু নির্যাস ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ ।

মায়াকলিত তাদৃক্ শ্রীশীলনেনানুস্থমিভিঃ ।

ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহসঙ্গমঃ ॥ ১৪৪ ॥

রসপূর্ণ লাগি শুক, শ্রীরূপ-চরণ ।

অসূয়া না করে কৃষ্ণ শ্রুতি গোপগণ ॥

এই কথা গ্রন্থ মধ্যে করিলা বর্ণন ।

অথবা তার্কিক জন প্রবোধ কারণ ॥

নিজ নিজ পতি রতি অগ্রাহ্য কারণ ।

প্রত্যবায়ভাগী নহে ব্রজদেবীগণ ॥

প্রাকৃত রমণাগ্রাহী অপ্রাকৃতে যেই ।

সর্বদা রময়ে পরা-পতিব্রতা সেই ॥

সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম ছাড়ি লয় কৃষ্ণক শরণ ।

তার সৰ্ব্ব পাপ কৃষ্ণ করেন মোচন ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়ঃ ।

সৰ্ব্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

কহং ত্বাং সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ১৪৫ ॥

কৃষ্ণের সেবার লাগি কৃত পাপকৰ্ম্ম ।

ধৰ্ম্ম মধ্যে গণ্য হয় কহিলাম মৰ্ম্ম ॥

কৃষ্ণভক্তি পরিহরি অন্য ধৰ্ম্মাচরে ।

তার সেই ধৰ্ম্মাচার পাপোৎপন্ন করে ॥

কৃষ্ণের প্রভাবে সেই পাপোদ্ভব হয় ।

শ্রীমুখ বচন ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি পাণ্ডে ।

মদ্রিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধৰ্ম্মায় কল্পতে ।

মামনাদৃত্য ধৰ্ম্মোহপি পাপং শ্রান্ন্যং প্রভাবতঃ ॥ ১৪৬ ॥

পাপ-পুণ্য শূন্য নিত্য কৃষ্ণ-কাস্তাগণ ।

পাপ-পুণ্য পদস্পরাশুভব কারণ ॥

অতএব পাপ-পুণ্য শূন্য ভক্তগণ ।

ভাগবতে ভবানীকে মহাদেব কন ॥

এ হেতু সামান্য পতি রতি আদি ছাড়ি ।

ভক্তয়ে পরম পতি ব্রজগোপনারী ॥

পরপতিকৃষ্ণরাগে স্বকীয় ধৰ্ম্ম ।

পরিহরে গোপীগণ কহিলাম মৰ্ম্ম ॥

প্রপঞ্চা-প্রপঞ্চো ঐছে স্বকীয়াচরণ ।  
 পরিহরে গোপীগণ কৃষ্ণের কারণ ॥  
 পরকীয়া ভাবে রতিরস পূর্ণ হয় ।  
 এ হেতু স্বকীয়াচার গোপীকা ছাড়য় ॥  
 শৃঙ্গার সম্পূর্ণ নহে স্বকীয়া ভাবেতে ।  
 পূর্বের ইহা কহিয়াছি তোমার কাছেতে ॥  
 সম্পূর্ণ শৃঙ্গাররস অনভিজ্ঞগণে ।  
 স্বকীয়াতে পরকীয়া করেন স্থাপনে ॥  
 অগ্নিতে মধুরাস্বাদ স্থাপনের ন্যায় ।  
 তাঁদের সিদ্ধান্ত, এই কহিনু তোমায় ॥  
 মুখা, মধ্যা, প্রগল্ভেতি ভেদত্রয় যাহা ।  
 পরকীয়া নায়িকাতে স্তম্ভরূপ তাহা ॥  
 অতএব তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বচন ।  
 আমাদের গ্রহণীয় নহে কদাচন ॥

তথাহি শ্রীমহাভলনীলমণৌ ।

স্বকীয়াচ পরোচাচ যাস্ত্রিধা পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 মুখা মধ্যা প্রগল্ভেতি প্রত্যেকং তাস্ত্রিধা মতাঃ ।  
 ভেদত্রয়মিদং কৈশ্চিৎ স্বীয়ান্না এব বর্ণিতং ।  
 তথাপি সংকবিগ্রহে দৃষ্ট্ব্যং তদনাদৃতং ॥ ১৪৭ ॥

স্বকীয়াতে পরকীয়া ভাবের আভাস ।  
 লক্ষিত হইয়া থাকে, করিনু প্রকাশ ॥



“অঙ্গিনী” শৃঙ্গার রসে পরকীয়া প্রার্থা ।  
 স্বকীয়া হইতে নারে শৃঙ্গারেতে ইচ্ছা ॥  
 তবে যেই নাট্য আর শৃঙ্গার রসেতে ।  
 পরোঢ়া রমণী ত্যজ্যা লিখিলা শাস্ত্রেতে ॥  
 তাহার তাৎপর্য্য এই পণ্ডিতে কহয় ।  
 প্রাকৃত পরোঢ়া ত্যজ্যা নাট্যাদিতে হয় ॥  
 গোপ বিবাহিতা অপ্রাকৃত গোপীগণে ।  
 ঐছে বাক্য নাহি লাগে কহে মহাজনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

নাসৌ নাট্যে রসে মুখ্যে যৎপরোঢ়া নিগদ্যতে ।  
 তত্তুস্তাৎ প্রাকৃত ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যুসারতঃ ॥ ১৪৮ ॥

অপ্রাকৃত নায়িকার অপ্রাকৃতেশ্বরে ।  
 নিত্য রতি মুখ্যরসে প্রীতি পূর্ণাস্তরে ॥  
 রসিকমণ্ডল ভূষা শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 সম্পূর্ণ শৃঙ্গারানন্দাস্বাদন কারণ ॥  
 অনাদি-রূপেতে বিজ্ঞ প্রিয়-বৃন্দাবনে ।  
 প্রকাশ করেন স্বীয় শক্তি গোপীগণে ॥  
 এ হেতু কৃষ্ণের নিত্য রাসাদি বিলাসে ।  
 গোপীবিনা গ্রাহ্যনহে শ্রীরূপ প্রকাশে ॥  
 পরকীয়া বিনা আশ্বরস পূর্ণ নয় ।  
 সেই পরকীয়া জড়ে অসম্ভব হয় ॥

এত ভাবি পরকীয়া স্ব-শক্তি সবারে ।

অবতার করায়েন প্রপঞ্চ মাঝারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলীলমণৌ ।

নেষ্টা যদগ্নিনি রসে কবিত্তিঃ পবোঢ়া

তদগোকুলাধ্বজ দৃশাং কুলমস্তরৈণ ।

আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং

কংসারিণা রসিকমণ্ডল শেখরৈণ ॥ ১৪৯ ॥

যেই রস যার অঙ্গ সেই অঙ্গী তার ।

সকল রসের অঙ্গী হয়ত শৃঙ্গার ॥

শৃঙ্গার হইতে সর্ব রসোৎপন্ন হয় ।

এ লাগি শৃঙ্গার রসে আদ্য রস কয় ॥

অন্যান্য সকল রস কার্য্যাস্তে শৃঙ্গারে ।

পরিণাম প্রাপ্ত হয়, কহিনু তোমাংরে ॥

যেমন অল্লাদি রস মধুর রসেতে ।

পরিণাম প্রাপ্ত হয় কার্য্যাবশেষেতে ॥

তৈছে সর্বরস শেষে পূর্ণানন্দ-রসে ।

পরিণাম প্রাপ্ত হয় কহিনু বিশেষে ॥

পূর্ণানন্দ রসার্থেতে সম্পূর্ণ শৃঙ্গার ।

সেই ত শৃঙ্গার সাক্ষাচ্ছীনন্দ-কুমার ॥

তথাহি শ্রীবেদান্ততো ।

ন যত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃকৃতয়-

যুক্তা ভবন্ত্যনুভূতো জলবুধ ২৭ ।

যদি ত ইমে ততো বিবিধ নামগুণৈঃ

পরমে সরিত ইবার্গবে মধুনি লিল্যুরশেষ রসাঃ ॥ ১৫০ ॥

সর্বরস সূখে যেই রসে বিরাজয় ।

সেইত পরমানন্দ শৃঙ্গার নিশ্চয় ॥

তাহার আনন্দকণা পাঞা জীবগণ ।

আনন্দানুভব করে বেদের বচন ॥

তথাহি শ্রীবেদান্ততো ।

অজন স্ত্যাস্ত্রনারধন ধামধরাহস্তরথৈশ্বরী

সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আশ্রয়ি সর্বরসে ।

ইতি সদজ্ঞানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাং

সুখয়তি কোষিহ স্ব বিহতঃ অনিরন্তভগঃ ॥ ১৫১ ॥

সাক্ষাদপ্রাকৃত যেই শৃঙ্গারাভিধান ।

তাহার পরমানন্দ শৃঙ্গার আখ্যান ॥

সেইত পরমানন্দ শৃঙ্গারাবশেষ ।

নিত্য সত্যরূপে রহে, কহিলু বিশেষ ॥

সেই নিত্য-সত্যকৃষ্ণ সর্বরসসাধার ।

বেদগণ এই কথা করেন প্রচার ॥

তথাহি শ্রীবেদান্ততো ।

ন যদিহমগ্র আসন ভবিষ্যদতো নিধনা-

দমুমিতমস্তরা যয়ি বিভাতি নৃবৈকরসে ।

অত উপমীয়তে জ্বলিতাতি বিকল্পপথে-

র্কিতধ মনোবিলাসমৃতমিত্যবয়ব্যবুধাঃ ॥ ১৫২ ॥

অঙ্গিরস মুখ্যরস এ সব কারণে ।  
 সেই মুখ্যরসে ক্রীড়া ইচ্ছে যেই জনে ॥  
 সেইজন সর্ব ধর্ম করিয়া বর্জন ।  
 গোপীর আশ্রয়ে করু ১ কৃষ্ণের সেবন ॥  
 যদি কহ সর্বরস মধুর-রসেতে ।  
 পরিণাম প্রাপ্ত হয় কার্যাবশেষেতে ॥  
 তাহাতে আশঙ্কা এই হইতে পারয় ।  
 বাৎসল্যাদি রস পাত্র সহ না থাকয় ॥  
 তাহার মীমাংসা তবে করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে হইবে তুরা আশঙ্কামোচন ॥  
 বাৎসল্যাদি রস পাত্র সহ নিত্যরূপে ।  
 বিরাজে কৃষ্ণার্থে, এই কহেন স্বরূপে ॥  
 যদ্যপিহানন্দরস গোবিন্দ হইতে ।  
 সর্বরসপাত্রসহোৎপত্তি সুনিশ্চিত ॥  
 তথাপিহানন্দরস মূর্তি-ভগবানে ।  
 সর্বরস পূর্ণরূপে কই অধিষ্ঠানে ॥  
 উপচয়-অপচয় রাহিত শ্রীহরি ।  
 ইহা বিচারিয়া দেখ স্বাস্থ্য দৃঢ় করি ॥  
 এবে শুকাশঙ্কা তুমি করিয়া বর্জন ।  
 সহজ রূপেতে বুঝ জীবাত্ম-ধরম ॥  
 জীবাত্ম চরমধর্ম নিত্য এই হয় ।  
 গোপীভাবে রাখাক্ষ সেবা অন্য নয় ॥

সেই গোপীগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার ।  
 সাধন স্মিতিকা, নিত্য সিতিকা কহি সার ॥  
 সাধনে স্মিতিকা, ত্রৈলোক্য কুমারিকাগণ ।  
 নিত্যসিতিকা ললিতাদি কহে সনাতন ॥  
 সাধন স্মিতিকা, নিত্য সিতিকা গোপীগণে ।  
 পরকীর্য্যরূপে গণ্য নিত্য বৃন্দাবনে ॥  
 বৃন্দাবনে পরকীর্য্য, পুরীতে স্বকীর্য্য ।  
 সাধরণী মথুরায় কহি প্রকাশিয়া ॥  
 বহুকাস্ত নিষ্ঠ সদা সাধারণী হয় ।  
 অতএব রসাতাস তাহাতে নিশ্চয় ॥  
 সাধারণী মধ্যে গণ্য কুজা, শাস্ত্রে কহে ।  
 কিন্তু তার অন্য প্রতি প্রীতি কভু নহে ॥  
 কৃষ্ণাঙ্গে চন্দন দান করিয়া তাঁহার ।  
 কৃষ্ণ প্রতি প্রীতি তাঁর হয় চমৎকার ॥  
 সেই লাগি শ্রীকৃষ্ণের বসন ধরিয়া ।  
 কৃষ্ণটাই রতি চাহে প্রেমাস্ত্রা হইয়া ॥  
 এ হেতু সৈরিন্দ্রী পরকীর্য্য মধ্যে হয় ।  
 শ্রীকৃষ্ণগোস্থামি ইহা স্ব-গ্রন্থে লিখয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলীলমণৌ ।

সামান্তায়াঃ রসাতাসঃ প্রসঙ্গান্তানুগম্যসৌ ।  
 ভাবযোগ্যান্তু সৈরিন্দ্রী পরকীর্য্যেব সম্বতা ॥ ১৫৩

সামান্ভা নায়িকা যেই তারে বেশা কর ।

ধেষ, প্রীতি, তার কোন নায়কে না হয় ॥

ধন মাত্র ইচ্ছা তার অন্য ইচ্ছা নহে ।

হেন নায়িকাতে রত্যাভাস মাত্র কহে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সামান্ভাবনিতা বেজা সা দ্রব্যং পরমিচ্ছতি ।

গুণহীনে চ ন ধেষো নানুরাগো গুণিত্তপি ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণাজে চন্দন দান করণ কারণ ।

কুজার শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি হয় সুশোভন ॥

এ হেতু বেশ্যার চেফা তখনি তাহার ।

সমূলে হইল ধ্বংস শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

এই লাগি আর পূর্ব কৃপার কারণ ।

কুজার পূরণ আশ নন্দেব-নন্দন ॥

এই সব বিচারিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ।

পরকীয়া মধ্যে করে কুজার গণন ॥

সৈরিক্রী-সঙ্গমে কৃষ্ণে দোষ দেয় বার ।

কুজার আশ্রয় কথা নাহি জানে তার ।

প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে নিত্য সৈরিক্রী-সঙ্গম ।

করেন গোবিন্দ ইহা কে করে খণ্ডন ॥

তথাহি কৃষ্ণপুরাণে ।

বা যথা ভূবি বর্জ্যস্তে পুৰ্ব্বো ভগবতঃ প্রিয়াঃ ।

ভাত্তথা নসি বৈকুণ্ঠে ভক্তরীলার্ধিদাতাঃ ॥ ১৫৫ ॥

প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ কৃষ্ণ পরকীয়া সজে ।

রাসাদি বিহার করে নিত্য নানা-রজে ॥

তথাহি কন্দপুরাণে ।

বৃন্দারণ্যে বিহরতা সবা রাসাদি বিজ্রমৈঃ ।

হবিণা ব্রজদেবীনাং বিরহ নাশ্তি কহিচিৎ ॥ ১৫৬ ॥

পরদার বিনা পরকীয়া সিদ্ধ নয় ।

সেই পরদার নিত্য তিনরূপ হয় ॥

বর্তমান, ভাবী, ভূত, এইত নিশ্চয় ।

বর্তমান ললিতাদি গোপী সমুদয় ॥

ভাবী কুমারিকাগণ, ভূত সাধারণী ।

পরদারত্রয় এই শাস্ত্রদৃষ্টে গণি ॥

এই তিন পরদার সহ ভগবান ।

নিত্যানন্দ রসাস্বাদে শাস্ত্রেতে প্রমাণ ॥

কৃষ্ণ প্রতি প্রীতি হেতু পরদারত্রয় ।

কামগন্ধ হীন এই জানিহ নিশ্চয় ॥

ইহাতে কৃষ্ণের প্রতি দোষ দেয় যেই ।

ভাগবত-মর্থ্য কভু নাহি জানে সেই ॥

পরদার অঙ্গীকৃত্য ব্যাসের-নন্দন ।

রাজার সম্মুখে এই করেন বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

গোপীনাং ভৎসন্তীনাম্ সর্কেবার্কেব দেহিনাং ।

বোহন্তকরতি বোহিক্যক এব জীক্বন দেহজাক ॥ ১৫৭ ॥

পরদার ভেদ করি করিয়া স্বীকার ।  
 দোষস্পর্শ আশঙ্কায় করেন রিচার ॥  
 কৃষ্ণ প্রতি প্রীতি যার সর্বদা থাকয় ।  
 কুলটায় কষ্ট তার সম্ভব না হয় ॥  
 কৃষ্ণলীলা-শক্তিগণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।  
 বরিলে প্রাকৃত পতি পিত্রাদি আশ্রায় ॥  
 সবে জানে ইহা বিনা প্রপঞ্চ মাঝারে ।  
 পরকীয়াতাব কিসে হইবে বিস্তারে ॥  
 পূর্ণানন্দ রস মছে পরকীয়া বিনে ।  
 পূর্ণানন্দ রস কৃষ্ণ যাহার অধীনে ॥  
 এতেক চিন্তিয়া তবে কৃষ্ণ-শক্তিগণ ।  
 বিধি অনুসারে পতি করেন গ্রহণ ॥  
 নাম মাত্রে পতি পত্নী সম্বন্ধ স্থাপিয়া ।  
 রাগে কৃষ্ণ সেবা করে কৃষ্ণাত্মা হইয়া ॥  
 অন্তর্বাছে সন্যাস কৃষ্ণ ক্ষুরে বাসবার ।  
 তাসবার কুলটায় অতি চমৎকার ॥  
 প্রাকৃত লোকেতে যেই প্রাকৃত কামিনী ।  
 পতি ছাড়ি হয় পরপুরুষগামিনী ॥  
 কুলটা বলিয়া খ্যাতি হয় ত তাহার ।  
 সেই খ্যাতি কি প্রকারে হবে গোপীকার ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি নিত্য গোপীগণ ।  
 ভেদাভেদরূপে করে কৃষ্ণে অর্থার্পণ ॥



কৃষ্ণসুখ লাগি সব করেন স্বীকার ।  
 ক্রোধেচ্ছায় গোপপতি করে অস্বীকার ॥  
 নিজেচ্ছায় নাহি করে শুন মর্শ্য তার ।  
 নিজেচ্ছায় গোপপতি করিলে স্বীকার ॥  
 কৃষ্ণ প্রতি নিত্য রাগে ঘটে ব্যভিচার ।  
 এইত সিদ্ধান্ত দেখি শাস্ত্রের মাঝার ॥  
 অপ্রাকৃত শৃঙ্গারের চরম অবস্থা ।  
 পরকীয়া বিনা কভু না হয় ব্যবস্থা ॥  
 এই হেতু যোগমায়া প্রভাবে গোপীকা ।  
 নাম মাত্রে হয় সরে গোপের নায়িকা ॥  
 অতএব তাহাদের কুলটা আখ্যান ।  
 কভু না হইতে পারে কহিনু সঙ্কান ॥  
 কুলটার্থে “ব্যভিচার দুর্ঘা” শাস্ত্রে কয় ।  
 পুংশ্চলী-স্বৈরিণী-ত্বরী তৎপর্যায় হয় ॥  
 অসতী-ধ্বিগী-ধূর্ঘা আদি অভিধান ।  
 কুলটার সামান্যার্থ এইত প্রমাণ ॥  
 এই সব সামান্যার্থে কোন্ দুরাশয় ।  
 কৃষ্ণশক্তি গোপীগণে কুলটা কহয় ॥  
 স্ব-পতি-সঙ্গম করে তবু পরপতি ।  
 একেরে করায় ঋতি রহিতোক্তে অতি ॥  
 তথাহি শ্রীভগবৎগোবিন্দে ।  
 পতিব্রতা চৈকপত্নী দ্বিতীয়ে কুলটা স্বতা ।  
 তৃতীয়ে বৃষলী ত্রয়োচতুর্থো পুংশ্চলী স্বতা ।

বেজা চ পঞ্চমে বটে বৃন্দী চ সপ্তমেহষ্টমে ।

তত উর্কে মহাবেজা সা স্পৃহা সর্বজাতিষু ॥ ১৫৮ ॥

কুলটার বিশেষার্থ শাস্ত্রে এই কয় ।

এই অর্থে গোপীগণ কুলটা না হয় ॥

পূর্বের কহিয়াছি ব্রজ বল্লবী সবার ।

পতি সহ না হইল রতি ব্যবহার ॥

এ সব জানিয়া যেই গোপীরে নিন্দয় ।

সে বড় অধম ভক্তিঅধিকারী নয় ॥

সামান্যার্থে বিশেষার্থে দেখহ বিচারী ।

কুলটা না হয় কভু ব্রজ-গোপনারী ॥

আত্মারাম কৃষ্ণে রতি সদা করে যারা ।

কুলটা বলিয়া খ্যাতি লভিবেক তাঁরা ॥

হরি ! হরি ! বহিস্মুখে বাই বলিহারী ।

কি সাহসে বলে দ্বিচারিণী গোপ-নারী ॥

পাপমতি জন্মে বৈছে গোপীরে নিন্দয় ।

তৈছে গোপীকার জার শ্রীকৃষ্ণে কহয় ॥

সর্বান্তঃকরণচারী সর্বেন্দ্রিয়াধার ।

বিহঁ তিহঁ কিসে হন জাররূপে লক্ষ্য ॥

ব্রজ, আত্মা, ভগবান, যেই কৃষ্ণ হয় ।

তাঁহার জারহ শাস্ত্রে অসম্ভব কয় ॥

গোপীকার কুলটাহ, কৃষ্ণের জারহ ।

যদি হয় তবে লোকে কাহার মহত্ব ॥

হরি ! হরি ! দুর্ভাগারে যাই বলিহারী ।  
 কৃষ্ণে জার কহে যিনি সর্বহুদ্বিহারী ॥  
 সর্বাস্তঃকরণচারী যেই কৃষ্ণ হয় ।  
 বহিরালিঙ্গনে তাঁর কি দোষ আছেয় ॥  
 বুদ্ধাদি দ্রষ্টার রহস্তাঙ্গাদি দর্শনে ।  
 কিছুমাত্র দোষ নাহি বুঝ মনে মনে ॥  
 সর্বাস্তঃকরণচারী প্রভৃতি বচনে ।  
 কদাপি স্বকীয়া সিদ্ধ নহে বৃন্দাবনে ॥  
 কৃষ্ণাত্মা তচ্ছক্তিগোপী তদ্বাক্য দ্বারে ।  
 ব্রজেতে স্বকীয়া রতি যে জন বিস্তারে ॥  
 শৃঙ্গার রসের পূর্ণাপূর্ণভাব সেই ।  
 কভু নাহি জানে সত্য কহিলাম এই ॥  
 কেহ কেহ প্রপঞ্চস্থ ধাম বৃন্দাবনে ।  
 পরকীয়াভাব এই করেন বর্ণনে ॥  
 তাহাদের সেই মত না হয় প্রমাণ ।  
 অত্র ধাম অপ্রপঞ্চ ধাম প্রতিমান ॥  
 তত্র যাহা অত্র তাহা নাহিক অন্তথা ।  
 অত্র যাহা তত্র তাহা স্বরূপে ঐক্যতা ॥  
 অত্র মায়া প্রত্যায়িত তত্র তাহা নয় ।  
 এহেতু স্বরূপে ঐক্য বিজ্ঞ জানে কয় ॥  
 “গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ” ইত্যাদি বচনে  
 স্বকীয়াবাদীর দল করি আশ্ফালনে ॥

নিত্য পরকীয়াভাব খণ্ডাইতে যায় ।  
 না বুঝিয়া শ্রীজীবের হৃদে অভিপ্রায় ॥  
 অপ্রাকৃত তত্ত্বাচার্য্য রূপ, সনাতন ।  
 অপ্রাকৃত পরকীয়া করিতে স্থাপন ॥  
 ঔপপত্য ভাব গর্হ্য করিয়া প্রকাশে ।  
 পরেতে লিখিলা রূপ মনের উল্লাসে ॥  
 প্রাকৃত রমণী আর প্রাকৃত রমণে ।  
 ঔপপত্য ভাব নিন্দনীয় সর্ববন্ধনে ॥  
 অপ্রাকৃত গোপীকার আর অপ্রাকৃত ।  
 গোবিন্দের ঐছে ভাব নহে দোষাবৃত ॥  
 শৃঙ্গার মধুর রস সম্পূর্ণস্বাদিতে ।  
 অবতীর্ণ হন কৃষ্ণ গোপীর সহিতে ॥

তথাহি শ্রীমহাভক্তলীলমণৌ ।

লঘুহস্তত্ব যৎপ্রোক্তং তত্ত্ব প্রাকৃত নায়েকে ।  
 ন কৃষ্ণে রসনির্ঘাস স্বাদার্থমবতারিণি ॥ ১৫৯ ॥

পরকীয়া অপমর্শে কৃষ্ণে নাহি দোষ ।  
 তাহা জানাইতে শুক করি ব্যাজ রোষ ॥  
 “গোপীনামিত্যাদি” শ্লোক করেন প্রকাশে ।  
 পরদার অঙ্গীকৃত্য মনের উল্লাসে ॥  
 বহিস্মুখ প্রবোধিতে ঐছে শ্লোক সার ।  
 রাজার সভায় শুক করেন প্রচার ॥

অঙ্গীকৃত্য অর্থে প্রতিজ্ঞাত শাস্ত্রে কয় ।  
 প্রতিজ্ঞাত বাক্য ভঞ্জে প্রত্যবায় হয় ॥  
 অতএব প্রতিজ্ঞাত বাক্য মহাজনে ।  
 কভু না অন্তথা করে শুনি শাস্ত্রগণে ॥  
 শূকের স্বপ্রতিজ্ঞাত বাক্য সত্যজ্ঞানে ।  
 পরকীয়া অঙ্গীকৃত্য স্বাম্যাদি বাখানে ॥  
 স্বামি, রূপ, সনাতন, জীব, বিশ্বনাথ ।  
 পরকীয়া অঙ্গীকৃত্য চিহ্নস্তির সাথ ॥  
 শৃঙ্গার রসেতে সেই শৃঙ্গার-মুরতি ।  
 কৃষ্ণকে ভজয়ে বৈছে যুবকে যুবতী ॥  
 অধিকার বিরহিত জনের লোচন ।  
 রোচনাভিপ্রায়ে প্রভু শ্রীজীব-চরণ ॥  
 লোচন রোচনী মধ্যে দ্ব্যত বিন্দুপ্রায় ।  
 বসাইলা এক শ্লোক স্ব-পর ইচ্ছায় ॥

তথাহি লোচনরোচন্যাং ।

স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া ।  
 যৎ পূর্বাপর সম্বন্ধঃ তৎপূর্বমপরং পরং ॥ ১৬০ ॥

প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে কৃষ্ণ লীলৈকরূপেতে ।  
 নিত্য হয়, ভেদাভেদে স্বীয়াভিমতেতে ॥  
 প্রকটাপ্রকট যেই দুই লীলা হয় ।  
 সেই দুয়ে ঐশ্বর্য্য ভাব হুনিশ্চয় ॥ :

জড়ভীত ঔপপত্ত্য ভাবান্তথা যথা ।  
 সম্পূর্ণ সমর্থা রতি নাহি হয় তথা ॥  
 অপ্রাকৃত সমর্থার পাত্রী গোপীচয় ।  
 এ হেতু তাঁহারা নিত্য পরকীয়া হয় ॥  
 সেই পরকীয়গণ তত্রাত্ৰ সমানে ।  
 নিত্য রতিরসে তোষে কৃষ্ণ-ভগবানে ॥  
 শ্রীজীব গোস্বামি ইহা লিখিলা স্বেচ্ছায় ।  
 কৃষ্ণবধু কৃষ্ণ স্বামি প্রমাণ তাহায় ॥  
 বধ্বর্থ্যে স্ত্রী মাত্র আর স্বাম্যর্থ্যে ঐশ্বর্য্য ।  
 ঔপপত্ত্য নিত্য জন্ম লিখে প্রভুবর্য্য ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ললিতগতিবিলাস বহুহাস  
 প্রণয় নিরীক্ষণকল্পিতোকমানাঃ ।  
 কৃতমমুকৃতবত্য উন্মদাঙ্কাঃ  
 প্রকৃতিমগন্ কিল যন্ত গোপবধ্বঃ ॥ ১৬১ ॥

গোপবধু ব্রজনারী বিধি অনুসারে ।  
 গোবিন্দের বধু নিত্যবিধি ব্যবহারে ॥  
 বিপ্রায়ি করিয়া সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণের সনে ।  
 গোপীর বিবাহ পাশ্বে না দেখি মরনে ॥  
 অতএব বধু শব্দে স্ত্রী মাত্র স্বীকার ।  
 অবশ্য করিতে হবে, কহিলাম সার ॥

স্বাম্যর্থে ঐশ্বর্য ইহা পানিনী কহয় ।  
 “স্বানিরৈশ্বর্যোতি” এই সূত্র তার হয় ॥  
 অতএব পরকীয়া নিত্যভাব বাহা ।  
 স্বেচ্ছায় শ্রীজীব প্রভু কহিলেন তাহা ॥  
 শ্রীজীবের স্ব-দাসের দাস অমুদাস ।  
 আমরা নিশ্চয় হই করিষু প্রকাশ ॥  
 স্বেচ্ছায় শ্রীজীব প্রভু লিখিলেন যাহা ।  
 হৃদয় সম্পূর্ণে মোরা যত্নে রাখি তাহা ॥  
 পরেচ্ছায় কন বাহা তাহা সেই পরে ।  
 হৃদয় সমুদগে যেন রাখে যত্ন করে ॥  
 তাহার বিচারে কিবা আছে প্রয়োজন ।  
 স্বজ্ঞাতব্য যাহা তাহা করহ শ্রবণ ॥  
 ব্রজেতে স্বকীয়া ভাব স্থাপয়ে যাহারা ।  
 বহিস্মুখ মধ্যে গণ্য নিশ্চয় তাহারা ॥  
 সেই সব বহিস্মুখে করি তিরস্কার ।  
 শ্রীরূপ গোস্বামি এই করেন প্রচার ॥  
 মহামুনি শুকদেব মনের উন্নাসে ।  
 স্ব-পারমহংস্য সংহিতায় পরকাশে ॥  
 লোকাভীত পরকীয়া তার শুদ্ধ বাহা ।  
 ক্রমরামা হৃদে নিত্য বিরাজিত তাহা ॥  
 শ্রীশুকদেবের এই হৃদ্য অভিশ্রয় ।  
 রাসপঞ্চাখ্য পাঠে স্নায়ু জানা যায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বক্তাবলীশমণৌ ।

আঃ কিমাম্যদ্যতন্তুমিদমেব মহামুনিঃ ।

জগৌ পারমহংস্যাঞ্চ সংহিতায়াং স্বয়ং শুকঃ ॥ ১৬২ ॥

আঃ শব্দেতে বহিমুখ প্রতি অধিক্ষেপ ।

করিলেন জীব প্রভু করিয়া আক্ষেপ ॥

তথাপি স্বকীয়াবাদী জীবের হৃদয় ।

দৈব বিপাকেতে পড়ি বুদ্ধিতে নারয় ॥

রাগেতে অর্পিত আত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ।

গোপী সবাচার নিত্য কহিনু সম্প্রতি ॥

অন্তরঙ্গ ধর্ম্য এই বহিরঙ্গ নয় ।

বহিরঙ্গ ধর্ম্যোদ্ভাহ প্রক্রিয়া নিশ্চয় ॥

বহিরঙ্গ ধর্ম্যে কৃষ্ণ গোপী সবাচারে ।

নাহি করে অঙ্গীকার শ্রীজীব প্রচারে ॥

অন্তরঙ্গ ধর্ম্যে কৃষ্ণ গোপরামাগণে ।

স্বীকার করেন নিত্য শ্রিয় বৃন্দাবনে ॥

“রাগেনৈবার্পিতাত্মানো” শ্লোকের ব্যাখ্যানে ।

শ্রীজীব লিখিলা ইহা শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণে ॥

তথাপি স্বকীয়াবাদী দৈবচক্রে পড়ি ।

শ্রীজীবে স্বকীয়াবাদী কহে হরি ! হরি ! ॥

গান্ধর্ব্ব সীড়িতে কৃষ্ণ গোপী সবাচারে ।

স্বীকার করেন তেঁজি স্বকীয়া প্রচারে ॥



অপ্রকাশ্য বিবাহের প্রচ্ছন্নকামতা ।

নিজগ্রন্থ মধ্যে এই রূপের বারতা ॥

তথাহি শ্রীমচ্ছল্লসনীলমণৌ ।

গান্ধর্বরীত্যাধীকারাৎ স্বীয়াতমিহবস্তুতঃ ।

অব্যক্তত্বাধিবাহন্ত স্তূঠু প্রচ্ছন্নকামতা ॥ ১৬৩ ॥

স্তূঠু শব্দে সত্য প্রচ্ছন্নার্থে গুপ্ত এই ।

নিত্য সত্য গুপ্ত রতি কৃষ্ণ প্রতি যেই ॥

গোপপতি হেতু নিত্য গোপী সবাকার ।

স্তূঠু রূপে গুপ্তরতি কৃষ্ণে অনিবার ॥

গুপ্তরতি বিনা পরকীয়া ভাব নহে ।

এই মর্মে ঐছে শ্লোক প্রভুরূপ কহে ॥

রাগে পরস্পর কন্যা বর সন্মিলনে ।

গান্ধর্ব বিবাহ কহে শাস্ত্রকারগণে ॥

তথাহি শ্রীমৎস্যপুরাণে ।

ইচ্ছারান্যোনিয় সংযোগাঃ কন্যারাম্ চ বরস্য চ ।

গান্ধর্বঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ১৬৪ ॥

গান্ধর্বেতে পরস্পর কামসম্ভবঃ ।

কামশুন্য প্রেমময়ী নিত্য গোপীগণ ॥

এই এক হেতু কৃষ্ণসনে গোপীকার ।

গান্ধর্ব বিবাহ নাম মাত্রেতে প্রচার ॥

দ্বিতীয় কারণ আর করহ প্রবণ ।

গান্ধর্ব বীজিতে কন্যা যে করে অর্পণ ॥

গান্ধর্ব লোকেতে সেই দেবতার ন্যায় ।

স্থখেতে করয়ে ক্রীড়া মহাজনে গায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

গান্ধর্বেণ বিবাহেন যন্ত কন্যাং প্রযচ্ছতি ।

গন্ধর্বলোকমাস্তু ক্রীড়তে দেববচ্চিরং ॥ ১৬৫ ॥

দ্বিতীয় কারণে কৃষ্ণসঙ্গে গোপী সনে ।

গান্ধর্ব-বিবাহ সিদ্ধ না হয় কখনে ॥

গোপকন্যাগণে কৃষ্ণ গান্ধর্ব-বিধানে ।

গ্রহণ করিলা হই নাহি শুনি কাণে ॥

বহিস্মুখ প্রবোধিতে শ্রীরূপ-চরণ ।

এছে শ্লোক নিজ গ্রন্থে করেন বর্ণন ॥

পরিহাসময় এছে শ্লোক তাঁর হয় ।

তথাপি রূপের বাক্য মিথ্যা কভু নয় ॥

পরকীর্তাবমগ্না বধুরে আদরে ।

স্বাক্ষে রাখি পরপতি কহে প্রেমভরে ॥

তুমি মোর ভার্যা হও জন্ম-জন্মান্তরে ।

তাহা শুনি পরবধু কহে মুছস্বরে ॥

তুমি মোর পতি গতি জীবনে-মরণে ।

তুমি মোর সরবস না ভুল কখনে ॥

এ হেন গান্ধর্ববিবাহ মন্ত্রে গোপী কৃষ্ণে ।

পরস্পর-বিভা নিত্য নহে রূপাদৃষ্টে ॥

তদ্বক্তে “গান্ধর্ববরীত্যা” শ্লোক লুমধুর ।  
 স্বগ্রন্থে লিখনে সেই বিদগ্ধ মুকুর ॥  
 বর্তমানপরকীয়া গোপীকার তদ্ব ।  
 সংক্ষেপে কহিনু বৎস ! সহিত মহত্ব ॥  
 ভাবীপরকীয়া বধু কুমারিকাগণ ।  
 সাধন সুসিদ্ধা গোপী যাহারা লিখন ॥  
 তাঁরা ভাবী স্ব-স্বোদ্ধাহ সংস্কার প্রভৃতি ।  
 পরিহরি পরংপতি কৃষ্ণে করে রতি ॥  
 অতএব ভাবীপরকীয়া সেই সব ।  
 এই কথা কহে সত শ্রীমহানুভব ॥  
 কুমারিকাগণ মধ্যে কাহার কাহার ।  
 কৃষ্ণে পতিভাব এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 শ্রীকৃষ্ণগুণ্যাহ পূর্বে শ্রীহরির সঙ্গে ।  
 কুমারী সবার হয় পরিণয় রঙ্গে ॥  
 মাধব-মাহাত্ম্য গ্রন্থে ইহাই প্রকাশ ।  
 করিলেন গ্রন্থকার পাইয়া উল্লাস ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণে ।

মূলমাধবমাহাত্ম্যে শ্রয়তে তত এব হি ।  
 কৃষ্ণগুণ্যাহতঃ পূর্বে তাসাং পরিণয়োৎসবঃ ॥ ১৬৬ ॥

মাধব মাহাত্ম্যে ব্রজকুমারিকা সনে ।  
 কৃষ্ণের বিবাহোৎসব আছেয়ে লিখনে ॥

পরম্পরা এই কথা করিষু শ্রবণ ।  
 স্বচক্ষে সন্দর্ভ নাহি হইল দর্শন ॥  
 কাত্যায়নি ! মহামায়ে ! ইত্যাদি বচনে ।  
 কৃষ্ণে পতি বাঞ্ছা করে কুমারিকাগণে ॥  
 এ হেতু গান্ধর্বব্রিতে কুমারিকা সনে ।  
 কৃষ্ণের বিবাহ সিদ্ধ করে মহাজনে ॥  
 ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী কৃষ্ণ সর্বগতি ।  
 অতএব তাঁ' সবার হইলেন পতি ॥  
 প্রাজাপত্যরূপে নহে পতি স্বীকার ।  
 পূর্বোক্ত গান্ধর্ব-মন্ত্রে কহিলাম সার ॥  
 তেঞি ভাবীপরকীয়া কুমারিকাগণ ।  
 জীবের আভাস এই করিষু কীর্তন ॥  
 মৃতপতি, পতিভ্যক্তা, ইঞা যেই নারী ।  
 পান্ধাশ্রয়া হয় আত্ম ধর্মপথ ছাড়ি ॥  
 সাধারণ রতি হেতু সেই কামিনীরে ।  
 সাধারণী কহে যত শাস্ত্রমুখ স্ত্রীরে ॥  
 সেই সাধারণী যদি কোন ভাগ্যোদয়ে ।  
 পান্ধাশ্রয় বৃদ্ধি ছাড়ি কৃষ্ণাশ্রিতা হয়ে ॥  
 কৃষ্ণরতি স্পৃহা করে সদা সর্বকণ ।  
 মৃতপরকীয়া তারে জানিহ তখন ॥  
 ইহাতে দৃষ্টান্ত সেই কুজা মধুরায় ।  
 পান্ধাশ্রয়-বৃদ্ধি ছাড়ি কৃষ্ণালোক পায় ॥

ভূতপরকীয়া তেত্রিঃ কুজারে কহয় ।  
 স্বভাব ছাড়িয়া কৃষ্ণ সঙ্গম লভয় ॥  
 তিমিররূপ পরকীয়া বিজ্ঞ উক্ত যাহা ।  
 তোমার নিকটে বৎস ! কহিলাম তাহা ॥  
 ইহা ভিন্ন অন্য অন্য পরকীয়াগণে ।  
 মূল স্থূল ভয়ে এথা না করি বর্ণনে ॥  
 চরম সিদ্ধান্ত এই জানিবে নিশ্চয় ।  
 ব্রজকান্তাগণ সব পরকীয়া হয় ॥  
 কৃষ্ণকান্তাগণ যত দেখ বৃন্দাবনে ।  
 সকলেই পরকীয়া কহে মহাজনে ॥  
 পরকীয়া বিনা অন্য কান্তা ব্রজে নাই ।  
 প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে শুকাদি ইহাই ॥  
 বৃন্দাবন বিহারেতে পরকীয়া কান্তা ।  
 ইহাতে অন্যথা করে বহিমুখীশাস্তা ॥  
 রূপ, সনাতন, জীব, কীরা করি কয় ।  
 কৃষ্ণকান্তা ব্রজে যত পরকীয়া হয় ॥  
 অতএব ব্রজভাব মুক্ত ভক্তগণ ।  
 পরকীয়া রসে কৃষ্ণে করেন সেবন ॥  
 পরকীয়াভাবে গোপী পদাশ্রয় করি ।  
 বৃদ্ধগণ সেবে নিত্য বৃন্দাবনে হয়ি ॥  
 গোপী-অনুগত হঞা পরকীয়া ভাবে ।  
 বৃদ্ধ অনুসারে আশ্রয় প্রকৃষ্টি-স্বভাবে ॥

যেই করে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সেবন ।

সেই ত উত্তম ভক্ত করিষু কীর্তন ॥

বৃদ্ধগণ যেই মত করেন ভজন ।

তদনুসারেতে ভজে বুদ্ধিমানগণ ॥

তথাহি শ্রীভগবৎগীতায়াং ।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠতত্তদেবেতরোজনঃ ।

স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে । ১৬৭

সখী-অনুগত্য ইএণ পরকীয়া ভাবে ।

রাধাকৃষ্ণ সেব্য নিজ প্রকৃতি-স্বভাবে ॥

গৌরাঙ্গের অন্তর্ভাব এইত নিশ্চয় ।

মুকুন্দের পদে তাহা প্রমাণ করয় ॥

তথাহি শ্রীমুকুন্দনোক্তং পদং ।

হা ! হা ! প্রাণপ্রিয়সখি ! কি না হৈল মোরে ।

কানু-প্রেম বিষে মোর তনু মন জরে ॥ ৬৭ ॥

রাত্রি দিন পোড়ে মন সোদাস্য না পাঞি ।

যাহা গেলে কানু পাও তাহা উড়ি যাত্রি ॥ ১৬৮ ॥

শ্রীমুকুন্দ এই পদ গায় মধুস্বরে ।

শুনিয়া প্রভুর চিত্ত হইল কাতরে ॥

নির্ব্বেদ, বিষাদ, হর্ষ, আদি গর্ব্ব, সৈন্য ।

প্রভু সহ যুক্ত করে যত ভাব সৈন্য ॥

জর জর হৈল প্রভু ভাবের প্রহারে ।

ভূমিতে পড়িলে শ্বাস নাহিক সঞ্চারে ॥

তাহা দেখি স্থচিস্তিত হৈলা ভক্তগণ ।  
 আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ॥  
 বোল ! বোল ! বলে প্রভু আনন্দে বিহ্বল  
 বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল ॥  
 বিরহ উদ্গাদে হৃদিস্থিত অভিপ্রায় ।  
 লুকাইতে নারে কেহ ব্যক্ত হঞা যায় ॥  
 পরকীয়াভাবে সখীগণ অনুসারে ।  
 কৃষ্ণসেবাপরা প্রভু শ্রীমুখে প্রচারে ॥  
 ভাবেয় আবেশে প্রভু স্বাস্তর্ভাব যাহা ।  
 স্বাস্তুরঙ্গ ভক্ত স্থানে প্রকাশেন তাহা ॥

তথাহি শ্রীভগবতশ্চৈতন্যচন্দ্রোঃ শ্রীমুখবচনং ।

আলিঙ্গ বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-  
 মদর্শনান্মর্শহতাং করোতু বা ।  
 যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো  
 মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ ১৬৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন পাই বা না পাই ।  
 তবু কৃষ্ণ প্রাণনাথ আমার সদাই ॥  
 স্বপদে পেয়েণ কৃষ্ণ যন্তপি আমারে ।  
 অথবা দর্শন নাহি দেন দিন পারে ॥  
 লম্পট পুরুষ তিহোঁ বহু কাস্তা কাস্ত ।  
 জানিয়াও মরু মন তৎপ্রতি একান্ত ॥

মোর প্রতি যেইরূপ ইচ্ছা তাঁর হয় ।  
 সেইরূপ করু তিহোঁ যাতে সুখোদয় ॥  
 আমি তাঁর পাদরত্ন দাসী সুনিশ্চয় ।  
 তিহোঁ বিনা প্রাণনাথ কেহ না আছয় ॥  
 মোর মর্মে ব্যথা দিলে যদ্যপি তাঁহার ।  
 সুখ হয় তাহে দুঃখ নাহিক আমার ॥  
 কৃষ্ণের সুখেতে মম হৃদয়েতে সুখ ।  
 তবু কৃষ্ণ কভু যেন না হন বিমুখ ॥  
 শ্রীমুখের এই বাক্যে পরকীয়াভাবে ।  
 বৃন্দাবনে সেব্য কৃষ্ণ স্ব-সখী-স্বভাবে ॥  
 রহে রহু গৃহধর্ম তাহে নাহি দোষ ।  
 কুলটানুসারে কৃষ্ণে করিবে সন্তোষ ॥  
 যৈছে পরকাস্তুরতা কুলনারীগণ ।  
 কুলকার্য্যে ব্যগ্রা তবু সদা সর্ববন্ধন ॥  
 নব সঙ্গ রসায়ন স্মরণ করয় ।  
 পরকীয়া ধর্ম এই মহাপ্রভু কয় ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমদ্রসাহস্রনামঃ ।

পবন্যসিনি নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ।  
 তথাপি চিন্তয়েৎ স্বাস্তং নবসঙ্গরসায়নং ॥ ১৭০ ॥

যৈছে বৃন্দাবনে কৃষ্ণকাস্তা গোপীগণ ।  
 কুলে রহি কুলকার্য্যে ভোগে কুলজন ॥



কিন্তু কুলধর্ম আদি করিয়া বর্জন ।  
 রহন্ত ভাবেতে ক্রোধ করেন ভজন ॥  
 পরকীয়া ধর্ম সেই সুদুর্লভ হয় ।  
 সর্বদা সংযোগ যাতে নাহিক ঘটয় ॥  
 সর্বদা সংযোগে পূর্ণ রতি-রসাস্বাদে ।  
 কভু নাহি মিলে এই কহি নির্বিবাদে ॥  
 সংযোগাসংযোগ বিনা রতি পূর্ণ নহে ।  
 বসন্ত জনেতে সদা এই কথা কহে ॥  
 পূর্ণ রতি রসানন্দ আস্বাদন যথা ।  
 সংযোগাসংযোগময়ী পরকীয়া তথা ॥  
 অসংযোগে সদা দুঃখে হৃদয় দহয় ।  
 সংযোগ সুখেতে হৃদি শীতল করয় ॥  
 “পৃথি তং শীতলা ভব” মন্ত্রে বিপ্রগণ ।  
 যজ্ঞাগ্নিতে করে যথামত জলার্পণ ॥  
 তাহে পৃথী স্নিগ্ধানন্দ লভে যে প্রকার ।  
 তদ্রূপাসংযোগাস্তেতে সংযোগে কাস্তার ।  
 কৃষ্ণপ্রেম যজ্ঞে অগ্নি অসংযোগ নাম ।  
 প্রণয়ানুস্মরণাদি হবিষা-বিরাম ॥  
 রতি শাস্তি কৃষ্ণসুখ অনুভবে হয় ।  
 তবু রতিস্পৃহা বাঢ়ে অত্যাশ্চর্য্যময় ॥  
 কৃষ্ণপ্রেম মহাযজ্ঞকল চমৎকার ।  
 যাজ্ঞিকের ফল আশা বাঢ়ে অনিবার ॥

এই হেতু কহিয়াছি পূর্বেতে তোমারে ।  
 বিপ্রলম্ব বিনা পূর্ণ রতি না বিস্তারে ॥  
 এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 কুলটামুসারে কর কৃষ্ণের সেবন ॥  
 কুলটা হইবে কিন্তু কুল না ছাড়িবে ।  
 কূলে রহি পরকাস্ত গোবিন্দে সেবিবে ॥  
 পরকীয়া ধর্ম এই প্রভুর সন্মত ।  
 ইহা না বুঝিতে পারে বহিস্মুখ যত ॥  
 “যদবদাচরতি শ্রেষ্ঠেষাং” প্রমিতিতে ।  
 কুলটা হইয়া যেই কুলটা সহিতে ॥  
 কথোপকথন আদি চুস্তভাবে করে ।  
 তার মুখ নাহি হেরি কল্প কল্পান্তরে ॥  
 প্রকৃতি হইয়া করে নারী-সম্ভাষণ ।  
 প্রভু কহে তার মুখ না হেরি কখন ॥  
 পঞ্চম বিষয়ে মুগ্ধ হঞা পঞ্চজন ।  
 হত হয় এবে তাহা করহ শ্রবণ ॥  
 রূপেতে মোহিত হঞা পতঙ্গ মরয় ।  
 গন্ধে মুগ্ধ হঞা মধুকর বধা হয় ॥  
 স্পর্শেতে মোহিত হঞা বলিষ্ঠ-বারন ।  
 শব্দে আবদ্ধ হয় জন্মের মত্তন ॥  
 শব্দে বিমোহিত হঞা হরিণনিচয় ।  
 বন বাহ্যে আসি ব্যাধ শরে বিদ্ধ হয় ॥

রসেতে মোহিত হঞা মীন সমুদয় ।  
 বঁড়িশেতে বিদ্ধ হয়ে জীবন ত্যজয় ॥  
 পঞ্চম বিষয়ে মুগ্ধ হঞা পঞ্চজন ।  
 যেইরূপে হত হয় করিনু বর্ণন ॥  
 রূপাদি বিষয় পঞ্চ রমণীতে রহে ।  
 এ লাগি রমণী ত্যজ্যা ভাগবতে কহে ॥  
 নারীরূপ দরশন নারী-অঙ্গ ভ্রাণ ।  
 নারী-পরশন নারীবাক্য অবধান ॥  
 নারীর অধর-সুখা রসাবলেহন ।  
 এই পক্ষে সুরাসুর আদির নিধন ॥  
 অতএব বুদ্ধিমান মানবনিচয় ।  
 রমণী-বিষয়ে সদা উদাসীন রয় ॥  
 কামপরতন্ত্র মুঢ় মানব যাহারা ।  
 কামিনী-বিষয়ে সব হারায় তাহারা ॥  
 ইহা জানি উদাসীন বৈষ্ণবনিচয় ।  
 নারীর বিষয় পঞ্চ অগ্রাহ্য করয় ॥  
 কামিনী কাঞ্চনাস্বরাভরণাদি যত ।  
 মায়া বিরচিত এই সুবুদ্ধি সন্মত ॥  
 অতএব উদাসীন তত্ত্ব সমুদয় ।  
 কামিনীকাঞ্চন আদি কভু না স্পর্শয় ॥  
 নাধুকরী বৃন্তো স্ব-স্ব উদর ভরয় ।  
 চেলখণ্ডে কটিনেশাবরণ করয় ॥

কর পাত্রে কিংবা নারিকেল পাত্রে পান ।  
 তরুতলে ভূ-শয্যায় সুখেতে শয়ান ॥  
 ভিক্ষুকের ধর্ম্য নহে নারী-সম্ভাষণ ।  
 যে করে সে ধর্ম্মধ্বজি স্বরূপে গণন ॥  
 ধর্ম্মধ্বজি ভিক্ষুকের কৃষ্ণাশুশীলনে ।  
 অধিকার নাহি ইহা ফুকারে পুরাণে ॥  
 ভিক্ষুক বৈষ্ণবগণ ভ্রমে ও চরণে ।  
 কাষ্ঠের যুবতী স্পর্শ না করে কখনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমাসাং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 প্রলোভিতঃ পতত্যক্কে তমস্ত্রয়ো পতঙ্গবৎ ॥

যোষিক্লিগ্যাভরণাধরাদি

দ্রব্যেষু মায়াৱচিতেষু মুঢ়ঃ ।

প্রলোভিতায়া হ্যপভোগবুদ্ধা

পতঙ্গবদ্রশ্মতি নষ্ট দৃষ্টিঃ ॥

পদাপি যুবতীং ভিক্ষুনস্পৃশেৎ দারবীমপি ।

স্পৃশন্ করীব বধোক্ত করিগ্যা অঙ্গ সঙ্গতঃ ॥ ১৭১ ॥

বরঞ্চ লম্পট ভাল স্ত্রৈণ কিছু নয় ।

স্ত্রৈণতা পৌরুষ নাশি পশুত্ব আনয় ॥

তক্রপ পাষাণ্ড ভাল ভণ্ড কিছু নয় ।

ভণ্ডতা সকল নাশি দেখায় নিরয় ॥

নারীর বিষয় যৈছে ধীর গ্রাহ্য নয় ।  
 তৈছে ধীরা রমণীর জানিহ নিশ্চয় ॥  
 ধীরা ভক্তিমতী নারীবৃন্দ কোমক্রমে ।  
 নরের বিষয় গ্রাহ্য নাহি করে ভ্রমে ॥  
 অসঙ্গেতে রহঃস্থানে আপন ভাবেতে ।  
 কৃষ্ণসেবা করিবেন গুৰ্ব্বাজ্ঞা মতেতে ॥  
 ইহাতে অশ্রুতা যেই রমণী করয় ।  
 তাহার অশুদ্ধামতি সকলে ঘোষয় ॥  
 শুদ্ধামতি নহে যার কৃষ্ণ সেবা তার ।  
 বৃথা হয় এই কথা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 নিষিদ্ধ পুরুষ সঙ্গে যে নারী থাকয় ।  
 তার অধিকার কৃষ্ণসেবাতে না রয় ॥  
 স্ব-গৃহে রহিয়া ব্রজগোপী অনুসারে ।  
 ভজিবেন কৃষ্ণচন্দ্র রস-পারাবারে ।  
 নিত্যসিদ্ধ আচরণ সাধক জনার ।  
 করণীয় নহে, এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 ইহার বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 রসাদির তত্ত্ব কিছু করহ শ্রবণ ॥  
 “রস” “রস” কহে সবে রস কীরে কয় ।  
 রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা সেই “রস” হয় ॥  
 রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা সদানন্দ জানি ।  
 সেইত আনন্দরস চিন্ময় বাখানি ॥

আনন্দ চিন্ময় রস অপ্রাকৃত হয় ।  
 অতএব “পররস” তাহারে কহয় ॥  
 আনন্দার্থে স্বয়ং কৃষ্ণ সর্ব সমাশ্রয় ।  
 সর্বরসপয়োনিধি সদামৃতময় ॥  
 একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র কহিনু নিশ্চয় ।  
 দীপ্তিতিস্বরূপানন্ত শক্ত্যম্বিতময় ॥  
 এ হেতু কৃষ্ণের হয় গোবিন্দ আখ্যান ।  
 শ্রুত্যাদি সকল শাস্ত্র ইহাতে প্রমাণ ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

আনন্দং ব্রহ্মণোরূপমিত্যাদি শ্রুতিনোদিতং ।  
 আনন্দরূপ ব্রহ্মস্যাঙ্গো গোবিন্দো বিশ্বভাবনঃ ॥ ১৭২ ॥

চিন্ময় অর্থেতে জানি চিচ্ছক্তি-অম্বিত ।  
 সেইত চিচ্ছক্তি রাধা কহিনু নিশ্চিত ॥  
 একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ।  
 এই বাক্যে রাধা তাঁর চিচ্ছক্তি-স্বরূপ ॥  
 সেইত চিচ্ছক্তি সর্বশক্তিবৃন্দ সহ ।  
 শ্রীকৃষ্ণে বিরাজে পূর্ণরূপে অহরহ ॥  
 অতএব রাধাকৃষ্ণ একাত্মতা যেই ।  
 আনন্দ চিন্ময় রস নিত্য হয় সেই ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

রসোবৈ মেত্যাদি বাক্যানুষ্কৈব পরমোরসঃ ।  
 তদ্বাক্ষ কৃষ্ণচন্দ্রস্ত বৃহদাদিতি হেতুকঃ ॥ ১৭৩ ॥

আনন্দ চিন্ময়রসে সু-প্রতিভাবিত ।  
 গোপী সহ নিত্য স্ব-স্বরূপে অবস্থিত ।  
 অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ বৃন্দাবনে ।  
 স্ব-রসে স্ব-রস সজে করে বিহরণে ॥  
 সেই শ্রীগোবিন্দে আমি সেবি অনিবার ।  
 আনন্দ চিন্ময় রস মুরতি ঘাঁহার ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

আনন্দ চিন্ময়রস প্রতিভাবিতাভি-  
 স্তাভির্ষ এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।  
 গোলোক এব নিবসতাখিলাত্মভূতো  
 গোবিন্দনাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ১৭৪ ॥

আনন্দার্থে কৃষ্ণ, বল, অবিধানে কয় ।  
 বলার্থেতে শুক্রসার-শক্তি আদি হয় ॥  
 রসসারোদ্ভব সেই শুক্র-আদি নহে ।  
 স্বতঃসিদ্ধ অপ্রাকৃত নিত্য স্থির কহে ॥  
 চিহ্নস্তি স্ব-শক্ত্যে সেই বল আকর্ষিয়া ।  
 লীলাকার্য সাধে নিত্য কৃষ্ণেচ্ছা লাগিয়া ॥  
 চিহ্নস্তির গত যবে কৃষ্ণ, বল, হয় ।  
 তবহি শৃঙ্গারানন্দ রস উপজয় ॥  
 আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণে ।  
 সকলি আনন্দ তার কহিনু সঙ্কানে ॥

নিজ বলানন্দ কৃষ্ণ নিজানন্দাধারে ।

স্থির রাধি চিচ্ছক্তিতে স্ব-ক্ৰীড়া বিস্তারে ॥

চৈতন্য আনন্দ কৃষ্ণ স্ব-চিচ্ছক্তিগত ।

অথবা চিচ্ছক্তি কৃষ্ণে অবিচ্ছেদে রত ॥

চৈতন্য আনন্দ কৃষ্ণ স্ব-চিচ্ছক্তি সঙ্গে ।

নিত্য রতিক্ৰীড়া করে ভেদাভেদ রঙ্গে ॥

ভেদরূপে নিত্য যেই রতিক্ৰীড়া হয় ।

পরকীয়া রত্যাখ্যান তাহার নিশ্চয় ॥

অভেদ স্বরূপে যেই রতির বিধান ।

স্বগত শৃঙ্গার সেই দর্শন প্রমাণ ॥

ভেদাভেদরূপে নিত্য দুই রতি হয় ।

তার মধ্যে পরকীয়া রতি শ্রেষ্ঠ কয় ॥

ভেদ বিনা লীলা সিদ্ধ নহে কদাচন ।

লীলা মধ্যে ব্রজলীলা শ্রেষ্ঠা সর্বকণ ॥

ব্রজলীলা মধ্যে রাসলীলা সর্বোত্তমা ।

পরকীয়া হৈতে হয় যাহার যোজনা ॥

অতএব পরকীয়া রতি শ্রেষ্ঠ হয় ।

ভাবে প্রভু এই তত্ত্ব ভক্তগণে কয় ॥

তথাহি শ্রীমুখোক্তং পদং ।

সেইত পরাণনাথে পোহু ।

বাঁহা লাগি কাম নহে বহি গেহু ॥ ৩ ॥ ১৭৫ ॥



এই ধূয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর ।  
 কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ॥  
 এই ভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক ।  
 যাহার মর্ম্মার্থ নাহি বুঝে অন্তলোক ॥

তথাহি কাব্যপ্রকাশে ।

সঃ কোমারহরঃ স এব হি বরস্তাএব চৈত্রকপা-  
 স্তেচোন্নীলিত মালতী সুরভরঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।  
 সা চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ  
 বেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১৭৬ ।

এই শ্লোকমর্ম্ম পরকীয়া রতিসার ।  
 ভক্তস্থানে করে প্রভু ভাবেতে প্রচার ॥  
 সেই তুমি সেই আমি তবু মোর মন ।  
 বন্দাবনে বনে রতি চাহে অমুক্ষণ ॥  
 ইথে জানি পরকীয়া ভাবেতে ভঞ্জন ।  
 প্রভুর সম্মত মত কহে ভক্তগণ ॥  
 আনন্দ চিচ্ছক্তি দুয়ে সদা সম্মিলনে ।  
 অপ্রাকৃত রতিরস কহে বিজ্ঞজনে ॥  
 উভয় মিলন বিনা রতিরস নহে ।  
 এই কথা রস শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ কহে ॥  
 অনাদিক্রমেতে সদা ভেদাভেদরূপে ।  
 আনন্দ চিচ্ছক্তি দুয়ে একই স্বরূপে ॥

রাস-বিহারাদি করে নিত্য বৃন্দাবনে ।  
 অনাদি শৃঙ্গার সেই বুক মনে মনে ॥  
 “আনন্দ চিন্ময় রসঃ” “রসো বৈ” প্রভৃতি ।  
 বাক্যের গুঢ়ার্থ এই করিষু বিস্তৃতি ॥  
 ইহাতে জানিয়ে শ্রীগোবিন্দ রস হয় ।  
 গো-শব্দে কিরণরূপা তচ্ছক্তি-নিচয় ॥  
 কিরণ সূর্য্যোতে যৈছে নিত্য অবিচ্ছেদ ।  
 তৈছে কৃষ্ণশক্তি সহ কহে যত বেদ ॥  
 অনাদি শৃঙ্গার রসে সর্ব্বরস রহে ।  
 এ লাগি শৃঙ্গার রসে “আদিরস” কহে ॥  
 আনন্দ চিন্ময় হেতু আনন্দরসময় ।  
 একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্র আর কেহ নয় ॥  
 “রসোবৈ সেত্যাদি” বাক্যে সেই আনন্দরসে ।  
 কৃষ্ণানন্দ রস কহে বেদ ভক্তিরসে ॥  
 শক্তি সহৈক্যতা বিনা নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে ।  
 নাহিক সম্ভবে রস বুঝহ মনেতে ॥  
 শক্তিশূন্য ব্রহ্মজ্ঞান শুকজ্ঞান হয় ।  
 মোদের আচার্য্যগণ এই কথা কয় ॥  
 শক্তি-সম্মিলন বিনা রস নাহি হয় ।  
 প্রত্যক্ষ প্রমাণ তার দেখ সদাশয় ॥  
 ভূত শক্ত্যে বৃন্দাদিতে রসের সঞ্চার ।  
 তাহাতে জীবিত বৃন্দ আদি অনিবার ॥

ভূত শক্ত্যভাবে হয় বৃক্ষাদির নাশ ।  
 এই কথা দর্শনাদি শাস্ত্রেতে প্রকাশ ॥  
 রস হেতু শক্তিগণ বিজে ইহা কয় ।  
 শক্তির অভাব যথা তথা রস নয় ॥  
 নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে রস কেমনে সম্ভবে ।  
 ভাবিয়া দেখুন ইহা শ্রীমহামুভাবে ॥  
 নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে রস কল্পনা কেবল ।  
 রসজ্ঞ স্বরূপ দ্বারে শুনিষু সকল ॥  
 শক্তি সংযোগেতে হয় চৈতন্যেতে রস ।  
 শক্তির সংযোগ বিনা চৈতন্য অবশ ॥  
 পরস্পর সংযোগেতে নিত্য রস হয় ।  
 চক্রপাণি আদি ইহা স্ব-স্ব গ্রন্থে কয় ॥  
 চৈতন্য আনন্দব্রহ্ম শাস্ত্রে কহে যেই ।  
 শক্তিতে চৈতন্যানন্দ ব্রহ্ম কহি সেই ॥  
 তিঁহত আনন্দ রস রূপে গণ্য হয় ।  
 অতএব শক্তি নিত্যানন্দ হেতু কয় ॥  
 “লঙ্কানন্দী” ঐতিবাক্যে শক্তি সম্মিলনে ।  
 নিত্যরসরূপ ব্রহ্ম কহে মহাজনে ॥  
 চৈতন্যাত্মারূপ কৃষ্ণ নন্দর-নন্দন ।  
 সর্বশক্ত্যস্থিত হেতু রসরূপ হন ॥  
 চৈতন্য আনন্দঘন রস কৃষ্ণ হয় ।  
 সেই রস “আদ্যরস” অতাপূর্ব্ব কয় ॥

আদ্যরস হয় সর্বরস অবতারী ।  
 পূর্ব্বাপর এই কথা বুঝাই বিচারী ॥  
 দাস্তরস আদি আশ্রয়স হৈতে হয় ।  
 সেহ ত অনাদিক্রমে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 আদ্যরস যেই সেই মধুর-শৃঙ্গার ।  
 ভেদাভেদরূপে নিত্য ব্রজেতে প্রচার ॥  
 চিচ্ছক্তি প্রচুর হয় চিন্ময় শব্দেতে ।  
 চিচ্ছক্তির বহু অংশ জানিহ মনেতে ॥  
 চিচ্ছক্তি অংশিনী রাধা চিচ্ছক্তি সম্পূর্ণা ।  
 শ্রীকৃষ্ণাধন কার্য্যে অতিশয় তুর্ণা ॥  
 শ্রীরাধালিঙ্গিত যেই কৃষ্ণরূপ হয় ।  
 সেইত পরম রস শৃঙ্গার নিশ্চয় ॥  
 মানকর হেতু সেই শৃঙ্গারের নাম ।  
 মধুর শৃঙ্গার হয় যাহে নাই কাম ॥  
 অথবা কৃষ্ণের আর ব্রজ-গোপীকার ।  
 পরস্পর সন্তোগাচ্ছ হেতু যে বিস্তার ॥  
 মধুরা প্রিয়তা রতি তাহার আখ্যান ।  
 রসবল্লী গ্রন্থে এর শ্রীরূপ প্রমাণ ॥  
 মধুর শৃঙ্গার রস নিত্য বৃন্দাবনে ।  
 বিরাজ করয়ে পরকীয়া গোপীগণে ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিদ্ধৌ ।

মিথোহরেমুর্গাঙ্ক্যাশ্চ সন্তোগস্তাদি কারণং ।

মধুরা পরপক্ষীয়া প্রিয়তাত্ধ্যোদিতা রতিঃ ॥ ১৭৭ ॥

“রসো বৈ স” “রসঃ” এই শ্রুতির বচনে ।

সর্বরসরূপ কৃষ্ণ কহে মহাজনে ॥

ব্রহ্মানন্দ রসাপেক্ষা কৃষ্ণানন্দ রস ।

অত্যন্ত প্রকৃষ্ট চিত্ত যাতে হয় বশ ॥

শৃঙ্গারাদি সর্বরস কদম্ব-শ্রীকৃষ্ণ ।

যাতে ভক্তচিত্ত অলি সর্বদা সতৃষ্ণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্বরো মূর্তিমান্

গোপানাং স্বজনোহসতাং ক্ষিতিবুজাং শাস্তা স্ব পিত্রোঃ শিশুঃ ॥

মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড় বিজ্জ্বাং তথ্যং পরং যোগিনাং

বৃক্ষীনাং পদ্মদেবতেতি বিদিতো রজঃগতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭৮ ॥

বিবিধ রসেতে কৃষ্ণ কংসের সভায় ।

উদয় হয়েন ঐছে শ্লোকে এই গায় ॥

ইহাতে জানিয়ে সর্বরসময়মূর্তি ।

নন্দের-নন্দন কৃষ্ণ তন্তুচিত্তে স্মৃতি ॥

যার আশ্বাদনাদিতে দেহ দ্রব হয় ।

তাহারে কহয়ে রস জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি ভাবপ্রকাশে ।

যৎপার্থো রসধাতুর্যন্ততোহিভবদরঃ রসঃ ।

সদৈব সকলং দেহং রসতীতি রসঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭৯ ॥

রসনেন্দ্রিয়াদি দ্বারে আশ্বাদন যার ।

শাস্ত্রমতে হয় জানি রস নাম তার ॥

বিষয় ইন্দ্রিয়ে নিত্য সন্মিলন যেই ।  
 রসাখ্যান হয় তার, কহিলাম এই ॥  
 বিষয়েতে রস নিত্য বিরাজ করয় ।  
 ইন্দ্রিয়ের দ্বারে তাহা অনুভূতি হয় ॥  
 সেই অনুভূতি হয় দ্বিবিধ প্রকার ।  
 পরোক্ষাপরোক্ষ এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 পরোক্ষানুভূতি হয় সাধন দেহেতে ।  
 অপরোক্ষ অনুভূতি সিক্ত শরীরেতে ॥  
 পরোক্ষার্থে অপ্রত্যক্ষ অভিধানে কয় ।  
 অপরোক্ষ শব্দার্থেতে প্রত্যক্ষ কহয় ॥  
 সাধনকালেতে কড় কড় ভাবাবেশে ।  
 প্রত্যক্ষানুভূতি হয় কহিনু বিশেষে ॥  
 অপ্রাকৃত সিক্তদেহে অপ্রাকৃত রসে ।  
 পূর্ণ আশ্বাদন হয় আত্মভাববশে ॥  
 ভাবনার দীর্ঘ পথ করিয়া লঙ্ঘন ।  
 অত্যাশ্চর্য্য পুঞ্জাকর রূপে সর্ব্বক্ষণ ॥  
 শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তে অত্যাধিক্যরূপে ।  
 আশ্বাদোৎপাদন করে বিশেষ্য স্বরূপে ॥  
 তাহাকেই রস কহে রসিক সকলে ।  
 শৃঙ্গারাদি নাম তার শাস্ত্রগণে বলে ॥  
 তথাহি শ্রীরসায়ুতসিকৌ ।  
 ব্যতীত্য ভাবনাবজ্ঞানমংকার ভারতুঃ ॥  
 হৃদি সর্ব্বোজ্জ্বলে বাঢ়ে স্বদেহে স রসো মতঃ ॥ ১৮০ ॥

বিভাবানুভাব আর সাহিত্যিক, সঞ্চারি ।  
 এই চারি হয় রস অভিব্যক্তকারী ॥  
 বিভাবাদি দ্বারে যেই নিত্যপ্রকাশিত ।  
 কৃষ্ণরতি স্থায়ীভাব সেই ত নিশ্চিত ॥  
 শ্রবণাদি-দ্বারে তাহা ভক্তের হৃদয়ে ।  
 সাদ্যত্ব হইয়া সূচু ভক্তিরস হয়ে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

বিভাবৈবরসভাবৈশ্চ সাহিত্যৈকর্য্যভিচারিভিঃ ।  
 স্বাত্ত্বং হৃদিভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ।  
 এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবোভক্তি রসোভবেৎ ॥ ১৮১ ॥

স্বাদ শব্দে রস এই অভিধানে কয় ।  
 শ্রবণাদি ক্রিয়াদ্বারে হৃদে ব্যক্ত হয় ॥  
 মহাভাব-আদি গ্রাহ রত্নপলঙ্কণে ।  
 টীকা মধ্যে দেখি ইহা শ্রীজীব-বচনে ॥  
 বিভাবানুভাব আর সাহিত্যিক, সঞ্চারি ।  
 করণ কারণ ভাব দ্বারে চমৎকারী ॥  
 মধুরাখ্যা রতি যবে স্বাদনীয় হয় ।  
 মধুরাখ্য ভক্তিরস সেইত নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

বক্ষ্যাম্যনৈকবিভাবান্যৈঃ স্বাত্ত্বং মধুরা রতিঃ ।  
 নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ ॥ ১৮২ ॥

মধুরাখ্য ভক্তিরস রসের ভূপতি ।  
 শ্রীজীব-আদির এই মধুর ভারতী ॥  
 কৃষ্ণ আর গোপীকার পরস্পর যেই ।  
 সন্তোগের আদি, মধুরাখ্য রতি সেই ॥  
 পরপর্যায়েতে সেই মধুরাখ্য রতি ।  
 প্রিয়তা আখ্যান ধরে কহিনু সম্প্রতি ॥  
 কটাক্ষ, ক্র-ভঙ্গী, ঈষদ্বাস্ত, প্রিয়বাণী ।  
 প্রভৃতি তাহার চেষ্টা কহিনু বাখানি ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিদ্ধৌ ।

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যশ্চ সন্তোগস্তাদিকারণঃ ।  
 মধুরা পরপর্যায়া প্রিয়তাখ্যানিতারতিঃ ।  
 অস্তাং কটাক্ষ ক্রক্ষেপ প্রিয়বাণী স্নিতাদয়ঃ ॥ ১৮৩ ॥

রতি আশ্বাদন হেতু যেই সব হয় ।  
 সেই সবে বুধগণ বিভাব বলয় ॥  
 সেইত বিভাব হয় দ্বিবিধ প্রকার ।  
 আলম্বন, উদ্দীপন কহিলাম সার ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবান্ত রত্যাশ্বাদন হেতবঃ ।  
 তে বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥ ১৮৪ ॥

যাহাতে রত্যাদি চিত্তে বিভাবিত হয় ।  
 তাহাকেই আলম্বন বিভাব বলয় ॥



যদ্বারা রত্যাদি চিত্তে হয় বিকসিত ।

সেই হয় উদ্দীপন-বিভাব কথিত ॥

তথাহি শ্রীঅগ্নিপুরাণে ।

বিভাব্যাতে হি রত্যাদির্ঘত্র যেন বিভাব্যাতে ।

বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥ ১৮৫ ॥

রতির বিষয়াধার ভেদে আলম্বন ।

দুইমত হয় এই শাস্ত্রের লিখন ॥

রতির বিষয় কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ।

রতির আশ্রয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ॥

অতএব ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন ।

কৃষ্ণলীলা পরিকর মধ্যোতে গণন ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিদ্ধৌ ।

কৃষ্ণঃ চ কৃষ্ণভক্তাঃ চ বুদ্ধৈরালম্বনা মতাঃ ।

রত্যাদির্বিষয়ত্বেন তথাধার তয়াপি চ ॥ ১৮৬ ॥

চিন্তাস্থ ভাবের অববোধকের নাম ।

অনুভাব হয় এই শাস্ত্র পরমাণ ॥

বাহ্য বিক্রিয়ার প্রায় সেই অনুভাব ।

উদ্ভাস্বর নামে খ্যাত অপূর্ব প্রভাব ॥

নৃত্য, গীত, বিলুপ্তিত, শরীর মোটন ।

নিশ্বাস বাহুল্য, ঘূর্ণা, হৃৎকার জ্বলন ॥

লালাস্রাব, অটুহাস, লোকানপেক্ষিতা ।

ক্রোশন, হিকাদি, উদ্ভাস্বরাস্থ্য কথিতা ॥

সেই অনুভাব শীত, ক্ষেপণ ভেদেতে ।  
 দ্বিবিধ প্রকার হয় জানিহ মনেতে ॥  
 গীত, জুস্তা আদি যেই তারে “শীত” কয় ।  
 নৃত্য প্রভৃতিকে শাস্ত্রে “ক্ষেপণ” বলয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অনুভাবস্ত চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ ।  
 তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাসরাখ্যা ॥  
 নৃত্যাং বিলুপ্তিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং ।  
 হকারো জুস্তাং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা ।  
 লালাস্রাবোহুহাসশ্চ ঘূর্ণাহিকাদয়ৌহপি চ ।  
 তে শীতাঃ ক্ষেপণাশ্চেতি যথার্থীখ্যা দ্বিধোদিতাঃ ॥ ১৮৭ ॥

প্রত্যক্ষস্বরূপে কিস্বা ধারানুক্রমেতে ।  
 শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি-ভাবে প্রগাঢ়-রূপেতে ॥  
 আক্রান্ত চিত্তকে নিত্য রস প্রকরণে ।  
 “সব্ব” বলি ব্যাখ্যা করে শাস্ত্র-চক্ষুগণে ॥  
 সেই সব্বজাতভাবে সাব্বিক কহয় ।  
 সেইত সাব্বিক পুনঃ তিন রূপ হয় ॥  
 স্নিগ্ধ, দিগ্ধ, রুগ্ধ, এই ত্রিবিধ প্রকার ।  
 শাস্ত্রমতে এই তব্ব করিষু প্রচার ॥

তথাহি শ্রীরসানুতসিকৌ ।

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিস্বিদ্ধা ব্যবধানতঃ ।  
 তাঈশ্চিদ্ভূমিহাক্রান্তং সম্বন্ধিত্যজ্ঞাতে বুদ্ধৈঃ ।

সম্বাদমাৎ সমুৎপন্নো ভাবান্তে তু সাধিকাঃ ।

দ্বিধা দ্বিধা স্তথাক্ষা ইত্যমী ত্রিবিধা মতাঃ ॥ ১৮৮ ॥

মুখ্য, গৌণভেদে দ্বিধা সাধিক দ্বিবিধ ।

রসিকে বর্ণনা করে করিয়া বিবিধ ॥

মুখ্য রত্নদয়ে “মুখ্য” সাধিক কহয় ।

শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ-সাক্ষাৎ জানিবে নিশ্চয় ॥

গৌণী রত্নদয়োৎপন্ন সাধিকাভিধানে ।

“গৌণ” বলি বুধগণ করিলা ব্যাখ্যানে ॥

ধারানুসারেতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ তথায় ।

দিক্কের লক্ষণ শুন একান্ত হিয়ায় ॥

ঐছে চুই রতি বিনা জাত ভাবে যেই ।

হৃদয়াক্রমণ করে জাত রতি সেই ॥

জাত রতি ভক্তজনে তদুদ্ভূত ভাব ।

রতি অনুবর্তীরূপে যদি হয় লাভ ॥

সেইত সাধিকে “দ্বিধা” সাধিক বলয় ।

রুক্মির লক্ষণ শুন যাহা শাস্ত্রে কয় ॥

অত্যন্ত মধুর আর অত্যাশ্চর্য্যময় ।

শ্রীকৃষ্ণের গুণ আদি বার্তা সমুদয় ॥

সেই চিত্রা বার্তাবলী শ্রবণ আদিত্যে ।

রতি শূণ্ণে হর্ষ আদি যা পাও দেখিতে ॥

সেই হর্ষ আদি জাত সাধিক লক্ষণে ।

“কৃষ্ণ” বলি ব্যাখ্যা করে কোন মহাজনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মিথ্যাস্ত সাস্বিকামুখ্যা গোণাশ্চেতি স্থিধ্যামতাঃ ।  
 আক্রমান্মুখ্যায়া রত্যা মুখ্যাঃ স্ন্যঃ সাস্বিকা অমী ।  
 বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণসম্বন্ধঃ সাক্ষাদেবাত্ত স্থিতিভিঃ ।  
 রত্যাক্রমণতঃ প্রোক্তা গোণান্তে গোণভূতয়া ।  
 তত্র কৃষ্ণস্য সম্বন্ধঃ স্যাৎ কিঞ্চিদ্ব্যবধানতঃ ।  
 রতিদ্বয় বিনা ভূতৈর্ভাবৈর্মনস আক্রমাৎ ।  
 জনে জাতরতো দিগ্ধাস্তে চেদ্রত্যাগামিনঃ ।  
 মধুরাশ্চর্য্য তদ্ব্যৰ্থোৎপন্নৈর্মুদ্বিম্বয়াদিভিঃ ।  
 জাতা ভক্তোপমে কৃষ্ণা রতিশূন্যে জনে কচিৎ ॥ ১৮৯ ॥

বিশেষ রূপেতে আর অভিমুখতায় ।  
 স্থায়িতাবে বিচরণ করে সৰ্বদায় ॥  
 এহেতু তেত্রিশভাবে ব্যভিচারী কয় ।  
 ব্যভিচরতীতিজ্ঞানে ব্যভিচারী হয় ॥  
 বিশেষরূপেতে স্থায়িতাবে বিচরয় ।  
 সেই হেতু বুধগণে ব্যভিচারী কয় ॥  
 ভাব, বাক্য, ক্র-নেত্রাদি সহ দ্বারে যাহা ।  
 বিজ্ঞাপিত হয় নিত্য ব্যভিচারী তাহা ॥  
 অমৃত সমুদ্রে উর্দ্ধমালিকার স্থায় ।  
 স্থায়িতাবে ব্যভিচারী ভাব সমুদায় ॥  
 উদ্যম হইয়া স্থায়িতাবে বোড়ায় ।  
 নিমগ্ন হইয়া তার স্বরূপতা পায় ॥

নির্বেদ, বিবাদ, দৈশ্য, মানি, শ্রম, ত্রাস ।  
 মদ, গর্ব, শঙ্কা, বেগ, উন্মাদ, নির্ধাস ॥  
 ব্যাধি, মোহা-লস্ত, জাড্য, ত্রীড়া, অপস্মৃতি ।  
 অবহিতা-মৰ্ষা-সূয়া, নিদ্রা, স্থপ্তি, স্মৃতি ॥  
 ঔৎসুক্য, চাপল্য, হর্ষ, ঔগ্র্য, মতি, ধৃতি ।  
 বিতর্ক, চিন্তন, বোধ, স্মরণ, বিবৃতি ॥  
 নির্ধাস বিবৃতি দুই করিয়া বর্জজন ।  
 ত্রয়স্ত্রিংশদ্যভিচারী করিহ গণন ॥  
 ভাবগতি সঞ্চারণ হেতু ব্যভিচারী ।  
 সঞ্চারি আখ্যান ধরে বুকহ বিচারি ॥  
 তথাহি শ্রীসামুদ্রসিকৌ ।

তথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদাবা যে ব্যভিচারিণঃ ।  
 বিশেষণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনঃ প্রতি ।  
 বাগঙ্গ সত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়ান্তে ব্যভিচারিণঃ ।  
 সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোপি তে ।  
 উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যহমৃতবারিধৌ ।  
 উন্নিবদ্ধর্দ্রস্তোমং যান্তি তদ্রূপতাক্ষ তে ।  
 নির্বেদোহথ বিষাদোদৈন্যং মানিশ্রমৌ চ মদগর্বৌ ।  
 শঙ্কা ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ ।  
 মোহো স্মৃতিরাশ্রয়ঃ জাড্যং ত্রীড়াহবহিতা চ ।  
 স্মৃতিরথ বিতর্ক চিন্তা মতি ধৃতরোহর্ষ ঔৎসুকত্বক ।  
 ঔগ্র্যাহমর্ষাসূয়াশ্চাপল্যকৈবনিদ্রা চ ।  
 স্থপ্তিবোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ ॥১৯॥

শূঙ্গারে উগ্রতালস্ত ব্যভিচারী নাই ।  
উজ্জ্বলে কহেন ইহা শ্রীরূপ গোঁসাই ॥  
ব্যভিচারী ভাবে আত্ম সখীগণাদিতে ।  
স্বপ্নে সঞ্চার হয় হৃদয়-ভিত্তিতে ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ ।  
নির্বেদাদ্যন্তয়স্ত্রিংশদ্বাবা যে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ।  
ঔগ্র্যালস্যে বিনা তত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ ।  
সখ্যাদিষু নিজশ্রেমাপাত্ত সঞ্চারিতাঃ ত্রজ্ঞেঃ ॥ ১৯১ ॥

অবিরুদ্ধ হাস্তাদি, বিরুদ্ধ ক্রোধাদি ।  
ভাবে বশগত করি রাজবচ্ছেদাদি ॥  
সহিত বিরাজমান হয় যেই সেই ।  
স্থায়ীভাব বলি খ্যাত, কহিলাম এই ॥  
ভক্তিরস প্রকরণে কৃষ্ণ-বিষয়িণী ।  
রতি স্থায়ীভাব হয় শান্তের কাহিনী ॥  
মুখ্যা, গোঁগী ভেদে সেই রতি দুই হয় ।  
শুদ্ধ সঙ্গ বিশেষেরে মুখ্যা রতি কয় ॥  
হলাদিনী মিলিত সম্বিৎ স্বরূপ যাহার ।  
শুদ্ধ সঙ্গ মুখ্যা রতি সেই ত প্রচার ॥  
স্বার্থা, পরার্থানুসারে মুখ্যারতি দুই ।  
শ্রীরূপের আশ্রমতে কহিলাম মুই ॥  
অবিরুদ্ধ হাস্তাদি ভাব বারে যেই ।  
আপনাকে পুষ্ট করে “স্বার্থারতি” সেই ॥

বিরুদ্ধ ক্রোধাদি ভাব দ্বারেতে যাহার ।  
 সহ্যাতীত মানি চিন্ত করে অধিকার ॥  
 সেহ “স্বার্থারতি” মধ্যে হয় ত গণন ।  
 এবে কহি শুন পরার্থীর বিবরণ ॥  
 যেই মুখ্যারতি স্বয়ং হঞা সঙ্কুচিত ।  
 অবিরুদ্ধ আদি ছুয়ে করে প্রকটিত ॥  
 তাহাকে “পরার্থারতি” বলে বুধগণ ।  
 স্বার্থা পরার্থীর এই জানিহ লক্ষণ ॥  
 স্বার্থা আদি দুই রতি মুখ্যা যেই হয় ।  
 পুনর্ব্বার ভেদ তার পঞ্চবিধ কয় ॥  
 শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য, আর বাৎসল্য, প্রিয়তা ।  
 পঞ্চবিধভেদ এই রূপের-বারতা ॥  
 স্ফটিকাদিবস্তুভেদে সূর্য্যপ্রতিচ্ছায় ।  
 বৈশিষ্ট্যাবৈশিষ্ট্যভাবে নিত্য দেখা যায় ॥  
 তৈছে পাত্রভেদে নিত্য রতির বৈশিষ্ট্য ।  
 অবৈশিষ্ট্য ভাব ঘটে কহে যত শিষ্ট ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিঞ্চো ।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নযন্ ।  
 সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ীভাব উচ্যতে ।  
 স্থায়ীভাবোহত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়রতিঃ ।  
 ১. মুখ্যা গোণী চ সা বেদা রসজৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতা ।

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা রতিমুখ্যোতি কীর্তিতা ।  
 মুখ্যাপি দ্বিবিধা স্বার্থা পরার্থা চেতি কীর্ত্যতে ।  
 অবিরুদ্ধং বিরুদ্ধঞ্চ সম্বৃচ্ছন্তী স্বয়ং রতিঃ ।  
 যা ভাবমহুগ্ধাতি সা পরার্থা নিগদ্যতে ।  
 শুদ্ধা প্রীতিস্তথা সখ্যং বাৎসল্যং প্রিয়তেত্যসৌ ।  
 স্বপরার্থৈব সা মুখ্যা পুনঃ পঞ্চবিধা ভবেৎ ।  
 বৈশিষ্ট্যং পাত্রবৈশিষ্ট্যাং রতিরেষোপগচ্ছতি ।  
 যথাক্রমঃ প্রতিবিশ্বাত্মা ক্ষটিকাদিষু বস্তৃষু ॥ ১২২ ॥

শৃঙ্গার-রসেতে বৎস ! মধুরা রতিকে ।  
 স্থায়ীভাব বলে যত ভাবুক রসিকে ॥

তথাহি শ্রীমহাভক্তলনীলমণৌ ।

স্থায়ীভাবোহত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ ॥ ১২৩ ॥  
 রতি-আদি ভাববৃন্দ আর ভাব যেই ।  
 পরম আনন্দরূপ সবে জানি এই ॥  
 স্বপ্রকাশ পরিপূর্ণ তাদাত্ম্য কারণে ।  
 স্বগ্রন্থে গোসাঞি ইহা করেন বর্ণনে ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিঞ্চৌ ।

পরমানন্দ তাদাত্ম্যভক্ত্যদেবশ্চ বস্তৃতঃ ।  
 রসশ্চ স্বপ্রকাশমধঃশুদ্ধঞ্চ সিদ্ধ্যতি ॥ ১২৪ ॥  
 পরমানন্দার্থে আত্মাদিনি শক্তি হয় ।  
 তন্মূলক রতি কৃষ্ণ বিভাব নিশ্চয় ॥  
 তচ্ছক্তিস্বরূপ ভক্ত সেই রতি ধারে ।  
 সর্বদা আবিষ্কৃত এই কহিলু তোমারে ॥



অনুভাব ব্যক্তিচারী হ্লাদিনী হইতে ।  
 উখিত হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চিত্তে ॥  
 শাস্ত আদি পঞ্চবিধ রতির মিলনে ।  
 মুখ্য এক ভক্তিরস হয় জানি মনে ॥  
 গোণভক্তিরস বৎস ! সপ্তবিধ হয় ।  
 সর্বশুদ্ধ অষ্টবিধ ভক্তিরস কয় ॥  
 শাস্ত, প্রীত, প্রেয়, আর বৎসল, মধুর ।  
 মুখ্য পঞ্চভক্তি রস কহে যত সুর ॥  
 হাস্তাদ্রুত, বীর, রোদ্র, ভয়ানক আর ।  
 করুণ, বীভৎস সপ্ত গোণ রস সার ॥  
 দিভাবাদি রতি আদি তুল্যরূপে যায় ।  
 ক্ষুরিত হইয়া থাকে সদা সর্বদায় ॥  
 সেই রস মরিষাদা অলৌকীক হয় ।  
 অতএব প্রকৃতির সুহৃৎকহ কয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অলৌকিক্য প্রকৃত্যেয়ং সুহৃৎকহ রসস্থিতিঃ ।  
 যত্র সাধারণতয়াভাবাঃ সাধু ক্ষুরস্ত্যর্মা ॥ ১৯৫ ॥

যেই ভাব আহ্লাদিনী শক্তির বিলাস ।  
 চিন্তা অগোচর যার স্বরূপ প্রকাশ ॥  
 রতি যার আখ্যা সেইভাব বারিধিরে ।  
 তর্কেতে কভু না আনে ভাবস্ত্র সুধীবে ॥

উজ্জ্বলে উজ্জ্বল রস উজ্জ্বল করিয়া ।  
 প্রকাশিলা প্রভুরূপ স্বরসে রসিয়া ॥  
 শুকজ্ঞানী তর্কনিষ্ঠ মীমাংসক জনে ।  
 ঐছে রসবিন্দু নাহি পায় আশ্বাদনে ॥  
 চিন্ময় আনন্দরূপ কৃষ্ণরস হয় ।  
 বহুভাগ্যে জীব তাহা আশ্বাদ করয় ॥  
 ভক্তিহীন হতভাগ্য জীব সমুদয় ।  
 জঘন্য প্রাকৃত রস সদা আশ্বাদয় ॥  
 নব নব রসধাম রূপে প্রতিকণ ।  
 প্রতিকণ ভক্তানন্দ যে করে বর্দ্ধন ॥  
 সেই কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তভৃঙ্গ যার ।  
 মধুলোভে সর্বকণ করয়ে বিহার ॥  
 রমণীসন্তোগ তার হইলে স্মরণ ।  
 মুখ বাঁকাইয়া সদা ফেলে নিষ্ঠীবন ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপাদারবিন্দে  
 নব নব রস ধামমুদ্যত্যং রক্তমাসীৎ ।  
 তদবধি বত নারী সঙ্গমে-স্বর্ধ্যমাণে  
 ভবতি মুখবিকারঃ সূচু নিষ্ঠীবনঞ্চ ॥ ১৯৬ ॥

সর্বরস সুধানিধি কৃষ্ণ-অনর্শনে ।  
 দর্শন উৎকণ্ঠা যত না যায় কখনে ॥

দর্শনে বিচ্ছেদ ভয় হৃদয়ে উদয় ।  
 ইথে কিবা করি কিছু নাহি স্থির হয় ॥  
 দর্শনে নাহিক সুখ অদর্শনে তাই ।  
 কিবা বৃদ্ধি করি ইথে ভাবিয়া না পাই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অদৃষ্টে দশনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদ ভীকৃত্য ।  
 না দৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যাতে সুখং ॥ ১৯৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রসের এই ভাব চমৎকার ।  
 বিষাদ প্রভৃতি চিন্তে সর্বদা প্রচার ॥  
 মিলনে সন্তোষ, বিপ্রলস্ত অমিলনে ।  
 সন্তোষেতে বিপ্রলস্ত সদা হয় মনে ॥  
 কৃষ্ণের সন্তোষধর্ম অত্যন্তুত হয় ।  
 বিপ্রলস্ত ভাব চিন্তে করয়ে উদয় ॥  
 সর্ববরসামৃত নির্ধি শ্রীরাধা-রমণ ।  
 তাঁহার লীলাদি অল্প করিলে শ্রবণ ॥  
 ভক্তের হইতে পারে রস আনন্দন ।  
 রতির প্রভাব তার জানিহ কারণ ॥  
 কৃষ্ণাদির বিভাবাদি ভাব সম্পাদনে ।  
 রতির প্রভাব হেতু কহে বুধগণে ॥  
 সেইত প্রভাব অসামান্য রূপ হয় ।  
 স্বশাস্ত্রে গোসাঞি ইহা পুনঃ পুনঃ কয় ॥

তথাহি শ্রীরসামৃতসিঞ্চৌ ।

হরেরীষচ্ছ্রুতিবিধৌ রসাস্বাদঃ সতাং ভবেৎ ।

রতেরেব প্রভাবোহয়ং হেতুস্তেষাং তথাকৃতৌ ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে চ ।

নৈষাতি দুঃসহাস্কুমাং ত্যক্তোদমপি বাধতে ।

পিবন্তুং ত্বগুখান্ডোজ্জ্যোতং হরিকথামৃতং ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিত্তিরীড়িতং কল্মষাপহং ।

শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভুরিদাজনাঃ ॥ ১৯৯ ॥

সর্বরসামৃতনিধি শ্রীরাস-বিহারী ।

সর্বানন্দকর বৃন্দাবন-বনচারী ॥

পরকীয়ারসোন্মত্তোন্মত্ততা-বিহীন ।

মন্থথ-মথনামৃত সর্বদা নবীন ॥

যেই কৃষ্ণ ভক্তাভীষ্ট করেন পুরণ ।

তাহার রূপাদি কুঞ্জে করিলে দর্শন ॥

অথবা রসিক মুখে শ্রবণ করিলে ।

সর্ববাস্তু স্তম্ভিগ্ন হয় তদ্রস সলিলে ॥

যাহার স্মরণ আর কীর্তন-দর্শনে ।

সর্বদেহ দ্রবীভূত হয়ত তৎক্ষণে ॥

আনন্দ চিন্ময় সেই কৃষ্ণরস হয় ।

“রসোবৈসেত্যাদি” শ্রুতি প্রমাণ আছে ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

শ্রবণাং শ্রবণাত্মন্য কীর্তনাদর্শনাদপি ।

রস্যাতে সকলো দেহঃ স রসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২০০ ॥

রস বিনা রসান্বাদ করাইতে নারে ।

বুঝহ অন্তরে ইহা করিয়া বিচারে ॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি শ্রীনন্দ-নন্দন ।

হ্লাদিনী-শক্তিতে সদা করেন রমণ ॥

উজ্জ্বল শব্দেতে নিত্য শৃঙ্গার মাধুর্য্য ।

পরম নির্ম্মল শুদ্ধ সর্ববরসধুর্য্য ॥

নীলমণি শব্দে শ্রেষ্ঠ মণিরাজ হয় ।

যে মণির জ্যোতিঃপুঞ্জে বেদ ব্রহ্ম কয় ॥

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণি কৃষ্ণের-স্বরূপ ।

ইহা জানাইলা জীবে রূপ কবিভূপ ॥

শৃঙ্গার স্বরূপে কৃষ্ণ সদা নিধুবনে ।

নিধুবন ক্রীড়া করে পরকীয়া সনে ॥

আহ্লাদিনী শক্তি সেই পরকীয়াগণ ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা নহে কদাচন ॥

অপ্রাকৃত আহ্লাদিনী পরকীয়াগণে ।

সর্বদা সমর্থা রতি হয় দরশনে ॥

সাধারণী, সমঞ্জসা রতি নিত্য যথা ।

সংপূর্ণ তাদাত্ম্যভাব নাহি ঘটে তথা ॥

সমর্থা রতিতে নিত্য সম্পূর্ণরূপেতে ।

তাদাত্ম্যতা ভাব ঘটে জানিহ মনেতে ॥

নায়ক-নায়িকা দুয়ে একীভাব মেই ।

তাদাত্ম্য তাহার নাম কহিলাম এই ॥

তান্নাত্মো স্ব-সুখজ্ঞান কভু নাহি রহে ।

এহেতু “সমর্থারতি” সর্বোপরি কহে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

কিঞ্চিশিষ্যমায়ান্ত্যা সন্তোগেচ্ছা যয়াতিতঃ ।

ব্রতাতাদাত্ম্যমাপরা সা সমর্থোতি ভগ্যতে ॥ ২০১ ॥

পরকীয়া গোপী বিনা কভু অন্য জনে ।

সম্পূর্ণা সমর্থারতি না হয় দর্শনে ॥

কুজাদি ব্যতীত অন্যে সাধারণীরতি ।

স্বলভা নাহিক হয় জানিহ স্মৃতি ! ॥

রুস্মিনী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষী ব্যতীত ।

সমস্তসারতি অন্যে দুর্লভা নিশ্চিত ॥

পরকীয়া গোপী বিনা কভু অন্য জনে ।

স্বলভা সমর্থারতি নহে কদাচনে ॥

যক্রপ কৌস্তভমণি শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ।

অন্যত্র নাহিক লাভ হয় কদাচিত ॥

তক্রপ ত্রিবিধা কৃষ্ণ রতিরত্নসার ।

ত্রিবিধা নায়িকা বিনা নহে পূর্ণাকার ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

সাধারণী নিগদিতা সমস্তসারসৌ সমর্থ্য চ ।

কুজাদিষু মহিষীষু চ গোবিন্দদেবীষু চ ক্রমতঃ ।

মণিবক্তিস্তামণিবৎ কৌস্তভ মণিবৎ ত্রিধাতিমতা ।

নাতি স্বলভেয়মভিতঃ সুদুর্লভাত্মাননালাভ্যা চ ॥ ২০২ ॥

তন্মধ্যে সমর্থারতি সম্পূর্ণা আকারে ।  
 পরিব্যক্ত হয় নিত্য গোপীগণ-দ্বারে ॥  
 অত্যাশ্চর্য্য গোপীভাব না যায় কথনে ।  
 যে ভাব দেখিয়া মুগ্ধ দেবী-দেবগণে ॥  
 উদ্ধব গোপীর ভাব করিয়া দর্শন ।  
 গোপীরে প্রশংসি বন্দে গোপীর চরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এতাঃ পরং তনুভূতো ভুবি গোপবধো  
 গোবিন্দএব নিখিলাঙ্গনি রুঢ়ভাবাঃ ।  
 বাঞ্ছন্তি যদবতিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ  
 কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥  
 বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমতীক্ৰশঃ ।  
 বাসাং হরিকথোদস্রীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং । ২০৩ ॥

রুঢ়ভাব অর্থে কৃষ্ণে শেষ প্রেমবতী ।  
 গোপ বধুগণ নিত্য জানিহ স্নমতি ! ॥  
 ত্রিকালে যাহার সম অধিক না হয় ।  
 শেষ প্রেমবতী শাস্ত্রে সেই সবে কয় ॥  
 শেষ প্রেম যেই তার “সমর্থা” আখ্যান ।  
 তাদাত্ম্যতা সদা কাল, নাহি অন্ত জ্ঞান ॥  
 তাদাত্ম্যতা যথা তথা অহ-মাদিত্যাব ।  
 সম্পূর্ণরূপেতে সদা জানিহ অভাব ॥

প্রপঞ্চা প্রপঞ্চে নিত্য শোভে রতিত্রয় ।  
 বহিমুখ জন ইহা বুঝিতে নারয় ॥ -  
 রতিত্রয়, ভাবত্রয়, রতি পঞ্চ আর ।  
 ভাব পঞ্চ আদি নিত্য কহিলাম সার ॥  
 “যন্দ্যয়হেনৈব” বাক্যে শ্রীউজ্জ্বলরস ।  
 নন্দে-র-নন্দন কৃষ্ণ যার সর্ব বশ ॥  
 সেই কৃষ্ণে ভজ তুমি নিত্য বৃন্দাবনে ।  
 শ্রীব্রজবাসীর ভাব লঞা শুদ্ধমনে ॥  
 শ্রীব্রজবাসীর ভাবে কৃষ্ণ ভজে বেই ।  
 ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় সেই ॥  
 ব্রজের যে চারি ভাব তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।  
 পরকীয়া ভাব যাহা গোবিন্দের প্রেষ্ঠ ॥  
 যতপিহ সর্বভাব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ হয় ।  
 তথাপিহ পরকীয়া ভাব সম নয় ॥  
 অতএব সারগ্রাহী ভক্ত সমুদয় ।  
 পরকীয়া ভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণে ভজয় ॥  
 পরকীয়া ভাব নিত্য, নিত্য-বৃন্দাবন ।  
 নিত্য-নিত্যানন্দরস শ্রীনন্দ-নন্দন ॥  
 নিত্য কৃষ্ণলীলা, নিত্য কৃষ্ণ ভক্তগণ ।  
 অনিত্য সনিত্যে নাহি হয় সঙ্গিলন ॥  
 অবিষ্টাপ্রভাবে ভুলি বহিমুখ জনে ।  
 সনিত্যে অনিত্যতত্ত্ব করে সঙ্গিলনে ॥



যে করে করুক তার প্রসঙ্গ ছাড়িয়া ।  
 ভজ রসময় কৃষ্ণে স্ব-রসে রসিয়া ॥  
 মদ্রময়ী, স্বারসিকী উপাসনা হয় ।  
 মদ্রীময়ী বৈধি, স্বারসিকী রাগময় ॥  
 ইহার বিস্তার পূর্বে করিলা শ্রবণ ।  
 এবে শুন পূর্বউক্ত ধাম বিবরণ ॥  
 অসামান্য স্ব-মহিমাপুরে ভগবান্ ।  
 নিত্য অধিষ্ঠিত এই শ্রুতির প্রমাণ ॥  
 অতএব তন্মহিমাধাম নিত্য হয় ।  
 প্রপঞ্চস্থ জীব দৃষ্ট ধাম তাহা নয় ॥  
 বেদাদিসম্মত শুন সিদ্ধান্ত ইহার ।  
 যাহাতে সংশয় দূর হইবে তোমার ॥  
 কৃষ্ণ স্ব-স্বরূপভূত নিজ ধামগণে ।  
 প্রপঞ্চমধ্যেতে সৃষ্ট করি প্রকটনে ॥  
 সেই সেই ধামে স্বয়ং হন আবির্ভূত ।  
 “ব্রহ্মাদি শব্দেতে” এই হয় অমুভূত ॥  
 গোপালতাপনী আদি বেদ স্পর্ষ্য কয় ।  
 শ্রীমথুরা সাক্ষাৎ স্বরূপ নিশ্চয় ॥  
 এহেতু মথুরা আদি তদ্ভাম নিচয় ।  
 কৃষ্ণের স্বরূপভূত কারণে চিন্ময় ॥  
 চিন্ময়-প্রযুক্ত নিত্য কহিলু নিশ্চয় ।  
 বলদেব আদি বুধগণে এই কয় ॥

তথাহি প্রেমেররসাবল্যাং ।

প্রপঞ্চো স্বাশ্রয়ং লোকমবতার্য মহেশ্বরঃ ।  
অবির্ভবতি তত্রৈতি মতং ব্রহ্মাদি শব্দতঃ ॥ ২০৪ ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানে ।  
প্রাকৃত মানবশিশু যারা করে জ্ঞানে ॥  
সেই সব অজ্ঞজন অবিজ্ঞা বধনে ।  
প্রাকৃত বলিয়া মানে কৃষ্ণধামগণে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

গোবিন্দে সচ্চিদানন্দে নরদায়কতা যথা ।  
অজ্ঞৈর্নিক্রপ্যতে তদ্ব্যাপ্তি প্রাকৃততা কিল ॥ ২০৫ ॥

তুরীয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ, তুরীয় তক্ষাম ।  
তুরীয় তলীলা আদি কহিনু সন্ধান ॥  
পুরুষ তিনের পর, গুণ ত্রয়াতীত ।  
তুরীয় শব্দের এই অর্থ সুনিশ্চিত ॥  
বেদাতীত বেদরূপ স্বয়ং ভগবান্ ।  
নন্দে-নন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বরসধাম ॥  
নূনাধিক্য অনুসারে সবে মায়াগন্ধ ।  
তুরীয় পদার্থে নাহি মায়ার সম্বন্ধ ॥  
বিস্কৃভক্তিপরায়ণ বিজ্ঞতম জ্ঞানে ।  
শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ আর কৃষ্ণধামগণে ॥  
শ্রীসচ্চিদানন্দরূপ করেন দর্শন ।  
প্রাকৃত অনিত্য নাহি ভাবে কদাচন ॥

পাশায় ছুরাগ্রহী অর্বচীন যারা ।  
 গায়িক বলিয়া মানে বিগ্রহাদি তারা ॥  
 “যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ” শ্রুতি কয় ।  
 ত্রিকালে কৃষ্ণের লীলা বিরাজ করয় ॥  
 কোনকালে কৃষ্ণলীলা ধ্বংস নাহি হয় ।  
 অতএব নিত্যলীলা পণ্ডিতে মানয় ॥  
 সেই ভগবান নিত্য লীলা অনুরক্ত ।  
 স্ব-ভক্ত ব্যাপক সদা ভক্ত প্রেমাসক্ত ॥  
 ভক্তের হৃদয়ে স্থায় করেন বিরাজ ।  
 এই বাক্য দৃষ্ট হয় শ্রুতি-স্মৃতিগায় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কৰ্ম্ম সমুদয়ে ।  
 অপ্ৰাকৃত নিত্য বলি যে জন মানয়ে ॥  
 সেইজন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ পরিহরি ।  
 কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় কহিমু বিবরি ॥  
 জন্ম মৃত্যুরূপ এই সংসার-যন্ত্রণা ।  
 কভু নাহি ভোগে সেই বেদের মন্ত্রণা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

জন্ম কৰ্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।  
 ত্যক্ত্বা দেহং পুনৰ্জন্ম নৈতি মামেতি মোহজ্জুন ॥ ২০ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের রূপ, অনন্ত পার্শ্বদ ।  
 অনন্ত কৃষ্ণের ধাম তজ্জন হর্ষদ ॥

অনন্ত কৃষ্ণের কৰ্ম কে করে প্রচার ।  
 যে করে করুক নাহি সামর্থ্য আমার ॥  
 পরস্পরাভিন্ন হেতু অবতারচয় ।  
 কৃষ্ণের লীলাদি কৰ্ম নিত্য শ্রুতি কয় ॥  
 লীলা প্রকটন লাগি প্রভু-শ্রীনিবাস ।  
 যেই যেই নিজরূপ করেন প্রকাশ ॥  
 সেই সেই শ্রীরূপের নিত্যই যেমন ।  
 প্রমাণিত করিয়াছে শ্রুতি-স্মৃতিগণ ॥  
 তদ্রূপ কৃষ্ণের সর্বলীলা নিত্য হয় ।  
 কদাপি নাহিক হয় প্রলয়ে প্রলয় ॥  
 লীলার আরম্ভ আর সমাপ্তি দর্শনে ।  
 লীলার অনিত্য নাহি হয় কদাচনে ॥  
 যখন যেরূপে কৃষ্ণ হন অবতার ।  
 তখন তদ্রূপ লীলা করেন বিস্তার ॥  
 অপ্রকটে সেই লীলা কভু নাহি রহে ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি এই কথা কহে ॥  
 ইহার মীমাংসা এবে করহ শ্রবণ ।  
 বাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন ॥  
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে বর্ত্তমাণে ।  
 তাহার মধ্যেতে কোন ব্রহ্মাণ্ডে বিধানে ॥  
 সেই অবতার কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ ।  
 তদ্রূপ বিলাস করে জানিহ নির্ধাস ॥

সেইকালে অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীহরি ।  
 সেই অবতার রাখে অপ্রকট করি ॥  
 ইহাতে কৃষ্ণের যত যত অবতার ।  
 নিরন্তর বিরাজিত কহিলাম সার ॥  
 অবতার সকলের নিত্যতা কারণে ।  
 লীলার নিত্যত্ব সিদ্ধ করে শাস্ত্রগণে ॥  
 অবতার, ভক্ত, ধাম অনন্ত যাহার ।  
 লীলা আদি কৰ্ম নিত্য নিশ্চয় তাহার ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ।

রূপানন্ত্যাজ্ঞানান্ত্যাক্ষমানন্ত্যাক্ষ কৰ্ম্মতং ।  
 নিত্যং স্যাদ্ভদ্রভেদাচ্ছেতাদিতং তৎ বিস্তমৈঃ ॥ ২০৭ ॥

বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিত্যরসরূপ কৃষ্ণ ।  
 নানারূপ লীলা করে হইয়া সতৃষ্ণ ॥  
 বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি যত চিহ্নাম আছয় ।  
 জড়গত ধাম তার বিপর্যাস্ত হয় ॥  
 চিল্লীলার বিপর্যাস্ত লীলা জড়ধামে ।  
 বিপর্যাস্ত হেতু মায়া কহে শাস্ত্রগ্রামে ॥  
 চিদ্রস্তুর বিপর্যাস্ত ভাব হয় যেই ।  
 সর্বজনমুগ্ধকরী মায়া জান সেই ॥  
 গুরুবৈমুখ্যতা হেতু অজ্ঞ জীবগণে ।  
 ঐছে তৎ রত্নসার না পায় দর্শনে ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

যো ভাবশিদ্ধিপৰ্য্যন্তো মায়া সাচ প্রকীৰ্ত্তিতা ।

ইত্যজ্ঞা ন হি জানন্তি গুরোর্বৈমুখ্য কারণাৎ ॥ ২০৮ ॥

যথাদর্শ আদি গত প্রতিবিশ্বগণ ।

বিপরীত রূপে সদা হয় দরশন ॥

তক্রপ চিৎপ্রতিবিশ্ব অচিদগত হঞা ।

বিপর্য্যস্ত দৃষ্টহয় স্ব-স্বরূপে রঞা ॥

যথা দর্শাদির ধর্ম্মে প্রতিবিশ্বগণে ।

বিপর্য্যস্ত রূপে হয় দর্শনে দর্শনে ॥

তক্রপ মায়ার ধর্ম্মে চিন্তামাদি করি ।

বিপর্য্যস্ত দৃষ্ট হয় দিবা বিভাবরী ॥

যথা প্রতিবিশ্ব তথা বিপর্য্যস্ত ধর্ম্ম ।

বস্তুর সংযোগে দৃষ্ট হয় এই মর্ম্ম ॥

এই হেতু কহে জীব মায়া-প্রত্যায়িত ।

জড়গত কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি নিশ্চিত ॥

মায়া-প্রত্যায়িত অর্থে মায়া প্রবোধিত ।

তোমারে কহিনু ইহা স্বরূপ বিহিত ॥

প্রতিবিশ্ব বিপর্য্যস্ত বস্তুযোগে হয় ।

স্বরূপ তাহার কিন্তু বিপর্য্যস্ত নয় ॥

দর্পণাদি গত অনুরূপ আকৃতিরে ।

প্রতিবিশ্ব কহে যত পণ্ডিত-সুধীরে ॥

নিত্যাপরিচ্ছিন্ন বস্তু শাস্ত্র যারে কয় ।  
তার প্রতিবিশ্ব কভু সম্ভব না হয় ॥  
পরিচ্ছিন্না নিত্য বস্তু হয় যেই যেই ।  
প্রতিবিশ্ব ঘটে তার তার কহি এই ॥

তথাহি শতদূষণ্যাং ।

প্রতিবিশ্বং ভবেদ্ব্যনং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ ।  
অপরিচ্ছিন্নতা যস্য তস্য তদ্ব্যবতি কথং ॥ ২০৯ ॥

শিষ্টগণ অগ্রগণ্য রামানুজাচার্য্য ।  
বিশ্ব-প্রতিবিশ্ববাদ নিন্দে অনিবার্য্য ॥  
যেইমত শিষ্টগণ না করে গ্রহণ ।  
সেইমত স্মৃষ্ট নহে জানি সর্বক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো  
নিবিন্দ বিষপ্রতিবিশ্ববাদং ।  
শিষ্টৈর্গৃহীতং ন মতস্ত যস্মা-

স্তস্মাদ্ভবে চ্চারুতরস্ত ন্যানং ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি নিত্যাপরিচ্ছিন্ন ।  
অতএব প্রতিবিশ্বাত্ম্য প্রতিদিন ॥  
কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি সর্ব ব্রহ্ম হয় ।  
“সর্বম্ স্বয়ং ব্রহ্ম” শ্রুতি এই কয় ॥  
প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে কৃষ্ণ স্বরূপাদি সম ।  
কদাপি অসম নহে, কহে শাস্ত্রগণ ॥

প্রপঞ্চাবতীর্ণ কৃষ্ণ, তৎকাম প্রভৃতি ।  
 স্ব-স্বভাব বিপর্য্যস্তাভাবে অ-বিকৃতি ॥  
 প্রপঞ্চ ভিতরে রহি অপ্রপঞ্চময় ।  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি জানিহ নিশ্চয় ॥  
 চিন্তাবের বিপর্য্যস্ত অচিতে যে হয় ।  
 তাহার কারণ এই বিজ্ঞজনে কয় ॥  
 অবিজ্ঞা বিহীন যেই চিন্তাব নিচয় ।  
 প্রপঞ্চ মধ্যোতে রহি সেই সমুদয় ॥  
 মায়িক জনের মায়াচ্ছন্ন জ্ঞানাদিতে ।  
 বিপর্য্যস্তরূপে লক্ষ্য হয় সুনিশ্চিত্তে ॥  
 চিত্তব্দের স্ব-স্বরূপ বিকৃতি না হয় ।  
 অবিজ্ঞা-প্রভাবে জীব বিকৃতি মানয় ॥  
 যথেন্দ্রজালিক রঞ্জে রঞ্জের কারণ ।  
 স্ব-স্বরূপ বিপর্য্যস্ত করায় দর্শন ॥  
 বাস্তব তাহার নাহি হয় বিপর্য্যয় ।  
 ইন্দ্রজাল প্রভাবেতে দৃষ্ট মাত্র হয় ॥  
 ইন্দ্রজাল অনভিজ্ঞ মুগ্ধজন যারা ।  
 বাজীকর শিরহীন আদি দেখে তারা ॥  
 বাস্তব তাহার শির আদি নাহি যায় ।  
 ইন্দ্রজাল স্ব-প্রভাবে অলীক দেখায় ॥  
 তৈছে মায়া স্ব-প্রভাবে স্ব-মধ্য-শোভিত ।  
 চিত্তব্দের বিপর্য্যস্ত করায় বোধিত ॥



মায়া আর চিত্তত্বের তদ্বহীন যারা ।  
 মায়াবিমোহিত জীব জানিহ তাহারা ॥  
 সেই সব জীবে মায়া স্ব-গুণে নিশ্চিত ।  
 চিত্তত্বের বিপর্যাস্ত করায় বোধিত ॥  
 চিত্তত্বের বিপর্যাস্ত তত্ত্ব মায়া কর ।  
 তাহার সিদ্ধাস্ত সার শুন সদাশয় ॥  
 চিত্তত্বের বিপর্যাস্ত ভাব হয় যেই ।  
 জড়ময় অচিত্তত্ব প্রধানাখ্যা সেই ॥  
 সেই প্রধানের হয় জড়া মায়াখ্যান ।  
 যার দ্বারে সৃষ্টি আদি করে ভগবান ॥  
 ব্রহ্মের ঐক্য শক্ত্যে মায়া পঞ্চ দ্বারে ।  
 সৃজেন ব্রহ্মাণ্ডগণ করিয়া বিস্তারে ॥  
 এহেতু ব্রহ্মাণ্ডগণে প্রপঞ্চ করয় ।  
 পঞ্চশব্দে পঞ্চভূত পঞ্চীতে লিখয় ॥  
 পঞ্চভূত লঞা মায়া বিশিষ্ট প্রকারে ।  
 জগদগণ সৃজে জানি “প্র” শব্দের দ্বারে ॥  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণধাম আদি পঞ্চাতীত হয় ।  
 ভূতময় নহে ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা কর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অস্যাপি দেব বপুষো মদমুগ্ধহস্য

স্বৈচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোহপি ।

নেশে মহিষবসিতুং মনসাস্তুরেণ  
 সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতান্মুখাহুভূতেঃ ॥ ২১১ ॥  
 প্রকৃতি গঠিত নহে চিদ্রস্ত-নিচয় ।  
 প্রকৃতি অতীত সব শুদ্ধ-সম্বন্দয় ॥  
 অতএব অপ্রাকৃত চিদ্রূপার হয় ।  
 বিজ্ঞেতে বুঝয়ে ইহা অজ্ঞে না বুঝয় ॥  
 নিত্যশুদ্ধাপরিচ্ছিন্ন চিদ্রূপার যত ।  
 শাস্ত্র-যুক্তি সিন্ধু ইহা দর্শন-সম্মত ॥  
 ভক্তের অন্তরে শুদ্ধাপরিচ্ছিন্নতাব ।  
 পরিচ্ছিন্ন ভাবে সঙ্গ কাল হয় লাভ ॥  
 দাম্ভ্য সখা, পিতা, মাতা, প্রেয়সী-নিচয় ।  
 প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ তঁর যতেক আছয় ॥  
 সকলেই স্ব-স্বভাবে নয়ন অন্তরে ।  
 পরিচ্ছিন্ন তরুপাদি দরশন করে ॥  
 তচ্ছব্দেতে মূর্ত্তব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান ।  
 সেই ভগবান কৃষ্ণ বেদ-পরমাণ ॥  
 পরিচ্ছেদ শূন্য তিহঁে কিন্তু ভক্তটাই ।  
 পরিচ্ছিন্নভাবে ক্রীড়া করেন সদাই ॥  
 পরিচ্ছিন্নতাব হেতু অপ্রাকৃত কহে ।  
 তথাপি প্রাকৃত ন্যায় ভক্তস্থানে রহে ॥  
 তাহার প্রমাণ মাতা ষশোদা তাঁহাবে ।  
 বাঁধেন প্রাকৃত স্তায় দামরজ্জু দ্বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ন চান্তর্নবহির্যন্ত ন পূর্কং নাপি চাপরং ।  
 পূর্ক্যাপরং বহিষ্ঠান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ।  
 তং মর্ত্যায়জনবাক্তং মর্ত্যালিক্কেমধোক্কজং ।  
 গোপিকোলুথলে দাম্মা ববন্ধ প্রাক্ততং যথা ॥ ২১০ ॥

রক্তক, পত্রক আদি দাস ভক্তগণ ।  
 মো-সবার প্রভু এই ত্রৈলোক্য-নন্দন ॥  
 এইভাবে অমুক্ণ দর্শন করয় ।  
 এই শব্দে পরিচ্ছিন্ন শাস্ত্রেতে কহয় ॥  
 ত্রিদাম প্রভৃতি সখা ভক্ত সমুদয় ।  
 আমাদের সখা এই রামকৃষ্ণ হয় ॥  
 এইভাব বিনা সবে আন নাহি জানে ।  
 স্ব-স্বোচ্ছিন্ন দেয় রামকৃষ্ণের বদনে ।  
 কভু স্বক্কে চড়ে কভু স্বক্কেতে করয় ।  
 কভু শ্রমে তরুতলে চরণ সেবয় ॥  
 নন্দাদি বৎসল ভক্তে আনন্দে কহয় ।  
 এই কালশশি কৃষ্ণ মোদের তনয় ॥  
 মধুর রসের ভক্ত যেই গোপীগণ ।  
 স্ব-রসে রসিয়া তারা হইয়া গোপন ॥  
 হৃদয় কলিতাসনে বসাইয়া কৃষ্ণে ।  
 এই কৃষ্ণ প্রাণকান্ত কহে সবে স্বক্কে ॥

এই-এই শব্দাস্ত্রলী নির্দেশক হয় ।  
 অতএব ভাবগত পরিচ্ছিন্নময় ॥  
 ব্রহ্মসনাতন কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ।  
 পরিচ্ছিন্নাস্ত্রলীনির্দেশকে শাস্ত্রে কয় ॥  
 নিত্যাপরিচ্ছিন্ন কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ধামাদিরে ।  
 পরিচ্ছিন্ন দেখে সদা ভাবুক-সুধীরে ॥  
 অপ্রাকৃত কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ধাম আদি যত ।  
 প্রাকৃতির তায় ভক্ত দেখয়ে সতত ॥  
 কৃষ্ণপ্রিয়, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণলীলাদির ।  
 শ্রীকৃষ্ণের ধামস্থিত কাল প্রভৃতির ॥  
 অচিন্ত্য প্রভাব হেতু সকল সময় ।  
 কিছুই দুর্ঘট নহে বৃদ্ধে এই কয় ॥  
 চন্দ্র সূর্য আদি গ্রহ কৃষ্ণধামগণে ।  
 অপ্রাকৃতভাবে সদা করে বিহরণে ॥  
 তথাপি ভল্লীলাস্থিত পার্শ্বদ-নিচয়ে ।  
 প্রাকৃতানুভব করে গ্রহ সমুদয়ে ॥

তথাহি বৃদ্ধ শ্রীকৃষ্ণগোস্থামিপ্রভুচরণৈরুত্তমং ।

অতঃ প্রভোঃ প্রিয়ানাঞ্চ ধামশ্চ সময়শ্চ চ ।  
 অবিচিন্ত্য প্রভাবস্থানাত্ম কিঞ্চিৎ সুদুর্ঘটং ।  
 প্রাকৃতেভ্যস্তথাস্তে চ চন্দ্রসূর্যাদয়ো গ্রহাঃ ।  
 লীলাস্থৈরহুভূমন্তে তথাপি প্রাকৃত্য ইব ॥ ২১৩ ॥

দেবকী রোহিণীচৈব বসুদেবস্তথা সূতৌ ।  
 কৃষ্ণরামাবপশ্যন্তঃ শোকাকর্ষা বিজহঃ স্মৃতিং ।  
 প্রাণাংশ্চ বিজহস্তত্র ভগবদ্বিরহাতুবাঃ ।  
 উপগুহ্য পতিংস্তাত চিতামাকরুহঃ স্ত্রিয়ঃ ।  
 রামপত্ন্যাশ্চ তদেহমুপগুহ্যামিমাশ্বিন্ ।  
 বসুদেবপত্ন্যস্তদগাত্রং প্রহৃষ্টাদীনহবেঃ স্নুযাঃ ।  
 কৃষ্ণপত্ন্যোহবিশমগ্নিংকুশ্লিণ্যাত্তাস্তদাশ্লিকাঃ ।  
 অর্জুনঃ প্রেষসঃ সখ্যুঃ কৃষ্ণস্য বিরহাতুরঃ ।  
 আত্মানং সাস্ত্রয়ামাস কৃষ্ণগীতৈঃ সছৃক্তিতিঃ ।  
 বহুনাং নষ্টগোত্রাণামর্জুনঃ সাম্প্রদায়িকং ।  
 হতানাং কারয়ামাস যথাবদনুপূর্বশঃ ॥  
 অর্জুনোপি তদাশ্লিষ্য কৃষ্ণবামকলেবরং ।  
 সংসারং লভয়ামাস তথাত্তেষামনুক্রেমাৎ ।  
 অষ্টৌমহিষ্য কথিতা কুশ্লিণী প্রমুখা অপি ।  
 উপগুহ্য হরের্দেহং বিবিস্তস্তা হতাশনং ।  
 বেবতীচৈব রামস্য দেহমাল্লিষ্য সত্তম ।  
 বিবেশ জলিতং বহ্নিঃ তৎসজ্জাদতি নীতলং ॥ ২১৭ ॥  
 এবঞ্চ ।  
 রাম দাশবণিকৈব মৃতং শুশ্রুম কুঞ্জয় ॥ ২১৮ ॥

হরি ! হরি ! হেন প্রশ্ন পাইলে কোথায় ।  
 বিষাগ্নির স্নায় প্রাণে অঙ্গ জ্বলে যায় ॥  
 শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ না বুঝিয়া অস্ত্রজনে ।  
 কৃষ্ণদেহ আদি নাশ করয়ে বর্ণনে ॥

দুর্বুদ্ধি-প্রযুক্ত তারা হেন কথা কয় ।  
 নিশ্চয় তাদের ভাগ্যে ঘটিবে নিরয় ॥  
 জীবের বৈরাগ্য লাগি কৃষ্ণ-ভগবান্ ।  
 মায়াদ্বারে নিজ নাশ প্রত্যয় করান ॥  
 অম্বর-প্রকৃতি যারা তারা সেই নাশ ।  
 যথার্থ বলিয়া হৃদে করয়ে বিশ্বাস ॥  
 যথেন্দ্রজালিক স্বীয় রূপে হঞা স্থিত ।  
 ইন্দ্রজালে নিজ নাশ করায় বোধিত ॥  
 অস্ত্রে নিজ শির আদি ছেদন করিয়া ।  
 রঙ্গস্থলে পড়ি রহে কুণপ হইয়া ॥  
 অস্ত্রে তাহা দেখি সত্য করিয়া মানয় ।  
 বুঝিবারে নায়ে ইন্দ্রজালে এই হয় ॥  
 তৈছে মহামায়াকারী পরমেশ-হরি ।  
 স্ব-মহামায়েন্দ্রজাল প্রসারিত করি ॥  
 লোকে দেখায়েন নিজ দেহাদির নাশ ।  
 ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় জানিহ নির্যাস ॥  
 শ্যামরায় ইন্দ্রানায় ছলনা করিয়া ।  
 অন্তর্হিত হন নিজ গণেরে লইয়া ॥  
 নট সম শ্রীকৃষ্ণের মায়াশুকরণ ।  
 অভক্তে বুঝিতে নাহি পারে কদাচন ॥  
 অন্যের কি কথা পরীক্ষিত মহাশয় ।  
 শ্রীকৃষ্ণ নির্যাণতত্ত্ব বুঝিতে নাহয় ॥

সেই হেতু অতি খেদে শ্রীশুকে কহিল ।  
 কেন প্রভো ! কৃষ্ণদেহ বিনাশ হইল ॥  
 রাজার বচন শুনি কহে মহামুনি ।  
 ওহে ভূপ ! কেন তব ভ্রম বাক্য শুনি ॥  
 অপ্রাকৃতানন্দময় শরীর যাঁহার ।  
 কিসে সত্য বোধ কর বিনাশ তাঁহার ॥  
 মনুষ্যের ন্যায় জন্ম-মরণাদি তাঁর ।  
 কদাপি নাহিক হয়, এই সত্য সার ॥  
 লোকের বৈরাগ্য আর অমুর মোহন ।  
 কারণ শ্রীহরি করে মায়াশুকরণ ॥  
 অতএব শ্রীকৃষ্ণের নির্যোগ শ্রবণে ।  
 কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় দুঃখ কেন মনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

রাজন্ পরস্য তদুভূজ্জন নাপ্যয়েহা  
 মায়া বিড়ম্বনমবেহি যথা নটস্য ।  
 সৃষ্টাঙ্গনেদমনুবিশ্ব বিহত্যচাস্তে  
 সংহত্য চাঙ্গমহিমোপরতঃ স আস্তে ॥ ২১৯ ॥

রামকৃষ্ণ, রামাদির জন্মাদি বিকার ।  
 মায়াশুকরণ মাত্র কহিলাম সার ॥ -  
 যৈছে ঈশ্বরের নাহি জন্মাদি বিকার ।  
 তৈছে তাঁর প্রিয়াদির করিলু প্রচার ॥

যথেন্দ্রজালিক রামকৃষ্ণ-আদি হয় ।  
 তথেন্দ্রজালিক ভক্ত-আদি সমুদয় ॥  
 সকলেই ইন্দ্রজালে হয় বিচক্ষণ ।  
 নানাধিক কার সাধ্য করে নিরূপণ ॥  
 রামকৃষ্ণ, রাম আদি যখন যে রূপে ।  
 ইন্দ্রজালারস্ত করে রহি স্ব-স্বরূপে ॥  
 সেই কালে তাঁহাদের পত্নী, ভক্তগণে ।  
 ইন্দ্রজালারস্ত করে তাঁহাদের সনে ॥  
 এ হেতু রেবত্যাতির সহমৃতা কথা ।  
 ইন্দ্রজাল মধ্যে গণ্য জানিহ সর্বথা ॥  
 কৃষ্ণাদির দেহ দক্ষ অর্জুনের দ্বারে ।  
 সেই ইন্দ্রজাল এই কহিনু তোমারে ॥  
 বিদ্যাতের গত্যাশ্চর্য্য আকাশে যেমন ।  
 মানবের দৃষ্ট নাহি হয় কদাচন ॥  
 তথাশ্চর্য্য কৃষ্ণ গতি দেবের অলক্ষ্য ।  
 কেবল তজ্জন দৃষ্ট কহে যত দক্ষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

সৌদামন্য যথাকাশে যন্তা হিত্বাত্র মণ্ডলং ।  
 গতি ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ ॥ ২২০ ॥

ওহে বৎস ! এবে যদি সংশয় বেদনা ।  
 দূর করি রাধাকৃষ্ণে করহ ভজনা ॥



সর্ববরসাম্বত নিধি রাধাকৃষ্ণ হয় ।  
 গোপীভাবে রাধাকৃষ্ণে যে জন ভজয় ॥  
 সেইত ভজন সুর কহিনু তোমায় ।  
 বেদ-ভাগবত আদি শাস্ত্রে এই গায় ॥  
 তুমি, আমি, তব, মম, সেবন, সঙ্গম ।  
 এইভাবে সর্বোপরি, ভাবের চরম ॥  
 হেন ভাবে ভক্তভূপ শ্রীনন্দ-নন্দনে ।  
 গোপী অনুসারে সেবে নিত্য হৃন্দাবনে ॥  
 নিজ দেব-প্রিয়জ্ঞানে শ্রীশুরু-চরণে ।  
 মতি রাখি তাঁর বাক্য যে করে পালনে ॥  
 ঐছে তত্ত্বগণ তার হৃদে স্ফুর্তি হয় ।  
 ভাগবতে এই কথা বার বার কয় ॥

তথাহি শ্রীএকাদশঃ

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-  
 দীশাদপেতস্য বিপর্যায়োহস্মৃতিঃ ।  
 তন্মায়বাতো বৃধ অভিজ্ঞেং তং  
 ভট্টকয়েশং গুরুদেবতায়াম্ ॥ ২২১ ॥

বৈষ্ণবের চূড়ামণি সিদ্ধ সুর-প্রকাশ ।  
 অম্বিক। বিলাসী শ্রীল-ভগবান দাস ॥  
 স্ব-ভাণ্ডার হৈতে এই তব রত্নধন ।  
 অতিশ্নেহে কিছু মোরে করেন অর্পণ ॥

স্বকৰ্ম-বিপাকে মোর সেই রত্নধন ।  
 অসাধু তস্করে বহু করিলা লুণ্ঠন ॥  
 অবশেষ যাহা ছিল তাহা তব স্থানে ।  
 স্মৃতিমতে সমর্পিমু অতি প্রিয়-জ্ঞানে ॥  
 হৃদয় সম্পূটে ইহা রাখিও যতনে ।  
 অসাধু তস্করে যেন না হরে কখনে ॥  
 সর্ববরসনিধি কৃষ্ণ জ্ঞান যার হয় ।  
 সেইত রসিক ভক্ত জানিহ নিশ্চয় ॥  
 গুৰ্বাদি প্রসাদে সর্ববরসনিধি-তব ।  
 যাহা মুঞি পাঞাছিমু সহিত মহত্ব ॥  
 তাহার মধ্যেতে যাহা হইল স্মরণ ।  
 তাহাই তোমাতে আমি করিমু অর্পণ ॥  
 সম্বন্ধ-তত্ত্বতে সর্ববরসনিধি-তব ।  
 চতুর্থ-মূলেতে কৈমু সহিত মহত্ব ॥  
 যাহারে কহিব ইহা এ দেশে সে নাই ।  
 সে গেছে বিধির দেশে বাড়তে বড়াই ॥  
 যখন আসিবে সেহ ফিরিয়া এ দেশে ।  
 তখন কহিব তারে করিয়া বিশেষে ॥  
 এ রসে বঞ্চিত হঞা নহে যেই জন ।  
 ত্রিলোক মধ্যেতে তার বুখাই জীবন ॥  
 এ কথার ভাব যেই বুঝিবারে নারে ।  
 নরাকারপশু সেই সংসার মাঝারে ॥

দশম মূলের সার বেদমূল হয় ।  
 তদ্বজ্জ রসিকভক্তে সদা আশ্বাদয় ॥  
 এই “দশমূলরস-বঞ্চন-জীবন ।”  
 রসিক ভক্তের হয় প্রাণাধিক ধন ॥  
 হেন ধন প্রকাশিতে ইচ্ছা নাহি ছিল ।  
 প্রিয় শিষ্য অনুরোধ সে ইচ্ছা নাশিল ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব নিত্য হয় ।  
 পঞ্চম মূলেতে তাহা শুন সদাশয় ! ॥  
 শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি, করিয়া স্মরণ ।  
 চতুর্থ-মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥  
 প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস ।  
 অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা  
 বিরচিতৈ দশমূলরসে সম্বন্ধতত্ত্বে সর্বদরসনিধি-  
 নিকূপণং নাম চতুর্থ মূলং ॥ ৪ ॥

## পঞ্চম মূলং ।

নহা জীবাশ্রয়ং রামং কৃষ্ণাভিন্নকলেবরং ।

জীবতত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি জীবানাং তত্ত্বি হেতবে ॥ ১ ॥

মধুপানাসক্তং অমুজাহুরক্তং ।

বসুদেব বালং ভজ্য কামপালং ॥ ৫ঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমভক্তি দাতা ।

জয় জয় নিত্যানন্দ দীন-হীন ত্রাতা ॥

জয় জয় ঐত্যাচার্য্য মহেশ-ঠাকুর ।

শ্রীবংশীবদন জয় প্রেমরসপুর ॥

জয় রূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ ।

শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস-রঘুনাথ ॥

জয় রামচন্দ্র, জয় শ্রীশচী-নন্দন ।

শ্রীবিষ্ণুভূষণ জয়, জয় তত্ত্বগণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীবগণ জয় ।

কৃষ্ণ ভজিবারে যারা সংসারে আসয় ॥

পঞ্চম মূলের তত্ত্ব শুন সাবধানে ।

বাহাতে হইবে তুমি জীবতত্ত্ব জানে ॥

দেহনাশে যার নাশ কভু নাহি হয় ।

শব্দলাজ্ঞবেত্তাগণে তারে জীব কয় ।

ধ্বংস ধর্ম্যভাব, ঈশ বিভিন্নাংশ যেই ।  
 কর্মফলভোগী নিত্য-জীব হয় সেই ॥  
 কলসাবচ্ছিন্ন লিপ্তালিপ্তাকাশ যথা ।  
 ঈশ বিভিন্নাংশ জীব সর্ব দেহে তথা ॥  
 নিজ নিজ গুণ দ্বারে দীপাদি যেমন ।  
 আলোকে ব্যাপিয়া রহে সমস্ত ভবন ॥  
 তৈছে জীব চৈতন্য স্বীয়শক্তি দ্বারে ।  
 সর্ব দেহ ব্যাপি রহে কন সূত্র কারে ॥  
 চৈতন্যস্বরূপ কৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর ।  
 তাঁর বিভিন্নাংশ হেতু জীব-অনশ্বর ॥  
 যার বিভিন্নাংশ তাঁর ধর্ম্যাদি-নিচয় ।  
 বিভিন্নাংশে অতি অল্প অল্প বিরাজয় ॥  
 পূর্ণতম-চৈতন্যাত্মা-নিত্যানন্দময় ।  
 সর্বশক্তিপূর্ণ কৃষ্ণ সবার আশ্রয় ॥  
 তাঁর বিভিন্নাংশ হেতু জীব স্বচেতন ।  
 বেদের মুখ্যার্থ এই কহে ভক্তগণ ॥  
 দূরদৃষ্ট হেতু মায়াবাদী সমুদয় ।  
 বেদের মুখ্যার্থ ছাড়ি গোণার্থ স্থাপয় ॥  
 আত্ম প্রতিবিশ্ব রূপ যেই দেহী হয় ।  
 সেই জীব শাস্ত্রান্তরে ইহাই কহয় ॥  
 প্রাণাদির পোষণাদি সদা করে যেই ।  
 দেহী জীব নাম তার শাস্ত্রে দেখি এই ।

তথাহি শ্রীমদ্ভববর্তে ।

আত্মনঃ প্রতিবিশ্বচ্ দেহী জীবঃ স এব চ ।  
প্রাণদেহাদিভূদ্দেহী স জীবঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২ ॥

আত্মপ্রতিবিশ্ব জীব স্থাপয়ে ষাঁহারা ।  
বেদাদিশাস্ত্রের মৰ্ম্ম না জানে তাঁহারা ॥  
আত্মপ্রতিবিশ্ব জীব বেই শাস্ত্রে কয় ।  
সেই শাস্ত্র মৰ্ম্মাদ্বৈতী বুঝিতে নারয় ॥  
মায়ামুক্ত-মায়াবাদী আচার্য্য সকল ।  
ব্রহ্মপ্রতিবিশ্ব জীব কহেন কেবল ॥  
পরিচ্ছিন্ন, অল্পশক্তি, সাদৃশ্যাভিপ্ৰায়ে ।  
প্রতিবিশ্ব জীব কহে শাস্ত্র সমুদায়ে ॥  
পরেশ-হরির দুই রূপ অংশ হয় ।  
প্রতিবিশ্ব অংশ আর স্বরূপাংশ কয় ॥  
প্রতিবিশ্ব অংশ জীব নিত্য-পরিচ্ছিন্ন ।  
অতএব ব্রহ্ম হৈতে হয় ভিন্নাভিন্ন ॥  
স্বরূপাংশ মীন আদি অবতার চয় ।  
জীব হৈতে অত্যধিক শক্তি যুক্ত হয় ॥  
প্রতিবিশ্ব অংশ জীব অল্প শক্তিমান ।  
ঐতি-স্মৃতি-পুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ ॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে ।

দ্বিরূপাংশকৌ তস্য পরমস্য হরৈর্বিভোঃ ।  
প্রতিবিশ্বাংশকচাধ স্বরূপাংশক এব চ ॥

প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাপ্তভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ ।

প্রতিবিম্বেষ্বর সাম্যং স্বরূপাঙ্গীতরাপি চ ॥ ৩ ॥

অমুপাধি প্রতিবিম্ব রবির যেমন ।

ইন্দ্র চাপ বিজ্ঞ জনে করেন কীর্তন ॥

সেই মত ঈশ্বরের উপাধি-রহিত ।

প্রতিবিম্ব অংশ জীব শ্রুত্যাদি-বিহিত ॥

তথাহি পৈঙ্গিশ্রুতৌ ।

সোপাধিরমুপাধিষ্ঠ প্রতিবিম্বে দ্বিধেয়াতে ।

জীব ঈশস্যামুপাধিরিষ্টচাপো যথারবেরিত্যাদি ॥ ৪ ॥

বিভু আর অবিষয় যেই ব্রহ্ম হয় ।

সে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব কভু না ঘটয় ॥

বিভু শকার্থেতে সর্বব্যাপক কহয় ।

অবিষয় শব্দে কোন বস্তু গ্রাহ্য নয় ॥

অব্যাপক বস্তুগ্রাহ্য যেই বস্তু হয় ।

সে বস্তুর প্রতিবিম্ব ঘটে স্থানিষ্ঠয় ॥

পরিচ্ছেদ বিনা প্রতিবিম্ব অসম্ভব ।

কেবলাদ্বৈতীর ইহা নাহি অশুভব ॥

বিভু, অবিষয় ব্রহ্ম কভু উপাধিতে ।

না হয় প্রতিবিস্তৃত কহে স্ম-পণ্ডিতে ॥

অথবা উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে ।

শ্রুতি-স্মৃতি শাস্ত্রগণে এই কথা কহে ॥

ব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব, পরিচ্ছেদ ।  
 উপাধিতে নাহি হয় কহে যত বেদ ॥  
 পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষ করিলে স্বীকার ।  
 টঙ্কচ্ছিন্ন শিলাখণ্ড স্তায় অনিবার ॥  
 বিকারিহ মহানর্থ উপস্থিত হয় ।  
 অতএব পরিচ্ছেদ বাদ ভ্রম ময় ॥  
 বিকারিত্বাভাব বিভূ-ব্রহ্ম কহে বেদ ।  
 প্রচ্ছন্ন নাস্তিকে তার করে পরিচ্ছেদ ॥  
 পরিচ্ছিন্ন যেই বস্তু প্রতিবিশ্ব তার ।  
 জলাদর্শাদিতে দৃষ্ট হয় অনিবার ॥  
 নিত্যাপরিচ্ছিন্না-লক্ষ্যাগ্রাহ ব্রহ্ম যেই ।  
 তার প্রতিবিশ্ব নাই কহিলাম এই ॥

তথাহি শতদূষণ্যঃ ।

প্রতিবিশ্বং ভবেন্নানং পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ ।  
 অপরিচ্ছিন্নস্তা বস্তু তস্য ভবতি কথং ॥ ৫ ॥  
 প্রতিবিশ্ব, পরিচ্ছেদ বাদ পক্ষদ্বয় ।  
 কেবলাবৈতীরা মাত্রা ভ্রমেতে স্থাপয় ॥  
 ব্রহ্মের বিভূত্বাবিষয়ত্ব হেতু দ্বারে ।  
 ঐছে বাদ পক্ষদ্বয় যায় ছায়ে খায়ে ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাঃ ।

প্রতিবিশ্ব পরিচ্ছেদ পক্ষৌ যৌ স্বীকৃতৌ পটেরঃ ।  
 বিভূত্বাবিষয়ত্বাভ্যাং ভৌ বিশ্বস্তিরীকৃতৌ ॥ ৬ ॥



কেবলাদ্বৈতীর মতে বাদ পক্ষদ্বয় ।  
 প্রতিবিশ্ব, পরিচ্ছেদ যাহা দৃষ্ট হয় ॥  
 শিষ্টগণ অগ্রগণ্য রামানুজ আদি ।  
 এঁছে বাদ পক্ষদ্বয়ে অত্যন্ত বিবাদী ॥  
 শিষ্টগণ যেই মত না করে স্বীকার ।  
 সেমত সুন্দর নহে কহি বার বার ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

রামানুজঃ শিষ্টগণাগ্রগণ্যো নিমিন্দ বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদং ।  
 শিষ্টৈর্গৃহীতং ন মতন্ত যস্মাত্তস্মাত্তবেচ্চারতরন্তুন্যং ॥ ৭ ॥

পরিচ্ছিন্ন, অল্পশক্তি, সাদৃশ্যভিপ্রায়ে ।  
 প্রতিবিশ্ব জীবে কহে শাস্ত্র সমুদায়ে ॥  
 কেবলাদ্বৈতীরা ইহা বুঝিতে নারিল।  
 যে কেহ বুঝয়ে সেহ গোপন করিল। ॥  
 নিজেচ্ছায় তিহোঁ নাহি করেন গোপনে ।  
 ঈশ্বর আজ্ঞায় করে কহে মহাজনে ॥  
 ঈশ্বর হরির তিহোঁ সেবকাংশ হয় ।  
 এ হেঁতু তাঁহার আজ্ঞা ছাড়িতে নারয় ॥  
 যতপি অধর্ম্মাঙ্কিত জ্ঞান শাস্ত্রে কয় ।  
 তথাপি ঈশ্বরাদেশে সে জন স্থাপয় ॥  
 ঈশ্বর আজ্ঞায় গুণ দোষের বিচার ।  
 কদাচ না করে দাস কহিলাম সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আজ্ঞারৈবগুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধৰ্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সৰ্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম ॥ ৮ ॥

রূপবান, পরিচ্ছিন্ন বস্তু যেই হয় ।

উপাধিতে প্রতিবিশ্ব তাহার পড়য় ॥

পরিচ্ছিন্ন আদি হেতু সূর্যাদি সবার ।

জলাদিতে প্রতিক্রপ হয়ত প্রসার ॥

প্রতিবিশ্ব, প্রতিমূর্ত্তি, সাদৃশ্যাদি আর ।

প্রতিক্রপ অর্থশাস্ত্রে এইত প্রচার ॥

বিভূহারূপহ সিন্ধু বেদেতে যাঁহার ।

অবিচ্ছাতে প্রতিবিশ্ব অগ্রাহ তাঁহার ॥

পরিচ্ছিন্ন বস্তু সূর্য্য আদির যেমন ।

জলাদিতে প্রতিবিশ্ব হয় দরশন ॥

তদ্রূপ ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব প্রকৃতিতে ।

অত্যন্তাসম্ভব এই কহে বেদাদিতে ॥

হ্রাস, বৃদ্ধি, সাদৃশ্যাদি করিয়া আশ্রয় ।

প্রতিবিশ্ব জীব শাস্ত্রে সঙ্গতি করয় ॥

তথাহি ঞ্জায়শাস্ত্রে ।

স প্রসঙ্গ উপোদ্যাতো হেতুতাবসরন্তথা ।

নির্বাহকৈক্য কাৰ্য্যৈক্যে ষোড়শ সঙ্গতিরিষ্যতে ॥ ৯ ॥

বিপুল স্বতন্ত্র সূর্য্য প্রতিবিশ্ব চয় ।

জলাদ্যুপাধিতে হ্রাসে হ্রাস যুক্ত হয় ॥

জলকম্পে সেই প্রতিবিন্ধ সমুদয় ।  
 কম্পাঘ্নিত দৃষ্ট হয় বাস্তব তা নয় ॥  
 বার্ষ্যাদ্যুপাধি ধর্ম যুক্ত, পরতন্ত্র ।  
 সূর্য্য-চন্দ্র নাহি হয় সার এই মন্ত্র ॥  
 তদ্রূপ স্বতন্ত্র বিভূ প্রকৃতির ধর্ম্মে ।  
 সদা অসংযুক্ত এই বুঝহ স্ব-মর্ম্মে ॥  
 পরমাত্মা-গোবিন্দাংশ জীব সমুদয় ।  
 এই কথা গীতাশাস্ত্রে গোবিন্দ কহয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ।

নমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।  
 মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ১০ ॥

অংশ শব্দে বিভিন্নাংশ জীব সূক্ষ্মাকার ।  
 মায়াগুণ যুক্ত এই কহিলাম সার ॥  
 বিভিন্নাংশ, সূক্ষ্মাকার উভয় কারণে ।  
 অল্প শক্তিমান জীব কহে ঋষিগণে ॥  
 ঈশ্বরের সাধর্ম্ম্যাংশ করিয়া গ্রহণে ।  
 ঈশ প্রতিবিন্ধ জীব কহে বিজ্ঞ জনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ ।  
 মর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥ ১১ ॥

সাধর্ম্ম্যার্থে সাম্য কহে শাস্ত্রিক সকলে ।

“সাম্যৈকস্থানত্ব” এই ব্যাকরণে বলে ॥

স্মৃতিবাক্যে এইছে অর্থ পুনঃ দৃষ্ট হয় ।

ভ্রান্তের বিশ্বাস লাগি কহি সমুদয় ॥

তথাহি প্রায়শ্চিত্ততশ্চে ।

চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গতা ভুক্তা চ প্রতিগৃহ্য চ ।

পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাং সামান্ত গচ্ছতি ॥ ১২ ॥

ভাগবত উপাসনা ফলে জীবগণ ।

স্ব-স্বোপাধি ছাড়ি করে তঙ্কামে গমন ॥

জলাদি উপাধি নাশে প্রতিবিশ্ব চয় ।

বিশ্বেতে ঐক্যতা ভাব যজ্ঞপ লভয় ॥

তজ্ঞপ উপাধি নাশে জীব সমুদায় ।

তৎসাম্য করয়ে লাভ কহিনু তোমায় ॥

তচ্ছদ্ধার্থে পরংব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র হয় ।

কৃষ্ণার্থে শ্রীধরস্বামি ইহাই লিখয় ॥

তথাহি শ্রীধরস্বামিপাদেনোক্তং ।

কৃষিভূবাচকঃ শব্দো গচ্চ নির্কৃতি বাচকঃ ।

তয়োরৈকাং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৩ ॥

ধমানিক্যে চ ।

উচ্চস্থাঃশনিতৌমচাক্রিশনয়োলগ্নবৃষলাভগো

জীবঃ সিংহতুলাযুক্রমবশাংপুষোশনয়োরাহবঃ ।

নৈশীথঃ সময়োহষ্টমী বৃধদ্দিনঃ ব্রহ্মক্ষমিক্রক্ষেণে

শ্রীকৃষ্ণাভিধমযুজ্ঞক্ষণমভূদাবিঃ পরংব্রহ্ম তৎ ॥ ১৪ ॥

পরম পুরুষ, জ্যোতিরূপ, সনাতন ।

একাধর ব্রহ্ম, গুণহীন, নিরূপম ॥

নিত্যানন্দ, বিশ্ববীজ, জগত-ঈশ্বর ।  
গোকুলবিহারি, হরি, রাধাপ্রিয়বর ॥  
হরি-হর-ব্রহ্ম বন্দ্য যুগল-চরণ ।  
গোলোকেশ, বংশীধর, সর্ব-শরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভুক্তবিহারে শ্রীধরঃ ।

জ্যোতিরূপং পরমপুরুষং নিগুণং নিত্যমেকং  
নিত্যানন্দং নিখিলজগতামীশ্বরং বিশ্ববীজং ।  
গোলোকেশং দ্বিভুজমুরলীধারিণং রাধিকেশং  
বন্দে বৃন্দারক হরিহরব্রহ্মবন্দ্যং ত্রিপদ্যং ॥ ১৫ ॥

বিশ্বে প্রতিবিশ্বেক্যতা উপাধি-বিনাশে ।  
মৰ্ম্মার্থ তাহার এই শাস্ত্রেতে প্রকাশে ।  
উপাধি-বিনাশে জীব ব্রহ্মাত্মা হইয়া ।  
ব্রহ্মৈক্য হইয়া রহে তদ্ধাম পাইয়া ॥  
ব্রহ্মাত্মা শব্দেতে ব্রহ্ম-স্বভাব কহয় ।  
তদগতার্থ ব্রহ্মৈক্যার্থে জানিহ নিশ্চয় ॥  
ধাম শব্দে স্থান, গুণ, তেজাদি প্রমাণ ।  
ভাব ব্যাখ্যা কহি শুন করি প্রণিধান ॥  
মায়াপাধি নাশে জীব হইয়া তদগত ।  
স্বভাবে তদ্ধামে রহে হঞা অনুরত ॥  
অস্বার্থে সহিতাধীন, রত শব্দে রতি ।  
ইহার মৰ্ম্মার্থ কহি শুনহ স্তুমতি ॥

কৃষ্ণগত জীবগণ কৃষ্ণাধীন রূপে ।  
 কৃষ্ণ রত্যানন্দ সদা পায় স্ব-স্বরূপে ॥  
 তদগত জীবতে সদাঙ্লাদিনী-শক্তির ।  
 বিকাশ হইয়া থাকে জানিহ সূধীর ॥  
 অত্রএব কৃষ্ণাধীন রূপে সর্ববক্ষণ ।  
 কৃষ্ণ সহ রহি পায় কৃষ্ণের সঙ্গম ॥  
 প্রতিবিশ্ব বাদার্থের এই সমাধান ।  
 ভক্তে জানে অশ্বে এর না পায় সন্ধান ॥  
 সাম্য আর সাধর্ম্যাদি শব্দ সমুদায় ।  
 উপমা বাচক শব্দ कहিনু তোমায় ॥  
 উপমা বাচক শব্দ প্রয়োগ যেখানে ।  
 উপমানার্থের প্রাপ্তি জানিহ সেখানে ॥  
 এই হেতু জীবেশ্বর ভেদ সিদ্ধ হয় ।  
 দর্শনে দর্শন ইহা পণ্ডিতে করয় ॥  
 যে বস্তুর সহোপমা দেয় বুধগণ ।  
 সেই বস্তু উপমান শাস্ত্রের লিখন ॥  
 যাহার উপমা তারে উপমেয় কয় ।  
 দৃষ্টান্ত कहিয়ে তার চিত্তোন্মাদ ময় ॥  
 সুধাংশু সদৃশ মুখ, অঁখি কোক লোভা ।  
 কোকনদ সম অঁখি অতিশয় শোভা ॥  
 ধনুর সদৃশ তুরুর অঁখি বাণাধার ।  
 তিলফুল সম নানা মধ্যোন্নতাকার ॥

কীর চক্ষু সম চক্ষু জীবক-বরণ ।  
 গিরিচূড়া সম কুচ উন্নত শোভন ॥  
 উপমান উপমেয় বাক্য এই সব ।  
 রূপাদি বর্ণনে হয় শাস্ত্রেতে সম্ভব ॥  
 সুধাংশু, ক্রধনু, কোকনদ, তিলফুল ।  
 কীরচক্ষু, গিরিচূড়া উপমান মূল ॥  
 মুখ, আঁখি, ভুরু, নাসা, চক্ষু, কুচ যেই ।  
 উপমেয় হয় সব কহিলাম এই ॥  
 উপমান, উপমেয় যৈছে ভেদ হয় ।  
 ঈশ্বর জীবেতে তৈছে ভেদ স্থনিশ্চয় ॥  
 ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে ।  
 বিশ্ববাদ বিবরণ করহ শ্রবণে ॥  
 বিশ্ব শব্দে চন্দ্র-সূর্য্য মণ্ডল কহয় ।  
 মণ্ডলার্থে পরিধ্যাতি শব্দ শাস্ত্রে কয় ॥  
 মণ্ডল মধ্যেতে সর্ব পূজ্য রথাস্থিত ।  
 দেববর চন্দ্র-সূর্য্য সদা বিরাজিত ॥  
 চন্দ্র-সূর্য্য রথজ্যোতিমণ্ডল আকারে ।  
 নিত্য শোভা পায় এই কহিলু ভোমারে ॥  
 চন্দ্র-সূর্য্য-ধাম সেই জ্যোতিশ্চক্র হয় ।  
 বেদাদি শাস্ত্রেতে ইহা সদা ফুকারয় ॥  
 কশ্ম সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য্য ব্রহ্মধাম হন ।  
 রাত্রি দিনে লোক কশ্ম করেন দর্শন ॥

অতএব চন্দ্র-সূর্য্য বিষ্ণু স্বয়ং হয় ।

স্ব-জ্যোতির্মণ্ডল ধামে নিত্য বিরাজয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গুণং ব্রহ্মণি বাস্মহে ।

যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলং ॥

নাভিন্ভোহগ্নিমুখমম্বুরেতো

ত্থোঃ শীর্ষমাশাঃ শ্রুতিরজ্জ্বকুর্কী ।

চক্ৰোমনো যন্ত দৃগর্ক আত্মা

অহং সমুদ্রো জঠরং ভূজেক্সঃ ॥ ১৬ ॥

চন্দ্র মন, সূর্য্য চক্ষু, ব্রহ্ম বাক্য দ্বারে ।

চন্দ্র, সূর্য্য, বিষ্ণু স্বয়ং শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥

বিষ্ণু রথজ্যোতি নিত্য মণ্ডল আকারে ।

তদ্ধাম স্বরূপে শোভে কহিনু তোমারে ॥

চৈতন্য স্বরূপ বিষ্ণু মহাতেজোময় ।

এ হেতু তদ্রথজ্যোতি ব্রহ্মরূপ হয় ॥

চৈতন্য স্বরূপ সেই জ্যোতি ব্রহ্ম জানি ।

যাঁর তেজ্জে বিম্বোৎপত্তি প্রলয়াদি মানি ॥

মন জ্যোতির্মণ্ডলেতে সৃষ্টি ইচ্ছা হয় ।

ঈক্ষণ জ্যোতিতে বিষ্ণু সৃজন করয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের মন চন্দ্র, নয়ন ভাস্কর ।

বিম্বোৎপত্তি আদি হেতু জানি নিঃস্বয় ॥



চৈতন্য প্রকাশ তেজঃ জ্যোতি শব্দে হয় ।  
 কৃষ্ণ জ্যোতিশ্চক্রে তেত্রিঃ জ্যোতির্ভাস্ক কয় ॥  
 বিশ্ব শব্দে চন্দ্র-সূর্য্য মণ্ডল যে হয় ।  
 তাহার মর্ম্মার্থ এই বিজ্ঞ জনে কয় ॥  
 রথ শব্দে শরীরাদি কহে অভিধানে ।  
 তোমারে কহিনু এই সকল সঙ্কানে ॥  
 এই সব বিচারিয়া আদিত্যহৃদয় ।  
 সবিতৃ-মণ্ডলে বিষ্ণু প্রকাশ করয় ॥

তথাহি শ্রীআদিত্যহৃদয়ে ।

ধোয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী  
 নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।  
 কেয়ুরবান্ কনক কুণ্ডলবান্ কিরীটী-  
 হারী হিরণ্ময়বপুর্ধ্বত শঙ্খচক্রঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকালিকা পুরাণে চ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনং ।  
 শুক্লফটিকসঙ্কাশং কুচিন্দ্রীলামুজচ্ছবিং ।  
 গরুড়োপরিগুহ্মাজ পদ্মাসনগতং হরিং ।  
 শ্রীবৎসবক্ষসং শাস্ত্রং বনমালাধরং পরং ।  
 কেয়ুর কুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জলং ।  
 নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাক্যবং দেহধারিণং ।  
 নিত্যানন্দং নিরানন্দং সূর্য্যামণ্ডলমধ্যগং ।  
 মন্ত্রোপায়েন দেবেশং বিষ্ণুং স্তজ স্তভামনে ১৮ ॥

সৃষ্টি হেতু শ্রীবিষ্ণুর সবিতা-আখ্যান ।

পূর্বের করিয়াছি আমি ইহার ব্যাখ্যান ॥

তথাহি শ্রীবহুপ্রাণে ।

দীশক বাচ্যো ব্রহ্মাণং প্রচোদয়তি সর্বদা ।

সৃষ্টার্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা স তু কীর্তিতঃ ॥

সর্বলোক প্রসবনাং সবিতা সতু কীর্ত্যতে ।

যতন্তদ্দেবতা দেবী সাবিদ্রীত্বাচ্যতে ততঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মুরতি বিনা মুরতি অপর ।

মায়ীক বলিয়া তুমি জান নিরন্তর ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চিহ্নজ্যোতি-মণ্ডলে ।

বিস্বরূপ ব্রহ্ম কহে বেদজ্ঞ সকলে ॥

তেজস্বী ব্যতীত জ্যোতি নহে কদাচন ।

সুন্দরদর্শী তন্তুগণে করেন কীর্তন ॥

জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য শ্রীশ্যাম-সুন্দর ।

মুরতি বিরাজে ভক্তে দেখে নিরন্তর ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ।

যাবন্তিহি শরীরানি ভোগার্হানি মহামুনে ।

প্রাকৃতানি চ সর্বাণি শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহং বিনা ।

ধ্যায়ন্তে যোগিনস্তৃষ্ণ শুদ্ধং জ্যোতিঃস্বরূপিণং ।

হস্তপাদাদিরহিতং নিঃশব্দং প্রকৃতেঃ পরং ।

বৈষ্ণবাস্তং ন মন্তন্তে তন্তুতাঃ সুন্দরশ্রীনিঃ ।

কুতো বভূব তজ্জ্যোতিরহো তেজস্বিনঃ বিনা ।

জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্যং শরীরং শ্যামসুন্দরং ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাঙ্গ ইহাতে কৃষ্ণ অঙ্গ-জ্যোতিঃচক্র ।  
 ভিন্ন নহে কহে ইহা শিব-ব্রহ্ম-শক্তি ॥  
 চক্রাকার বিশ্বহেতু কৃষ্ণাঙ্গ জ্যোতিরে ।  
 মণ্ডল স্বরূপে দেখে তন্তুস্ত সুধীরে ॥  
 কৃষ্ণধাম পদ্মাকার ব্রহ্ম-জ্যোতির্ময় ।  
 তাহা দেখি গুণাতীত তন্তু সমুদয় ॥  
 কৃষ্ণ অঙ্গজ্যোতিঃব্রহ্মে মণ্ডল আকারে ।  
 বর্ণনা করেন শাস্ত্রে কহিনু তোমারে ॥  
 এই সব তত্ত্ব-কথা করি প্রণিধান ।  
 বেদাস্তাদি শাস্ত্রমধ্যে করিহ সন্ধান ॥  
 বিভূষাদি হেতু কৃষ্ণে সম্ভবে সকল ।  
 অদ্বৈতী না বুঝে ইঞা মায়াতে বিহ্বল ॥  
 জ্যোতিরভ্যন্তরে শ্যামবর্ণ বিরাজয় ।  
 প্রাকৃত বিজ্ঞানে ইহা স্বীকার করয় ॥  
 প্রাকৃত জ্যোতির মধ্যে প্রাকৃত অসিত ।  
 প্রাকৃত বিজ্ঞানে ইহা আছে প্রকাশিত ॥  
 অপ্রাকৃত জ্যোতিরভ্যন্তরে সেইরূপ ।  
 অপ্রাকৃত কৃষ্ণবর্ণ পরম-স্বরূপ ॥  
 সেই কৃষ্ণ চৈতন্যাত্মা পুরুষ-আকার ।  
 যার অঙ্গ জ্যোতিঃব্রহ্মস্বরূপে প্রচার ॥  
 এ লাগি বেদাস্তাদিতে কৃষ্ণ-ভগবানে ।  
 বিশ্বরূপে বর্ণিলেন শুনহ প্রমাণে ।

তথাহি তদ্ব মুক্তাবল্যাং ।

যস্মাং শ্রীপরমেশ্বরস্ত নিখিলাধারস্য মায়াবিনো,  
জীবঃ প্রতিবিম্ব এব ভগবান্ বিম্বঃ স্বয়ং রাজতে ।  
একঃ খে খলু চক্ৰমা বহুবিম্বস্তোয়াদিকে দৃশ্যতে,  
তদ্বিম্ব প্রতিবিম্বয়োবিবতিদা জীব স্তয়া ব্রহ্মণঃ ॥ ২১ ॥

গায়ত্র্যর্থ নিরূপণে পুরাণে কহয় ।  
শ্রীকৃষ্ণাজ জ্যোতি পরব্রহ্ম স্থনিশ্চয় ॥  
“ভর্গ” শব্দে তেজঃ এই কারণ তাহার ।  
সেই তেজঃ তেজস্বীর কহিলাম সার ॥  
স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু সেই তেজঃ হয় ।  
জগজ্জন্ম প্রভৃতির হেতু যাঁরে কয় ॥  
কেহ কেহ সেই তেজে শিব বলি জানে ।  
কেহ কেহ শক্তি বলি করয়ে প্রমাণে ॥  
কেহ কেহ সূর্য্য, কেহ কেহ অগ্নি কয় ।  
কেহ কেহ সুরেন্দ্রাদি বলিয়া মানয় ॥  
যার যেই মত সেই হয় সর্ব্বোত্তম ।  
স্বরূপ বিচারে কিন্তু আছে তরতম ॥  
অগ্নি আদি রূপধারী একা বিষ্ণু হয় ।  
সেই বিষ্ণু পরব্রহ্ম বেদেতে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীসম্বিপুরাণে ।

ভজ্যোতিঃ পরমং ব্রহ্ম ভর্গস্তেজো যতঃ স্বতঃ ॥ ২২ ॥

ইত্যারভ্য পুনরাহ ।

তজ্জ্যোতির্ভগবান্ বিষ্ণুর্জগজ্জন্মাদি কারণং ।  
শিবং কেচিৎ পঠন্তিস্ম শক্তিরূপং বদন্তি চ ।  
কেচিৎ সূর্য্যং কেচিদগ্নিং দৈবতান্যগ্নিহোত্রিণঃ ।  
অগ্নাদিরূপী বিষ্ণুর্হি বেদাদৌ ব্রহ্ম গীয়তে ॥ ২৩ ॥

নিজানন্ত-শক্ত্যে বিষ্ণু বহুরূপে ভাসে ।  
স্বরূপ বিচারি এই শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥  
যিনি নিত্যশুদ্ধ পরংব্রহ্ম সর্বব-ধর্ম্ম ।  
যিনি নিত্য তেজোময় অধীশ্বর শর্ম্ম ॥  
যিনি অহং জ্যোতিরূপ পরংব্রহ্ম হরি ।  
মুক্তির নিমিত্ত মোরা তাঁরে ধ্যান করি  
সূর্য্যাদির যেই তেজ অমুভব হয় ।  
সেই তেজ শ্রীহরির, সূর্য্যাদির নয় ॥

তথাহি শ্রীমন্মধ্বভাষাযুক্ত শ্রুতৌ ।  
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ধাসয়তেহখিলং ।  
যচ্চক্রমসি যচ্চাখৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকং ॥ ২৪ ॥

রোগ বিদ্রাবিত হরি করেন সবার ।  
এ হেতু হরির নাম শ্রীরুদ্র প্রচার ॥  
সর্ববিশ্বর হেতু তাঁর ঈশান-আখ্যান ।  
মহত্ব অধিক তেঞি মহাদেব নাম ॥  
স্বর্গীর আধার হেতু পিনাক্যভিধান ।  
সর্দা স্তম্ভময় তেঞি সদা শিত নাম

নিজ মায়াশক্তিজাল করিয়া বিস্তার ।  
 সবে রুদ্ধ করে তেত্রিঃ সর্ব নাম তাঁর ॥  
 যজ্ঞ আদি কীর্তিরূপ বস্ত্র পরিধান ।  
 কৃতিবাস নাম তেত্রিঃ সবে করে গান ॥  
 বিরেচন হেতু তাঁর বিরিক্ষি-আখ্যান ।  
 সর্ব ব্রহ্মিকারী তেত্রিঃ ব্রহ্মা-অভিধান ॥  
 সর্বৈবশ্বর্য্য পূর্ণ হেতু ইন্দ্র নাম কয় ।  
 এইমত সর্ব শব্দে বিষ্ণু সিদ্ধ হয় ॥  
 কেবলৈক শ্রীপুরুষোত্তম-ভগবান ।  
 শ্রীকৃষ্ণে বেদাদি শাস্ত্রে করেন প্রমাণ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডে ।

রুজং দ্রাবয়তে বস্মান্ত্রাদ্রো জনাৰ্দ্দনঃ ।  
 ঈশানাদেব চেশানো মহাদেবো মহেশ্বতঃ ।  
 পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার সাগরাং ।  
 তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ।  
 শিবঃ স্মৃথ্যত্মকবেদন সর্বঃ সংরোধনাক্রিঃ ।  
 কৃত্যত্মকমিদং দেহং যতো বশ্তে প্রবর্তয়ন্ ।  
 কৃতিবাসাস্ততো দেবো বিরিক্ষিষ্ণ চ বিরেচনাং ।  
 বৃংহণাঙ্কুক্ষনামা সাবৈবশ্বর্য্যাদিস্ত উচ্যতে ।  
 এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ ।  
 বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥

এই সব প্রমাণেতে প্রভু-শ্রীনিবাস ।

সর্গাঙ্কিতসকল সঙ্গ পদতক পদ্যশি ॥

সর্বশক্তিমান হেতু প্রভু-ত্ৰীনিবাসে ।  
 সকল সম্ভবে ইহা বেদাদি প্রকাশে ॥  
 তেজস্বীর তেজ সদা তেজস্বী সহিত ।  
 অভিন্ন স্বরূপে রহে জানিহ নিশ্চিত ॥  
 অতএব বিশ্বরূপ ভগবান-বিষ্ণু ।  
 চেতনাচেতনাদির সর্বদা বর্জিষ্যু ॥  
 নিখিল আধার সেই ভগবান-বিষ্ণু ।  
 মায়াধীশ বিশ্বরূপ আর সর্ব-জিষ্ণু ॥  
 তাঁর মায়াধীন হেতু জীব সমুদয় ।  
 প্রতিবিশ্ব রূপ হয় জানিহ নিশ্চয় ॥  
 বহুবিধ জল আদি আধারে যেমন ।  
 চন্দ্র প্রতিবিশ্ব ভিন্ন হয় দ্রশন ॥  
 তথা জীব বিশ্বরূপ ত্রৈলোক্যের নিশ্চয় ।  
 প্রতিবিশ্ব রূপ হয় শাস্ত্রে এই কয় ॥  
 প্রতিবিশ্ব রূপ হেতু অনাদি রূপেতে ।  
 ব্রহ্ম জীবে নিত্য ভেদ বেদের মতেতে ॥  
 চিন্ময় কৃষ্ণের জীব চিৎকণাংশ হয় ।  
 অতএব মায়া বিনির্মিত কভু নয় ॥  
 কিন্তু অল্পশক্তিমান হেতু জীবগণ ।  
 মায়ার বশতা যোগ্য বেদের লিখন ॥  
 যথা অল্প শক্তি তথা প্রভাব মায়ার ।  
 শাস্ত্র বিজ্ঞে এই কথা কহে বাক্য দ্বার ॥

মায়াধীশ ভগবান নন্দে-র-নন্দন ।  
 মায়া তাঁর আজ্ঞাধীনা দাসীতে গগন ॥  
 কৃষ্ণ ঠাণ্ডি অপরাধ জীব যবে করে ।  
 তখনি কৃষ্ণের মায়া তার গলে ধরে ॥  
 গলে ধরি স্ব-কুহক দামেতে বাঁধিয়া ।  
 স্ব-গুণে নাচায় তারে কপি সাজাইয়া ॥  
 কভু বা ভোগাচ্ছ-নিত্য সুখ করে দান ।  
 কভু বা শোকাদি দুঃখে করে অগেয়ান ॥  
 এই সব হেতু জীবপ্রকৃতি হইতে ।  
 ভিন্ন ভগবান কৃষ্ণ কহেন পণ্ডিতে ॥  
 গুণী জীব গুণময় জলাদি আবাসে ।  
 চিদ্রবির প্রতিবিশ্ব স্বরূপেতে ভাসে ॥  
 এই সব হেতু দ্বারে অবৈতী কল্পিত ।  
 বিশ্ব প্রতিবিশ্ব বাদ হইল খণ্ডিত ॥  
 বিশ্বরূপ ভগবান মণ্ডল স্থানীয় ।  
 সেই বিশ্ব ক্ষুদ্র জীব অসম্ভবনীয় ॥  
 জ্যোতির্বিবিশ্ব ভগবান নিত্য-পরিচ্ছিন্ন ।  
 জীব পরিচ্ছিন্ন হেতু তাঁহা হৈতে ভিন্ন ॥  
 সম্পূর্ণ চিন্ময় রূপ বিশ্ব-ভগবান ।  
 সম্পূর্ণ অপূর্ণ জীব চিৎকণ প্রমাণ ॥  
 মায়াগুণযুক্ত নিত্য মায়াধীন হয় ।  
 অতএব জীব বিশ্ব হইতে নারয় ॥



বিশ্বরূপ ভগবান মায়া'র ঈশ্বর ।  
 মায়া তদীক্ষণ পথে কাঁপে নিরন্তর ॥  
 বিশ্বরূপ ভগবান সরব প্রবর ।  
 মায়াধীন গুণীত্যাদি হেতু জীবাবর ॥  
 মায়াচ্ছন্ন বুদ্ধো যত মায়াবাদীগণ ।  
 বিশ্ব প্রতিবিশ্ববাদ করিল স্থাপন ॥  
 ধিক্ ধিক্ মায়াবাদী কৃষ্ণ বহিস্মুখ ।  
 মায়িক কল্পনা ছাড়ি হও কৃষ্ণোন্মুখ ॥  
 ভ্রান্ত বিশ্ব প্রতিবিশ্ব বাদ পরিহারি ।  
 অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ জ্ঞানে ভজ হরি ॥  
 সাদৃশ্য ধর্মের দ্বারে ঐছে বাদদ্বয় ।  
 কিঞ্চিদংশে সিদ্ধ হয় পণ্ডিতে কহয় ॥  
 ওহে তাই মায়াবাদী ! বাদদ্বয় ছাড়ি ।  
 ভক্তিদ্বারে সেব নিত্য শ্রীহরি-কাণ্ডারী ॥  
 এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 জীবোৎপত্তি কথা বৎস ! করহ শ্রবণ ॥  
 পাপ, পুণ্য আদি যুক্ত সজন্মা, সদোষ ।  
 ঈশ্বররাংশ জীব কভু সন্তোষ, অতোষ ॥  
 “স দোষঃ সাজ্ঞনঃ” আর “সজ্ঞনঃ সজ্ঞনিঃ ।”  
 সেই জীব কাত্যায়ণ শ্রুতি বাক্যে গণি ॥  
 “স জ্ঞনঃ সজ্ঞনীত্যাদি” শ্রুতিবাক্য-দ্বারে ।  
 জীবের জনম সিদ্ধ কহিলু ভোমারে ॥

“জীবা উৎপত্তিস্তে” এই অগ্নি বেশ্ম কয় ।  
 বেদ বাক্যে জীবোৎপত্তি মিথ্যা কভু নয় ॥  
 ঈশ্বর হইতে সর্বোৎপন্ন শ্রুতি কহে ।  
 অতএব জীবোৎপত্তি কথা মিথ্যা নহে ॥  
 জীবের নিত্যই সিদ্ধ আছে শ্রুত্যস্তরে ।  
 নিত্যের উৎপত্তি বিজ্ঞে স্বীকার না করে ॥  
 তবে কি উৎপত্তিবাদী শ্রুতি সমুদয় ।  
 জীবের উৎপত্তি কথা মিথ্যা করি কয় ॥  
 এ বিরোধ ভঙ্গনার্থ ভাষ্যকার কহে ।  
 জীবের উৎপত্তি ইহা পরমার্থ নহে ॥  
 জীবোৎপত্তি এই শব্দ শব্দ মাত্র হয় ।  
 বাস্তব জীবের জন্ম কভু না ঘটয় ॥  
 “তে বাত্র তে চিদাত্মানোহবিনষ্টাঃ” প্রভৃতি ।  
 শ্রুতি বচনের এই শুনহ বিবৃতি ॥  
 উপাধিই হয় নিত্য জীবের উৎপত্তি ।  
 উপাধি ধ্বংসেতে হয় জীবের নিপ্পত্তি ।  
 জীবের উৎপত্তি ধ্বংস শাস্ত্রে যেই কয় ।  
 তাহার তাৎপর্য্য এই ভাষ্যেতে লিখয় ॥  
 চিন্ময়াত্মা হৈতে নিত্যানিত্য বস্তু চয় ।  
 উৎপন্ন হইয়া থাকে বেদাগমেক্ষয় ॥  
 নিত্য বস্তু সকলের উৎপত্তি বর্ণন ।  
 উপাধি অপেক্ষা করি করে ঋষিগণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাখ্যভাষ্যত ব্যোম সংহিতায়াং ।

উৎপত্ত্বস্তে চিদান্মানো নিত্যানিত্যাঃ পরাশ্রয়ঃ ।

উপাধ্যাপেক্ষয়া তেষামুৎপত্তিরভিধীয়তে ॥ ২৬ ॥

জীবের সম্ভব আদি উপাধি গ্রহণে ।

সিদ্ধ হয় এই কথা কহে শাস্ত্রগণে ॥

জীবোৎপত্তি আদি এই কহিনু তোমাতে ।

বিস্তার শুনিবে পরে ভাগবত দ্বারে ॥

সচ্চিদ্র আনন্দ রূপ জীব সমুদয় ।

কৃষ্ণের মায়াতে মুক্ত হইয়া নিশ্চয় ॥

অনাদি অবিদ্যা-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া ।

সংসার ভ্রমেতে পড়ে আপনা ভুলিয়া ॥

বিশুদ্ধ চিন্ময়ভাবাপন্ন জীবচয় ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস শাস্ত্রে এই কয় ॥

কৃষ্ণের মায়াতে জীব বিমুক্ত হইয়া ।

আপন দাসত্বভাব যায় বিস্মরিয়া ॥

তেত্রিঃ সে তটস্থ ধর্ম্মে হইয়া মগন ।

মায়া স্রষ্ট সংসারেতে করয়ে গমন ॥

সংসারের হেতু হয় মায়িকাহকার ।

সাহে মজ্জ হঞা জীব লভয়ে সংসার ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ পূর্ণ কৃষ্ণাংশ কারণ ।

অপূর্ণ সচ্চিদানন্দ হয় জীবগণ ॥

এ লাগি কৃষ্ণের নিত্য মায়া'র প্রভায় ।  
অনাদি মায়া'র উষ্ম আদি ভুলি যায় ॥  
এ হেতু সংসার ভ্রমে পড়ি জীবচয় ।  
কৃষ্ণ প্রভু ভুলি অশ্বে তজ্য প্রভু কয় ॥

তথাহি শ্রীবৃহত্তাগবতামৃতে ।

সক্তিদানন্দরূপাণাং জীবানাং কৃষ্ণমায়ায়া ।  
অনাত্মবিশ্ণুয়াতস্ব বিশ্বত্যা সংসৃতি ভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

পাশ্বে চ ।

দাস ভূতোহরেব নাত্মসৌব কদাচন ॥ ২৮ ॥

সম্পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণ তৎকণাংশ তরে ।  
অত্যন্ত জ্ঞানাদি শক্তি জীবগণ ধরে ॥  
অংশীতে জ্ঞানাদি পূর্ণ অংশে তাহা নয় ।  
এ হেতু মায়া'র রূপে জীব মুগ্ধ হয় ॥  
কৃষ্ণের মায়া'র রূপ অত্যাশ্চর্য্যময় ।  
যে রূপ ভুলায় বলে, ভাগবতে কয় ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমৎপ্রভুবলদেব বাক্যং ।

কেয়ং বা কৃত আয়্যাতা দৈবী বা নায্যুতাস্থরী ।  
প্রায়ো মায়াস্ত মে ভর্তৃনান্যামেহপি বিমোহিনী ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণের অভিন্ন মূর্ত্তি রাম মহাশয় ।  
পূর্ণজ্ঞাদি ইএণ কৃষ্ণ মায়ামুগ্ধ হয় ॥  
তখন জীবের কথা কি বলিব আর ।  
কৃষ্ণ মায়া বিমোহিত জীব অনিবার ॥

বৈছে দীপালোক জ্যোতি করিয়া দর্শন ।  
 মোহিত হইয়া ক্ষুদ্র শলভাদি গণ ॥  
 বেড়ি বেড়ি দীপালোক পড়িয়া তাহাতে ।  
 জীবন হারায় সবে দেখহ সাক্ষাতে ॥  
 তৈছে মায়ালোক হেরি ক্ষুদ্র জীবচর ।  
 মোহিত হইয়া মায়া কুহকে পড়য় ॥  
 মায়ার কুহকে পড়ি অহং কর্তা জ্ঞানে ।  
 প্রাকৃত কর্ম্মেতে রত হয় অভিমানে ॥  
 যেমন লুক্ক জালে ভোগ্যবস্তু হেরি ।  
 লোভেতে বিহঙ্গ জালে পড়ে জাল বেড়ি ।  
 তদ্রূপ মায়ার জালে হেরি নানা ভোগে ।  
 জীব বিহঙ্গমগণ পড়ে তাহে লোভে ॥  
 যৈছে ব্যাধ খগে বন্ধ করয়ে পিঞ্জরে ।  
 তৈছে মায়া জীবে বন্ধ সংসারেতে কবে ॥  
 তন্নিমুখ যত জীব অনাদি রূপেতে ।  
 ঐছে দশা লাভ করে মায়া-কুহকেতে ॥  
 “তচ্ছব্দে” পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম হরি ।  
 বেদ আদি শাস্ত্রে এই দরশন করি ॥  
 “হং” শব্দার্থে ভবভীত দুঃখী জীব হয় ।  
 অতএব জীব ব্রহ্মে ভিন্নাভিন্ন কয় ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

তৎশব্দার্থঃ প্রকট পরমানন্দ পূর্ণাস্বতাক্ষি-  
 দ্বংশব্দার্থোভবভয়ভয়ব্যপ্রচিন্তোহতি দুঃখী ।

তস্মাদৈক্যং ন ভবতি ভগ্নোভিন্নয়োৰ্দ্ধ্ব গত্যা  
ভেদঃ সেবাঃ স খলু জগতাং স্বং হি দাসস্তদীয়ঃ ॥ ৩০ ॥

মায়ার রঞ্জেতে জীব হইয়া আসক্ত ।  
কৃষ্ণকে ভুলিয়া হয় কন্ঠে অনুরক্ত ॥  
তবে মায়া চালনেতে মায়া বিনির্মিত ।  
ভৌতিক দেহেতে আমি হয় অধিষ্ঠিত ॥  
ভৌতিক দেহকে জীব করিলে আশ্রয় ।  
দেহী সংজ্ঞা লাভ করে জীব সমুদয় ॥  
দেহকে কহয়ে ক্ষেত্র জীব তাহে রহে ।  
তেঞি ক্ষেত্রী সংজ্ঞা জীব লভে শাস্ত্রে কহে ॥  
যেহে এক সূর্য্য এই অখিল ভুবনে ।  
প্রকাশিত করে নিত্য দেখহ দর্শনে ॥  
তৈহে ক্ষেত্রী জীব এই সকল শরীর ।  
প্রকাশিত করে সদা জানিহ পুথীর ॥

তথাহি ত্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃষ্ণং লোকমিমাং রবিঃ ।  
ক্ষেত্রংক্ষেত্রী তথাকৃষ্ণং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩১ ॥

ভোগ আয়তন রূপ ভৌতিক শরীরে ।  
ক্ষেত্র বলি ব্যাখ্যা করে কেন সব ধীরে ॥  
তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ ।  
ঘাহাতে হইবে তুয়া সম্বেদ ভঞ্জন ॥

প্রাকৃতিক কর্ম্মময় এই ত সংসার ।  
 তার শস্তাকুর ভূমি শরীর অসার ॥  
 এ লাগি শরীরে ক্ষেত্র কহে মহাজনে ।  
 যাহে সার ফেলে গুরু স্ব-কৃপা ঈক্ষণে ॥  
 এ হেন শরীর-ক্ষেত্রে জানে যেইজন ।  
 ক্ষেত্রজ্ঞ তাহারে কয় বেদ-বিধিগণ ॥  
 ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ হয় কৃষক সমান ।  
 ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলভোগী কহিলু সন্ধান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।  
 এতদেবা বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ৩২ ॥

কর্ম্ম জন্ম এই ক্ষেত্রে সুখ দুঃখময় ।  
 দুই ফলোৎপন্ন হয় জানিহ নিশ্চয় ॥  
 ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ সেই দুই ফল খায় ।  
 অহং মমেত্যভিমাণে স্বভাব হারায় ॥  
 ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ জীব এ হেন প্রকারে ।  
 ক্ষেত্রে রহি ক্ষেত্রকার্য্য করে একাধারে ॥  
 এ হেন ভৌতিক ক্ষেত্র তত্ত্বের বৃত্তান্ত ।  
 যেই জানে সেই বর বিবেকী মহান্ত ॥  
 পঞ্চভূতে স্থূলদেহ সুগঠিত হয় ।  
 অতএব স্থূলদেহে ভৌতিক বলয় ॥

চিন্ময় ব্রহ্মের জীব চিদংশ প্রমাণে ।  
 ব্রহ্ম জীব, জীব ব্রহ্ম, আদরে বাখানে ॥  
 চিচ্চিদংশ ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয় ।  
 এ হেতু ক্ষেত্রজ জীব ব্রহ্মাদরে কয় ॥  
 চিৎকণাংশে সর্ব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ আকারে ।  
 পরংব্রহ্ম হরি রহে কহিনু তোমারে ॥  
 স্বরূপ বিচারি এই পণ্ডিতে কহয় ।  
 নিজ জীব শক্ত্যে হরি জীব ভাবে রয় ॥  
 এ হেতু সংসারী যেই জীবের গণন ।  
 তিহৌ সর্ব ক্ষেত্রাধার করিনু কীর্তন ॥  
 ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের যেই বৈলক্ষণ্য-জ্ঞান ।  
 সত্য জ্ঞান সেই, স্বয়ং বাক্যেতে প্রমাণ ॥  
 সেই ত পরম জ্ঞান মোক্ষের কারণ ।  
 গীতা শাস্ত্রে স্পষ্ট এই শ্রীমুখ-বচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ।  
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজ্ঞানং যত্তজ্ঞানং মতং মম ॥ ৩৩ ॥

“তত্ত্বমসি” মহাবাক্যে চিদংশের দ্বারে ।  
 ব্রহ্ম জীব রূপ এই শ্রীধর প্রচারে ॥  
 মায়া বিমোহিত হএম ব্রহ্ম জীব হয় ।  
 লাজ খাএম মায়ী সরস্বতী এই কয় ॥



ভক্তি সরস্বতী কহে মায়া বিমোহিত ।  
 ব্রহ্ম জীব নহে জীব ব্রহ্মাংশ নিশ্চিত ॥  
 “অংশ” শব্দে বিভিন্মাংশ শাস্ত্রে এই কয় ।  
 বিভিন্মাংশে অল্প শক্তি সামর্থ্যাল্প হয় ॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে ।

তদেবনাগুমাত্রোহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ ।  
 বিভিন্মাংশোহল্পশক্তিঃ স্যাৎকিঞ্চিৎসামর্থ্যমাত্রয়ুক ॥ ৩৪ ॥

স্বাংশ বিভিন্মাংশ ভেদে অংশ দুই হয় ।  
 বরাহ প্রভৃতি অংশ কৃষ্ণের নিশ্চয় ॥  
 জীব বিভিন্মাংশ হয় অংশাংশ কারণ ।  
 অংশাংশ যাঁহারা তাঁরা কলায় গণন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ঋষয়ো মনবো দেবো মনুপুত্রো মহোজসঃ ।  
 কলাঃসর্কো হরেরেব স প্রজাপত্যঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৫ ॥

অংশীতে সামর্থ্য আর স্বরূপ যেমন ।  
 অংশে বিভিন্মাংশে কভু নাহিক তেমন ॥  
 মূলাংশী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং-ভগবান ।  
 সকলের মূল সর্বব্যাশ্রয়ানন্দধাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।  
 ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥ ৩৬ ॥

জীব লোকে বিভিন্নাংশ জীব সনাতন ।

প্রকৃতিস্থ যথেষ্টদ্রি়ে করে আকর্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াম্ ।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৩৭ ॥

সনাতনেশ্বর হৈতে উৎপন্ন কারণ ।

জীব সনাতন এই কহে বুধগণ ॥

“মমৈবাংশো” শ্লোকার্থেতে মায়াবাদী কয় ।

উপাধি অপায়ে জীব সেই ব্রহ্ম হয় ॥

জলাপায়ে সূর্য্য প্রতিবিশ্ব যেই মত ।

বিরূপাধি বিশ্বভূত সূর্য্যে হয় গত ॥

কলসাবচ্ছিন্নাকাশ কলস বিনাশে ।

মহাকাশ গত হয় বিজ্ঞেতে প্রকাশে ॥

“অহং ব্রহ্মাস্মীতি” শ্রুতি ইহাতে প্রমাণ ।

অদ্বৈতীর এই অর্থ মহা-বলবান ॥

অজ্ঞান-প্রযুক্ত জীব হয় ত সংসারী ।

জ্ঞানে ব্রহ্মরূপ হয় নিজোপাধি ছাড়ি ॥

যতপিহ কোন ভাগ্যে জীব সমুদয় ।

স্ব-স্বোপাধি ছাড়ি সবে ব্রহ্মগত হয় ॥

তথাপিহ স্ব-স্ব অংশী ব্রহ্ম হৈতে নারে ।

ব্রহ্মশক্তিরূপে ব্রহ্মে রহে সূক্ষ্মাকারে ॥

ব্রহ্মশক্তি হয় জীব বেদাদি প্রমাণে ।  
 ব্রহ্ম হৈতে ভিন্নাভিন্ন এ হেতু বাখানে ॥  
 ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মে রহে অভিন্ন ভাবেতে ।  
 কার্যে ভিন্ন পরিচয় বুঝহ মনেতে ॥  
 কার্যে ভিন্ন পরিচয় পাইয়া শক্তির ।  
 জীবেশ্বর ভেদাভেদ বেদ করে স্থির ॥  
 অতএব প্রতিবিশ্ব বিশ্বগত প্রায় ।  
 জীব ব্রহ্ম নাহি হয় কোন অবস্থায় ॥  
 ঘটাকাশ মহাকাশ গত হয় যথা ।  
 জীব ব্রহ্মে ঐক্য রূপ নাহি হয় তথা ॥  
 উপাধি বিনাশে প্রতিবিশ্ব বিস্বে রয় ।  
 পুনশ্চ উপাধি প্রাপ্তে প্রতিবিশ্ব হয় ॥  
 ঘট ধ্বংসে ঘটাকাশ হয় মহাকাশ ।  
 ঘট প্রাপ্তে পুনর্ব্বার হয় ঘটাকাশ ॥  
 মহাপ্রলয়েতে সূক্ষ্ম জীব সমুদয় ।  
 অবশেষ ব্রহ্মে গতি সকলে করয় ॥  
 মহাপ্রলয়ের বৎস ! সত্যতা বিষয়ে ।  
 প্রমাণ অভাব যুক্তি শাস্ত্রেতে কহয়ে ॥  
 কোন সময়েতে যদি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা হয় ।  
 তবে ত হইতে পারে সমস্ত প্রলয় ॥  
 কৃষ্ণ বিভূতির তাহে কোন ক্ষতি নাই ।  
 বিভূতি বিচারে এই দেখিবারে পাই ॥

ত্রিপাদ বিভূতি তাঁর অপার অনন্ত ।

মায়ীকবিভূতি একপাদ গুণবন্ত ॥

তথাহি শ্রীপাদোত্তরখণ্ডে ।

ত্রিপাদ্বিভূতেধামত্ৰিপাদভূতং হি তৎপদং ।

বিভূতির্মায়িকীসৰ্ব্বা প্রোক্তা পাদাশ্রিকা যতঃ ॥ ৩৮ ॥

নিত্যানন্দ গোবিন্দের নিতৈশ্বর্য্য যেই ।

বিভূতি কহয়ে তারে কহিলাম এই ॥

তথাহি শ্রীকুর্শ্বপুরাণে ।

পর্যাপরতরং তবং পরং ব্রহ্মৈকমব্যয়ং ।

নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতিরদ্বয়ং তমসঃ পরং ।

ঐশ্বর্য্যং তস্য যন্নিত্যং বিভূতিরিতি গীয়তে ॥ ৩৯ ॥

মহাপ্রলয়েতে বিভিন্নাংশ জীবচয় ।

কৃষ্ণগত হয় সর্ব্ব শান্ত্রে এই কয় ॥

পুনঃ সৃষ্টিকালে সেই জীব সমুদয় ।

অনাদি কৰ্ম্মের ফলে সংসার লভয় ॥

কোন জীব কোন ভাগ্যে হঞা কৃষ্ণান্মুখ ।

মায়া মুক্ত হঞা লভে কৃষ্ণানন্দ সুখ ॥

এ সব কথায় এথা নাহি প্রয়োজন ।

পরেতে কহিব বাপ ! করিহ শ্রবণ ॥

দিব্যজ্ঞান দ্বারে যদি জীব সমুদায় ।

কৃষ্ণেতে সাযুজ্য গতি একবারেপায় ॥

তথাপি তাহারা কভু কৃষ্ণের সংসারে ।

কৃষ্ণেচ্ছায় আসি কৃষ্ণ মহিমা প্রচারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈতভাষ্যপ্রমাণিতা শ্রুতৌ ।

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥ ১০ ॥

মুক্তজীব নাহি জন্মে মায়ীক সংসারে ।

কৃষ্ণলীলা পুষ্টি লাগি জন্মে বারে বারে ॥

প্রাকৃতিক জন্ম নাহি মুক্ত সবাকার ।

আবির্ভাব, তিরোভাব কহিলাম সার ॥

প্রকটাপ্রকট লীলা গোবিন্দের যথা ।

মুক্তাদির আবির্ভাব আদি জানি তথা ॥

প্রসঙ্গ পাইয়া এই কহিনু তোমায় ।

মূল কথা কহি শাস্ত্র-যুক্তি অনুযায় ॥

মুক্তামুক্ত জীব মহাপ্রলয় আদিতে ।

ঈশ্বরে সাযুজ্য লভে জানিহ নিশ্চিতে ॥

সাযুজ্যাবস্থায় মুক্তামুক্ত সবাকার ।

জীবশক্তিভাব রহে যুক্তি এই সার ॥

জীব নিত্য ঈশ্বরের শক্তিতে গণন ।

শক্তি ভাব নাহি হয় মুক্তো নিরসন ॥

মায়াপাশি ধ্বংস হয় মুক্তির লক্ষণ ।

অতএব মুক্তো জীব শক্তি শুদ্ধা হন ॥

সে লাগি কহিয়ে মুক্ত জীব সমুদয় ।

মহালয়াদিতে কৃষ্ণে শুদ্ধভাবে রয় ॥

অনন্ত কৃষ্ণের শক্তি অনন্ত ভাবেতে ।  
 সর্বদা সমান রূপে রহে শ্রীকৃষ্ণেতে ॥  
 এই হেতু ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমানে ।  
 অপরাধী মায়াবাদী জানি নাহি জানে ॥  
 শক্তি শক্তিমানে নিত্য ভেদাভেদ যেই ।  
 প্রাকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারে কহি তাহা এই ॥  
 অশ্মদাদি জীবে যেই শক্তি সমুদয় ।  
 সর্বদা কার্যের দ্বারে উপলব্ধি হয় ॥  
 সেই সব শক্তি এই ভৌতিক কার্যার ।  
 অবস্থানুসারে ধরে হ্রাস বৃদ্ধ্যাকার ॥  
 বাস্তব শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নাহি হয় ।  
 দেহের ষষ্ঠ্মেতে মাত্র প্রতীতি করয় ॥  
 সেই ক্রমে চিন্তাবাদি নূন্যায়িক্য হয় ।  
 উভয়ের যোগে উভয়ের পরিচয় ॥  
 চৈতন্যের পরিচয় শক্তির-দ্বারেতে ।  
 শক্তি পরিচয় তথা হয় চৈতন্যেতে ॥  
 একাভাবে নাহি হয় একের সন্ধান ।  
 অতএব ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমান ॥  
 চৈতন্যাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিচয় ।  
 তচ্ছক্তির দ্বারে হয় জানিহ নিশ্চয় ॥  
 শক্তি বিনা চৈতন্যের পরিচয় যেই ।  
 বাজী ডিম্ব, বোমপুষ্প তুল্য যেন সেই ॥

শশ সম শৃঙ্গারিত বঙ্ক্যার-নন্দন ।  
 আকাশকুসুম শিরে করিয়া স্থাপন ॥  
 নির্বিশেষ গ্রন্থ এক লঞা স্কন্ধোপরি ।  
 মুখে বলে আমি সেই নির্বিশেষ হরি ॥  
 হাতে ধনুর্বান তার ভয়ঙ্করাকার ।  
 ক্ষুধায় ভোজন করে তীব্র অশ্মসার ॥  
 মৃগতৃষ্ণাভোधि স্নাত এই ত কারণ ।  
 পরম পবিত্র দেহ সুন্দর দর্শন ॥  
 হেন বঙ্ক্যানন্দনের পরিচয় যথা ।  
 নিঃশক্তি ব্রহ্মের পরিচয় যেন তথা ॥  
 জ্ঞান আদি শক্তি বিনা ব্রহ্ম পরিচয় ।  
 কভু নাহি হয় এই বিজ্ঞ জ্ঞানে কয় ॥  
 যদি কহ যেই জ্ঞান সেই ব্রহ্ম হয় ।  
 তবে ব্রহ্ম, এই প্রশ্ন কেমনে উঠয় ॥  
 আমি জীব ব্রহ্ম হই মায়াপাধি নাশে ।  
 কোন জ্ঞান তবে বৎস ! এ কথা প্রকাশে ।  
 শুদ্ধ আর বদ্ধ এক জ্ঞানাবস্থা হয় ।  
 এ হেতু কেবলাদ্বৈত বাদ সিদ্ধ নয় ॥  
 দ্বৈতাদ্বৈত সিদ্ধ শাস্ত্র যুক্তি অনুসারে ।  
 পরেতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তারে ॥  
 কৃষ্ণ পরিকর জীব নিত্য মুক্ত হয় ।  
 মায়ার সম্বন্ধ তাঁরা কভু না জানয় ॥

মহালয়াদিতে লয় নাহি তাঁ' সবার ।  
 কৃষ্ণ সঙ্গে সদা স্থিতি মহিমা অপার ॥  
 কৃষ্ণার্থে সকল চেষ্টা অন্য চেষ্টা হীন ।  
 নিত্য-মুক্ত জীবভাব অতি সমীচীন ॥  
 প্রাকৃতিক জীবগণ প্রাকৃত-কর্মেতে ।  
 বশ হঞা গতাগতি করে সংসারেতে ॥  
 কৰ্ম্মাধীন জীবগণ কৰ্ম্ম-অনুসারে ।  
 সুখ দুঃখ ভোগ করে কহিনু তোমায়ে ॥  
 কৰ্ম্মেতে সম্ভব জীব কৰ্ম্মে পায় লয় ।  
 কৰ্ম্মে সুখ-দুঃখ-ভয়-মঙ্গল লভয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কৰ্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কৰ্ম্মণৈব বিলীয়তে ।  
 সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমাং কৰ্ম্মণৈবাত্তিপশ্বতে ॥ ৪১ ॥

পাঁচে পাঁচ মিশাইলে দেহ নাহি রয় ।  
 অতএব শরীরের পঞ্চত্ব কহয় ॥  
 দেহের পঞ্চত্বপ্রাপ্ত কালে দেহীগণ ।  
 কৰ্ম্মবশে দেহান্তর করয়ে গমন ॥  
 অগ্রে দেহান্তর জীব আশ্রয় করয় ।  
 পরে পূর্ব দেহত্যাগ করে শান্ত্রে কয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

দেহে পঞ্চত্বমাগমে দেহী কৰ্ম্মানুগোহবশঃ ।  
 দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ৪২ ॥



দেহী দেহ হৈতে নিত্য বিভেদ কারণ ।

দেহীর বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥

কৰ্ম্মানুগ হেতু লাভ হয় দেহাস্তর ।

কৰ্ম্মাবশ্য ভোগ্য এই কহে ঋষিবর ॥

যেমন গমনকারী মানব-নিচয় ।

নিহিতৈক পদে ভূমি করিয়া আশ্রয় ॥

শরীর ধরিয়া পর পদ উত্তলয় ।

তথা দেহী দেহাস্তর গমন করয় ॥

যথা তৃণ জলমুকা ধরি তৃণাস্তর ।

পূর্ব্ব তৃণ ত্যাগ করে দিয়া অগ্রে ভর ॥

তথা কৰ্ম্মপথে বর্ত্তমান জীবগণ ।

দেহাস্তর লাভ করে শাস্ত্রের লিখন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ব্রজং ত্রিষ্টম্ পট্টদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।

যথা তৃণজলোকেবং দেহী কৰ্ম্মগতিং গতঃ ॥ ৪৩ ।

জাগ্রদশাতে দৃষ্ট-শ্রুত হয় যাহা ।

স্বপ্নে মনোরথ যোগে দৃষ্ট করে তাহা ॥

তাহে জাগ্রদেহ হৈতে তাহার স্মরণ ।

অপগত হয় এই দৃষ্টাস্ত বচন ॥

সেইরূপ জীব কৰ্ম্মবশে দেহাস্তরে ।

লভি পূর্ব্ব দেহ ছাড়ে বুঝে অস্তরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অগ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং  
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ ।  
দৃষ্ট ক্রতাভ্যাং মনসামুচিস্তয়ন্  
প্রপত্ততে তৎকিমপিহপশ্বতিঃ ॥ ৪৪ A

কর্ম্মই জন্মের হেতু আর কিছু নয় ।  
কর্ম্মজন্ম মনুষ্যাদি দেহোৎপন্ন হয় ॥  
দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয় কালে বহুভাবাসক্ত ।  
বিকার আত্মক মম ইত্যে মায়া-ভক্ত ॥  
ফল-অভিযুক্ত কর্ম্মে হইয়া চালিত ।  
সর্ব্ব বিষমোহমকরী প্রকৃতি রচিত ॥  
দেব তির্য্যগাদিরূপে হইয়া ধাবিত ।  
নিজাভিনিবেশ দ্বারে মানস বিকৃত ॥  
যেই যেই রূপ পায় সেই সেই রূপে ।  
দেহীর জনম হয় কহিনু স্বরূপে ॥  
যত্বেপিহ মন কর্ত্তা উহাতে নিশ্চয় ।  
তথাপিহ জীব এইরূপ জ্ঞাত হয় ॥  
আমি সেই মন ভিন্ন অন্য কেহ নয় ।  
এহেতু মনের সহ জীবোৎপন্ন হয় ॥  
বিষয়াভিনিবিষ্টের দ্বারেতে সংসারে ।  
মন সহ জন্মে জীব কহিনু তোমারে ॥

ভগবান কিছুতেই নহে অবস্থিত ।

আকাশের ন্যায় নিত্য সঙ্গ-বিরহিত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

ময়া ততমিদং সৰ্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।

মংস্থানি সৰ্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ১৯ ।

ধারণ, পালন করি সকল শরীর ।

অহমাদি দ্বারে জীব হইয়া অধীর ॥

দেহাদির ধর্ম্যে নিত্য হইয়া মিলিত ।

অবস্থান করে দেহে হঞা তদ্বিস্মৃত ॥

নিরভিমানিই হেতু জীব সখেশ্বর ।

দেহাদির ধর্ম্য হৈতে সর্বদা অন্তর ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

ন চ মংস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং ।

ভূতভ্রম চ ভূতহো মমাত্মা ভূততাবনঃ ॥ ৪০ ॥

যদ্রূপ সর্ববত্রগামি অনিল মহান ।

নিরন্তর আকাশেতে করে অবস্থান ॥

তদ্রূপ সকল ভূত নির্লিপ্ত ভাবেতে ।

ব্রহ্মাশ্রয় করি রহে স্ব-স্ব স্বরূপেতে ॥

আধেয় স্বরূপ বায়ু যথাধারাকাশে ।

লিপ্ত নাহি হয় কভু শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥

আধেয় স্বরূপ ভূত তথাধারেশ্বরে ।

কভু লিপ্ত নাহি হয় বুদ্ধি অস্তুরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।  
 যথাকালস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সৰ্ব্বত্রগো মহান্ ।  
 তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্বাপধারয় ॥ ৫১ ॥  
 প্রলয়েতে জীবগণ কৃষ্ণের শক্তিতে ।  
 সূক্ষ্মভাবে রহে স্ব-স্ব কৰ্ম্মের সহিতে ॥  
 সহ, রজ, তম এই গুণত্রয়াঙ্গিকা ।  
 কৃষ্ণের যে শক্তি তাঁর মায়া আখ্যায়িকা ॥  
 সেই শক্ত্যে সূক্ষ্মরূপে রহে জীবগণ ।  
 সৃষ্টিকালে পুনঃ করে সংসারে গমন ॥  
 কল্পারম্ভে সৰ্ববিদ সৰ্ববশস্তীশ্বর ।  
 কৰ্ম্মাধীন সেই সব জীবে প্রিয়বর ! ॥  
 শূন সূক্ষ্ম আদি ভাগে অনেক প্রকারে ।  
 স্বজন করেন নিজ মায়িক সংসারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।  
 সৰ্ব্ভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং ।  
 কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহং ॥ ৫২ ॥  
 কৃষ্ণ নিজাধীনা মায়া-শক্তির উপর ।  
 জ্ঞান করিয়া সৃষ্টি করে বহুতর ॥  
 কৰ্ম্মাদির বশীভূত জীব সবাকারে ।  
 কৰ্ম্ম-অনুসারে স্বজে চতুর্বিধাকারে ॥  
 পূর্ব জন্মার্জিত কৰ্ম্ম যার যেই মত ।  
 তারে সেই মত সৃষ্টি করেন স্বরত ॥

প্রলয়ে প্রকৃতি গত জীবে এই ভাবে ।  
 সৃজন করেন হরি আপন স্বভাবে ॥  
 প্রকৃতির বশাহেতু ভূত সমুদয় ।  
 ঘেরূপ ঘেরূপ কর্ম সাধন করয় ॥  
 সেই সেই পূর্বকর্ম জন্য ভূতচয় ।  
 তত্ত্বস্বভাব পায় জানিহ নিশ্চয় ।  
 স্বভাবানুসারে কর্মাসক্ত ভূতগণে ।  
 সৃজন করেন কৃষ্ণ করি মায়েক্ষণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

প্রকৃতিঃ স্বামবষ্টভ্য বিস্থজামি পুনঃ পুনঃ ।  
 ভূতগ্রামমিমং কুংস্রমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৫৩ ॥  
 কৃষ্ণের ঈক্ষণ রূপ অধিষ্ঠান দ্বারে ।  
 সৃজন করেন মায়া সকল সংসারে ॥  
 কৃষ্ণেক্ষণ অধিষ্ঠান জন্য বার বার ।  
 সমুৎপন্ন হইতেছে সকল সংসার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃয়তে সচরাচরং ।  
 হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে ॥ ৫৪ ॥  
 সৃষ্টিলীলা হেতু সৃষ্টি শক্তি ভগবান ।  
 ধারণ করেন, এই কহিমু সন্ধান ॥  
 যদ্যপিহ সৃষ্টিশক্তি কৃষ্ণেতে রহয় ।  
 তথাপি তদগুণে কৃষ্ণ কল্প লিপ্ত নয় ॥

ভগবান হেতু কৃষ্ণ স্ব-সৃষ্টি শক্তিতে ।  
 নির্লিপ্ত সতত এই কহে শাস্ত্রাদিতে ॥  
 সৃষ্টিলীলা আর সাধ্য-সাধনের তরে ।  
 নিজ সৃষ্টিশক্ত্যে কৃষ্ণ বিশ্ব সৃষ্টি করে ॥  
 যদি কৃষ্ণ সৃষ্টি শক্ত্যে সৃষ্টি না করয় ।  
 তবে সাধ্য-সাধনের অপ্রসঙ্গ হয় ॥  
 বন্ধমুক্ত আদি প্রশ্ন কে করিবে তবে ।  
 সুখ দুঃখ ভোগাভোগ কিসে তবে হবে ॥  
 সৃষ্টি বিনা কভু কোন প্রসঙ্গ না হয় ।  
 কেবাইদ্বৈতী কেবা দ্বৈতী কেবাইদ্বৈতাদ্বৈতী রয় ॥  
 সৃষ্টিশূন্যে সর্বশূন্য পুণ্য আদি কর্ম্ম ।  
 অজ্ঞেতে নাহিক জানে এই সব মর্ম্ম ॥  
 অতএব সৃষ্টি-শক্তি সজ্জিত সংসারে ।  
 আক্ষেপ করিয়া জনে কহে বারে বারে ॥  
 ওহে কৃষ্ণ ! এত কর্ম্ম সৃষ্টিতে তোমার ।  
 তবে কেন সৃষ্টি সৃষ্টি শক্ত্যে বার বার ॥  
 সৃষ্টির কারণ নাহি জানিয়া শুনিয়া ।  
 বৃথা কৃষ্ণে দেয় দোষ আক্ষেপ করিয়া ॥  
 সৃষ্টিলীলা অত্যাশ্চর্য্য সর্বগুণময় ।  
 সাধ্য-সাধনের ভাব যাতে বিরাজয় ॥  
 সৃষ্টির রহস্য শূর সাপের মাথায় ।  
 বাজায়ে ভক্তির ডঙ্ক ভেকেরে নাচায় ॥

অশূর সংসার সর্প দেখি আশঙ্কায় ।  
 সাধ্যবস্ত কৃষ্ণ তুলি করে হায় হায় ॥  
 সাধ্যবস্ত কৃষ্ণ আত্মা রূপে সর্বক্ষণ ।  
 জীবসখা, ইহা নাহি জানে অজ্ঞ জন ॥  
 বিভিন্নাংশ রূপে হরি জীবভাব ধরে ।  
 সংখ্যাহীন সেই জীব বেদ ব্যাখ্যা করে ॥  
 “অজামেকাং” আদি করি প্রতিবাক্যে কয় ।  
 শুক্ল, কৃষ্ণ, রক্ত ভেদে জীব বহু হয় ॥  
 শুক্ল শব্দে সঙ্কময় জীব এই জানি ।  
 কৃষ্ণ শব্দে তমময় শাস্ত্র দৃষ্টে মানি ॥  
 রক্ত শব্দে রজময় কহে ঋষিগণে ।  
 ইহার ভাবার্থ কহি করহ শ্রবণে ॥  
 সঙ্কময় জীব হয় বিষ্ণুপরায়ণ ।  
 তমময় জীব ভজে রুদ্রাদি চরণ ॥  
 রজময় জীবগণ যজ্ঞাদির দ্বারে ।  
 নানা দেব পূজা করে বিবিধ প্রকারে ॥  
 ত্রিবিধ জীবের এই কহিনু লক্ষণ ।  
 এনে যাহা কহি বাপ ! করহ শ্রবণ ॥  
 অনন্ত ত্রিবিধ জীব বৃন্দদের স্থায় ।  
 প্রকৃতি পুরুষ যোগে এথা বাহিরায় ॥  
 নিমিত্ত কারণ বায়ু বৃন্দদের হয় ।  
 জল উপাদান এই কহিনু নিশ্চয় ॥

তদ্রূপ প্রকৃতি হয় নিমিত্ত কারণ ।  
 পুরুষোপাদান এই শাস্ত্রের লিখন ॥  
 এহেতু প্রকৃতি আর পুরুষ-মিলনে ।  
 জীবের সম্ভব হয় বুঝাই কারণে ॥

তথাহি শ্রুতিস্মৃতে ।

ন ধৃত উত্ত্বঃ প্রকৃতিপুরুষোরজয়ো-  
 কভয় যুজা ভবন্ত্যমুভূতো জলবৃদ্ধদবৎ ।  
 ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধ নামগুণৈঃ  
 পরমে সরিত ইবার্গবে মধুনি লিন্মারশেষ রসাঃ ॥ ১৫ ॥

যথাগ্নি হইতে বহু ক্ষু লিঙ্গ উঠয় ।  
 তথাক্সা হইতে বহু জীবোৎপন্ন হয় ॥  
 যদ্যপি জীবের জন্ম পরমার্থ নয় ।  
 তথাপি উপাধি হেতু জন্ম ভান হয় ॥  
 অতএব নানাবিধ উপাধি সহিত ।  
 লয়ে লীন হয় জীব ব্রহ্মোতে নিশ্চিত ॥  
 যেমন অন্নাদি রস মধুর-রসেতে ।  
 পরিণাম প্রাপ্ত হয় কার্যাবশেষেতে ॥  
 যৈছে নদ-নদী জল সমুদ্রে পড়িয়া ।  
 বিলীন হইয়া থাকে উপাধি ছাড়িয়া ॥  
 তৈছে সর্ববস্তুসন্ধি কৃষ্ণে অবশেষ ।  
 লয়প্রাপ্ত হয় জীব কহিনু বিশেষ ॥



চরমার্থ কহি এবে করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে হইবে তুয়া সংশয় মোচন ॥  
 যদ্রূপ সমুদ্রে লীন সরিত সবার ।  
 গুণ-নাম নাশ হয় জানি অনিবার ॥  
 স্বরূপের অভিন্নতা কভু নাহি হয় ।  
 সূক্ষ্মভাবে স্বরূপের ভিন্নতা রহয় ॥  
 তদ্রূপ তদ্বিভিন্নাংশ শক্তি জীবচয় ।  
 তাঁহাতে প্রবেশ করি উপাধি ছাড়য় ॥  
 স্বরূপে অভিন্ন নাহি হয় তাঁর সনে ।  
 স্ব-স্বভাবে রহে তাঁহে ভেদাভেদ ক্রমে ।  
 সর্ববরস মধুরেতে হইলে মিলন ।  
 কোন রস নাহি ত্যজে স্বরূপ আপন ॥  
 সেইমত ত্রক্ষে জীব হইয়া মিলিত ।  
 আপন স্বরূপে ত্রক্ষে করে অবস্থিত ॥  
 উপাধি জীবের নাহি সেই কালে রয় ।  
 অতএব ত্রৈক্যক্যতা পণ্ডিতে কহয় ॥  
 “হস্তেমান্দিশ্রো দেবতা” আদি শ্রুতি কয় ।  
 আত্মাতে প্রবেশি দেবা উপাধি ছাড়য় ॥  
 শক্তি স্বরূপের কভু নাহি হয় লয় ।  
 কেবল প্রকৃতি গতোপাধি নাশ হয় ॥  
 এই হেতু ভেদাভেদ শক্তি-শক্তিমানে ।  
 প্রসঙ্গে কহিনু এই তুয়া সন্নিধানে ॥

জীবের স্বরূপ এবে করহ শ্রবণ ।  
 বেদ আদি যেইমত করে নিরূপণ ॥  
 কর্ম আর ভক্তি এই দ্বিবিধ সাধন ।  
 সাধনের ন্যূনাধিক্য হেতু জীবগণ ॥  
 ইহ পর দুই লোকে তারতম্য হয় ।  
 প্রকাশ করিয়া তাহা কহি সমুদয় ॥  
 কর্ম তারতম্যে ইহলোকে জীবচয় ।  
 ফল তারতম্য লভে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 ভক্তি তারতম্য হেতু পারত্রিক ফলে ।  
 ন্যূনাধিক্য লভে জীব বিজ্ঞে এই বলে ॥  
 স্বরূপে সমহ ভাব জীবের নিশ্চয় ।  
 সাধন জনিত ফলে তারতম্য হয় ॥  
 জীবাণুচৈতন্যরূপ বিভিন্নাংশে জানি ।  
 সেই জীবে জ্ঞাতৃহাদি ধর্ম নিত্য মানি ॥  
 এই হেতু অবিশেষে জীব সমুদয়ে ।  
 পরস্পর সাম্য এই বিজ্ঞেতে কহয়ে ॥  
 তথাপি সাধনফলে নিত্য জীবগণ ।  
 তারতম্য লভে বৃদ্ধে করেন বর্ণন ॥

তথাহি বৃদ্ধ শ্রীবলদেবেনোক্তং ।

অণুচৈতন্যরূপত্ব জ্ঞানিত্বাবিশেষতঃ ।

সাম্যে সত্যপি জীবানাং তারতম্যঞ্চ সাধনাং ॥ ৫৬ ॥

শতাংশে বিভক্ত যেই কুন্তলাঞ্জ হয় ।

সেই শতাংশের পুন শতাংশ নিচয় ॥

অনন্ত জীবের হয় স্বরূপ তাহাই ।

বেদগতে এই কথা লিখিলা গোঁসাই ॥

তথাহি ষেতাংস্তরোপনিষদে ।

বলাংশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ।

ভাগোজীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্তায় কল্পতে ॥ ৫৩ ॥

শ্রুণীমধ্যে সূত্ররূপ ভগবান হয় ।

মহত্তর মধ্যে তিহেঁ মহান্ নিশ্চয় ।

সূক্ষ্ম মধ্যে জীব, মন দুর্জয়-মধ্যেতে ;

এই কথা ভগবান্ কন শ্রীমুখেতে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

শ্রুণীমপ্যহং সূত্রং মহতঞ্চ মহানহং ।

স্বাক্ষাপ্যমপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ ॥ ৫৮ ॥

জ্ঞানের স্বরূপ জীব হরির অধীন ।

চিন্ময় শরীরযুক্ত সর্ববিদা অক্ষীগ ॥

তথাপিহ জড়ময় দেহের সহিত ।

সংযোগ বিয়োগ যোগ্য জানিহ নিশ্চিত ।

জাঁবাণু জড়ীয় ভাব বিস্মৃতি রহিত ।

প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবস্থিত ।

যৈছে এক সূর্যাদেব হঞা স্ব-প্রকাশ ;

সর্ববস্তু প্রকাশেন জানিহ নির্যাস ॥

তৈছে জীব জ্ঞানরূপ হঞা সর্ববক্ষণ ।

সকলের জ্ঞাতা হয় শাস্ত্রের লিখন ॥

ভিন্ন ভিন্ন বহু জীব হেতু ঋষিগণে ।

জীবকে অনন্ত বলি করেন বর্ণনে ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্ভিষাদিত্যোনোক্তং ।

জ্ঞানস্বরূপঞ্চ হরেরদীনং

শরীর সংযোগ বিয়োগযোগ্যং ।

অণুং হি জীবং প্রতিদেহ ভিন্নং

জ্ঞাতৃত্ববন্তঃ যদনন্তমাহঃ ॥ ৫৯ ॥

এক জীব সর্বদেহে করেন নিবাস ।

অদ্বৈতী ভ্রমেতে পড়ি করিলা প্রকাশ ।

তাহাদের সেই ভ্রম খণ্ডন কারণ ।

নিষাদিত্য এই শ্লোক করেন বর্ণন ॥

এই শ্লোকে ভগবান জীবতত্ত্ব কথা ।

সকল কহিলা বেদশাস্ত্রে উক্ত যথা ॥

তথাপিহ বহিস্মুখ বিশ্বাস লাগিয়া ।

শাস্ত্র প্রমাণেতে কহি শুন মন দিয়া ॥

বিজ্ঞানাত্মা যে পুরুষ বেদে উক্ত হয় ।

সেই ত পুরুষ জীব জানিহ নিশ্চয় ॥

দ্রষ্টা, প্রফ্ট, শ্রোতা, স্রোতা, রসয়িতা, মন্তা ।

বোদ্ধা, কর্তা আদি করি সর্ব-ধর্মবস্তা ॥

রসয়িতা শব্দে জীবে ধ্যানকারী কয় ।

রস আশ্বাদন কর্তা অর্থ মুখ্য নয় ॥

গুণদ্বারে সেই জীব সকল শরীর ।  
 ব্যাপিয়া রয়েছে সদা জানিহ সুধীর ॥  
 যৈছে এক সূর্য্য এই অখিল ভুবন ।  
 প্রকাশিত করে নিত্য করহ স্মরণ ॥  
 তদ্রূপ ক্ষেত্রজ জীব সমস্ত শরীর ।  
 প্রকাশিত করে এই স্বয়ং বাক্যে স্থির ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।  
 ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথাকৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৬০ ॥

জীবের বহুত্ব আর ভিন্নত্ব খণ্ডন ।  
 ঐছে শ্লোকে নাহি করে দেবকী-নন্দন ॥  
 সর্বদেহ পরিব্যাপ্ত জীব জানাইতে ।  
 ঐছে শ্লোক বাহিরায় শ্রীমুখ হইতে ॥  
 যথালোক নিজগুণে সমস্ত ভবন ।  
 আলোকিত করি ব্যাপি রহে সর্ববক্ষণ ॥  
 তথা জীব চেতনাখ্য স্থায় গুণ দ্বারে ।  
 সর্বদেহ ব্যাপি রহে কহে সূত্রকারে ॥  
 অবিনাশ্যচ্ছেদহীন জীব নিত্য হয় ।  
 এহেতু জীবের গুণ নাশযোগ্য নয় ॥  
 জীব অবিনাশীত্যাদি যজুর্বাক্যে কহে ।  
 ইথে যার অবিশ্বাস সে মনুষ্য নহে ॥

ব্রহ্মের সম্বন্ধ যুক্ত হেতু জীবচয় ।  
 ব্রহ্মাংশ সকলে হয় জানিহ নিশ্চয় ॥  
 “বিযুক্তশক্তিঃ পরাপ্রোক্তা” ইত্যাদি বচনে  
 ক্ষেত্রজ জীবে তৎশক্তি কহে বিজ্ঞজনে ॥  
 সেই জীবশক্তি অতি সূক্ষ্মরূপ হয় ।  
 অবিবেকী জন তায়ে দেখিতে নারয় ॥  
 জ্ঞানচক্ষে জ্ঞানীগণ জীব সূক্ষ্মাকারে ।  
 দর্শন করেন সদা কৃষ্ণ কৃপা দ্বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

উৎক্রামন্তঃ স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাধিতং ।  
 বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুধা ॥ ৬১ ॥  
 যজ্ঞাদি সকাম কৰ্ম্ম নিরত যাহারা ।  
 জ্ঞান-ভক্তিহীন এই সংসারে ভাহারা ॥  
 সেই সব জন জীষে না পায় দর্শন ।  
 যোগীগণ সমাধিতে করে নিরীক্ষণ ॥  
 পরংব্রহ্ম কৃষ্ণপদে সমাধি যাঁহার ।  
 যোগীগণোত্তম হয় আখ্যান তাঁহার ॥  
 সেই যোগীশ্রেষ্ঠ জীব স্বরূপ মেহারে ।  
 অতি গূঢ় কথা এই কহিষু তোমাতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং ।  
 যতন্তোহপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ৬২ ॥

জীবব্রহ্ম ভেদাভেদ অচিন্ত্য নিশ্চয় ।

অতএব কর মূঢ় কৃষ্ণপদাশ্রয় ॥

তথাহি মংকৃত সারসংগ্রহে ।

ভেদাভেদোহচিন্ত্যশ্চ নিত্যং জীবপরেশয়োঃ ।

তন্মাত্রং ভজরে কৃষ্ণং পরেশং পরমাশ্রয়ং ॥ ৬৩ ॥

জীবের স্বরূপ তদ্ব কহিতে তোমায় ।

জীবের সকল তদ্ব কহিলাম প্রায় ॥

এর মধ্যে যদি মোর হয় দেহান্তর ।

তবে পঞ্চ মূলে সব হইবে গোচর ॥

যদি রহি তবে আর কহিব তোমায় ।

নতুবা সম্পূর্ণ এই কৃষ্ণের রূপায় ॥

সম্বন্ধ-তত্ত্বেতে এই জীবের স্বরূপ ।

পঞ্চম মূলেতে কৈনু শাস্ত্র অনুরূপ ॥

ষষ্ঠমূলে জীব ব্রহ্মে ভেদাভেদ যাহা ।

বিস্তার করিয়া কহি শুন এবে তাহা ॥

শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি করিয়া স্মরণ ।

পঞ্চম মূলের তদ্ব কহে অকিঞ্চন ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনঃ

বিরচিতে দশমূলরসে জীবস্বরূপ-নিরূপণং

নাম পঞ্চম মূলং ॥ ৫ ॥

## ষষ্ঠ মূলং ।

যন্মায়াগ্নিনি দেহান্দৌ বন্ধো ভবতি জীবকঃ ।  
মায়াতীতং মায়াধীশং তং কৃষ্ণং সমুপাস্মহে ॥ ১ ॥

গোকুল জীবনং শোভন বরণং  
সর্বলোকস্তুতং ভজনন্দমুতং ॥ ৬ঃ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রভু-রাধাশ্রাম ।  
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু-বলরাম ॥  
শ্রীবংশীবদন জয় নিত্যানন্দরূপ ।  
রামচন্দ্র জয় প্রেমরাজ্যে খণ্ড-ভূপ ॥  
জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব জীবন ।  
জয় মধব মুনি জয় শ্রীবিদ্যাভূষণ ॥  
জয় কৃষ্ণভক্তগণ করুণাসাগর ।  
সবে মোরে কৃপা কর জানিয়া পামর ॥  
তোমা সব কৃপা বিনা বুদ্ধি শুদ্ধ নয় ।  
কোটি জন্মে নাহি ঘুচে মনের সংশয় ॥  
ভেদাভেদ তব্ধ এবে শুন সাবধানে ।  
যাহার শ্রবণে হয় পরতব্ধ জ্ঞানে ॥  
জীবেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয় ।  
ইহা না বুঝিয়া কেহ কেহ আন কয় ॥



ভেদাভেদ বাক্যে কিছু নাহিক সংশয় ।  
 শ্বেতাশ্বতরেতে নিত্য প্রভেদ বলয় ॥  
 দেহরূপ বৃক্ষে দুই পক্ষী করে বাস ।  
 সহযোগে তুল্যভাবে কহিনু নির্বাস ॥  
 জীবেশ্বর সেই দুই পক্ষীর আখ্যান ।  
 উভয়ের ভিন্নভাব কহিনু সন্ধান ॥  
 কর্মফল ভোগকারী জীব পক্ষী হয় ।  
 যেই কর্মফল সদা সুখ দুঃখময় ॥  
 নিয়মনকারী পক্ষী পরমাত্মেশ্বর ।  
 কর্মফল ভোগহীন দীপ্ত নিরন্তর ॥  
 দেহরূপ সমবৃক্ষ করিয়া আশ্রয় ।  
 মায়ামুক্ত হঞা জীব শোকভাগী হয় ॥  
 কোন ভাগ্যে সেই জীব নিজাংশী ঈশ্বরে ।  
 আপনা হইতে ভেদ দরশন করে ॥  
 তাহাতে জীবের যদি হয় এই জ্ঞান ।  
 আমিহ সেবক তিঁহো সেব্য ভগবান ॥  
 তবে জীব বিমুখাম হঞা অধিগত ।  
 বীতশোক হয় এই বেদাদি সম্মত ॥  
 তর্ক-অলঙ্কার শূন্য তর্ক-অলঙ্কারে ।  
 বিদ্যাবাথর্জিত বিদ্যাবাগীশ-অসারে ॥  
 স্মৃতিহীন-স্মৃতিরত্ন অনাচার্য্যচার্য্য ।  
 ভাগ্যদোষে সবাঁকার হইয়াছে ধার্য্য ॥

দ্বাস্পর্গা শ্রুতি ভেদপর শ্রুতি নয় ।  
 নিজ নিজ শিষ্যস্থানে ইহা প্রকাশয় ॥  
 যৈছে গুরু তৈছে শিষ্য ঈশ্বর মিলায় ।  
 শাস্ত্র বিজ্ঞ সিদ্ধ বাক্য কহিনু তোমায় ॥  
 ভাগবত মধ্যে ঐছে শ্রুতি অনুসার ।  
 এক শ্লোক আছে দেবস্তবেতে প্রচার ॥  
 এই প্রপঞ্চাদি বৃক্ষ দেহরূপ যেই ।  
 সে দেহ সমষ্টি ব্যষ্টি কহিলাম এই ॥  
 প্রকৃতি আশ্রয় এই বৃক্ষের নিশ্চয় ।  
 সুখ দুঃখ দুই ফল এ বৃক্ষে ফলয় ॥  
 গুণত্রয় মূল এ বৃক্ষের দৃঢ়তর ।  
 চতুর্বর্গ রস এর মিষ্ট নিরস্তর ॥  
 পঞ্চজ্ঞান আর ছয় স্বভাব ইহার ।  
 সপ্ত ভক্ আর অষ্টশাখা সুবিস্তার ॥  
 নবদ্বার দশপ্রাণ এ বৃক্ষের হয় ।  
 ইথে দুই পক্ষী সদা নিবাস করয় ॥  
 জীব-পরমাত্মা দুই পক্ষীর আখ্যান ।  
 ঐছে শ্রুতি অর্থ এই করেন পুরাণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

একায়নোহসৌ দ্বিফলত্ৰিমূল-  
 চতুরসঃ পঞ্চবিধ ষড়াত্মা ।

সপ্তভগবৎ বিটপো নবাক্ষো

দশচ্ছদী দ্বিখগশচাদিবৃক্ষঃ ॥ ২ ॥

পুরাণে শ্রুতির অর্থ যেমত করয় ।  
 তদন্যথা করি যেই অন্যার্থ কল্পয় ॥  
 তাহার কল্পিত অর্থ বিজ্ঞ গ্রাহ্য নয় ।  
 মূন্যপেক্ষা তাহাদের ধুন্ধি ক্ষুদ্রা হয় ॥  
 জীবেশ্বর ভেদ শ্রুত্যাতির অভিপ্রায় ।  
 শাস্ত্রমৰ্ম্ম সিদ্ধ এই কহিনু তোমায় ॥  
 উপক্রমোপসংহার অভ্যাসাপূর্ব্বতা ।  
 ফলার্থবাদোপপত্তি জানিহ সর্ব্বথা ॥  
 শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারণ কারণ ।  
 এই ছয় হয় ইহা কহে বিজ্ঞজন ॥  
 এই ছয় হেতু দ্বারে জীবেশ্বর ভেদ ।  
 শাস্ত্রমৰ্ম্ম বিনির্গত কহিলেন বেদ ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূৰ্ণ্তাকুলং ।  
 অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে ।  
 ইতি তাৎপর্যালিঙ্গানি ষড়্‌ঘ্যান্যাহর্ম্মনীষিণঃ ।  
 ভেদে তানি প্রতীয়ন্তে তেনাসৌ তত্ত্ব গোচরঃ ॥ ৩ ॥

মুণ্ডক মুণ্ডকগণে জানাবার তরে ।  
 জীবেশ্বর ভেদ নিত্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে ॥

রূপবর্ণ জ্যোতির্ময় সকলের কর্তা ।  
 পরমপুরুষ ব্রহ্ময়োনি সর্ববভূতা ॥  
 এহেন ঈশ্বরে ধ্যাতা জীব যে সময় ।  
 আপনা হইতে ভিন্ন স্বরূপে দেখয় ॥  
 তখন সাধক জীব বন্ধের কারণ ।  
 পুণ্য পাপকর্ম্ম আদি করিয়া বর্জজন ॥  
 নির্লেপ হইয়া পরংসাম্যাবস্থা পায় ।  
 জীবেশ্বর ভেদ এই মুগ্ধক জানায় ॥  
 শুদ্ধোদক শুদ্ধোদকে হইলে মিশ্রিত ।  
 তাদৃশৈকরস হয় জানিহ নিশ্চিত ॥  
 তৈছে জীব আত্মতত্ত্ব হইলে বিদিত ।  
 আত্ম স্বরূপেতে নিত্য হন অবস্থিত ॥  
 দেহাদি অনাত্ম নাশ বস্তুতে তাঁহার ।  
 আসক্তি ছুটিয়া যায় জানিয়া অসার ॥  
 জন্মমৃত্যু রূপ এই সংসার হইতে ।  
 নিবৃত্ত হইয়া তিহঁ সदा সমাধিতে ॥  
 শুদ্ধাত্ম স্বরূপে নিত্য হন অধিষ্ঠিত ।  
 কঠোপনিষদে এই আছয়ে বর্ণিত ॥  
 জীব আত্ম বস্তু যবে অবগত হয় ।  
 এই বাক্যে ভেদ সিদ্ধ কাঠকে করয় ॥  
 এহেন প্রভেদ জ্ঞান করিয়া আশ্রয় ।  
 ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য জীব নিশ্চয় লভয় ॥

সৃষ্টি লয়কালে সেই জীব কদাচন ।

নাহি হয় জন্মমৃত্যু দুঃখের ভাজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়েন ব্যথস্তি চ ॥ ৪ ॥

সাধর্ম্যাদি বচনের মর্ম্ম অর্থ যাহা ।

পূর্বেতে তোমার কাছে कहিয়াছি তাহা ॥

অসীম পরমব্রহ্ম, জীব সীমাবদ্ধিত ।

এইবাক্যে ব্রহ্ম জীব ভিন্ন সুনিশ্চিত ॥

এইরূপানুমানের অনেক কারণ ।

ব্রহ্ম-জীব ভেদ স্থলে কহে শ্রুতিগণ ॥

তথাহি শতদুষণ্যাং ।

জীবোয়ং ব্রহ্মণো ভিন্নঃ পরিচ্ছিন্নো যতঃ সদা ।

ইত্যাদি বহুবো জ্ঞেয়া অনুমানেষু হেতবঃ ॥ ৫ ॥

প্রত্যক্ষানুমান আদি প্রমাণ অধীন ।

ঘট পট হয় এই বাক্য সমীচীন ॥

জীব ব্রহ্মে সেইরূপ কভু নাহি হয় ।

তাহাতে কারণ ব্রহ্ম অপ্রমেয় ময় ॥

প্রমেয়াপ্রমেয় কভু এক হৈতে নাবে ।

শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি শাস্ত্রে ইহাই ফুকাবে ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

নহু ঘটপটয়োঁরৈক্যং ঘটেত প্রমেয়ত্বাৎ ।

অনয়োঁনহি নহি তত্ত্বং যন্মাদ্ভ্রুক প্রমেয়মেব স্যাৎ ॥ ৬ ॥

“তত্ত্বমসি” মহাবাক্যে মায়াবাদীগণ ।  
 জীবেশ্বরভেদ নিত্য করেন স্থাপন ॥  
 ঐছে মহাবাক্যার্থেতে তত্ত্ব সমুদয় ।  
 জীবেশ্বর ভেদ নিত্য স্থাপন করয় ॥  
 “তত্ত্ব” শবদের ষষ্ঠী বিলোপ করিয়া ।  
 “তচ্ছব্দ” অব্যয় হয় বুঝ বিচারিয়া ॥  
 এ হেতু “তত্ত্ব হং অসি” পদ সিদ্ধ হয় ।  
 সেই পদার্থেতে জীব ব্রহ্মের নিশ্চয় ॥  
 তত্ত্বার্থে কৃষ্ণের এই ষষ্ঠ্যর্থে কহয় ।  
 “হং” শব্দেতে জীব তুমি এই ভাষ্যে কয় ॥  
 “অসি” শব্দে হইতেছি ধাতুর্থে জানায় ।  
 “তং হং অসি” সন্ধি সাধি “তত্ত্বমসি” গায় ।  
 “তত্ত্বমসি” অর্থে তাঁর আমি হইতেছি ।  
 এই অর্থে নিত্য ভেদ ভাষ্যে পাইতেছি ॥  
 অতএব সেই ব্রহ্ম জীব কভু নয় ।  
 বেদ-যুক্তি আদি সিদ্ধ এই মত হয় ॥

তথাহি শতদুর্গাং ।

সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতিবেদবিষয়ে কাব্যাস্ত্র যদ্বর্ত্ততে  
 স্বন্যার্থঃ কুরুতে স্বকীর্ত্তমচবিদ্বদেহর্পয়িত্বা মতিং ।  
 তচ্ছব্দোহব্যয়মেব ভেদক ইহ হং তত্র ভেদো দ্যতঃ  
 ষষ্ঠীলোপমিত্তৌ ভ্রমেব নহি তদ্বাক্যার্থ এতাদৃশঃ ॥ ৭

“সোহং ব্রহ্মস্মীতি” এই শ্রুতির বচনে ।

ব্রহ্ম আমি হইতেছি কহে মায়ীগণে ॥

মায়াবাদী ঐছে অর্থ মায়াভ্রমে করে ।

এই কথা কহিলেন মধ্ব-মুনিবরে ॥

“তত্ত্বমসি” ন্যায়ে ব্রহ্ম প্রথমাস্ত পদে ।

ষষ্ঠ্যস্ত করিলে মিটে সকল আপদে ॥

“সোহং দেবদত্তঃ” এই দৃষ্ট্যস্ত বচনে ।

ষষ্ঠী নাহি করে কেন ভাষ্যকার গণে ॥

যদি এই কহ তুমি শুন তদুত্তরে ।

সাধুভাষ্যকার যেই মত ব্যাখ্যা করে ॥

“ষথ্যমি স্ফুলিঙ্গ” এই দৃষ্ট্যস্ত বচনে ।

ষষ্ঠী ব্যবহার করে যত বিজ্ঞ-জনে ॥

এই ন্যায়ে “তত্ত্বমসি” আদির ভাষ্যেতে ।

নিশ্চয় হইবে ষষ্ঠী কহি প্রকাশ্যেতে ॥

তথাহি শতদুষ্ণাঃ ।

ব্রহ্মাহমস্মীতি যদন্তি বাক্যং

জ্ঞেয়া ন ষষ্ঠী প্রথমৈব তত্র ।

দৃষ্ট্যস্তবাক্যে কথমন্যথা চেৎ

ষষ্ঠী তু বহ্নেঃস্বি বিন্ধু লিঙ্গাঃ ॥ ৮ ॥

মুখ পূর্ণচন্দ্র বিশ্ব, মাণবকানল ।

কুচতট মেরু, চক্ষু নীলোৎপল দল ॥

“কর পল্লবেতি” কাব্যপ্রণেতা-নিচয় ।  
 ব্যবহার করে সদা কেবা না জানয় ॥  
 আহরীয় ভ্রমহেতু মাণবকাগ্নিতে ।  
 ভেদ সহ্যে সাদৃশ্যৈক্য বোধে বিপশ্চিত্তে ॥  
 প্রথমা প্রয়োগ গ্রন্থে করেন যেমন ।  
 “ব্রাহ্মাহমস্মীতি” ঐতি বাক্যোতে তেমন ॥  
 “ব্রহ্ম” আর “অহং জীব” নিত্য ভেদ হয় ।  
 সাদৃশ্যভিপ্রায়ে তারে অভেদ করয় ॥  
 প্রথমা বিভক্তি হয় অভেদ কখনে ।  
 বিজ্ঞ বিনা ইহা নাহি জানে অন্য জনে ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

অগ্নিং মাণবকং বহন্তি কবয়ঃ পূর্ণেন্দুবিশ্বংবুধঃ  
 নীলেন্দীবরমীক্ষণং কুচতটং মেরুং করং পল্লবং ।  
 আহার্য্য ভ্রমতোভবেৎ পুনরিয়ং ভেদেপ্যাভেদামতিঃ  
 কর্তব্য্য গতিরীদৃশী খলুতথা ব্রাহ্মাহমস্মিপ্রতেঃ ॥ ৯ ॥

যৈছে বর্ণহীন বর্ণসঙ্কর সবার ।  
 অশৌচাদি বিধি লঙ্ঘে করয়ে স্বীকার ॥  
 তৈছে “সোহহং ব্রাহ্মাস্মীতি” ঐতিয় লক্ষ্যার্থঃ  
 প্রচারিয়া মায়াবাদী নাশে পরমার্থ ॥  
 যৈছে বেদজ্ঞান আদি বিহীন ব্রাহ্মণ ।  
 নিজ ব্রাহ্মণত্ব লোকে করয়ে স্থাপন ॥



তৈছে মায়াবাদী মহা ভ্রমেতে পড়িয়া ।  
 “সোহং ব্রহ্মাস্মীতীত্যাদি” কহে ফুকরিয়া ॥  
 তাহা শুনি বিজ্ঞজনে হাসয়ে অস্তুরে ।  
 অত্যন্ত রহস্য এই করিষু গোচরে ॥  
 ব্রহ্ম জীবে নিত্যভেদ শ্রুতি সিদ্ধ ধর্ম্য ।  
 তবে যে অভেদ কহে তার এই মর্ম্ম ॥  
 চিচ্ছ্রুতিতে ঐক্য হেতু কোনহ প্রদেশে ।  
 জীবেশ্বরভেদ এই কহিষু বিশেষে ॥  
 সেই ত অভেদ ভাব করিয়া স্বীকার ।  
 প্রথমাপ্রয়োগ মানে সাধুভাষ্যকার ॥  
 “সম্ভোগ” ইত্যাদি সূত্র ব্যাখ্যায় পুরাণ ।  
 জীবেশ্বর ভেদ নিত্য করেন প্রমাণ ॥  
 ঈশ্বর সর্বজ্ঞ আর সর্ব শক্ত্যাবিত ।  
 স্বতন্ত্র পুরুষ সর্ব আত্মা সুনিশ্চিত ॥  
 সর্বত্র স্বাধীন কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ।  
 ভক্তপ্রেমাধীন মাত্র নন্দের-তনয় ॥  
 জীব অল্পজ্ঞানশালী অল্পশক্তিযুক্ত ।  
 অস্বতন্ত্র কর্ম্মাধীন নিত্য মুক্তামুক্ত ॥  
 এক দেহে স্থিতি সহে দুয়ের সমান ।  
 সম্ভোগ নাহিক হয় কহয়ে পুরাণ ॥  
 তথাহি শ্রীগুরুডে ।

সর্বজ্ঞানজ্ঞতা ভেদাৎ সর্বশক্ত্যানশক্তিভঃ ।

স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যভ্যাং সম্ভোগো নেশ জীবয়ো ॥ ১০ ॥

“ভোক্তৃত্বাদি” ব্রহ্মসূত্র করিয়া ব্যাখ্যান ।  
 জীবেশ্বরভেদ বাক্য করে অপ্রমাণ ॥  
 জীবের ঈশ্বর সহ ঐক্যভাব যেই ।  
 অন্তর্গত ভেদ তাহে कहিলাম এই ॥  
 উদকে উদক মিশি একীভূত হয় ।  
 তৈছে জীবেশ্বরে মিলি না হয় নিশ্চয় ॥  
 তাহার কারণ এই কর অবধানে ।  
 জলের বৃক্ষাদি আছে শাস্ত্রের প্রমাণে ॥  
 জীবের বৃক্ষাদি নাহি দেখিবারে পাই ।  
 স্নাতস্ত্রাদি হীন জীব জানিহ সদাই ॥  
 স্নাতস্ত্রাদি ভাবপূর্ণ পরমাত্মা হরি ।  
 জীবের তাদাত্ম্য তাঁহে কিসে ব্যাখ্যা করি ॥  
 সঙ্কোচ বিকোচ আদি অবস্থানুসারে ।  
 জীবের বৃক্ষাদি ভাব পণ্ডিতে বিচারে ॥  
 অতএব জীবাত্মাতে হইলে মিলিত ।  
 তাদাত্ম্য নাহিক হয় कहিনু নিশ্চিত ॥  
 আর দেখ স্বভাবের বৈকল্য কারণ ।  
 ব্রহ্মাদি পাইতে নাহে হরির-চরণ ॥  
 “চর” শব্দে গতীত্যাদি শাস্ত্রেতে कहয় ।  
 গত্যর্থ স্বরূপ আদি বিজ্ঞেতে জানয় ॥  
 যুক্তিতে জীবের পরমাত্মার সহিত ।  
 তাদাত্ম্যতা লাভ যাহা যুক্ত্যুপপাদিত ॥

এই সিদ্ধান্তে তাহা করেন খণ্ডন ।

পুরাণ প্রমাণ ইথে করহ শ্রবণ ॥

তথাহি স্বাক্ষে ।

উদকং তৃদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথাভবেৎ ।

ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥

এবমেব হি জীবোহপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনঃ ।

প্রাপ্তোহপি নাসৌভবতি স্বাতন্ত্র্যাদি বিশেষণাৎ ॥

ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্ঘণ্ডপ্রাপ্তুং নৈব শক্যতে ।

তদ্বৎস্বভাববৈকল্যং স ভবানু কেবলো হরিঃ ॥ ১১ ॥

পরতন্ত্র জীব নিজ সাধনের দ্বারে ।

অপূর্ণতাদাত্ম্য কৃষ্ণে লভিবারে পারে ॥

সাধন অপেক্ষা মাহি স্বাতন্ত্র্য স্মরণে ।

তদংশাগু জীব জ্ঞানআত্মপেক্ষা করে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈখণ্ডবচনং ।

পরতন্ত্রো হুপেক্ষেত স্বতন্ত্রঃ কিমপেক্ষতে ।

সাধনানাং সাধনত্বং যতঃ কিং তস্য সাধনৈঃ ॥ ১২ ॥

পরতন্ত্র-স্বতন্ত্রেতি ভেদে এই কহে ।

জীবেশ্বর ভেদ নিত্য কভু মিথ্যা নহে ॥

পুরুষ, প্রকৃতি, কাল, মহানাди রূপে ।

শ্রীহরির জন্ম সিদ্ধ প্রত্যক্ষ স্বরূপে ॥

তথাপি হরির কিছু নাহিক বিকার ।

জনন বিকার নিত্য পুরুষ সবার ॥

বিকারের হেতু শুদ্ধ পারতন্ত্র্যভাব ।  
 পারতন্ত্র্য করে সদা স্বভাব অভাব ॥  
 পারতন্ত্র্য হীন কৃষ্ণ সর্বকাল হয় ।  
 এ হেতু কৃষ্ণের নাহি বিকার নিশ্চয় ॥

তথাহি পাশ্বে ।

প্রত্যক্ষতঃ হরৈর্জ্ঞান্য ন বিকার কথঞ্চনঃ ।  
 পুরুষঃ প্রকৃতিঃ কালো মহানিত্যাদিষুক্রমাৎ ।  
 বিকার এব জননং পুরুষেতদ্বিশেষণং ।  
 পরতন্ত্র্য বিশেষো হি বিকার ইতি কীর্তিতঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বশক্তিপূর্ণ হেতু কৃষ্ণ-ভগবান ।  
 অবিকারি সদা এই কহিনু সন্ধান ॥  
 নির্বিবকার হঞা তিহোঁ সকল ভুবন ।  
 বিকারী করেন এই শাস্ত্রের লিখন ॥  
 বহুধা অনন্ত শক্তি শ্রীকৃষ্ণের জানি ।  
 সেই সব শক্তি সহ অভিন্ন বাখানি ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈষ্ণবতন্ত্র ভাগবতে ।

অবিকারোহপি ভগবান্ সর্বশক্তিস্ব হেতুকঃ ।  
 বিকারহেতুকং সর্বং কুরুতে নির্বিকারবান্ ।  
 শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চনঃ ॥ ১৪ ॥

স্বৈচ্ছা আদি শক্তি দ্বারে সেই ভগবান ।  
 করেন বিকারী সবে এইত প্রমাণ ॥

বিকার বিশিষ্ট জীব এইত কারণে ।  
 নিত্যভেদ কৃষ্ণসনে কহে মহাজনে ॥  
 সত্ত্ব-নিগুণ আর নিষ্কল-নির্দোষ ।  
 নির্বিষকার-নিরঞ্জন সর্বদা সন্তোষ ॥  
 হেন আত্মা কৃষ্ণে শব্দ গম্যত্বাদি দ্বারে ।  
 বিরোধাদি দোষ বেদ সদা পরিহারে ॥  
 পুণ্য-পাপ আদিয়েক্স সজন্মা-সদোষ ।  
 কার্য্যাকার্য্য ফলাফলে সন্তোষ-অতোষ ॥  
 হেন জীব আত্মা সনে কোনহ প্রকারে ।  
 অভেদ হইতে নারে কহি বারে বারে ॥  
 জীবে যে সকল দোষ সদা দৃষ্ট হয় ।  
 সেই সব দোষ কৃষ্ণে হয় গুণময় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈতভাষ্যে ।

যে দোষা ইতরত্রাপি তে গুণাঃ পরমে মতাঃ ।  
 ন দোষ পরমে কচ্চিদগুণা এব নিরন্তরাঃ ॥ ১৫ ॥

“স্বপক্ষ” ইত্যাদি এই সূত্রার্থের দ্বারে ।  
 ভাষ্যকার শিরোমণি করিলা বিস্তারে ॥  
 চেতনত্ব আদি দ্বারে জীব দোষ চয় ।  
 পরিহার নাহি হয়,—করেন নিশ্চয় ॥  
 এই হেতু কহি জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ ।  
 মোর যুক্তি নহে ইহা স্বয়ং কহে বেদ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম আর জীব অপরম ।  
 ইহার ভাবার্থ এই সূত্র অমুক্তম ॥  
 সকল বিষয় শক্তি পরিপূর্ণ যেই ।  
 পরম कहয়ে তাঁরে कहিলাম এই ॥  
 তচ্ছক্তি তাঁহাতে নিত্য রহে বিদ্যমান ।  
 নিত্যানন্দা নিত্যরূপা তেঞি তদাখ্যান ॥  
 সেইত পরমে নিত্য পরমাত্মা কহে ।  
 তিহঁ সর্বশক্তিমান মিথ্যা কভু নহে ॥  
 এই সিদ্ধান্তেতে জীব অপরম হয় ।  
 এ হেতু অভেদ কভু হইতে নারয় ॥  
 “সর্বোপেতা” আদি ব্রহ্ম সূত্রের বিচারে ।  
 ভাষ্যরাজে এই ভাব করিলা বিস্তারে ॥  
 পরম কৃষ্ণের অংশ জীবগণ হয় ।  
 সেইত পরম কৃষ্ণ অংশী সর্বপ্রায় ॥  
 অবিচল শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ আপন ।  
 অংশেতে করেন জীব আদি উৎপাদন ॥  
 কোন প্রভি কহে জীব ঈশ্বরংশ নয় ।  
 জীবতে ব্রহ্মের নাই সম্বন্ধ নিশ্চয় ॥  
 ঈশ্বরে অপেক্ষা জীব কভু নাহি করে ।  
 স্বয়ং সিদ্ধ হঞা ফল দেয় নিরন্তরে ॥  
 নিয়ম্য না হয় জীব কখন কাহার ।  
 স্বয়ং সর্বনিয়ামক এই তব সার ॥

পূর্ব্ব শ্রুতি কহে জীব ঐশ্বর্যাংশ হয় ।  
 মধ্য শ্রুতি সেইমত খণ্ডন করয় ॥  
 পরশ্রুতি উভয়ের বিরোধ দর্শনে ।  
 মীমাংসা করেন সর্ব্ব সার্যাংশ বচনে ॥  
 প্রভু মোরে নিত্য রক্ষা করুন কৃপায় ।  
 আমি জীব তাঁর পুত্র অত্যবর প্রায় ॥  
 আমি তাঁর নিত্য দাস আর অনুচর ।  
 এই সব বাক্যে এই হয় স্থিরতর ॥  
 জীবাদি সকল তার শক্তিতে গণন ।  
 অতএব ভিন্নাভিন্ন রূপে নিরূপণ ॥  
 প্রথমা শ্রুতির বাক্য হয় অপবাদ ।  
 মধ্যশ্রুতি কেন কর তার অবসাদ ॥  
 অপবাদ অবসাদ নাহিক করিতে ।  
 করণে বিশেষ হানি কহেন কবিতে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের অংশ জীব নিশ্চয় নিশ্চয় ।  
 স্রষ্টাদির হেতু ইহা কেহ আচ্ছাদয় ॥  
 তাহাতে তাহার দোষ কিছুমাত্র নাই ।  
 ঐশ্বর্য্যস্তা আচ্ছাদিতে দেখিবারে পাই ॥  
 পুরুষ স্বরূপে জন্ম যে করে গ্রহণ ।  
 সেই জীব মৃত্যু যার তত্ত্ব বিস্মরণ ॥  
 সেই জীব নানাবিধ “পারশর্য্যায়ণ ।”  
 এই ব্যপদেশ স্পষ্ট করেন কীর্ত্তন ॥

পুত্রাদি স্বরূপে জীব বহুভাবী হয় ।  
 দেবগণ এই কথা কীর্তন করয় ॥  
 দেববাক্যে জানা যায় জীবাংশ তাঁহার ।  
 ভেদাভেদ নহে মুখ্য ভেদ অনিবার ॥

তথাহি শ্রীবরাহপুরাণে ।

পুত্র ভাতৃ সখিভ্বেন স্বামিভ্বেন যতো হরিঃ ।  
 বহুধাগীয়তে বেদৈর্জীবোহংশস্তস্য তেন তু ॥  
 যতো ভেদেন চাস্মায়মভেদেন চ গীয়তে ।  
 অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ ॥ ১৫ ॥

পরমাত্মা হৈতে সর্ব সমুৎপন্ন হয় ।  
 এ হেতু পরমাত্মাংশ জীব সমুদয় ॥  
 “মস্ত্রবর্ণেত্যাদি” সূত্র ভাষ্যে মুনিবর ।  
 প্রকাশ করিলা এই হঞা দয়াপর ॥  
 “পাদোস্য বিশ্বা” ইত্যাদি যেই মন্ত্র হয় ।  
 মস্ত্রবর্ণ শ্রুতি সেই পুরাণেতে কয় ॥  
 ঈশ্বরের অংশ জীব স্মৃতির প্রমাণে ।  
 স্থনিশ্চয় আছে এই কহিলু সন্ধানেন ॥  
 পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ কুন্তীর-নন্দনে ।  
 জীবতত্ত্ব কন রহি বিজয়-স্যান্দনে ॥  
 মম অংশ জীব জীবভূত আত্মা আমি ।  
 আমি সনাতন আমি সকলের আমি ॥



ঐশ্বর্য হরির অংশ জীবাদি-সবার ।

বিশেষতা হয় এই কহে সূত্রকার ॥

জীবাদি সকল শ্রীকৃষ্ণের অংশ হয় ।

পূর্ণতম স্বয়ং কৃষ্ণ আর কেহ নয় ॥

কৃষ্ণের পরম পদ হইতে সকল ।

• ব্যক্ত হইয়াছে এই কহে ঋষি-দল ॥

কৃষ্ণের অসীমগুণে জীবাদি করিয়া ।

বুদ্ধি পাইয়াছে এই কহি প্রকাশিয়া ॥

জীবাদি অদৃষ্টাশ্রিত বস্তু সুনিশ্চয় ।

অতএব জীবাদিরে “পুনর্ভব” কয় ॥

স্বাংশ বিভিন্নাংশ ভেদে দুই অংশ যেই ।

সেই দুই অংশ গোবিন্দের কহি এই ॥

স্বরূপ সামর্থ্য স্থিতি অংশীর যেমন ।

স্বাংশর স্বরূপ আদি জানিবে তেমন ॥

স্বাংশাংশী দুয়ের অনুমাত্র ভেদ নাই ।

বিভিন্নাংশ স্বরূপাদি অত্যন্ত সদাই ॥

যাঁর অংশ তাঁরে অংশী শাস্ত্রগুণে কয় ।

অংশীর সামর্থ্যাধিক সর্বকালে হয় ॥

যেক্রমে উদ্ভব হয় সেই অংশ চয় ।

সেইরূপে অবস্থিতি করে সুনিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতাদৌ ।

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং ।

অতঃপরং বদন্ত্যন্তঃ অন্তঃস্থং বৃহত্ত্বং ।

তথাহি শ্রীমন্তুগবদগীতায়াং ।

মমৈবাংশো জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃ বর্ষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ১৭ ॥

“অপিচ” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র যেই হয় ।

তার এছে অর্থ করে মধ্ব মহাশয় ॥

এ অর্থ শুনিয়া তবে কহে বাদীগণ ।

ঈশ্বরের অংশ জীব অমুক্ত বচন ॥

ঈশ্বরের অংশ যদি সর্বজীব হয় ।

তবে কেন সকলেতে একরূপ নয় ॥

ইহার সিদ্ধান্ত তবে করহ শ্রবণ ।

যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন ॥

কালাগ্নি খদ্যোত আদি তেজাংশ নিশ্চয় ।

তথাপি তাহারা একরূপ নাহি হয় ॥

অপাংশ অমৃত মূত্র সকলেতে কহে ।

তথাপি উভয়ে ঐক্য কখনই নহে ॥

পৃথিবীর অংশ মেরু বিষ্ঠা দুই হয় ।

তথাপি দুয়ের কত বৈষম্য আছয় ॥

তরুণ মনুষ্য-মৎস্য কীটাদি নিচয় ।

ঈশ্বরের অংশ সঙ্গে একমত নয় ॥

নিজ নিজ আচরিত করমের ফলে ।

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিশেষতা বলে ॥

অদৃষ্টাশ্রিতবস্তুত্যাং স জীবো যঃ পুনর্ভবঃ ।  
 স্বাংশশ্চাতো বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইম্যতে ।  
 অংশিনো যন্তু সামর্থ্যাং যৎস্বরূপং যথাস্থিতি ।  
 তদেবনাম্মাত্রোহপি ভেদ স্বাংশাংশিনোঃ কচিৎ ।  
 বিভিন্নাংশেহন্নশক্তিঃ স্ত্যাং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য মাত্রয়ুক্ ॥ ১৮ ॥

স্বাংশ সর্বগুণপূর্ণ-সর্বদোষ হীন ।  
 মর্ম্মার্থ তাহার এই কহেন প্রাচীন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণে অংশ পুরুষাদি অবতার ।  
 কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এই তব্ব সার ॥  
 মৎস্য আদি শ্রীকৃষ্ণের অংশ সমুদয় ।  
 জীব সম কৃষ্ণ হৈতে ভিন্ন কভু নয় ॥  
 বৈদুর্য্যগণির ন্যায় স্বয়ং ভগবান ।  
 তত্ত্ব্যাব আবিষ্কার করেন প্রমাণ ॥  
 সকল শক্তির নিত্য প্রকাশাপ্রকাশে ।  
 ভেদ ব্যপদেশ হয় এই শাস্ত্রে ভাষে ॥  
 “কৃৎস্নাকৃৎস্ন” ভেদে দুই ষাড্-গুণ্য ব্যঞ্জক ।  
 কৃৎস্ন সর্ব অংশী কৃষ্ণ সর্ব-নিয়ামক ॥  
 অকৃৎস্ন মৎস্যাди-অবতার সমুদয় ।  
 শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 দ্বি-এক শক্তির প্রকাশক হন যাঁরা ।  
 অংশ কিংবা কলারূপে গণ্য হন তাঁরা ॥

যৈছে সৰ্ব্ব শাস্ত্রবিদে সৰ্ব্বজ্ঞ কহয় ।  
 দ্বি-এক শাস্ত্রজ্ঞে শাস্ত্রবিদ কল্প কয় ॥  
 কিংবাল্লজ্ঞ কহে তাঁরে পণ্ডিতমণ্ডলী ।  
 তৈছে কৃষ্ণ আর তাঁর অবতারাৱলী ॥  
 পঞ্চগুণাধিক কৃষ্ণে যাহা শোভা পায় ।  
 সেই পঞ্চগুণ অন্তে নাহি দেখা যায় ॥  
 মৎস্য আদি অবতारे সেই পঞ্চগুণ ।  
 কদাপি নাহিক রহে কহি পুনঃ পুনঃ ॥  
 কৃষ্ণে ঐছে পঞ্চভাব হয় আবিষ্কার ।  
 মৎস্যাদ্যবতারে তাহা না হয় প্রসার ॥  
 অতএব মৎস্য আদি অবতার গণ ।  
 জীব সম তত্ত্বান্তর নহে কদাচন ॥  
 তদাত্মক মীন আদি অবতার চয় ।  
 “স্মরন্তি” ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যে এই কয় ॥  
 জীবভূত সনাতন বস্তু কহে যারে ।  
 সেই বস্তু গোবিন্দাংশ ভাষ্যেতে প্রচারে ॥  
 সনাতন এই বাক্যে জানি সৰ্ব্বক্ষণ ।  
 জীবের ঔপাধিক্য করে নিবারণ ॥  
 অতএব তৎসম্বন্ধাপেক্ষী জীবচয় ।  
 নিশ্চয় তাঁহার অংশ নিশ্চয় নিশ্চয় ॥  
 জীবের কর্তৃক আদি কৃষ্ণায়ত্তাধীন ।  
 বহু বিচারিয়া এই কহেন প্রাচীন ॥

জ্ঞানাত্ম্য, জ্ঞানগুণ, প্রকৃতি অতীত ।  
 চেতন, অজ্ঞান আর বিকার রহিত ॥  
 শরীর বিশিষ্ট একরূপ নিত্য হয় ।  
 অণু-ব্যাপ্তিশীল-চিদাত্মক স্থনিশ্চয় ॥  
 জস্মচ্ছন্দ বাচ্যাব্যয়-সাক্ষী-সনাতন ।  
 ভিন্নরূপাদাহাচ্ছেদ্যাক্রেদ্য সর্ববক্ষণ ॥  
 অশোম্য-অক্ষরেতাদি গুণযুক্ত হয় ।  
 গোবিন্দের অংশভূত এই স্থনিশ্চয় ॥  
 মকারে কহয়ে জীব সদা পরবান ।  
 ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপে উক্ত কহিনু সন্ধান ॥  
 সেই পরবান জীব ত্রীহরির দাস ।  
 অম্বের কদাপি নহে জানিহ নির্গাম ॥

তথাহি শ্রীপাদে জীবলক্ষণে ।

জ্ঞানাত্ম্যো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।  
 ন জাতো নিস্কিকারশ্চ একরূপ স্বরূপভাক্ ॥  
 অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা ।  
 অহমর্থোহব্যয়ঃ সাক্ষী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ ॥  
 অদাহোহিচ্ছেদ্য অক্রেদ্যঃ অশোম্যোহিক্ষর এব চ ।  
 এবমাদিশূণৈযুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্ত বৈ ॥  
 মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা ।  
 দাসভূতো হরেরেব নাত্যস্তৈব কদাচন ॥ ১৯ ॥

কৰ্ত্ত্বহ, ভোক্ত্বহ আর স্বয়ং প্রকাশহ ।  
 জীবের সুবাস্তু হয় আদি পদে সত্য ॥  
 গুণ-দ্রব্য ভেদে হয় দ্বিবিধ প্রকাশ ।  
 স্বাশ্রয়ের স্ফূর্ত্তি আদ্য প্রকাশ নির্ধাস ॥  
 স্বপর স্ফূর্ত্তির হেতু বস্তু যেই হয় ।  
 দ্বিতীয় প্রকাশ সেই শাস্ত্রে এই কয় ॥  
 সেই বস্তু আত্মা এই কহিনু তোমাৰে ।  
 সেই আত্মা ভগবান কহি বারে বারে ॥  
 চক্ষুকে প্রকাশ করি প্রদীপ যেমন ।  
 নিজ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি করয়ে তখন ॥  
 ঘটাদি প্রকাশ ন্যায় উহা নাহি হয় ।  
 প্রকাশকাপেক্ষা কভু নাহিক করয় ॥  
 তাহাতে কারণ দীপ হয় স্বপ্রকাশ ।  
 তথাপিহ দীপ নিজ জরহে নির্ধাস ॥  
 আপনা আপনি নাহি হয় প্রকাশিত ।  
 আত্মা সেইরূপ নহে জানিহ নিশ্চিত ॥  
 আত্মা আপনাকে আর পরে প্রকাশিয়া ।  
 নিজপক্ষে প্রকাশিত হয় শক্তি নিয়া ॥  
 স্বপক্ষেতে স্বপ্রকাশ উহাকেই কয় ।  
 তাহাতে কারণ তাঁর চিত্ত্রপত্ৰ হয় ॥  
 “অপী”ত্যাди সূত্রভাণ্ডে সাধুভাণ্ডকার ।  
 গোবিন্দ আদেশে এই করিলা প্রচার ॥

“একো বশী” আদি শ্রুতি স্পর্শ এই কয় ।

ব্রহ্মৈকর সহৈ বহু রূপত্বাদি হয় ॥

এক ব্রহ্ম বহুরূপ করেন ধারণ ।

ইত্যাদি বাক্যেতে এই হয় নিরূপণ ॥

অংশীরূপে কৃষ্ণ স্বয়ং এক রূপ হয় ।

অংশ কলারূপে বহু রূপ সূনিশ্চয় ॥

জ্ঞাবংশ হইতে অবতারাংশ নিচয় ।

ভিন্ন কি অভিন্ন এই ইহাতে সংশয় ॥

অংশের অবিশেষ হেতু সর্ববক্ষণ ।

ভেদাভাব জ্ঞান হয় করিষু কীৰ্ত্তন ।

এইমত পূর্ববক্ষ যদি কেহ করে ।

তাহাকে জিনিতে বেদ করেন উত্তরে ।

যদ্যপিহ মৎস্য আদি অবতাব-চয় ।

অংশ শব্দে অভিহিত হয় সূনিশ্চয় ॥

তথাপি তাঁহারা প্রকাশাদির সমান ।

জীবের সদৃশ নহে এই ত প্রমাণ ॥

যদ্যপি মীনাদি অবতারে ঋষিগণ ।

অংশ শব্দে অভিহিত করে সর্ববক্ষণ ॥

তথাপি তাহারা জীবতুল্য কভু নহে ।

দৃষ্টান্ত তাহাতে প্রকাশাদি শাস্ত্রে কহে ॥

তেজাংশ স্বরূপ দেব ভাস্কর যেমন ।

শব্দোক্ত সদৃশ নাহি হয় কদাচন ॥

যদ্যপিহ তেজঃ শব্দে খদ্যোত শব্দিত ।  
 তথাপি ততুল্য নহে সবিতৃ নিশ্চিত ॥  
 জলাংশ সম্ভূত সুধা-মদ্য আদি আর ।  
 যেইরূপ জল শব্দে শব্দিত প্রচার ॥  
 তবে কি জলাংশভূত সুধা-মদ্যাদিতে ।  
 পরস্পর সাম্য জ্ঞান করিবে পণ্ডিতে ॥  
 যেমন খদ্যোত তুল্য খদ্যোত না হয় ।  
 যেমন মদ্যাদি তুল্য এঁছে সুধা নয় ॥  
 তদ্রূপ মীনাদি অবতার সমুদয় ।  
 জীবের সমান নহে এই ত নিশ্চয় ॥  
 “প্রকাশাদী”ত্যাди সূত্রভাষ্যে এই কথা ।  
 প্রকাশিলা ভাষ্যকার শাস্ত্রযুক্তি যথা ॥  
 “স্মরন্তি” ইত্যাদি সূত্র ভাষ্যের অর্থতে ।  
 পূর্বেবতে বলেছি ইহা ভাবহ মনেতে ॥  
 কৃষ্ণের মায়াখ্যা যেই প্রকৃতি আছয় ।  
 সেই ত প্রকৃতি অষ্ট প্রকার নিশ্চয় ॥  
 ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু-কাশ, বুদ্ধি, মন ।  
 অহঙ্কার অষ্ট মায়া প্রকৃতি গণন ॥  
 এই অষ্ট প্রকৃতির অপরাখ্যা হয় ।  
 অপরা শব্দের অর্থে নিকৃষ্টা বলয় ॥  
 নিকৃষ্টার হেতু হয় জড়হ নিশ্চয় ।  
 প্রকৃষ্টা প্রকৃত্যধীনা আর এই কয় ॥



ইহা বিনা আছে এক কৃষ্ণের প্রকৃতি ।  
 পরাপদবাচ্য জীব স্বরূপে বিস্তৃতি ॥  
 উৎকৃষ্টা প্রকৃতি সেই বিশ্ব সন্ধারিণী ।  
 তোমাবে কহিনু এই শ্রীমুখের বাণী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ  
 অহঙ্কাব ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥  
 অপ্বেয়মি তত্বনাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মেহপরং ।  
 জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ম্যতে জগৎ । ২০ ।

পরাপরা এই দুই প্রকৃতি কহিয়া ।  
 পরেতে স্রষ্টাদি হেতু কন বিবরিয়া ।  
 এই ক্ষেত্র আর নিত্য ক্ষেত্রজ্ঞ উভয় ।  
 প্রকৃতি হইতে বৎস ! জানিহ নিশ্চয় ॥  
 স্থাবর-জঙ্গমান্নক ভূত সমুদয় ।  
 সমুৎপন্ন হইতেছে বেদাগমে কয় ॥  
 ভগ্নাধ্যে বিশেষ এই করহ শ্রবণ ।  
 বাহাতে হইবে তুরা সংশয় মোচন ॥  
 জড়রূপাপরাভিধা অধীনা প্রকৃতি ।  
 দেহরূপে রূপান্তর লভে কহে স্মৃতি ॥  
 কৃষ্ণাংশ স্বরূপ যেই চিদংশ বিশেষ ।  
 তিহৌ ভোক্তারূপে দেহে হইয়া প্রবেশ ॥

নিজ কৰ্ম অনুসারে দেহাদি ধারণ ।  
করিয়া থাকেন এই সিদ্ধাস্ত বচন ॥  
অতএব এই বিশ্ব সংসারের হরি ।  
স্বক্ষ্যাদির হেতু এই জ্ঞান দৃঢ় করি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

এতন্মোহানীনি ভূতানি সৰ্ব্বাণীতু্যপধারয় ।  
অহং কুংস্রস্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ২১ ॥

জীবশক্তি তটস্থাত্ম্য নিত্য কৃষ্ণদাস ।  
চিৎকণ স্বরূপে নানাদেহে করে বাস ॥  
চিৎকণই হেতু জীব অল্প শক্তি ধরে ।  
তেঞি সে কৃষ্ণের মায়া জীবে মুগ্ধ করে ॥  
ব্রহ্মের চিদংশ জীব ব্রহ্মবাণী এই ।  
সে জীবে অভেদ কহ বড় দুঃখ সেই ॥  
চেতনাচেতন রূপ কৃষ্ণশক্তিদ্বয় ।  
চিদচিনিমিশ্রিতভূত উৎপন্ন করয় ॥  
চেতনাচেতন দুই প্রকৃতি যে হয় ।  
তন্মধ্যে চেতন জীবপ্রকৃতি নিশ্চয় ॥  
সেই ত প্রকৃতি পরাপরা তদীতর ।  
যিহৌ প্রাপ্ত হয় দেহরূপে রূপান্তর ॥  
এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
চিদংশ কারণ জীব ভেদ সর্ববক্ষণ ॥

“মায়াপরিমোহিতাশ্লেত্যাদি” শাস্ত্র বলে ।  
 লক্ষ-লক্ষ করি বলে অদ্বৈতী সকলে ॥  
 অবিদ্যা কর্তৃক ব্রহ্ম হইয়া মোহিত ।  
 দেহ ধরি সর্বকার্য্য করেন নিশ্চিত ॥  
 এই অর্থাভাস লঞা মায়াবাদীগণ ।  
 লাজমুড় খাঞা লোকে করয়ে রটন ॥  
 অবিদ্যে কল্পিত ব্রহ্ম জীবরূপ হয় ।  
 সেই ব্রহ্ম আমি এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 আমি ভিন্ন আর আর যত জীবগণ ।  
 মন্বায়া কল্পিত এই সিদ্ধান্ত বচন ॥  
 ঈশ্বর নামক যেই পুরুষ আছয় ।  
 মন্বায়া কল্পিত সেই পুরুষ নিশ্চয় ॥  
 স্বপ্নদৃষ্ট রথ-অশ্ব প্রভৃতি সমান ।  
 দৃষ্টান্ত বচন এই তাহাতে প্রমাণ ॥  
 জ্ঞাত আত্মতত্ত্ব আমি হইব যখন ।  
 কেহই রবে না আর জানিহ তখন ॥  
 যথা স্বপ্নদৃষ্ট রথ-অশ্বাদি নিচয় ।  
 জাগ্রদাবস্থায় কভু নাহিক থাকয় ॥  
 অতএব একমাত্র জীব সত্য হয় ।  
 অদ্বৈত কারণ এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 দূষণাভিপ্রায়ে এই অদ্বৈত প্রমাণ ।  
 তন্মতোদীরণ করি কহে ভগবান ॥

ব্রহ্ম একমাত্র জীব সেই জীব আমি ।  
 অন্য আর জীব নাই নাস্তীশ্বর-স্বামী ॥  
 তাঁরা সবে মমাবিদ্যা কল্লিত নিশ্চয় ।  
 ইত্যাদি অদ্বৈত মত অতি মন্দ হয় ॥  
 যত্বপি অদ্বৈত মত শুদ্ধ করা যায় ।  
 তবে “নিত্যেত্যাদি” শ্রুতি রক্ষা নাহি পায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তং ।

ব্রহ্মাহমেকো জীবোহস্মি নাগ্রে জীবা ন চেশ্বরঃ ।  
 মদবিদ্যা কল্লিতাস্তে স্মারিতীথঞ্চ দূষিতং ।  
 অন্তথা নিত্য ইত্যাদি শ্রুত্যর্থো নোপপত্ততে ॥ ২২ ॥

ইথমর্থো টীকাকার এই কথা কয় ।  
 জীবেশ্বর ভেদ মোক্ষে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 অন্তথা পারমার্থিক ভেদ শ্রুত্যর্থোতে ।  
 অসঙ্গতি দোষ ঘটে বুঝহ মনেতে ॥  
 চৈতন্য স্বরূপ কৃষ্ণ পরম-ঈশ্বর ।  
 একাদয় তত্ত্বরূপ প্রপঞ্চাগোচর ॥  
 সেই কৃষ্ণ নিত্য অণু চৈতন্য আকার ।  
 নিত্যভূত বহু বহু জীব সবকার ॥  
 সাধনানুরূপ ফল করেন বিধান ।  
 তাঁরে যেই ধীরগণ করেন ধ্যান ॥  
 তাহাঁরা শাস্ত্রত স্মৃতে হন অধিকারী ।  
 অন্যে নহে কঠ দৃষ্টে ইহাই বিচারি ॥

ভেদের নিত্য ইহা দেখাইতে জনে ।  
 কহে ভাষ্যকার শ্রুতি প্রমাণ বচনে ॥  
 চৈতন্য স্বরূপ এক কৃষ্ণেশ ইহিতে ।  
 তাদৃশ চৈতন্যরূপ চিদংশ বিধিতে ॥  
 বহু বহু জীবগণ ভিন্ন পরস্পর ।  
 শ্রুত্যাদি শাস্ত্রেতে এই হয় স্মৃগোচর ॥  
 অতএব জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ হয় ।  
 নিশ্চয় নিশ্চয় এই বেদ দক্ষ্যে কয় ॥  
 তবে কোন অভিপ্রায়ে শ্রুতি-স্মৃতিগণ ।  
 অভেদ ঈশ্বর জীবে করেন স্থাপন ॥  
 চিহ্নজাতিব' চিদংশাদি হেতু জীবগণে ।  
 অভেদ বলেন জীবে ঈশ্বরের সনে ॥  
 যেমন বাগাদি করি ইন্দ্রিয় সকলে ।  
 প্রাণের অধীন হেতু প্রাণ শাস্ত্রে বলে ॥  
 সেইরূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাধীন তরে ।  
 ব্রহ্ম শব্দে খ্যাত হয় জ্ঞান নিরন্তরে ॥  
 “তদ্ব্যসি” আর “সর্বং খন্দিদং” প্রভৃতি ।  
 মহাবাক্য সকলের ঐছে সন্নিবৃতি ॥

তথাহি প্রমেয় রত্নাবল্যাং ।

একশ্রাদীশ্বরানিত্যাচ্চৈতনাতাদৃশা মিথঃ ।  
 ভিহ্মন্তে বহবো জীবাস্তেন ভেদঃ সনাতনঃ ।

প্রাণৈকাধীন বৃত্তিস্বাদ্বাগাদেঃ প্রাণতা যথা ।

তথা ব্রহ্মাধীন বৃত্তে জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাধীন, ব্রহ্মশক্তি ইত্যাদি কারণে ।

সর্ববজগদ্বক্ষ্যময় বলে বুধগণে ॥

এ অর্থ না করি ভ্রান্ত অনার্য করিয়া ।

অপরাধী হঞা মরে সংসারে ঘুরিয়া ॥

বন্ধ-মুক্ত সর্বকালে জীবেশ্বর ভেদ ।

কখন অভেদ নয় কহে এই বেদ ॥

তবু মোর মুড় খাঞা ছুর্দৈব কারণ ।

ব্রহ্ম জীবে নি ভেদ করয়ে স্থাপন ॥

যেহে আত্মান্তরাহরী সতীত্ব আপন :

রমণী সমাজে মিথ্যা করয়ে স্থাপন ॥

তৈহে মহা-অপরাধী মায়াবাদী গণে ।

“সোহং ব্রহ্মাস্মীতি” মিথ্যা করয়ে স্থাপনে ॥

ত্রিকোণ প্রকৃত্যাকার স্ফুট ধান্য ফুল ।

পুরুষের বীৰ্য্যরূপ হিমকণাতুল ॥

সেই সূক্ষ্ম ধান্য পুষ্প ভিতরে যখন ।

শুক্লবর্ণ হিমকণা করে প্রবেশন ॥

সেইকালে সেই পুষ্প কোরক আকার ।

পূর্ববন্ধরয়ে এই নিয়ম তাহার ॥

পঞ্চভূত যোগে সেই হিমকণা ক্রমে ।

তগুল হইয়া যায় কৃষ্ণের নিয়মে ॥

সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই কুসুম তাহার ।  
 আচ্ছাদক তুষরূপ হয় চমৎকার ॥  
 যথাকালে লোক সেই তুষ করি দূর ।  
 তগুল গ্রহণ করে সুন্দর-মধুর ॥  
 ত্রিগুণে ত্রিকোণ সেই প্রকৃতি মূর্তি ।  
 পুরুষের বীর্য্য হিমকণা পড়ে তথি ॥  
 তগুল স্বরূপে সেই বীর্য্য ক্রমে ভাসে ।  
 “অন্নং ব্রহ্ম” বলি তেত্রিঃ শ্রুত্যাতি প্রকাশে ॥  
 পঞ্চাদি করিয়া সেই তগুল সেবনে ।  
 জীবে বীর্য্যোৎপন্ন হয় বুঝা মনে মনে ॥  
 বীর্য্য শব্দে তেজঃ, তেজঃ শব্দে ব্রহ্ম হয় ।  
 অতএব বীর্য্যব্রহ্ম বেদান্তাদি কয় ॥  
 তগুল সারাংশ বীর্য্য বলাখ্যান ধরে ।  
 অন্তরের কথা এই রাখিহ অন্তরে ॥  
 সর্বত্র ব্যাপক ব্রহ্ম এই ত কারণে ।  
 বীর্য্যাদি সকল ব্রহ্ম কহে ঋষিগণে ॥  
 কিংবা ব্রহ্মতেজ অংশ বীর্য্যাদি সকল ।  
 সেই হেতু তেজব্রহ্ম বীর্য্যাদি মণ্ডল ॥  
 গোবিন্দের মহিমাভা ব্রহ্মরূপে ভাসে ।  
 এ লাগি গোবিন্দ ব্রহ্ম বেদাদি প্রকাশে ॥  
 ভৌতিক প্রকৃতিগর্ভে ধান্য পুষ্পাকার ।  
 পুষ্পোতে পুরুষবীর্য্য হইলে সঞ্চার ॥

যৈছে পঞ্চভূতময় কলম পুষ্পোতে ।  
 তগুল সম্ভব হয় ভূত সংযোগেতে ॥  
 তৈছে প্রকৃতির গর্ভস্থিত কুসুমোতে ।  
 স্থলদেহোৎপন্ন হয় ভূতের যোগেতে ॥  
 যথাকালে সেই স্থল শরীর ভিতর ।  
 জীবাত্মার অধিষ্ঠান হয় মনোহর ॥  
 জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয়াধীশ দেবতা নিচয় ।  
 ক্রমে সেই স্থলদেহ করেন আশ্রয় ॥  
 জীবাত্মাধিষ্ঠান হেতু ভৌতিক দেহেতে ।  
 স-স্ব অংশে সবে প্রবেশয়ে নিয়মেতে ॥  
 সর্কর্ম্মানুসারে জীব প্রকৃতি-গর্ভেতে ।  
 নানাক্রেশ ভোগ করে অধোগম্যুকেতে ॥  
 যে পুষ্প সম্ভব তার সে পুষ্প তখন ।  
 তুল ন্যায় দেহ তার করে আচ্ছাদন ॥  
 যৈছে ধান্যপুষ্প ক্রমে ক্রমে তুষাকারে ।  
 তণ্ডুলাচ্ছাদন করে কঠিন আধারে ॥  
 তুষাবধাতন করি তণ্ডুলাহরণ ।  
 যথাকালে করে যৈছে ক্ষেত্রাজীবগণ ॥  
 তৈছে নিয়মিতকালে প্রকৃতি সুন্দরী ।  
 প্রসবে গর্ভস্থ দেহ দুঃখ সহ করি ॥  
 ক্লষক কোশলে যৈছে তণ্ডুল উদয় ।  
 ধাত্রীর কোশলে তৈছে দেহোদয় হয় ॥



গ্রহফল অশুসারে স্থলদেহ রয় ।  
 তেত্রিঃ দেহস্থিতিকাল এক মত নয় ॥  
 হেন স্থলদেহাশ্রয়ী জীব গুণময় ।  
 সেই পূর্ণব্রহ্ম কভু হইতে না রয় ॥  
 সগুণ, অগুণ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ।  
 শ্রীকৃষ্ণ সেবায় হয় সবার উল্লাস ॥  
 দেহীর সে পূর্ণব্রহ্ম আমি অভিমান ।  
 ধ্বংসের কারণ তার পৌণ্ড্রক প্রমাণ ॥  
 অভেদ জ্ঞানীর শাস্তি দেখাইতে জনে ।  
 পৌণ্ড্রকোপাখ্যান আদি ভাগবতে ভণে ॥  
 করুণাধিপতি নৃত পৌণ্ড্রক দুর্দাস্ত ।  
 শিক্ষা প্রভৃতির দোষে হঞা অতি ভ্রান্ত ॥  
 অহং বাসুদেব জ্ঞান করিয়া অসার ।  
 মানস করিল বাসুদেবে জিনিবার ॥  
 দূত পাঠাইল তবে দ্বারিকানগরে ।  
 যথা ব্রহ্ম বাসুদেব সুবিরাজ করে ॥  
 দূত যাঞা বাসুদেবে করে নিবেদন ।  
 পৌণ্ড্রক রাজার আজ্ঞা করুন শ্রবণ ॥  
 ভূতগণে অনুকম্পা করিবার তরে ।  
 আমি বাসুদেব অবতীর্ণ নহে পরে ॥  
 তুমি বাসুদেব এই মিথ্যা অভিমান ।  
 ছাড়ি মমাশ্রয় লঞা রাখ নিজ প্রাণ ॥

পৌণ্ড্রকের উক্তি এই দূত কৃষ্ণে কর ।

শুনিয়া সভাস্থ জন হাসিয়া উঠয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

নন্দব্রজং গতে রামে করুণাধিপতির্নৃপ ।  
 বাসুদেবোহহমিত্যজ্ঞো দুষ্টং কৃষ্ণায় প্রাহিণোৎ ।  
 স্তং বাসুদেবোত্তগবান্ অবতীর্ণো জগৎপতিঃ ।  
 ইতি প্রস্তোভিতো বালৈর্গেণ আশ্বানমচ্যুতং ।  
 দূতঞ্চ প্রাহিণোন্নদঃ কৃষ্ণায়াব্যক্ত বস্মনৈ ।  
 দ্বারকায়াং যথা বালো নৃপোবালবৃত্তোহবুধঃ ।  
 দূতস্ত্ব দ্বারকামেত্য সভাস্থানস্থিতং প্রভুং ।  
 কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং রাজসন্দেশমব্রবীৎ ।  
 বাসুদেবোহবতীর্ণোহহমেক এব ন চাপরঃ ।  
 ভূতনামনুসম্পার্থং স্তস্ত মিথ্যাভিধাং ত্যজ ।  
 যানিত্বগ যচ্চিহ্নানি মৌঢ্যাধিভর্ষি সাত্ত্বত ।  
 তন্তৈকুহি মাং স্তং শরণং নোচেদেহি মমাহবং ।  
 কখনং তদুপাকর্ষ্য পৌণ্ড্রকস্তান্নমেধসঃ ।  
 উগ্রসেনাদয়ঃ সভায়া উচ্চকৈর্জহসুস্তদা ॥ ২৪ ।

দূতের বচন শুনি ভগবান হরি ।

দূতেরে কহেন তবৈ পরিহাস করি ॥

ওরে মুঢ় ! যার সহ হইয়া মিলন ।

দূত দ্বারে করিয়াছ আত্ম নিবেদন ॥

এবে তুই স্বকৃৎসম মচ্চিহু নিচয় ।  
 পরিহবি শীঘ্র লহ আমার আশ্রয় ॥  
 আমি বাসুদেব এই মিথ্যা “সোহহং” জ্ঞান ।  
 ত্যজি মমাশ্রয় লহ তবে পার্শ্বাঙ্গ ॥  
 যদি “সোহহং” জ্ঞান আর মচ্চিহু নিচয় ।  
 নাহি ছাড় তবে তোর মরণ নিশ্চয় ॥  
 এই কহি দূতে কৃষ্ণ বিদায় করিলা ।  
 দূত যাঞা কৃষ্ণাক্ষেপ পৌণ্ড্রকে কহিলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

উবাচ দূতং ভগবান্ পবিত্রাস কথামনু ।  
 উৎস্রক্ষ্যে মুচু চিহ্নানি যৈশ্চমেবং বিকথসে ।  
 মুখং তদপি ধায়াক্ত কঙ্কগৃধবটৈবৃতঃ ।  
 শরিষাসে হতস্তত্র ভবিতা শরণং শুনাং ।  
 ইতি দূতস্বনাক্ষেপং স্বামিনে সৰ্ব্বমাহরণং । ২৭ ৭

তবে সুসজ্জিত হঞা চড়িয়া স্তন্দনে ।  
 কাশী যাত্রা করিলেন শ্রীহরি তখনে ॥  
 তথায় যাইয়া অগ্রে পৌণ্ড্রকে নাশিলা ।  
 পরে কাশীরাজে প্রভু বিনাশ করিলা ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ইতি ক্ষিপ্ত্বা শিতৈর্বানৈবিরথীকৃত্য পৌণ্ড্রকং ।  
 শিরোহবৃশ্চদ্রথাঙ্গেন বজ্রেণৈক্সো যথা গিরেঃ ।

তথা কাশিপতেঃ কায়াচ্ছির উৎকৃত্য পত্রিভিঃ ।

ন্যপাতয়ং কাশিপুৰ্ণাং পদ্মকোশমিবানিলঃ ॥ ২৬ ॥

অব্যক্ত ব্রহ্মের ভাব শুক্তিগ্রাহ্য হয় ।

কস্মাদির ফলে জীব বুঝিতে নারয় ॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত সেই পৌণ্ড্রক ভূপতি ।

বুঝিতে না পারি কৃষ্ণ অখিলাত্মা গতি ॥

অহং বাসুদেব মুখে করিয়া কীর্তন ।

কাশীরাজ সহ নিজে হইল নিধন ॥

যে মুখে বলিল মূঢ় বাসুদেব আমি ।

সে মুণ্ড কাটিল তার জগতের স্বামী ॥

আমি সেই ব্রহ্ম এই মনে ভাবে যেই ।

ইহ পরকালে নানা ক্লেশ পায় সেই ॥

যে কালে পৌণ্ড্রক আদি অদ্বৈতী হইল ।

সে কালে এ বিশ্বে ব্রহ্মলীলা ব্যক্ত ছিল ॥

তেত্রিঃ ব্রহ্মচক্রে তারা হইয়া নিধন ।

সকলে পাইল গতি ভাব অনুক্রম ॥

এবে ত এ বিশ্বে ব্রহ্ম লীলা অপ্রকাশ ।

অতএব অদ্বৈতীর দেখি সর্বনাশ ॥

এ হেতু অদ্বৈতীগণে করি নিবেদন ।

অদ্বৈত ছাড়িয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ ॥

তবে ত সঙ্গতি লাভ হইবে সবার ।

সত্য সত্য এই কথা বেদেতে প্রচার ॥

তথাহি শতদুষণ্যাং ।

সোহং মা বদ সেবা সেবকতয়া নিত্যং ভজ শ্রীহরিং  
 তেন স্মাং তব সঙ্গতিধ্বংসমধঃপাতো ভবেদনাথ ।  
 নানা বোনিষু গর্ভবাস বিষয়ে দুঃখং মহং প্রাপ্যতে  
 স্বর্গে বা নরকে পুনঃপুনরহো জীবতয়া ভ্রাণ্যতে ॥  
 সোহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্তব ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরে-  
 স্তস্তাহং কিম সেবকঃ স ভগবাং স্ত্রৈলোক্যনাথো যতঃ ।  
 অষ্টৈতাত্ম্যমতং বিহায় ঋতিত দ্বৈতে প্রবৃত্তো ভব  
 স্বাস্তে সম্প্রতি বিত্ততে যদি হর্যাবেকাস্তভক্তিপুন্দ্রা ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মের ব্রহ্মহ আর জীবের জীবহ ।  
 মায়াবাদী মতে লোপপ্রায় এই সত্য ॥  
 প্রচ্ছন্ন নাস্তিক হয় মায়াবাদীগণ ।  
 শিবা প্রশ্নোত্তরে শিব করেন কীর্তন ॥

তথাহি শ্রীপদ্মে ।

মায়াবাদমসচ্ছাদ্যং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে ।  
 মঠৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্খিনা ॥ ২৮ ॥

বেদাদি সম্মত জীবেশ্বরে নিত্য ভেদ ।  
 তথাপি অভেদ কহে কোন কোন বেদ ॥  
 তাহার সিদ্ধাস্ত তবে করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে জানিবে বেদ বিরোধ ভঞ্জন ॥  
 শ্রুত্যাতির বাক্য যত সব সত্য হয় ।  
 ভ্রাস্তৃজন সত্য মিথ্যা বিভেদ করয় ॥

বেদাদির কোন বাক্যে নাহিক বিরোধ ।  
 মা বুঝি বিরোধ স্থাপে যতেক নির্বোধ ॥  
 কেহ জীবেশ্বরে ভেদ করেন স্থাপন ।  
 কেহ বা অভেদ স্থাপে করিয়া খণ্ডন ॥  
 উভয়েই শ্রুতাদির করিয়া বিচার ।  
 নিজ নিজ মত স্থাপে শাস্ত্র অনুসার ॥  
 আচার্য্য দ্বয়ের দুই মত দরশনে ।  
 “শ্রুতাদির বিপ্রলাপ ভাবে অজ্ঞজনে ॥  
 জীবেশ্বর নিত্যভেদ মধ্বাচার্য্য কয় ।  
 শঙ্কর আচার্য্য নিত্য অভেদ স্থাপয় ॥  
 দুইজনে দুই মত ঈশ্বর আজ্ঞায় ।  
 স্থাপন করেন এই কহিনু তোমায় ॥  
 জগন্মুক্তি হেতু মধ্বাচার্য্য-মহাশয় ।  
 শাস্ত্রের মূখ্যার্থ দ্বারে স্ব-মত স্থাপয় ॥  
 সৃষ্টি বৃদ্ধি তরে সাধু আচার্য্য-শঙ্কর ।  
 গোণার্থে স্ব-মত স্থাপে হঞা আজ্ঞাপর ॥  
 উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাধীন দাস ।  
 তন্মতানুসারে ভাষ্য করেন প্রকাশ ॥  
 বিপরীত ভাব তার কাল অনুসারে ।  
 গ্রহণ করিল যত জীব দুরাচারে ॥  
 তাহা দেখি শচীসূত প্রভু শ্রীনিবাস ।  
 “নিত্য ভেদাভেদাভাস” করেন প্রকাশ ॥

প্রভুর আভাস মতে তদজিহ্ব-ভূষণ ।  
 বংশী, রূপ, সনাতন, জীবাদি তদগণ ॥  
 জীবেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য সত্য হয় ।  
 সমঞ্জস সার গুহ্য মত প্রকাশয় ॥  
 চিজ্জাতি, চিদংশ আদি অভিপ্রায়ে বেদ ।  
 স্থানে স্থানে কহে জীব ব্রহ্মেতে অভেদ ॥  
 শক্ত্যাতির অত্যন্ত বন্ধাদি কারণে ।  
 ব্রহ্ম জীবে ভেদ বেদ করেন স্থাপনে ॥  
 বেদ আদি শাস্ত্রসিদ্ধ ভেদাভেদ মত ।  
 সেই মত “অবিচিন্ত্য” প্রভুর সম্মত ॥  
 অংশী আর অংশে নিত্য ভেদাভেদ হয় ।  
 অংশীর গুণাদি অংশে বিন্দু বিন্দু রয় ॥  
 অংশী-অংশরূপ কভু হইতে নারয় ।  
 অংশ অংশী হৈতে শক্তি নাহিক ধরয় ॥  
 তথাপিহ অংশী হৈতে অংশ ভিন্ন নহে ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি বিচারিয়া কহে ॥  
 নেতাদি পঞ্চাশদগুণ বিন্দু বিন্দু রূপে ।  
 জীবেতে লক্ষিত হয় কহিষু স্বরূপে ॥  
 কৃষ্ণের অনন্ত গুণ চৌষটি প্রধান ।  
 সর্বগুণ পূর্ণরূপে কৃষ্ণে বর্তমান ॥  
 নেতাত্যাদি গুণ বিন্দু বিন্দু জীবে রয় ।  
 এই হেতু জীবেশ্বরে ভেদাভেদ হয় ॥

স্বরূপে অভেদ নিত্য জীবেশ্বরে জানি ।  
 স্বরূপ সম্বন্ধ অল্প তথাপি বাখানি ॥  
 সূর্য্যরশ্মি সূর্য্য হৈতে ভেদাভেদ যথা ।  
 জীবেশ্বরে ভেদাভেদ নিত্য যেন তথা ॥  
 যৈছে জল জলবিশ্ব ভেদাভেদ হয় ।  
 জীবেশ্বরে ভেদাভেদ তৈছে স্থনিশ্চয় ॥  
 বৈছে অগ্নি অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ ভেদাভেদ ।  
 তৈছে জীবেশ্বরে ভেদাভেদ কহে বেদ ॥  
 পূর্ণ-চিহ্নিদাগু যৈছে ভিন্নাভিন্ন হয় ।  
 তৈছে ভিন্নাভিন্ন জীবেশ্বরে শ্রুতি কয় ॥  
 ত্রিপাদ বিভূতি পূর্ণ পরংব্রহ্ম হরি ।  
 পাদৈক বিভূতি তার সর্ব্বভূতে ধরি ॥  
 “পাদোস্ত” প্রভূতি শ্রুতি এইরূপ কহে ।  
 অতএব ভেদাভেদ কভু মিথ্যা নহে ॥  
 ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য বস্তু কিছু নাই ।  
 এইহেতু ভেদাভেদ বুঝিবে সদাই ॥

তদাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসাং ।

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজ্জুন ।  
 বিষ্টভ্যাহমিদং কুৎসনেকাংশেন দ্বিতো জগৎ ॥  
 মন্তঃ পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।  
 নস্মি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ২৯ ॥



স্বরূপ সংপ্রাপ্ত সদা পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ।  
 মায়া আর মায়া কার্ণো সদাই অম্পৃষ্ট ॥  
 দেহের গুণেতে জীব সদা লিপ্ত হয় ।  
 মায়াগুণ-কার্যোশ্বর কভু লিপ্ত নয় ॥  
 এইমত ভেদ জীব ব্রহ্মে সর্ববক্ষণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ জীব অগণন ॥  
 তেত্রিঃ ভেদাভেদ জীব ব্রহ্ম শাস্ত্রে কয় ।  
 তোমার নিকটে এই কহিনু নিশ্চয় ॥  
 শরিষা স্নেহের সম ভেদ জীবেশ্বরে ।  
 সেই ঈশ আমি জ্ঞান ফেল দূর করে ॥  
 ধিক্ রে বর্বর তোরে কি বলিব আর ।  
 দুর্লভ জনম লভি গেলি ছারখার ॥  
 এইমত ভেদাভেদ সিদ্ধাস্ত নিচয় ।  
 ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতির অভিমত হয় ॥  
 ইথে যত শাস্ত্রযুক্তি কর প্রদর্শন ।  
 ততই সিদ্ধাস্ত করে মানস-রঞ্জন ॥  
 স্ব-পক্ষাদি ভেদে যুক্তি দ্বিবিধ প্রকার ।  
 নিজ গ্রন্থে সনাতন করিলা প্রচার ॥  
 স্বপক্ষ যুক্তিতে নিত্য ভেদাভেদ জানি ।  
 প্রতিপক্ষে নিত্যভেদ এই ত বাখানি ॥  
 শিব, ব্রহ্মা, বলি, ব্যাস, শুক, হনুমান ।  
 প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ স্বপক্ষে প্রমাণ ॥

শঙ্কর প্রভৃতি করি প্রতিপক্ষ হয় ।  
 যাহাদের শুদ্ধজ্ঞান ভক্তগ্রাহ্য নয় ॥  
 যদ্যপিহ শঙ্করাদি প্রতিপক্ষগণ ।  
 স্থাপিলা অভেদ বাদ করিয়া কল্পন ॥  
 “তথাপি হে নাথ ! আমি থাকিব তোমার ।  
 বলিতে নারিব কভু তোমাকে আমার ॥”  
 ইত্যাদি শঙ্কর বাক্যে এই জ্ঞান হয় ।  
 ভেদাভেদ মত স্বামী স্বীকার করয় ॥  
 শ্রীগোবিন্দান্ধক আদি তাহাতে প্রমাণ ।  
 দেখুন পণ্ডিতগণ করিয়া সন্ধান ॥  
 নিত্য ভেদাভেদ মত আমাদের যাহা ।  
 শঙ্করাদি আচার্য্যের অভিমত তাহা ॥

তথাহি শ্রীবৃহত্তাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামি  
 প্রভুপাদেনোক্তং ।

অগ্নিন্ হি ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্তেহস্মৎ সুসম্মতে ।  
 যুক্ত্যাবতারিতে সৰ্ব্বমনবচ্ছং ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট প্রমাণ ।  
 বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি নিত্য বর্তমান ॥  
 ইথে অর্থবাদ আদি করে যেইজন ।  
 সেই অপরাধী এই কহে সাধুগণ ॥  
 অবিচিন্ত্য মহাশক্তি পরংব্রহ্ম হরি ।  
 জীব সেই হরি ইহা কিসে ব্যক্ত করি ॥

স্বর্গাদি কর্তৃক, ব্রহ্ম রুদ্রাদি মোহন ।  
 ভক্তের প্রাক্কর হর, সর্ব্ব সুরঞ্জন ॥  
 অবিচিন্ত্য মহাশক্তি অর্থ এই হয় ।  
 ঐছে শক্তি জীবে কভু হইতে না রয় ॥  
 ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের না বুঝিয়া মস্ম ।  
 কোন কোন অববাচীন ভুলি নিজ শস্ম ॥  
 ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের প্রমাণ বচনে ।  
 স্মৃতি আদি পর বলি করিলা কীর্তনে ॥  
 বেদ, স্মৃতি, ভারতাদি শাস্ত্র অগণন ।  
 নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, শুক, সনাতন ॥  
 হনুমান, বিভীষণাশ্বরীষ, শঙ্কর ।  
 রামানুজ নিম্বার্কাদি বৈষ্ণব প্রবর ॥  
 ক্ষুটাক্ষুটরূপে ভেদাভেদ নিক্রপণ ।  
 স্ব-স্ব ভাবে করিলেন করিয়া যতন ॥  
 হেন ভেদাভেদ মতে স্মৃতিবাদ জ্ঞানে ।  
 অন্যার্থ করয়ে শব্দ শাস্ত্রের প্রমাণে ॥  
 সেই ত কল্পিত অর্থ সদগ্রাহ্য না হয় ।  
 বিজ্ঞের বচন ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্রাগবতস্মৃতে ।

যথা প্রমাণভূতানামস্মাকং মহতাং তথা ।

বাক্যানি ব্যবহারাশ্চ প্রমাণং খলু সৰ্ব্বথা ।

তথৈতদনুকূলানি পুরাবৃত্তানি সস্তি চ ।

নৈব সঙ্গচ্ছতে তস্মাদর্থবাদস্য কল্পনা ॥ ৩১ ॥

অর্থবাদারোপকারী ভাষ্যকারগণ ।

কোন স্থলে নাস্তিকতা করিয়া স্থাপন ॥

তাহার কল্পনকারী জন সবাকারে ।

নিষ্ক্ষেপ করেন ঘোর নরক মাঝারে ॥

তথাহি শ্রীবৃহদ্রাগবতানুতে ।

অথাপ্যাচার্ধ্যমানা সা নাস্তিকত্বং বিতরতি ।

ক্ষিপেৎ কল্পয়িতারং তং দ্বস্তরে নরকোৎকরে ॥ ৩২ ॥

ভক্তেশ্বর চৈতন্যের ভক্ত সম্প্রদায় ।

ভেদাভেদ মত গ্রাহ্য কহিনু তোমায় ॥

সেই ভেদাভেদ মত অবিচিন্ত্য হয় ।

স্ব-সন্দর্ভে প্রভু জীব এই কথা কয় ॥

চৈতন্যের অভিপ্রায়ে তদীয়ানুচর ।

ভক্তসভা বিভূষণ গৌর প্রিয়বর ॥

শ্রীবংশীবদন, রূপ, প্রভু সনাতন ।

শ্রীগোপাল ভট্ট, জীব কবি বিভূষণ ॥

ভেদাভেদ মত স্থাপ্বে প্রভুর আজ্ঞায় ।

বংশীলীলামৃতকার ইহাই জানায় ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ মেই ।

চারি সম্প্রদায় ভাণ্ডে দৃষ্ট হয় সেই ॥

অক্ষুট স্বরূপে ভাব পুরুষার্থ কথা ।  
 চারি সম্প্রদায় ভাষ্যে দেখি যথাতথা ॥  
 ভাবার্থে পঞ্চম হয় শাস্তাচক্ষুসারে ।  
 সঙ্কেতে কহিনু এই সকল তোমারে ॥  
 ভক্তেশ্বর চৈতন্যের ভক্ত সম্প্রদায় ।  
 চারি সম্প্রদায় সার ভক্তজনে গায় ॥  
 পঞ্চমপুরুষ অর্থ প্রেমভক্তি যাহা ।  
 ভক্ত সম্প্রদায় শোভে শুদ্ধভাবে তাহা ॥  
 ভেদাভেদ ভজনেতে শুদ্ধ প্রেমোদয় ।  
 অদ্বৈতে, বিশিষ্টাদ্বৈতে, দ্বৈতে শুদ্ধ নয় ॥  
 এই হেতু কলিযুগ পাবনাবতার ।  
 গোরাঙ্গের অভিপ্রায়ে সর্ব মত সার ॥  
 ভেদাভেদ মত প্রভু রূপ-সনাতন ।  
 অনেক বিচারি যত্নে করেন স্থাপন ॥  
 নাশিবারে মায়াবাদ মহা-অন্ধকার ।  
 পুষ্পবন্ত সম পূর্ব শৈলের মাঝার ॥  
 সমুদিত হন সেই অত্যাশ্চর্য্যাকর ।  
 রূপ-সনাতনে স্তব করি নিরন্তর ॥

তথাহি সিদ্ধান্তরসৌ ।

গোবিন্দাভিধমিন্দ্রাপ্রিতপদংহস্তস্থ রত্নাদিবৎ  
 তত্ত্বং তত্ত্ববিহ্বন্তমৌ ক্ষিতিতলে যৌ দর্শয়াক্ষরতুঃ ।

মায়াবাদমহাক্ষকারপটলীসংপুষ্পবন্তো মদা

তো শ্রীকৃষ্ণপদনাতনৌ বিরচিতাশ্চর্য্যো সুবর্ষ্যোস্তমঃ ॥ ৩৩ ॥

“সোহং ব্রহ্মাস্মীতি” জ্ঞান দূরে পরিহরি ।

ভজ রে ভজ রে মুঢ় ! হরি ভবতরি ॥

তথাহি মংকৃত সার সংগ্রহে ।

সোহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানং ত্যক্তা কৃষ্ণপদাষুজং ।

ভজরে ভজরে মুঢ় যদিচ্ছসি পরং সুখং ॥ ৩৪ ॥

প্ৰীতি ভক্তিয়োগে কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে যেই ।

ত্রিলোক মাঝেতে সর্বজন পূজ্য সেই ॥

“কৃষ্ণ” অর্থে আকর্ষণ “ণ”এও আত্মা হয় ।

“আত্মা” শব্দে প্রিয় এই শব্দশাস্ত্রে কর ॥

“চন্দ্রার্থে” আত্মাদপ্রদ জানিহ নিশ্চয় ।

অতএব “কৃষ্ণচন্দ্র” নাম শ্রেষ্ঠ হয় ॥

ভক্তের মনাদি যেই প্রিয় আকর্ষিয়া ।

আত্মাদ প্রদান করে কৃপার্দ্র হইয়া ॥

তিঁহ “কৃষ্ণচন্দ্র” নাম নন্দের নন্দন !

“নন্দার্থে” আনন্দ-নন্দ গো-গোপ রঞ্জন ॥

তঁহার তনয় কৃষ্ণচন্দ্রানন্দময় ।

“আনন্দং ব্রহ্মণোরূপং” তেত্রিও শ্রুতি কয় ॥

কৃষ্ণচন্দ্র, কৃষ্ণনাম মুখ্যতম হয় ।

শ্রীমহাভারতে ইহা করেন নিশ্চয় ॥

“নাম্না মুখ্যতমং রাজন্ শ্রীকৃষ্ণাখ্যং” এই  
 প্রকাশিলা ঋষিবর পরম্পর যেই ॥  
 হেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম করিয়া বর্জন ।  
 লাজ-মুড় খাঞা কর অদ্বৈত চিস্তন ॥  
 ধিক্ তোর কৰ্মফলে ধিক্ শতবার ।  
 এখন শ্রীকৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম কর সার ॥  
 কোন সুখ নাহি মোক্ষ, অদ্বৈত চিস্তনে ।  
 সব সুখ ছাড়ি ভজ গোবিন্দ চরণে ॥

তথাহি মংকৃত সারসংগ্রহে ।

কিমস্তি সুখমোক্ষৈশ্চ কিমন্ত্যদ্বৈত চিস্তনৈঃ ।  
 ভজরে ভজরে মূঢ় কৃষ্ণমানন্দবিগ্রহং ॥ ৩২ ॥  
 কৃষ্ণ ছাড়ি মায়াবাদী হয় যেই জন ।  
 ধরাধামে বৃথা যায় তাহার জীবন ॥  
 এই সব জানি শুনি হইয়া সত্বর ।  
 ভজরে ভজরে কৃষ্ণ সর্ব প্রিয়ঙ্কর ॥  
 কৰ্মজ্ঞান আদি ছাড়ি ভক্তিয়োগ দ্বারে ।  
 ভজ কৃষ্ণচন্দ্রে, এই কহিনু তোমারে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কৰ্মজ্ঞানাদিকং সৰ্ব্বং বিহায় ঝরিতং মনঃ ।  
 ভজরে ভজরে ভক্ত্যা গোবিন্দচরণান্বজং ॥ ৩৩ ॥  
 এত বাক্যে যেইজন কৃষ্ণ নাহি ভজে ।  
 সেই সে রোরবে পড়ি সত্য সত্য মজে ॥

জীবেশ্বর ভেদাভেদ কহিতে তোমাৰে ।  
 প্রসঙ্গে অনেক কথা করিনু প্রচাৰে ॥  
 মোর জীর্ণদেহ ছাড়ি জীব নব দেহে ।  
 ইহার মধ্যেতে যদি যায় নিজ লেহে ॥  
 তবে এই ষষ্ঠমূলে স্জাতব্য বিষয় ।  
 প্রায় দৃষ্ট হবে সব কহিনু নিশ্চয় ॥  
 লজ্জাহীন হঞা জীব দেহেতে আমার ।  
 আর কিছুকাল যদি করেন বিহার ॥  
 তবে ত সপ্তমমূলে বন্ধ-মুক্ত কথা ।  
 কহিব জীবের সব শাস্ত্র উক্ত যথা ॥  
 নতুবা শুনিবে পরে ভাগবত দ্বারে ।  
 তত্রাপি কৃষ্ণের কৃপা কহিনু তোমাৰে ॥  
 কৃষ্ণের কৃপায় যেন প্রিয় ভাগবত ।  
 ভাগবত তব্ব কহে ভাগবত মত ॥  
 কেবল অদ্বৈত মত করিয়া খণ্ডন ।  
 ভেদাভেদ মত যেন করয়ে স্থাপন ॥  
 কেবল অদ্বৈতবাদ অতি শুষ্ক হয় ।  
 শুদ্ধভক্তি বিন্দুকণা তাহে না আছয় ॥  
 নিশ্চয় করিয়া ইহা পরে ভাগবত ।  
 কৃষ্ণের কৃপায় যেন বর্ণয়ে সতত ॥  
 সম্বন্ধ তব্বেতে এই জীবেশ্বর ভেদ ।  
 যথাজ্ঞান কহিলাম যাহা কহে বেদ ॥



বন্ধ মূল্যবস্থা দুই জীবের যে হয় ।  
 সপ্তম মূলেতে তাহা করিব নিশ্চয় ॥  
 শ্রীগুরু, জাহ্নবী, হরি করিয়া শরণ ।  
 ষষ্ঠমূল তত্ত্ব কহে এই আকিঞ্চন ॥  
 প্রভু দীননাথাজ্ঞ এ বিপিন দাস ।  
 অকিঞ্চন কহে ইহা লোকে উপহাস ॥  
 পিতামহ প্রেমলাল উচ্ছ্রিত সেবনে ।  
 বিপিনের অভিলাষ পূর্ণ সর্বক্ষণে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণ শরণ পরেণ শ্রীবিপিনবিহার-  
 গোস্বামিনা বিরচিতো দশমূলরসে জীবেশ্বর  
 ভেদনিকূপণং নাম ষষ্ঠ মূলং ॥ ৬ ॥

---

## সপ্তম মূলং ।

---

যং রূপালব মাত্রেণ মুক্তো ভবতি সংসৃতঃ ।

তং রূপামৃতপূর্ণঞ্চ গোবিন্দং প্রণমাম্যহং ॥ ১ ॥

সর্বানন্দধামং পরিপূর্ণ কামং ।

ভক্তিশূন্তে বামং ভজ বলরামং ॥ ২ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র প্রেমরসপূর ।

জয় জয় রামকৃষ্ণ কুলের ঠাকুর ॥

জয় জয় বংশী, রাম, রূপ, সনাতন ।

শ্রীজীব, গোপালভট্ট, শ্রীশচীনন্দন ॥

জয় মধব, রামানুজ, শ্রীধর গোস্বামী ।

জয় ছন্ন ভক্তরাজ শ্রীশঙ্কর স্বামী ॥

জয় নিম্বাদিত্য, জয়জীর্থ মুনিবর ।

জয় বলদেব, বিদ্যানিধি গঙ্গাধর ॥

জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ, সুলোচন ।

জয় কৃষ্ণ চৈতন্যের পারিষদগণ ॥

সবাকার পদধূলি করি পঞ্চগ্রাস ।

বন্ধ-মুক্ত জীবাবস্থা করিব প্রকাশ ॥

সম্পূর্ণ চিন্ময় কৃষ্ণ সর্ববশক্তিমান ।

তঁার বিভিন্নাংশ জীব অণু পরিমাণ ॥

সম্পূর্ণ চিন্তিভিমাংশ হেতু জীবগণে ।  
 চিক্রপ-চিক্রমী সদা বেদ-বিজ্ঞে ভণে ॥  
 তথাপি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আর পরাধীন ।  
 সমীচীনাসমীচীন প্রবীণাপ্রবীন ॥  
 পরাধীন হেতু জীব কোন অপরাধে ।  
 ক্রীকৃষ্ণ বিমুখ হএণ লভে অবসাদে ॥  
 ক্রীকৃষ্ণ বিমুখ হৈলে মায়াবশ হয় ।  
 মায়াবশে অবসাদ আপনি আসয় ॥  
 মায়াতে বিমুক্ত হএণ যবে জীবগণ ।  
 মোহিনী মায়াকে কামে করে আনিখন ॥  
 তখন শরীরেন্দ্রিয় আদিরে সেবিয়া ।  
 পশ্চাতে তদ্বর্ষ্য লভে কহি প্রকাশিয়া ॥  
 তদ্বর্ষ্য অমিত হএণ স্বরূপ আপন ।  
 আগি কৃষ্ণদাস ইহা হয় বিস্মরণ ॥  
 সেই হেতু জন্ম মৃত্যু স্বরূপ সংসার ।  
 প্রাপ্ত হয় এই কথা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিস্মৃতি ।

ন বনজয়াত্বজানমূল্যায়ীত গুণাংশ্চ জুষন্  
 তজ্জতি স্বরূপতাং তদমৃত্যুমপেত ভগঃ ।  
 অমৃত অহাসি তামহিরিবত্চমাত্তভগো  
 মহসি মহীয়সেহষ্ট গুণিতেহপরিমেয়ভগঃ ॥ ২ ॥

সংসার লভিয়া জীব বন্ধ হএগ পড়ে ।  
 বন্ধ হএগ অহংজ্ঞানে কর্মাদি আচরে ॥  
 কর্মার্থ ইহার বলি করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে হইবে তুয়া সংশয় মোচন ॥  
 মায়ার মোহিনী শক্ত্যে হইয়া মোহিত ।  
 যবে জীব হয় নিজ অংশীকে বিস্মৃত ॥  
 সেইকালে মায়াশক্ত্যে হইয়া চালিত ।  
 অবিদ্যাকে আলিঙ্গন করেন নিশ্চিত ॥  
 অবিদ্যারে আলিঙ্গিয়া দেহেন্দ্রিয়াদির ।  
 গুণগণে সেবা করে হইয়া অধীর ॥  
 অধীরার্থে নিজজ্ঞানে করয়ে স্বীকার ।  
 ভাবার্থ তোমার কাছে করিছু প্রচার ॥  
 দেহেন্দ্রিয়াদির গুণগণে সেবা করি ।  
 দেহেন্দ্রিয় প্রভৃতির স্বরূপাদি ধরি ॥  
 স্বরূপ শব্দেতে কহে স্বভাব নিশ্চয় ।  
 ভাবার্থ ইহার শুন জীব যাহা কয় ॥  
 দেহেন্দ্রিয়াদির গুণে করিয়া সেবনে ।  
 তদ্ভাব বিশিষ্ট জীব হয় যেন মনে ॥  
 তবে ত আনন্দ আদি গুণ বিরহিত ।  
 হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয় সুনিশ্চিত ॥  
 রক্ত, শুক্ল আর কৃষ্ণবর্ণা মায়া যিহৌ ।  
 আত্ম তুল্য বহু জীব সৃষ্টি করে তিহৌ ॥

জীব সেই প্রকৃতির গুণ সমুদয় ।  
 সেবন করিয়া মুক্ত হয় স্ননিশ্চয় ॥  
 মায়াগুণে মুক্ত হএগা জীব বদ্ধ হয় ।  
 “অজামেকাং” আদি করি শ্রুতি এই কয় ॥  
 গুণত্রয় স্বরূপিণী মায়ার আখ্যান ।  
 এ হেতু ত্রিবর্ণা মায়া বেদ করে গান ॥  
 ত্রিবর্ণা মায়ার স্রষ্ট জীবগণ হয় ।  
 অতএব জীবগণে কহে গুণময় ॥  
 জড়রূপামায়া স্রষ্টি করিতে নারয় ।  
 কৃষ্ণেষ্ণ শক্তি পাএগা স্রজে সমুদয় ॥  
 কৃষ্ণের ঈষ্ণ শক্তি রূপা পূর্ণময় ।  
 সেই হেতু স্রষ্ট জীব কভু মুক্ত হয় ॥  
 জীবগণ হএগা স্ব-স্ব অবিজ্ঞাচ্ছাদিত ।  
 সর্ব ক্লেশাকর রূপে হয় অভিহিত ॥

তথাহি সর্বজ্ঞ স্রষ্টো ।

স্লাদিগা সধিনাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।  
 দাবিজ্ঞা সংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ ॥ ৩ ॥

চিদ্রূপ স্বরূপ জীব দেহাদি হইতে ।  
 সদাই বিভিন্ন হএগা মায়ার ভঙ্গিতে ॥  
 বিমুক্ত হইয়া জড় দেহাদি স্বরূপে ।  
 আপনাকে বোধ করে ভুলি স্ব-স্বরূপে ॥

এই হেতু অহংজ্ঞানে অভিমান হয় ।  
 তাহাতে অনর্থরূপ সংসার ঘটয় ॥  
 দুঃখময় সংসারেতে আবদ্ধ হইয়া ।  
 নানাবিধ দুঃখ পায় দেখহ ভাবিয়া ॥  
 চিত্রপত্নী নিত্য সিদ্ধ জীবের নিশ্চয় ।  
 তথাপি মায়ায় মুগ্ধ হঞা বদ্ধ হয় ॥  
 আপনার অংশী কৃষ্ণ বৈমুখ্য কারণে ।  
 মায়াদ্বারে পরিভব হয় জীবগণে ॥  
 অনাদি বৈমুখ্য ভাব সেই ত নিশ্চয় ।  
 অনাত্তপরাধে ঘটে কে করে নির্ণয় ॥  
 জ্ঞানরূপ বিভিমাংশ জীব তন্মায়ায় ।  
 তদ্বৈমুখ্য দোষে মুগ্ধ হঞা বাঁধা যায় ॥  
 অনাদি বৈমুখ্য হেতু অনাত্তপরাধে ।  
 মায়ার অসীম রজ্জু নিজ গলে বাঁধে ॥  
 চতুর্দশ ঐশ্বরি রজ্জু মহাভয়ঙ্কর ।  
 তার ফাঁস খোলে হেন বীর অগোচর ॥  
 কোন ভাগ্যে যদি কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ হয় ।  
 তাহে ভক্ত কৃপাবল যত্নপি লভয় ॥  
 তবে জীব লয় যদি কৃষ্ণের শরণ ।  
 তখন করিতে পারে ফাঁস বিমোচন ॥  
 তাহা বিনা কোটি কল্প জ্ঞানাদি সাধনে ।  
 সেই ফাঁস খুলিবারে নারে কোন জনে ॥

বাঁর ভাব বিমুখতা হেতু জীবগণে ।  
 মায়া নিজ পাশে করে জীবেরে বন্ধনে ॥  
 তাঁহার শরণ বিনা অপর সাধনে ।  
 পাশমুক্ত কভু নাহি হয় জীবগণে ॥  
 মায়াতে মোহিত হঞা জীব সমুদয়ে ।  
 স্রয়ং গুণাভীত হঞা আপন হৃদয়ে ॥  
 সব, রজঃ, তম গুণাত্মক করে জ্ঞান ।  
 তাহে কর্তৃহাদি পাঞা করে অভিমান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বরাং সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাস্বকং ।  
 পরোহপি মদুতেহনর্থং তৎকৃতং চাভিপশ্যতে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ বহিস্মুখ হেতু দুর্ভাবুদ্ধি হয় ।  
 সেই দুর্ভা বুকে জীবগণের নিশ্চয় ॥  
 স্ব-স্ব রূপ জ্ঞানাচ্ছন্ন হয় অবিজ্ঞায় ।  
 এ হেতু আমার আমি বলিয়া বেড়ায় ॥  
 আত্মপ্লাঘা হয় সেই পতন কারণ ।  
 শাস্ত্র, বিজ্ঞে এই কথা করেন কীর্তন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বিলজ্জমানয়া যন্ত স্বাত্মমীক্ষ্যাপথেহমুয়া ।  
 বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি ত্বর্কিণঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিমুখ যেই মায়াবেশে সেই  
 স্বরূপ বিস্মৃত হয় কহিলাম এই ॥

সেই হেতু দেহে আত্মজ্ঞান হয় তার ।  
 তাহে দ্বৈতাভিনিবেশ হয় অনিবার ॥  
 দ্বৈতাভিনিবেশ লভে সংসারাদি ভয় ।  
 এই হেতু বুদ্ধিমান জন সমুদয় ॥  
 গুরুদেবে আত্মদৃষ্টি করি সর্ব্বক্ষণ ।  
 একান্ত ভাবেতে ভজে গোবিন্দ-চরণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ শ্রা-  
 দীপাদপেতত্ব বিপর্য্যয়োহনুভূতিঃ ।  
 তন্মায়য়াহতো বুদ্ধ অভ্যাজেৎ তং  
 ভক্তৈক্যেষণং গুরুদেবতায়্যা ॥ ৬ ॥

স্ব-কাল ব্যাধের গান করিয়া শ্রবণ ।  
 মোহিত হইয়া ভ্রান্ত মৃগ-মৃগীগণ ॥  
 অরণ্যাভ্যন্তর ছাড়ি বাহিরে আসিয়া ।  
 ব্যাধজালে বদ্ধ হয় স্ব-মৃত্যু ভুলিয়া ॥  
 তৈছে জীব সর্ব্বমুঞ্চকরী অবিদ্যার ।  
 কুহকে ভুলিয়া লভে মায়িক সংসার ॥  
 জীবমায়া জীবগণে-ভূলাবার তরে ।  
 গুণময় নানা গান কৃষ্ণেচ্ছায় করে ॥  
 যৈছে দীপালোক হেরি পতঙ্গবিচয় ।  
 স্ব-স্ব মৃত্যু ভুলি দীপালোকেতে পড়য় ॥



তৈছে মায়ালোক হেরি ক্ষুদ্র জীবচয় ।  
 মুক্ত হঞা মায়ালোকে নিপতিত হয় ॥  
 মায়ার আশ্চর্যালোক সর্বমুক্তকর ।  
 কার সাধ্য তার ভাব হয় স্রুগোচর ॥  
 প্রাকৃত দৃষ্টান্ত তার করহ দর্শনে ।  
 যুবতীর ভাব আদি কটাক্ষ মোক্ষণে ॥  
 বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মা আদি দেবগণে ।  
 নিজ নিজ স্বরূপাদি হয় বিস্মরণে ॥  
 তাহে ক্ষুদ্র জীবগণে গণিরে কোথায় ।  
 প্রাকৃত দৃষ্টান্তে এই বৃক্ষ সমুদায় ॥  
 পরম পুরুষ বিষ্ণুশক্তি মায়া যেই ।  
 মায়াবী সকলে মোহে কহিলাম এই ॥  
 এ হেন মায়ার স্বরূপাদি সমুদয় ।  
 বর্ণন করিতে শক্তি কার বা আছয় ॥  
 তথাপি স্মৃতিাদি কার্যদ্বারে কহি তাহা ।  
 একাদশে অন্তরীক্ষ কহিলেন যাহা ॥  
 সর্ববাদি পুরুষ কৃষ্ণ বেদশাস্ত্রে কয় ।  
 সবার কারণাত্মক ব্রহ্ম সর্বাত্মক ॥  
 তিহৌ নিজ বিভিমাংশভূত জীবগণে ।  
 বিষয় সম্ভোগ মুক্তি প্রদান কারণে ॥  
 সেই শক্তিদ্বারে মহাভূতের মিলনে ।  
 স্বজন করেন উচ্চ-নীচ জীবগণে ॥

সেই ত শক্তির নাম মায়া এই হয় ।  
 মায়ার স্বরূপ এই ভাগবতে কয় ॥  
 পঞ্চ মহাভূত দ্বারে স্থলভূতগণে ।  
 মায়া শক্ত্যে সৃষ্টি হরি সৃষ্টি অনুক্রমে ॥  
 অস্ত্রধামীরূপে তাহে প্রবেশ করিয়া ।  
 মনেন্দ্রিয়রূপে নিজে বিভাগ হইয়া ॥  
 জীবেরে করান ভোগ ইন্দ্রিয় বিষয় ।  
 একাদশে অস্তুরীক্ষ ইহাই কহয় ॥  
 অস্ত্রধামী শ্রীহরির দ্বারে প্রকাশিত ।  
 ইন্দ্রিয়ের দ্বারে জীব হঞা তন্মিস্রুত ॥  
 রূপাদি বিষয় ভোগ করিয়া যতনে ।  
 ভৌতিক দেহকে আত্মা বলি মানে মনে ॥  
 সেই হেতু দেহাদিতে অত্যাশঙ্ক হয় ।  
 অহং অভিমান ফল এই ত নিশ্চয় ॥  
 সর্বব্রাহ্ম জ্ঞান হয় দুঃখের কারণ ।  
 “অহং কৃষ্ণদাস জ্ঞান” সুখেতে গণন ॥  
 “শ্রীকৃষ্ণদাসোহং” বিনা যেই অহংজ্ঞান ।  
 সেই ত পতন হেতু বেদাদি প্রমাণ ॥  
 কৰ্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারে দেহী জীব সমুদয় ।  
 বাসনা সহিত কৰ্ম্ম সম্পূর্ণ করয় ॥  
 সেই লাগি দুঃখাত্মক সেই কৰ্ম্ম ফল ।  
 ভোগ করি সংসারেতে ভ্রময়ে কেবল ॥

এইরূপে জীব বহু অমঙ্গলকর ।  
 সকাম কৰ্ম্মের পথে আমি নিরন্তর ॥  
 প্রলয় অবধি রহি অবসন্ন ভাবে ।  
 অশ্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হয় কালের প্রভাবে ॥  
 মহাভূত সকলের বিনাশ কারণ ।  
 প্রলয়োপস্থিত হয় জানি যেইক্ষণ ॥  
 সেইকালে আদি-অন্ত হীন মহাকাল ।  
 স্থূল-সূক্ষ্ম কাল সবে কারণে মিশাল ॥  
 করিবার জন্য স্থূল-সূক্ষ্ম কালগণে ।  
 কারণের প্রতি সদা করে আকর্ষণে ॥  
 সেই ত প্রলয়কাল আসিবে যখন ।  
 শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হইবে তখন ॥  
 মার্ত্তণ্ড অত্যন্ত উষ্ণ হএগা সে সময় ।  
 উত্তাপিত করিবেন লোক সমুদয় ॥  
 সেইকালে সঙ্কর্ষণ মুখোপিতানল ।  
 বায়ুর সংযোগে অতি হইয়া প্রবল ॥  
 পাতাল অবধি করি বিশ্ব সমুদায় ।  
 পোড়ায়ে হইবে ব্যাপ্ত অত্যাচ্ছ শিখায় ॥  
 সঙ্কর্তক মেঘগণ হস্তি শুণ্ডাকার ।  
 ধারা সহকারে অতিবেগে অনিবার ॥  
 শতবর্ষ বরিষণ করিবে নিশ্চয় ।  
 সেই জলে প্রাকৃতিক বিশ্ব হবে লয় ॥

বৈরাজ পুরুষ যিনি তিনি সেইক্ষণে ।  
 নিজোপাধি বিরাটেৱে করিয়া বর্জনে ॥  
 কাষ্ঠহীনানল প্রায় আপন ইচ্ছায় ।  
 সূক্ষ্মাব্যক্তে প্রবেশিবে কহিনু তোমায় ॥  
 সেইকালে পৃথিবীর গন্ধগুণ যাহা ।  
 সম্বর্তক নাম বায়ু হরিবেক তাহা ॥  
 গন্ধগুণ হারা হএণ পৃথিবী তখন ।  
 জলেতে বিলীন হবে করিনু কীর্তন ॥  
 জলহৃত রস হএণ জ্যোতিরূপে তবে ।  
 কল্লিত হইবে কডু অন্যথা না হবে ॥  
 হুতরূপ হএণ জ্যোতি গাঢ় অন্ধকারে ।  
 বায়ুতে বিলীন হবে কহিনু তোমারে ॥  
 হুতস্পর্শ হএণ বায়ু আকাশের দ্বারে ।  
 আকাশে প্রবিষ্ট হবে করিনু বিস্তারে ॥  
 হুতগুণাকাশ হএণ কাল দ্বারে পরে ।  
 তামসাহঙ্কার রূপ আত্ম অভ্যন্তরে ॥  
 বিলীন হইবে এই কহিনু তোমায় ।  
 সৃষ্ট্যাদি তত্ত্বের সার এই সবে গায় ॥  
 সৃষ্টি-স্থিতি নাশকরী ত্রিগুণ মায়া ।  
 স্বরূপ তোমার কাছে করিনু প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

পরন্তু বিষ্ণোরীশন্ত মায়ািমাপি মোহিনীঃ ।

মাত্রাং বেদিভূমিচ্ছামো ভগবন্তো ব্রবন্ত নঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীমদ্রাজপ্রদানস্তরং শ্রীমদ্রাজরীকঃ ।

এতিভূতানি ভূতানি মহাত্মৈর্মহাত্মজ ।  
 সমস্কেচ্ছাকাবচানাদাঃ স্বমাত্মায় প্রসিদ্ধয়ে ॥  
 এবং সৃষ্টানি ভূতানি প্রবিষ্টঃ পঞ্চদাতৃভিঃ ।  
 একদা দশদাম্মানং বিভজন্ জুবতে গুণান্ ॥  
 গুণৈশ্চ গুণান্ স ভূজান আশ্বপ্রদ্যোতিতৈঃ প্রভুঃ ।  
 মন্যমান ইদং সৃষ্টদাম্মানমিহ সজ্জতে ॥  
 কৰ্ম্মাণি কৰ্ম্মভিঃ কুৰ্ম্মন্ স নিমিত্তানি দেহহুং ।  
 তত্ত্বং কৰ্ম্মফলং গৃহ্ণন্ ভ্রমতীহ স্মথৈতরং ॥  
 ইথাং কৰ্ম্মগতীর্গচ্ছন্ বহুভদ্রবহাঃ পুমান্ ।  
 আহুত সংপ্লবাৎ সর্গ প্রলয়াবস্মুতেহবশঃ ॥  
 ধাতুপ্লব আসন্নৈ বাস্তুং দ্রব্যগুণাশ্বকং ।  
 অনাদি নিধনঃ কালোহব্যাক্ত্যাপকৰ্ষতি ॥  
 শতবর্ষাহনাবৃষ্টির্ভবিষ্যতুৰ্বনা ভুবি ।  
 তৎকালোপচিতোক্ষাকৌ লোকাং শ্রীন্ প্রতপিত্যতি ॥  
 পাতালতলমারভ্য সঙ্কৰ্ষণমুখানলঃ ।  
 দহন্নুর্ক্ষশিখো বিষথক্ৰতে বায়ুনেরিতঃ ॥  
 সম্বর্ত্তকো মেঘগণো বর্ষতিস্ম শতংসমাঃ ।  
 ধারাভির্হস্তিহস্তাভিলীঘতে সলিলে বিরাজি ॥  
 ততো বিরাজয়ৎসৃজ্য বৈরাজঃ পুরুষো নৃপ ।  
 অব্যক্তং বিশতে স্মন্নং নিরিক্ষন ইবানলঃ ॥  
 বায়ুনা হতগন্ধা ভূঃ সলিলদ্বার কলতে ।  
 সলিলং তক্ত্বরসং জ্যোতিষ্ঠায়োপবসতে ॥

হৃতরূপস্ত তমসা বায়ৌ জ্যোতিঃ প্রলীয়তে ।  
 হৃতস্পর্শোহবকাশেন বায়ুর্নভসি লীয়তে ॥  
 কালাগ্ননা হৃতগুণং নত আগ্নিনি লীয়তে ।  
 ইন্দ্রিগাণি মনোবুদ্ধিঃ সহ বৈকারিকৈর্নৃপ ।  
 প্রবিশুস্তি হৃৎকারং স্বগুণৈরহমাগ্নিনি ॥  
 এষা মায়া ভগবতঃ সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ।  
 ত্রিবর্ণা বর্ণিতান্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ স্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮ ॥

শুক্রপক্ষে চন্দ্র অনুদিন বৃদ্ধি হয় ।  
 কৃষ্ণপক্ষে অনুদিন হএণ থাকে ক্ষয় ॥  
 আমায় অদৃশ্য হয় প্রভাবে ঘাঁহার ।  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়া এই জানি সার ॥  
 হেমন্তে সলিল কূপে উষ্ণতাব ধরে ।  
 গ্রীষ্মেতে শীতল হয় অতি সুখ করে ॥  
 পশ্চিম দিকেতে সূর্য্য নিত্য অস্ত যায় ।  
 পূর্বেতে উদয় নিত্য ঘাঁহার ইচ্ছায় ॥  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়া অত্যাশ্চর্য্যকরী ।  
 ঘাঁহার প্রভাবে মোরা স্বরূপ বিস্মরি ॥  
 মাতৃরজ-পিতৃশুক্র করিয়া আশ্রয় ।  
 মাতৃগর্ভে রহি জীব স্বকর্ম্ম ভাবয় ॥  
 কালপ্রাপ্তে মাতৃগর্ভ হৈতে ভূমে পড়ি ।  
 কাঁদিয়া সঙ্কেতে কহে কি করিলে হরি ॥

মল-মূত্র-পূর্ণ গর্ভে রহি জীবগণ ।  
 স্তন্য, দুগ্ধ ভোগ করে সঙ্গা সর্বকণ ॥  
 গর্ভ হৈতে ভূমে পড়ি ভুলে সেই সব ।  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়া হয় অনুভব ॥  
 স্বকর্মে বশেতে জীব নষ্ট জ্ঞান হয় ।  
 জীবের স্বকর্ম জীবে অন্য স্থানে লয় ॥  
 শুক্র-রক্ত যোগে যদি জীব জন্ম ধরে ।  
 অঙ্গুলি, চরণ, ভুজ, শীর্ষ, কটি পরে ॥  
 তবে পৃষ্ঠোদর, দন্ত, ওষ্ঠপুট জানি ।  
 নাসা, কর্ণ, নেত্র আর কপোল বাখানি ॥  
 ললাট, রসনা আদি মায়ার যোগেতে ।  
 উদ্ভব হইয়া থাকে বুদ্ধ মনেতে ॥  
 সেই মায়া শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শক্তি হয় ।  
 বাহার প্রভাবে জীব জন্মাদি লভয় ॥

তথাস্থভাগবতে ।

সোমোহপি হীয়তে পক্ষে পক্ষে বাপি বিবর্জতে ।  
 অমায়াং স ন দৃশ্যেত মায়েয়ং মম সুন্দরি ॥  
 হেমন্তে সলিলং কূপে উষ্ণং ভবতি তততঃ ।  
 ভবেচ্চ শীতলং গ্রীষ্মে মায়েয়ং মম তততঃ ॥  
 পশ্চিমাং দিশমাহার যদন্তং যাতি ভাস্করঃ ।  
 উদেতি পূর্বতঃ প্রাতর্মায়ৈয়ং মম সুন্দরি ॥

শোণিতকৈব শুক্রঞ্চ উভে প্রাণিষু সংস্থিতে ।  
 গর্ভে চ জায়তে জন্তুমৰ্ম মাঠৈব চোত্তমা ॥  
 জীবঃ প্রবিশ্চ গর্ভেতু সুখদুঃখানি বিন্দতি ।  
 দাতশ্চ বিশ্বরেং সৰ্ব্বমেবা মায়া মমোত্তমা ॥  
 আয়ুৰ্জ্যোতিশ্চিত্তো জীবো নষ্টসংজ্ঞো গতস্পৃহঃ ।  
 কৰ্ম্মণানীয়েতেহন্যত্র মাঠৈষা মম চোত্তমা ॥  
 শুক্রশোণিত সংযোগাজ্জায়ন্তে যদি জন্তবঃ ।  
 অনুল্যশ্চরণৌ চৈব ভূজৌ শীর্ষং কটিত্থা ॥  
 পৃষ্ঠং তথোদরকৈব দন্তৌষ্ঠপুট নাসিকা ।  
 কর্ণৌ নেত্রকপোলৌ চ ললাটং জিহ্বয়া সদা ॥  
 এতয়া মায়া যুক্তো জায়ন্তে যদি জন্তবঃ ।  
 তজ্জ্যেব জীৰ্য্যতে জন্তোভুক্তং পীতঞ্চ বহিনা ॥  
 অয়ঞ্চ শ্রবতে জন্তুরেষা মায়া মমোত্তমা ॥ ৯ ॥

“মা” শব্দ মোহার্ণ বাচি “যা” শব্দে প্রাপন ।

সেই মোহ জীবে নিত্য যে করে অর্পণ ॥

বিশ্ব উভন্তন রূপা মায়া সেই হয় ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্য শক্তি তিহৌ সুনিশ্চয় ॥

জীবেরে সগুণ কার্য্য কঠোর যাতনা ।

যিহৌ সদা দেয় নানা করিয়া ছলনা ॥

অচিস্তিত ফলপ্রদা তিহৌ সদা হয় ।

যেই ফলে স্বপ্ন ইন্দ্রজাল সম কয় ॥

সেই মায়া কৃষ্ণশক্তি কভু মিথ্যা নহে ।

কার্য্য তাঁর মিথ্যা হেতু তাঁরে মিথ্যা কহে ॥



তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে দেবীপুরাণে চ ।

মাশ্চ মোহার্ধবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ ।

তৎপ্রাপয়তি যানিত্যং সা মায়া পরিকীর্তিতা ॥

বিচিত্র কার্যকারণা অচিন্তিত ফলপ্রদা ।

স্বপ্নেক্সজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্তিতা ॥ ১০ ॥

মিথ্যার্থে নশ্বর কহে ভাবাস্তুরাশ্রিত ।

মায়াকার্য্য সৃষ্টি মিথ্যা নহে সুনিশ্চিত ॥

ভাবাস্তুর দেখি মিথ্যা কহে মহাজনে ।

মিথ্যা সিদ্ধ নহে বৃক কারণ দর্শনে ॥

কারণ অদ্বয় আর ব্যতিরেকে কহে ।

মায়াকার্য্য বিশ্বসৃষ্টি কভু মিথ্যা নহে ॥

তবে যে মায়ার দ্বারে হইয়া চালিত ।

কাম্য কর্ম্মাচরে জীব হঞা বিমোহিত ॥

সেই সব কর্ম্মফল ভোগান্তে না রহে ।

এ লাগি সে সব কর্ম্মফলে মিথ্যা কহে ॥

ফল মিথ্যা হেতু কর্ম্ম মিথ্যা সিদ্ধ হয় ।

অতএব স্বপ্ন ইন্দ্রজাল সম কয় ॥

মায়ার প্রভাবে বিশ্ব মিথ্যা হয় জ্ঞান ।

সেই জ্ঞানে মায়াবাদী বিশ্বে মিথ্যা গান ॥

নিজ মায়াশক্ত্যে কৃষ্ণ বিশ্ব সমুদয় ।

যথার্থ করেন সৃষ্টি বেদাদি কহয় ॥

“যথার্থ করেন” এই উক্তির কারণ ।  
 বিশ্ব সত্য এই জ্ঞান হয় বিলক্ষণ ॥  
 “অসদ্বিশ্বাশেষ” এই বচনার্থ যেই ।  
 তাহার সঙ্গতি এবে করি শুন এই ॥  
 বৈষয়িক বিশ্ব সুখাসক্তি ত্যাগ তরে ।  
 বিশ্বের মিথ্যাত্ব বিজ্ঞে সপ্রমাণ কবে ॥  
 বিশ্বের সত্যত্বে বহু প্রমাণ আছেয় ।  
 অতএব বিশ্ব সত্য নাহিক সংশয় ।

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ।

স্ব-শক্ত্যা সৃষ্টবান্ বিফুর্যথার্থং সর্ববিজ্ঞগং ।  
 ইত্যুক্তোঃ সত্যমেবৈতদ্বৈরাগ্যার্থমসদ্বচঃ ॥ ১১ ॥

বর্ণাদি বিহীন নিত্য অদ্বয়-ঈশ্বর ।  
 নিজ নানাবিধ শক্তি দ্বারে বহুতব ॥  
 ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণ করেন সৃজন ।  
 শ্বেতাশ্বতরেতে ইহা করহ দর্শন ॥  
 যথা অগ্নি একস্থানে রহিয়া আপন ।  
 বিস্তারিণী জ্যোৎস্না শক্ত্যে সমস্ত ভবন ।  
 পরিব্যাপ্ত হএগা রহে তরুণ ঈশ্বর ।  
 স্ব-শক্তে অখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত নিরন্তর ॥  
 অতএব দৃশ্যমান বিশ্ব সমুদয় ।  
 ঈশ্বরের শক্তি কার্য্য নাহিক সংশয় ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

একদেশ স্থিতস্তাঘ্নেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পবন্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥ ১২ ॥

সর্বব্জ্ঞ শ্রীহরি স্বীয় শক্ত্যে জগচ্চয় ।

“যথার্থ সৃজেন” এই বেদ-বিজ্ঞে কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্বব্জ্ঞ, জগদযথার্থ নিশ্চয় ।

ইহাতে প্রমাণ “ঈশাবাস্তাদি” আছয় ॥

দীপ্তিমান স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত আকার ।

শৃগ্মাকৃত, রাগ আদি বিরহিত আর ॥

বিশুদ্ধ স্বভাব, কর্মশূন্য নিরন্তর ।

সর্বব্জ্ঞ, মনিষী স্বয়ং মায়া অগোচর ॥

স্বয়ন্তু, পরাত্মা সর্বব্যাপক ঈশ্বর ।

নিয়ন্তা, নিগুণ, সর্বগুণরত্নাকর ॥

সদ্বৎসর সব ব্যাপি মহাদাদিগণে ।

সত্যরূপে সৃজিলেন সৃষ্টি অশ্রুক্রমে ॥

“ঈশাবাস্তোপনিষদে” স্পষ্ট এই কয় ।

যে না মানে সেই মূর্থ পাষণ্ড নিশ্চয় ॥

তাবজ্জগন্মিত্য কোন কালে ক্ষয় নাই ।

তবে যেই জন্ম নাশ শুনিবারে পাই ॥

আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র তাহা জানি ।

তিরোভাবে সূক্ষ্মরূপে পরিণত মানি ॥

কৃষ্ণশক্তি হৈতে বিশ্ব আবির্ভাব হয় ।  
 কৃষ্ণোতেই সূক্ষ্মরূপে তিরোভাব কয় ॥  
 জন্ম আর নাশ ইহা কল্পনা কেবল ।  
 বৈষ্ণবে দেখুন বুধ বৈষ্ণব সকল ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

তদেতদক্ষয়ং নিত্যং জগদ্ব্যনিবরাধিলং ।  
 আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবৎ ॥ ১৩ ॥

যথা শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্য হয় ।  
 তথা তদালোচনাদি সত্য স্থনিশ্চয় ॥  
 তন্মাত্তিকমলোদ্ভব প্রজাপতি সত্য ।  
 তাঁহা হৈতে জাত ভূতগণ সত্য তব্ব ॥  
 অতএব বিশ্ব সত্য কভু মিথ্যা নয় ।  
 সত্য হৈতে জাত হেতু নিত্য সত্য কয় ॥

তথাহি শ্রীমহাভারতে ।

ব্রহ্ম সত্যং তপঃ সত্যং সত্যং চৈব প্রজাপতিঃ ।  
 সত্যোদ্ভূতানি জাতানি সত্যং ভূতময়ং জগৎ ॥ ১৪ ॥

“আত্মা বা ইদমিত্যাদি” শ্রুতির প্রমাণে ।  
 অগ্রে কেবলাত্মা ছিল এই হয় জ্ঞানে ॥  
 আত্মা ব্যতীরিক্ত কিছু নাহি ছিল আর ।  
 এই বাক্যে বিশ্ব আদি হ’ল ছার খার ॥  
 আত্মা বিনা বিদ্বাদির অস্থিতি নিশ্চয় ।  
 এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট রূপেতে করয় ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগদাত্মা হয় ।  
 “আত্মবেদং” শব্দার্থেতে ইহাই বলয় ॥  
 এই যে অভেদ রূপ ব্যপদেশ বাণী ।  
 রজ্জু-ভুজঙ্গবদিহা শাস্ত্র দৃষ্টে জানি ॥  
 আত্মাতে অধ্যাস হেতু এই জ্ঞান হয় ।  
 বিজ্ঞ জনে এই কথা বার বার কয় ॥  
 রজ্জুতে ভুজঙ্গ জ্ঞান মিথ্যা হয় যথা ।  
 আত্মাতে জগদ্ব্যস্ত জানিবেক তথা ॥  
 ইহার সিদ্ধান্ত তবে করহ শ্রবণ ।  
 যাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন ॥  
 বননীল বিহঙ্গবদর্থের স্থাপনে ।  
 ঐছে জ্ঞান নাহি রহে বুঝ মনে মনে ॥  
 যৈছে বিহঙ্গম বনে অবস্থিতি করে ।  
 তৈছে এই স্থূল বিশ্ব সূক্ষ্মরূপে পরে ॥  
 অবস্থিতি করিবেক সেই ত আত্মায় ।  
 নিগূঢ় সিদ্ধান্ত এই বলিষু তোমায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বলদেবেনোক্তং ।

আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ বননীল বিহঙ্গবৎ ।  
 সত্ত্বং বিশ্বস্ত মন্তব্যমিত্যুক্তং বেদবেদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

ছায় মন্তে বিশ্ব নিত্য সূক্ষ্মরূপে রয় ।  
 ভাষা পরিচ্ছেদ ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদে ।

স্পর্শস্তাস্ত্ব বিজ্ঞেয়ো হৃদুক্ষা শীতপাকজঃ ।

নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যাস্তাদমূলক্ষণা ॥ ১৬ ॥

নিত্যানিত্যা ভেদে পৃথ্বী দ্বিবিধা প্রকার ।

অগুরুপা পৃথ্বী নিত্যা স্থূলানিত্যা আর ॥

অণু শব্দে সূক্ষ্ম এই শব্দ শাস্ত্রে কয় ।

সূক্ষ্মার্থে অধ্যাত্ম বস্তু জানিবে নিশ্চয় ॥

অধ্যাত্ম শব্দেতে আত্ম বিষয়ক কহে ।

আত্ম-বিষয়ক বিশ্ব মিথ্যা কভু নহে ॥

আত্মশক্তি হৈতে জাত বিশ্ব সমুদয় :

এ হেতু বিশ্বাত্মা হয় বেদাদি কহয় ॥

আত্মশক্তি জাত হেতু বিশ্ব মিথ্যা নয় ।

ভাবান্তর প্রাপ্তি লাগি নশ্বর কহয় ॥

“আত্মাপাদানক” বিশ্ব অবিজ্ঞা কল্পিত ।

অবিজ্ঞা কল্পিত শব্দে মিথ্যা সুনিশ্চিত ॥

এই হেতু কোন কোন অতাত্ত্বিক জন ।

বিশ্বকে বিবর্তবাদে করে আনয়ন ॥

তাহাদের সেই মত মনোরম নয় ।

প্রমাণ ইহার কহি শুন সদাশয় ॥

তথাহি শতদ্ব্যয়াং ।

আত্মাপাদানকং বিশ্বং অবিজ্ঞা কল্পিতং ভবেৎ ।

কেচিদ্বিবর্তমিচ্ছন্তি তন্ন হৃদন্তরং সমং ॥ ১৭ ॥

আত্মা হৈতে জন্ম হেতু আত্মাপাদনক ।  
 বিশ্বকে কহয়ে যার আত্মা নিয়ামক ॥  
 এই বিশ্ব মিথ্যা ইহা কহিবে কেমনে ।  
 বাহাতে শ্রীহরি ক্রীড়া করে সর্ববন্ধনে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াভাণ্ড বিশ্ব সমুদয় ।  
 অতএব মিথ্যাত্ব নহে স্ননিশ্চয় ॥

তথাহি তৎসমুজ্জ্বল্যাং ।

মিথ্যাত্বমিদং বিশ্বমিতি বক্তুং ন শক্যতে ।  
 নিত্যক্রীড়া প্রবৃন্তশ্চ ক্রীড়াভাণ্ডং যতো হরেঃ ॥ ১৮ ॥

প্রাপঞ্চিক বিশ্ব কভু স্বপ্ন তুল্য নয় ।  
 স্বপ্ন নিদ্রা হয় সেই বল্লদোষ ময় ॥  
 ভোজন, পানাদি, রতি স্বপ্নে যদি করে ।  
 তাহে তৃপ্তি নাহি হয় বুঝহ অন্তরে ॥  
 জাগ্রদবস্থায় তৃপ্তি করে সংসাধন ।  
 প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই করিষু কীর্তন ॥

তথাহি শতদূষণ্যাং ।

ন স্বপ্নতুল্যো ভবতি প্রপঞ্চঃ  
 স্বপ্নস্ত নিদ্রা খলু ভূরিদোষঃ ।  
 ভুক্তকপীতং নহি তত্র তৃপ্ত্য  
 জাগ্রদশায়াং কুরুতে চ তৃপ্তিঃ ॥ ১৯ ॥

যদি বিশ্বে মিথ্যা বলি করহ বর্ণন ।  
 তবে অর্থ ক্রিয়াকারি না হয় কখন ॥

ঘটে জল আনয়ন ইদাদি হইতে ।

এই অর্থ ক্রিয়াকারি কহেন পণ্ডিতে ॥

মিথ্যা কভু নহে তবে পদার্থ নশ্বর ।

নশ্বর শব্দেতে বিস্তে কহে ভাবাস্তুর ॥

তথাহি তত্ত্বমুক্তাবল্যাং ।

কেনেব মিথ্যা পরিদৃষ্টমানমর্থক্রিয়াকরি তদা কথং স্মৃৎ ১ ।

যাটেন তোয়াহরণস্ত জাতং মিথ্যা ন তন্নশ্বরমেব নূনং ১ ২০

পরমার্থ সত্ত্বাহীন শুদ্ধ ভ্রমময় ।

মরীচিকা আদি মিথ্যা যেই মত হয় ॥

সেই মত মিথ্যা বিশ্ব আদি কভু নহে ।

এ হেতু নশ্বর বিশ্ব প্রভৃতির কহে ॥

যে বস্তুর সত্ত্বানাশ কভু নাহি হয় ।

অথচ স্বরূপাস্তুর সময়ে লভয় ॥

তাহাকে নশ্বর নহে পরিণাম হীন ।

পরিণাম শব্দে শেষ কহেন প্রবীন ॥

একবারে হয় যার বীজের বিনাশ ।

কখন তাহার আর না হয় প্রকাশ ॥

বীজভাবে জন্মাসিক্তি বৃক্ষাদির যথৈ ।

তথা বিশ্ব বীজভাবে বিশ্বের সর্বথা ॥

ত্রিগুণে ত্রিকোণাকার মায়া তিতরে ।

চাক্ষুষ ভৌতিক বিশ্ব অবস্থিতি করে ॥



এ লাগি ত্রিকোণাকার এই বিশ্ব হয় ।  
 যার সূক্ষ্ম সত্ত্বা নিত্য শ্রুতি-স্মৃতি কয় ॥  
 মায়ার ভিতরে স্থূল বিশ্ব বিরাজয় ।  
 তেত্রিঃ সে চাক্ষুষ বিশ্বে মায়ীক বলয় ॥  
 মায়াতীত বিশ্বে কৃষ্ণ নিজগণ সঙ্গে ।  
 নানাবিধ লীলা করে নানা রসরঙ্গে ॥  
 এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 সূক্ষ্ম বিশ্ব নিত্য এই কহে বিজ্ঞগণ ॥  
 হেন নিত্য সূক্ষ্ম বিশ্ব প্রভাবে যাহাব ।  
 ভাবাভাব প্রাপ্ত হয় মায়াত্মান তার ॥  
 ভাবার্থে উৎপত্তি স্থিতি প্রভৃতি বলয় ।  
 অভাব শব্দেতে তার বিপরীত কয় ॥  
 সেই বিপরীত ভাবাস্তর মাত্র জানি ।  
 উৎপত্ত্যাভাব ইহা কদাচ না মানি ॥  
 স্বরূপ অস্তর যেই সেই ভাবাস্তর ।  
 যেই ভাবাস্তর সেই জানিহ নশ্বর ॥  
 অছাকুর দেখ সার্বৈকাক্সুল প্রমাণ ।  
 ছাক্সুল প্রমাণ কল্য দেখ মতিমান ॥  
 দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্রমে সে অকুর ।  
 ধারণ করিবে বৃক্ষরূপ স্তম্ভধুর ॥  
 ক্রমে ফুল ফলে শোভা অপূর্ব ধরিবে ।  
 অকুরের ভাবাস্তর তখন বুঝিবে ॥

প্রত্যহ দেখিলে যাহা অক্ষুরের ভাব ।  
 প্রত্যহ জানিহ সেই ভাবাস্তুর লাভ ॥  
 এই মত ভাবাস্তুর ভৌতীক সবার ।  
 ক্ষণে ক্ষণে হয় এই কহিলাম সার ॥  
 হেন ভাবাস্তুর হয় প্রভাবে যাহার ।  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়াশক্তি চমৎকার ॥  
 অব্যক্ত কারণ যেই সেই ত প্রধান ।  
 সেই ত প্রকৃতি যার মায়া পর নাম ॥  
 নিত্য সদসদাত্মক সূক্ষ্ম স্বরূপিণী ॥  
 অবিচ্ছিন্ন স্বরূপা সর্ব বিশ্ব বিমোহিনী ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

অব্যক্তং কারণং যত্ত্বং প্রধানমৃষিসত্ত্বমৈঃ ।  
 প্রোচ্যতে প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা নিত্যং সদসদাত্মকং ॥  
 বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপর্য্য ।  
 অবিদ্যা কৰ্ম্ম সংজ্ঞান্যা তৃতীয়াশক্তিরিষ্যতে ॥ ২১ ॥

সতে অগজ্জ্ঞান যার দ্বারে সদা হয় ।  
 মায়াখ্যান হয় তার জানিহ নিশ্চয় ॥  
 সদসদাত্মিকা বুদ্ধি জন্মে মায়া দ্বারে ।  
 তেঁঞি সদসদাত্মিকা কহেন মায়ারে ॥  
 কিংবা সদসদাত্মিকা ভাবাত্ম কারণে ।  
 সদসদাত্মিকা মায়া কহে ঋষিগণে ॥

অবয়বী নিত্য যাহা সূক্ষ্মরূপ হয় ।  
 অনিত্যাবয়ব যাহা স্থূলভূতময় ॥  
 যাহার প্রভাবে হয় এই জ্ঞানোদয় ।  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়া মিথ্যা কভু নয় ॥  
 সৰ্ব আদি গুণাঙ্ঘ্রিত জড়দ্রব্য চয় ।  
 মায়া নামে অবিহিত জানিহ নিশ্চয় ॥  
 মায়ার স্বরূপ যাহা মূল ভাগবতে ।  
 প্রকাশ করিলা তাহা শুনহ শ্রীমতে ॥  
 কোন অর্থ ব্যতিরেকে যে বস্তু সকল ।  
 আত্মাতে প্রতীয়মান হয় ত কেবল ॥  
 সৰূপ তথাচ যাহা অপ্রতীয়মান ।  
 সদাত্মাতে হয় তার মায়া অভিধান ॥  
 অর্থবিনা দুই চন্দ্র প্রতীতি যেমনে ।  
 বিন্ধ প্রতিবিন্ধে হয় আকাশ জীবনে ॥  
 যথাতমঃ স্বরূপতঃ পদার্থৈক হয় ।  
 তথাপি প্রকাশ নাহি পায় স্থনিশ্চয় ॥  
 তরূপ আত্মাতে মায়া কখন কখন ।  
 প্রকাশিত নাহি হয় করিষু কীর্তন ॥  
 ভাবার্থ কহিয়ে এবে করহ শ্রবণ ।  
 বাহাতে হইবে তুয়া সন্দেহ ভঞ্জন ॥  
 অর্থ শব্দে পরমার্থ ভূত ভগবান্ ।  
 তদ্বিনা আত্মাতে যাহা হয় জ্ঞেয়মান ॥

কৃষ্ণ প্রতীতিতে নহে প্রতীতি যাহার ।  
 মায়াখ্যান হয় তার কহিলাম সার ॥  
 যে অর্থের নাহি নাশ সেই পরমার্থ ।  
 শাস্ত্র বিজ্ঞে কহে যারে সর্বোত্তম স্বার্থ ॥  
 মহাপ্রলয়েতে কৃষ্ণ স্ব-ধামাদি সনে ।  
 অটল স্বরূপে শোভে নিত্যানন্দ মনে ॥  
 “একো নারায়ণো আসীৎ” শ্রুতির প্রমাণে ।  
 শঙ্করাদি নাহি রহে প্রলয় কল্পনে ॥  
 অস্তিমাবশেষ কৃষ্ণ বিনা অন্যে নয় ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি এই কথা কয় ॥  
 কৃষ্ণ প্রতীতিতে বহিঃ প্রতীতি না রহে ।  
 মর্ম্মার্থ কহিয়ে শুন বিজ্ঞে যাহা কহে ॥  
 কৃষ্ণের আশ্রয় বিনা আপনা হইতে ।  
 প্রতীতি যাহার নাহি হয় কদাচিত্তে ॥  
 এহেন লক্ষণাক্রান্ত বস্তু যাহা হয় ।  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়া জানিবে নিশ্চয় ॥  
 জীবমায়া, গুণমায়া ভেদ দ্বিপ্রকার ।  
 মায়াশক্তি হয় এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 একমায়া, দুই সংজ্ঞা যেই হেতু ধরে ।  
 তাহার বৃত্তান্ত শুন সরল অন্তরে ॥  
 জ্যোতির্বিম্বাভাস স্বীয় প্রকাশ হইতে ।  
 ব্যবহিত স্থানালোক করে কথকিতে ॥

সেই উচ্ছলিত ছটা বিশেষ যেমন ।  
 জ্যোতির্বিম্ব বাহিরেই হয় দরশন ॥  
 কিন্তু জ্যোতির্বিম্ব বিনা আভাসের জ্ঞান ।  
 কদাপি নাহিক হয় বুঝ মতিমান ॥  
 তদ্রূপ তবিনা মায়া প্রতীতি না হয় ।  
 এই বাক্যে মায়াভাস প্রকাশ করয় ॥  
 আভাস ধর্ম্মই হেতু আভাস আখ্যান ।  
 মায়ায় হইয়া থাকে কহিনু সন্ধান ॥  
 অতএব মায়া কার্য্যে কোথাও আভাস ।  
 স্বরূপে বর্ণনা করে প্রভু বেদন্যাস ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোহস্তাধ্যাদমীযতে ।  
 স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমায়েতি শব্দ্যতে ॥ ২২ ॥

আভাসার্থে সৃষ্টি আর নিরোধার্থে লয় ।  
 যাহা হৈতে হয় সেই ব্রহ্মাত্মা আশ্রয় ॥  
 এসব বিচার এথা নাহি প্রয়োজন ।  
 মূল কথা কহি তাহা করহ শ্রবণ ॥  
 অত্যন্ত উদ্ভট রূপ আভাস যেমন ।  
 স্ফোজ্বল ছটায় নিপতিত দরশন ॥  
 জীব সবাকার চক্ষু প্রকাশাবরণ ।  
 বিশেষ রূপেতে করে করে বিজ্ঞগণ ॥

নিজাত্যন্তোন্তট তেজ ধারেতে জ্ঞানর ।  
 নেত্রকে ব্যাকুল করি কাছে আপনার ॥  
 বর্ণশাবল্যকে মুহু করে উদগীরণ ।  
 বর্ণশাবল্যকে ভিন্ন ভাবে বা কখন ॥  
 অনেক প্রকার রূপে করায় প্রকাশ ।  
 সেই রূপ মায়াদেবী জানিহ নির্ধাস ॥  
 জীব সকলের জ্ঞান করে আবরণ ।  
 কেমন বিচিত্রা মায়া বুঝহ এখন ॥  
 সঙ্গাদি গুণের সাম্য গুণমায়া যেই ।  
 জড়া প্রকৃতিকে উদগীরণ করে সেই ॥  
 কভু বা পৃথকভূত সঙ্গাদি নিচয়ে ।  
 নানাকারে পরিণতি করায় নিশ্চয়ে ॥  
 একদেশপরিহ্রিতাতির জ্যোৎস্না যথা ।  
 সর্বত্র চালিত হয় ব্রহ্মশক্তি তথা ॥  
 অখিল জগত সঞ্চারিত সর্ববক্ষণ ।  
 তদ্রূপ! তদুগুণমায়া কহে বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

একদেশস্থিতস্তাঘেজ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।  
 পরস্তব্রক্ষগোশক্তিস্তথৈদমখিলং জগৎ ॥ ২৩ ॥

এক চিদানন্দাচিন্ত্য জগত-মোহন ।  
 শ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণ বেদের লিখন ॥

জগদেযানিরূপা সূর্য্য প্রতিচ্ছায় ন্যায় ।  
 রজকরী নিত্যা মায়া তাঁর শোভা পায় ॥  
 সেই মায়া জড়রূপা এই সত্য হয় ।  
 তথাপি চৈতন্যাত্মার সংযোগে নিশ্চয় ॥  
 অনিত্য অখিল বিশ্ব করেন সৃজন ।  
 অনিত্যার্থে ভাবাস্তুর প্রাপ্ত বিলিখন ॥

তথাহি আয়ুর্বেদে ।

জগদেযানিরচিত্যস্ত চিদানন্দৈক রূপিণঃ ।  
 পুংসোহস্তি প্রকৃতি নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ  
 অচেতনাপি চৈতন্ত যোগেন পরমাশ্রয়ঃ ।  
 অকরোদ্বিখনখিলমনিত্যং নাটকায়তিঃ ॥ ২৪ ॥

এই বাক্যে জীবমায়া নিমিত্তাংশ হয় ।  
 গুণমাযোপদানাংশ পরেতে লিখয় ॥  
 বর্ণশাবল্যের কথা कहিয়াছি যেই ।  
 তমঃ প্রায় হয় সেই कहিলাম এই ॥  
 জ্যোতির অপর স্থানে যথা অন্ধকার ।  
 প্রতীতি হইয়া থাকে कहিলাম সার ॥  
 তথাপিহ জ্যোতির্বিবনা আঁধার প্রতীতি ।  
 কখন নাহিক হয় দর্শনে বিস্তৃতি ॥  
 জ্যোতির স্বরূপ জ্ঞান চক্ষুদ্বারে হয় ।  
 পৃষ্ঠদেশ দ্বারে কভু না হয় নিশ্চয় ॥

সেইরূপ গুণমায়া বুঝহ সন্ধান ।  
 দৃষ্টান্ত ভেদের দ্বারে পূর্বকীর্ত্যমান ॥  
 জীবমায়া যেই তার আভাস পর্যায় ।  
 গুণমায়া ছায়া শব্দ দ্বারে জীব গায় ॥  
 তমঃ শব্দ দ্বারে দেখি কোন কোন স্থলে ।  
 গুণমায়েল্লেক্ষ করে প্রবীণ সকলে ॥  
 ভাগবতে কহে বিদ্যা-অবিদ্যা উভয় ।  
 শরীরদিগের বন্ধ মোক্ষকরী হয় ॥  
 বন্ধমোক্ষকরী বিদ্যা-বিদ্যাশক্তি যেই ।  
 সেই দুই কৃষ্ণশক্তি আদ্যা জানি এই ॥  
 কৃষ্ণমায়া বিনির্মিত সেই দুই হয় ।  
 এই বাক্যে কিছু নাহি করিহ সংশয় ॥

তথাহি শ্রী ভগবদ্রসিক্তে ।

বিভাবিভে মঃ ॥ ১ ॥ যুদ্ধব শরীরিণাং ।  
 বন্ধমোক্ষকঃ ॥ ২ ॥ যায়মা মে বিনির্মিতে ॥ ২৫ ॥  
 বিদ্যা ॥ ৩ ॥ জোময় তত্ত্বজ্ঞান হয় ।  
 অবিদ্যা ৬ ৥ রতম অজ্ঞান নিশ্চয় ॥

তথাহি পান্নোত্তরখণ্ডাদৌ ।

ইতি স্তবস্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডল সংস্থিতাঃ ।  
 দদৃগুর্গগনে তত্র তেজো ব্যাপ্ত দিগন্তরং ।  
 তদ্ব্যাপ্তাভ্যন্তরীণং সর্বং গুণবুদ্ধোদয়মবিরীণং ॥



অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈশ্চ গৈঃ ।

অসংখ্যং প্রকৃতি স্থানং নিবিড়শাস্ত্রমব্যয়ং । ২৬ ॥

বিদ্যা শব্দে তত্ত্বজ্ঞান রূপাত্মা মানি ।

অবিদ্যা অজ্ঞান যারে তম বলি জানি ॥

যথাভাস যথাতম মৰ্ম্মার্থ তাহার ।

তোমার কাছেতে এই করিষু বিস্তার ॥

তথাহি শ্রীচতুঃশ্লোকী ভাগবতে ।

কৃতৈহর্থঃ যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাস্মিন ।

তদ্বিষ্টানাশ্বনোমায়্যঃ যথাভাসো যথাতমঃ ॥ ২৭ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস ।

ঐছে শ্লোক অর্থ এই করিলা প্রকাশ ॥

ঐছে বাক্যে হয় হইয়া বিবেক ।

মায়াকার্য মায়া হৈয়া ব্যতিরেক ॥

যেমন সূর্যের স্থানে ভাস ।

সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার প্রকাশ ॥

মায়াতীত হৈলে হয় কহু ৩৬ ।

এই ত সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিলাম সব ॥

আমি ব্যতিরেক শব্দে কৃষ্ণ বিনা কর ।

মমানুভবার্থে কৃষ্ণ অনুভব হয় ॥

মায়ার স্বরূপ যাহা মূল ভাগবতে ।

প্রকাশ করিলা তাহা শুনহ শ্রীমতে ॥

এই স্থানাবধি কৃষ্ণানুভব পর্য্যন্ত ।  
 “ঋতের্থং” শ্লোকের অর্থ করিলাম অন্তঃ ॥  
 জীবের সন্দর্ভ সার করিয়া মন্থন ।  
 “ঋতের্থং” শ্লোকের অর্থ করিষু বর্ণন ॥  
 যদ্যপিহ নাহি মোর মন্থনাধিকার ।  
 তথাপি মন্থন কৈনু সে ভ্রান্তি আমার ॥  
 ইথে অপরাধ মোর হইবে বাহাই ।

।।ময় হেতু তাহা না লবে গৌসাই ॥  
 শাস্ত্রী, শঠতা, দম্ভ, প্রধান, প্রকৃতি ।  
 অবিদ্যা, মোহিনী, কৃপা, কুহক, কুস্মতি  
 লক্ষ্মী, দুর্গেতাাদি হয় মায়ার আখ্যান :  
 শাস্ত্রীত্যাঁ কর অবধান ॥  
 শাস্ত্রী শ্ৰুতজালাদি কহয় ।  
 ধূর্ততাদি শাস্ত্রেতে লিখয় ॥  
 দম্ভ শ্ৰুতপ্রভৃতি জানিবে ।  
 অহং শাস্ত্রী মায়াতে বুঝিবে ॥  
 প্রধান, প্রয়াগ্নিকা শক্তি হয় ।  
 প্রকৃতি শব্দেতে বিশ্ব প্রমবিনী কয় ॥  
 ইহা ছাড়া অনেকাৰ্থ শব্দ শাস্ত্রে গায় ।  
 অজ্ঞানাди অবিদ্যার্থে কহিষু তোমায় ॥  
 মোহিনী শব্দেতে মুখকরীত্যাদি জানি ।  
 কৃপা শব্দে দয়েত্যাদি উন্মুখে বাখানি ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণোন্মুখ যবে জীব হয় ।  
 সেইকালে মায়া তারে দয়াদি করয় ॥  
 কুহকার্থে বিপরীত জ্ঞান উৎপাদিনী ।  
 কুসৃতি শব্দেতে কুগত্যাঙ্গি প্রদায়িনী ॥  
 লক্ষ্মী শব্দে সম্পত্ত্যাঙ্গি প্রদা এই জানি ।  
 কৃষ্ণভক্তি বিঘ্ন মধ্যে যে সব বাখানি ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে ।

রাজন্ শ্রীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণবাচকঃ ।  
 তাং প্রাপয়তি যা সত্বঃ সা মায়া পরিকীর্তিতা ॥ ২৮ ॥

ভুগার্থে ভুজ্জেরা আদি শাস্ত্রেতে কহয় ।  
 এইমত মায়াখ্যান বলত আচয় ॥  
 দিক দর্শাইতে তোমা কহিবে সার ।  
 পরেতে কহিবে কেহ কহিবে ইস্তার ॥  
 কৃষ্ণেতে অনাদিরূপে অপাধ আর ।  
 সেই জীব মায়া দ্বারে বন্ধ আর ॥  
 নিজাংশী শ্রীকৃষ্ণপদে যে জন বিমুখ ।  
 সেই জনে মায়াদেবী দেয় বহু দুঃখ ॥  
 কভু স্বর্গে তুলে কভু নরকে ডুবায় ।  
 কভু বা হাসায় কভু বিরহে কাঁদায় ॥  
 যৈছে কুন্তকার বেণু দণ্ডের দ্বারায় ।  
 কুন্তাদি নির্মাণ চক্র ভগর্তে ঘুরায় ॥

তৈছে মায়া অপরাধী জীব সবাকারে ।  
 স্ব-চক্রে ফেলিয়া মহামোহ দণ্ড দ্বারে ॥  
 ঘূবায় ভূগর্ভে সদা করি নানা ছল ।  
 অসীম মায়ার বল জীবাণু দুর্বল ॥  
 হেন মায়াচক্রে বদ্ধ জীবের মোচন ।  
 অত্যন্ত কঠিন তেঁ - দরশন ॥  
 বহু চিন্তা - না দেখি উপায় ।  
 ক্ষুধমনে শু - পন শয্যায় ॥  
 ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আবেশ হইল ।  
 নিদ্রাবেশে স্বপ্নে মোরে কে যেন কহিল ।  
 চিন্তা না - ন্তা নাই উঠহ সত্ত্বর ।  
 একাদে - হইবে গোচর ॥  
 স্বপ্নাদে - উঠিয়া তখনে ।  
 প্রণাম - ত্রপটের চরণে ॥  
 একা - লাম উন্মোচন ।  
 তাহ - নজ চিন্তা দরশন ॥  
 তে - মার সর্ববাস্তব শরীর ।  
 লো - করিয়া ভাবে করিল অস্থির ॥  
 আমার পক্ষেতে ইহা অসম্ভব হয় ।  
 তথাপি হইল কেন না জানি নিশ্চয় ॥  
 পাপপূর্ণ দেহ মোর জীবাম্পর্শযোগ্য ।  
 এ হেতু পরেতে শৃগালাদির অভোগ্য ॥

হেন দেহ লোমাক্ষিত কেন যে হইল ।  
 তাহা ত আমার বুদ্ধি জানিতে নারিল ॥  
 একাদশে রাজ প্রশ্ন ইহাই আছয় ।  
 মায়ামুক্ত জীব কিসে হইতে পারয় ॥  
 চঞ্চল মানস আত্মবশে নাই যার ।  
 মায়ামুক্ত হইবানে নাই তার ॥  
 দুস্তর শোভিত ।  
 যাহার কুহলে বিমোহিত ॥  
 এ হেন মোহিনীমায়া স্থূলবুদ্ধি জনে ।  
 অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইবে কেমনে ॥  
 এই আশ্রয় কর মোরে ঠাকুর ।  
 তদীয় বদন-স্বত বন্দন ॥

তথাহি শ্রীঃ

যথৈতানৈশ্বরীং মায়াং দুঃখং ।  
 তুরন্ত্যজঃ স্থূলধিয়ো মহর্ষ ॥ ২০ ॥

রাজার বচন শুনি মহর্ষি ।  
 হে রাজর্ষে ! তব প্রশ্ন অতি সুধাময় ॥  
 ধন্য মহারাজ ! তুমি এ তিন ভুবনে ।  
 কৃতার্থ হইবে তোমা হৈতে জীবগণে ॥  
 তুমি প্রশ্নোত্তর শুহ লোকাভীত হয় ।  
 তথাপি কহিব আমি সেই সমুদয় ॥

শুদ্ধাস্তকরণ ব্যক্তি সদা সর্বকণ ।  
 দুঃখ প্রতিকার সুখ প্রাপ্তির কারণ ॥  
 কর্ম আচরণকারী গৃহস্থ সবার ।  
 কর্মফলে বৈপরীত্য দেখে অনিবার ॥  
 স্ব-মৃত্যু স্বরূপ নিত্য আর্তিদ ব্যসন ।  
 দুর্লভ সম্পদে ক্রমশঃ ক্রমশঃ কারণ ॥  
 অত্যন্ত চরিত্র পু পশুতে ।  
 কি তৃপ্তি জীবের অস্থিতে  
 জীবের জীবন পু কিছতেই নয় ।  
 শুদ্ধ প্রেমানন্দে তৃপ্তি হইতে পারয় ॥  
 গৃহপত্যাাদিতে তৃপ্তি দেখিতে যা পাই ।  
 সে তৃপ্তি অতৃপ্তি এই বুঝিবে সদাই ॥  
 কর্মের ক্রম লোক সমুদয়ে ।  
 অত্যন্ত ক্রম জানিবে হৃদয়ে ॥  
 যৈছে ক্রম তি রাজন্য সবার ।  
 সমাধে স্পর্শ প্রকাশানিবার ॥  
 অধিকার প্রাপ্তি সদা অসূয়া প্রকাশ ।  
 ধ্বংসাবলোকনে ভয়ে গণয়ে হতাশ ॥  
 তৈছে সর্বলোক গতি জানিবে নিশ্চয় ।  
 অতএব মোক্ষ লাভে স্পৃহা যে করয় ॥  
 স্পৃহাদয়কালে তার কর্তব্যাদৌ বাহা ।  
 তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা ॥

শব্দ ব্রহ্ম বেদাখ্যে ন্যায় অনুগত ।  
 ব্যাখ্যায় নিপুণ বিপ্র সদাচার রত ॥  
 পরব্রহ্ম ভগবান্ কৃষ্ণে নিষ্ঠা প্রাপ্ত ।  
 সর্বভূত প্রিয়ঙ্কর গুণাদি পর্যাপ্ত ॥  
 কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত নয় ।  
 হেন গুরুদেব পদে তে আশ্রয় ॥  
 কহিয়ে কহিয়ে শ্রবণে ॥  
 পাইবে সাক্ষান ॥  
 শ্রীগুরু বলিয়া ঈশ্বর পীরণ ।  
 প্রথমে দেখিবে তাঁর পূর্বোক্ত লক্ষণ ॥  
 বেদরূপ শব্দ ব্রহ্মে পারদর্শী যিনি ।  
 পরমার্থ তত্ত্ব জ্ঞানপ্রদ হন তিনি ॥  
 বেদব্রহ্ম সব্যাক্ষায় নিপুণ হৈ ॥  
 শিষ্যের সংশয় নাশে তঁহো ॥  
 হৃদয়ে সংশয় যার রত ॥  
 বৈমনস্য ভাব তার না ॥  
 বৈমনস্তভাবোৎপন্ন ব ॥ সংশয় ।  
 সেই ত সংশয় নাশ বেদার্থ করয় ॥  
 এ হেন বেদার্থ বোধ আছে য়ে যাহার ।  
 তাহে ভগবানে নিষ্ঠা দেখিবে তাঁহার ॥  
 ভগবান্ কৃষ্ণে নিষ্ঠা ভক্তি নাহি য়ার ।  
 ফলবতী নাহি হয় কৃপাদি তাঁহার ॥

তাহে কাম, ক্রোধ আদি নাহিক রহিবে  
 গুরুর লক্ষণ এই প্রধান জানিবে ॥  
 এ হেন গুরুর কাছে লবে উপদেশ ।  
 তবে ত পাইবে শিষ্য জ্ঞান সবিশেষ ॥  
 এঁছে সল্লক্ষণাক্রান্ত ক্রীক ব্যতীত ।  
 উপদেশ নাহি লাবে কিসে ক্রীকিত ॥  
 এঁছে সল্লক্ষণাক্রান্ত ক্রীক প্রয় করি ।  
 যাহে পরিচয় পাইবে সত্যপ্রদ হরি  
 সেইরূপ অনুরক্তি দ্বারে সর্বলক্ষণে ।  
 ক্রীকগুরুদেবের সেবা করি কায়-মনে ॥  
 গুরুদেবে দেবজ্ঞান করি তাঁর ঠাই ।  
 ভাগবতধর্ম শিক্ষা করিবে সদাই ॥  
 ভাগবতধর্ম যাহারে কহয় ।  
 তোমা হইতে তাহা কহি সমুদয় ॥  
 বিষয়ে হইতে ছাড়ি সংসঙ্গ করিবে ।  
 হীনভাব হইতে সदा আচরিবে ॥  
 সমাধি হইতে সহ মিত্রতাচরণ ।  
 শ্রেষ্ঠজন প্রতি গদা সম্মান করণ ॥  
 তবে বাহ্য-অভ্যন্তর শৌচকৃত্য যত ।  
 দম্ভ, মান আদি পরিত্যাগ অবিরত ॥  
 দম্ভ আদি ত্যাগ আন্তরিক শৌচ হইলে  
 বাহ্য কৃত্যমাত্র শৌচ জলাদিত্তে কর ॥



পরেতে করিবে শিক্ষা স্ব-ধর্ম্যাচরণ ।  
 স্ব-ধর্ম্যাচরণ তপঃ এই ত লিখন ॥  
 তপঃ হরিকীর্্তনাদি নানামত হয় ।  
 অধিকার অনুসারে বিভক্তে আচরণ ॥  
 কাশ্যে প্রদত্তে গঙ্গা সঙ্কারণে ।  
 তপস্তা, সত্য, দান, সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ ॥  
 সৎসঙ্গ-মৌন, সৎসঙ্গ-বিবাহ শিক্ষণ ।  
 সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ-সৎসঙ্গ ॥  
 সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ-সৎসঙ্গ ॥  
 গুরু ঠাই শিখিবেক সেই সমুদয় ॥  
 মৌন শব্দে ব্যর্থলাপ সতত বর্জন ।  
 স্বাধ্যায়ার্থে স্তবরাজ প্রকৃষ্টি পঠন ॥  
 অযথা ক্রীড়াজ ত্যাগ করিবে হয় ।  
 গৃহস্থ ভক্তের এই কথার চয় ॥  
 ভিক্ষুক ভক্তের সর্বদা সৎসঙ্গ ॥  
 সর্বদা সর্বতোভাবে সৎসঙ্গ লিখন ॥  
 সর্বত্রোতে সচ্চিদ্রূপে আত্মার ঈশ্বর ॥  
 নিয়ন্তা স্বরূপে ঈশ্বরের সন্দর্শন ॥  
 নির্জ্ঞান প্রদেশে বাস সদা সর্বদক্ষণ ।  
 গৃহাদিতে অভিমান সতত বর্জন ॥  
 বিজ্ঞান পতিত শুদ্ধ বন্ধন ধারণ ।  
 কিংবা পান্থস্থিত চেলখণ্ড সু-পিছন ॥

যেবা কোনরূপে সদা সন্তোষ শিক্ষণ ।  
 করিবে গুরুর স্থানে হঞা একগন ॥  
 সদগুরু-চরণ সেবী শিথিবে সকল ।  
 অন্যথাচরণে সব হইবে বিফল ॥  
 সদ্বেদ্য আশ্রয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর হয় ।  
 অসদ্বেদ্য আশ্রয়ে বাঁচা কভু শ্রেয় নয় ॥  
 তক্ষপ সদগুরুবাশ্রয়ে পতন মঙ্গল ।  
 অসদগুরুবাশ্রয়ে সিদ্ধি লাভালাভ কল ॥  
 সদগুরু-চরণ সেবে নিম্পটে যেই ।  
 পূর্ণপ্রেমানন্দ ভোগ নিত্য করে সেই ॥  
 বণিধু ক্রি দ্বারা গুরু সেবা করে যারা  
 বঞ্চিত সকল সুখে সংসারে তাহারা ॥  
 সংসারে সকল সুখে বঞ্চিত হইলে ।  
 উত্তর কালেতে কোন সুখ নাহি মিলে ॥  
 ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ভগবদ্বক্তিতে ।  
 অন্য শাস্ত্র অনিন্দন তদাজ্ঞা বিধিতে ॥  
 মন, বাক্য, কায় দণ্ড ত্রিবিধ যে হয় ।  
 গুরু ঠাই শিথিবেক সেই সমুদয় ॥  
 প্রাণায়ামে মনদণ্ড, মৌনে বাক্য জানি ।  
 বিকর্ম্য রাহিতো কায় দণ্ড এই মানি ॥  
 কিংবার্থ সংগ্রহাদিতে চেষ্টাশূন্য যেই ।  
 কায় দণ্ড কহে তারে কহিলাম এই ॥

সত্য, শম, দম, আদি কৰ্ত্তব্য নিশ্চয় ।  
 সত্যার্থে যথার্থ বাক্য প্রয়োগ কহয় ॥  
 অন্তর্বাহ্যে হৃদয়ে দুই নিগ্রহ করণ ।  
 শম-দম হয় এই করিষু কীর্তন ॥  
 অত্যন্তুতকৰ্ম্ম। সেই শ্রীহরির যত ।  
 জন্ম-কৰ্ম্ম-গুণ-নাম বেদাদি সম্মত ॥  
 সেই সকলের ধ্যান শ্রবণ কীর্তন ।  
 হরির উদ্দেশে সৰ্ব্ব করম করণ ॥  
 ইচ্ছারূপ তপ, জপ আর সদাচার ।  
 নিজ প্রিয়বস্ত, দারা, পুত্র আদি আর ॥  
 গৃহ প্রাণ সমুদয় শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ।  
 এই সব শিথিবেক করিয়া যতন ॥  
 ইচ্ছা শব্দে বিষ্ণু প্রদানক যাগ হয় ।  
 দত্ত শব্দে কহে যাহা শুন সদাশয় ॥  
 শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব প্রদানক দান যেই ।  
 দত্ত শব্দে অভিহিত জানিবেক সেই ॥  
 তপস্ব্যার্থে একাদশীত্যাদি ব্রত হয় ।  
 জপ শব্দে বিষ্ণুমন্ত্র জপ সুনিশ্চয় ॥  
 নিজ প্রিয় যাহা তাহা কৃষ্ণে নিবেদন ।  
 দারাদিরে কৃষ্ণ সেবা কার্য্যে নিয়োজন ॥  
 কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তসহ সৌহৃদ্য করণ ।  
 স্থাবর, জঙ্গম গণে বিহিত সেবন ॥

মনুষ্য সবার পরিচর্যা যথোচিত ।  
 তন্মধ্যে স্বধর্মশীলে বিশেষ বিহিত ॥  
 তার মধ্যে সাধুসেবা সর্বোপরি হয় ।  
 গুরু ঠাই শিখিবেক এই সমুদয় ॥  
 কৃষ্ণভক্ত সঙ্গলাভ হয় যে সময় ।  
 দুর্লভ সময় সেই সুরেপ্সিত হয় ॥  
 ভক্ত সঙ্গ লাভ মাত্রে পরম পাবন ।  
 ভগবদ্যশের মিথ কথোপকথন ॥  
 মিথ রতি, তুষ্টি, দুঃখ নিবৃতি উপায় ।  
 শিক্ষা করিবেক এই কহিনু তোমায় ॥  
 নিবৃতি শব্দেতে ভক্তি প্রতিকূল যত ।  
 স্ত্রী-সন্তোষ-আদি ত্যাগ বুঝিবে সতত ॥  
 এহেন সাধন ভক্তি দ্বারে ভক্ত্যুত্তমা ।  
 প্রেমভক্তি লভ্য হয় অতি অনুপমা ॥  
 সেই ভক্ত্যুত্তমা প্রেমভক্তির লক্ষণ ।  
 তোমার নিকটে কহি করহ শ্রবণ ॥  
 সর্ববাঘনাশন হরি শ্রীব্রজ-বিহারী ।  
 ভক্তের জীবনধন স্ব-প্রেম ভিখারী ॥  
 সেই কৃষ্ণ শ্রীহরিকে ভাব পূর্ণাস্তরে ।  
 স্মরণ করিবে ব্রজ বিপিনাভ্যস্তরে ॥  
 অন্যে করাইয়া দিবে স্মরণ তাঁহার ।  
 ভক্তের কর্তব্য এই করিনু প্রচার ॥

বর্ণিত সাধন ভক্ত্যে হৈলে প্রেমোদয় ।  
 তাহাতে ভক্তের দেহ পুলকিত হয় ॥  
 প্রেমের আবেশে তবে সেই ভক্ত কয় ।  
 অদ্যাপি অলভ্য কৃষ্ণ কি করি নিশ্চয় ॥  
 কোথা যাই কাহারে বা জিজ্ঞাসা করিব ।  
 কোথা বা কৃষ্ণের মুণ্ডি সন্ধান পাইব ॥  
 কে হেন কাকুর আছে এ তিন সংসারে ।  
 কহিবে কৃষ্ণের বার্তা এই অভাগারে ॥  
 মনের উদ্বেগে তিহঁে কৃষ্ণের চিন্তায় ।  
 কৃষ্ণ কোথা আছ বলি কাঁদে উভরায় ॥  
 কভু বা কৃষ্ণের সেই চৌর ভাব স্মরি ।  
 উচ্চহাস্ত করি মুখে বলে হরি-হরি ॥  
 গোপবধু চুরি লাগি এ ঘোর নিশায় ।  
 গোপের প্রাঙ্গনস্থিত তরুর তলায় ॥  
 তস্করের বেশ ধরি জীবন তস্কর ।  
 দাঁড়ায়ে ছিলেন বংশী করিয়া গোচর ॥  
 হেনকালে গৃহপতি গোপ আসি তথা ।  
 কহে কে দাঁড়ায়ে আছ শীঘ্র কহ কথা ॥  
 নতুবা লগুড়াঘাতে নাশিব জীবন ।  
 ইহা শুনি কৃষ্ণচোর করে পলায়ন ॥  
 এইভাবে স্ফূর্তি হেতু উচ্চহাস্ত করে ।  
 কভু বা আনন্দ লাভ করয়ে অন্তরে ॥

অপরোক্ষানুভবেতে সে আনন্দ হয় ।  
 যে আনন্দে মুহুমূর্ছ এই কথা কয় ॥  
 হা নাথ ! হা কৃষ্ণ ! তোমা এতদিন পরে ।  
 প্রাপ্ত হইলাম কোন ভাগ্য অবসরে ॥  
 ভাবেতে বিবশ হঞা কভু লোকাগীত ।  
 বাক্য উচ্চারণ করে শ্রীরাস বিহিত ॥  
 শ্রীরাসে গোপীর নৃত্য করিয়া স্মরণ ।  
 সেইভাবে কখন বা করেন নর্তন ॥  
 গোপী গীত-আদি স্মরি কভু প্রেমাবেশে ।  
 মধুর সংগীত করে कहিনু বিশেষে ॥  
 কভু আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন করে ।  
 প্রেমানুশীলন সেই বিধি অগোচরে ॥  
 কিস্বানুশীলন হয় তল্লীলাভিনয় ।  
 নন্দ্যর্থ ইহার শুদ্ধ প্রেমিকে বুঝয় ॥  
 কখন নিবৃত্ত হঞা তুষণীভাবে রয় ।  
 তাহার কারণ এই অনুভব হয় ॥  
 সবার চুল্লভ কৃষ্ণ হইল আমার ।  
 ইহাপেক্ষা কিবাশ্চর্য্য হৈতে পারে আর ॥  
 এইরূপ ভাগবত ধর্ম্ম সমুদয় ।  
 শিক্ষা হৈতে যেই প্রেমভক্তি জাত হয় ॥  
 সেই প্রেমভক্তি সহ সর্ব্বমুলাশ্রয় ।  
 কৃষ্ণাশ্রয় করে যেই করিয়া নিশ্চয় ॥

দুস্তর মায়াকে সেই অতিক্রম করে ।

মায়োত্তীর্ণোপায় এই জানিহ অস্তরে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে শ্রীরাজপ্রদ্বানস্তরং শ্রীপ্রবুদ্ধঃ ।

কৰ্ম্মণ্যারভমাণানাং ছঃখ ইত্যৈ স্মথায় চ ।

সংশ্লংপাকবিপর্যাসং মিথুনীচারিণাং নৃণাং ॥

নিত্যার্হির্দৈন বিভেন ছন্নভেনাঙ্গমৃত্যুনা ।

গুণাপত্যাশ্রপশুভিঃ কা প্রীতিঃ সাধিতৈশ্চলৈঃ

এবং লোকং পরং বিভ্রান্তধরং কৰ্ম্মনির্ম্মিতং ।

ন তুল্যাতিশয়ধ্বংসং যথামণ্ডলবর্জিনাং ॥

তস্মাদ্গুরুং প্রপত্তেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উদ্ভবং ।

শাক্ষে পরে চ নিষ্কাতং ব্রহ্মণ্যপশমাশ্রয়ং ॥

তত্র ভাগবতান্ ধৰ্ম্মান্ শিক্বেদগুৰ্ব্বাঙ্গদৈবতঃ ।

মনায়গ্নাস্থবৃত্ত্যা যৈ স্তম্বোদাঙ্গায়দো হরিঃ ॥

সৰ্কতৌ মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুত্ব ।

দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বহা বথোচিতং ॥

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মোনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবং ।

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥

সৰ্কব্রাহ্মণেশ্বরানীক্ষ্যং কৈবল্যমনিকেতনং ।

বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিত্ ॥

শ্রদ্ধাং ভাগবতেশাক্ষে অনিন্দানাত্রাচাপি হি ।

মনোবাক্ কায়দণ্ডঞ্চ সত্যং শয়দমাবপি ॥

শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরৈরদ্ধৃতকৰ্ম্মণঃ ।

কৰ্ম্মকৰ্ম্মশূণানঞ্চ তদর্থেহথিলচেষ্টিতং ॥

ইষ্টং দত্তং তত্ত্বা জপ্তং বৃদ্ধং যচ্চাস্মনঃ প্রিয়ং ।  
 দারান্ গ্রহান্ সূতান্ প্রাণান্ যৎপরম্ নিবেদনং ॥  
 এবং কৃষ্ণাশ্বনাথেষু মনুষ্যেষু চ সৌহৃদং ।  
 পরিচর্যা চোভয়ত্র মহৎষু নৃষু সাধুषু ॥  
 পরম্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্বশঃ ।  
 মিথোরতিমিথস্বষ্টিনিবৃতিমিথ আশ্বনঃ ॥  
 অরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোহঘৌষ হরং হরিং ।  
 ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যাংপুলকাং তত্ত্বং ॥  
 কচিদ্দদন্ত্যচ্যুত চিস্তরা  
 কচিক্সসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যালৌকিকাঃ ।  
 নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যমূলীয়ন্ত্যজং  
 ভবন্তি তৃষ্ণীং পরমেতঃ নিবৃতাঃ ॥  
 ইতি ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষন্ ভক্ত্যা তত্থয়া ।  
 নারায়ণপরো মায়ামঞ্জস্তরতি হস্তরাং ॥ ৩০ ॥

সেই জীবানাди পুণ্য-পাপ নিবন্ধন ।  
 কৃষ্ণেতে বিমুখ হয়, সেই ত কারণ ॥  
 মায়াদেবী স্ব-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া তাহারে ।  
 আবদ্ধ করিয়া রাখে ভব-কারাগারে ॥  
 দ্বারত্রয় শোভাস্বিত ভব-কারাগার ।  
 দ্বাদশ গবাক্ষ যার কঠিন আকার ॥  
 হেন কারাগৃহে জীব দণ্ডীজন প্রায় ।  
 মায়ার প্রদত্ত নিত্য দুই ফল খায় ॥



অনাদি অবিদ্যা দ্বারে জীবের বন্ধন ।

বিদ্যার প্রভাবে মুক্ত হয় জীবগণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

একশ্চৈব মমাংশস্ত জীবশ্চৈব মহামতে ।

বকোহস্তাবিশ্বায়ানাদেবিত্বয়া চ তথৈতরঃ ॥ ৩১ ॥

মায়ার বশতাপন্ন প্রায় জীবশক্তি ।

সৃষ্টিলীলা সিকি হেতু বন্ধন প্রসক্তি ॥

কোন ভাগ্যে যদি জীব করে কৃষ্ণাশ্রয় ।

তবে মায়াদেবী কারা মোচন করয় ॥

কৃষ্ণাশ্রয় ফলে কৃষ্ণ কৃপা যবে হয় ।

সেই কৃপা আজ্ঞা জানি তন্মায়া ছাড়য় ॥

রাজার আজ্ঞায় যৈছে রাজ-ভূত্যগণ ।

অপরাধী জনে করে কারা উন্মোচন ॥

তৈছে কৃষ্ণ কৃপারূপ আজ্ঞা অনুসারে ।

কৃষ্ণমায়া সেই জীবের কারা হৈতে ছাড়ে ॥

কৃষ্ণ কৃপা দ্বারে জীব পরিমুক্ত হয় ।

তন্মায়া নিমিত্ত মাত্র জানিহ নিশ্চয় ॥

“যাবদাত্মৈত্যাদি” এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ।

পরেশের দ্বারে জীব মুক্ত হয় গায় ॥

জীব মুক্ত হয়, কৃষ্ণ পরেশের দ্বারে ।

এইরূপ সূত্র, শাস্ত্র আদি অনুসারে ॥

জীবের অনাদি রূপে কৃষ্ণ বিস্মরণ ।  
 এই বাক্য প্রমাণিত হইল এখন ॥  
 কৃষ্ণ বিস্মরণ হেতু জীব বন্ধ হয় ।  
 কৃষ্ণ দ্বারে মুক্ত তাহা প্রমাণ করয় ॥  
 স্ব-কর্তব্য অকরণে বিস্মরণ কয় ।  
 শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞেতে করয় ॥  
 যথা বন্ধ তথা মুক্ত সম্বন্ধ বিহিত ।  
 উভয় উভয়ে হেতু কহিনু নিশ্চিত ॥  
 সুখের কারণ দুঃখ, দুঃখ হেতু সুখ ।  
 তদ্রূপ মুক্তির হেতু বন্ধ যাহা দুঃখ ॥  
 সম্বন্ধ বিচারে এই দেখিবারে পাই ।  
 তোমা বুঝাবার ভরে কহিলাম তাই ॥  
 কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বিমুখ ।  
 অতএব মায়া তারে বাঁধি দেয় দুঃখ ॥  
 বিভিন্নাংশ জীব হয় দুই ত প্রকার ।  
 নিত্য মুক্ত, নিত্য বন্ধ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ ।  
 কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবা সুখ ॥  
 নিত্য বন্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্মুখ ।  
 সংসারেতে ভুঞ্জে নিত্য নরকাদি দুঃখ ॥  
 সেই দোষে মায়াদেবী দগু করে তারে ।  
 আধ্যাত্মিক আদি তাপ তারে জারি মারে ॥

কামাদির দাস হঞা তার লাখি খায় ।  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায় ॥  
 তাঁর উপদেশ মস্ত্রে কু-স্বতি পলায় ।  
 কৃষ্ণভক্তি পায় তবে কৃষ্ণপাশ যায় ॥  
 বেদের ঝাড়ান মস্ত্রে সর্পবিষ উড়ে ।  
 সাধুর ঝাড়ান মস্ত্রে মায়া যায় দূরে ॥  
 বিমুক্তির দ্বার সাধু বৈদ্যানুসেবন ।  
 তমো দ্বার স্ত্রী-সঙ্গির সংসর্গ করণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

মহং সেবাং দ্বারমাহর্কিমুক্তেন্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গ সঙ্গং ।  
 মহা তুন্তে সমচিন্তাঃ প্রশাস্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো য়ে ॥ ৩২ ॥

নারীমুখ কুচযুগ সদা হেরে যেই ।  
 অনুদিন সব হীন হয় যেন সেই ॥  
 বিছাআদি বিনাশিনী প্রায় সব নারী ।  
 সত্য কি না দেখ বাপ ! হৃদয়ে বিচারী ॥  
 ভবকারা ভ্রমি জীব কোন ভাগ্যোদয়ে ।  
 সাধু সনৈদ্যের সঙ্গ যদ্যপি করয়ে ॥  
 তবে তার সদাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ।  
 রতি সমুৎপন্ন হয় সত্য যেন মনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ভবাপর্গৌ ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ ।  
 সংসঙ্গমোমহিতদৈবসঙ্গাতৌ পরাবরেশে ভয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৩৩ ॥

সাধু সধৈদ্যের উপদেশ মস্ত্র ভরে ।

বদ্ধজীব হৃদে কৃষ্ণে শ্রদ্ধাদি সঞ্চরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

সত্যং প্রসঙ্গান্নমবীৰ্য্যাসম্বিদোভবন্তিস্ত্বংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তচ্ছোবগাদাংশপবর্গবস্মনি শ্রদ্ধারতিভক্তিৱনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

অনাদি বৈমুখ্যে জীব কৃষ্ণের মায়ায় ।

বিমোহিত হঞা রহে কহিনু তোমায় ॥

সেই ত জীবের সাধু সঙ্গতে নিশ্চয় ।

শ্রীহরি বৈমুখ্য ভাব বিদূরিত হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ সামুখ্য লাভ তবে জীব করে ।

সেই ত সামুখ্য ভাবে বুঝয়ে অন্তরে ॥

একমাত্র স্বামী কৃষ্ণ হয়েন আমার ।

কৃষ্ণ বিনা এ দীনের গতি নাহি আর ॥

কৃষ্ণের প্রসাদ হেতু সাধুসঙ্গ হয় ।

সাধুসঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ সামুখ্য লভয় ॥

সামুখ্য ভাবেতে জীব কৃষ্ণ ভগবানে ।

সেবন করয়ে নিত্য নিজ পতি জ্ঞানে ॥

অখণ্ড মাধুর্য্য রস আশ্বাদন তরে ।

শ্রীকৃষ্ণ পতিতে পরপতি ভাব করে ॥

জ্ঞানানন্দাত্মক কৃষ্ণ স্বরূপ যে হয় ।

সেই ত স্বরূপাচ্ছাদ অবিদ্যা করয় ॥

সাধু সঙ্গ হৈতে সেই অবিদ্যা বিনাশ ।  
 বিশুদ্ধ জীবের হয় জানিহ নির্ঘাস ॥  
 কৃষ্ণ স্বরূপের স্ফূর্তি মায়া নাশে হয় ।  
 তবে জীব হৃদে হয় প্রেমভক্ত্যুদয় ॥  
 সেই প্রেম ভক্তি হয় অত্যাশ্চর্য্যময় ।  
 যাহে নিত্য কৃষ্ণগুণাবলী স্ফূর্তি হয় ॥  
 তবে ত অনন্ত গুণলীলৈশ্বর্য্যময় ।  
 কৃষ্ণে পতিরূপে জীব দর্শন করয় ॥  
 এই সব হেতু এই হইল নিশ্চয় ।  
 অবিদ্যাদ্বয়ের ধ্বংসে মোক্ষ লাভ হয় ॥  
 স্বরূপাবরিকা, গুণ আবরিকা ভেদে ।  
 অবিদ্যা দ্বিবিধ হয় কহে যত বেদে ॥  
 প্রথম অবিদ্যা হৈতে মুক্ত যেই হয় ।  
 দ্বিতীয় অবিদ্যা তার কভু নাহি রয় ॥  
 প্রথম অভাবে হয় দ্বিতীয় অভাব ।  
 প্রথম অভাবে সর্বভাব অনুভাব ॥  
 ভক্তি লাভ অশেষ বিশ্রমায়া হয় নাশ ।  
 এই কথা সর্ব শাস্ত্র মধ্যেতে প্রকাশ ॥  
 অলৌকিক গুণময়ী অত্যন্ত প্রখরা ।  
 শ্রীকৃষ্ণে য়েই মায়া নিতাস্ত দুস্তরা ॥  
 ব্যভিচার শূন্য ভক্তি যোগে যেই জন ।  
 একমাত্র করি কৃষ্ণ-পাদাবলম্বন ॥

নিঃসঙ্গে ভজয়ে কৃষ্ণ অনন্য ভাবেতে ।  
সেই মায়া মুক্ত হয় নিশ্চয় রূপেতে ॥  
তবে কৃষ্ণে পতিরূপে জানিবারে পারে ।  
শ্রীমুখের বাক্য এই কহিনু তোমাতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

দৈবী হ্যেমা গুণময়ী মম মায়া দূরত্যা ।  
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ৩৫ ।

সাধুসঙ্গ হৈতে কৃষ্ণ ভক্তি উপজয় ।  
তবে জীব কৃষ্ণ কৃপা নিশ্চর লভয় ॥  
স্ব-ভর্তা কৃষ্ণের কৃপা করিয়া দর্শন ।  
মায়া সেই জীব ছাড়ে এইত কারণ ॥  
কৃষ্ণ কৃপা মরিষাদ পাছে হানি হয় ।  
এই ভাবি মায়া তারে বিমুক্ত করয় ॥  
ভর্তার মর্যাদা রক্ষা ভার্য্যার স্বধর্ম্ম ।  
তোমাতে কহিনু বৎস ! এই গুঢ় মর্ম্ম ॥  
কি ছিনু, কি হইয়াছি, কি হইব পরে ।  
এই তিন কথা যার জাগয়ে অন্তরে ॥  
অদ্বৈতাত্ম্য মত ছাড়ি-সেই ভাগ্যবান ।  
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ করে উপাধান ॥  
অনায়াসে মায়াপাশ সেই করে নাশ ।  
বেদ-বিধি-বিজ্ঞে ইহা করেন প্রকাশ ॥

যেই ঘট ধ্বংস হয় সে ঘটের আর ।  
 কভু নাহি হয় গতি কহিলাম সার ॥  
 বিমুক্ত জীবের তথা সংসারে গমন ।  
 পুনর্ব্বার নাহি হয় বেদের লিখন ॥  
 নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উন্মুখ ।  
 নিত্য প্রেমানন্দে ভুঞ্জে কৃষ্ণসেবা সুখ ॥  
 “মুক্তা-অপী”ত্যাди শ্রুতির বচনে ।  
 মুক্তের শ্রীকৃষ্ণ-সেবা হয় দরশনে ॥  
 যদি কহ অংশীশ্বর বিভিন্নাংশ দ্বারে ।  
 মায়াবদ্ধ হএগা আমি স্ব-মায়া সংসারে ॥  
 মায়ার মোহন কার্য্য সহেন সতত ।  
 তাহার উত্তর শুন বেদাদি সন্মত ॥  
 অনাদি হইতে সর্ব্ব প্রভু-ভগবান ।  
 বিশ্বাধিকারিণী ভক্ত স্বরূপা আখ্যান ॥  
 স্ব-মায়াতে স্ব-দাক্ষিণ্য করিতে লজ্জন ।  
 সমর্থ নাহিক হন এইত কারণ ॥  
 দাক্ষিণ্যার্থে আনুকূল্য ভাব এই কর ।  
 যে ভাব পাইয়া মায়া স্ব-কার্য্য করয় ॥  
 মায়াতে দাক্ষিণ্য ভাব স্থাপন কারণ ।  
 কৃষ্ণের কৃপার ক্ষ্যতি নহে কদাচন ॥  
 নারা হৈতে বিভিন্নাংশ জীব সবাকার ।  
 যেই ভয় সমুৎপন্ন হয় অনিবার ॥

সেই ভয় হেতু ভীত বন্ধ জীবগণে ।  
 স্ব-সাম্মুখ্য করে কৃষ্ণ করুণা স্নিগ্ধগণে ॥  
 সাম্মুখ্যার্থে তদ্ব্যজন কর জীবচয় ।  
 যাহাতে মায়ার ভয় দূরীভূত হয় ॥  
 বহু বিভিমাংশে কৃষ্ণ মুক্ত, বন্ধ ভাবে ।  
 স্ব-লীলা সাধেন নিত্য আপন প্রভাবে ॥  
 পিতা বহু পুত্ররূপ করিয়া ধারণ ।  
 যেমন সতত করে স্ব-কার্য সাধন ॥  
 তৈছে বহু বিভিমাংশে ভগবান-হরি ।  
 স্ব-কার্য সাধন করে দিবা-বিভাবরী ॥  
 যৈছে বহু পুত্র একরূপ নাহি হয় ।  
 তৈছে বহু বিভিমাংশ জীব এই কয় ॥  
 নিত্য মুক্ত, বন্ধ জীব বহুত আছেয়ে ।  
 বন্ধজীব মুক্ত হয় কৃষ্ণের আশ্রয়ে ॥  
 উত্তমা ভক্তির দ্বারে কৃষ্ণ লাভ যেই ।  
 মুক্তিরূপা পরাসিদ্ধি কৃষ্ণপ্রিয়া সেই ॥  
 আত্যাশ্তিক সুখ যেই মুক্তি কহি তারে ।  
 কৃষ্ণ লাভে সেই সুখ কহিনু তোমাতে ॥  
 অন্য লাভে আত্যাশ্তিক সুখের অভাব ।  
 বেদশাস্ত্র করিলেন এই অনুভাব ॥  
 এ হেন পরমা মুক্তি লাভ করে যাঁরা ।  
 দুঃখাশ্রয়ানিত্য এই সংসারে তাঁহারা ॥



পুনর্জন্ম নাহি লভে কহিলাম সার ।

শ্রীমুখের আজ্ঞা এই গীতাতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

নামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাখতং ।

নাশুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাম্বতাঃ ॥ ৩৬ ॥

যজ্ঞাদি সকাম কৰ্ম্ম ফলে জীবগণ ।

ব্রহ্মাদি লোকেতে যদি করয়ে গমন ॥

সেই সব লোক হৈতে পুনঃ সংসারেতে ।

জন্ম লভে জীবগণ ভোগাবসানেতে ॥

ব্রহ্মলোক প্রভৃতির বিনাশ আছয় ।

অতএব তত্তদগত জীব সমুদয় ॥

ভোগ অবসানে এই মায়িক সংসারে ।

পুনর্ব্বার জন্ম লভে জানি শাস্ত্র দ্বারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতাভাষ্যে ।

ব্রহ্মণা সহ তে সৰ্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি সঙ্করে ।

পরন্তাস্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদং ॥ ৩৭ ॥

একবার কৃষ্ণ লাভ করিতে যে পারে ।

আর তার জন্ম নাহি হয় এ সংসারে ॥

আত্যাশ্রিত সুখ রূপ পরামুক্তি সেই ।

নিশ্চয় লভিল শ্রীমুখের আজ্ঞা এই ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

অব্রহ্মভুবনানোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোহর্জুন ।

নামুপেত্য তু কোন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥

সর্বভাবে লয় যেই কৃষ্ণের শরণ ।  
 কৃষ্ণের প্রসাদে সেই ভাগ্যবান জন ॥  
 সকাম সকল কর্ম বন্ধ বিমোচনী ।  
 পরা শান্তি লভে, কন শাস্ত্র শিরোমণি ॥  
 আর সেই জন পায় নিত্য নিরাময় ।  
 গোবিন্দের পরংপদ বৈকুণ্ঠ নিশ্চয় ॥  
 ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে !  
 অর্জুনে কহিল। হরি শ্রীমুখে আপনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।  
 মৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শাশ্বতং ॥ ৩৯ ॥

তেজগণ যার তেজে পরাভূত হয় ।  
 কৃষ্ণের পরম ধাম সেইত নিশ্চয় ॥  
 শ্রীবৈকুণ্ঠ নাম তার প্রকৃতি অতীত ।  
 সদানন্দময় সদা জড়াদি রহিত ॥  
 তদগত জীবের জন্ম নাহি হয় আর ।  
 শ্রীমুখের আজ্ঞা এই গীতাতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ ।  
 যদগ্ৰাহ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৪০ ॥

বন্ধ-মুক্তাবস্থা যাহা জীবের বিহিত ।  
 তোমারে কহিনু তাহা যথা শাস্ত্রোদিত ॥

মায়া নিজগুণে মোহে নিত্য জীবগণে ।  
 কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ এই মনে ॥  
 জীবগণ করু সদা আমার সেবন ।  
 মন্যায় হইতে তাতে পাইবে মোচন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণাভিলাষ মিথ্যা হইবার নয় ।  
 সেইত ভরসা বন্ধ জীবের আছয় ॥

তথাহি দশশ্লোকীভাষ্যে ।

অনাদি মায়া পরিমুক্তরূপং  
 হেনং বিদ্বর্ষে ভগবৎপ্রসাদা ।  
 বন্ধঞ্চ মুক্তঞ্চ কিলবন্ধ মুক্তং  
 প্রভেদ বাহ্যামথাপি বোধ্যং ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ কৃপা বারিদির এই পরিচয় ।  
 জীবের মোচন সদা বাসনা করয় ॥  
 কৃষ্ণ প্রিয়োত্তম প্রভু শ্রীজীব গোস্বামী ।  
 যাহা লিখিলেন তাহা কহিলাম আমি ॥  
 বালিশাগ্রগণ্য মুঞি সদা ভক্তি হীন ।  
 কৰ্ম্ম জড় তনু তাতে অতিশয় ক্ষীণ ॥  
 সৰ্ব্বকার্য্যাক্ষম তনু মনের উল্লাসে ।  
 জীবের বন্ধাভবস্থা করিষু প্রকাশে ॥  
 যাহে জীব সমুদয় বন্ধ-মুক্ত হয় ।  
 যথাজ্ঞান প্রকাশিষু সেই সমুদয় ॥

বিস্তার শুনিবে পরে কোন প্রিয় দ্বারে ।  
 তত্রাপি কৃষ্ণের ইচ্ছা कहিনু তোমাংরে ॥  
 বন্ধ মুক্তাবস্থা দুই জীবের বিহিত ।  
 সম্বন্ধ তত্ত্বতে তাহা হৈল বিকশিত ॥  
 অষ্টমে করিব ভক্তি তত্ত্ব সংকীৰ্ত্তন !  
 যদি মোর ইহা মধ্যে না হয় মরণ ।  
 শ্রী গুরু জাহ্নবী হরি করিয়া শরণ !  
 সপ্তম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥  
 সম্পূর্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব য়ার রূপেক্ষণে ।  
 সেই প্রভু জয়যুক্ত হউন সগণে ॥  
 প্রভু দীননাথ পাদপদ্ম করি আশ ।  
 দশমূল রস কহে তদাসানুদাস ॥

ইনি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা

বিরচিতৈ দশমূলরসে জীবানাং বন্ধমুক্তাবস্থা ভেদ

নিক্রপণং নাম সপ্তম মূলং ॥ ৭ ॥

# অষ্টম মূলং ।



কৃদ্ধা যদর্চনং জীবঃ প্রাপ্নোতি ভক্তি সৎফলং ।

মন্ত্ররূপঞ্চ তং কৃষ্ণং রাধেশং সমুপান্নহে ॥ ১ ॥

হরিভাবাবেশং ভাবুকবরেশং ।

রাসরসবুধং ভজ হলায়ুধং ॥ ৬ঃ ॥

কুলের ঠাকুর বন্দ কাণাই বলাই ।

নবদ্বীপ পূর্ণ বিধু ঠাকুর নিমাই ॥

বৈষ্ণবের ধন বন্দ প্রভু নিত্যানন্দ ।

ঠাকুর অদ্বৈত বন্দ গৌর প্রেমানন্দ ॥

বৈষ্ণবের কুল বন্দ প্রভু গদাধর ।

শ্রীবংশীবদন বন্দ গৌর প্রিয়ঙ্কর ॥

শ্রীবাস পণ্ডিত বন্দ বৈষ্ণব প্রবর ।

রূপ, সনাতন বন্দ প্রভুর দোসর ॥

শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট বন্দ সমাদরে ।

প্রভু রামচন্দ্র বন্দ পরি ভূমিপরে ॥

অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ভক্তের চরণ ।

বিশেষ সামান্যরূপে করিশু বন্দন ॥

স্ব-সুত সম্পদ সেব্য বিপদভঞ্জন ।

শুভদ, সুখদ পিতৃ-মাতৃ শ্রীচরণ ॥

আখিনীরে অভিষেক করিয়া ভক্তিতে ।  
 ধরণী লুণ্ঠনে বন্দ সান্টাজ বিধিতে ॥  
 প্রিয় বন্ধুগণ বন্দ নয়ন-রঞ্জন ।  
 যথাযোগ্য ভাবে বন্দ বিশ্ব জীবগণ ॥  
 কৃষ্ণলীলা পুষ্টিকারী পায়ণ চরণ ।  
 দশে তৃণ ধরি বন্দ সদা সর্বক্ষণ ॥  
 অষ্টম মূলেতে অভিধেয় তত্ত্ব কথা ।  
 কহিব তোমারে বেদাদিতে উক্ত যথা ।  
 জীব আর ঈশ্বরের ভিন্নত্ব কারণ ।  
 ঈশ্বরে জীবের ভক্তি নিত্য প্রয়োজন ॥  
 জীবেশ্বর ভিন্ন মাত্র কেবল না হয় ।  
 কৃষ্ণের অধীন জীব সর্বদা আছয় ॥  
 অধীনত্ব হেতু ভক্তি কর্তব্য নিশ্চয় ।  
 “অতএবেত্যাদি” সূত্র ভাষ্যে এই কয় ॥  
 মায়াশ্রয় কৃষ্ণ মায়া মুখ্য জীবগণ ।  
 এ হেতু ঈশ্বর জীবে ভেদ বিলক্ষণ ॥  
 মায়া মোহ নিবারক জীবের শ্রীহরি ।  
 এ লাগি হরিতে ভক্তিসুপ্ত ব্যাখ্যা করি ॥  
 সৎগুরু প্রসাদে কৃষ্ণ তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ে ।  
 দেহাদি মমতা পাশ ছিণ্ডে স্ননিশ্চয়ে ॥  
 মায়াপাশ ছিন্নে সেই পাশ জন্ম ক্লেশ ।  
 সমূলে বিনষ্ট হয় কহিমু বিশেষ ॥

তবে জীব জন্ম মৃত্যু স্বরূপ অপার ।  
 সংসার সাগরোত্তীর্ণ হয় এই সার ॥  
 তবে গোবিন্দের নিত্য অভিধান দ্বারে ।  
 লিঙ্গ শরীরের নাশ হয় একবারে ॥  
 তবে শুদ্ধ সত্ত্বময় প্রকৃতি অতীত :  
 ভাগবত পদ জীব লভয়ে নিশ্চিত ॥  
 তখন সম্পূর্ণ হয় স্মীয় অভিলাষ ।  
 শ্বেতান্বতরেতে এই আছে সুপ্রকাশ ॥  
 কৃষ্ণজ্ঞান আর মায়া পরিহার তরে ।  
 কৃষ্ণেতে জীবের ভক্তি প্রয়োজন করে ॥  
 অহং মম ইত্যনিত্য জ্ঞান দৃষ্টে যার ।  
 সেই ত কৃষ্ণের মায়া গুণময্যাপার ॥  
 হেন মায়াত্তীর্ণ হৈতে বাসনা যাহার ।  
 গুৰ্ব্বাদিষ্টরূপে কৃষ্ণ সেবনীয় তার ॥  
 মায়াধীশ কৃষ্ণাশ্রয় বিনা অন্য দ্বারে ।  
 মায়া পার কোনজন হইতে না পারে ॥

তথাহি নংকৃত সারসংগ্রহে ।

অহং মমেত্যজ্ঞানং যতী ঈক্ষণশক্তিতঃ ।  
 ভবতি সা হরেৰ্গায়া ত্রিগুণা বিশ্বমোহিনী ।  
 তৰ্ত্তুমিচ্ছসি চেন্মায়্যাং গুৰ্ব্বাক্ষারূপতত্ত্বদা ।  
 ভজরে ভজরে নৃঢ় মায়াধীশং হরেঃপদং ॥ ২ ॥

আর অবিচ্ছেদানন্দ ভোগের কারণ ।  
 কৃষ্ণেতে জীবের ভক্তি অতি প্রয়োজন ॥  
 সর্বানর্থ উপশম করিবার তরে ।  
 অধোক্ষজে ভক্তিয়োগ প্রয়োজন করে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তিয়োগমধোক্ষজে ।  
 নোকৃত্যজানতো ব্যাসশ্চক্রে সাত্ততসংহিতাং ॥ ৩ ॥

যত্বপিহ তৎসাদৃশ্য জীবের আছয় ।  
 তথাপি তৎপ্রতি ভক্তি কর্তব্য নিশ্চয় ॥  
 তাহাতে দৃষ্টান্ত এই কহে ঋষিগণ ।  
 জল বিনা স্নেহ নাহি সম্ভবে কখন ॥  
 সেই রূপ ভক্তি বিনা জ্ঞান হৈতে নারে ।  
 জ্ঞান শব্দে কৃষ্ণজ্ঞান কহিনু তোমায়ে ॥  
 অতএব কৃষ্ণভক্তি মাত্র প্রয়োজন ।  
 ভক্তি বিনা কৃষ্ণ জ্ঞান নহে কদাচন ॥  
 “অম্বুবদেত্যাদি” সূত্র ব্যাখ্যায় পুরাণ ।  
 ঐছে ভাব প্রকাশেন কর অবধান ॥

তথাহি পান্দে ।

সহস্রা বুদ্ধি ভক্তিস্তস্নেহ পূর্বাভিধীয়তে ।  
 তথৈব বাজতে সমাগজীবরূপং সুখান্নকং ॥ ৪ ॥  
 অত্যাস্তিক সুখ লাভে হেতু ভক্তি হয় ।  
 অতএব “ভক্তি জিজ্ঞাসাদৌ” সূত্র কয় ॥



আত্মাস্তিক সুখলাভ কৃষ্ণানুসেবন ।  
 অপরোক্ষ ভাবে এই কহে ভক্তগণ ॥  
 পরোক্ষ স্বভাব কৃষ্ণ ভক্তের ভক্তিতে ।  
 অপরোক্ষ হন নিত্য কহিষু নিশ্চিতে ॥  
 কৃষ্ণানুসেবন দ্বারে কৃষ্ণ কৃপাশক্তি ।  
 ভক্ত হৃদে সমুদিত হয় এই ব্যক্তি ॥  
 সেই কৃপা শক্তি হৈতে কৃষ্ণের দর্শন ।  
 নিশ্চয় হইয়া থাকে বেদের লিখন ॥  
 যদ্রূপ পরোক্ষরূপ ষড়্ভূতাদি স্বরে ।  
 সদানুশীলন দ্বারে গায়ক প্রবরে ॥  
 শ্রাবণ প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ প্রকার ।  
 কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত কৃষ্ণ হেরে অনিবার ॥  
 “প্রকাশশ্চেত্যাতি” সূত্র অর্থে এই কয় ।  
 ধ্যানাভ্যাস হেতু ধাতাতদ্রূপ দেখয় ॥  
 যথামত হয় যদি রাগানুশীলন ।  
 প্রত্যক্ষ তাহার ধর্ম্য হয় দরশন ॥  
 সকলের চিত্ত রঞ্জে সর্বদুঃখ নাশে ।  
 রাগের স্বভাব এই শাস্ত্রেতে প্রকাশে ॥

তথাহি শ্রীসংগীত দামোদরে ।

বৈষ্ণব চেতাংসি রজ্যন্তে জগজ্জিতস্ববর্জিনাং ।  
 তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥  
 মন্থ শ্রবণ মাত্রেণ রজ্যন্তে সকলাঃ প্রজাঃ ।  
 সর্সাপরঞ্চনাক্কেতোস্তেন রাগ ইতিস্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

রাগ অধিষ্ঠাতৃ দেবমূর্ত্ত সমুদয় ।  
 রাগানুশীলনে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় ॥  
 রাগেতে রঞ্জিত হয় সকল হৃদয় ।  
 এই সব জানি ব্রজ গোপীকা নিচয় ॥  
 কৃষ্ণের প্রত্যক্ষ আশে বৃন্দারণ্যে রাসে ।  
 কৃষ্ণগুণ গান করে ভাবের উল্লাসে ॥

তথাহি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে ।

ইতি গোপ্যঃ প্রণায়স্তাঃ প্রলপস্ত্যশ্চ চিত্রবা ।  
 ককহঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণ দর্শন লালসাঃ ॥ ৬ ॥  
 যথা গান্ধারাদিরাগ স্বরূপালাপনে ।  
 রাগ অধিষ্ঠাতৃগণ দেয় দরশনে ॥  
 তথা শুদ্ধা প্রেমভক্ত্যানুকূল্য-সেবনে ।  
 মূর্ত্ত ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণ দেন দরশনে ॥  
 মূর্ত্ত ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান ।  
 শ্রীসচ্চিদানন্দ, হীন হান উপাদান ॥  
 ওহে বৎস ! তথা আনুকূল্যানুশীলনে ।  
 পরোক্ষ স্বভাব হরি হয় দরশনে ॥  
 কৃষ্ণ সন্দর্শনে হয় প্রেম্যানন্দোদয় ।  
 যার আগে মোক্ষ আদি কিছু না লাগয় ॥  
 ভক্তির চরম ফল প্রেম্যানন্দ ভোগ ।  
 এ লাগি কর্তব্য কৃষ্ণে নিত্য ভক্তিয়োগ ॥

মোক্ষাদি ভক্তির হয় অবাস্তুর ফল ।  
 এইত সিদ্ধাস্ত করে বেদাদি সকল ॥  
 ক্লেশগ্রী, শুভদা, মোক্ষ লঘুতাকারিণী ।  
 দুঃখতা, সাম্প্রানন্দদা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

ক্লেশগ্রী শুভদা মোক্ষলঘুতাকং সুদুঃখতা ।  
 সাম্প্রানন্দ বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥ ৭ ॥

পাপ, পাপবীজ আর অবিজ্ঞা ভেদেতে ।  
 ত্রিবিধ প্রকার ক্লেশ কহেন শাস্ত্রেতে ॥  
 প্রারক-প্রারক ভেদে পাপ দ্বি-প্রকার ।  
 প্রারক পাপের ভেদ শুনহ বিস্তার ॥  
 দুর্জ্ঞাতিতে জন্ম আদি ক্লেশ সমুদয় ।  
 যাহার দ্বারেতে ভোগ অবিরত হয় ॥  
 সেইত প্রারক পাপ কহিষু তোমারে ।  
 কলোন্মুখ বলি শাস্ত্রে লিখিল যাহারে ॥  
 অদৃষ্ট স্বরূপে বাহ্য আত্মাতে রহয় ।  
 অপ্রারক পাপ সেই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 অনাদি অনন্ত অপ্রারক পাপে কহে ।  
 শ্রীকৃষ্ণের বাক্য এই কড়ু মিথ্যা নহে ॥  
 কলোন্মুখ শব্দার্থেতে প্রারক কহয় ।  
 প্রারকহোন্মুখ যেই তারে বীজ কয় ॥

প্রারব্ধের হেতু সেই বীজেরে জানিবে ।  
 বীজের কারণ কুট ইহাই মানিবে ॥  
 যাহে কুটস্থাদি কার্যাবস্থারক নাই ।  
 সেই অপ্রারক পাপ জানিহ সদাই ॥  
 সকলের মর্শ্ব অর্থ করহ শ্রবণ ।  
 অপ্রারক আদি বীজ স্বরূপে লিখন ॥  
 অকুরোৎপাদনাবস্থা কুট তার হয় ।  
 বীজ-শাখা-পল্লবাদি স্বরূপ নিশ্চয় ॥  
 এ হেতু প্রারক কল প্রসব উন্মুখ ।  
 ব্রহ্মের সদৃশ হয় জানিহ সুমুখ ॥  
 অবিন্ধ্যা শব্দেতে মায়া, অজ্ঞানাদি কয় ।  
 শুভ শব্দে বিশ্বপ্রিণাদি এই হয় ॥  
 আদি পদে সদগুণাদি সকল জানিহ ।  
 সুখ বৈষয়িক, ত্রাক্ষ, ঐশ্বর মানিহ ॥  
 ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বিধ যেই ।  
 তৃণসম জ্ঞান হয় কহিলাম এই ॥  
 মোক্ষলঘুতাকৃদর্থ এইত নিশ্চয় ।  
 স্ব-শাস্ত্রে শ্রীপ্রভু রূপ ইহাই লিখয় ॥  
 বহু সাধনেতে শীঘ্র লভ্য নাহি হয় ।  
 আশু নাহি দেয় হরি শ্রীনারদ কয় ॥  
 এই দুই হেতু শাস্ত্রে সুদুর্লভ্য কহে ।  
 শ্রীরূপের বাক্য এই কভু মিথ্যা নহে ॥

ভক্তি সুখ অন্তোধির পরমাণু স্থায় ।  
 ব্রহ্মানন্দ ভক্ত কাছে সর্বক্ষণ ভায় ॥  
 সান্ত্রানন্দদার এই অর্থ নিরূপণ ।  
 কৃষ্ণাকর্ষণীর অর্থ করহ শ্রবণ ॥  
 প্রিয়বর্গ সহ কৃষ্ণে করি আকর্ষণ ।  
 আপন বশেতে রাখে সদা সর্বক্ষণ ॥  
 ভক্তির স্বভাব এই ষড়্‌বিধ প্রকার ।  
 স্ব-শাস্ত্রে শ্রীপ্রভু রূপ করিলা প্রচার ॥  
 ষড়্‌বিধ গুণের মধ্যে পঞ্চগুণ যাহা ।  
 জ্ঞানেতে অপূর্ণভাবে দৃষ্ট হয় তাহা ॥  
 পূর্ণরূপে পঞ্চগুণ ভক্তিতে আছয় ।  
 ষড়্‌গুণ কৃষ্ণাকর্ষণী জ্ঞানে নাহি রয় ॥  
 জ্ঞানেতে স্থলভা মুক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয় ।  
 বস্ত্র আদি পুণ্য কর্ম্মে ভোগ মাত্র হয় ॥

তথাহি তন্ত্রে ।

জ্ঞানতঃ স্থলভা মুক্তিভুক্তির্ভজাদি পুণ্যতঃ ।  
 সেয়াং সাধন সাহস্রৈহরিভক্তিঃ সূক্ষ্মভা ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী শক্তি ভক্তির কেবল ।  
 জ্ঞানাদির ফল মুক্তি প্রভৃতি সকল ॥  
 কেবল ভক্তিতে সেই পরব্রহ্ম হরি ।  
 নন্দাদির গৃহে রন কহিলু বিবরি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

যুয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা  
লোকং পুনান্না মনয়োহভিযন্তি ।  
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষা-  
দগৃঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যালিঙ্গং ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণে আকর্ষণ করি ভক্তির দ্বারেতে ।  
শ্রীমন্দ, পাণ্ডব আদি স্ব-স্ব ভবনেতে ॥  
আপ্তাধীন করি কৃষ্ণে করিলা সেবন ।  
শাস্ত্র-বিজ্ঞে এই কথা করেন কীর্ত্তন ॥  
অতএব জ্ঞান আদি করিয়া বর্জ্জন ।  
শুদ্ধ ভক্তি গ্রাহ করে ভাগ্যবান জন ॥  
সর্বানর্থনাশি ভক্তি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ।  
জীবের করান এই কহিলাম সার ॥  
পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার ভক্তি বিনে ।  
কদাপি নাহিক হয় কহেন প্রবীণে ॥  
এই সব হেতু দ্বারে শাস্ত্র বিজ্ঞে কয় ।  
জীবের শুদ্ধৈকাভক্তি বরণীয় হয় ॥  
শ্রীমন্মুচুকুন্দাখ্যানে মুনিবর ব্যাস ।  
শ্লোকটিতে ভক্তিগ্রাহ করিলা প্রকাশ ॥  
সেই আট শ্লোক হয় ভাগবত সার ।  
সন্দর্ভ বিস্তার ছায়ে না করি বিস্তার ॥

জীবের শুদ্ধৈক্যভক্তি কর্তব্য নিশ্চয় ।  
 বহু হেতু ঘারে তাহা করিষু নির্ণয় ॥  
 ভক্তির নিত্যতা এবে করহ শ্রবণ ।  
 বাহ্যতে হইবে তুয়া আনন্দিত মন ॥  
 যেই কালাবধি এই বিশ্ব জীবগণ ।  
 বিষ্ণুভক্তি সুধারস না করে সেবন ॥  
 সেই কালাবধি বিশ্ব জীব সমুদয় ।  
 মায়াময় সংসারেতে ভ্রমণ করয় ॥  
 সকল রসের সার হরি-রস হয় ।  
 ভক্তি সহ তার যেই না করে আশ্রয় ॥  
 সেই জরা-মরণাদি ব্যসন নিচয় ;  
 পুনঃ পুনঃ ভোগ করে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 জরা আদি শত দুঃখ জন্ম হেতু বাহ্য ।  
 বহু জন্ম ধরি সেই ভোগ করে তাতা ॥  
 নরক প্রভৃতি রূপ গ্রহার তাহার ।  
 পুনঃ পুনঃ হয় এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমদ্রিভক্তিবিলাসে ।

দাবজ্জনো ভজতি নো ভূবি বিষ্ণুভক্তি  
 বার্তা সুধারস বিশেষ রসৈকসায়ং ।  
 তাবজ্জরামরণজন্মশতাভিঘাত  
 দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ ১০ ॥

অত্যন্ত দুর্ভাগ্য লোক জগতে বাহারা ।  
 পরম শ্রেষ্টের পন্থা ভক্তিকে তাহারা ॥  
 পরিত্যাগ করি বোধ লাভের কারণ ।  
 বেদ পঠনাদি ক্রেশ করে সর্বক্ষণ ॥  
 ক্রেশ মাত্র অবশেষ সেই সবাকার ।  
 ফলে লাভ কিছু নহে কহি বার বার ॥  
 যৈছে সারহীন স্থল তুষাবঘাতনে ।  
 তগুল নাহিক লাভ হয় কদাচনে ॥  
 হস্তাদি বেদনা মাত্র ফলে লাভ হয় ।  
 প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত এই ভাগবতে কয় ॥  
 তৈছে কৃষ্ণভক্তি যারা করিয়া বর্জন ।  
 জ্ঞানলাভ জন্য ক্রেশ করে অমুক্ষণ ॥  
 তাহাদের ক্রেশ ফল লাভ অবশেষ ।  
 ভক্তির অধীন জ্ঞান কহিনু বিশেষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদয়ং তে বিভো  
 ক্রিশ্চিন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে ।  
 তেষামসৌ ক্রেশল এব শিষ্যতে  
 নাত্তদ্বথা স্থলতুষাবঘাতিনাং ॥ ১১ ॥

যৈছে পিতৃ-মাতৃ অনাদরে অধোগতি ।  
 তৈছে কৃষ্ণ অনাদরে জানিহ দুর্গতি ॥



শ্রীভগবানের মুখ-বাহুরু-চরণে ।  
 আশ্রমের সহ চারি বর্ণ অনুক্রমে ॥  
 সমুৎপন্ন হইয়াছে ভাগবতে কয় ।  
 অতএব ভগবান জনক নিশ্চয় ॥  
 সেই চারি বর্ণমধ্যে যেই সবজন ।  
 স্ব-স্ব পিতা ভগবানে না করে ভজন ॥  
 কিংবা তাঁহে কভু নাহি চাহে জানিবারে ।  
 অপবা জানিয়া সদা অবজ্ঞা প্রচারে ॥  
 বর্ণাশ্রম ভ্রষ্ট হঞা সেই সব জন ।  
 নিশ্চয় নিশ্চয় করে নরকে গমন ॥

তথাহি শ্রীমদ্রাগবতে ।

নৃপবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষশ্রমৈঃ সহ ।  
 চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্কিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥  
 য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাস্মৈ প্রভবমীধরং ।  
 ন ভজন্ত্যবজ্ঞানন্তি স্থানাদ্বৃষ্টাঃ পতন্ত্যদঃ ॥ ১০ ॥

অস্মদ্ব্য সতত বিষ্ণু জীব সবাকার ।  
 বিস্মদ্ব্য নহে কভু কহিলাম সার ॥  
 সকল নিমেষ, বিধি কিস্কর ইহার ।  
 ভক্তির নিত্যই এই করিশু প্রচার ॥  
 সকল বর্ণের, সর্ববিশ্রমীর পক্ষেতে ।  
 এই বিধি নিত্য কহে সকল শাস্ত্রেতে ॥

তথাহি পাশ্চে ।

অর্থব্যঃ সততং বিষ্ণুর্কিস্তর্থব্যো ন জাতুচিৎ ।  
সর্কে বিধিনিষেধাঃ স্ম্যয়েতরোরৈব কিস্করাঃ ॥  
ইত্যাসৌ স্যাৎবিধিনিত্যঃ সর্কবর্ণাশ্রমাদিষু ।  
নিত্যত্বেহপ্যস্তু নির্নীতমেকাদশাদিবৎ ফলং ॥ ১৩ ॥

নিত্যপ্রযুক্ত ভক্তি কর্তব্য নিশ্চয় ।  
অকরণে প্রত্যবায় সর্বশাস্ত্রে কয় ॥  
ভক্তির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ ।  
যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥  
যাহাদের দ্বারে শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ।  
সদা সর্বক্ষণ হুদে অমুভূত হয় ॥  
সেই সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারে সর্বক্ষণে ।  
সঙ্গমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীনন্দ-নন্দনে ॥  
স্বাভাবিকী বৃত্তি যেই প্রসরণ হয় ।  
তাহারে নিকামা ভাগবতী ভক্তি কয় ॥  
শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষেতে তাহাই ।  
মুক্ত্যপেক্ষা গরীয়সী লিখিলা গোঁসাই ॥  
ইন্দ্রিয় গণের ঐচ্ছ বৃত্তি সমুদয় ।  
বেদোদিত কর্ম্ম বিনা হইতে না রয় ॥  
বেদোদিত কর্ম্মে যবে প্রবৃত্তি জন্ময় ।  
তবে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ক্লমগত হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিক কল্পণাং ।  
সহ এবৈকমনসোবৃত্তিঃ স্মৃতিবিকী তু যা ।  
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধৈর্গরীয়সী ॥ ১৪ ॥

ভক্তি অনুকূল কল্প বেদোদিত যাহা ।  
বেদোদিত কল্প শব্দে বুঝিবেক তাহা ॥  
ভক্তির লক্ষণ এই হৈল সমাপন ।  
ভক্তির স্বরূপ এবে করহ শ্রবণ ॥  
আত্মমুখ হেতু যাহা হয় দরশন ।  
সেই হেতু শূন্য চিত্ত, তদগত জীবন ॥  
কর্মাদির ব্যবধান সম্পূর্ণ রহিত ।  
মনের সর্বদা গতি তজ্জপে নিশ্চিত ॥  
ভক্তির স্বরূপ এই কহিনু তোমায় ।  
সাক্ষাৎসাক্ষী সেই ভক্তি স্বরূপে জানায় ॥  
অব্যবহিতার্থে ভক্তি স্বরূপ লিখয় ।  
স্বরূপার্থে সাক্ষাৎসাক্ষী আরোপিত নয় ॥

তথাহি শ্রীতৃতীয় স্বর্গে ।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।  
সালোক্যসাষ্টিসামীপ্যসাক্ষৈক্যমপ্যুত ॥  
দীর্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ।  
স এব ভক্তিবোধ্যাত্ম আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ॥ ১৫ ॥

সালঙ্কতা গঙ্গা যথা অবচ্ছিন্ন ভাবে ।  
 বিনির্গত হয় নিজ নির্মূল স্বভাবে ॥  
 তৈছে কৃষ্ণগুণ আদি শ্রবণ মাত্রেতে ।  
 মনের বিশিষ্ট গতি যেই শ্রীকৃষ্ণেতে ॥  
 কৃষ্ণ সর্ব গুহাশয় হেতু সর্বাশ্রয় ।  
 সর্বপ্রিয়, সর্বসেব্য, শর্যদ, বিষয় ॥  
 আস্তুর ভক্তির সেই স্বরূপ লক্ষণ ।  
 বিস্তার রূপেতে শুন তার বিবরণ ॥  
 সেই হেতু কৃষ্ণগুণ আদির শ্রবণে ।  
 অবচ্ছিন্নভাবে মন কৃষ্ণের চরণে ॥  
 গতিপ্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তির স্বরূপ ।  
 বিচারি কহেন এই রূপ কবিভূপ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

মদগুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়িসর্ব গুহাশয়ে ।  
 মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসৌহৃদৌ ।  
 লক্ষণং তত্ত্বিযোগস্য নিগুপ্তহৃদাদিতং ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণপদে অবচ্ছিন্ন মনের যে গতি ।  
 ভক্তির স্বরূপ সেই কহে পশুপতি ॥  
 সমুদ্রে গঙ্গার গতি দৃষ্টান্ত তাহার ।  
 ভাগবত আদিশাস্ত্র দেন বার বার ॥  
 অবচ্ছিন্নভাব অর্থ কহিব তোমায়ে ।  
 রামানুজ আদি যাহা ভাষ্যেতে প্রচারে ॥

যৈছে তৈল, মালাধারা হয় প্রবাহিত ।  
 স্ব-স্ব আধারের সহ হইয়া মিলিত ॥  
 তৈছে কৃষ্ণপদে যেই মন সর্ব্বক্ষণ ।  
 বিচ্ছেদ রহিত হঞা করয়ে গমন ॥  
 ভক্তির স্বরূপ সেই জানিহ নিশ্চয় ।  
 য স্ব ভাষ্যে রামানুজ প্রভৃতি লিখয় ॥  
 স্নানাদিনী শক্তির বৃত্তি সাক্ষারূপা যেই ।  
 ভক্তির স্বরূপ স্পষ্ট কহিলাম এই ॥  
 এই হেতু ছায়ারূপা ভক্তিকে কহয় ।  
 শ্রীনারদ বাক্য ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি পাদ্যে ।

পোষণং তেন রূপেণ বৈকুণ্ঠে প্রকরোষি চ ।  
 ভ্রমোভক্ত বিপোষায় ছায়ারূপং তয়াকৃতং ॥ ১৭ ॥

স্বরূপে বৈকুণ্ঠে ভক্তে করেন পোষণ ।  
 পৃথিবীস্থ ভক্তগণে করিতে পালন ॥  
 ছায়ারূপা হয় ভক্তি করিষু কীর্ত্তন ।  
 ছায়া শব্দে প্রতিবিশ্ব কহে বুধগণ ॥  
 বিশ্ব বিনা প্রতিবিশ্ব অসম্ভব হয় ।  
 বিশ্ব প্রতিবিশ্বে স্বরূপাংশে এক কয় ॥  
 অতএব সেথা এথা একরূপ জানি ।  
 তাহাছে প্রমাণ গোপীগণ এই মানি ॥

সাধক সিকের কৃষ্ণসেবা প্রকরণে ।  
 বিচারি কহিল। পূর্ব পূর্ব মহাজনে ॥  
 অচিতে কারাদি দ্বারা সাধিবেক যাহা ।  
 চিতে আশাস্বরূপেতে লভিবেক তাহা ॥  
 অচিতে সামান্যরূপে, চিতে পূর্ণভাবে ।  
 লভিবে সম্পূর্ণ সেবা স্বরূপ-স্বভাবে ॥  
 অচিতে কারাদি দ্বারা না সাধিবে যাহা ।  
 চিতে স্ব-স্বরূপে ক্ষুণ্ণ না হইবে তাহা ॥  
 চিৎ প্রতিকলনাচিত জানিবে নিশ্চয় ।  
 “চিদচিন্মিত্রিত” তেত্রিঃ শ্রীজীব বিখ্য ॥  
 চিদচিতে তিন সেবা সমান প্রকাশ ।  
 চিতে পূর্ণাচিতে নূন রূপের আভাস ॥  
 এথা যাহা সেথা তাহা কিছু নাহি ভেদ ।  
 এথা মায়া প্রত্যাখিত কহে যত বেদ ॥  
 ভাগ্যবান স্নিগ্ধ শিষ্য বিনা অশুভনে ।  
 এ সব রহস্য নাহি বুঝিবে কখনে ॥  
 অস্নিগ্ধ শিষ্যের নাহি ইথে অধিকার ।  
 শ্রীগুরু প্রসাদে ক্রমে হৈতে পারে তার ॥  
 এথা ষণ্ডানন্দ সেথা পূর্ণানন্দ জানি ।  
 এই হেতু ন্যূন, পূর্ণবলিয়া বাখানি ॥  
 স্নিগ্ধ গুরু প্রসাদেতে এই সব তত্ত্ব ।  
 ক্ষুণ্ণ হই শিষ্য কদে কহিলাম সখ ॥

হ্লাদিনীর কৃষ্ণানন্দকরী বৃত্তিগণ ।  
 গোপীরূপে সমুদিতা শান্তের লিখন ॥  
 কৃষ্ণ বশঙ্করী বৃত্তি হ্লাদিনীর যেই ।  
 ভক্তি নাম হয় তাঁর কহিলাম এই ॥  
 হ্লাদিনীর অংশ ভক্তি-গোপীগণ হয় ।  
 সিদ্ধাস্ত বচন এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণপ্রিয় শক্তি ভক্তি হয় অতিশয় ।  
 তেত্রি ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধব সবে কর ॥  
 পরোক্ষ স্বভাব হরি ভক্তির কর্ণে ।  
 ঋটিতি দর্শন দেন কহে ভক্তগণে ॥

তথাহি পাদে ।

নৃণাং জন্ম সহস্রৈব ভক্তোঽধীতিহি জায়তে ।  
 কলৌভক্তিঃ কলৌভক্তির্ভক্ত্যা কৃষ্ণঃ পূরস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥

অন্তর প্রত্যক্ষে হ্লাদিনীর বৃত্তি রহে ।  
 এ হেতু স্বরূপ দুই শাস্ত্রবিজ্ঞে কহে ॥  
 অন্তর স্বরূপ আর স্বরূপ প্রত্যক্ষ ।  
 দুইত স্বরূপ কহে বেদ সর্ব দক্ষ ॥  
 অন্তর স্বরূপে ভক্তি সদা সর্বক্ষণ ।  
 কৃষ্ণেতে মনের গতি করেন সাধন ॥  
 প্রত্যক্ষ স্বরূপে রহি কৃষ্ণপ্রিয় স্থানে ।  
 কৃষ্ণানন্দ, ভক্তানন্দ করেন আদানে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ঐশ্বর্যভক্তিঃ প্রিয়া তস্মৈ সততং প্রাণতোহধিকা ।  
তয়াহতোহপি ভগবান্ যাতি নীচ গৃহেষপি ॥ ১৯ ॥

চিন্মূর্তি পরমানন্দ সরব-সুন্দরী ।  
শ্রীকৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণ নগর-নাগরী ॥  
ভক্তির স্বরূপ এই চিত্রপ শ্রীহরি ।  
স্বরূপে স্বজিলা নিজ শক্ত্যে কৃপা করি ॥  
ভক্তির স্বরূপ এই জানিহ নিশ্চয় ।  
সত্য সঙ্কল্পের সৃষ্টি মিথ্যা কভু নয় ॥

তথাহি পাদ্মে ।

ইতি নিশ্চিত্য চিত্রপঃ স্বরূপাং যাং সমর্জ্জহ ।  
পরমানন্দ চিন্মূর্তিং সুন্দরীং কৃষ্ণবল্লভাং ॥ ২০ ॥  
অস্তুর প্রত্যক্ষে ভক্তি ভক্তের পোষণ ।  
কৃষ্ণ আঞ্জা অনুসারে করে সর্বক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বহ্নাজলিং অগ্নিপৃষ্ঠঃ কিং করোমীতি চৈকদা ।  
তাং তদাঙ্গাপয়ৎ কৃষ্ণো নমস্কৃত্য পোষয়েতি চ ॥ ২১ ॥  
নবীনা নাগরী যৈছে নবীন নাগরে ।  
নানাভাব ভঙ্গ্যাদিতে বশীভূত করে ॥  
তজ্জপ নবীনভক্তি নওল কিশোরে ।  
বশীভূত করে সদা কহিলাম তোরে ॥



সতত নবীনাভক্তি হরিধাম গণে ।

শৌমকে কহেন ইহা সূত তপোধনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বৃন্দাবনং পুনঃপ্রাপ্য নবীনেন সুরূপিনী ।

জাতাহং যুবতী সম্যক্ প্রেষ্ঠরূপাত্ৰ সাম্প্রতং ॥ ২২ ॥

গোকুল সম্ভবাত্তক্তি গোকুল পালিকা ।

গোকুল বিধুর প্রিয়া তদজিহ্বে সেবিকা ॥

গোকুল মোহিনী দেবী গোকুল-রঞ্জনী !

গোকুলে গোবিন্দপ্রদা মুক্ত্যাদি গঞ্জনী ॥

যথা স্বাহ্লাদিনী শক্তি বৃত্তি সহ হরি ।

ব্রজে নিত্যলীলা করে নানা ভাব ধরি ॥

তথা স্বাহ্লাদিনী শক্তি বৃত্তিতে শ্রীহরি ।

অস্তুর্বাহে লীলা করে দিবস সর্ববরী ॥

যথা নিজ প্রতিবিশ্বে হইয়া বিভ্রম ।

ক্রীড়া করে শিশুগণ করি ক্রীড়া ক্রম ॥

তথা কৃষ্ণ স্বাহ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিতে ।

অস্তুর্বাহে ক্রীড়া করে কহে বেদাদিতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এবং পরিষদকরাভিমর্শ

নিষ্কোণোদ্যাম বিলাসহাটসৈঃ ।

য়েমে রমেশো ব্রহ্মসুন্দরীভি-

যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রমঃ ॥ ২৩ ॥

হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি গোপী-ভক্তি হয় ।  
 “সর্ব লক্ষ্মীময়ীত্যাদি” বাক্যে এই কয় ॥  
 যৈছে গোপী অন্তর্বাহে করি অবস্থান ।  
 কৃষ্ণপ্রীতি লাগি কৃষ্ণে সেবে অবিশ্রাম ॥  
 তৈছে ভক্তি অন্তর্বাহে কৃষ্ণসেবা করে ।  
 ইহার মর্ম্মার্থ জাগে ভক্তের অন্তরে ॥  
 ভক্তির সরূপ দুই কহিনু তোমাতে ।  
 যার পুত্র জ্ঞান আর বৈরাগ্য প্রচাবে ॥  
 শ্রীভক্তির অনুভূতা দাসী মুক্তি হয় ।  
 যার অনুগত জ্ঞানী গণ এই কয় ॥

তথাহি গান্ধে ।

অঙ্গীকৃতং ভয়াতর্থে প্রসমোহভূক্করিশ্রদা ।  
 মুক্তিদাসীং দদৌ ভূত্যং জ্ঞানবৈরাগ্যকারিণি ॥ ২৪ ॥

ভক্তি প্রতি নিত্য ভূষ্ট কৃষ্ণ-ভগবান ।  
 মুক্তিকে ভক্তির দাসী রূপে করে দান ॥  
 মুক্তি দাসী আর জ্ঞান, বৈরাগ্য তনয় ।  
 শ্রীভক্তির অনুগত সর্বকাল হয় ॥  
 সবার উপর ভক্তি এই ত কারণে ।  
 ইহা নাহি বুঝে যত ভাগ্যহীন জনে ॥  
 স্বগণ সহিত ভক্তি স্বরূপ ণন ।  
 এইরূপে করিলেন ভক্তান্তমগণ ॥

পরোক্ষ বস্তুরে ভক্তি অপরোক্ষ করে ।

ভক্তির স্বভাব এই বুঝহ অন্তরে ॥

কর্ম, জ্ঞান, তপঃ আর বেদ অধ্যয়নে ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি কভু নাহি হয় যেন মনে ॥

কেবল ভক্তির দ্বারে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় ।

প্রমাণ তাহাতে ব্রজগোপীকা আছয় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

ন তপোভিন্বেদৈশ্চ ন জ্ঞানৈ নাপি কর্মণা ।

হরির্হি সাধ্যাতে ভক্ত্যা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ ॥ ২৫ ॥

সহস্র জন্মের পুণ্যে মনুষ্য সবার ।

ভক্তি প্রতি প্রীতি হয় কহিলাম সার ॥

কলিতে কেবল ভক্তিদ্বারে ভগবান ।

জীবের সম্মুখে শীঘ্র হন অধিষ্ঠান ॥

তথাহি তত্রৈবোত্তরখণ্ডে ।

নৃণাং জন্ম সহশ্ৰেণ ভক্তৌপ্রীতির্হি জায়তে ।

কলৌভক্তি কলৌভক্তির্ভক্ত্যাকৃষ্ণঃ পুরস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥

কলৌভক্তিঃ কলৌভক্তিঃ নিশ্চয়ার্থে কহে ।

শ্রীনারদ বাক্য এই মিথ্যা কভু নহে ॥

ব্রত, তীর্থ, যোগ, যাগ, জ্ঞান আদি করি ।

কলিতে সকল মিথ্যা কহিষু বিবরি ॥

কেবল অচলাভক্তি করে মুক্তি দান ।

শ্রীনারদ বাক্য এই পুরাণে প্রমাণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অনং ব্রতৈরনং তীর্থৈরনং যোগৈরনং মঠৈঃ ।

অনং জ্ঞানকথালাপৈর্ভক্তিৱৈকৈব মুক্তিদা ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তি জ্ঞানানন্দ যেই সেই মুক্তি ।

সারগ্রাহীভক্ত সবাকার এই উক্তি ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তি জ্ঞানানন্দ ব্যতীত নিশ্চয় ।

বীজসহ দুঃখ ধ্বংস কভু নাহি হয় ॥

অথবা স্বরূপে স্থিতি মুক্ত্যর্থৈ জ্ঞানায় ।

“স্বরূপেণ ব্যবস্থিতং” প্রমাণ তাহায় ॥

জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস ।

পূর্বের করিয়াছি যার সমাক্ষী প্রকাশ ॥

ভক্তিকল মুক্তি ইহা শুনিবে যথায় ।

ভক্তকৃত ঐছে অর্থ করিবে তথায় ॥

বিশেষতঃ কলিযুগে ভক্তিবিনা আর ।

পাপ নাশিবার শক্তি নাহিক কাহার ॥

ভক্তিরত হয় যদি মহাপাপীজন ।

সেহ অনায়াসে করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ধায়তাশ্চ যে জীবা ভবিষ্যন্তি কলাবিহ ।

পানিভ্যাং গমিষ্যন্তি নির্জয়া কৃষ্ণমন্দিরং ॥ ২৮ ॥

ভূত, প্রেতাসুর আদি পিশাচ রাক্ষসে ।

ভক্তিরত জনে ছুঁতে না করে সাহসে ॥

তথাহি তদৈব ।

ন প্রেতো ন পিশাচো বা রাক্ষসো বা সুরৌহপিবা ।

ভক্তিয়ুক্তমনস্কানাংস্পর্শনেহপি প্রভূর্ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণগুণ লীলাদির শ্রবণ কীর্তনে ।

একাস্তানুরাগ যেই হয় দরশনে ॥

ভক্তির স্বরূপ সেই গর্গ ঋষি কর ।

শ্রীনারদ সূত্র ইথে প্রমাণ আছেয় ॥

ভক্তির স্বরূপ আত্মরতি সর্বক্ষণ ।

শাণ্ডিল্যের মত এই করিষু কীর্তন ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে কৰ্ম প্রভৃতি অর্পণ ।

কৃষ্ণ বিস্মরণে ব্যাকুলতা সক্রন্দন ॥

ভক্তির স্বরূপ এই শ্রীনারদ কহে ।

সকলের বাক্য সত্য কভু মিথ্যা নহে ॥

কিন্তু সকলজ্ঞ পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণ ।

এঁছে ঋষিগণ বাক্যে না করি দর্শন ॥

সর্বজ্ঞ সম্পূর্ণ ভক্তি স্বরূপ বর্ণন ।

করিলেন প্রভু বংশী, রূপ, সনাতন ॥

বংশীলীলামৃত, বহুভাগবতামৃত ।

ভক্তিরসামৃত এই তিনামৃত ধৃত ॥

শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি বাক্য অনুসারে ।

ভক্তির স্বরূপ আদি কহিব স্তোম্যারে ॥

সৰ্বভাবে সসনিধি কৃষ্ণের সেবনে ।

ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে মহাজন গণে ॥

“ভজ” এই ধাতুর্থেতে কৃষ্ণানুসেবন ।

অতএব কৃষ্ণসেবা ভক্তিতে গণন ॥

তথাহি গারুড়ে ।

ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্তিতঃ ।

তস্মাৎ সেবা বৃথৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূমসী ॥ ৩০ ॥

“ভক্তিঃ সেবা ভগবত” ইত্যাদি বচনে ।

কৃষ্ণের সেবাই ভক্তি হয় দরশনে ॥

পদং ।

মনের বাসনা যত,                      নদ নদী বেগ মত,

সেই বেগ করিয়া ছেদন ।

জ্ঞান, কৰ্ম্ম আদি যেই,              মুক্তি, ভোগপ্রদ সেই,

তার মুখ না করি দর্শন ॥

আনুকূল্যে সৰ্ব্বক্ষণ,                      রাধাকৃষ্ণানুশীলন,

করিব গোকুল অনুসারে ।

উত্তমা ভকতি সেই,                      তোমারে कहিনু এই,

ইথে আর নাহিক বিচারে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

অস্ত্রাভিলাষিতাশূন্তং জ্ঞানকর্মাধ্যানাবৃতং ।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপমা ॥ ৩১ ॥

অনুশীলনার্থ করে টীকাকার যাহা ।  
 তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা ॥  
 প্রবৃতি-নিবৃত্তাত্মক চেষ্টি দুই হয় ।  
 সেই দুই চেষ্টি তিনে প্রকাশ করয় ॥  
 শরীর, বচন আর মন এই তিনে ।  
 চেষ্টিষয়াধার কহে শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণে ॥  
 প্রীত্যাৎমক ভাব যারে শাস্ত্রেতে কহয় ।  
 সেই ভাব মানসিক জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কেবল শ্রীকৃষ্ণ আর তদন্ত কৃপায় ।  
 এঁছে ভাব লাভ হয় কহিনু তোমায় ॥  
 প্রতিকূল হয় যদি কৃষ্ণানুশীলন ।  
 তবে তারে ভক্তি নাহি বলে ভক্তগণ ॥  
 শত্রীকে আনহ এই বচনের দ্বারে ।  
 শত্রু আনয়ন যুক্ত নাহি হৈতে পারে ॥  
 কিংবা শত্রী আগমনে শত্রু আনয়ন ।  
 লক্ষণার দ্বারে সিদ্ধ করে বুধগণ ॥  
 তথা অনুকূল অনুশীলন বচনে ।  
 আনুকূল্যে ভক্তি সিদ্ধ করে বুধগণে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে স্পৃহনীয় প্রবৃত্তিরে ।  
 আনুকূল্যে ভক্তি কহে শাস্ত্রজ্ঞ সুধীরে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে হৃদয়ের বৃত্তি যেই ।  
 ভক্তি তার নাম হয় কহিলাম এই ॥

অথবানুকূল্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে অভ্যাস ।  
 আনুকূল্যানুশীলন জানিহ নির্যাস ॥  
 প্রাতিকূল্য যথা তথা ভক্তিসিদ্ধ নয় ।  
 অতএব টীকাকার ইহাই লিখয় ॥  
 কৃষ্ণোদ্দেশে রোচমানা প্রবৃত্তি যে হয় ।  
 আনুকূল্য কহে তারে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণোদ্দেশ বিনা অন্য প্রবৃত্তি কেবলে ।  
 প্রাতিকূল্য ভাব কহে পণ্ডিত সকলে ॥  
 আনুকূল্যে মুহুমুহু কৃষ্ণানুশীলন ।  
 “অনু” শব্দার্থেতে এই হয় দরশন ॥  
 অনুশীলনার্থে কৃষ্ণসেবা ক্রিয়া কয় ॥  
 অতএব ক্রিয়ারূপা ভক্তি সুনিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি বৃত্তি সেই ভক্তি ।  
 যাহার আশ্রয়ে হয় কৃষ্ণেতে আসক্তি ॥  
 ভক্তিস্বরূপের এই সম্পূর্ণ লক্ষণ ।  
 ত্রয়ামৃত অনুসারে করিহু কীর্তন ॥  
 তটস্থ লক্ষণ তবে করহ শ্রবণ ।  
 ত্রয়ামৃতে যেইরূপ আছেয়ে লিখন ॥  
 শূন্য জ্ঞান আর কাম্য কৰ্ম্মাদি নিচয় ।  
 ভক্তির তটস্থ ভাব জানিহ নিশ্চয় ॥  
 জ্ঞানার্থে নির্ভেদরূপ ব্রহ্মানুসন্ধান ।  
 বুঝিতে হইবে এথা ইণ্ডা প্রণিধান ॥



ভজনীয়ানুসন্ধান না বুঝিবা কভু ।  
 সেব্যাবশ্যাপেক্ষণীয় কহে জীব প্রভু ॥  
 কৰ্ম্মার্থে স্মৃত্যুক্ত কৰ্ম্ম জানিবা এখানে ।  
 নিত্য-নৈমিত্তিক আদি যার অভিধানে ॥  
 ভজনীয় পরিচর্যা আদি নাহি হয় ।  
 যাহা কৃষ্ণানুশীলন রূপে সুনিশ্চয় ॥  
 “আদি” পদার্থেতে যোগ বৈরাগ্যাদি কয় ।  
 সাংখ্য আদি প্রতিকূল শাস্ত্র সমুদয় ॥  
 কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি এই মাত্র জানি ।  
 সেই ভক্তি ভক্তিশাস্ত্র দৃষ্টে সদা মানি ॥  
 ইন্দ্রিয়ের দ্বারে নিত্য কৃষ্ণের সেবনে ।  
 ভক্তি বলি শ্রীনারদ করেন কীর্ত্তনে ॥  
 সেইত সেবন আনুকূল্যানুশীলন ।  
 ভক্তি বিনা অণু ফল কামনা বর্জন ॥  
 অভেদস্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান হীন ।  
 স্মৃত্যুক্ত নিত্যাদি কৰ্ম্ম সম্বন্ধ বিহীন ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

সর্কোপাধি বিনিমুক্তং তৎপরম্বেন নির্মলং ।  
 দ্ববীকেণ দ্ববীকেশ সেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥ ৩২ ॥

জ্ঞান আদি শূন্য অনুকূলতাচরণে ।  
 সেবনের মুখ্য অর্থ করে শ্রীৰদনে ॥

ভক্তির বিশুদ্ধ ভাব দেখাবার তরে ।  
 দেহাদি ব্যাপার রূপ গোণ অর্থ করে ॥  
 মুখ্যার্থে চরম কহে গোণ তদিতর ।  
 অক্ষপাদাদিতে ইহা হইবে গোচর ॥  
 যেমন ভোজনকালে প্রতি গ্রাসে গ্রাসে ।  
 তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুধা শাস্তি হয় অনায়াসে ॥  
 তথা শ্রবণাদি রূপ কৃষ্ণানুশীলনে ।  
 প্রেমোদয় হয় হৃদে কহে ভক্তগণে ॥  
 তবে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণ স্বরূপ-বিকাশ ।  
 নিশ্চয় নিশ্চয় হয় করিনু প্রকাশ ॥  
 তবে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যোপজন্ম ।  
 এককালে এই তিন সমাপন হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্রৈষৈত্রিক এককালঃ ।  
 প্রপদ্যমানস্ত যথান্নত স্ত্যস্তষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদ্রপায়াহনুদাসঃ । ৩৩ ॥

এইরূপ অনুভূত্যে অচ্যুত-চরণ ।  
 যেইজন ভজে সেই ভাগবতোত্তম ॥  
 ভক্তি আর প্রাপক্ষিক সংসাবে বিরক্তি ।  
 লভি কৃষ্ণ অনুভবী করে তদাসক্তি ॥  
 আত্যন্তিক ক্ষেম সেই সবাকাব হয় ।  
 যার পর ক্ষেম নাই কহিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি তদৈব ।

ইত্যাচুতাজ্জিৎ ভজতোহমুবৃত্ত্যা ভক্তির্কিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ ।

ভবন্তি বৈ ভাগবতস্ত রাজন্ ততঃ পরাং শাস্ত্রমুপৈতিসাক্ষাৎ ॥৩৪॥

“প্রপত্তমানস্য” শব্দে তদ্ব্যজনকারী ।

স্বামি, বিশ্বনাথ বাক্যে ইহাই নেহারি ॥

“প্রপত্তমানস্য” আর “ভজতোমুবৃত্ত্যা ।”

এই দুই বাক্যে কহে মহাজন রিত্যা ॥

শ্রীহরি-ভজন যেই সেই ভক্তি হয় ।

ভজনার্থে সেবা এই শ্রীগুরুড়ে কয় ॥

পরেশানুভব ভক্তি সিদ্ধ হয় যথা ।

প্রেমরূপাভক্তি সিদ্ধ জানিবেক তথা ॥

প্রেমভক্তি বিনা কৃষ্ণ অনুভব নহে ।

বহু বিচারিয়া এই শ্রীরূপাদি কহে ॥

পরেতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তার ।

কৃষ্ণের ভজন ভক্তি এই জ্ঞান সার ॥

“ভক্তিরশ্বেত্যাদি” শ্রুতি বাক্যের দ্বারায় ।

কৃষ্ণের ভজন ভক্তি গোসাঞি জানায় ॥

ইহ মুক্ত সুখ আশা করিয়া বর্জ্জন ।

কৃষ্ণানুশীলন ভক্তি শ্রুতির লিখন ॥

উপলক্ষণের দ্বারে কোন কোনজনে ।

ভক্তি বলি মানে অশ্রু দেবানুশীলনে ॥

স্ব-স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পরাক্ষেপ ঘেই ।

ইতুপলক্ষণবিধি কহিলাম এই ॥

তথাহি স্মৃতৌ ।

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থে স্বসমর্পণঃ ।

উপাদানং লক্ষণক্ষেত্ৰাক্তাণ্ডকৈব সা দ্বিধা ॥ ৩৫ ॥

মীমাংসা দর্শন তারা না করি দর্শন ।

উপলক্ষণেতে ভক্তি করয়ে স্থাপন ॥

সোমযাগে পদধূলি যূপে দিতে হয় ।

“সর্বশুক্লা সরস্বতী” শ্রুতি এই কর ॥

মীমাংসা দর্শন নাহি দেখিল যাঁহার।

এঁছে বাক্যে মহানর্থ ঘটায়েন তাঁরা ॥

দ্বিজ-পদধূলি দেয় যূপের উপরে ।

বাগ্‌দেবীর কুস্তলাদি শ্বেত ব্যাখ্যা করে ॥

পদধূলি শব্দে গোর পদধূলি হয় ।

সর্বশুক্লা অর্থে কুস্তলাদি বর্জিত কর ॥

শ্রুতির মীমাংসা এই না করি দর্শন ।

যাগ নষ্ট দেবীভ্রষ্ট করে বিলক্ষণ ॥

তৈছে ভক্তি শাস্ত্রাদির মীমাংসা না জানি ।

স্বার্থেতে হইয়া অন্ধ করে টানাটানি ॥

উপলক্ষণেতে অন্য দেবানুশীলনে ।

ভক্তি বলি শিক্ষা দেন স্ব-স্ব শিষ্যগণে ॥

“যতন্তে মুক্তি পক্ষগাঃ” মীমাংসা তাহার ।

না জানিয়া ঐছে বিধি করেন প্রচার ॥

একই অভাব যথা তথোপলক্ষণ ।

কদাপি নাহিক হয় শুনহ কারণ ॥

সাদ্বিক পূজার উপলক্ষণের দ্বারে ।

তামসিক পূজা কভু হইতে না পারে ॥

একই অভাব হয় তাহাতে কারণ ।

তোমারে কহিনু এই মীমাংসা বচন ॥

কৃষ্ণ বিনা আর কেহ ভক্তি দিতে নারে ।

অন্য দেবগণ মুক্তাবধি দিতে পারে ॥

সগুণের নিগুণেতে নাহি অধিকার ।

শাস্ত্রের মীমাংসা এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

নিগুণা শ্রীভক্তি শুদ্ধ-সদ্ব স্রুপিণী ।

কৃষ্ণশক্তি-কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণানুবর্তিনী ॥

এই সব না জানিয়া অজ্ঞজনগণে ।

সগুণে নিগুণা ভক্তি করয়ে স্থাপনে ॥

সগুণ অধীনা নহে গুণাতীতা ভক্তি ।

এই বেদবাক্য খণ্ডে কার হেন শক্তি ॥

নিগুণের সেবা বিনা অন্যের সেবনে ।

ভক্তি নাহি সিদ্ধ হয় কহে মহাজনে ॥

স্ব-স্বাভীষ্ট পরিপূর্ণ করিবার আশে ।

মিথ্যোপলক্ষণ বিধি করিয়া প্রকাশে ॥

ভক্তি সিদ্ধ করে অন্য দেবানুশীলনে ।  
 তাহাদের বাক্য নাহি শুনে বিজ্ঞজনে ॥  
 শঙ্কর গড়িতে যথা নির্বেবাধ ভাস্করে ।  
 মহাকায় হনুমান নিরমাণ করে ॥  
 তথা কৃষ্ণ বিনা অন্য দেবের ভজনে ।  
 ভক্তি বলি গণ্য হয় কহে বিজ্ঞগণে ॥  
 স্নেহ সৌন্দর্যাদি গুণগণে বিমণ্ডিত ।  
 যুবতী সকল নিজগুণেতে নিশ্চিত ॥  
 পতিরে করিয়া বশ অধিক রূপেতে ।  
 পতির প্রসাদ লভে সম্পূর্ণ ভাবেতে ॥  
 তথা ভক্ত ভক্তিরূপ জ্ঞানযোগ দ্বারে ।  
 কৃষ্ণের বশীভূত করি সকল প্রকারে ॥  
 কৃষ্ণের করুণাপাত্র হন সর্ববন্ধন ।  
 শাস্ত্র যুক্তি সিদ্ধ এই করিমু কীর্তন ॥  
 পত্নীর যেরূপ পতিচরণ সেবায় ।  
 পতি-বশীকরণের ফল দেখা যায় ॥  
 সেইরূপ কৃষ্ণপাদপদ্মানুসেবনে ।  
 ভক্তের আনন্দোদয় সদা হয় মনে ॥  
 সেই ত আনন্দে কহে পুরুষার্থ সার ।  
 এই কথা শ্রুতি-স্মৃতি করেন প্রচার ॥  
 ভক্তি ভক্তে কৃষ্ণধামে করিয়া গ্রহণ ।  
 কৃষ্ণের পদারবিন্দ করান দর্শন ॥

ভক্তিবশ ভগবান জ্ঞানাদির নয় ।  
 পরম সাধন ভক্তি কৃষ্ণাপ্তির হয় ॥  
 বিজ্ঞানআনন্দঘন বিগ্রহ শ্রীহরি ।  
 ভক্তিবোগে অবস্থিত দিবা বিভাবরী ॥  
 সচ্চিদানন্দৈকরসরূপাভক্তি হয় ।  
 “ভক্তিরেবৈনমিত্যাদি” শ্রুতি এই কয় ॥  
 ভক্তাদীন ভগবান জানিহ নিশ্চয় ।  
 ভক্ত হ্রানে স্বাতন্ত্র্যতা তাঁর নাহি রয় ॥  
 ভক্তজনপ্রিয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রিয় ভক্ত ।  
 কৃষ্ণের হৃদয় ভক্ত হেতু কৃষ্ণাসক্ত ॥  
 কৃষ্ণেতে আসক্ত মন সদা সর্ববক্ষণ ।  
 সাধু সমদর্শী সংসারেতে যেইজন ॥  
 সেই জন কৃষ্ণে বশ করেন নিশ্চয় ।  
 দৃষ্টান্ত তাহাতে সাধুশীলা পত্নী হয় ॥  
 সাধুশীলা পত্নী যথা সাধু স্ব-পতিরে ।  
 বশীভূত করে তথা সেই ভক্ত ধীরে ॥  
 কৃষ্ণকে করিয়া বশ রাখেন স্বাধীনে ।  
 এই কথা কহে ভক্তি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাগবতে ।

অহং ভক্ত পরাদীনো হৃদ্যতন্ত্র ইব দ্বিজ ।  
 সাধুভির্গৃহ্যদয়োভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥  
 ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।  
 বশে কুর্কান্তি মাং ভক্ত্যা সংশ্লিষ্টাঃ সংপতিং যথা ॥ ৩৬ ॥

কামনা বিহীন ভক্তি জ্ঞানোদয় যথা ।  
 মুক্তি অভিলাষ নাহি দেখা যায় তথা ॥  
 মুক্তি শব্দে সালোক্যাদি চারি মুক্তি কয় ।  
 সেই মুক্তি ভক্তিজ্ঞানে স্বতঃসিদ্ধ হয় ॥  
 ভোজনে তৃপ্তির হায় সালোক্যাদি মুক্তি ।  
 ভক্তিতে আপনি সিদ্ধ শাস্ত্রে এই উক্তি ॥  
 সাধনভক্তিতে সালোক্যাদি মুক্তিগণ ।  
 আনুষঙ্গক্রমে সিদ্ধ ব্যাসের লিখন ॥  
 ভক্তের প্রার্থনা নাই মুক্তির কারণে ।  
 ভক্তের হৃদিস্থা ভক্তিরাগীর শরণে ॥  
 মুক্তিগণ দাসীরূপে রহে সর্ববক্ষণ ।  
 ভাগবত আদি শাস্ত্রে এইত লিখন ॥  
 কৃষ্ণের সেবায় পরিপূর্ণ ভক্তগণ ।  
 মুক্তির বাসনা নাহি করে কদাচন ॥  
 তাহে কালনাশ স্বর্গ আদি স্তূথ যেই ।  
 কেন বা চাহিবে ভক্ত মনে বুঝ এই ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

মৎসেবয়া প্রতীতস্তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ।  
 নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যংকালবিপ্লুতং ॥ ৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বাধা মুক্তি আদি হয় ।  
 অতএব ভক্তে মুক্তি আদি নাহি লয় ॥



তথাহি তত্রৈব ।

অহৈতুক্যাব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ।  
সালোক্যাসাষ্টিসামীপ্য সাক্ষিপৌকত্বমপ্যুত ।  
দীৰ্ঘমানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ৩৮ ॥

সেবা বিনা অন্য সূখ ভক্তে নাহি চায় ।  
চরম সিদ্ধান্ত এই কহিনু তোমায় ॥  
সেবন সূখের অন্তর্ভূত সর্বসুখ ।  
এই কথা কন যত পণ্ডিত প্রমুখ ॥  
সেই জন অতিশয় স্বার্থপরায়ণ ।  
যেই জন চাহে সদা কৃষ্ণের সেবন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

আরাধনং ভগবত দ্বেহমানা নিরাশিষঃ ।  
যে তু নেচ্ছন্ত্যপি পরং তে স্বার্থকুশলাঃ সূতাঃ ॥ ৩৯ ॥

যেছে স্বীয় ধর্ম-ভক্তি হীনা স্ত্রী-সেবন ।  
বারাঙ্গনা সেবা মধ্যে করিয়ে গণন ॥  
তৈছে কৃষ্ণসেবা ছাড়ি দেবান্যসেবনে ।  
বারাঙ্গনা সেবা বলি গায় ঋষিগণে ॥  
“স্বপতীং বন্দ্যতে ‘হি স’ নিদর্শন তার ।  
স্মৃত্যাদি শাস্ত্রেতে স্পষ্টরূপেতে প্রচার ॥  
ইহলোকে পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ।  
অন্য ফল কামনাদি হইয়া রহিত ॥

শ্রীকৃষ্ণে মনের সদা সংযোগ করণে ।  
 উত্তমা ভকতি বলে শ্রুতি-স্মৃতিগণে ॥  
 আনুকূল্য সহকারে কৃষ্ণের ভজন ।  
 ভক্তির উত্তমাবস্থা কহে ভক্তগণ ॥  
 নয়নে কৃষ্ণের রূপ সর্বদা দর্শন ।  
 শ্রবণে কৃষ্ণের নাম আদির শ্রবণ ॥  
 রসনায় কৃষ্ণনাম আদি সঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 করে কৃষ্ণ পরিচর্যা সর্বদা করণ ॥  
 নাসায় কৃষ্ণাজি পদ্মসৌরভ গ্রহণ ।  
 হৃদ্বারে গোবিন্দ অঙ্গ বায়ুর স্পর্শন ॥  
 মন কৃষ্ণ পাদপদ্মে সংযোগ করণ ।  
 পদে হরি লীলাস্থান আদিতে ভ্রমণ ॥  
 পদ-পায়ুপশ্বেন্দ্রিয়ে গোঁগানুশীলন ।  
 অণ্ঠ্যেন্দ্রিয়েতে মুখ্যরূপেতে সেবন ॥  
 পদ পায়ুপশ্চ অপকৃষ্টেন্দ্রিয় হয় ।  
 তাহে মুখ্যানুশীলন হইবার নয় ॥  
 কৃষ্ণসুখ কামদ্বারে কাম সুখাধারে ।  
 সংযম করিবে সদা সম্পূর্ণ প্রকারে ॥  
 ইহাতে অক্ষম যেই সে জন কখন ।  
 শ্রীভক্তি দেবীর মুখ না পায় দর্শন ॥  
 অপকৃষ্টেন্দ্রিয় বর্জিত অন্যান্যে দ্বারে ।  
 সেবিবে কৃষ্ণকে আনুকূল্য সহকারে ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নিৰ্ম্মলম্ ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরূপম্ ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণবিনা অন্য বাঞ্ছা সদা পরিহার ।

সর্বোপাধি বিনিমুক্ত অর্থ এই সার ॥

কৰ্ম্মযোগ আদি ত্যাগ নিৰ্ম্মলার্থে কয় ।

তৎপরত্ব শব্দার্থেতে আনুকূল্য হয় ॥

হৃষীকার্থে শ্রোত্র আদি ইন্দ্রিয় নিচয় ।

সেবন ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রেতে লিখয় ॥

কারিক, বাচিক, মানসিক এই তিন ।

সেবন শব্দের এই অর্থ সমীচিন ॥

নিত্য-নৈমিত্তিক আদি কৰ্ম্ম পরিহারে ।

উপাধি বর্জন কোন শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥

নৈকৰ্ম্ম্য তাহার নাম কহে শ্রীবদনে ।

বংশীলীলামৃত সাক্ষী করহ দর্শনে ॥

ইহ মুক্ত কৃষ্ণ বিনা স্পৃহা ত্যাগ যেই ।

উত্তম শব্দের অর্থ কহিলাম এই ॥

“সর্বোপাধীত্যাগাদি” শ্লোক অর্থ এই হয় ।

প্রমাণ ইহাতে বলদেব মহাশয় ॥

আহ্লাদিনী সম্বিচ্ছক্তি শাস্ত্রে দুই কয় ।

সে দুয়ের পরাবস্থা ভক্তিদেবী হয় ॥

মধুলোভে অলি যথা পদ্মকোষাস্তরে ।  
 বন্ধ হঞা সদানন্দে মধুপান করে ॥  
 তদ্রূপ ভক্তিতে বন্ধ হইয়া শ্রীহরি ।  
 ভক্তিসুধা পান করে দিবা বিভাবরী ॥  
 নবীন নাগর যথা নবীনা কাস্তার ।  
 প্রেমেতে আবদ্ধ হঞা প্রেমসুধা তার ॥  
 পান করে সর্বক্ষণ লইয়া শরণ ।  
 তদ্রূপ রসিকবর শ্রীনন্দন-নন্দন ॥  
 ভক্ত ভক্ত্যাশ্রয় করি ভক্তি প্রেমামীয়া ।  
 সর্বদা করেন পান বশগ হইয়া ॥  
 ভক্ত ভক্তি প্রেমে বশ স্বয়ং ভগবান্ ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি মধ্যে এর বহুত প্রমাণ ॥  
 ভক্তিবশ ভগবান এই বাক্য দ্বারে ।  
 ভক্তির হ্লাদিনী সম্বিৎ সারহ বিস্তারে ॥  
 দিবাভাগে যেইজন না করে ভোজন ।  
 তাহার স্নান যদি হয় দরশন ॥  
 অর্থাপত্তি দ্বারে রাত্রি ভোজিহ তাহার ।  
 অবশ্য কলিত হয় শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 তদ্রূপ কৃষ্ণের ভক্তিলক্ষ্য বাক্যেতে ।  
 ভক্তির হ্লাদিনী, সম্বিৎ সারহ রূপেতে ॥  
 কল্পনা হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চয় ।  
 সামান্য পদার্থ ভক্তি কভু নাহি হয় ॥

সামান্য পদার্থ ভক্তি যদ্যপি হইত ।  
 তবে কি কৃষ্ণকে বশ করিতে পারিত ॥  
 সকল বশেতে যার তারে বশীভূত ।  
 করিতেছে ভক্তিদেবী এ বড় অদ্ভুত ॥  
 ভক্তির আছয়ে তবে কোন গুঢ় বল ।  
 যে বলে কৃষ্ণকে ধরি করেন বিহ্বল ॥  
 আত্মাদিনী সন্মিতের সারত্ব বিহীনে ।  
 ঐছে বল অসম্ভব কহেন প্রাচীনে ॥  
 কৃষ্ণ বশঙ্করী হেতু ভক্তির স্বরূপ ।  
 আত্মাদিনী-সন্মিত সার কহেন শ্রীরূপ ॥  
 অন্যথা ভক্তির ঐছে বল সিদ্ধ নয় ।  
 বেদ-বিধি-বিজ্ঞ-ভক্তজনে এই কয় ॥  
 ঐছে শাস্ত্র যুক্তি দ্বারে এই সিদ্ধ হয় ।  
 আত্মাদিনী শক্তির সার ভক্তি সুনিশ্চয় ॥  
 ঐছে দুই শক্তি সার ভক্তি সিদ্ধে কহে ।  
 আনুকূল্যময়ী চেফা ভক্তি,-মিথ্যা নহে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপরিকর গণাশ্রয়ে ।  
 যেই আনুকূল্যভাব সদা বিরাজয়ে ॥  
 সেই আনুকূল্য স্পৃহা কৃষ্ণের কারণ ।  
 অন্য অভিলাষ শূন্য সদা সর্বদক্ষণ ॥  
 কেবল শ্রীকৃষ্ণ হেতু যেই অভিলাষ ।  
 আনুকূল্য অভিলাষ সেই ত নির্ধাস ॥

আত্মজ্ঞান পরে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান ।  
 যেই জ্ঞান শুদ্ধ করে কৃষ্ণের সন্ধান ॥  
 সেই জ্ঞানোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণার্থ তৃষ্ণা জানি ।  
 তাহার সহিত সন্মিলিত সদা মানি ॥  
 কৃষ্ণ-বিষয়িণী আনুকূল্যময়ী চেষ্টা ।  
 প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে যিহৌ সর্ব পরমেষ্ঠা ॥  
 সেই পরমেষ্ঠা চেষ্টা ভক্তি শব্দে হয় ।  
 ভক্তির স্বরূপ এই নিগূঢ় নিশ্চয় ॥  
 হেন ভক্তি কৃষ্ণনিত্যধামে সর্ববক্ষণ ।  
 নিত্যপরিকর মধ্যে শোভে বিলক্ষণ ॥  
 তথা হৈতে সুরনদী প্রবাহের ন্যায় ।  
 ভক্তরূপ খাত দিয়া স্ববেগে এথায় ॥  
 সদাবতরণ হয়, সেই ত কারণে ।  
 প্রাপঞ্চিক জীব ভক্তি করেন গ্রহণে ॥  
 ভক্তির লক্ষণ এই নির্দেশাভিলাষে ।  
 ভক্তির স্বরূপ শ্রুতি ইহাই প্রকাশে ॥  
 শ্রীসচ্চিদানন্দরস স্বরূপ ভক্তির ।  
 প্রমাণ “আনন্দঘনেত্যাদি” শ্রুতি ধীর ॥  
 “ভক্তিরেবৈনমিত্যাদি” বেদের বচনে ।  
 ঐছে ভক্তিবশ কৃষ্ণ কহে বিজ্ঞগণে ॥  
 অজ্ঞান অভেদ সদা তবু অজ্ঞানীতে ।  
 ভেদজ্ঞান সিদ্ধ করে বেদাস্ত আদিতে ।

তথা ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তির সহিত ।  
 ভেদ সিদ্ধ হয় এই কহিনু নিশ্চিত ॥  
 বস্তু বস্তু ধর্ম্যে যথা পার্থক্য প্রতীত ।  
 দর্শনে দর্শন হয় যথা যথোচিত ॥  
 তথা ব্রহ্ম ব্রহ্মশক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয় ।  
 বেদ বিধি বিজ্ঞজন বিচারি করয় ॥  
 এঁছে ভেদজ্ঞান কভু অমূলক নহে ।  
 “নেহেত্যাদি” শ্রুতি আর স্মৃতিগণ কহে ॥  
 “প্রতিষেধাচ্চ” ইত্যাদি ন্যায় বাক্য দ্বারে ।  
 এঁছে ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইবারে পারে ॥  
 সুবার কঠিন কিংবা কোমলাদিকর ।  
 সুবর্তীর অশ্বে নিপতিত হৈলে পর ॥  
 তাহে উভয়ের করে আনন্দ-বর্ধন ।  
 তথা সেই ভক্তিদেবী সদা সর্ববক্ষণ ॥  
 কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্তে সুখ করে দান ।  
 শাস্ত্র যুক্তি বাক্য এই নহে অপ্রমাণ ॥  
 ভক্তি ভগবানে আর তদ্বক্তৃ সবারে ।  
 অতি সুখ দান করে বিবিধ প্রকারে ॥  
 কৃষ্ণপাদপদ্ম আর ভক্তের অন্তরে ।  
 অবস্থান করি ভক্তি সুখার্পণ করে ॥  
 ভক্তিয়োগে কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত সবারে ।  
 ক্ষতান্ত আনন্দলাভ এই জানি সার ॥

জীবগণে যেই শক্ত্যে স্ব-সাম্যুখ্যভাবে ।  
 আনন্দিত করে হরি স্ব-কৃপা স্বভাবে ॥  
 সেই ত হ্লাদিনী শক্তি তার সার যেই ।  
 ভক্তির স্বরূপ বৎস ! কহিলাম সেই ॥  
 সম্বিদাহ্লাদিনী এই দুই শক্তি সার ।  
 রতি-প্রেম নাম ভক্তিশাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 সেই দুই ভক্তি ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ।  
 সঙ্ঘটনে সর্বকাল হঞা অনুবন্ধ ॥  
 পরস্পর পরস্পরে করায় রঞ্জিত ।  
 রতি-প্রেমভক্তি ধর্ম এই ত বিহিত ॥  
 ইহাতে প্রমাণ শ্রীমুখের আজ্ঞা আছে ।  
 প্রকাশ করিয়া তাহা কহি তব কাছে ॥  
 কৃষ্ণের হৃদয় রূপ হয় ভক্তগণ ।  
 ভক্তের হৃদয় কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥  
 ভক্ত কৃষ্ণ বিনা অণু নাহি জানে আর ।  
 ভক্তি বিনা নাহি জানে যশোদা-কুমার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

সাধবো হৃদয়ঃ মন্থঃ সাধুনাং হৃদয়স্বহঃ ।  
 মদন্তং তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ৪১ ॥

প্রণয়-রজ্জুতে হরি আবদ্ধ হইয়া ।  
 কভু নাহি যান যার হৃদয় ছাড়িয়া ॥



সেইজনে ভাগবত প্রধান জানিহ ।

কবি যোগেশ্বর বাক্য নিশ্চয় মানিহ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বিস্ময়জতি হৃদয়ং ন যন্ত সাক্ষাৎকরিরবশাভিহিতোহপ্যর্থোবনাশঃ ।

প্রণয়রসনয়াধৃতাজ্জিগম্যঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রুতদেব, বহুলাংশে দেবকী-নন্দন ।

আহ্লাদিনী সন্মিস্তুক্তি করায়ৈ দর্শন ॥

কিছুদিন মিথিলায় করি অবস্থান ।

পুনর্বীর দ্বারাবতী করেন প্রয়াণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্ত ভক্তিমান্ ।

উষিত্বাদিশু সন্মার্গং পুনর্দ্বারবতীমগাং ॥ ৪৩ ॥

ইত্যাदि বাক্যেতে প্রেমভক্তির লক্ষণ ।

প্রদর্শিত হইয়াছে করহ দর্শন ॥

কৃষ্ণ প্রতি প্রেম করে ভক্তগণ যথা ।

ভক্তের উপর প্রেম শ্রীকৃষ্ণের তথা ॥

ভক্তের পরমানন্দ বিধান কারণ ।

কৃষ্ণের বিবিধ ক্রীড়া কহে ঋষিগণ ॥

তথাহি পাদ্মে ।

মূর্ত্ত্যেণাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যতপি দানবান্ ।

মন্ত্ৰজানাং বিনোদার্থং কৰোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াং ॥ ৪৪ ॥

যথা মৎস্য, কূর্ম্ম আর বিহঙ্গম গণ ।  
 দর্শন স্পর্শন ধ্যান দ্বারে সর্ববক্ষণ ॥  
 নিজ নিজ শিশুগণে করয়ে পোষণ ।  
 তথা কৃষ্ণ ভক্তে করে পোষণ-রক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দর্শন ধ্যান সংস্পর্শৈর্মৎস্য কূর্ম্ম বিহঙ্গমাঃ ।  
 স্থান্যপত্যানি পুষ্যন্তি তথাহমপি পদ্মজা ॥ ৪৩ ॥

ভক্ত সুখ দুঃখে তাঁর সুখ দুঃখোদয় ।  
 প্রেমভক্তি প্রিয়জন স্বভাব এ হয় ॥  
 পরম আনন্দ কৃষ্ণ যেই ভক্তি দ্বারে ।  
 আনন্দ করেন লাভ অত্যন্ত প্রকারে ॥  
 তাহাতে স্বরূপানন্দ করেন স্বাদন ।  
 আর ভক্ত পোষ্য গুণে ভক্তে সর্ববক্ষণ ॥  
 সেই সেই ভক্ত্যানন্দ করান স্বাদন ।  
 ভক্তিশাস্ত্র মধ্যে এই হয় দরশন ॥  
 সত্ত্বগুণজাতানন্দ সে আনন্দ নয় ।  
 নিত্য শুদ্ধ পূর্ণানন্দ তাহারে কহয় ॥  
 শ্রীসচ্চিদানন্দ রস সর্ব শক্তিমান ।  
 নন্দে-র-নন্দন কৃষ্ণ অয়ং ভগবান ॥  
 তদানন্দময়ী শক্তি পরাবস্থা যেই ।  
 কৃষ্ণপ্রিয়া পূর্ণানন্দময়ী ভক্তি সেই ॥

সর্বশুভ শিরোরূপা ব্যভিচার হীন।

ভক্তানন্দকরী কৃষ্ণ সেবন প্রবীণা ॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে ।

সর্বমঙ্গলমূৰ্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা ।

দ্বিজেন্দ্র তব মন্যস্ত ভক্তিব্যভিচারিণী ॥ ৪৬ ॥

“তত্ত্বমসি” আদি জ্ঞান যতেক আছয় ।

প্রেমানন্দ উৎপাদিতে কেহ না পারয় ॥

একমাত্র ভক্তি প্রেম প্রসবিত্তে পারে ।

বেদের মুখ্যার্থ এই কহিনু তোমায়ে ॥

সাধন ভক্তির দ্বারে প্রেম লাভ হয় ।

সেই প্রেম কৃষ্ণ বিনা অন্যে কভু নয় ॥

সম্বিদাহ্লাদিনী সারভূতা ভক্তি বিনে ।

পরম আনন্দোদয় নহে কোন দিনে ॥

যে বলে জ্ঞানেতে হয় প্রেমানন্দোদয় ।

প্রেমানন্দ কিবা সেই নাহিক জানয় ॥

যৈছে অগ্নি জিহ্ব ভূত জিহ্বার জ্বালায় ।

দে জল দে জল বলে করে হায় হায় ॥

কালে যদি কেহ প্রেতশিলায় তাহার ।

জলপিণ্ড দেয় কৃপা করিয়া বিস্তার ॥

তবে সেই অগ্নি জিহ্ব ভূতোদ্ধার হয় ।

নতুবা জ্বালায় জলে এই ত নিশ্চয় ॥

তৈছে শুক জ্ঞানী শুক জিহ্বার জ্বালায় ।  
 রস রস করি দুঃখে ফুকারি বেড়ায় ॥  
 কোন ভাগ্যে যদি কৃষ্ণ ভক্ত কৃপাময় ।  
 তাহার উপর কৃপামৃত বরিষয় ॥  
 তবে তার শুক জিহ্বা সরসিত হয় ।  
 নতুবা জিহ্বার কষ্ট ভোগিয়া মরয় ॥  
 আকাশ ভাবিয়া তার বাক্যাকাশে যায় ।  
 নিরস জ্ঞানীর লাভ সব শূন্য প্রায় ॥  
 যেবা যেই রূপে ভজে শ্রীকৃষ্ণ তাহারে ।  
 সেই রূপে কৃপা করে কহিষু তোমারে ॥

তথাহি শ্রীমত্তগবদগীতায়াং ।

যে যথা মাং প্রপদন্তে তাং তথৈব ভজামাহং ।  
 মম বর্জ্যাস্থবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥ ৪৭ ॥

শুকজ্ঞানী ভূতাকাশ সম কৃষ্ণ কয় ।  
 এ হেতু রসনা তার রসহীন হয় ॥  
 রসহীন রসনার জ্বালা জিহ্বাখ্যান ।  
 তেঞি বাড়বাগ্নি সম তার অভিধান ॥

তথাহি বৃদ্ধেকৃতং ।

মীমাংসক বড়বাগ্নেঃ কঠিনমপি কুণ্ঠয়ন্নসৌ জিহ্বান্ ।  
 ক্ষুরতু সনাতন সূচিরং তব ভক্তিরসামৃতাস্তোদধিঃ ॥ ৪৮ ॥  
 কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড বাদী যত জন্ম ।  
 মীমাংসক মধ্যে তারা হয় ত গণন ॥

তাহাদের জিহ্বা হয় বাড়ব সমান ।  
 যাহে রস কোন কালে নাহি পায় স্থান ॥  
 অতএব ভক্তিরস আশ্বাদনাধার ।  
 কভু না হইতে পারে জিহ্বা সে সবার ॥  
 তবে যদি কোন ভাগ্যে মীমাংসক গণ ।  
 কৃষ্ণভক্ত পদে লয় একান্ত শরণ ॥  
 তবে তাহাদের সেই নিরস জিহ্বায় ।  
 ভক্তিরসোদয় হয় কহিনু তোমায় ॥  
 তবে তারা প্রেমানন্দ উপভোগ করে ।  
 নতুবা জিহ্বার কষ্টে ধড়ফড়ি মরে ॥  
 আকাশ ভজিয়া তারা আকাশে মিশায় ।  
 অতএব ভূত তারা কহিনু তোমায় ॥  
 ভূতেতে সাযুজ্য নাহি পায় ভূত বিনে ।  
 এই ত সিদ্ধাস্ত স্থির করিলা প্রাচীনে ॥  
 শ্রবণাদি ক্রিয়াক্রপা ভক্তি নাম যঁার ।  
 আনন্দাদি প্রকাশের শক্তি নাই তাঁর ॥  
 এরূপ সংশয় নাহি কর কদাচন ।  
 তাহাতে কারণ এই দেন বিজ্ঞগণ ॥  
 জ্ঞানানন্দ শ্রীবিগ্রহে চিকুর প্রভৃতি ।  
 জড় অবয়ব সব স্বরূপে বিবৃতি ॥  
 তথাপি আনন্দরূপ সকল তাঁহার ।  
 বেদ আদি শাস্ত্র এই করেন প্রচার ॥

তথা ভক্তেন্দ্রিয়'আদি চেষ্টারূপা যত ।  
 শ্রবণাদি ভক্তিক্রিয়া দেখি অবিরত ॥  
 নিরানন্দ রূপা সেই ক্রিয়া ভক্তি নহে ।  
 আনন্দ স্বরূপা স্বরূপতঃ শাস্ত্রে কহে ॥  
 ঐছে ক্রিয়ারূপানন্দময়ী ভক্তি যাহা ।  
 অভাগ্য জীবের উপলব্ধি নাহি তাহা ॥  
 যদ্রূপ কুপিত পিত্ত মানব নিচয় ।  
 মৎস্যগুীর মধুরত্ব জানিতে নারয় ॥  
 তদ্রূপ সংসারাসক্তাশুদ্ধ জীবগণ ।  
 আনন্দ সম্বিতসার ভক্তির লক্ষণ ॥  
 কখন নাহিক জানে কহিনু তোমায় ।  
 চিত্তশুদ্ধ হয় যার কৃষ্ণের সেবায় ॥  
 সেই জন অনুভব করে ঐছে ভক্তি ।  
 তব্বিনা বুদ্ধিতে কার নাহি আছে শক্তি ।  
 মুক্ত সবাকার দেখি এই ত কারণ ।  
 ভক্তি প্রবৃত্তির নাহি বিশ্রাম কখন ॥  
 “আপ্রায়ণাদিতি” সূত্র অর্থে এই কয় ।  
 মুক্তের শ্রীহরি কৈঙ্কর্য্যতা দৃষ্ট হয় ॥  
 ইহাতে ভক্তির পুরুষার্থ সিদ্ধ জানি ।  
 পরংপুরুষার্থ তার যাছে নাহি হানি ॥  
 পরংপুরুষার্থ যেই স্বয়ং-ভগবান ।  
 ভক্তি বিনা নাহি মিলে তাঁহার সন্ধান ॥

ভক্তির লাভেই ভক্তিলভ্য ভগবানে ।  
 নিজ ভাবে লভে ভক্ত কহিনু সন্ধানে ॥  
 ভক্ত ভক্তিলভ্য ভক্ত্যাধীন রাধাকান্ত ।  
 পরংপুরুষার্থ সত্য নাহি জানে ভ্রাস্ত ॥  
 জারজাত আর কৃষ্ণ ভক্তিহীন জন ।  
 পিতৃ-দেবলোকাগ্রাহ্য কহে ঋষিগণ ॥  
 পরমাত্মা কৃষ্ণে আর নিজ গুরু প্রতি ।  
 পরাভক্তি আছে যার সেই ত স্মৃতি ॥  
 তার স্বদে ঐছে গুঢ় অর্থ সমুদায় ।  
 সর্বদা প্রকাশ পায় কহিনু তোমায় ॥  
 সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি অতি গুঢ় হয় ।  
 শ্রীগুরুপ্রসাদে মিলে বেদ এই কয় ॥

তথাহি শ্বেতাশ্বতেরোগনিষদে ।

যশ্চ দেবে পরাভক্তির্ষথাদেবে তথা গুরৌ ।  
 ভশ্চ তে কথিতা হর্থ্যঃ প্রকাশন্তে মহাশ্বনঃ ॥ ৪৯ ॥

“পরা” শব্দে সর্ববশ্রেষ্ঠা প্রেমভক্তি কহে ।  
 যাহে কৃষ্ণ কান্তা বশ কান্তসম রহে ॥  
 কিংবা পরাশব্দে পরাশক্তি বেদ কয় ।  
 সেই পরাশক্ত্যাখ্যান আত্মাদিনী হয় ॥  
 আত্মাদিনীর সার প্রেমভক্তি স্মৃতিচয় ।  
 ভক্তির স্বরূপ এই করিনু নির্ণয় ॥

হ্লাদিনী স্বরূপ শক্তি সারবুদ্ভি ভক্তি  
কৃষ্ণবশ করণের যার মহাশক্তি ॥

পদঃ ।

গুণত্রয়াবিতা মোহিনী প্রকৃতি ।  
কৃষ্ণেষ্ণশক্ত্যে হইয়া বিকৃতি ॥  
সুসাম্যাবস্থায় গুণাতীত ভাবে ।  
কৃষ্ণে সুখ দেয় হ্লাদিনী স্বভাবে ॥  
শুদ্ধসত্ত্বময়ী হ্লাদিনীর ক্রিয়া ।  
যে ক্রিয়া কহিতে কাঁপয়ে এ হিয়া ॥  
ভাবুক গুরুর কৃপায় যে জন ।  
সে ক্রিয়া বুঝিল করিয়া সেবন ॥  
সরম ধরম ছাড়ি সেই জন ।  
গোপীর স্বভাবে সদা সর্বব্ৰজ ॥  
হৃদয়ের ভাবে শ্রীনন্দ-নন্দনে ।  
সেবে চিদানন্দ প্রেম বৃন্দাবনে ॥  
উত্তমা ভকতি তাহার আশ্রয়ান ।  
বেদাদি যাহার না পায় সন্ধান ॥  
প্রভু প্রেমলাল নন্দন-চরণ ।  
শরণ করিয়া কহে অকিঞ্চন ॥ ৫০ ॥  
ভক্তির স্বরূপ বহুমতে বহুজন ।  
শক্তিভক্ত বিচারিয়া করেন স্থাপন ॥



সেই সব হরিপ্রিয় সাধুর বচন ।  
 সত্যজ্ঞানে শিরে ধরি সদা সৰ্বক্ষণ ॥  
 নিজাচার্য্যমতে ভক্তি স্বরূপাদি যাহা ।  
 তোমার সাক্ষাতে আমি কহিলাম তাহা ॥  
 অত্যন্ত রহস্য ইহা কহনে না যায় ।  
 তথাপি কহিষু কিছু জানাতে তোমায় ॥  
 অষ্টমে ভক্তির স্বরূপাদি সঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 ভক্ত সারঙ্গের করু আনন্দ বর্দ্ধন ॥  
 নবমে সাধন ভক্তি প্রভৃতির কথা ।  
 তোমাতে কহিব বাপ ! শাস্ত্রে উক্ত যথা ॥  
 শ্রীগুরু, জাহ্নবী, রাম, শ্রীবংশীবদন ।  
 চরণ সরসীরূহ করিয়া শরণ ॥  
 প্রভু দীননাথ প্রীতিবর্দ্ধন কারণ ।  
 অষ্টম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥  
 প্রভু দীননাথাজ্ঞ এ বিপিন দাসে ।  
 অকিঞ্চন কহে ভাগ্য প্রক্ষালন আশে ॥  
 এই “দশমূলরসং বৈষ্ণব-জীবন ।”  
 কোন শিষ্যপ্রিয় প্রশ্নে কহে অকিঞ্চন ॥  
 গুরুত্বের ভাব মোর হৃদে কিছু নাই ।  
 তথাপি গুরুত্বভাব লোকেতে দেখাই ॥  
 সেবক হইতে যেই নারিল জীবনে ।  
 সেই গুরু হঞা ফিরে ভবনে-ভবনে ॥

গুরু, শিষ্য মিলা ভার শাস্ত্রে, বিস্তে কয় ।

এ কথা স্মরণ মোর হৃদে নাহি হয় ॥

বিপিনবিহারি কহে শিষ্য হব যবে ।

গুরু হঞা লোক মাঝে বেড়াইব তবে ॥

এখন শ্রীগুরু হঞা ভ্রমণ আমার ।

কেবল শঠতা মাত্র কহিলাম সার ॥

যেমন বণিকগণ সাধুবেশ ধরি ।

লোকেরে ভুলায় নানাবিধ ছল করি ॥

সেইরূপ লোক সবে ভুলাবার তরে ।

গুরু হঞা ভ্রমি আমি সংসার ভিতরে ॥

হেন শঠ এ বিপিন “দশমূলরসে ।”

ভক্তি স্বরূপাদি বর্ণে রহি আত্মবশে ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা

বিরচিতৈ দশমূলরসে অভিধেয়তত্ত্বৈ ভক্তি স্বরূপাদি

নিকূপণং নামাষ্টম মূলং ॥ ৮ ॥

## নবম মূলং ।



যদইয়া হি নিত্যঞ্চ ভাবভক্তিৰ্ভবেৎ কিল ।

তং কৃষ্ণং ভাবরূপঞ্চ সাষ্টাঙ্গং প্রণতোহস্ম্যহং ॥ ১ ॥

সৰ্বমুলাধারং প্রেমপারাবারং ।

ব্রজজনগালং ভজ নন্দবালং ॥ ২ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।

জয় প্রভু নিত্যানন্দ পতিত-পাবন ॥

জয়াদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বারেন্দ্র-ভূষণ ।

বৈষ্ণবের বল শাস্তিপূর বিমোক্ষণ ॥

জয় প্রভু গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর ।

শ্রীবংশীবদন প্রভু প্রেমরস পুর ॥

জয় প্রভু বীরচন্দ্র খড়্গদহ শোভা ।

জয় রামচন্দ্র প্রভু সৰ্ববচিস্ত লোভা ॥

জয় প্রভু প্রেমলাল মোর পিতামহ ।

বৈষ্ণবে যাঁহার গুণ গায় অহঃরহ ॥

জয় পিতৃদেব মোর প্রভু দীননাথ ।

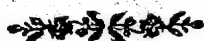
সৰ্বদা বিহার যাঁর ভক্তগণ সাথ ॥

জয় জ্যোষ্ঠতাত মোর প্রভু বনমালী ।

ঃ ষিঁহো শিখায়েন ভক্তে ভক্তির প্রণালী ॥

বৈষ্ণবের পদরজ করিয়া ভূষণ ।  
 রূপের সিদ্ধান্ত মতে এই মুখজন ॥  
 কহিছে সাধন ভক্তি আদির লক্ষণ ।  
 শ্রীনিধান রূপে বাপ ! করহ শ্রবণ ॥  
 যদ্যপি ভক্তির স্বরূপাদি নিরূপণে ।  
 ভক্তির সকল তত্ত্ব অপর্যায় ক্রমে ॥  
 তোমার নিকটে মুণ্ডিত করেছি বর্ণন ।  
 তথাপি পর্যায়ক্রমে করহ শ্রবণ ॥  
 সাধনাদি ভেদে ভক্তি ত্রিবিধ প্রকার ।  
 আদি পদে ভাব, প্রেম কহিলাম সার ॥  
 বস্তুতঃ সাধন, সাধ্য ভেদে ভক্তি দুই ।  
 সাধ্য ভক্তি হার্দরূপা কহিলাম মুই ॥  
 ইন্দ্রিয়ের ঘারে যাহা সাধনীয়া হয় ।  
 সেই ত সাধন ভক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥  
 সামান্য স্বরূপে তারে করেন নির্দেশ ।  
 তুয়া সন্নিধানে এই কহিমু বিশেষ ॥  
 সাধন ভক্তিতে ভাব, প্রেম সাধ্য হয় ।  
 এ হেতু সাধন নাম প্রকৃতার্থ কয় ॥  
 ভাব, প্রেম সাধ্য হেতু সাধন ভক্তির ।  
 অকৃত্রিম ভাব বংশী করিলেন স্থির ॥  
 সাধনাকৃত্রিম হেতু ভাবাদি সকলে ।  
 পণ্ডিতমণ্ডলী সদা অকৃত্রিম বলে ॥

## নবম স্কলং ।



বদইরা হি নিত্যক ভাবভক্তিৰ্ভবেং কিল ।

তং কৃষ্ণং ভাবরূপক সাষ্টাঙ্গং প্রণতোহস্মাহং ॥ ১ ॥

সৰ্বমূলধারং প্রেমপারাবারং ।

ব্রজজনপালং ভজ নন্দবালং ॥ ২ ॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।

জয় প্রভু নিত্যানন্দ পতিত-পাবন ॥

জয়দ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বারেন্দ্র-ভূষণ ।

বৈষ্ণবের বল শাস্তিপূর বিমোক্ষণ ।

জয় প্রভু গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর ।

শ্রীবংশীবদন প্রভু প্রেমরস পুর ॥

জয় প্রভু বীরচন্দ্র খড়দহ শোভা ।

জয় রামচন্দ্র প্রভু সৰ্ববচিস্ত লোভা ॥

জয় প্রভু প্রেমলাল মোর পিতামহ ।

বৈষ্ণবে যাঁহার গুণ গায় অহঃরহ ॥

জয় পিতৃদেব মোর প্রভু দীননাথ ।

সৰ্বদা বিহার যাঁর ভক্তগণ সাথ ॥

জয় জ্যোষ্ঠতাত মোর প্রভু বনমালী ।

১৫ ষাঁহো শিখায়েন ভক্তে ভক্তির প্রণালী ॥

বৈষ্ণবের পদরজ করিয়া ভূষণ ।  
 রূপের সিদ্ধান্ত মতে এই মুখজন ॥  
 কহিছে সাধন ভক্তি আদির লক্ষণ ।  
 অগিধাম রূপে বাপ ! করহ শ্রবণ ॥  
 যদ্যপি ভক্তির স্বরূপাদি নিরূপণে ।  
 ভক্তির সকল তত্ত্ব অপর্যায় ক্রমে ॥  
 তোমার নিকটে মুক্তিও করেছি বর্ণন ।  
 তথাপি পর্যায়ক্রমে করহ শ্রবণ ॥  
 সাধনাদি ভেদে ভক্তি ত্রিবিধ প্রকার ।  
 আদি পদে ভাব, প্রেম কহিলাম সার ॥  
 বস্তুতঃ সাধন, সাধ্য ভেদে ভক্তি দুই ।  
 সাধ্য ভক্তি হার্দরূপা কহিলাম শ্রুই ॥  
 ইন্দ্রিয়ের দ্বারে যাহা সাধনীয় হয় ।  
 সেই ত সাধন ভক্তি জানিহ নিশ্চয় ॥  
 সামান্য স্বরূপে তারে করেন নির্দেশ ।  
 ভূয়া সন্নিধানে এই কহিনু বিশেষ ॥  
 সাধন ভক্তিতে ভাব, প্রেম সাধ্য হয় ।  
 এ হেতু সাধন নাম প্রকৃতার্থ কয় ॥  
 ভাব, প্রেম সাধ্য হেতু সাধন ভক্তির ।  
 অকৃত্রিম ভাব বংশী করিলেন স্থির ॥  
 সাধনাকৃত্রিম হেতু ভাবাদি সকলে ।  
 পণ্ডিতমণ্ডলী সদা অকৃত্রিম বলে ॥

শুদ্ধ সত্ত্বরূপে নিত্য সিদ্ধ ভক্তগণে ।  
 এছে ভক্তি বিরাজিতা সদা সর্বক্ষণে ॥  
 নিত্য সিদ্ধ ভক্তে ভক্তি স্বয়ং স্ফূর্তি হয় ।  
 অতএব অকৃত্রিম জানিহ নিশ্চয় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের নাম, লীলা, গুণাদি নিচয় ।  
 প্রাকৃতেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কভু নাহি হয় ॥  
 ইথে আর কৃষ্ণশক্তি বৃন্তি বাক্য দ্বারে ।  
 ভক্তির কৃত্রিম বাদ খণ্ডে বারে বারে ॥  
 বাস্তবিক নিত্য সিদ্ধ বস্তু ভক্তি হয় ।  
 ভক্তির সাধন কিছু নাহিক অছয় ॥  
 জীব-হৃদে গুণভাবে প্রেমানন্দ রয় ।  
 যেই সব ক্রিয়া করে তাহার উদয় ॥  
 সাধন তাহার নাম কহিমু তোমায় ।  
 সাধন ব্যতীত সাধ্যবস্তু কেবা পায় ॥  
 সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেম সাধনে মিলয় ।  
 অসঙ্গ সাধন সেই সর্বশাস্ত্রে কয় ॥  
 পূর্বের কহিয়াছি আমি কৃষ্ণানুশীলনে ।  
 ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে বেদ-বিধিগণে ॥  
 অবস্থা ভেদেতে সেই কৃষ্ণানুশীলন ।  
 দুই মত হয় এই জীবের লিখন ॥  
 সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি দুই হয় ।  
 চীকামধ্যে প্রভু জীব ইহাই লিখয় ॥

প্রাকৃত বিষয় ভোগ সম্বন্ধে যখন ।  
 কোন ভাগ্যে জীব ছাড়ে দুর্ন্যতি আপন ॥  
 তখন ঈশাত্মা, পরলোক, কৰ্ম্মফলে ।  
 জীবের বিশ্বাস জন্মে শাস্ত্রে এই বলে ॥  
 সেই ত বিশ্বাসে তত্ত্বদ্বিময়ক কথা ।  
 বিজ্ঞ স্থানে শুনে জীব শাস্ত্র উক্ত যথা ॥  
 এইরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্ব আলোচন ।  
 করিতে করিতে ক্রমরূপে জীবগণ ॥  
 চরমাবস্থায় সুখে উপনীত হয় ।  
 তবে শ্রবণাদীন্দ্রিয় চেষ্টা উপজয় ॥  
 সাধন স্বরূপে সেই চেষ্টা সমুদায় ।  
 প্রথমে প্রকাশ পায় কহিনু তোমায় ॥  
 সাধনের সার ফল প্রেম সত্য হয় ।  
 সেই প্রেম নিত্যধৰ্ম্ম জীবের নিশ্চয় ॥  
 যেকাল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জীবের অন্তরে ।  
 কৃষ্ণতত্ত্ব অভ্যাস গুরু নাহি করে ॥  
 সে কাল পর্য্যন্ত প্রেম অপ্রকাশ রহে ।  
 বেদ, বিধি, বিজ্ঞগণে এই কথা কহে ॥  
 তাহাতে জীবের শুদ্ধ অবস্থার ভেদে ।  
 কিঞ্চিদভিরুচি থাকে কৰ্ম্মময় বেদে ॥  
 তাহে নৈমিত্তিক কৰ্ম্মে কড় কড় ধায় ।  
 অত্যন্ত রহস্য এই কহিনু তোমায় ॥



প্রেমাশ্রিত্য টাবধি জীবাবস্থা এই ।  
 যাহাতে সাধন আর ভাবরূপে সেই ॥  
 কিকিমৈমিত্তিক কৰ্ম্ম করে আচরণ ।  
 এই হেতু বিজ্ঞানে করেন কীর্ত্তন ॥ .  
 কৃষ্ণ-বিষয়ক ভাব বাসনা রূপেতে ।  
 জীব-হৃদে নিত্য রহে অক্ষুট ভাবেতে ॥  
 সাধক হৃদয়ে সেই ভাবরত্ন সার ।  
 প্রকটে সাধন ভক্তি শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমাচেতিত্রিধোদিতা ।  
 কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য ভাবা সা সার্বভাবাভিধা ।  
 নিত্য সিদ্ধন্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা ॥ ২ ॥

সাধন ভক্তির দ্বারে সাধনীয় ভাব ।  
 শ্রীরূপ কুপায় এই সুসিদ্ধান্ত লাভ ॥  
 স্বাভাবিক রাগোদয় কৃষ্ণেতে বাঁহার ।  
 সাধন ভক্তিতে প্রয়োজন নাহি তাঁর ॥  
 বহুভাগ্যে স্বাভাবিক রাগ কৃষ্ণে হয় ।  
 সে রাগী দুঃখ ভীতি যেথা সেথা নয় ॥  
 “কোটিষপি মহামুনে” স্মৃতিবাক্যে কয় ।  
 কোটিমধ্যে একজন সে রাগী মিলয় ॥  
 রাগের লক্ষণ শুনি কলি ধূর্তগণে ।  
 সাধন ছাড়িয়া করে রাগানুকরণে ॥

আত্মমুখ স্বার্থ লাগি সেই ধূর্তগণ ।  
 লোক ভুলাইতে করে রাগামুকরণ ॥  
 রাগামুকরণ যত লেখ সে সবার ।  
 আগামুকরণ মধ্যে সে সব প্রচার ॥  
 হৃদে আগ পক্ষ যার ভড় ভড় করে ।  
 তার রাগ লিঙ্গ যত নরকের তরে ॥  
 বিষয়াবিষ্টের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আবেশ ।  
 কখন করিতে নারে কহিনু বিশেষ ॥  
 গুরু, কাম্য জন কৃপা যার প্রতি হয় ।  
 তার চিত্ত কৃষাবেশ করিতে পারয় ॥  
 কলিমুগে ধূর্ত রাগী যেথা সেথা হবে ।  
 বিশেষ না জানি সঙ্গ কার নাহি লবে ॥  
 রাগ পথ কোন দিকে নাহি জানে যারা ।  
 কলিমুগে রাগী বলি পূজ্য হবে তারা ॥  
 অতএব সাবধান হবে সর্বক্ষণ ।  
 তাহাদের সঙ্গ ভ্রমে না কর কখন ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 সাবধান লাগি কিছু করিনু কীর্তন ॥  
 সপ্তমে নারদ ঋষি প্রসঙ্গামুসারে ।  
 সাধন ভক্তির কথা করিলা প্রচারে ॥  
 যে কোন উপায় দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ।  
 চিত্ত প্রণিধান কর করিয়া যতনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন হনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েদिति ॥ ৩ ॥

বিদেষ, সম্বন্ধ, ভয়, কাম আর ভক্তি ।

উপায় শব্দের অর্থ শাস্ত্রে এই ব্যক্তি ॥

যে কোন উপায় দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ।

করিবে মনের যোগ করিয়া যতনে ॥

এইটী সম্মতি মাত্র, বিধি বাক্য নহে ।

ক্রম সন্দর্ভেতে প্রভু জীব এই কহে ॥

যুক্ততম একমাত্র উপায়াভিপ্রায়ে ।

যে কোন উপায় ইহা টীকায় জানায়ে ॥

অত্যন্ত আশ্চর্য্য ইহা কহনে না যায় ।

কহিতে লাগয়ে দুঃখ তবু কহি তায় ॥

তাদৃশ প্রযত্ন সাধ্য বৈধভক্ত্যাশ্রয়ে ।

বহুকালে কৃষ্ণ প্রসন্নতা লাভ হয়ে ॥

সেই শ্রীগোবিন্দ ভাব বিশেষের দ্বারে ।

শীঘ্র বাঞ্ছা পূর্ণ করে কহিনু তোমারে ॥

বিদেষাদি সেই তাব সমূহ মধ্যেতে ।

গণনীয় হইয়াছে জানিহ মনেতে ॥

গুণগণ স্মৃতিগত স্বভাব যাঁহার ।

তাঁরে প্রীতি নাহি করে কোন চুরাচার ॥

এই বাক্য দ্বারে রাগানুগা ভক্তি যেই ।

যুক্ততম রূপে নিত্য অভিহিত সেই ॥

ভয়, ঘেঘ ভক্তি বলি যদি গণ্য হয় ।  
 তবে অনুকূলানুশীলন ভক্তি নয় ॥  
 এইরূপ আশঙ্কার পরিহার তরে ।  
 প্রসঙ্গে কৌশল ক্রমে ঋষি ব্যক্ত করে ॥  
 ভয় বিবেচনের যিনি শুভ সম্পাদন ।  
 সর্বতোভাবেতে করে সদা সর্বক্ষণ ॥  
 কোন্ বা পামর সেই কৃষ্ণের চরণে ।  
 ভক্তি নাহি করিবেক এ তিন ভুবনে ॥  
 চিন্তাভিনিবেশ এই বাক্যার্থে লিখয় ।  
 মানস কল্লিতেন্দ্রিয় চেফ্টা যত হয় ॥  
 ভক্তিরূপে সেই সব শাস্ত্রেতে বিহিত ।  
 তোমার নিকটে এই কহিনু নিশ্চিত ॥  
 স্বমনোমুকুল এক উপযুক্তোপায়ে ।  
 যে কোন উপায় কহে ভক্ত সমুদায়ে ॥  
 বিদেষ ভয়াতিরিক্তোপায় সেই হয় ।  
 সিন্ধুর টীকায় এই প্রভু জীব কয় ॥  
 বৈধী-রাগানুগা এই দ্বিবিধ প্রকার ।  
 সাধন ভকতি ভক্তি শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ সম্বন্ধেতে রুচি যেই ।  
 রাগার্থ জানিহ এথা কহিলাম এই ॥  
 কৃষ্ণানুরাগের অনুদীপন কারণ ।  
 শাস্ত্রানুশাসন ভয়ে জীবের যখন ॥

প্রবৃতি জন্মিয়া থাকে কৃষ্ণানুশীলনে ।

বৈধিভক্তি কহে তান্নে বেদ-বিধিগণে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসাস্বতসিকৌ ।

বৈধিরাগাচুগা চেতি সা দ্বিধা সাধনাভিধা ।

যত্র রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরূপজায়তে ।

শাসনেনৈব শাস্তস্য সা বৈধী ভক্তিরূপ্যতে ॥ ৫ ॥

নিত্য সুখময় পুরুষার্থ চাহে যেই ।

তাহার কর্তব্য কার্য্য শাস্ত্রে কহে এই ॥

হরির শ্রবণ আর কীর্তন-স্মরণ ।

করিবে সর্বতোভাবে সদা সর্বক্ষণ ॥

ভববন্ধহারি হরি সর্বেশ্বরেশ্বর ।

সর্বব্যাঘ্র, সৌন্দর্য্যোপায় পূর্ণ নিরন্তর ॥

এ হেতু অভয়াকাঙ্ক্ষি বুদ্ধিমান জন ।

সর্ব পরিহারি করে হরির ভজন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তস্মাদ্ভারত সৰ্ব্বাঙ্গা ভগবান্ হরিরীশ্বৰঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্ত্তব্যশ্চৈচ্ছতাত্মকঃ ॥ ৫ ॥

সর্বদা করিবে প্রভু বিমুগ্ধকে স্মরণ ।

তাহাকে বিস্মৃত নাহি হবে কদাচন ॥

অবশ্য করিবে সারংসঙ্ক্যা উপাসন ।

ব্রাহ্মণে বিনাশ নাহি করিবে কখন ॥

এই মত যত বিধি-নিষেধ আছেয় ।  
 সে সব উহার অনুগত ভূত হয় ॥  
 স্মরণ করিবে প্রভু বিষ্ণুর চরণ ।  
 তাঁহাকে বিশ্বৃত নাহি হইবে কখন ॥  
 সৰ্ববিধি নিষেধের প্রভুর স্বরূপ ।  
 এঁছে বিধি আদি এই কহেন শ্রীরূপ ॥  
 ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আদি বর্ণ সবাকার ।  
 গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের পক্ষে এই সার ॥  
 যদ্যপিহ নিত্য বিধি এঁছে বিধি হয় ।  
 তথাপি উহার ফল শাস্ত্রেতে লিখয় ॥  
 বৈছে একাদশ্যাদির ফল শাস্ত্রে কয় ।  
 তদ্রূপ উহার ফল প্রকাশ করয় ॥  
 একাদশী, জন্মাস্তমী ব্রতাদ্যকরণে ।  
 প্রত্যবায় হয় এই কহে বিধিগণে ॥  
 অনুষ্ঠানে ফললাভ হয় অতিশয় ।  
 সেইরূপ শ্রীগোবিন্দ ভজনে নিশ্চয় ॥  
 গোবিন্দের অভজনে প্রত্যবায় জানি ।  
 ভজনে অতুল ফল এই ত বাখানি ॥  
 যার অকরণে প্রত্যবায় শাস্ত্রে কয় ।  
 সেই নিত্য বিধি এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 বৈছে সন্ন্যাস, একাদশী ব্রতাদ্যকরণে ।  
 প্রত্যবায় হয় এই কহে বিধিগণে ॥

তৈছে সৰ্বেশ্বৰেশ্বৰ কৃষ্ণ অসেবনে ।  
 প্রত্যবায় অতিশয় কহে মহাজনে ॥  
 সন্ধ্যাদ্যকরণে যেই প্রত্যবায় হয় ।  
 তার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে কল্পিল-নিৰ্ণয় ॥  
 কৃষ্ণবিহীনের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই ।  
 জৈমিনী ভারতে এই দেখিবারে পাই ॥  
 তথাহি শ্রীজৈমিনী ভারতে ।

বাস্থদেব বিহীনানাং প্রায়শ্চিত্তং ন বিজ্ঞতে ॥ ৬ ॥

প্রায়শ্চিত্তভাবে প্রত্যবায় অতিশয় ।  
 অতিশয়ার্থেতে এই বুঝিবে নিশ্চয় ॥  
 বিষ্ণুর শ্রবণ আদি সাধন ভক্তির ।  
 মুখ্য অঙ্গ বলি বিজ্ঞে করিলেন স্থির ॥  
 যেই কর্মে আছে শুদ্ধ ভক্তির উদ্দেশ ।  
 সেই কর্ম মুখ্য অঙ্গ कहিমু বিশেষ ॥  
 যেই কর্মে বৈষয়িক স্থখের সন্ধান ।  
 বিশেষ রূপেতে বৎস ! হয় অনুমান ॥  
 তথাপি ভক্তিকে লক্ষ্য গোণ রূপে করে ।  
 গোণাঙ্গ ভক্তির সেই বুঝই অস্তরে ॥  
 ভক্তিশাস্ত্র অনভিজ্ঞ কোন দুরাশয়ে ।  
 পশুযাগ আদি ক্ষুদ্র কর্ম সমুদয়ে ॥  
 গোণরূপে ভক্তি অঙ্গ করিলেন স্থির ।  
 কলির সিদ্ধাস্ত সেই নাহি শুনে ধীর ॥

সহাভাবে পশুযাগ আদি কৰ্মচয় ।  
 গোণরূপে ভক্তি অঙ্গ হইতে নারয় ॥  
 বৈদিক তান্ত্রিক দুই ক্রিয়াযোগ হয় ।  
 সেই দুই দ্বারে কৃষ্ণ পূজা যে করয় ॥  
 তিহঁ ইহ পরলোকে শ্রীকৃষ্ণ রূপায় ।  
 নিজাভিলষিত সিদ্ধি অনায়াসে পায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ ।  
 অর্চনমুভয়তঃ সিদ্ধিং মন্ত্রৌবিন্দত্যভীপ্সিতাং ॥ ৭ ॥

হরিকে উদ্দেশ্য করি যেই কার্যচয় ।  
 বিহিত বলিয়া শাস্ত্রে করিলা নির্ণয় ॥  
 বৈধী ভক্তি হয় সেই কহিনু তোমাবে ।  
 পরম ভক্তির লাভ হয় যার দ্বারে ॥  
 পরম ভক্তির অর্থে প্রেমভক্তি জানি ।  
 যার পর, পর আর কিছু নাহি মানি ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

সূর্যেবিহিতাশাস্ত্রে হরিমুদ্दिष्टं वा क्रिया ।  
 সৈব চর্কিরিতিপ্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥ ৮ ॥

সাধুসঙ্গ আদি জাত সংস্কারে যাঁহার ।  
 কৃষ্ণের সেবনে শ্রদ্ধা কম্বিল অপার ॥  
 কৰ্মযোগ মাত্রে তিহঁ সদা উদাসীন ।  
 কৰ্মে অতিসমুদ্ভাব সর্বদা রিহীন ॥



কৃষ্ণগুণগান আদি ভিন্ন আন কাজে ।  
 আসক্তি বিহীন হঞা রহে জগমাঝে ॥  
 ভক্তি বিষয়েতে তিলেক অধিকারী হয় ।  
 প্রভুরূপ এই কথা স্বগ্রন্থে লিখয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

যঃ কেনাপ্যভিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোহস্য সেবনে ।  
 নাতিসন্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্যসৌ ॥ ৯ ॥

পরম স্বতন্ত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপায় ।  
 শ্রদ্ধাযুক্ত হয় যেই কৃষ্ণের কথায় ॥  
 কস্মেতে নির্বেদ তাঁর যদিও না হয় ।  
 তবু কৃষ্ণ প্রীতিকর কৰ্ম্ম আচরয় ॥  
 তাহা বিনা অন্য কোন বিষয়ে তাঁহার ।  
 আসক্তি নাহিক রহে কহিলাম সার ॥  
 তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি ভক্তিদেবী করে ।  
 শ্রীমুখের বাক্য এই রাখিবে অন্তরে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

যদৃচ্ছয়া মৎকথানৌ জাত শ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্ ।  
 ন নির্বিন্দো নাতিসন্তো ভক্তিযোগোহস্য সিদ্ধিধঃ ॥ ১০ ॥

উত্তম, মধ্যম আর কনিষ্ঠানুসারে ।  
 ভক্তি অধিকারী তিন কহিনু তোমাঝে ॥  
 শাস্ত্র শাস্ত্র অনুগত মুক্তির বিন্যাসে ।  
 বিশেষ নিপুণ এই বিজ্ঞেতে প্রকাশে ॥

তত্ত্ব সাধন পুরুষার্থ সুনিশ্চয়ে ।  
 একমাত্র ভগবান উপাস্ত মানয়ে ॥  
 সেই ত উপাস্ত বস্ত্র শ্রীতির বিষয় ।  
 যাহার জন্মেরে এই স্মৃতি নিশ্চয় ॥  
 কর্ণধার বাক্যাদিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস ।  
 উত্তমাধিকারী সেই করিষু প্রকাশ ॥  
 শাস্ত্র শব্দে ভাগবত বেদান্তের সার ।  
 শাস্ত্র অশুগত যুক্তি যুক্ত্যর্থ প্রচার ॥  
 নিপুণ শব্দেতে শাস্ত্রাদিতে সুপ্রবীণ ।  
 শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস সদা তদীয় অধীন ॥  
 তত্ত্ব শব্দেতে কৃষ্ণ তত্ত্ব এই জানে ।  
 শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত তত্ত্ব কভু নাহি মানেন ॥  
 সাধন শব্দেতে কৃষ্ণ শ্রবণাদি কয় ।  
 তদ্বিনা সাধন অন্য নাহিক মানয় ॥  
 পুরুষার্থ শব্দে প্রেম পুরুষার্থ শির ।  
 তদ্বিনান্য পুরুষার্থে মানয়ে অস্থির ॥  
 অস্থিরের হেতু অঙ্গ ছলিয়া উঠয় ।  
 ছলন কারণ প্রেমভক্ত বেদ্য হয় ॥  
 ভগবান শব্দে কৃষ্ণ নন্দোর-নন্দন ।  
 তদ্বিনান্য ভগবান পূর্ণ ভগ নন ॥  
 ভগ শব্দে ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ কর ।  
 ষড়ৈশ্বর্য পরিপূর্ণ নন্দসূত হয় ॥

তথাহি শ্রীগঙ্গাপরেনোক্তং ।

ঐশ্বর্যস্ত সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য বশসঃ প্রিয়ঃ ।

জ্ঞান বৈরাগ্যায়োশ্চৈব যজ্ঞাং উদগ ইতি শ্রুতং ॥ ১১ ॥

বস্তু শব্দে নিত্যোপাস্ত বস্তু কৃষ্ণ জানে ।

তদ্বিনান্য বস্তু তদধীম মনে মানে ॥

ভক্তিতে উত্তম অধিকারী সেই হয় ।

তার চিন্তে এই সব সর্বদা স্মরয় ॥

শাস্ত্র শাস্ত্রানুমোদিত যুক্তি দেখাইতে ।

বিশেষ সঙ্কম নহে লোক সমিতিতে ॥

কিন্তু শ্রদ্ধাবান অতি গুৰ্ব্বাদির প্রতি ।

মধ্যমাধিকারী সেই कहিনু সম্প্রতি ॥

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাসাদি শব্দ শাস্ত্রে কয় ।

তোমার নিকটে এই कहিনু নিশ্চয় ॥

শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ কোমল বিশ্বাস ।

কনিষ্ঠাধিকারী সেই জানিহ নির্যাস ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসানুভবিকৌ ।

উত্তমো মধ্যশ্চত্বাং কনিষ্ঠশ্চেতি স ত্রিধা ।

শাস্ত্রে বুজ্যে চ নিপুণঃ সৰ্ব্বথা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ ।

প্রৌঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ সত্ত্বজ্ঞানবৃত্তমো মতঃ ।

যঃ শাস্ত্রাদিবিনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান যঃ স্তু মধ্যমঃ ।

যো ভবেৎ কোমল শ্রদ্ধা ন কনিষ্ঠো সিগম্যতে ॥ ১২ ॥

গীতাশাস্ত্রে ভগবান অর্জুনে কহয় ।  
 মন্তব্যধিকারী চতুর্বিধ মনিস্কয় ॥  
 আর্ন্ত, তৎ জিজ্ঞাসার্থী, অর্থ অভিলাষী ।  
 তৎজ্ঞানী এই চারি কহিলু প্রকাশি ॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং ।

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহিহু ন ।  
 আর্ন্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৩ ॥

এছে চারিজন মধ্যে বাহার উপর ।  
 কৃষ্ণ বা তন্তুত কৃপা হয় সুদুস্তর ॥  
 বিশুদ্ধ ভক্তিতে তার অধিকার হয় ।  
 গজেন্দ্র প্রভৃতি তাহে প্রমাণ আছয় ॥  
 গজরাজ গ্রাহ দৃষ্টে হইয়া কাতর ।  
 গোবিন্দপদারবিন্দ স্মরি নিরস্তর ॥  
 আপন স্কৃত হেতু গোবিন্দ কৃপায় ।  
 বিশুদ্ধ ভক্তি লভে কহিলু ভোগায় ॥  
 রাজলক্ষ্মী ছাড়ি মিরিগহ্বরে থাকিয়া ।  
 মুচুকুন্দ রাজা তৎ জিজ্ঞাসু হইয়া ॥  
 পুণ্যপুঞ্জ নিবন্ধন কৃষ্ণের ভজনে ।  
 অধিকার লাভ করে কহে ষাণ্মিগণে ॥  
 রাজ্যার্থী হইয়া সেই ক্রম মহাশয় ।  
 হরির উদ্দেশে যেন প্রবেশ করয় ॥

পুণ্য নিবন্ধন তিনি ঋষির কৃপায় ।  
 হরিভক্তি লভিলেন কহিনু তোমার ॥  
 সনক, সনন্দ আদি জ্ঞানী সমুদয় ।  
 হরির প্রসাদে শুদ্ধ ভকতি লভয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চো ।

তত্র গীতাдиষূক্তানাং চতুর্ণামধিকারিণাং ।  
 মধ্যে যস্মিন্ ভগবতঃ কৃপাশ্রান্তং প্রিয়শ্চ বা ।  
 স ক্ষীণ তত্ত্বাবঃ শ্রাচ্ছুদ্ধভক্ত্যধিকারবান্ ।  
 যথেষ্টঃ শৌনকাदिश्च ধ্রুবঃ স চ চতুঃসনঃ ॥ ১৪ ॥

ভক্তি সুখ লভিবারে বাসনা যাহার ।  
 অন্য সুখাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর্তব্য তাহার ॥  
 ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যক্ষী জীবের হৃদয়ে ।  
 বহুদিন ভাবরঞ্জে বিরাজ করয়ে ॥  
 তত দিন ভক্তিসুখ না হয় উদয় ।  
 নিশ্চয় কবিয়া এই গোসাঞি কহয় ॥  
 অপবর্গে লঘুজ্ঞানে অনাদরে যেই ।  
 ভক্তির পরমাদর সুবিদিত সেই ॥  
 শ্রবণাদিরূপ ভক্তি তার প্রাণ মন ।  
 প্রেম দ্বারে একবারে করেন হরণ ॥

তথাহি তত্ৰৈব ।

ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ততে ।  
 তাবদুক্তি সুখশ্রাভ কথমভ্যুদয়োভবেৎ ॥

তত্রাপি চ বিশেষণ গতিমধীমনিচ্ছতঃ ।

তত্ত্বিত্ত্ব মনঃ প্রাণান্ প্রেমাত্তান্ কুরুতে জনান্ ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণে আজ্ঞা সমর্পণ করে যেই জন ।

ব্রহ্মপদ আদি সেই না করে গ্রহণ ॥

ব্রহ্মপদাদির কথা রছক সুদূরে ।

অপবর্গ নাহি চাহে সেই ভক্ত সুরে ॥

ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে অপবর্গ কর ।

এথা অপবর্গার্থেতে মোক্ষ মাত্র হয় ॥

সংসারে পুনরাবৃত্তি মুক্তের না মানি ।

এহেতু মোক্ষার্থ এথা গ্রহণীয় জানি ॥

আজ্ঞা সমর্পণকারী ভক্ত যেই জন ।

কৃষ্ণলাভ ইচ্ছা মাত্র তার সর্বব্রহ্মণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিক্ষ্যং

ন সার্ক্সভোমং ন রসাধিপতাং ।

ন যোগসিদ্ধীং পুনর্ভবং বা

ময্যাপিতাশ্চৈচ্ছতি মদ্বিনানাং ॥ ১৬ ॥

মুক্তিবাদীদের মত সিদ্ধা মুক্তি যাহা ।

ভক্তের অভীষ্টা মুক্তি নাহি হয় তাহা ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ অনুভবে সর্বব্রহ্মণ ।

যেই মুখ সেই মোক্ষ কহে ভক্তগণ ॥

মুমুকাকে ভজনাঙ্গ কেহ কেহ কহে ।  
 ভক্তের ভারতী সেই কভু মিথ্যা নহে ॥  
 ভাবার্থ তাহার এই করহ শ্রবণ ।  
 স্বগ্রন্থে গোসাঞি যাহা করেন বর্ণন ॥  
 প্রথমে মুমুক্য হেতু জীবের হৃদয়ে ।  
 ভজনে প্রবৃত্তি জন্মে জানিহ নিশ্চয়ে ॥  
 ক্রমানুশীলনে সেই ভজন পাকয় ।  
 তবে কৃষ্ণে গম প্রাণ বিনিবিষ্ট হয় ॥  
 মুক্তি ইচ্ছা সেই মনে মাছি পায় স্থান ।  
 গোমারে কহিনু এই ভাবার্থ সন্ধান ॥  
 মোক্ষ অভিলাষ নাহি ভক্তের রহয় ।  
 অনুভূতা তাবে মুক্তি ভক্ত কাছে বয় ॥  
 মুমুক্যই অঙ্গ এই হেরিবে বাহার ।  
 আসনাদি অর্ঘ্যযোগ সম্বল তাহার ॥  
 শ্রবণ, কীর্তন আদি মুখ্য ভক্তি যথা ।  
 অর্ঘ্যভজযোগাপেক্ষা নাহি করে তথা ॥  
 কৃষ্ণ প্রাপ্তি জন্য শুদ্ধা বাসনাই তার ।  
 প্রধানাঙ্গ বলি রূপ করেন প্রচার ॥  
 অন্তএবানন্দমূর্ত্তি শ্রীনন্দ-নন্দনে ।  
 উদ্দেশ করিয়া জীব তদীয় সেবনে ॥  
 প্রবৃত্তি প্রেরণা করে সেই ত কারণ ।  
 ভক্তির প্রাধান্য বেদ করেন কীর্তন ॥

'চরণমিত্যাদি' এই শ্রুতির বচনে ।  
 ভক্তির প্রাধান্য গায় মুনি-ঋষিগণে ॥  
 চরণ বর্ণন ভক্তি বিনা নাহি হয় ।  
 চরণ বর্ণন যথা তথা মূর্তি কয় ॥  
 সেই মূর্তি ভগবান কৃষ্ণ যাঁর নাম ।  
 যাঁহাকে সকল দেব করেন প্রণাম ॥  
 'যং সর্বে ইত্যাদি' এই শ্রুতির বচন ।  
 প্রমাণ স্বরূপ ইথে হয় দরশন ॥  
 অতএব মুক্তগণ শরীর ধরিয়া ।  
 কৃষ্ণ ভজে ভক্তিসুখ ভোগের লাগিয়া ॥  
 'মুক্তোহেনমুপাসতে' বেদের বচন ।  
 সুস্পষ্ট প্রমাণ ইথে করহ দর্শন ॥  
 মুক্ত সবাচার পরানন্দ প্রদায়িনী ।  
 কৃষ্ণভক্তি হয় এই বেদের কাহিনী ॥  
 তেত্রি মুক্তগণ মুক্তি সুখ ত্যাগ করি ।  
 পাষদ শরীর ধরি ভজেন ত্রিহরি ॥  
 'মুক্তোপস্থপ্যাদি' সূত্র বেদের বচন ।  
 প্রমাণ ইহাতে আছে করহ দর্শন ॥  
 এত শুনি শিষ্য কহে করিয়া বিনয় ।  
 হৃদয়ে আমার এক সংশয় আছয় ॥  
 ধর্ম্মাধর্ম্মরূপাদৃষ্ট মুক্ত সবাচার ।  
 কদাপি ন্যাহিক এই শাস্ত্রের বিচার ॥



দেহ ধারণের প্রতি অদৃষ্ট প্রধান ।  
 কারণ হইয়া থাকে এই ত প্রমাণ ॥  
 এহেতু মুক্তের দিব্য শরীর ধারণ ।  
 কিরূপে সম্ভব হয় না বুদ্ধি কারণ ॥  
 সংসারে আবৃত্তি নাহি মুক্ত সবাকার ।  
 ‘ন স পুনরাবর্ততে’ প্রমাণ তাহার ॥  
 এ হেন সংশয় চিন্তে আছয়ে আমার ।  
 কৃপা করি সে সংশয় নাশ কর্ণধার ॥  
 শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বাপ ! যে নাহি জানয় ।  
 তো সম সংশয় তার হইতে পারয় ॥  
 সাধুত পদাবলম্বী জীব সমুদয় ।  
 জীবাত্মার ভেদাভেদ স্বীকার করয় ॥  
 মঙ্গলজনক সেই ভেদজ্ঞান হয় ।  
 এহেতু পারমার্থিক ভেদ তারে কয় ॥  
 জীবাদৃষ্টশালী নিত্য অতিরিক্ত হয় ।  
 এই সুসিদ্ধান্ত তাঁরা স্থাপন করয় ॥  
 অতএব ভাগ্যবন্ত মুক্ত সবাকার ।  
 পূরব ভজনাদৃষ্ট রহে অনিবার ॥  
 অক্ষয় হইয়া সেই অদৃষ্ট রহয় ।  
 তেত্রিঃ ভাগ্যবন্ত সেই মুক্তগণে কয় ॥  
 গোবিন্দ ভজন হীন মুক্ত যেই জন ।  
 সেই ত অভাগ্য মুক্ত করিষু কীর্ত্তন ॥

ভাগ্যবন্ত যত মুক্ত শাস্ত্রেতে প্রচার ।  
 মুক্ত অবস্থায় মাত্র সেই সবাচার ॥  
 প্রাকৃত দেহারম্বক অদৃষ্ট নিচয় ।  
 বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 অতএব বহু জীব তত্ত্বজ্ঞান দ্বারে ।  
 মুক্ত হঞা ভক্তিমুখাস্বাদে অনিবারে ॥  
 ভক্তদেহ বিনা নহে ভক্তি আশ্বাদন ।  
 তেত্রিঃ দিব্য দেহ তাঁরা করেন ধারণ ॥  
 দিব্য দেহার্থেতে কহে পার্শ্বদ শরীর ।  
 পারিষদ বিনা সেবা নাহি হয় স্থির ॥  
 'ন স পুনরাবর্ততে' শ্রুতির মর্ম্মার্থ ।  
 সংসারে পুনরাবর্ত্তি নিষেধ যথার্থ ॥  
 ভক্তিতে প্রবর্ত্ত দেখি মুক্ত সবাচার ।  
 ভক্তির প্রাধান্য বেদ গায় বার বার ॥  
 ব্রহ্মেন্দ্র, বরুণ, শিব, ধর্ম্ম, হনুমান ।  
 বলি, ব্যাস, অম্বরীষ, শুক, জাম্ববান ॥  
 নারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, পৃথু, বিভীষণ ।  
 ভগীরথ আদি করি মহাজনগণ ॥  
 ভক্তির প্রাধান্য মাত্র করেন স্বীকার ।  
 ভাগবত আদি শাস্ত্রে ইহাই প্রচার ॥  
 যদ্যপি ব্রহ্মেন্দ্র আদি মহাজনগণে ।  
 মুক্তি পরিত্যাগ বিধি করিল। স্থাপনে ॥

তথাপি সালোক্য আদি মুক্তি চতুষ্টয় ।  
 ভক্তির সম্পূর্ণ রূপ বিরোধী না হয় ॥  
 কাহার কাহার ঐছে মুক্তি অবস্থায় ।  
 শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাব অতি বৃদ্ধি পায় ॥  
 সামীপ্য, সাক্ষ্য, সাক্ষি আদি শব্দে কয় ।  
 সাযুজ্য না হয় যাতে ত্রৈলোক্য নিশ্চয় ॥  
 ঐছে সালোক্যাদি চারি অপবর্গ যেই ।  
 তাহার অবস্থা দুই কহি শুন এই ॥  
 ঐশ্বর সুখের বাঞ্ছা প্রথমাবস্থায় ।  
 প্রধান রূপেতে হয় কহিনু তোমায় ॥  
 দ্বিতীয়াবস্থায় প্রেম স্বভাব সুলভ ।  
 সেবন সর্বদা বাঞ্ছে লক্ষ্মীর দুর্লভ ॥  
 ভজন রসিকগণ এই ত কারণে ।  
 প্রথমাবস্থায় প্রতিকূল বলি ভণে ॥  
 সাযুজ্য ঐশ্বর সুখ এই অভিপ্রায়ে ।  
 প্রতিকূল আদ্যবস্থা গোসাঞি জানায়ে ॥  
 প্রেমের মাধুর্য একবার মাত্র ঘাঁবা ।  
 অনুভব করিলেন ভাগ্যবান তাঁরা ॥  
 কৃষ্ণকান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ ।  
 সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষ নাহি লন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের অসামান্য গুণে যাঁ সবার ।  
 আকৃষ্ট হইল মন সেই সবাচার ॥

মোক্ষ মন হরিবারে নারে কদাচন ।  
 একান্ত ভক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁরা হন ॥  
 শ্রীপতির প্রসন্নতা সেই সবাকার ।  
 মানস হরিতে নারে কহি বার বার ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।  
 অহত্যজ্ঞাত্যৈবোক্তা মুক্তিঃ সৰ্ববিধাপি চেৎ ।  
 সালোক্যাদিস্তবাপ্যত্র ভক্ত্যানাতিবিরূধ্যতে ।  
 স্তুত্বৈবযোক্তব্রাসেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি ।  
 সালোক্যাদিদ্ধিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুযামতা ।  
 কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্য ভুজ একান্তিনো হবৌ ।  
 নৈবাস্তী কুর্সতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ ১৮ ॥

পরমার্থে কৃষ্ণ-বিষ্ণু একত্ব হয় ।  
 তথাপি শ্রীকৃষ্ণরূপোৎকৃষ্ট স্ননিশ্চয় ॥  
 সর্বরস-সর্বগুণ সম্পূর্ণ কারণ ।  
 কৃষ্ণরূপোৎকৃষ্ট স্থির করে বিস্তরগণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।  
 সিদ্ধাস্ততত্ত্বভেদেহপি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।  
 রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষ্বরসস্থিতিঃ ॥ ১৯ ॥

কুৎসেত্রৈ কৃষ্ণপত্নীগণ পরম্পর ।  
 কৃৎসের মাধুর্য্য বর্ণে হইয়া কাতর ॥  
 শুন সাধিব ! সার্বভৌম, ইন্দ্রপদ আর ।  
 প্রাজাপত্য-ব্রহ্মপদ-সিদ্ধার্থ প্রকার ॥

শ্রীপতির সামীপ্যাঙ্গি না করি প্রার্থনা ।

কেবল কৃষ্ণের সেবা মনের বাসনা ॥

ব্রজগোপী যেই কৃষ্ণে সেবিবার তরে ।

একান্তে করেন বাঞ্ছান্তরে পরস্পারে ॥

যেই কৃষ্ণ বৃন্দাবনে সখাগণ সনে ।

নিত্য নিত্যানন্দ মনে করে গোচারণে ॥

সেই কৃষ্ণ পদসেবা বাঞ্ছি সর্ববক্ষণ ।

মনের বাসনা এই করিষু কীর্তন ॥

তথাহি শ্রীমভাগবতে ।

ন বয়ং শাক্ষি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোক্তামপুত্ৰং ।

বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যং বা অনন্ত্যং বা হরেঃপদং ।

কামস্নানং তস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ ।

কুচকুম্ভকুম্ভগন্ধাঢ্যং মূৰ্দ্ধাবোচুঃ গণাভূতঃ ।

রত্নজিয়ো যদাহুস্তি পুলিন্দাস্থগবীকথঃ ।

গাবচ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাশ্বনঃ ॥ ২০ ॥

পত্নী আর নাগপত্নীগণের বচনে ।

শ্রীশাপেক্ষা কৃষ্ণরূপোৎকর্ষ জানি মনে ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মরেণু স্পর্শের কারণ ।

হৃদিস্থ কামনা সব করিয়া বর্জন ॥

ধৃতব্রতা হএম লক্ষ্মী তপ আচরয় ।

ইহাতে জানিয়ে কৃষ্ণরূপোৎকর্ষ হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কস্তানুভাবোহস্ত ম দেব বিদ্যাহে

ভবাজিহ্বরেণুস্পর্শাধিকারঃ ।

যদ্বাহ্মণীশ্রীর্গলনাচরন্তগো

বিহার কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা ॥ ২১ ॥

মন-অঁখি যেইজন করিল ধারণ ।

কৃষ্ণের মধুর রূপ সে কর সেবন ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ।

কৃষ্ণেব যতেক খেলা, সর্বোত্তম নবলীলা,

নরবপু তাহার স্বরূপ ।

গোপবেশ বেণু কর, নব কৈশোর নটবর,

নরলীলায় হয় অমুরূপ ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ! ।

যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,

সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ ॥ ক্রঃ ॥

যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি,

তার শক্তি লোকে দেখাইতে ।

এই রূপ রতন, ভক্তগণের গুঢ় ধন,

প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে ॥

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হৈল চমৎকার,

আত্মাদিতে গনে উঠে কাম ।

স্ব-সৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্যাদি গুণগ্রাম,  
এইরূপে নিত্য তার ধাম ॥

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,  
তাহার উপর ক্রধনু নর্তন ।

তেরেছে নেত্রাস্ত বাণ, তার দৃঢ় সঙ্কান,  
বিক্ষেপে রাধা গোপীগণ মন ॥

ব্রজাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,  
তাঁ সবার বলে হরে মন ।

পতিব্রতা শিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,  
আকর্ষণে সেই লক্ষ্মীগণ ॥

চড়ি গোপী মনোরথে, মন্থথের মনমণ্ডে,  
নাম ধরে মদনমোহন ।

জিনি পঞ্চশর দর্প, স্বয়ং নব কন্দর্প,  
রাস করে লঞা গোপীগণ ॥

নিজ সম সখা সঙ্গে, গোগণ চারণ রঙ্গে,  
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার ।

যাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী,  
পুলক, কম্প, অশ্রু বহে ধার ॥

মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঙ্গ তথি,  
পীতাম্বর বিজলী সঞ্চার ।

কৃষ্ণ নবজলধর, জগত শস্য উপর,  
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥

মাধুর্য্য ভগবদ্বা সার, ত্রৈজে কৈল পরচাব,

তাহা শুক ব্যাসের-নন্দন ।

স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিলেন জানাইতে,

যাহা শুনি নাচে তন্তুগণ ॥

কতিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,

প্রভু সনাতন হাতে ধরি ।

গোপীভাগ্য কৃষ্ণগুণ, যে করিল বরণন,

ভাবাবেশে মথুরা নগরী ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুখরূপং

লাবণ্যসারিমসমোদ্ধমনন্য সিদ্ধং ।

দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাত্তিনবং ছরাপ-

মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয়ঃ দ্বন্দ্বরন্ত ॥ ২২ ॥

ভাকুণ্যাত পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্য আব,

তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদগম ।

বংশীধ্বনি চক্রবাত, নারীর মন ভূগপাত,

তাহা ডুবায় না হয় উদগম ॥

সখি হে ! কোন তপ কৈল গোপীগণ ।

রুক্ষরূপ স্ত্রুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভারি,

শ্লাঘ্য করে জন্ম তনু মন ॥ ২৩ ॥

যে মাধুরীৰ উৰ্দ্ধ আন, নাহি মার সঙ্কল,

পরমোন্মত্ত স্বরূপের পণে ।



যেহৌ সব অবতারী, পরব্যোমে অধিকারী,  
এ মাধুর্য নাহি নারায়ণে ॥

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,  
পতিব্রতাগণের উপাস্তা ।

তিহৌ মাধুর্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,  
অত করি করিল তপস্তা ॥

সেই ত মাধুর্য সার, অন্যসিদ্ধি নাহি তাব,  
তিহৌ মাধুর্যাদি গুণ খনি ।

তাব সব পরকাশে, তার দত্ত গুণ ভাসে,  
যাহা যত প্রকাশে কার্য জানি ॥

গোপীভাব দর্পণ, নব নব ক্ষণে ক্ষণ,  
তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য ।

দোহে করে ছড়াছড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মূর্তি,  
নব নব দৌহার প্রাচুর্য ॥

কম্প-তপ-যোগ-জ্ঞান, বিধি-ভক্তি-জপ ধ্যান,  
ইহা হৈতে মাধুর্য দুর্লভ ।

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে,  
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য সুলভ ॥

সেইরূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য মাধুর্যময়,  
দিব্য গুণগণ রত্নালয় ।

আনের বৈভব সঙ্গ, কৃষ্ণ দত্ত ভগবত্বা,  
কৃষ্ণ সর্বঅংশী সর্বপ্রায় ॥

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী মতি,  
এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত ।

সুশীল-মুহূ-বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,  
কৃষ্ণ করে জগতের হিত ॥

কৃষ্ণ দেখি যত জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,  
ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ ।

সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ কবি,  
সুখে মাধুর্য্য করে আশ্বাদন ॥

তথাহি শ্রীমত্তাগবতে ।

যস্থাননং মকরকুণ্ডলচাক্ষুর্ণ  
ভ্রাজৎ কপোল স্তভগং সুবিলাসহাসং ।

নিত্যোৎসবং ন তত্পুং শিভিঃ পিবন্ত্যো

নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেষশ্চ ॥

অর্থাৎ যন্তুবানহি কাননং ত্রুটি যুগায়তে হামপশ্চাৎ ॥

কুটিল কুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীকতাং পশ্চকুদ্বশাং ॥ ২৩ ॥

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,  
মার্ক চবিশ অক্ষর তার হয় ।

সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়,  
ত্রিজগত কৈল কামময় ॥

মখি হে ! কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজ রাজ ।

কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,  
করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ ॥ ৫৪ ॥

দুই গুণ সূচিকণ,                      জিনি মণি সুদর্পণ,  
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ।

তলটে অষ্টমী ইন্দু,                      তাহাতে চন্দন বিন্দু,  
সেই এক পূর্ণচন্দ্র মানি ॥

কবনখ চান্দেব ঠাট,                      বংশী উপর কবে নাড়,  
তার গীত মুরলীব তান ।

পদনখ চন্দ্রগণ,                      তলে করে নহন,  
নূপুরের ধনি যার গান ॥

নাচে মকরকুণ্ডল,                      নেত্রলীলা কমল,  
বিলাসী রাজা সতত নাচায় ।

লক্ষ্মী-নাগা বাণ,                      ধনুর্গুণ দুই বাণ,  
নারীমন লক্ষ্য বিক্ষে তাই ॥

এ চাঁদের বড় নাট,                      গমারি চাঁদের হাট,  
বিনিমূলে বিলায় নিজামৃত ।

কাঠোন্দ্রিত জ্যোৎস্নামৃতে,                      কাহাঁকৈ অধরানুভে,  
সব লোক করে আপ্যায়িত ॥

বিপুল আয়তাকুণ,                      মদন মদ ঘূর্ণন,  
মস্ত্রী যার এ দুই নয়ন ।

লবণ্য কেলি মদন,                      জননেত্র রসায়ণ,  
সুখময় গোবিন্দ বদন ॥

যার পুণ্যপুঞ্জ ফলে;                      সে মুখ দর্শন মিলে,  
দুই আঁখি কি করিবে পানে ।

বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পিতে নারে মনঃশ্কেভ,  
দুঃখে করে বিধির নিন্দনে ॥

না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলা আঁখি দুটি,  
তাতে দিল নিমিষাচ্ছাদন ।

বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন,  
নাহি জানে উচিত স্বজন ॥

যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বি-নয়ন,  
বিধি হঞা হেন অবিচার ।

ক্কার যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে,  
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার ॥

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিদ্ধ, মুখ সুমধুর ইন্দু,  
অতি মধুস্মিত স্ন-কিরণ ।

এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আশ্বাদন  
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ।

মধুরং মধুরং বপুঃস্ব বিভোঃস্বমধুরং মধুরং বদনং মধুরং ।

মধুগন্ধিমূহুত্নিতনেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥২৪ ॥

সনাতন ! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিদ্ধ ।

নোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে গতি,  
ছুদৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু ॥ ধ্রুঃ ॥

কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হৈতে সুমধুর,  
তাতে সেই মুখ সুধাকর ।

মধুব হৈতে স্তমধুর,                      তাহা হৈতে স্তমধুব,  
তাব যেই স্মিত জ্যোৎস্নাভর ॥

মধুব হৈতে স্তমধুর,                      তাহা হৈতে স্তমধুব,  
তাহা হৈতে অতি স্তমধুর ।

তাপনাব এককণে,                      ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,  
দশদিক ব্যাপে যার পূর ॥

স্মিত করণ স্তকপূর্বে,                      পৈশে অধর মধুরে,  
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে ।

বংশী ছিন্ন আকাশে,                      তার গুণ শব্দে পৈশে,  
ধ্বনি রূপে পাণ্ডা পরিণামে ॥

সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণু ভেদি বৈকুণ্ঠ যায়,  
জগতের বলে পৈশে কাণে ।

সবা মাতোয়াল করি,                      বলাৎকাবে আনে হবি,  
বিশেষতঃ যুবতীর গণে ॥

ধ্বনি বড় উদ্ধত,                      পতিব্রতীর ভাঙ্গে লত,  
পতিকোলে হৈতে টানি আনে ।

বৈকুণ্ঠেব লক্ষ্মীগণে,                      যেই করে আকসণে  
তার আগে কেবা গোপীগণে ॥

নীদা খসায় পতি আগে,                      গৃহধর্ম করায় ত্যাগে,  
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ স্থানে ।

লোক, ধর্ম, লজ্জা, ভয়,                      সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,  
ঐছে নাচায় সব নারীগণে ॥

কাণের ভিতর বাসা করে, আপনে তাহা সদা স্কৃরে,

অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে ।

আন কথা না শুনে কাণ, আন বুদ্ধিতে বোলয় আন,

এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে ॥

পুনঃ কহে বাহু জ্ঞানে, আন কহিতে কহিল আনে,

কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে ।

মোর চিত্ত ভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য মাধুরী,

মোর মুখে শুনায় তোমারে ॥

আমি বাউল আন কৈতে আন কহি :

কৃষ্ণের মাধুর্য্যশ্রোতে আমি যাই বহি ॥

তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে ।

মনে এক করি পুনঃ সনাতনে কহে ॥

কৃষ্ণের মাধুরী আর প্রভুর শ্রীমুখে ।

ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেম স্নেহে ॥

অখিল রসের নিধি মাধুর্য্যের খনি ।

সর্বগুণ পূর্ণ, নায়কের চূড়ামণি ॥

প্রেমময়, সর্বোপাশ্রয়, মদনমোহন ।

বল্লবী বল্লভ, লক্ষ্মী আদি আকর্ষণ ॥

সেই কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তিবাঞ্ছা যার ।

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা হৃদে নাহি রহে তার ॥

ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা-শূন্য অন্ধাবাস জন ।

বিশুদ্ধ ভক্ত্যধিকারী করিষু কীর্তন ॥

দকলের অধিকার ভক্তিতে আছয় ।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণে ইহাই লিখয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

শাস্ত্রতঃ শ্রুতে ভক্তৌ নৃমাত্রস্তাধিকারিতা ।

সর্বাধিকারিতাঃ মাঘন্নানন্ত ক্রবতা যতঃ ॥

দৃষ্টান্তিষ্ঠা বশিষ্ঠেন হরিভক্তির্নূপং প্রতি ।

যথা পাদ্মে ।

সর্বেষ্বধিকারিণোহত্র হরিভক্তৌ যথা নূপ ॥ ২৫ ॥

গুরু-কৃষ্ণ পাদপদ্মে অনন্যতা যার ।

স্বাদিনী স্বরূপা ভক্তি লাভ হয় তার ॥

একের অভাবে হয় আনের অভাব ।

এক আন অভাবেতে সকলি অলাভ ॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত এই করহ শ্রবণ ।

দর্শনে দর্শন যার হয় সর্ববক্ষণ ॥

ভারস্থিত পূর্ণকুস্ত একের অভাবে ।

আনের অভাব সিদ্ধ দেখিবারে পাবে ॥

সুখাতাবে দুঃখাতাব সিদ্ধ সুনিশ্চয় ।

দুঃখাতাবে সুখাতাব অন্যথা না হয় ॥

এক আনাতাবে সর্ব্ব অভাব নিশ্চয় ।

শ্রীয়াদি দর্শনশাস্ত্রে বার বার কয় ॥

তেত্রিঃ কহি গুরু কৃষ্ণে সম নিষ্ঠা যার ।  
 নিশ্চয় নিশ্চয় ভক্তি লাভ হয় তার ॥  
 “যথাদেবে তথাগুরো” শ্রুত্বার্থের দ্বারে ॥  
 গুরু কৃষ্ণে সমজ্ঞান বিজ্ঞেতে প্রচারে ॥  
 যথার্থে “সাদৃশ্য” “যেইরূপ” এই কয় ।  
 যথাব্যয় হেতু ঐছে অর্থ সত্য হয় ॥  
 তথা শব্দে “সেইরূপ” “সাদৃশ্য নিশ্চয় ।”  
 তথাব্যয় লাগি ঐছে অর্থ মিথ্যা নয় ॥  
 অব্যয় শব্দের অর্থ “অক্ষর” প্রভৃতি ।  
 অজ্ঞেতে অন্যার্থ করি করয়ে বিরতি ॥  
 বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র মানে যেইজন ।  
 গুরু কৃষ্ণে সম নিষ্ঠা তার সর্ববন্ধন ॥  
 শুদ্ধা কৃষ্ণভক্তি লাভে অধিকারী সেই ।  
 তব সম্মিথানে বৎস ! কহিলাম এই ॥  
 জীব প্রকৃতির পতি শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 পতিসেবা সতীত্বের শুদ্ধৈক কারণ ॥  
 কৃষ্ণপতি ছাড়ি অন্য দেবে ভজে যারা ।  
 পতিরতি হীন মহাব্যাভিচারী তারা ॥  
 ব্যভিচার পাপরত-সংসারে যাহারা ।  
 ভক্ত্যাদিতে অধিকারী কভু নহে তারা ॥  
 মঞ্জুষা পূরিত অর্থ সঙ্গে দেব স্থানে ।  
 রিক্তহস্তে যাঞা নানা বিনয় বিধান ॥



কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে ওহে দয়াময় ! ।  
 দীনের মঙ্গল কর, পূজিব নিশ্চয় ॥  
 কার্য্য ক্রেতা ভণ্ড সেই শ্রীদেব বঞ্চক ।  
 নঙ্গল তাহার দূরে, সম্মুখ নরক ॥  
 হেন ভণ্ডজন ভক্তিমুখ দরশনে ।  
 কভু অধিকারী নহে কহে বিজ্ঞজনে ॥  
 অন্তরে প্রভু হ ইচ্ছা বাহ্যে দৈন্যভাব ।  
 সর্বদা চিস্তয়ে কিসে হবে বশলাভ ॥  
 আত্ম ভ্রম-প্রমাদাদি না করে স্বীকারে  
 পাছে প্রভুহের হানি হয় শিষ্য দ্বারে ।  
 হেন ভাক্ত ভক্ত ভক্তি অধিকারী নহে ।  
 শাস্ত্র-বিজ্ঞে এই কথা বার বার কহে ।  
 কণ্ঠে কণ্ঠলগ্ন সূক্ষ্ম তুলসীর মালা ।  
 হৃদয় ভাগেতে সর্ববীর্ষ রজ্জ খালা ॥  
 তাহে ক্ষুদ্র ঘটে সর্বদেব স্নান তল ।  
 তরুপরি নামাবল্যুস্তরীয় কোমল ॥  
 রক্ষা করি কৃষ্ণার্চন করিবার তবে ।  
 সুন্দর তিলক করে নাসার উপরে ॥  
 যথাজ্ঞান কৃষ্ণার্চন করিয়া যতনে ।  
 এঁছে রজ্জ স্নানবারি করে হৃ-সেবনে ॥  
 হেন জন ভক্তিলোভে অধিকারী নহে ।  
 বগিষ্ঠ ভক্তি নাম এর শাস্ত্রবিজ্ঞে কহে ।

বিনার্চনে যদি কোন দেব রুচি হয় ।  
 এই ভয়ে যেই সর্ব দেবেরে পূজয় ॥  
 সেই ব্যভিচার জন ভক্তির বদন ।  
 দেখিতে না পায় কভু কহে মুনিগণ ॥  
 অনন্য ব্যতীত ভক্তি লাভ নাহি হয় ।  
 বেদ-বিধি এই কথা বার বার কয় ॥  
 শাস্ত্র বিধি পরিত্যাগ করিয়া যেজন ।  
 আপন যুক্তিতে করে ভক্তি আচরণ ।  
 সেই “অহং” জ্ঞানী মূঢ় ভণ্ড দুরাচাব ।  
 ভক্ত্যাদিতে অধিকার হীন কহি সাব ॥  
 তৃণাপেক্ষা নীচজ্ঞান নাহিক যাহার ।  
 নামাদিতে অধিকার কিসে হবোঁ তাব ॥  
 মায়াবাদী প্রভৃতির প্রলোভ বচন ।  
 দূরেতে বর্জন করি বুদ্ধিমান জন ॥  
 গুরু-কৃষ্ণে সমনিষ্ঠা রাখি সর্বক্ষণ ।  
 গুৰ্বাদিষ্ট রূপে করে শ্রীকৃষ্ণ ভজন ॥  
 সেই শুদ্ধা ভক্তি লাভে অধিকারী হয় ।  
 অন্যথা কারীর ভক্তি অলভ্য নিশ্চয় ॥  
 কৰ্ম্মী, জ্ঞানীগণেত্যাদি প্রণীত দর্শনে ।  
 ভক্তি, ভক্তিগ্রাহ্য কৃষ্ণে করিলা গোপনে ॥  
 সে সব দর্শন মতে ধায় যেইজন ।  
 ভক্তি, ভগবানে সেহ না পায় দর্শন ॥

ভক্তিগ্রাহ্য শ্রীসচ্চিদানন্দ ভগবান ।  
 তোমারে কহিনু এই বেদাদি প্রমাণ ॥  
 সজ্জন শ্রীগুরু বাক্যে রাখিয়া বিশ্বাস ।  
 ভক্তিবোধে তজ্জ কৃষ্ণ ছাড়ি অন্য আশ ॥  
 নানা মত আশা যেই করে মনে মনে ।  
 ভক্তির শ্রীমুখ সেই না পায় দর্শনে ॥  
 ত্রিবর্ণা-ত্রিকোণা প্রকৃতির অভ্যন্তরে ।  
 কৃষ্ণেষ্ণব শক্তিব্রহ্ম অধিষ্ঠান করে ॥  
 জ্যোতির্লিঙ্গাত্মক ব্রহ্ম সেই শক্ত্যাখ্যান ।  
 হ্রাস-বৃদ্ধি আদি হীন, হীন পরিণাম ॥  
 এই তত্ত্ব বিচারিয়া দার্শনিক গণ ।  
 ভাবিনী প্রলয়াভাব করেন কীর্তন ॥  
 জড় জীব বৈরাগ্যার্থ প্রলয় স্বীকারে ।  
 করিলেন ঋষিগণ শাস্ত্রের মাঝারে ॥  
 প্রাকৃতিক প্রলয়ের বার্তা শুন যাহা ।  
 প্রকৃতি সম্বন্ধীয়ার্থে বুঝিবেক তাহা ॥  
 প্রকৃতি গঠিত যেই দেহ আদি হয় ।  
 সে সবার প্রলয়াদি প্রত্যক্ষ নিশ্চয় ॥  
 হেন দেহাদিতে যেই আসক্ত আছে ।  
 ভক্তি লাভে অধিকারী সেই জন নয় ॥  
 পরেশাংশ জীবানন্ত স্ব-স্ব কর্ম্ম দ্বারে ।  
 নানা দেহে প্রবেশয়ে নানা বিধাকারে ॥

কৃষ্ণাধীন তবু ভুঞ্জে নানাবিধ রস ।  
 সেই হেতু মায়া জীবে করে আত্মবশ ॥  
 যদ্যপিহ কৃষ্ণাধীন নিত্য জীব চয় ।  
 তথাপিহ মায়ালোকে সদা মুগ্ধ হয় ॥  
 পরেশাংশ অণুকার হেতু ভায় জানি ।  
 অণুকার হেতু অতি দুর্বল বাখানি ॥  
 জীব শিব হয় সত্য হর্যাংশ কারণ ।  
 তত্র শাস্ত্রাদিতে ইহা আচুয়ে বর্ণন ॥  
 স্ব-কপোল কল্পিতার্থে মায়াবাদী গণ ।  
 “শিবোহং শিবোহং” মুখে বলে সর্বক্ষণ ।  
 শিবার্থে মঙ্গলময় শ্রীহরি নিশ্চয় ।  
 যাঁর অংশ শিব আদি দেব সমুদয় ॥  
 ভক্তির কণ্টক রূপ সর্বব্রাহ্ম জ্ঞান ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ ॥  
 অপরাধী মায়াবাদী সঙ্গ করে যেই ।  
 ভক্তি লাভে অধিকারী কভু নহে সেই ।  
 ভক্তি, ভক্ত হাটে ঘাটে বলে বহুজন ;  
 লক্ষণে মিলাতে গেলে প্রায় বিবৰ্জজন ॥  
 অধিকার হইয়াছে ভক্তিতে যাহার ।  
 গুরুপাদাশ্রয় আদি কর্তব্য তাহার ॥  
 গুরুবাশ্রয় আদি নিত্য ভক্তি অনুষ্ঠান ।  
 না করিলে দোষ জন্মে শ্রীরূপ প্রমাণ ॥

ভক্তিতে হইল যার সম্পূর্ণাধিকার ।  
 আশ্রমিক কৰ্ম্ম ত্যাগে দোষ নাই তাব ।  
 দৈব হেতু কভু যদি সেই ভক্ত জন ।  
 নিষিদ্ধ কৰ্ম্মের ভ্রমে করে আচরণ ॥  
 তাহার লাগিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত নাই ।  
 বৈষ্ণব শাস্ত্রের এই রহস্য জানাই ॥  
 ভক্তির প্রভাবে তার সেই দোষ নাশে ।  
 স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি এই করিল প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

অনমুষ্ঠানতো দোষা ভক্ত্যজ্ঞানাং প্রজায়তে ।  
 ন কৰ্ম্মণামকরণাদেব ভক্ত্যধিকারিণাং ।  
 নিষিদ্ধাচারতো দৈবাং প্রায়শ্চিত্তস্ত নোচিতং ।  
 ইতি বৈষ্ণবশাস্ত্রাণাং রহস্যং তদ্বিদাং নতং ॥ ১৩ ॥

অধিকার লাভ যার হইল যাহায় ।  
 তাহার তাহাতে নিষ্ঠা গুণ বলি গায় ।  
 তার বিপরীতে দোষ অবশ্য ঘটয় ।  
 গুণ-দোষ এই হয় জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে ।

যে স্বেহধিকারে বা নিষ্ঠা ন গুণঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 বিপর্যায়স্ত দোষঃ শ্রাহুতয়োরেব নিশ্চয়ঃ ॥ ২৭ ॥

আশ্রম বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ।  
 পরিত্যাগ করি যেই লভিবারে শৰ্ম্ম ॥

হরির চরণাশুজ ভজিতে ভজিতে ।  
 অপকীর্ত্তায় ভ্রষ্ট হয় তাহা হৈতে ॥  
 অথবা জীবন যায় তথাপি তাহার ।  
 অমঙ্গল নাহি হয় কহিলাম সার ॥  
 কৃষ্ণভক্তি রসিকের স্বধর্ম বর্জনে ।  
 অকল্যাণ কভু নাহি হয় জানি মনে ॥  
 কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি করি অনাদর ।  
 কেবল স্বধর্মাচরে যেই কর্ম্মী নর ॥  
 তাহাতে তাহার নাহি হয় অভ্যুদয় ।  
 ভাগবতে এই কথা শ্রীনারদ কয় ॥

তথাহি শ্রীপ্রথমস্কন্ধে ।

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাশুজং হরে-  
 ভজনপকোহথ পভেত্ততো যদি ।  
 যত্র কবাভদ্রমভূদমুখ্য কিং  
 কো বার্থ আশৌ ভজতাং স্বধর্মতঃ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণাজ্ঞা স্বরূপ বেদ উক্তাশ্রম ধর্ম ।  
 পরিত্যাগ করি যেই লভিবারে শর্ম ॥  
 হেয়োপাদেয়তা গুণ দোষাদি বিচারি ।  
 কৃষ্ণকে ভজনা করে হঞা আজ্ঞাকারী ॥  
 সাধুগণ মধ্যে সেই সাধুতম হয় ।  
 ভক্তোক্তবে স্বয়ং কৃষ্ণ এই কথা কয় ।

তথাহি শ্রীএকাদশস্কন্ধে ।

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্ঠানপি স্বকান্ ।

ধম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সৰ্ব্বান্ মাং ভজ্যেৎ স চ সত্তমঃ । ১১ ॥

পিতৃলোক প্রাপ্তি আদি বাহ্য শাস্ত্রে কথ্য ।

নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ফল সেই হয় ॥

কর হেতু সেই ফল বিজ্ঞ গ্রাহ্য নহে ।

সাবগ্রাহী জনগণে এই কথা কহে ॥

এছে কৰ্ম্ম কামহীন ভক্তি সহকারে ।

আচরি অর্পণ যেই কৃষ্ণাজি, মাঝাবে ।

তাহাতে তাহার জ্ঞান ফল লাভ হয় ।

ভক্তি হীন হৈলে নাহি কোন ফলোদয়

নিত্য-নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ভক্তি নাহি হয় ।

অথবা তাহার ফল না হয় নিশ্চয় ॥

এছে কৰ্ম্ম অকরণে পাপোৎপত্তি হয় ।

করণে বিক্ষেপ চিত্ত মহাজনে কয় ।

বিক্ষিপ্ত মানস কৃষ্ণপদে প্রবেশিতে ।

শীঘ্র নারে শুনি এই সাধু সমিতিতে ॥

এছে কৰ্ম্মত্যাগে শীঘ্র কৃষ্ণ নিষ্ঠাজ্ঞান ।

জীবের সম্ভব হয় এই ত প্রমাণ ॥

এছে জ্ঞান এছে কৰ্ম্ম অকরণ পাপ ।

কৃষ্ণভক্ত্যাদিতে নাশ কহিলাম বাপ ॥

কৃষ্ণভক্তি হীনে কোন ফল সিদ্ধি নাই ।  
 বৃথা জন্ম তার, সেই মহাপাপী গাই ॥  
 স্বীয় সখ্যভক্ত অঙ্কুশে লক্ষ্য করি ।  
 জগতে দিলেন শিক্ষা কৃপাময় হরি ॥  
 সর্ব ধর্ম পরিহারি যদি জীবগণ ।  
 সর্বতোভাবেতে লয় আমার শরণ ॥  
 আমি করি সে সবার সর্বপাপ নাশ ।  
 আমার প্রতিজ্ঞা এই করিছু প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।  
 অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৩০ ॥

“য এষাং পুরুষং সাক্ষাদিতি” শাস্ত্রে কয় ।  
 কৃষ্ণভক্তি হীন গুরু-পিতৃদ্রোহী হয় ॥  
 “নৈকধর্মমপ্যাদি” বাক্যে ইহাই জানায় ।  
 কৃষ্ণভক্তি হীনে জ্ঞান শোভা নাহি পায় ॥  
 এই সব গুণ দোষ করি বিচারণ ।  
 কৃষ্ণাজ্ঞায় কৃষ্ণভক্তি করে যেইজন ॥  
 স্ব-ধর্মাদি ত্যাগে আর নিষিদ্ধাচরণে ।  
 তার পাপ নাহি হয় কহে ঋষিগণে ॥  
 পাপ দূরে রহ তার প্রেমোদয় হয় ।  
 বিচারি গোসাঞি এই করেন নির্ণয় ॥



দৈব হেতু বিনা ভক্ত আপন ইচ্ছায় ।  
 নিষিদ্ধ অসাধু কর্মে কভু নাহি ধায় ॥  
 কৃষ্ণে একান্তিতা জন্মে চতুর্বিধোপায়ে ।  
 কৃপা করি প্রভু বংশী জগতে শিখায়ে ॥  
 প্রথমে আশ্রমোচিত ধর্ম অনাদর ।  
 দ্বিতীয়ে কর্মাদ্যাপেক্ষা হীন নিরস্তর ॥  
 তৃতীয়ে বিপদ সহ্যে প্রেষ্ঠে অমুরাগ ।  
 চতুর্থে প্রেমৈক নিষ্ঠা জানি মহাভাগ ॥  
 চতুর্বিধাশ্রমোচিত ধর্ম সমুদয় ।  
 পরিত্যাগ করি যেই মানব-নিচয় ॥  
 কায়মনোবাক্যে সেই শরণ্য হরির ।  
 শরণ গ্রহণ করে করি এক স্থির ॥  
 দেব, ঋষি, ভূত, পিতৃ, নর সবার ।  
 প্রীতি হেতু কোন কর্ম নাহি সে সবার ।  
 ঐছে পঞ্চ ঋণ হৈতে সেই ভক্তগণ ।  
 মুক্তি লাভ করে এই শুকের বচন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃপাং পিতৃপাং  
 ন কিকরো নায়মুণী চ রাজন্ ।  
 সর্ক্সান্না যঃ শরণং শরণ্যং  
 গতো মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য কঠং ॥ ৩১ ॥

গৃহস্থ ব্যক্তির পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠান ।  
 অবশ্য কর্তব্য এই শাস্ত্রের বিধান ॥  
 দেবঋণ মোচনার্থ হোমাদি বিহিত ।  
 ঋষিঋণ জন্য শাস্ত্রপাঠ সুনিশ্চিত ॥  
 ভূতঋণ মোচনার্থ বিহিত পূজন ।  
 পিতৃলোকঋণ হেতু শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥  
 নবঋণ মোচনার্থ আতিথা-সৎকার ।  
 পঞ্চঋণ বার্দ্ধা এই করিষু প্রচার ॥  
 কৃষ্ণ অনুরাগী গৃহী এই পঞ্চ ঋণে ।  
 কভু ঋণী নহে এই কহেন প্রবীণে ॥  
 জ্ঞানাজ্ঞান, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম মন্য ।  
 উপদেশ নাহি লয় যাতে নিজ শর্ম্ম ॥  
 অনুরাগ ভক্তিহীন, শিষ্য পরায়ণ ।  
 আশ্রয়ন্তরী, অবিনয়ী, অবদ্য, কৃপণ ॥  
 পণ্ডিতাভিমानी বৃথা, আশ্রয়হংকারী ।  
 অহং সর্ববিশুদ্বিজ্ঞান, ব্রহ্মবৃদ্ধিহারী ॥  
 সর্বলোক বঞ্চনার্থ বৈষ্ণবের বেশে ।  
 সংসারে ভ্রমণ করে স্ব-স্বার্থ বিশেষে ॥  
 চাণ্ডাল্যৈকাদশাদি লোক স্থানে গায় ।  
 অন্তঃপুরে গুপ্তভাবে ঘৃত অন্ন খায় ॥  
 পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধাতিথা, অন্যদেবার্চন ।  
 বৈষ্ণবের অকর্তব্য বলে সর্বঋণ ॥

এহেন বৈষ্ণবে সদা বৈষ্ণব-সম্ভজনে ।  
 কপটী-বঞ্চক জ্ঞানে করেন বর্জ্জনে ॥  
 কপটী-বঞ্চকাপেক্ষা কৰ্ম্মী-জ্ঞানী জন ।  
 জগতের শুভকারী করিষু কীর্ত্তন ॥  
 কপটী-বঞ্চক অতি অনর্থের মূল ।  
 গাছার সম্ভতি নাশে একুল-সেকুল ॥  
 অনুরাগ দাগলেশ হুদে নাহি বার ।  
 অনুরাগী বলি সেই কলিতে প্রচাব  
 সেই মূঢ় পঞ্চযজ্ঞ করিয়া বর্জ্জন ।  
 প্রত্যায্য ভাগী হবে কহে ঋষিগণ ।  
 অনুরাগী সাজে যেই লোক ভুলান্তে : ।  
 অবশ্য হইবে তাবে নরক দেখিতে  
 অতএব নিজ নিজ অধিকারোচিত :  
 কৰ্ম্মাচরে বুদ্ধিমান গণ বথোচিত :  
 ভাগী, কৃষ্ণ অনুরাগী গৃহস্থ সকলে ,  
 কাব ঋণে ঋণী নহে শাস্ত্রে এই বলে ।  
 কৃষ্ণ কথাদিতে শ্রদ্ধা যাবৎ না হয় ।  
 তত দিনাবধি কৰ্ম্ম করিবে নিশ্চয় ॥

তথাহি ভট্টদেব ।

৩৮২ কৰ্ম্মাণি কুর্কীত ন নার্কিন্যোত যাবত ।  
 মৎকথ' শব্দাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবদ্রজায়েতে ॥ ৩২ ॥

শ্রদ্ধা শব্দে কহে ভক্তি, সুদৃঢ় বিশ্বাস ।  
 যাহে কৃষ্ণে অমুরাগ করায় প্রকাশ ॥  
 কৃষ্ণ অমুরাগ বাঘ হৃদয় কন্দরে ।  
 প্রবিষ্ট হইয়া যবে গরজন করে ॥  
 তাহা শুনি কৰ্ম্মপশু আদি সমুদায় ।  
 আপনি আপনি সবে দূরেতে পলায় ॥  
 বৈধী ভক্তি লোপ ভয়ে কোন কোন ভক্ত ।  
 প্রভু সনাতন বাক্যে হঞা অমুরক্ত ॥  
 যথোদিত কৰ্ম্ম যথা সাধ্য আচরয় ।  
 তাহে তাসবার দোষ কিছু নাহি হয় ॥  
 ভক্তি অনুকূল কৰ্ম্ম আদি আচরণে ।  
 ভক্তের নাহিক দোষ কহে সনাতনে ॥  
 যথা মুক্ত জন বিধি-মিষেধ অতীত ।  
 তথা হরি ভক্ত এই কহিষু নিশ্চিত ॥  
 বীতরাগ হঞা অন্য দেবতার প্রতি ।  
 হরি পার্শ্বপন্ন ভজে হঞা নিষ্ঠামতি ॥  
 হরির নিরতিশয় প্রিয় সেই হয় ।  
 ভক্তি প্রতিকূল কৰ্ম্ম কভু না করয় ॥  
 নিন্দিত-নিষিদ্ধ কৰ্ম্মে প্রবৃ্ত্তি তাহার ।  
 কদাপি নাহিক হয় কহিলাম সার ॥  
 যদ্যপি কখন তিহঁ প্রমোদে পড়িয়া ।  
 নিন্দিত-নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম ফেলে ঘটাইয়া ॥

তাহার কারণ পাপ আদি যেই হয় ।  
সেই পাপ আদি তারে স্পর্শিতে নারয় ॥  
ভক্ত হৃদিপদ্মস্থিত ভগবান হরি ।  
স্বয়ং সেই পাপ আদি নাশে কৃপা করি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়হ  
ভক্তান্যভাবস্ত হরিঃ পরেশঃ ।  
বিকল্পং যচ্চোং পতিতং কথঞ্চি-  
কুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ ৩৩ ॥

যদি কহ পাপ আদি বিনাশ কারণে ।  
কৃষ্ণ স্থানে দৈন্য যেই না করে প্রার্থনে ॥  
কেন হরি পাপ আদি নাশিবে তাহার ।  
ইহা না বুঝিতে পারি কিএর বিচার ।  
ওহে বাপ ! বস্তু শক্তি জানিহ নিশ্চয় ।  
প্রার্থনা-দৈন্যাদ্যপেক্ষা কভু না করয় ।  
সাধনাজ্ঞ বহু ভক্তিবিনাসে কহয় ।  
তার মধ্যে যেইগুলি প্রমিত্তাতিশয় ।  
যথা জ্ঞান সেই সব কহিব তোমায় ।  
যাহাতে বুঝিবে সাধনাজ্ঞ সমুদায় ॥  
যার অবাস্তরে ভেদ সদা দৃষ্ট হয় ।  
অগবা স্বগতভেদ স্পর্শ য়াতে নয় ॥

এতাদৃশ বক্ষ্যমাণ করম সকলে ।  
সাধন ভক্তির মুখ্য অঙ্গ বিজেত বলে ॥  
অঙ্গের লক্ষণ এই করিষু কীর্তন ।  
প্রমাণ ইহাতে প্রভু রূপ, সনাতন ॥

তথাহি শ্রীভক্তি রসামৃতসিঞ্চো ।

হরিভক্তিবিলাসেহস্তা ভক্তেরঙ্গানি লক্ষণঃ ।  
কিস্ত তানি প্রসিদ্ধানি নির্দিষ্টেষু যথামতি ।  
অশ্রিতাবাস্তুরানেকভেদং কেবলমেব বা ।  
একংকর্মাত্র বিদ্বত্তিরেকং ভক্ত্যঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

গুরুপদাশ্রয়, কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণ ।  
বিশ্রুন্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবন ॥  
শ্রীগুরু পরমবক্ষু-স্বয়ং ভগবান ।  
গুরু রূপে সাধে কৃষ্ণ জীবের কল্যাণ ॥  
আচার্য্য স্বরূপে কৃষ্ণ ভ্রমেণ সংসারে ।  
অন্তর্যামী রূপে রন হৃদয় মাঝারে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশস্কন্ধে ।

নরকস্তম উগ্রাহো বহুগুরুরহংসথে ।  
গৃহং শরীরং মাছুষাং গুণাতোহ্যাত্য উচ্যতে ॥  
নৈবোপবস্ত্যপচিহ্নিঃ কবয়স্তবেশ  
ব্রহ্মায়ুষোহপি কৃতমৃচ্ছমুদঃ অরস্তঃ ।  
যোহস্তর্কহিস্তমুভূতামভুভং বিধুশ্চ-  
ষাচার্য্যচৈত্ব্যবপুষাংগতিং ব্যনক্তি ॥ ৩৫ ॥

হেন গুৰ্বাশ্রয় অগ্রে নাহি করে যেই ।  
 কোন ধৰ্ম্মে আধিকারি নাহি হয় সেই ॥  
 সৰ্ব্ব কার্যে অগ্রে হয় গুরু প্রয়োজন ।  
 গুরুবিদ্যা কোন কার্য না হয় পূৰ্ণ ॥  
 তেত্রিঃ সৰ্ব্বশাস্ত্র আর মহাজন গণ ।  
 গুরুপাদাশ্রয় অগ্রে করেন কীর্তন ॥  
 গুৰ্বাশ্রয় অর্থে মন্ত্ৰ গুরুপাদাশ্রয় ।  
 মহাস্তম্ব স্বরূপে সেবা শিক্ষা গুরু চয় ॥  
 কুতর্ক সংশয় ছাড়ি হইয়া একান্ত ।  
 মন্ত্ৰ গুৰ্বাশ্রয় অগ্রে করে যত শাস্ত ॥  
 ওবে বৎস ! বাখ্যাহল্যে নাহি প্রয়োজন ।  
 সৰ্ব্বভাবে লহ অগ্রে গুরুর শরণ ॥  
 অচিন্ত্য অভিন্ন ভিন্ন গুরু কৃষ্ণে হয় ।  
 তেত্রিঃ কৃষ্ণ প্রিয়গুরু বিজ্ঞজনে কর ॥  
 প্রিয়াক্ষেপ হেতুচিন্ত্য ভেদ লক্ষ হয় ।  
 সেই ত অচিন্ত্য ভেদে “প্রকাশ” কহয় ॥  
 সাক্ষাৎ শ্রীহরিগুরু সৰ্ব্বশাস্ত্রে কয় ।  
 নিশ্চয় জনিয়া বিজ্ঞে করে গুৰ্বাশ্রয় ॥

তথাহি প্রাচীনৈককঃ ।

সাক্ষাৎকরিবেন সমস্তশাস্ত্রৈককন্ততা ভাব্যত এব সত্ত্বিঃ ।

কিঞ্চ প্রভোগঃ প্রিয় এব তস্মৈ বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ৫৬ ॥

পূর্ববিধি হৈতে পরবিধি বলবান ।  
 পর বিধি “অপবাদ” স্বরূপ বিধান ॥  
 পূর্ব পর বিধি এথাভেদ ভেদ হয় ।  
 পণ্ডিতে বুঝয়ে ইহা মূর্খে না বুঝয় ॥  
 সেই ত অভেদ ভেদ অচিন্ত্য নিশ্চয় ।  
 অচিন্ত্য তত্ত্বেরে তর্কে বিজে না আনয়  
 সাধুবর্জানুবর্তন, সাধু সন্নিধানে ।  
 সঙ্কল্প জিজ্ঞাসা সদা যথোক্ত প্রমাণে  
 কৃষ্ণ হেতু ভোগ ত্যাগ, দ্বারকাদি বাস  
 অথবা গঙ্গাদি তীরে কহিনু নির্ধাস ॥  
 ব্যবহার সবে যাবদর্থানুবর্তিতা ।  
 হরিব্রত সকলের সম্মান কথিতা ।  
 \* অকণোদয় বিদ্বৈকাদশী বিবর্জজন ।  
 ষষ্ঠিদণ্ড বিদ্ধা ত্যাগ অন্য ব্রতগণ ॥  
 মহাদ্বাদশীর প্রাপ্তে একাদশী ত্যাগ ।  
 ফলাধিক্য হেতু শাস্ত্রে এই হয় লাভ ।  
 ত্রিবিম্বশৃঙ্খল বর্জিত দ্বাদশী গ্রহণ ।  
 অবশ্য কর্তব্য এই শাস্ত্রের লিখন ॥  
 ত্রিবিম্বশৃঙ্খল মাত্র যোগফল হয় ।  
 তাহে নিত্যব্রত বাধ হইতে নারয় ॥  
 শাক্ত বোধ আদি হীন কোন কোন চণ্ড ।  
 দ্বাদশী ছাড়িয়া করে শৃঙ্খল গ্রহণ ॥



তাহাদের সেই সত্তা শুদ্ধ নাহি হয় ।  
 বিচারি দেখুন ইহা বুধ সমুদয় ॥  
 ধাত্র্যশ্রাদ্ধাদির সদা গৌরব করণ ।  
 সাধন ভক্তির এই দশ উপক্রম ॥  
 অভক্ত সংসর্গ দূর হইতে বর্জন ।  
 অনধিকারীকে শিষ্য কভু না করণ ॥  
 সূ-বৃহস্পতির আদি নির্মাণ কাণে ।  
 নিকট্যম ভাব যুক্ত কহে মহাজনে ॥  
 এই গ্রন্থ চতুঃষষ্টি কলা ব্যাখ্যাভাস ।  
 বাদ পরিত্যাগ এই জানিহ নির্মাণ ॥  
 ব্যবহারে অকার্পণ্য বুদ্ধি প্রকাশিবে ।  
 শোকাতির বশীভূত কভু না হইবে ॥  
 অন্যদেবে কভু না করিবে হেয় জ্ঞান ।  
 প্রাণী মাত্রে করিবেক অভয় প্রদান ॥  
 সেবা, নাম অপরাধ সর্বদা বর্জন ।  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্ত দ্বেষ আদি না করণ ॥  
 এই দশ অঙ্গ বিনা সাধন ভক্তির ।  
 উদয় সম্ভব নাই কহিলাম স্থির ॥  
 এই বিংশ অঙ্গ ভক্তি মন্দির প্রবেশে ।  
 ঘরের স্বরূপ হয় কহিমু বিশেষে ॥  
 তথাপি শ্রীগুরুপাদাশ্রয় আদি কবি ।  
 ত্রয়ঙ্গ প্রদান দেখি শাস্ত্রের ভিতরি ॥

অতিসুখ প্রদ গৃহকৰ্ম আদি নয় ।  
 বরঞ্চ দুঃখদ অতি শাস্ত্রে, বিজ্ঞে কয় ॥  
 উত্তমাতিশয় দুঃখ শূন্য অবচ্ছিন্ন ।  
 নিত্য শ্রেয়ঃ সুখ যেই তন্মানে অতিশ্ন ॥  
 কিস্বা আত্যস্তিক দুঃখ শূন্যামন্দময় ।  
 নিত্য অতিশয় সুখ সাধন নিশ্চয় ॥  
 সেইত সাধন সুখ সাধ্যত্বাদি হয় ।  
 অপর সাধনাপেক্ষা যে নাহি করয় ॥  
 সেই নিত্য সৰ্বোত্তম পরানন্দময় ।  
 সাধন জানিতে যার বাসনা আছয় ।  
 তিহৌ শাস্তি গুণাযিত গুরুর আশ্রয় ।  
 অবশ্য লইবে এই কহিনু নিশ্চয় ॥  
 বেদরূপ শব্দ ব্রহ্মে ন্যায়ানুমোদিত ।  
 ব্যাখ্যা দ্বারে তত্ত্ব স্থির করণে পণ্ডিত ।  
 তাহাতে ভজন পরিপাক নিবন্ধন ।  
 প্রত্যক্ষানুভব দ্বারা সদা সৰ্ববক্ষণ ॥  
 পরম আনন্দ ব্রহ্ম কৃষ্ণে অবস্থিত ।  
 তিহৌ শাস্তি গুণাযিত গুরু সু-নিশ্চিত ॥  
 উপদেশ প্রদানিতে অধিকার তাঁর ।  
 তত্ত্বিন্ন অশ্রের নাই কহিলাম সার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তস্মাৎসংস্কৃতং প্রপণ্ডিত জিজ্ঞাসু শ্রেয় উত্তমং ।  
 শাস্ত্রে পরে চ নিষাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ৩৭ ॥

উপদেশ শব্দে মন্ত্ৰ প্রদান কহয় ।

শব্দ শাস্ত্রাদিতে এই করিলা নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীরামার্চন চন্দ্রিকায়াং ।

চন্দ্র স্বর্য্য গ্রহে তীর্থে সিন্ধুক্ষেত্রে শিবালয়ে ।

মন্ত্ৰ নাত্র প্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

এছে শাস্তি গুণাঘিত সদগুরুর স্থানে ।

উপদেশ লইবেক যথোক্ত বিধানে ॥

“সদগুরুমেবাভিগচ্ছেদাদি” শ্রুতি কয় ।

সদগুরু সকাশে মন্ত্ৰ গ্রহণীয় হয় ॥

“সদগুরুমেবাভীত্যাদি” বেদ বাক্য বলে ।

অসদগুরু ত্যজ্য কহে পণ্ডিত সকলে ॥

সদলে অসৎ মিলে যথা তথা দ্বারে ।

শাস্ত্রের বিচার এই কহিনু তোমাবে ॥

কৃষ্ণ ভক্তি লতিবারে বাসনা যাহাবা ।

সদগুরু আশ্রয় করা কর্তব্য তাহার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ধরিভক্তি বিলাসে ।

রূপরাক্ষস দেবতা তত্ত্বজ্ঞান সঙ্গতঃ ।

ভক্তের্নাহায়ামাকর্ষ্য তামিচ্ছন্ সদগুরুং ভক্তঃ ২ ৭ ৩৯ ॥

বেদনাম শব্দব্রজে পারদর্শী যিহৌ ।

শিষ্যের সংশয় নাশে ক্ষমবান তিহৌ ॥

তদ্বিনা শিষ্যের রূদি সংশয় নাশিতে ।

অন্যের সামর্থ্য নাই কহে শাস্ত্রাদিতে ॥

শান্তজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠ, শাস্তি গুণায়িত ।  
 তাঁর কৃপা ফলবতী হয় স্মৃ-নিশ্চিত ॥  
 হেন সদগুরুর ঠাঞি লবে উপদেশ ।  
 শ্রীভগবানের আজ্ঞা এইত বিশেষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

মদভিজ্ঞং গুরুং শাস্তমুপাসীতমদাত্মকং ॥ ৪০ ॥

অসদগুরু দত্ত মন্ত্রকৃপা শ্রেয়ঃ দিতে ।  
 কভু নাহি পারে এই কহেন বিধিতে ॥  
 অতএব বুদ্ধিমান শ্রেয় লিপ্সু জন ।  
 অসদবৈষ্ণব গুরু করিয়া বর্জ্জন ॥  
 পুনর্ব্বার মন্ত্র লবে বৈষ্ণবের ঠাঞি ।  
 স্বগ্রন্থ টীকায় এই লিখিলা গোসাঞি ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্ৰেণ নিরয়ং ব্রজেৎ ।  
 পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ ॥ ৪১ ॥

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠ তদ্বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ।  
 মনুষ্য মাত্রেয় গুরু-পূজ্য সর্ব্বক্ষণ ॥  
 যথা হরি সর্ব্বলোক পূজনীয় হন ।  
 তাঁর সম পূজনীয় এঁছে সদব্রাহ্মণ ॥

তথাহি পাণ্ডে ।

মহাভাগবত শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণোবৈগুরুনৃণাং ।  
 সর্কেষামেবলোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ ॥ ৪২ ॥

নিন্দ্য অবলিপ্ত গুরু ত্যজ্য সদা হয় ।  
 শ্রুত্যাদি শাস্ত্রেতে এই পুনঃ পুনঃ কয় ॥  
 ইহা না জানিয়া অজ্ঞ নিন্দ্য গুরু করে ।  
 ভক্তি লাভ দূরে রহি তবে ডুবে মরে ॥  
 অতএব কামহীন, শিত্রাদি বিহীন ।  
 কৃষ্ণভক্ত শিরোমণি শাস্ত্রেতে প্রবীণ ॥  
 সাধুগণ প্রিয় বিপ্রেন্দ্রিয়াপরায়ণ ।  
 তিহৌত সদগুরু এই দীপিকা বচন ॥  
 ভব ক্লেশ নাশকারী উপদেশ যেই ।  
 তাঁহার আশ্রয়ে লবে কহিলাম এই ॥

তথাহি ক্রমদীপিকাস্থাং ।

বিপ্রং প্রধ্বস্তকাম প্রভৃতি রিপুযটং নির্রলান্নং গরিষ্ঠাং  
 ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কেকবৃগলরজো রাগিনীমুদহন্তং ।  
 বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সন্মতং সংসৃদাস্তং  
 বিত্ভাং যঃ সংবিবিৎস্বঃ প্রবণতমুননা দেশিকংসংশ্রয়েত ॥ ১৩ ॥

সদগুরু চরণাশ্রয় করিয়া বর্জ্জন ।  
 অহংগুরু জ্ঞানে যেই অভিমানী জন ॥  
 ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জয় করিবারে চায় ।  
 সেই ভব সাগরতে হাবু ডুবু খায় ॥  
 কর্ণধার শূন্য নৌকাস্থিত বৈশ্য যথা ।  
 সমুদ্রে পড়িয়া কাঁদে সেই কাঁদে তথা ॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে শ্রুতিস্মৃতৌ ।

বিজিত হৃদীক বায়ুভিরদাস্ত মনস্তরগং  
য ইহ যতন্তি যন্তমতিলোলঘুপায়ধিনঃ ।  
বাসন শতাব্ধিতাঃ সমবহারগুরোচ্চরণং  
বনিজ ইবাক্ষ সন্ত্যক্ত কৰ্ণধরা জলধৌ ॥ ৪৪ ॥

দীক্ষা বিনা জপ, পূজা, ক্রিয়াদি না হয় ।  
দীক্ষা বিনা সাধুগতি, সিদ্ধি না মিলয় ॥  
দেহান্তে নরক গতি লাভ হয় তার ।  
সেই নরাধম অতি কহিলাম সার ॥  
গ্রন্থেতে দেখিয়া মন্ত্র যে করে গ্রহণ ।  
তাহার নিষ্কৃতি নাহি দেখি কদাচন ॥  
দীক্ষা বিহীনের তপ-ব্রত আদি নাই ।  
তীর্থযাত্রা পরিশ্রম তাহার বৃথাই ॥

তথাহি স্মৃতৌ ।

দীক্ষামূলং জপং সৰ্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ ।  
দীক্ষামাপ্রিত্য নিবসেৎ যত্র কুত্ৰাপ্রমে বসন ।  
অদীক্ষিতা যে কুর্কন্তি জপ পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।  
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলাস্মৃপ্তবীজ বৎ ।  
দেবি দীক্ষা বিহীনস্ত ন সিদ্ধি ন চ সদগতিঃ ।  
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতা ভবেৎ ।  
অদীক্ষিতোহপি মরণে রোরবং নরকং ব্রজেৎ ।  
তস্মাদীক্ষা প্রযত্নেন সদা কুৰ্য্যাচ্চ তাত্ত্বিকাৎ ।

গ্রহে দৃষ্ট্। তু মন্ত্ৰং বৈ ষো গৃহাতি নরাধমঃ ।  
 মনস্তর সহশ্বেষু নিকৃতির্নৈব জায়তে ।  
 নাদীক্ষিতস্তু কার্যাস্তান্তপোত্তির্নিয়মব্রতৈঃ ।  
 ন তীর্থগমনে নাপি ন চ শারীরঘট্টনৈঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্ত্ব শব্দে গোতম্যাদি বৈষ্ণবী সকল ।  
 বৈষ্ণবের গ্রাহ্য সদা কহে বিজ্ঞ দল ॥  
 অদীক্ষিত মানবের পৃষ্ঠ অন্ন, জল ।  
 বিষ্ঠা মূত্র সম, তার শ্রাদ্ধাদি নিষ্ফল ॥

তথাহি মৎস্তসূক্তে ।

অদীক্ষিতানাং মর্ত্যানাং দোষাশৃণু বরাননে ।  
 অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমংস্থতং ।  
 তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্বং যাতি হৃদোগতিং ॥ ৪৬ ॥

দীক্ষা বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ নাহি হয় ।  
 এই কথা শাস্ত্র বিজ্ঞে পুনঃ পুনঃ কয় ॥  
 তথাপি অজ্ঞতা হেতু কোন কোন জন ।  
 দীক্ষা আবশ্যক নাই বলে সর্বক্ষণ ॥  
 হরিনামাশ্রয়ে সর্ববিসিদ্ধি তারা কহে ।  
 সেহ সত্য বটে, কিন্তু যা ভাবে তা নহে ॥  
 দীক্ষা বিনা নামাশ্রয়ে নামীর দর্শন ।  
 সেবন জনিত প্রেম না মিলে কখন ॥  
 এই হেতু শ্রুতি কহে তদ্বিজ্ঞান তরে ।  
 সিদ্ধগুরু আশ্রয় কর নির্মল অন্তরে ॥

সৎগুরু আশ্রয় বিনা তদ্বিজ্ঞান সুখ ।  
 কদাপি নাহিক মিলে কহে বেদমুখ ॥  
 “নো দীক্ষামিত্যাদি” এই নাম মহিমাতে ।  
 বর্ণিত দেখিয়া তারা গায়েন সভাতে ॥  
 কেবল ত্রীনামাশ্রয়ে সর্ব সিদ্ধি হয় ।  
 দীক্ষা আবশ্যক তাতে কিছু না আছয় ॥  
 “নো দীক্ষামিত্যাদি” শ্লোকে হেন কথা নাই ।  
 দীক্ষা বিনা শুদ্ধ নামে প্রেম আদি পাই ॥  
 অদীক্ষিত নামাশ্রয়ে সদগতি লভয় ।  
 “নো দীক্ষামিত্যাদি” শ্লোকে এই ভাব কর ॥  
 এ হেন সিদ্ধাস্ত বিনা অন্য মীমাংসাতে ।  
 শ্রুত্যাদি কুপিত হয় শুনহ সাক্ষাতে ॥  
 “তদ্বিজ্ঞানার্থমিত্যাদি” শ্রুতির বচন ।  
 “তস্মাদ্গুরুং প্রপঞ্চেত” স্মৃতির লিখন ॥  
 তবিনা সংহিতা আদি তত্ত্বের তদ্বিত ।  
 বচন বিনষ্ট হয় জানিহ নিশ্চিত ॥  
 গুরুপাদাশ্রয় আর শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষার ।  
 নিত্যই শাস্ত্রেতে স্পষ্ট রূপেতে প্রচার ॥  
 এ হেতু “নো দীক্ষ্যেত্যাদি” বচনের দ্বারে ।  
 দীক্ষাদির নিত্যত্বতা খণ্ডিতে কে পারে ॥  
 অতএব কুটি-নাটি করিয়া বর্জন ।  
 সৎগুরু সকাশে দীক্ষা লয় বিজ্ঞজন ॥



সদগুরু সকাশে যেই দীক্ষা নাহি লয় ।

সেই আত্মযাতী এই জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাগবতে ।

নৃদেহমাদ্যং স্নলভং স্নুতুম্ভং

প্রবং স্নকল্পং গুরুকর্ণধারং ।

নয়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং

পুমান্ভবাক্তিঃ ন তরেৎ স আত্মহা ॥ ৪৭ ।

শ্রীগুরুর তেজ শিষ্য উপাসনা বলে ।

যে দিন ধারণ করে হৃদয়-কমলে ॥

সে দিন হইতে সর্ব কার্যে সেইজন ।

সিদ্ধ মনোরথ হয় বেদের লিখন ॥

শ্রীগুরুর তেজ বিনা এ ভব সংসারে ।

কোন কার্যে সিদ্ধ কেহ হইতে না পারে ।

তাহাতে প্রমাণ ব্রহ্মা করহ দর্শন ।

যিহ কৃষ্ণগুরু তেজ করিয়া ধারণ ॥

সমর্থ হইল বিশ্ব সৃষ্টি করিবারে ।

ইহা জানিলাম শ্রীমুখের আজ্ঞা দ্বারে ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যতঃ চ বিধস্ত চরাচরবীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ ।

সয়াহি তং তেজ ইদং বিভর্ষি বিধে বিধেহি যমথো যজন্তিঃ ॥ ৪৮ ।

স্ব-গুরু কৃষ্ণের তেজ পাঞা হংসাসন ।

বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন মনের মতন ॥

অতএব বৎস্য ! তুমি শ্রীগুরু-চরণে ।  
 প্রগাঢ় বিশ্বাসে সদা করহ সেবনে ॥  
 বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর ।  
 এই যে শ্রুতির আজ্ঞা বড়ই মধুর ॥  
 গুরুতে কাপট্য যার সেই ছুরাচার ।  
 সাধনেও সিদ্ধিলাভ নাহি হয় তার ॥  
 ইহ পরকালে সেই নানা দুঃখ পায় ॥  
 সাধু-গুরু শাস্ত্র বাক্য কহিনু তোমায় ॥  
 শব্দব্রহ্ম পারংগত কৃষ্ণনিষ্ঠ যিনি ।  
 শিষ্যের সন্তাপহর গুরু হন তিনি ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥  
 পরম বিশ্বাস সহ শ্রীগুরু-চরণ ।  
 সেবিবে, ষাহাতে হবি পরিতুষ্ট হন ॥  
 গুরু কৃষ্ণে সম রূপে করিবে সেবন ।  
 তবে ত হৃদয়ে তব্ব হইবে স্ফুরণ ॥

তথাহি শ্রুতৌ ।

ষস্যদেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।  
 তস্যৈ তে কথিতার্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৪৯ ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের বচনে ।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে ॥

“আচার্য্য মাং বিজানীয়াদিত্যাদি” প্রমাণে ।

গুরু কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপ কহি তব স্থানে ॥

ত্রীসচ্চিদানন্দ তত্ত্ব করিলে শীলন ।

গুরু কিবা বস্তু তাহা হইবে দর্শন ॥

সদগুরু চরণাশ্রয় সর্বশাস্ত্রে কয় ।

ত্রীসচ্চিদানন্দে সেই “সদাচ্ছে” মিলয় ॥

পরেতে কহিব ইহা করিয়া বিস্তার ।

তত্রাপি গুরুর ইচ্ছা ভাগ্য সে আমার ॥

গুরু পরিতুষ্ট করি প্রিয় দেব জ্ঞানে ।

ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা কর তাঁর স্থানে ॥

প্রিয়দেব অর্থে জানি সোপান্য দেবতা ।

ভক্তিহীন অঙ্গে করে ইহাতে অন্যথা ॥

ভাগবতধর্ম্ম, কৃষ্ণ দীক্ষাদি শিক্ষণ ।

পাইতে উপায় শুদ্ধ গুরুর সেবন ॥

কৃষ্ণের স্বরূপ গুরু সর্বদেবময় ।

তাহার বিক্রিয়া কভু ভক্তে না দেখয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ লিঙ্গেদগুরুদেবতঃ ।

অমায়য়ানুবৃত্ত্যাবৈত্বষোদায়াঅদো হরিঃ ।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ ।

মর্ত্য বুদ্ধ্যাস্থেত সর্বদেবন্যোঃ গুরুঃ ॥ ৫০ ॥

কৃষ্ণ সর্ব অংশী হেতু তন্মজ্জাদি যত ।  
 সর্বমজ্জাদির অংশী জ্ঞাত্যাদি সংগত ॥  
 এই সব বিচারিয়া বুদ্ধিমান জন ।  
 গুৰ্ব্বাশ্রয়ি করে কৃষ্ণ মজ্জাদি গ্রহণ ॥  
 গুরুপাদাশ্রয় আদি ত্রয়াঙ্গ প্রধান ।  
 তাহার কারণ এই প্রভু রূপ গান ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসানুভবিনী ৷

অস্যান্তত্র প্রবেশায় দ্বারদেহপ্যঙ্গবিংশতেঃ ।  
 ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদিকং ॥ ৫১ ॥

হরি মন্দিরাকৃতাди কাঞ্চ চিহ্ন ধৃতি ।  
 হরিনামাকরোত্তম অঙ্গেতে বিবৃতি ॥  
 হরির সম্মুখে নৃত্য, নির্মাল্য ধারণ ।  
 রুদ্রের নির্মাল্য আদি সর্বদা বর্জ্জন ॥  
 দণ্ডবৎ প্রণতি, কৃষ্ণ অগ্রে অভ্যুত্থান ।  
 স্বগ্রন্থে গোসাঞি এই কহে সপ্রমাণ ॥  
 অধিষ্ঠান স্থানে গতি, তদনুগমন ।  
 পরিক্রম, পরিচর্যা, সঙ্কীৰ্ত্তনার্চন ॥  
 গীত, জপ, স্তবপাঠ, প্রসাদগ্রহণ ।  
 পাদ্যাস্বাদাদান আর বিজ্ঞপ্তি করণ ॥  
 চিন্ময় বুদ্ধিতে নিত্য শ্রীমূর্তি দর্শন ।  
 প্রাকৃতিক বুদ্ধি সদা সর্বদা বর্জ্জন ॥

ধপমালাদির আশ্রয়, শ্রীমূর্তি স্পর্শন ।  
 আরাত্রিকৌৎসব আদি ঈক্ষণ করণ ॥  
 কৃষ্ণ কৃপা সম্ভর্শন, তদীয় স্মরণ ।  
 ধ্যান, দাসা, সখ্য আর আত্মনিবেদন ॥  
 নিজ প্রিয়বস্ত্র কৃষ্ণে উপহার দান ।  
 কৃষ্ণপ্ৰীতি হেতু সদা চেষ্টানুসন্ধান ॥  
 শরণাপত্ত্যাদি নিত্য সর্বব অবস্থায় ।  
 স্বশাস্ত্রে গোসাঞি এই কন সমুদায় ॥  
 তুলসী, মথুরা, শাস্ত্র, ভক্তাদি সেবন ।  
 অবৈভব অনুসারে মহোৎসব কবণ ॥  
 শাস্ত্র শব্দে ভাগবত বেদসার হয় ।  
 কৃষ্ণের বাঙ্গায়মূর্তি পুরাণে লিখয় ॥  
 স্ব-মন্তের অনুকূল সর্বশাস্ত্র বাণী ।  
 গ্রহণ কর্তব্য তায় নাহি কোন হানি ॥  
 উর্জ্জ্বলর, কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা অনুষ্ঠান ।  
 শ্রীমূর্ত্যজি, সেবনেতে অতি প্রীতিজ্ঞান ।  
 ভাগবত অর্থাস্বাদ-রসিক সহিত ।  
 নিক্ত সাধু সঙ্গ সদা কহিনু নিশ্চিত ॥  
 মপুরামণ্ডলে স্থিতি, নাম সঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 চতুষষ্টি ভক্তি অঙ্গ এইত লিখন ॥  
 চতুষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের প্রমাণ নিচয় ।  
 ভক্তিরসামৃতগিন্ধু গ্রন্থেতে আছয় ॥

যানে বা পাছুকা সহ হরিগৃহে গতি ।  
 কৃষ্ণ অগ্রে নাহি করা দণ্ডবৎ প্রণতি ॥  
 গরুড় দক্ষিণে রাখি শ্রীমূর্তি স্ববামে ।  
 প্রণামের বিধি এই কহে অভিরামে ॥  
 কৃষ্ণপ্ৰীতি হেতু কৃত উৎসব আদির ।  
 সেবন নাহিক করা কহে যত ধীর ॥  
 উচ্ছিষ্ট বা শৌচে করা বন্দনাদি তাঁর ।  
 এক হস্ত ভূমে রাখি কৃষ্ণে নমস্কাব ॥  
 কৃষ্ণ অগ্রে প্রদক্ষিণ অশ্রের করণ ।  
 অথবা ক্রীড়াদিচ্ছলে করিলু কীর্তন ॥  
 শ্রীমূর্তির অগ্রে নিজ পাদ প্রসারণ ।  
 পর্য্যঙ্ক বন্ধন করি উৎসবে নন্তন ॥  
 শয়ন, ভোজন আর অলীক কথন ।  
 উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রেতে ভাষণ ॥  
 কলহ, নিগ্রহ, পরস্পর সম্ভাষণ ।  
 প্রসাদ প্রকাশ করা, নিষ্ফল রোদন ॥  
 কৃষ্ণাগ্রে নির্ভূর বাক্য অশ্রেরে কহন ।  
 কৃষ্ণ অগ্রে কৃষ্ণাস্বরে দেহাচ্ছাদন ॥  
 পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল ভাষণ ।  
 অধোবায়ুত্যাগ, গোঁগোপচার অর্পণ ॥  
 সামর্থ্য থাকিতে গোঁগ উপচার দান ।  
 কার্পণ্যাদি মহাদোষ সেইত প্রমাণ ॥

কৃষ্ণে অনর্পিত বস্তু ভক্ষণ করণ ।  
 কালোদ্ভব ফল আদি না করা অর্পণ ॥  
 অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি শ্রীকৃষ্ণে প্রদান ।  
 শ্রীগোবিন্দে পাছু করি করা অবস্থান ॥  
 কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্বে প্রশংসা, বন্দন ।  
 গুরুর স্তবন আদি নাহিক করণ ॥  
 আপনার স্তুতি, অন্য দেবের নিন্দন ।  
 বত্রিশাপরাধ এই আগমে লিখন ॥  
 ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধু, শ্রীভক্তিবিলাসে ।  
 প্রমাণ দিলেন প্রভু করিয়া প্রকাশে ॥  
 সেবা অপরাধ হয় ইহার আখ্যান ।  
 নাম অপরাধ এবে কর অবধান ॥  
 সাধুনিন্দা, কৃষ্ণাশ্রিতে স্তব্ধ ভাবেতে ।  
 শিব নামাদির চিন্তাকরণ মনেতে ॥  
 গুরুর অবজ্ঞা, বেদ শাস্ত্রাদি নিন্দন ।  
 আদি পদে বেদ অমুগত শাস্ত্রগণ ॥  
 শ্রীনাম মাহাত্ম্যে অর্থবাদাদি মনন ।  
 নামের প্রকারান্তরে অর্থ বরণন ॥  
 হরিনাম বলে পার্শ্ব কার্য্যে প্রবর্তন ।  
 অন্য শুভ ক্রিয়া সহ সমত্ব চিন্তন ॥  
 অন্য শুভ ক্রিয়া নহে নামের সমান ।  
 বেদবিধি-বিজ্ঞে এই সদা করে গান ॥

বিশ্বাস বিহীন জনে নাম উপদেশ ।  
 শ্রীনাম মাহাত্ম্য শুনি অপ্রীতি বিশেষ ॥  
 নাম অপরাধ এই দশবিধ যেই ।  
 বৈষ্ণবের বর্জ্যনীয় কহিলাম এই ॥  
 শ্রীভক্তি-বিলাস, পদ্মপুরাণ ইহাতে ।  
 প্রমাণ আছেন কহি তোমার সাক্ষাতে ॥  
 সামাদির অধিকারী ভক্ত হন যাঁরা ।  
 শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি স্পর্শে অধিকারী তাঁরা ॥  
 প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শে অধিকার ।  
 প্রতিষ্ঠাধিকারী বিনা নাহিক কাঁহার ॥  
 স্মৃত্যুক্ত লক্ষণাঙ্কিত বৈষ্ণব সবার ।  
 শালগ্রাম শিলার্কনে আছে অধিকার ॥  
 প্রতিষ্ঠা অভাব হেতু শালগ্রামার্কনে ।  
 সর্বভক্ত অধিকারী করি নু কীৰ্ত্তনে ॥  
 শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাঙ্কিত বৈষ্ণব যাঁহারা ।  
 শূদ্র মধ্যে গণ্য নাহি হয়েন তাঁহারা ॥

তথাহি পাশ্বে ।

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তেতু ভাগবতা নরাঃ ।  
 সর্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥  
 ইতিহাস সমুচ্চয়ে চ ।

শূদ্রা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং স্বপচং তথা ।

বীক্যতে জাতিসামান্তাং স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ৫২ ॥



শিলার্চনে শূদ্রাদির নিষেধ বচন ।

অবৈষ্ণবপর সেই করিষু কীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভট্টকৃষ্ণ কারিকায়াং ।

অতো নিষেধকং যদবস্থচনং শ্রয়তে ক্ষুটং ।

অবৈষ্ণবপবং তদ্বদ্বিজ্ঞেয়ং তদ্বদশিভিঃ ॥ ৫৩ ॥

নিরপেক্ষ হঞা মুঞি বলিবারে পাবি ।

বৈষ্ণবের শিলার্চনে দোষ না বিচাবি ॥

মর্কট বৈরাগী প্রভু কন যে সবাবে ।

সে সবার শিলার্চনে নাহি অধিকাবে ॥

তবে যে দেখিয়ে তারা শিলাদি পূজয় ।

কলির মাহাত্ম্য সেই বুঝিবে নিশ্চয় ॥

নীচ ভুলাইয়া তারা শিল্পোদর ভবে ।

শেষে বহু দুঃখ পাঞা যায় যম ঘরে ॥

কপট বৈষ্ণবে যদি শিলা স্পর্শ করে ।

অশেষ যন্ত্রণা তার হইবেক পরে ॥

কপট বৈষ্ণব যেই তাহার লক্ষণ ।

নরোত্তম দাস গ্রন্থে করিলা বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীমন্নরোত্তমেনোক্তং ।

শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ দয়া করি রাখ নিজশদে ।

কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানা স্থানে,

বিষ্ণু ভূজায় নানামতে ॥ ৫৪ ॥

হইয়া মায়ার দাস,  
করি নানা অ.  
তোমার স্মরণ গেল দূরে ।  
অর্থলাভ এই আশে,  
'কপট বৈষ্ণব বেশে,  
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে ॥

অনেক দুঃখের পরে,  
লয়েছিলে ব্রজপুরে,  
কৃপা ডোর গলায় বান্ধিয়া ।  
দৈবমায়া বলাৎকারে,  
খসাইয়া সেই ডোরে,  
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ।

পুন যদি দয়া করি,  
এ জনার কেশে ধরি,  
টানিয়া তুলহ ব্রজধামে ।  
ওবে সে দেখিয়ে ভাল,  
নতুবা পরাগ গেল,  
কহে দীন দাস নয়্নান্তমে ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াঃ ।

চেতঃ কাশ্ববচোভিরেব বিষয়ানাসেবমানং সদা  
 ধূৰ্ভংছচরণারবিন্দভজন ব্যাজাজ্জগদ্ব্যকং ।  
 অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং পরধনাদানৈকচিন্ত্যতুরং  
 সাধুস্বোদর পূরণং ননু কৃপাসিদ্ধৌ প্রভো পাহিমাং ॥ ৫৩ ॥

মনবাক্যে বিষয়ের সেবা সদা করে ।  
কণ্ঠভক্ত বেশ ধরি ধূর্ততা আচরে ॥  
রখন লাভ আশা সদা সর্বক্ষণ ।  
স্বাদর পূরণ লাগি সর্বদা যতন ॥

মহামূৰ্খ তবু করে বিছা অভিমান ।  
 সেই ত কপট ভক্ত কহিষু সন্ধান ॥  
 ভুবন বঞ্চক সেই শঠ চুরাচার\* ।  
 কপটী শঠের এই লক্ষণ বিস্তার ॥  
 কভু যদি সেই শূদ্র করে শিলার্চন ।  
 অবশ্য হইবে তার নরকে পতন ॥  
 মহাপ্রভু গুঞ্জামালা, শিলা গোবর্দ্ধন ।  
 রঘুনাথ দাসে দিলা করিতে অর্চন ॥  
 শ্রীমহাপ্রভুর ইথে এই অভিপ্রায় ।  
 পাছে\* বেদ ধর্ম্য পরে নষ্ট হঞা যায় ॥  
 নতুবা শ্রীনিত্যসিদ্ধ দাস রঘুনাথে ।  
 পরশিতে অধিকার সম্পূর্ণ শ্রীনাথে ॥  
 উত্তমের আচরণ করিয়া দর্শন ।  
 অধম জনেতে করে সেই আচরণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ।

যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত্বদেবেতরোজনঃ ।  
 স যং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৫৫ ॥

বেদ যাঁর বাক্য সেই শ্রীশচী-নন্দন ।  
 কেমনে করিবে স্বীয় বাক্যের লঙ্ঘন ॥  
 সত্য সঙ্কল্পেতে মিথ্যা দোষ পৃষ্ঠ নয় ।  
 তেঞি প্রভু রঘুনাথে হইয়া সদয় ॥

গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন শিলা পূজিবারে ।  
 আচ্ছা করিলেন এই কহিনু তোমাতে ॥  
 বেদান্তীতি শ্রীগৌরাজ্জ বেদ অনুসার ।  
 ভাগবত ধর্ম লোকে করেন প্রচার ॥  
 না জানিয়া অজ্ঞজনে নানা মত কর ।  
 কেহ কহে জাতিভেদ প্রভু না মানয় ॥  
 কেহ কহে বেদ-বিধি প্রভু না মানিল ।  
 কেহ কহে প্রভু তত্ত্ব মতে রত ছিল ॥  
 এইমত যাব যেই মত ইচ্ছা হয় ।  
 স্বাধীন ভাবেতে সেই সেইমত কর ॥  
 কলির মহিমা সেই আর কিছু নয় ।  
 বাউলে ~~কহিনু~~ আদি গুঞ্জামালা আছয় ॥  
 নিরপেক্ষ হঞা মুঞি পারি বলিবারে ।  
 বেদ বহির্ভূত ধর্ম প্রভু না স্বীকারে ॥  
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বেদঃপ্রণিহিতো ধর্ম হৃদ্যর্শস্তদ্বিপর্যয়ঃ ॥ ৫৮ ॥

এই হেতু স্বপার্ষদ দাস রঘুনাথে ।  
 গুঞ্জামালা, শিলা দিলা আপনি শ্রীনাথে ॥  
 বেদান্ত শ্রীরঘুনাথ অঙ্গী রক্ষা তরে ।  
 তাহাই অর্চনা করে আনন্দ অস্তুরে ॥  
 বাঁহার বৈরাগ্য সম বৈরাগ্য সংসারে ।  
 হয় নাই হবে নাই কহিনু তোমাতে ॥

সেই শ্রীল রঘুনাথ দাসের অন্তর ।  
 মো সম অজ্ঞের কিসে হইবে গোচর ॥  
 যিহৌ বেদ-বিধি অজ্ঞা লজ্জনের ভয়ে ।  
 প্রভুর ইঙ্গিতে গুঞ্জাম্বালাদি অর্চয়ে ॥  
 যত্নপি শ্রীরঘুনাথ সবে অধিকারী ।  
 তথাপি মর্যাদা রক্ষা মহত্ব বিচারি ॥  
 “মর্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ ।  
 মর্যাদা লঙ্ঘনে হয় নরকে গমন ॥”  
 চৈতন্যচরিতে এই প্রভুর বচন ।  
 ক্ষেত্রে সনাতনাগমে করহ দর্শন ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি কোন ফল ।  
 বলিতে বলিতে কথা বাড়িছে কেবল ॥  
 শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাঙ্কিত বৈষ্ণব সবার ।  
 স্বীয় মন্ত্রে শ্রীশার্চনে আছে অধিকার ॥  
 ঐছে বৈষ্ণবেতে জাতি বুদ্ধি না করিবে ।  
 জাতি বুদ্ধি কর যদি নরক দেখিবে ॥  
 নরকট কপটে সদা হবে সাবধান ।  
 দম্বাদি রক্ষার এই উপায় প্রধান ॥  
 বৈষ্ণবাবৈষ্ণব তত্ব শ্রীভক্তিবিলাসে ।  
 প্রকাশিলা সনাতন মনের উল্লাসে ॥  
 বৈষ্ণবের ধর্ম এবে করহ শ্রবণ ।  
 বাহার শ্রবণে হয় সংসার মোচন ॥

হরিগৃহোপসর্পণ, তদনুগমন ।  
 প্রদক্ষিণ ভক্তিসহ করিষু কীর্তন ॥  
 এ তিন হইতে হয় পদের শোধন ।  
 পূজার কারণ পত্র-পুষ্প উত্তোলন ॥  
 ইথে করযুগ শুদ্ধি এইত লিখন ।  
 কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ করিলে কীর্তন ॥  
 বাক্য শুদ্ধি হয় তাহে কহে মুনিগণ ।  
 সকল কার্যেতে ভক্তি করিবে যোজন ॥  
 কৃষ্ণোৎসব দরশনে, তৎকথা শ্রবণে ।  
 নেত্র, কর্ণ শুদ্ধি হয় পুরাণেতে ভণে ॥  
 নির্মাল্য, মালিকা, পাদোদক সঙ্কারণে ।  
 প্রণামে মস্তক শুদ্ধি জেন সত্য মনে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণে প্রদত্ত গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতির ।  
 আশ্রয় গ্রহণে ত্রাণ শুদ্ধি হয় স্থির ॥  
 কৃষ্ণপাদযুগার্চিত পুষ্পাদির দ্বারে ।  
 সর্ববাস্ত শোধন হয় কহিষু তোমায়ে ॥  
 সর্ববাস্ত শব্দেতে উত্তমাস্ত এই হয় ।  
 তদ্বিনা পুষ্পাদি রক্ষা নিষেধ আছয় ॥  
 এই ত বৈষ্ণব শুদ্ধি দ্বাদশ প্রকার ।  
 পূর্ব মহাজনগণ করিলা প্রচার ॥  
 তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ।  
 অথ দ্বাদশশুদ্ধিঃ বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে ।  
 গৃহোপসর্পণৈব তথানুগমনং হরেঃ ।

ভক্ত্যা প্রদক্ষিণৈকৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ।  
 পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যবোত্তোলনং হবেৎ ।  
 কবয়োঃ সৰ্ব্ব গুণানামিযং শুদ্ধিৰ্বিলিখ্যতে ।  
 তন্মামকীৰ্ত্তনৈকৈব গুণান্যৈকৈব কীৰ্ত্তনং ।  
 ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্ত বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ।  
 নংকথা শ্রবণৈকৈব তস্যোৎসব নিরীক্ষণং ।  
 শোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগ্ৰিহ্যচ্যতে ।  
 পাদোদকঞ্চ নিশ্মালাং নালানানপি ধারণং ।  
 উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ ।  
 অত্রাণং গন্ধপুষ্পাদে নিশ্মালাস্যা তপোধনঃ ।  
 বিশুদ্ধিস্যাদনন্তস্য ত্রাণস্যাপি বিধীয়তে ।  
 পত্র পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণগাদবুগাপিতং ।  
 তদেব পাবনং লোকে তচ্ছ সৰ্ব্বং বিশোধয়েৎ ॥ ৫৭ ॥

পঞ্চাধা অর্চন হয় শুন তাঁর ভেদ ।  
 বিচার করিয়া যাহা কহিলেন বেদ ॥  
 অভিগম, উপাদান, যোগেষ্টা, আধায় ।  
 এই পঞ্চবিধ পূজা কহিলু তোমায় ॥  
 অভিগমনার্থে কৃষ্ণস্থান সংমার্জ্জন ।  
 লেপন নিশ্মাল্য তাঁর দূরেতে ক্ষেপণ ॥  
 উপাদান শব্দে গন্ধ-পুষ্পাদি চয়ন ।  
 যোগ শব্দে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তা সর্বক্ষণ ॥  
 ইষ্টার্থে অর্চন তাঁর যথোক্ত বিধানে ।  
 আধায়ার্থ কহি এবে কর অবধানে ॥

অর্থ জানি মন্ত্ররাজ জপন করণ ।

সূক্ত, স্তোত্র আদি তাঁর পঠন কীৰ্ত্তন ॥

কৃষ্ণনামাবলী, কৃষ্ণ শাস্ত্রের অভ্যাস ।

স্বাধ্যায়ার্থ এই সব করিষু প্রকাশ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ মে ।

অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ ।

উষ্টাঃ পঞ্চ প্রকারার্চাঃ ক্রমেণ কথ্যামি তে ।

তদ্ব্যভিগমনং নাম দেবতা স্থানমার্জ্জনং ।

উপলেপন নির্মাণ্য দ্বীকরণমেব চ ।

উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদি চয়নং যথা ।

উষ্টা নাম হি চেষ্টাদেঃ পূজনঞ্চ যথার্থতঃ ।

স্বাধ্যায়ো মন্ত্রবাজস্ত অর্থসন্ধানতো জপঃ ।

সূক্তস্তোত্রাদি পাঠশ্চ ইরেঃসঙ্কীৰ্ত্তনং তথা ।

তন্মানশাস্ত্রাভ্যাসশ্চ স্বাধ্যায়ঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।

যোগো নামস্তু দেবস্ত চাস্ত্রণৈ যৈব ভাবনা ।

উতি পঞ্চপ্রকারার্চাঃ কথিতাস্তব স্মরণতে ॥ ৫৮ ॥

সূক্তার্থেতে বেদমন্ত্র সহস্র শির্ষাদি ।

মন্ত্র ভাগবতে যার করিলা ভাষ্যাদি ॥

শ্রীভগবদ্গীতা আর স্তবরাজাদয়ে ।

স্তব বলি বুধগণ কীৰ্ত্তন করয়ে ॥

পূর্বব সিদ্ধবাক্য বন্ধে স্তোত্র বলি জানি ;

শ্রীয ভাবোখিত বাক্য বন্ধে স্তব নানি ।



সেবা, নাম অপরাধ কভু যদি হয় ।  
 হরি, হরিনামাশ্রয় তাহা বিনাশয় ॥  
 কৃষ্ণস্থানে অপরাধ করে যেই জন ।  
 কৃষ্ণনামাশ্রয় তার হয় বিনাশন ॥  
 নাম সর্ব প্রিয়বস্তু এই ত কারণে ।  
 আশ্রয়িত অপরাধ করেন মোচনে ॥

তথাহি পান্নে ।

সর্গাপরাধকদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ ।  
 হবেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্যাদ্বিপদ পাংসনঃ ॥  
 নানাস্রয়ঃ কদাচিত্তস্তাত্তরভ্যেব স নাগতঃ ।  
 নাম্নোহি সর্গসুহৃদো হপরাধাৎ পততামঃ ॥ ৫৯ ॥

নাম লীলা গুণাদির উচ্চ ভাষা যেই ।  
 কীর্তন তাহার নাম কহিলাম এই ॥  
 মন্ত্ৰের সূ-লঘুচ্চারে জপ শাস্ত্রে কয় ।  
 বিজ্ঞপ্তি লালসাময়ীত্যাদি বহু হয় ॥  
 কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রভৃতি শ্রবণে ।  
 শ্রবণ কহয়ে এই করিসু কীর্তনে ॥  
 যথা কথঞ্চিত রূপে কৃষ্ণাদি স্মরণে ।  
 স্মরণ কহয়ে যত মুনি-ঋষিগণে ॥  
 রূপ, গুণ, ক্রীড়াদির সম্পূর্ণ চিস্তনে ।  
 ধ্যান বলি গান করে বিজ্ঞতম জনে ॥

কৃষ্ণে কৰ্ম্মার্পণ তাঁর কৈঙ্কর্য্য স্বীকারে ।  
 কৃষ্ণদাস্ত্র বলে, এই কহিষু তোমারে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস আর মিত্রতা স্থাপনে ।  
 সখা বলি ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রকার গণে ॥  
 অতি প্রিয় দেহ আদি কৃষ্ণে সমর্পণ ।  
 আত্ম নিবেদন, এই করিষু কীর্ত্তন ॥

তথাহি শ্রীবামুনাচাৰ্য্যকৃতশ্লোকাদ্রাদৌ ।

বপুৰাদিষু যোহা- কাহপি বা গুণতোহসানি যথা তথা বিধঃ ।  
 তদযং তব পাদপদ্ময়োৰহমদৌব ময়া সমর্পিতঃ ॥  
 চিন্তাং কুয্যাম রক্ষারৈ বিক্ৰীতস্ত যথা পশোঃ ।  
 তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্ত রক্ষণাৎ ॥ ৬০ ॥

প্রথম শ্লোকেতে কৃষ্ণে দেহী সমর্পণ ।  
 দ্বিতীয় শ্লোকেতে দেহার্পণ বিনিখন ॥  
 প্রাণে-মনে-বাক্যে যেই কৃষ্ণ স্থানে কয় ।  
 হে কৃষ্ণ ! তোমার আমি আর'কার নয় ॥  
 শরণাপত্তির এই কহিষু লক্ষণ ।  
 বিলাস প্রমাণ ইথে করহ দর্শন ॥  
 কৃষ্ণভক্তি প্রতিপন্ন যেই শাস্ত্র করে ।  
 সেই শাস্ত্র শাস্ত্র এথা জানিহ অন্তরে ॥  
 ভক্তিশাস্ত্র মধ্যে যত শাস্ত্র গণ্য হয় ।  
 সেই শাস্ত্র শাস্ত্রশির ভাগবত কয় ॥

ভক্তি অবিরোধী জ্ঞান, বৈরাগ্য যে হয় ।

সেই অশুকূল জ্ঞান, বৈরাগ্য নিশ্চয় ॥

সেই দুই ভক্তিমার্গ দেখাইতে জন্মে ।

প্রথমে সহায় হয় কহে ভক্তগণে ॥

এই হেতু এঁছে জ্ঞান বৈরাগ্য উভয় ।

তদ্ভক্তির অঙ্গ কভু হইতে নারয় ॥

জ্ঞান আর বৈরাগ্যকে মহাজন গণে ।

চিন্ত কাঠিন্যের হেতু করে নিরূপণে ॥

অতএব জ্ঞান আর বৈরাগ্য উত্তরে ।

বরণীয় নাহি হয় বুঝহ অস্তুরে ॥

ভক্তি প্রবেশের হেতু ভক্তি মাত্র হয় ।

বিচার করিয়া রূপ করিল। নির্ণয় ॥

সাধন ভকতি ভাব ভক্তি হেতু হয় ।

ভাবভক্তি হেতু প্রেম ভক্তির নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

স্তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্কীত ন নিক্ষিদ্ধ্যত যাবতা ।

মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥

জ্ঞানবৈরাগ্যরোভক্তি প্রবেশায়োপযোগিতা ।

ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাস্তমুচিতং ভয়োঃ ॥

যদ্বভে চিন্তকাঠিন্য হেতুপ্রায়ঃ সত্যং মতে ।

সুকুমার স্বভাবেয়ং ভক্তি শুদ্ধেতুরীৱিতা ॥ ৬২ ॥

ভক্ত সকলের জ্ঞান বৈরাগ্যাদি প্রায় ।  
শ্রেয়স্কর নাহি হয় কহিনু তোমায় ॥  
জ্ঞান সাধ্য মুক্তি আর বৈরাগ্যাদি জ্ঞান ।  
ভক্তিতেই লাভ হয় কহিনু সন্ধান ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তস্মান্মুক্তি যুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ ।  
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥  
কিস্ত জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভট্টকব সিদ্ধতি ॥ ৬৩ ॥

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, দান, বৈরাগ্যাদি দ্বারে ।  
যেই যেই শ্রেয় লাভ শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥  
ভক্তি দ্বারে সেই সেই শ্রেয় লাভ হয় ।  
শ্রীমুখের আজ্ঞা এই কভু মিথ্যা নয় ॥  
স্বর্গ, অপবর্গ, কৃষ্ণ ধামামৃতময় ।  
ভক্তগন ইচ্ছা মাঞ্জে লভিতে পারয় ॥  
স্বর্গ, অপবর্গ সুখ ভক্তে নাহি চায় ।  
ভক্ত্যুপযোগিতা লাগি শ্রীরূপ জানায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যৎ কর্মভির্যুক্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।  
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ।  
সকলং মন্তুর্ভিযোগেন মন্তুস্তো লভতেহত্সা ।  
স্বর্গপবর্গং মজ্জাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

গোবিন্দ ভজনে আস্থা আছয়ে বাহার ।  
 বিষয়ে আসক্তি কভু নাহি রহে তার ॥  
 ভজন প্রভাবে ঐছে আসক্তি আপনি ।  
 বিলয় পাইয়া থাকে যেন গুণমণি ॥  
 অনাসক্ত হঞা নিত্য যথোক্ত বিধানে ।  
 বিষয় ভুঞ্জিয়া কৃষ্ণ লাগি মনে প্রাণে ॥  
 আগ্রহ জন্ময়ে যেই এ স্থলে তাহারে ।  
 সংযুক্ত বৈরাগ্য বলি শ্রীরূপ প্রচাবে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

কচিমুদ্রহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ ।  
 বিষয়েষু গবিস্টোহপি বাসঃ প্রায়ো বিদীয়তে ।  
 অনাসক্তস্য বিষয়ান্ বধ্যাহমুপযুক্ততঃ ।  
 নির্বিকল্প কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ৫ ৬৫ ॥

প্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণ প্রসাদাদি ভ্যাগে ।  
 অসার বৈরাগ্য কহে রূপ মহাভাগে ॥  
 অসার বৈরাগ্যে ফল বৈরাগ্য কহয় ।  
 সেই মহা অপরাধ জানিও নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম, ভক্ত প্রসাদ তাঁহার ।  
 অপ্রাকৃত রূপ এই কহিলাম সার ॥  
 অল্প পুণ্যবান যেই তাহার উহাতে ।  
 অবিশ্বাস হয় কহি তোমার সাক্ষাতে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

প্রাপঞ্চিক তরা বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তনঃ ।

মুমুকুতিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং কথ্যতে ॥

শ্রুতৌ চ । \*

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে ।

স্বল্পপুণ্যান্মহারাজ বিশ্বাস নৈব জায়তে ॥ ৬৬ ॥

নির্ম্মালা, নৈবেদ্য, শ্রীচরণামৃত আর ।

শ্রীমহাপ্রসাদ, ইণে নাহিক বিচার ॥

তথাহি মৎস্তশ্লোকৌ ।

পাদোদকঞ্চ নির্ম্মালাং নৈবেদ্যঞ্চ বিশেষতঃ ।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্তা গ্রাহ্যং বিষ্ণোঃ প্রবদন্তঃ ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণের প্রসাদ চাহে দেব পিতৃগণ ।

অতএব তাঁ' সবারে করিবে অর্পণ ॥

ব্রহ্মা আদি দেবগণ প্রসাদের তরে ।

নররূপে আসে কৃষ্ণ ভবন ভিতরে ॥

তথাহি উৎকল খণ্ডে ।

মহা পবিত্রং তি হরের্নিবেদিতং

নিষোজয়েদযঃ পিতৃদেবকর্ম্মসু\*

তৃপ্যন্তিতশ্চৈ পিতরঃ সুরাশচ

প্রয়াস্তি লোকং মধুসূদনস্ত ॥\*

নাতঃ পবং হি বসন্তি হব্য কবোষু ভো দ্বিজাঃ ।

নরাণাং রূপনাষ্টায় তদন্নস্তি দিবৌকসঃ ॥ ৬৮ ॥

কপিল, নারদাঙ্কুশ, বলি, বিভীষণ ।  
 প্রহ্লাদাশ্বরীষ, বসু, পবন-নন্দন ॥  
 বিশ্বক্সেন, শিবোদ্ধব, সনকাঙ্কুর ।  
 শুকাদি বৈষ্ণব যন্ত মহাজন শূর ॥  
 হরির প্রসাদে পূজা করিবে সবারে ।  
 বৈষ্ণব কর্তব্য নিত্য কহিনু তোমায়ে ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

বলিস্বিভীষণো ভীষ্মঃ কপিলো নারদোঙ্কুশনঃ ।  
 প্রহ্লাদচাশ্বরীষশ্চ বসুর্কায়ুষ্মতঃ শিবঃ ।  
 বিশ্বক্সেনোদ্ধবাকুরাঃ সনকাঙ্কুরাঃ শুকাদয়ঃ ।  
 শ্রীকৃষ্ণশ্চ প্রসাদোয়ং সর্ক্সে গুরুতু বৈষ্ণবাঃ ॥ ৬৯ ॥

বৈষ্ণব সকলে কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট করি দান ।  
 শেষেতে আপনি থাকে বিধি সপ্রমাণ ॥  
 গৃহস্থ, ভিক্ষুক, বাণপ্রস্থ, ব্রহ্মচারি ।  
 বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষ্যে শাস্ত্রেতে নেহারি ॥  
 তাহাতে বিচার নাহি কহিনু তোমায়ে ।  
 স-পুত্র নারদে ব্রহ্মা ইহাই শিখায় ॥  
 দিগ্ভক্তি পরায়ণ বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ।  
 অন্ম দেব নৈবেদ্যাদি না করে গ্রহণ ॥  
 অন্ম দেব নৈবেদ্যাদি করিলে সেবন ॥  
 চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত হয় প্রয়োজন ॥

তথাহি স্বান্দে ।

ব্রহ্মচারি গৃহস্থৈব বাণপ্রস্থৈব ভিক্ষুভিঃ ।

ভোক্তব্যং বিষ্ণুনৈবেদ্যং নাত্রকার্য্য বিচারণা ।

ভুক্ত্যনাদেবনৈবেদ্যং দ্বিজশাস্ত্রায়ণকরেৎ ।

ভুক্ত্য কেশবনৈবেদ্যং যজ্ঞকোটি ফলং লভেৎ ॥ ৭০ ॥

দেবগণ, সিদ্ধগণ আর ঋষিগণ ।

কৃষ্ণের প্রসাদে কহে পরম পাবন ॥

বিশেষতর দেবতার নৈবেদ্য ভোজনে ।

চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করেন কীর্ত্তনে ॥

তথাহি আহ্নিকতত্ত্বতত্ত্বান্দবচনং ।

পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং ।

অন্যদেবন্ত নৈবেদ্যং ভুক্ত্য চান্দ্রায়ণকরেৎ ॥ ৭১ ॥

একান্ত ভক্তের পক্ষে শাস্ত্র আছে কয় ।

অগ্রস্থে ভূষণ এই বিচার করয় ॥

এই কথা নিজ গ্রন্থে শ্রীরঘুনন্দন ।

উদ্ধৃত করিয়া সবে করে বিজ্ঞাপন ॥

স্মৃতির ভূষণ যৈছে পণ্ডিত ভূষণ ।

তাহা জানিলেন স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দন ॥

তেত্রিঃ ভূষণের ভূষা একান্ত বচন ।

উদ্ধৃত করিয়া সবে করান দর্শন ॥

শ্রীবিষ্ণু দীক্ষিত বিষ্ণুপরায়ণ আর ।

বিষ্ণু ব্রতকারী, বিষ্ণু পিতাখিলাচার ॥



সেই ত বৈষ্ণব তাঁর পক্ষে ঐছে কথা ।

একান্ত শব্দের তবে কিবা সার্থকতা ॥

যার যেই ইচ্ছা তার সেই মিষ্ট হয় ।

যারে অস্ত জন গণে “গৌড়ামি” বলয় ॥

যেই ত “গৌড়ামি” সেই একান্ত নিশ্চয় ।

অন্তর্বাথে একভাব যতপি থাকয় ॥

বাথেতে তিলক মালা মস্তকমুগুন ।

মুখে হরি হরি সঙ্গ করে সংকীৰ্ত্তন ॥

অন্তরেতে কাম আদি মিথ্যাপূর্ণ যার ।

তার পক্ষে ঐছে বাক্য নহে সারোদ্ধার ।

যজ্ঞপ যবনধর্মী বিপ্র চুরাচারে ।

বিশ্বের সম্মান আদি পাইতে না পারে ॥

যজ্ঞপ কপটাচারী মর্কট বৈষ্ণবে ।

বৈষ্ণব বলিয়া গ্রাহ্য কভু নাহি হবে ॥

মর্কট কপটে যদি লোক ডুলাইতে ।

অবজ্ঞা করয়ে অন্য দেবোচ্ছিষ্টাদিতে ॥

তাহার পতন তাতে হইবে নিশ্চয় ।

বিস্ত্রজন বিচারিয়া ইহাই স্থাপয় ॥

নিরীশ্বর সাংখ্য কহে না মান ঐশ্বর ।

কিন্তু মানিবেক বেদ শাস্ত্র নিরন্তর ॥

নতুবা সংসার সুখ হইবে বিনাশ ।

ভবিনাশে আত্মহুঃখ জানিহ নির্মাস ॥

সংসার বন্ধের বেদ প্রধান কারণ ।  
 তেত্রিঃ বেদ মানে অনীশ্বর বাদীগণ ॥  
 তদ্রূপ গোবিন্দ ভক্তিহীন ধূর্তজন ।  
 বৈষ্ণব জগতে মান লবার কারণ ॥  
 বৈষ্ণবের বেশ ধরি বৈষ্ণব জগতে ।  
 বকাদির ভাবে ভ্রমে নানাবিধ মতে ॥  
 তেঁহ যদি অন্য দেব নৈবেদ্য না খায় ।  
 সেই পাপে পরে নানা মত দুঃখ পায় ॥  
 বৈষ্ণব বিদ্বেষ ভাবে অন্য দেবতার ।  
 নৈবেদ্য প্রভৃতি নাহি করে পরিহার ॥  
 পূর্ণ সত্ত্ব গুণাভাব অন্য দেব হয় ।  
 পূর্ণ সত্ত্বময় বিষ্ণু শাস্ত্রে এই কয় ॥  
 এই হেতু সত্ত্ব তনু বিষ্ণুভক্ত গণ ।  
 বিষ্ণুর নৈবেদ্য বিনা না করে গ্রহণ ॥  
 ইহাতে তাঁদের ঘ্বেষ প্রকাশ না হয় ।  
 না বুঝিয়া বিজ্ঞেতরে বিদ্বেষ ভাবয় ॥  
 অভেদ-বুদ্ধিতে কার্ণক সর্ব দেবতারে ।  
 সম্মানংপ্রণতি করে যথা অমুসারে ॥  
 ভেদজ্ঞানে অন্যদেব পূজা হয় যথা ।  
 বৈষ্ণবে প্রসাদ নাহি গ্রাহ্য করে তথা ॥  
 অভেদ-বুদ্ধিতে কৃষ্ণ উচ্ছিষ্টের দ্বারে ।  
 যথা বুদ্ধিমান পূজে অন্য দেবতারে ॥

তথাহি শ্রীশ্রীধরস্বাম্যাদিধৃতবচনং ।

বিষ্ণোনিবেদিতান্নেন ষষ্ঠ্যং দেবতাস্তরং ।

পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্বৈয়ং তদনস্তায় কল্যাতে ॥ ৭২ ॥

শ্রাদ্ধতবে কহে স্মার্ত শ্রীরঘুনন্দন ।

শ্রাদ্ধাগ্রাংশ কৃষ্ণে কিছু করিবে অর্পণ ॥

স্মার্তের হৃদগত ভাব ইথে বোধ হয় ।

কৃষ্ণ সর্বমূল স্মার্ত স্বীকার করয় ॥

নতুবা শ্রাদ্ধের অগ্রভাগ নারায়ণে ।

দিতে অগ্নুমতি কেন করিবে যতনে ॥

আবার শ্রাদ্ধাদি অন্তে তৎফল নিচয় ।

কৃষ্ণে সমর্পণ করি হরি হরি কয় ॥

এই সব বাক্য দ্বারে স্পর্শ জানা যায় ।

কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে অন্য দেব পূজনাভিপ্রায় ॥

রঘুনন্দনের হৃদে ছিল বিলক্ষণ ।

বহিমুখ ভয়ে তাহা করিল গোপন ॥

কিস্বা তিঁহ দেশ-কাল-পাত্র বিচারিয়া ।

রাখিলা হৃদয়-ভাব হৃদে লুকাইয়া ॥

তথাপি হৃদগত ভাব সম্পূর্ণ রূপেতে ।

লুকাতে নারিলা স্মার্ত কৃষ্ণেচ্ছা ক্রমেতে ॥

যৈছে শ্রীশঙ্কর স্বামি কৃষ্ণের আজ্ঞায় ।

কৃষ্ণকে লুকাতে যাএগা ছলে কৃষ্ণ গায় ॥

তৈছে স্মার্ত দেশ আদি করিয়া বিচার ।  
 স্বরূপ লুকাতে যাঞা ইচ্ছায় তাহার ॥  
 কোশলে স্বরূপ কিছু করিলা প্রকাশ ।  
 বাহাতে বিজ্ঞের হয় হৃদয় উল্লাস ॥  
 শ্রীক্ষেত্র পদ্ধতি এন্তে স্মান্ত মহাশয় ।  
 কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে পিতৃ-দেবার্চন স্পর্শ কয় ॥  
 শ্রীবিষ্ণু দীক্ষিত বিষ্ণুব্রতপরায়ণ ।  
 বিষ্ণু পিতাখিলাচার বৈষ্ণব লক্ষণ ॥  
 লব নিমিষাঙ্গ কৃষ্ণপদ হৈতে যার ।  
 মন নাহি সরে যেই বৈষ্ণবাগ্রাধার ॥  
 সেই ত বৈষ্ণব বিষ্ণু প্রসাদ ব্যতীত ।  
 অন্য দেবোচ্ছিষ্ট নাহি খায় কদাচিত ॥  
 কৃষ্ণ শঙ্খোদক তীর্থবর শ্রেষ্ঠ হয় ।  
 পাদোদক তীর্থগণোত্তম সুনিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণের প্রসাদ কোটি যজ্ঞের সমান ।  
 নিৰ্ম্মাণ্যাবশেষ ব্রত-দানতুল্য গান ॥  
 হেন পাদোদক আদি যে করে সেবন ।  
 তীর্থ-যজ্ঞাদির ফল পায় সেই জন ॥

তথাহি স্বান্দে ।

পরমাপদমাগ্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে ।

নৈকাদশীং ত্যজেন্দ্রিয়ং যন্ত দীক্ষান্তি বৈষ্ণবী ।

সমাশ্রা সর্কজীবেষু নিজাচারাদবিপ্লুতঃ ।

বিক্ষুপিতাখিলাচারঃ স হি বৈষ্ণব উচ্যতে ॥

একাদশে ।

ত্রিভুবন বিভব হেতবেহপ্যকুষ্ঠ

স্মৃতিরজিতাশ্রয়াদিভিক্ষ্মৃগ্যাং !

ন চলতি ভগবৎ পদারবিন্দা-

লবল্লিমিষাঙ্কমপি বৈষ্ণবাগ্রাঃ ॥

স্কান্দে চ ।

শাখোদকং তীর্থবরাহরিষ্ঠং

পাদোদকং তীর্থগণাদরিষ্ঠং ।

নৈবেদ্যশেষং ক্রতুকোটি পুণ্যং

নির্ম্মাণ্যশেষং ঐতদানতুলাং ॥

নৈবেদ্যশেষং তুলসীবিমিশ্রং

বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তং ।

যোহপ্নোতি নিত্যং পুরতো মুরারে:

প্রাপ্নোতি যজ্ঞযুক্তকোটি পুণ্যং ॥ ৭৩ ॥

হরি সদারাধ্য, সর্বদেবেশ্বরেশ্বর ।

ব্রহ্ম-রুদ্র আদি দেব তদীয় কিঙ্কর ॥

অতএব ব্রহ্ম-রুদ্র আদি দেবতারে ।

বৈষ্ণবে অবজ্ঞা নাহি পারে করিবারে ॥

তথাহি পান্নে ।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়া কদাচন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তনে বাপ ! নাহি কার রোষ ।  
 ব্রহ্মমূলে জল দিলে পত্রের সন্তোষ ॥  
 “তরোমূল নিষেচনেনেত্যাদি” প্রমাণ ।  
 “তস্মিন্তুষ্ণে জগন্তুষ্ণে” পুনঃ শাস্ত্রে গান ॥  
 “সবদেবনয়ো হরিঃ” শাস্ত্রে এই কয় ।  
 হরি ভিন্ন কোন দেব পূজাদি না হয় ॥  
 এহেতু বৈষ্ণব গণ সদা সর্ব ঠাই ।  
 হরির ব্রহ্মত্ব দৃষ্টি করেন সদাই ॥  
 হরিতে উৎপন্ন রতি বৈষ্ণব সকল ।  
 সর্বত্র তাঁহার স্ফুর্তি করেন কেবল ॥  
 অতএব বৈষ্ণবের নিন্দার বিষয় ।  
 হরির সংসারে কেহ দৃষ্ট নাহি হয় ॥  
 অস্ত্রজনে বৈষ্ণবতা দেখাবার তরে ।  
 দুর্গা, কালী নাম আদি মুখে নাহি করে ॥  
 দুর্গা স্থলে দশভূজা নাম উচ্চারয় ।  
 কালী স্থলে গোলজিহ্বা কণ্ঠাটী বলয় ॥  
 বিজ্ঞপত্র স্থলে কহে ত্রিশিরা পল্লব ।  
 শিব স্থলে বলে দশভূজার বল্লভ ॥  
 অস্ত্র বৈষ্ণবের এই দেখি ব্যবহার ।  
 অস্ত্রজনে মনে মনে করয়ে বিচার ॥  
 বৈষ্ণব-শাস্ত্রেতে বুঝি আছে ব্যবহার ।  
 করিবারে শাস্ত্রাচার্য্য কল্লিলা প্রচার ॥

বিদ্বেষ বুদ্ধিতে দুর্গা প্রভৃতিব নাম ।  
 পরিত্যাগ করে যেই সেই ত অজ্ঞান ॥  
 বৈষ্ণব তাহারে নাহি কহে বিজ্ঞ গণে ।  
 সাবধান লাগি এই করিছু কীৰ্ত্তনে ॥  
 তবে যে শরণাপত্তি লক্ষণে কহয় ।  
 বৈষ্ণব কৃষ্ণকে ছাড়ি অন্যে না ভজয় ॥  
 একান্ত শরণাগত বৈষ্ণব যে জন ।  
 তাহার লক্ষণ এই শাস্ত্রে নিরূপণ ॥  
 কৃষ্ণে পরিত্যাগ কবি অন্যের অর্চন ।  
 নমস্কাব, স্তব, স্পৃহা, গান, নিবীক্ষণ ॥  
 নিকটে গমন আর মূর্ত্তাদি স্মরণ ।  
 একান্ত শরণাগত না কবে বখন ॥

তথাহি স্থান্দে ।

গোবিন্দং পবমানন্দং মুকুন্দং মধুসুন্দরং ।  
 ত্যক্তুনাং বৈ ন জানামি ন ভজামি স্মরামি ন ।  
 ন নমামি ন চ স্তোমি ন পশ্যামি স্বেচ্ছকৃষা ।  
 ন স্পৃহামি ন গাষামি ন বা যামি হরিং বিনা ॥ ৭৫ ॥

শরণাগতের ছয় প্রকার লক্ষণ ।  
 কেহ কেহ স্ব-সন্দর্ভে করেন কীৰ্ত্তন ॥  
 কৃষ্ণ ভজনের অনুকূলতা নিয়ম ।

ভজন বিষয়ে প্রতিকূলতা বর্জন ॥

কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বিশ্বাস করণ ।  
 কৃষ্ণকে স্বপাতি রূপে প্রার্থন বরণ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দে আত্ম সমর্পণ ।  
 কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে এই নিবেদন ॥  
 শরণাগতের এই ষড়্ বিধ লক্ষণ ।  
 নিজ গ্রন্থে প্রভু ভট্ট করিলা বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে ।

আত্মকূল্যস্ত সঙ্কল্প প্রাতিকূল্যস্য বর্জনং ।  
 রক্ষিত্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্ববরণং তথা ।  
 আত্মনিষ্কোপকার্পণ্যে ষড়্ বিধা শরণাগতিঃ ॥ ৭৬ ॥

একান্তশরণাগত লক্ষণ ভিতরে ।  
 অন্যদেব অবজ্ঞাদি না হয় গোচরে ॥  
 একান্ত শরণাগত ভক্ত যেইজন ।  
 শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সর্বরক্ষণ ॥  
 সর্বস্থানে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভাবাদি হেরয়ে ।  
 এই কথা শ্রীকৃপাদি কীর্তন করয়ে ॥  
 শরণাগতের অন্য দেব চিন্তাদিতে ।  
 অবসর নাহি লব নিমিষাঙ্গ মিতে ॥  
 এছে কাল যদি অন্য চিন্তাদি করয় ।  
 শরণাপত্তিহ তাতে ব্যভিচার হয় ॥  
 একান্ত শরণাগত ভক্ত ব্যবহার ।  
 বিজ্ঞের নহেক বেদ্য তাহে মুঞি ছার ॥



বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজে না বুঝয় ।  
 পরম্পরা এই বাক্য প্রসিদ্ধ আছয় ॥  
 চতুষ্টয় ভক্তি অঙ্গ মধ্যে যাহা যাহা ।  
 বিশেষ জ্ঞাতব্য বাখানিষু তাহা তাহা ॥  
 এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ ।  
 একনিষ্ঠ হৈলে উঠে প্রেমের তরঙ্গ ॥  
 পরীক্ষিত শ্রবণাঙ্গে কৃষ্ণ লাভ করে ।  
 শ্রীশুক কীর্তন অঙ্গে বুঝহ অন্তরে ॥  
 তদজি ভজনে লক্ষ্মী, শ্রীপৃথু পূজনে ।  
 অক্রুর বন্দনে আর প্রহ্লাদ স্মরণে ॥  
 সখ্যোতে অর্জুন, দাশ্যে পবন-নন্দন ।  
 সর্বস্বার্থার্থপণে বলি করিষু কীর্তন ॥  
 এক এক অঙ্গ সাধি এই সব জন ।  
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিলেন কহে বিজ্ঞগণ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতশ্রবণৈষ্ণাসকিঃ কীর্তনে  
 প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদজি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে ।  
 অক্রুরস্ততিবন্দনে কপিপতিদাশ্যে হৃথসখ্যোহর্জুনঃ  
 সর্বস্বার্থ নিবেদনে বলিরভুঃ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥ ৭৭ ॥

“শ্রবণমিত্যাদি” এই নবধা ভক্তির ।

এছে নব ভক্ত শাস্ত্রে করিলেন স্থির ॥

“আত্মা বা” ইত্যাদি শ্রুতি নববিধা ভক্তি ।

প্রকাশ করিয়া কন যতদূর শক্তি ॥

শ্রেষ্ঠধর্ম কৃষ্ণভক্তি বেদসিদ্ধ হয় ।

অজ্ঞজন নাহি জানে বিজ্ঞেতে জানয় ॥

“ধর্মমন্ত্তিকুৎ” একাদশে ভগবান ।

স্বভূতা উদ্ধব স্থানে করেন প্রমাণ ॥

বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি সিদ্ধ ভক্তি ধর্ম ।

যাব আচরণে সর্বলোক লাভে শর্ম ।

এ হেন ভক্তির এক অঙ্গ কেহ সাধে ।

কেহ বা অনেক অঙ্গ সাধয়ে অবাধে ।

যাব যেই ভাব তার সেই শ্রেষ্ঠ হয় ।

ভাবনিষ্ঠ হঞা ভজে ভক্ত সমুদয় ॥

নিষ্ঠাবিনা প্রেম লাভ নাহি কদাচন ।

শাস্ত্র-বিদ্ব দ্বারে ইহা করি নু শ্রবণ ॥

কভু কর্মা কভু যোগী কখন বা ভক্ত ।

কভু আমি সেই জ্ঞানে হয় অনুরক্ত ॥

অন্যতা বিনা কিছু সিদ্ধি নাহি হয় ।

বেদ বিধি-বিজ্ঞে এই করিলা নিশ্চয় ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

কচিৎকর্মা কচিন্মোগী কচিৎকুরহং কচিৎ ।

অনন্যভাবহীনশ্চ সর্বং ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ৭৮ ॥

যাহে যার অনন্যতা তার সিদ্ধি তায় ।  
 সরব সম্মত বাক্য কহিনু তোমায় ॥  
 অনন্য হইয়া গুরু, কৃষ্ণে ভজে যেই ।  
 নিম্নল শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করে সেই ॥  
 একান্ত সাধনে আর বহুত সাধনে ।  
 নিষ্ঠায় সমান ফল করিনু বর্ণনে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণে ।  
 বাক্যাবলী শ্রীকৃষ্ণের গুণানুকীর্ণনে ॥  
 করযুগার্পণ হরিমন্দির মার্জনে ।  
 শ্রবণ যুগলার্পণ তদ্বার্তা শ্রবণে ॥  
 চক্ষুদ্বয়ে শ্রীহরির প্রাতিমা দর্শনে ।  
 স্নীয়ন্ত অর্পণ কৃষ্ণভক্তান্ত স্পর্শনে ॥  
 তদঙ্গি সুরোজ গন্ধে প্রাণেন্দ্রিয়ার্পণে ।  
 জিহ্বাকে তৎপদার্পিত তুলস্বাস্বাদনে ॥  
 নিজ পদার্পণ কৃষ্ণ-ধামাদি গমনে ।  
 স-মস্তক সমর্পণ তদঙ্গি বন্দনে ॥  
 সমস্ত বিষয় কাম করিয়া বর্জন ।  
 মহারাজ অম্বরীষ সদা সর্ববক্ষণ ॥  
 কৃষ্ণদাস্ত কার্যে করিতেন অবস্থান ।  
 অধিকন্তু ভক্তাশ্রয় লাভ অনুষ্ঠান ॥  
 সর্ববাক্তীন রূপে করিতেন সর্ববক্ষণ ।  
 বহুত সাধন এই করিনু কীর্তন ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

স বৈ মনঃকৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-

র্কচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে ।

করৌ হরের্মন্দির মার্জ্জনাদযু

শ্রুতিক্কাংরাচ্যুত সৎ কণ্ঠোদয়ে ॥

মুকুন্দ লিঙ্গালয় দর্শনে দৃশৌ

তদ্ভূত্যাগাত্রস্পর্শেহঙ্গ সঙ্গমং ।

ঘাগঞ্চ তৎপাদ সরোজসৌরভে

শ্রীমন্তুলস্তা রসনাং তদর্পিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র পদানুসর্পণে

শিরৌ হৃষীকেশ পদাভি বন্দনে ।

কামঞ্চ দাস্তে নতু কাম কাম্যয়া

বথোত্তমশ্লোক জনাশ্রয়া রতিঃ ॥ ৭৯ ॥

বৈধী ভক্তি প্রকরণ করিনু বর্ণন ।

রাগানুগা ভক্তি এবে করহ শ্রবণ ॥

অভিব্যক্তরূপে ব্রজবাসি জনাদিতে ।

যেই ভক্তি বিরাজয়ে ভাবের সহিতে ॥

রাগাত্মিকা ভক্তি হয় আখ্যান তাহার ।

হরিপ্রিয়া যেই ভক্তি, কহিলাম সার ॥

সেই ভক্তি অনুগতা ভক্তি যেই হয় ।

রাগানুগা ভক্তি সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

হেন রাগানুগা ভক্তি বিবেক কারণ ।

অগ্রে রাগাত্মিকা ভক্তি করিব বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসি জনাদিশু ।

রাগাঙ্গিকামনুস্থতা বা সা রাগানুগোচ্যতে ।

রাগানুগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাঙ্গিকোচ্যতে ॥ ৮০ ॥

নিজাভিলষিত ইষ্ট বস্তুর উপর ।

স্বতঃসিদ্ধাবেশা নিষ্ঠা যেই নিরন্তর ॥

রাগাখ্যান হয় তার জানিহ নিশ্চয় ।

সেই রাগময়ী ভক্তি যাহারে করয় ॥

তার নাম রাগাঙ্গিকা ভক্তি ভক্তে ভণে ।

সেই ভক্তি দুই রূপ করহ অবণে ।

স্ব-কাম স্বরূপা আর সম্বন্ধ স্বরূপা ।

ব্রজবাসি গোপী, গোপ, বৃষ্ণি অনুরূপা ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ইষ্টে স্বাভাবিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ।

তন্ময়ী বা ভবেদ্বক্তিঃ সাত্ত্ব রাগাঙ্গিকোদিতা ।

সা কামরূপা সম্বন্ধ রূপাচেতি ভবেদ্বিদা ॥ ৮১ ॥

নিজাভিলষিত ইষ্টবস্তু কৃষ্ণ হয় ।

তার প্রতি স্বাভাবিকী যেই রাগোদয় ॥

সেই রাগানুগা ভক্তি তদনুসারিকা ।

বাক্ত রাগময়ী আত্মা তাতে রাগাঙ্গিকা ॥

এই মত অর্থ করে রসবল্লী কার ।

তোমা বুঝাইতে তাহা করি অনুপ্রচার ॥

স্বকাম স্বরূপা আর সম্বন্ধ স্বরূপা ।  
 রাগাঙ্গিকা ভক্তি গোপী গোপ অনুরূপা ॥  
 তদনুসারিকা অর্থে এই মত কয় ।  
 প্রমাণ আছেয়ে ইথে শুক মহাশয় ॥  
 কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ, ভক্তি, হেতু আর ।  
 ক্রোধে চিত্তাবিষ্ট করি চৈদ্যাদি অসার ॥  
 দ্বেষ-ভয় নিবন্ধন পাপ পরিহারি ।  
 যথাযোগ্য স্ব-স্ব গতি পায় দৃষ্ট করি ॥  
 কামে গোপীগণ, ভয়ে কংস অধিপতি ।  
 দ্বেষে শিশুপাল আদি যতেক নৃপতি ॥  
 সম্বন্ধে যাদবগণ, কুন্ত্যাদি স্নেহেতে ।  
 ভক্তিতে নারদ আদি বৈষ্ণব সবেতে ॥  
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিলেন শুনি পুরাণেতে ।  
 প্রমাণ कहিয়ে এবে তোমার কাছেতে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

কামাদ্বেষাদ্ভয়াং স্নেহাদবথা ভক্ত্যেধ্বরে মনঃ ।  
 আবেশ্ত তদবং হিত্বা বহুবস্তদগতিং গতাঃ ॥  
 কামাদগোপ্যো ভয়াং কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ।  
 সম্বন্ধাদ্ভয়ঃ স্নেহাদ্ভয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥ ৮২ ॥

ভয়, দ্বেষ, ভক্তি করে প্রেমাপহরণ ।  
 কংস, চৈদ্য আদি রাজা তার নিদর্শন ॥

মুক্তি ইচ্ছা যার ভয়-দ্বेष ভক্তি তার ।  
 শাস্ত্র, বিজ্ঞে এই কথা কহে বার বার ॥  
 আপনার রাগ রাগ বিশেষের নাম ।  
 স্ব-কাম কামার্থ কহে কহিনু সন্ধান ॥  
 স্ব-কাম স্বরূপা আর কামরূপা যেই ।  
 উভয়ের এক অর্থ বুঝিবেক এই ॥  
 সম্বন্ধ হেতুক যেই কৃষ্ণে রাগোদয় ।  
 সম্বন্ধ স্বরূপা যেই প্রভু জীব কয় ॥  
 সম্বন্ধ হেতুক স্নেহে যাদব-পাণ্ডবে ।  
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি করিলেন কন বিজ্ঞ সবে ॥  
 ভাগবত টাকা মুক্তাফল গ্রন্থ যেই ।  
 তাহাতে গোসাঞি বোপদেব কন এই ॥  
 মুক্তা না চিনিয়া যত অজহরী কয় ।  
 এ মুক্তা বাহার নেই মুক্তাকর হয় ॥  
 অজ্ঞ বণিকের চক্ষে খুঁটা হয় সার ।  
 কভু খুঁটা সার হয় এই ত প্রচার ॥  
 মুক্তা স্বামিকের মুক্তানিধি যেই কহে ।  
 সেই অজহরী এই বাক্য মিথ্যা নহে ॥  
 কৃষ্ণে চিত্ত আবেশের কভু অঙ্গ হয় ।  
 তথাপিহ কেন কাম সম্বন্ধ বলয় ॥  
 তাহার কারণ কহি করহ শ্রবণ !  
 আশুকল্যাণে হেতু ভয়-দ্বেষগণ ॥

বর্জ্যনীয় হইয়াছে জানিহ নিশ্চয় ।  
 আর যদি স্নেহ শব্দ সখ্য বাচী হয় ॥  
 তবে বৈধী ভক্তি মধ্যে উল্লেখ তাহার ।  
 হইয়াছে, এথা নাহি প্রয়োজন তার ॥  
 রাগানুগভক্তি মধ্যে তার প্রয়োজন :  
 কদাপি হইতে নারে করিছু কীর্তন ॥  
 কিম্বা যদি স্নেহ শব্দ প্রেমবাচী হয় ।  
 সাধনভক্তিতে তবে তাহার নিশ্চয় ॥  
 কোন প্রয়োজন নাহি হয় দরশন ।  
 স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি এই করেন বর্ণন ॥  
 ভক্তিতে লভিছু কৃষ্ণ আমরা সকলে !  
 রাজা যুধিষ্ঠিরে এই শ্রীনারদ বলে ॥  
 এথা ভক্তি শব্দে বৈধীভক্তি এই জানি ।  
 কামাদি হইতে ভক্তি ভিন্ন রূপ মানি ॥  
 অতএব রাগানুগা ভক্তি উহা নয় ।  
 স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি ইহা করেন নির্ণয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চো ।

আনুকূল্য বিপর্যাস্যাষ্টীতিদ্বেষৌ পরাহতৌ ।

স্নেহস্য সখ্য বাচিস্বাদৈবী ভক্ত্যনুবর্তিতা ।

কিম্বা প্রেমাভিধায়িত্বান্নোপযোগোহত্র সাধনে ।

অজ্ঞানরসমিচ্ছিত্তি নাজ্ঞাঃ বৈধীভক্তি কদীৰ্বিতা ॥ ৮৩ ॥



রশ্মি আর সূর্য্যরূপ ব্রহ্ম কৃষ্ণ আর ।  
 ঐক্যতা কারণ আর ভক্ত সবাকার ॥  
 যেই গতি তাহা একরূপ প্রায় ভাসে ।  
 তথাপি বিভিন্ন রূপ শ্রীরূপ প্রকাশে ॥  
 নির্বিবশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্তি শত্রু সবাকার ।  
 ভক্তের ভগবদ্ভাভ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 কিরণ স্থানীয় ব্রহ্ম বহিষ্ঠা হয় ।  
 শ্রীসূর্য্য স্থানীয় কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদন্ত কোটি  
 কোটিলশেষ বস্তুধাদি বিভূতি ভিন্নং ।  
 তদ্ব্রহ্ম নিঃকলমনন্তনশেষভূতং  
 গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৮৪ ॥  
 ব্রহ্মের আশ্রয় কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং” গীতায় বর্ণন ॥  
 নির্বিবশেষ ব্রহ্মে প্রায় কৃষ্ণ রিপু গণ ।  
 লীন হএগা রহে এই ব্যাসের লিখন ॥  
 তার মধ্যে কেহ কেহ সারূপ্য আভাস ।  
 লাভ করি সেই সুখে সর্ব্বদা উল্লাস ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্দৌ ।

যদরীণাং প্রিয়াণাঞ্চ প্রাপ্যমেকমিবোদিতং ।  
 তদ্ব্রহ্ম কৃষ্ণয়োঠৈক্যং কিরণাকৌপমাযুযোঃ ।

ব্রহ্মণ্যেব লয়ং বাস্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ ।

কেচিৎ প্রাপ্যাপি সাক্ষ্যভাসং মজ্জস্তি তৎসুখে ॥ ৮৫ ॥

সিদ্ধ আর কৃষ্ণ হস্ত হত দৈত্যগণ ।

ব্রহ্মসুখে মগ্ন হঞা সদা সর্বক্ষণ ॥

যেই সিদ্ধলোকে সবে আছে অধিষ্ঠিত ।

সেই সিদ্ধ লোক মায়া হইতে অর্ভাভ ॥

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ।

সিদ্ধলোকস্ততমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।

সদা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥ ৮৬ ॥

শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্তগণ ।

বাক্যার্ভাভ কোন অনুরূপে অনুক্ষণ ॥

ভজন করিয়া তাঁরে তৎপ্রেম স্বরূপ ।

তদঙ্গিষু সরোজ সুধাস্রাদে অনুরূপ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

বাগবন্ধেন কেনাপি তং তজস্তু ব্রজস্বামী ।

অংঘ্রিপদ্য সুধাঃ প্রেমরূপান্তস্য প্রিয়াজনাঃ ॥ ৮৭ ॥

প্রাণ আদি পঞ্চবায়ু, মনেন্দ্রিয়গণে ।

সংযত করিয়া দৃঢ়রূপে যেই জনে ॥

হৃদয়ে করেন ব্রহ্ম তত্ত্ব উপাসন ।

স্মরণে আবিলি চিহ্ন হঞা অরিগণ ॥

সেই তত্ত্ব লাভ করে শ্যামল বরণ ! ॥

তাহে তুয়া সু-ললিত বাহু সুশোভন ॥

তাহাতে আসক্ত চিত্ত হঞা গোপীগণে ।  
 তদজি কুমল সুধা করে আস্বাদনে ॥  
 তৎপ্রেম মাধুর্য্য ভোগ করিলেন তাঁরা ।  
 ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! সেই ব্রজগোপীকারা ॥  
 নোরা সবে গোপী হঞা গোপীর সমান ।  
 তদজি পঙ্কজ সুধা করিবারে পান ॥  
 সর্বদা বাসনা করি শ্যামল বরণ ! ।  
 নোদের ভাগ্যে কি তাহা ঘটিবে কখন ॥

তথাহি শ্রীশ্রুতিস্বতো ।

নিভৃত মৰুৎমনোক্ষ দৃঢ়যোগমজ্ঞে  
 হৃদি বানুনয় উপাসতে তদয়তাহপি বসুঃ স্রবণাং ।  
 স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুঙন ও বিবক্ত ধিমো  
 বসমপি তে সমাঃ সনদ্রশোঃ স্ত্যু সর্বোজস্বধাঃ ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণের কৃপায় কালে সেই শ্রুতিগণ ।  
 গোপীরূপে জন্ম লভে বামনে বর্গন ॥  
 বৃহদ্বামনেতে এই স্পর্শ করি কয় ।  
 শ্রুতিগণ গোপীরূপে ব্রজে জন্ম লয় ॥  
 এবে শুন কামরূপা ভক্তির লক্ষণ ।  
 স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি যাহা করেন বর্গন ॥  
 নিজাভীষ্ট বিষয়ক রাগাত্মক প্রেম ।  
 কাম শব্দে অভিহিত যেন শুদ্ধ হেম ॥

সন্তোগ তৃষ্ণাকে যেই ভক্তি অবিরত ।  
 প্রেমময় রূপে বাপ ! করে পরিণত ॥  
 তাহার আখ্যান কামরূপা ভক্তি হয় ;  
 এছে ভক্তি শুদ্ধমাত কৃষ্ণ-সুখময় ॥  
 কৃষ্ণ-সুখ বিনোদ্যম না হেরি উহাব ।  
 কারিকা করিয়া রূপ করেন প্রচার ।

তথাহি শ্রীভক্তিবসামৃতসিঞ্চো ।

মা কামরূপা সন্তোগ তৃষ্ণাং বা নয়তি স্বতাং ।  
 বদস্যাং কৃষ্ণ সৌখ্যার্থমেব কেবল মুদ্যমঃ । ৮৩ ॥

এছে সুপ্রসিদ্ধ কামরূপাভক্তি সার ।  
 কেবল গোপীর হৃদে সর্বদা বিস্তার ।  
 এছে যুক্ত প্রেম যাহা গোপীব দেখিষে ।  
 সেই প্রেম কোন চিত্র মাপুরী পাইয়ে ॥  
 সেই সেই বিলাসের হেতু হয় জানি ।  
 তেত্রিঃ এছে প্রেমে কাম বলিয়া বাখানি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ঐযন্ত বজ্রদেবীষু সুপ্রাসক্তা বিবাজতে ।  
 দ্বাসাং প্রেম বিশেষোহয়ং প্রাপ্তঃ কামগিমাধুবীং ।  
 ৩৬২ ক্রীড়া নিদানস্বাং কাম ইত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ॥ ৯০ ॥

অধনী, অমানী জন ধন-মান তরে ।  
 যথা চিন্তে সর্ববক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে ॥

তৈছে প্রেম-লিপ্সু জন প্রেমের কারণ ।  
 ব্যাকুল অন্তরে চিন্তে সদা সর্বক্ষণ ॥  
 গোপীকার যেই প্রেম সেই কাম হয় ।  
 এই হেতু উদ্ধবাদি ভক্ত সমুদয় ॥  
 গোপীকার এঁছে প্রেম করেন প্রার্থন ।  
 তত্ত্ব, ভাগবতাদির এই ত লিখন ॥

তথাহি তত্ত্বে ।

প্রেমৈব গোপরানামাং কাম ইত্যগমং প্রথাং ।  
 ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ ৯১ ॥

রাস ছাড়ি কৃষ্ণ যবে করে অন্তর্ধান ।  
 তখন চুঃখেতে গোপী করে এই গান ॥  
 তুয়া মৃদুপদ মোরা কঠিন হৃদয়ে ।  
 ধারে ধারে রক্ষা করি অতি ভয়ে ভয়ে ॥  
 সেই মৃদু পদ এবে অরণ্য ভিতরে ।  
 কেননে ভ্রমিছে শিলাতৃণাস্কুরোপরে ॥  
 তাই ভাবি মোরা সবে হতেছি কাতর ।  
 তুমি মোসবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ॥  
 গোপীকার এই শুদ্ধ প্রেম যেই হয় ।  
 সেই শুদ্ধ প্রেম নাহি কুজাতে আছয় ॥  
 উত্তরীয় আকর্ষণ কার্যেতে কুজার ।  
 কাম প্রায়া রতি সৃষ্ট হইল প্রচার ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

কাম প্রায়া রতিঃ কিস্ত কুজ্জায়ামেব সম্ভতা ॥ ৯০ ॥

শুনহ সম্বন্ধ রূপা ভক্তির বিষয় ।

স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি যাহা করিলা নির্ণয় ॥

আমিই কৃষ্ণের পিতা আমি তার মাতা ।

আমিহ কৃষ্ণের খুড়া আমি তার ভ্রাতা ॥

ইত্যাদি প্রকার মনে অভিমান যেই ।

সম্বন্ধ স্বরূপা ভক্তি মনে জেন সেই ॥

“সম্বন্ধাদ্‌ ময়ঃ” এই বৃষ্টি শব্দ দ্বারে ।

গোপগণ গ্রাহ উপলক্ষণানুসারে ॥

বৃষ্টি আর গোপগণ সম্বন্ধাভিमानে ।

ভক্তি করিলেন সেই কৃষ্ণ ভগবানে ॥

কৃষ্ণেশ্বর জ্ঞানাভাব হেতু গোপগণ ।

রাশ্নাত্তিকা ভক্তি অধিকারী শ্রেষ্ঠ তন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সম্বন্ধ রূপা গোবিন্দে পিতৃভাদ্যাভিমানিতা ।

অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্টিনাং বল্লবা মতাঃ ।

বদৈশ্চ জ্ঞান শূন্যত্বাদেবাং রাগে প্রধানতা ॥ ৯১ ॥

প্রেম মাত্র হেতু যেই দ্বিধা ভক্তি হয় ।

সেই দ্বিধাখ্যান কাম, সম্বন্ধ নিশ্চয় ॥

সেই কামরূপা আর সম্বন্ধ স্বরূপা ।

ভক্তিহয় নিত্যসিদ্ধ গণে অশুরূপা ॥

নিত্যসিদ্ধ ব্রজেশ্বর আদির আশ্রিত ।  
 এছে ভক্তিদ্বয়, এই শাস্ত্রে অভিহিত ॥  
 এহেতু সাধন ভক্তি মধ্যে সে সবার ।  
 বিচারের প্রয়োজন কিছু নাহি আর ॥  
 তথাহি তত্রৈব ।

কাম স্বস্বক্ক রূপে তে প্রেমনাত্ম স্বকপিকে ।  
 নিত্য সিদ্ধাশ্রয় তয়া নাত্ম সম্যগ্‌বিচারিতে ॥ ৯৪ ॥  
 বাগান্নিকা ভক্তি হয় দ্বিবিধ প্রকার ।  
 কাম্য কাম, স্ব-সম্বন্ধ স্বরূপা বিস্তার ॥  
 এছে হেতু বাগান্নুগা ভক্তি দুই হয় ।  
 কামান্নুগা, সম্বন্ধান্নুগা স্ত-নিশ্চয় ॥  
 তথাহি তত্রৈব ।

বাগান্নিকায়ৈকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসি জনাদয়ঃ ।  
 কামান্নুগা চ সম্বন্ধান্নুগা তে নিগদ্যতে ॥ ৯৫ ॥  
 বাগান্নিকা ভক্তির্নিষ্ঠ ব্রজবাসী গণ ।  
 তাহা সবাকার ভাব প্রাপ্তির কাবণ ॥  
 একমাত্র লুক্কটি ও হয়েন যাঁহারা ।  
 বাগান্নুগা ভক্তি অধিকারী হন তাঁরা ॥  
 তথাহি তত্রৈব ।

বাগান্নিকৈক নিষ্ঠা যে ব্রজবাসি জনাদয়ঃ ।  
 তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুক্কো ভবেদত্রাধিকারবান্ ॥ ৯৬ ॥  
 শাস্ত্র যুক্ত্যপেক্ষা ছাড়ি শুদ্ধ যেই জন ।  
 নন্দাদির ভাব আদি করিয়া শ্রবণ ॥

যার অপেক্ষায় বুদ্ধি বৃত্ত্যুন্মুখী হয় ।  
লোভ উৎপত্তির সেই লক্ষণ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তত্ত্বত্বাবাদি মাধুর্য্যে ক্রতে ধীর্ঘদপেক্ষতে ।  
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং ॥ ৯৭ ।

শাস্ত্র শব্দে বিধিবাক্য চোদনা লক্ষণ ।  
যুক্তি শব্দে ন্যায় আদি কহে বিজ্ঞগণ ॥  
অপেক্ষার্থে অনুরোধ প্রভৃতি কহয় ।  
নন্দাদি শব্দেতে নন্দ, যশোদাদি কয় ॥  
ভাব আদি শব্দে ভাবমাধুর্য্য বলয় ।  
শ্রবণার্থ কহি এবে করিয়া নিশ্চয় ॥  
ভাগবত আদি সিদ্ধ শাস্ত্রবাক্য দ্বাবে ।  
ভাবাদি শ্রবণ যাহা করি বারে বারে ॥  
শ্রবণ শব্দেতে এথা জানিবে তাহাই ॥  
টীকার মধ্যেতে এই লিখিলা গোসাঁই ॥  
যত দিনাবধি ভাবোদয় নাহি হয় ।  
তত দিনাবধি নোকে লোক সমুদয় ॥  
করিয়া থাকেন বৈদীভক্তি আচরণ ।  
বৈদীভক্তি অধিকারী যেই সব জন ॥  
তারা শাস্ত্র অনুকূল তর্কপেক্ষা করে ।  
এই কথা দেখি রূপ বাক্যের ভিতরে ॥



তথাহি তত্রৈব ।

বৈধভক্ত্যধিকারী তু ভাবাবিভাবনাবধিঃ ।

অত্র শাস্ত্রং তথা তৎকর্মমূলমপেক্ষতে ॥ ৯৮ ॥

বিধিমার্গ অনুসারে কৃষ্ণের ভজন ।

বৈধীভক্তি তার নাম, কহে বিজ্ঞগণ ॥

লোভে প্রবর্তিত হঞা বিধিমার্গে যেই ।

কৃষ্ণের ভজন,—রাগানুগা ভক্তি সেই ॥

বৈধী, রাগানুগা দুই ভক্তির প্রভেদ ।

তোমাংরে কহিনু এই কহে যাহা বেদ ॥

কৃষ্ণ আর স্বভাবের আশ্রয়ালম্বন ।

কৃষ্ণ প্রিয়তম ভক্তে করিয়া স্মরণ ॥

অনুরক্ত চিত্ত হঞা কৃষ্ণাদি কথায় ।

ব্রজেতে করিবে বাস শাস্ত্রে এই গায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনকস্য প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং ।

তত্তং কথা রতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ৯৯ ॥

সামর্থ্যে শরীব দ্বারে ব্রজে সদা বাস ।

অসামর্থ্যে মনঃদ্বারে করিনু প্রকাশ ॥

সাধক রূপের দ্বারে, সিদ্ধরূপ দ্বারে ।

কৃষ্ণসেবা হয় দুই গোসাগ্রি বিচারে ॥

স্বভাবের যিনি হন আশ্রয়ালম্বন ।

তার ভাবলিপ্সু হঞা অধিকারীগণ ॥

কৃষ্ণ প্রিয়তম ভক্ত করিয়া শরণ ।

কৃষ্ণের সেবায় রত হবে সর্বক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ত্ব হি ।

তদ্বাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ১০০ ॥

সাধক রূপের দ্বারে কৃষ্ণসেবা যেই ।

দেহাদির চেষ্টা দ্বারে সুসাধিত সেই ॥

নিজান্তশ্চিন্তিত তাঁ'ব পরিকর রূপে ।

যেই সেবা সুসাধিত হয় অনুরূপে ॥

সিদ্ধরূপে সেবা সেই কহিনু তোমার ।

শ্রীসিদ্ধ প্রণালী তেত্রিঃ আচাৰ্য্য জানায় ॥

আচার্য্য বংশের মাঝে কোন কোন জন ।

শ্রীসিদ্ধ প্রণালী নাহি মানে কদাচন ॥

ব্রজলোক অনুসার সেবা তত্ব যেই ।

তাহা তারা নাহি জানে কহিলাম এই ।

কোন অপরাধ হেতু সেই সব জন ।

এছে সেবা তত্ব নাহি পায় দরশন ॥

বৈবীভক্তি অভ্যন্তরে শ্রবণাদি যত ।

ভক্ত্যঙ্গ স্বীকার আছে শাস্ত্রাদি সম্মত ॥

সেই সেই অঙ্গ রাগানুগা ভাঁক্ত মাঝে ।

যথাযোগ্য রূপে আছে শুনি সৎসমাজে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

প্রবণোঃ কীর্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু ।  
বাগ্জ্ঞানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥ ১০১ ॥

নিজ নিজ উপযোগী অঙ্গের গ্রহণ ।

“বৈধভক্ত্যুদিতানীতি” অর্থে জীব কন ॥

কামরূপা ভক্তি অনুগামী তৃষণ যেই ।

তার নাম কামানুগা ভক্তি জানি এই ॥

সেই কামানুগা হয় দ্বিবিধ প্রকার ।

সন্তোগেচ্ছাময়ী তদ্ভাববেচ্ছাত্মিকা আর ॥

স্বীয় স্বীয়াভীষ্ট ভ্রজদেবী সবাকার ।

ভাব বিষয়িণী ইচ্ছা যেই ত বিস্তার ॥

সেই রাগানুগা ভক্তি প্রবর্তিকা যেই ।

মুখ্য কামানুগা ভক্তি মাত্র জানি সেই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কামানুগা ভবেতৃকা কামরূপানুগামিনী ।

সন্তোগেচ্ছাময়ী তদ্ভাববেচ্ছায়েতি সা দ্বিধা ॥ ১০২ ॥

সন্তোগ শব্দের মর্ম্ম কেলি মাত্র হয় ।

কেলি মর্ম্মময়ী যেই ভক্তি শাস্ত্রে কয় ॥

সন্তোগেচ্ছাময়ী ভক্তি তাহার আখ্যান ।

শ্রীরূপ গোসাঞি আছে ইহাতে প্রমাণ ॥

নিজ নিজ যুথেশ্বরী সবাকার ভাব ।

মাধুর্য্যেচ্ছা হৃদে যেই বিস্তারে প্রভাব ॥

তত্ত্বদ্বাব ইচ্ছাত্মিকা কহয়ে তাহারে ।  
 বিস্তার করিল ইহা রসবল্লী-কারে ॥  
 সন্তোগেচ্ছাময়ী কেলি তাৎপর্য্য যাহাব ।  
 তত্ত্বাবেচ্ছাত্মিকা ভাব মাধুর্য্যেচ্ছা আব ॥  
 কামানুগা দুইরূপ হৈল যেই মতে ।  
 তাহার বিশেষ কহি শুন বিধিমতে ॥  
 এক কামরূপা ভক্তি দুই ভেদ তাব ।  
 এক যুথেশ্বরীগণ সখীগণ আর ॥  
 যুথেশ্বরী গণ কৃষ্ণ-প্রেম অমুরাগী ।  
 ইচ্ছায় সন্তোগ নিত্য কৃষ্ণসুখ লাগি ॥  
 যে করে ভকতি যুথেশ্বরী অনুসাব ।  
 সন্তোগেচ্ছাময়ী নাম জানিহ তাহাব ॥  
 ইণ্ডে অধিকারী দণ্ডকারণ্য নিবাসী ।  
 গোপীদেহ ধবি কৃষ্ণ পায় ব্রজে আসি ॥  
 সাধন সুসিদ্ধা গোপী সেই সব জন ।  
 বৈষ্ণব তোষিণী মধ্যে কহে সনাতন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কেলিতাৎপর্য্য বতোব সন্তোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ ।  
 তত্ত্বাবেচ্ছাত্মিকা তাস্যং ভাবমাধুর্য্য কামতা ॥ ১০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির চিত্র মাধুরী দর্শনে ।  
 অথবা তাঁহার লীলা কবিতা শ্রবণে ॥

যেই যেই জন সেই ভাবাকাঙ্ক্ষী হয় ।  
 সেই সেই জন লোকে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 দুই মত কামানুগা ভক্তি অধিকারী ।  
 এই হেতু ঋষিগণ কহেন বিচারি ॥  
 কামানুগা ভক্তি শুদ্ধ নারী মাত্রে নয় ।  
 পুরুষের কামানুগা ভক্ত্যুৎপন্ন হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

শ্রীমূর্ত্তেমাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তরীলাং নিশম্য বা ।  
 তদ্রূপ কাঙ্ক্ষিনো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ ।  
 পুরাণে শ্রুতে পাশ্বে পুংসামপি ভবেদিয়ং ॥ ১০৪ ॥

পূর্ব্বোক্তে দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ ।  
 শ্রীরাগচন্দ্রের গতি করিয়া দর্শন ॥  
 তদপেক্ষা রমণীয় শ্রীশ্যাম-সুন্দরে ।  
 সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন অন্তরে ॥  
 এ হেতু তাঁহারা গোপীদেহ লাভ করি ।  
 জনম লইয়া নন্দ গোকুল ভিতরি ॥  
 সঙ্কল্প মাত্রেতে সবে গৃহ অভ্যন্তরে ।  
 কৃষ্ণকে পাইয়া নিজ নিজ হৃদিপরে ॥  
 কৃষ্ণের সম্ভোগ স্মৃথ করি আশ্বাদন ।  
 ভবার্ণব পার স্মৃথে হয় সর্ব্বজন ॥

তথাহি পাদ্মে ।

পুরাণহর্ষয়ঃ সর্কে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।

দৃষ্ট্ৱা রামং হরিং তত্র ভোক্তু মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহঃ ।

তে সর্কে স্ত্রীত্বমাপন্যঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকূলে ।

হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবর্ণবাং ॥ ১০৫ ॥

ধ্যানেতে পাইয়া সবে শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গন ।

সুখরূপ সাগরেতে হইলা মগন ॥

তাহে পুণ্যবন্ধ দূরে গেল সে সবার ।

সেই হেতু গুণময় শরীর অসার ॥

ভবনাভ্যস্তরে সবে করিয়া বর্জজন ।

অপ্রাকৃত দেহে রাসে হয়েন মিলন ॥

সাধনের ভাব্য বস্তু সিদ্ধিতে মিলয় ।

“বাদৃশী ভাবনা যন্তেত্যাদি” ব্রহ্মা কয় ॥

অতএব তাঁ সবার কৃষ্ণ সহ রাস ।

কবির কল্পনা নহে জানিহ নির্যাস ॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্দে ।

অন্তর্গৃহগতাঃ কান্দিদ্যোগোপোহলক্কা বিনির্গমাঃ ।

কৃষ্ণং তদ্ভাবনা যুক্তা দধুর্মীনিত লোচনাঃ ।

ভঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপ ধুতা শুভাঃ ।

ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতান্বেষ নিবৃত্ত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ ।

তমেব পরমাত্মানং জ্ঞাববুধ্যাপি সঙ্গতাঃ ।

জহুগুণময়ং দেহং সদাঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ ॥ ১০৬ ॥

তাঁরা যদি রাস নাহি পায় সিদ্ধ রিত্তা ।  
 “ময়ে মারস্যথ ক্ষপাঃ” তবে হয় মিথ্যা ॥  
 অত্যন্ত রিরিংসৈষণা করিয়া কেবল ।  
 বিধিমাগ্ন অনুসারে যেজন সকল ॥  
 কৃষ্ণের সেবন করে সেই সব জন ।  
 মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন করিষু কীর্তন ॥  
 স্ব-স্ব যুথেশ্বরী ভাব করিয়া বর্জ্জন ।  
 কৃষ্ণের সন্তোগ ইচ্ছে বঁারা সববক্ষণ ॥  
 তাঁহারাই মহিষীত্ব প্রাপ্ত হন জানি ।  
 তোমার নিকটে এই স্বরূপ বাখানি ॥

তথাহি শ্রীমন্ত্ৰিবসামৃতসিদ্ধৌ ।

রিরসাং স্তৃষ্টু কুর্কন্ যো বিধিমাগ্নেণ সেবতে ।  
 কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিরাং পুরে ॥ ১০৭ ॥

বিধিমাগ্ন অনুসারে অগ্নিপুল্লগণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম করিয়া সেবন ॥  
 রমণীত্ব প্রাপ্ত হঞা সেই বাসুদেবে ।  
 পতিরূপে লাভ করি মনে প্রাণে সেবে ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণপুবাণে ।

অগ্নিপুল্ল মহাত্মান স্তপনা স্ত্রীত্বমাপিবে ।  
 ভর্তারঞ্চ জগদেযানিং বাসুদেবমজং বিভুং ॥ ১০৮ ॥

পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্বাদি আর ।  
 সম্বন্ধ মনন যেই কৃষ্ণে অনিবার ॥

সেই ত সম্বন্ধানুগা ভক্তি নাম ধরে ।

তদান্বিতা ভাব তাতে সদা স্ফূর্তি করে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

সং সম্বন্ধানুগাভক্তিঃ প্রোচ্যতে সত্ত্বিরাস্ত্রনি ।

বা পিতৃহাদি সম্বন্ধমননারোপণান্বিতা ॥ ১০৯ ॥

বাৎসল্য, সখ্যাদি করি ভাব যেই হয় ।

সেই সব ভাব লুক্ক সাধক নিচয় ॥

ব্রজেন্দ্র সুবলাদির ভাব চেষ্টা ঘারে ।

শ্রীগোবিন্দে ভক্তি করে কহিনু তোমারে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

লুক্কৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্যাত্ম সাধকৈঃ ।

ব্রজেন্দ্র সুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিত মুদ্রয়া ॥ ১১০ ॥

পিতৃাদির সহাভেদ চিন্তা অনুচিত ।

তাহার প্রমাণ শুন হঞা অবহিত ॥

কৃষ্ণ সহ আপনার অভিন্ন জ্ঞানেতে ।

যেই মত অপরাধ জন্মে হৃদয়েতে ॥

তথা তাঁর নিত্যসিদ্ধ পরিকর সহ ।

অভেদ জ্ঞানেতে বৎস ! জানি অহরহ ॥

হস্তিনা নিবাসী কোন বৃদ্ধ সূত্রধর ।

নারদের উপদেশ করিয়া গোচর ॥

পুত্র ভাবে ভজি সদা কৃষ্ণ প্রতিমাকে ।

সিদ্ধি লাভ করিলেন কহিনু তোমাকে ॥



তথাহি তত্রৈব ।

তথাহি ক্রমতে শাস্ত্রে কশ্চিৎ কুরুপুরীস্থিতঃ ।  
নন্দহৃনোরধিষ্ঠানং তত্রপুত্র তয়া ভজন্ ।  
নারদশ্রোতাপদেশেন সিদ্ধোভূত্বং বর্জকিঃ ॥ ১১১ ॥

বৃন্দাবনে বাল, বৎস হরগ লীলায় ।  
তৎ-পিতৃগণের সিদ্ধি লাভ শুনা যায় ॥  
এই হেতু নারায়ণ ব্যাহ স্তবে কয় ।  
উদ্যমের সহ সেই জন সমুদয় ॥  
কৃষ্ণকে পুত্রাদিরূপে করেন ভজন ।  
সেই সব জনে নতি করি সর্বদক্ষণ ॥  
পতি, পিতা, ভাই, বন্ধু, সুহৃন্মিত্র আর ।  
আদি শব্দ অর্থ এই কবিনু প্রচার ॥

তথাহি শ্রীনাৰায়ণব্যাস্তবে ।

পাতপুত্র সুহৃদ্ভূত্বং পিতৃবন্মিত্রবন্ধাবৎ ।  
যে দ্যায়ন্তি সদোদ্যু ক্তান্তেভ্যোপীহ নমোনমঃ ॥ ১১২ ॥

হেন রাগানুগাভক্তি লাভের কাবণ ।  
কৃষ্ণ আর তন্তৃত্ত্বের ককণা ঈক্ষণ ॥  
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণভক্ত রূপা বিনা কভু ।  
ঐছে ভক্তি নাহি মিলে কহে রূপ প্রভু ॥  
প্রেমভক্তি পুষ্টিকারী রাগানুগা হয় ।  
কোন কোন বিজ্ঞ জন এই কথা কয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসানুভবিনী ।

কৃষ্ণ তত্ত্বলু কারুণ্য মাত্র লাভিক হেতুকা ।

পুষ্টিমার্গ তয়া কৈশিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে ॥ ১১৩ ॥

শ্রীবল্লভাচার্য্য আদি গৌরভক্ত গণ ।

পুষ্টিমার্গ বলি গ্রন্থে করেন বর্ণন ॥

সাধন ভক্তির কথা হৈল সমাপন ।

ভাবভক্তি কহি এবি করহ শ্রবণ ॥

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা যাহারে কহয় ।

ভাবের স্বরূপ সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

প্রেমসূর্য্য অংশু সাম্যশালী তাহা হয় ।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি অভিলাষ যাহে উপজয় ॥

যেছে সূর্য্য অংশু পৃথ্বী রস আকর্ষয় :

তেছে প্রেমসূর্য্য অংশু হঞা তেজময় ॥

সর্ব রসনিধি কৃষ্ণে করে আকর্ষণ ।

কিবা চিত্র ভাব এই না যায় বর্ণন ॥

অবিজ্ঞাত স্থান স্থিত অয় যেই ভাবে ।

চুম্বক টানিয়া আনে আপন স্বভাবে ॥

সেইরূপ ভাব কৃষ্ণে টানিয়া আনয় ।

ভাবুক ভাবের ধর্ম্ম এইরূপ কয় ॥

সৌহার্দানুকূল্য অভিলাষ সদা হয় ।

চিন্তের স্নিগ্ধতাকারী ভক্তি তারে কয় ।

সেইত ভক্তির নাম ভাব ভক্তি জানি ।  
 হ্লাদিনী শক্তির গার স্বরূপ বাখানি ॥  
 প্রেমের প্রথমচ্ছবিঃ পরম সুন্দরী ।  
 ভাব ভক্তি হয় এই ভাবে দৃষ্ট করি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ওদগত বিশেষায়্যা প্রেমস্বরূপাংস্তু সাম্যভাব্ ।  
 চর্চাভিশ্চিত্তমানস্যা কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ১১৭ ।

প্রেমাস্কুর রূপ ভাব ভক্তির প্রকৃতি ।  
 প্রাকৃতিক ক্ষোভ সব করায় বিস্মৃতি ॥  
 প্রেমের প্রথমাবস্থা কিম্বা প্রেমাক্রবে ।  
 ভাব বলি ব্যাখ্যা করে ভাবুক চতুরে ॥  
 অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাদৃশিক নিচয় ।  
 ভাব আবির্ভাবে অল্পমাত্র দৃষ্ট হয় ॥

তথাহি তস্ত্রে ।

প্রেমস্ত প্রথমাবস্থা ভাব ইত্যভিধীয়তে ।  
 সাদৃশিকাঃ স্বল্পমাত্রাঃ স্যুবত্রাশ্চপুলকাদয়ঃ ॥ ১১৫ ॥

মহারাজ অম্বরীষ ইহাতে প্রমাণ ।  
 তিষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণাজিৎ পুনঃ পুনঃ করি ধ্যান ॥  
 বিক্রিয়মানাত্মা অল্প হইয়া রাজন ।  
 করিলেন কৃষ্ণ লাগি অশ্রু বিসর্জন ॥

তথাহি পাদ্মে ।

ধ্যায়ং ধ্যায়ং ভগবতঃ পাদাম্বুজযুগং তদা ।  
ঈষদ্বিক্রিয়মানাত্মা সাদ্রদৃষ্টিরভূদমৌ ॥ ১১৬ ॥

শুদ্ধ সম্ব কপ ভাব হৃদয় বৃত্তিতে ।  
আবিভূত হঞা রতি মনের সহিতে ॥  
একাত্মতা প্রাপ্ত তঞা সদা সর্বদক্ষণ ।  
অ-প্রকাশ রূপাবস্থা কবেন ধারণ ॥  
সমাধি দশায় ব্রহ্ম দর্শনের প্রায় ।  
হৃদয় বৃত্তিতে নিত্য প্রকাশের ন্যায় ॥  
এঁছে রতি ভাসমানা হব অনুক্ষণ ।  
তোমার নিকটে এই করিনু কীৰ্ত্তন ॥  
আস্বাদন রূপা হঞা এঁছে কৃষ্ণ রতি ।  
শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাদির অনুভব প্রতি ॥  
কারণ হইয়া থাকে জানিহ নিশ্চয় ।  
রতি শব্দে কৃষ্ণ-বিষয়িণী রতি কয় ॥  
দ্বিবিধ প্রকার ভাব শাস্ত্রে নিরূপিল ।  
সাধনাভিনিবেশজ প্রথম কহিল ॥  
কৃষ্ণ আর তত্ত্বজ্ঞের প্রসাদজ যেই ।  
সেইত দ্বিতীয় ভাব কহিলাম এই ॥  
সাধনাভিনিবেশজ আচ্ছ ভাব প্রায় ।  
সবার হইয়া থাকে কহিনু তোমায় ॥

কৃষ্ণাদির প্রসাদজ পর ভাব যেই ।

বিরল প্রচার সেই কহিলাম এই ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

আবিভূষ্মনোবৃত্তৌ ব্রজস্তী তৎস্বরূপতাং ।

স্বয়ং প্রকাশরূপাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ ।

বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদ স্বরূপৈব রতিস্বসৌ ।

কৃষ্ণাদিকর্ণকাস্বাদ হেতুত্বং প্রতিপত্ততে ॥

সাধনাভিনিবেশণে কৃষ্ণস্তদ্বক্তৃযোস্তথা ।

প্রসাদেনাতি ধন্যানাং ভাবো দ্বেষাভি জায়তে ।

আগন্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ে বিরলোদয়ঃ ॥ ১১৭ ॥

সাধনের দ্বারা লভ্য যেই ভাব হয় ।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব তারে কয় ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত কৃপা লভ্য ভাব যেই ।

কৃষ্ণ আর তদ্বক্তৃব প্রসাদজ সেই ॥

সাধনাভিনিবেশজ ভাব দ্বি-প্রকাব ।

বৈধী-রাগানুগা ভেদে এইত প্রচার ॥

বৈধী সাধনাভিনিবেশজ ভাব যেই ।

সাধক হৃদয়ে রুচি উৎপাদিয়া সেই ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ জন্মাইয়া ।

বতিকে প্রকাশ করে কহি বিবরিয়া ।

তথাহি তত্রৈব ।

বৈধী রাগানুগা মার্গ ভেদেন পরিকীর্তিতঃ ।

দ্বিবিধঃ খলুভাবোহত্র সাধনাভিনিবেশজঃ ।

সাধনাভিনিবেশস্ত তত্রনিশ্চাদয়ন্ রুচিং ।

হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সংজনয়ত্যসৌ ॥ ১১৮ ॥

ইহাতে প্রমাণ সেই ব্রজার নন্দন ।

চারি মাস তিহৌ শ্রদ্ধা সহ সর্ববন্ধন ॥

কৃষ্ণগুণ গান শীল ঋষি সবাচার ।

আজ্ঞাধীন রহি ঘির্জ দাসীর কুমার ॥

তাহাদের অনুগ্রহে অতি মনোহর ।

কৃষ্ণকথা করিলেন শ্রবণগোচর ॥

শ্রবণে প্রবৃত্ত হঞা হরিতে তাহার ।

বতি সমুৎপন্ন হয় শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীনৃদ্ধাগবতে ।

তত্রাবহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-

মন্তগ্রহেণাশ্রবণং মনোহরাঃ ।

তাঃ শ্রদ্ধায়ামেতুপদং বিশৃংগতঃ

প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মনোভবদ্রতিঃ ॥ ১১৯ ॥

বতি শব্দে রুচি এথা রতি কভু নয় ।

পরবর্তি শ্লোকে তাহা প্রকাশ আছেয় ॥

অগ্রে নারদের শ্রীগোবিন্দে রতি হয় ।

তাহার পরেতে ভক্তি জন্মে সুনিশ্চয় ॥

ভক্তি শব্দে প্রেম এথা কহিনু তোমায় ।

পর শ্লোকে ঋষিবর ব্যাসেরে জানায় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

রত্নাতু ভাব এবাত্র ন তু প্রেমাভিধীয়তে ।

মমভক্তিঃ প্রবৃত্তেতি বক্ষ্যতে স যদগ্রতঃ ॥ ১২০ ॥

শরদ্বর্ষা দুই ঋতু হৃদয়ের সুখে ।

শ্রীগোবিন্দ-পরায়ণ মুনিগণ মুখে ॥

সর্বদা সঙ্কীর্ত্যমান পরম নিশ্চল ।

কৃষ্ণ বশোরাশি সর্বলোক সুমঙ্গল ॥

শুনিতে শুনিতে রজস্তুমো নিরসনী ।

ভক্তি লভে শ্রীনারদ ঋষির অগ্রণী ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাগবতে ।

ঊথং শবৎপ্রাবৃদ্ধিকাবৃত্তহরে-

ক্লিশ্বতোমেতুপদং বশোহমলং ।

সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাঋষি-

ভক্তিঃ প্রবৃত্তাস্তবজস্তমোপহা ॥ ১২১ ॥

সাধুগণ সমবেত হইয়া যখন ।

পরস্পরানন্দে করে কথোপকথন ॥

তখন আমার মহা মহা-সূচক ।

হৃদি কর্ণরসায়নী, তাপাদি নাশক ॥

কথার প্রস্তাব হয় যাহার অবশে ।

অপবর্গ গতি রূপ আমার চরণে ॥

যথাক্রমে শ্রদ্ধা রতি ভক্ত্যুৎপন্ন হয় ।

এই কথা শ্রীকপিল জননীকে কয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীৰ্য্য সংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যোষণাদাশ্বপবর্গবত্নানি

শ্রদ্ধা রতিভক্তিরমুক্ৰমিষ্যতি ॥ ১২২ ॥

অপবর্গানন্যভক্তি জানিহ এথায় ।

পঞ্চম স্কন্ধাদি আছে প্রমাণ ইহায় ॥

পুবাণ-নাটক শাস্ত্রে রতি আর ভাবে ।

তুল্যরূপে ব্যাখ্যা করে দেখিবারে পারে ॥

এহেতু এ ভক্তিশাস্ত্রে রতি-ভাবোভয় ।

একরূপে कहিলাম করিয়া নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

পুবাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তরতিভাবয়োঃ ।

সমানার্থ তয়াহত্রদ্বয়মৈক্যেণ লক্ষিতং ॥ ১২৩ ॥

কৃষ্ণসহ রাসনৃত্য মনেতে করিয়া ।

নৃত্যোৎসুকাবলা সারা রজনী জাগিয়া ॥

নিভূতে করেন নৃত্য শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিতে ।

রাধার বিভূতি সেই বালা স্ন-নিশ্চিত্তে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেতে যেই বালিকাব ।

সখীগণ ভাব চিন্তে হয় স্ন-বিস্তার ॥

সেই ভাবে অনুরাগী হইয়া বালিকা ।

সাধন সিদ্ধার ন্যায় পায় রাসালিকা ॥



কৃষ্ণকণ্ঠশ্লেষ আদি রাস যেই হয় ।  
 কৃষ্ণসহ নাচি বালা সমস্ত সাধয় ॥  
 বহু নারী মধ্যে কৃষ্ণ তাঁহার উপর ।  
 অতি প্রীতি হন ভাব করিয়া গোচর ॥

তথাহি পাদ্যে ।

ইথাং মনোরথং বালা কুর্কসী নৃত্য উৎসুকা ।  
 করি প্রীত্যা চ তাং সূৰ্য্যং রাত্রিমৈবাত্যবাহয়ং ॥  
 বহুবীষতাসু নারীষু ময্যেবাধিক প্রীতিমান্ ।  
 নৃত্যে তাসৌ ময়াসার্কিং কণ্ঠশ্লেষাদি ভাবকুং ॥ ১২৪

শুদ্ধ সত্ত্ব রূপ যেই স্বভাব নিশ্চয় ।  
 তার নাম ভাব এই ভাবুকে বুঝায় ॥  
 রাধার বিভূতি রূপ সেই ভাব হয় ।  
 অতএব ভাব রূপা সখীগণে কয় ॥  
 মহাভাব হৈতে হয় ভাবের উদ্ভব ।  
 মহাভাব অংশীরূপ, ভাবাংশ সম্ভব ॥  
 মহাভাব স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণী ।  
 কৃষ্ণকাস্তা শিরোমণি যাঁহারে বাখানি ॥  
 অংশী অংশগণ সহ "সর্বব্রহ্ম" দ্বারে ।  
 সদা স্বাদে কৃষ্ণ-প্রেম কহিনু তোমায়ে ॥  
 স্নিগ্ধ শিষ্য তুমি সেই হেতু তুয়া স্থানে ।  
 সঙ্কেতে কহিনু ইহা যথোক্ত বিধানে ॥

শ্রীকৃষ্ণ তদন্ত প্রসাদজ যারে কয় ।

এবে তাহা কহি শুন করিয়া নিশ্চয় ॥

সাধন ব্যতীত যেই ভাবোৎপন্ন হয় ।

শ্রীকৃষ্ণ-তদন্ত প্রসাদজ তারে কয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

সাধনেন বিনা বস্তু সহসৈবাভিজায়তে ।

স ভাবঃ কৃষ্ণতদন্ত প্রসাদজ ইতীর্ষ্যতে ॥ ১২৫ ॥

বাচিক-আলোকদান-হৃদে আদি ভেদে ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ বহু কহে এই বেদে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

প্রসাদা বাচিকালোক দান হৃদাদিয়োহরেঃ ॥ ১২৬ ॥

রূপ প্রদর্শনাখ্যানালোক দান কয় ।

হঠাচ্ছ্রী-গোবিন্দ রূপ যেই দৃষ্ট হয় ॥

তথাহি শ্রীমৎপিতৃদেবপ্রভুপাদেনোক্তং পদং ।

হৃদয়ে কখন যারে নাহিক ভাবিনু ।

কেন বা তাহারে আজ দেখিতে পাইনু ॥

তবে কি পূর্বে এই কালিয়ার সনে ।

কোন বা সম্বন্ধ ছিল বুঝিয়ে কারণে ॥

সম্বন্ধ বিনু হি কালা না দেয় দর্শন ।

দীননাথ গুরুমুখে করিল শ্রবণ ॥ ১২৭ ॥

বাচিক প্রসাদ লভ্য ভাব যেই হয় ।

স্বয়ং ভগবান তাহা শ্রীনারদে কয় ॥

পূর্ণানন্দময়ী-সর্ববশুভ শিরোমণি ।  
 অব্যভিচারিণী-সর্ববদুঃখ নিরসনী ॥  
 ভক্তি মমোপরি তুয়া হউ সর্ববক্ষণ ।  
 বাচিক প্রসাদ লভ্য এই ত লিখন ॥

তথাহি শ্রীনাবদীয়ে ।

সর্ব মঙ্গল মূৰ্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা ।  
 দ্বিজেন্দ্র তব ময্যস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ১২৮ ॥

বনবাসি ঋষিগণাদৃষ্টচর কৃষ্ণে ।  
 দৃষ্ট করি সার্দ্র চিত্ত হঞা স্ব-স্ব দৃষ্টে ॥  
 ফিরাতে সক্ষম কেহ নাহি হন বনে ।  
 আলোক দানজ এই করিনু কীর্তনে ॥

তথাহি স্বান্দে ।

অদৃষ্টপূৰ্ণমালোক্য কৃষ্ণং জাঙ্গলবাসিনঃ ।  
 বিক্লিাদ্যদন্তরাঙ্গানো দৃষ্টং না ক্রষ্টুমীশিবে ॥ ১২৯ ॥

গোবিন্দের আন্তরিক প্রসাদের নামে ।  
 হার্দ প্রসাদাখ্য হয়, কহিনু সক্ষানে ॥  
 অনেক সাধন লভ্য হরিভক্তি যেই ।  
 বিনা সাধনেতে শুক হৃদে উঠে সেই ॥

তথাহি শ্রীশুকসংহিতায়াং ।

মহাভাগবতো জাতঃ পুত্রস্তে বাদরায়ণ ।  
 বিনোপায়ৈ রূপেয়াভূদ্বিষ্ণুভক্তিরিহোদিতা ॥ ১৩০ ॥

সাধন ব্যতীত অর্থে অপর সাধন ।  
 নিষেধ করিলা প্রভু শ্রীজীব-চরণ ॥  
 মাতৃগর্ভে বাসকালে শুকের হৃদয়ে ।  
 শ্রীকৃষ্ণস্মরণরূপা ভক্ত্যুৎপন্ন হয়ে ॥  
 অতএব হার্দ প্রসাদাখ্য সেই হয় ।  
 শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে ইহা করিলা নিশ্চয় ॥  
 নারদের প্রসাদেতে প্রহ্লাদের যাহা ।  
 শুভ বাঞ্ছা হয় এথা নিসর্গাখ্য তাহা ॥  
 সেই সে নিসর্গ হেতু হৃদয়ে তাঁহার ।  
 যেই রতি জন্মে নৈসর্গিকী নাম তার ॥  
 বাসুদেবে স্নাত্তাবিকী জাত বতি যার ।  
 তাঁহার মাহাত্ম্য অতিশয় সুবিস্তার ॥

তথাপি শ্রীমদ্রাগবতে ।

গুণৈরলমসংখ্যৈর্গৈর্মাহাত্ম্যং তস্মৈ সূচ্যতে ।  
 বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী বতিঃ ॥  
 নাবদস্য প্রসাদেন প্রহ্লাদে শুভবাসনা ।  
 নিসর্গঃ সৈব তেনাত্ত বতিনৈসর্গিকী মতা ॥ ১৩১ ॥

স্নাত্তাবিকী রত্যাখ্যানে নৈসর্গিকী কয় ।  
 গর্ভে রহি হৃদে বাহ্য হইল উদয় ॥  
 নারদের অনুগ্রহে পশুহস্তা ব্যাধে ।  
 কৃষ্ণে রতি লাভ সত্ত্ব করিল অবাধে ॥

ভক্তের প্রসাদ লভ্য রতির প্রমাণ ।

পুনর্ব্বার তব স্থানে করিলাম গান ॥

তথাহি স্বান্দে ।

অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ ।

নৌচোপ্যংপুলকো লেভে লুক্ককো বতি মুচ্যতে ॥ ১৩২ ॥

ভক্ত ভেদ হেতু রতি পঞ্চরূপ হয় ।

পরেতে কহিব ইহা করিয়া নিশ্চয় ॥

ভাবাকুর মাত্র চিন্তে জন্মিল যাহাব ।

নব অনুভাব তার হেরি অনিবার ॥

প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয়

প্রাকৃতার্থে প্রাপঞ্চিক শাস্ত্রে এই কয় ।

তৎসম্বন্ধ বিনা ব্যথ কাল নাহি যায় ।

ভুক্তি-সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে ।

কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে ॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান ।

নাম-গানে সদা রুচি, লয় কৃষ্ণ নাম ॥

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সতত আসক্তি ।

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিকৌ ।

কাক্তিরব্যর্থকালং বিরক্তির্মানশূন্যতা ।

আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদাকৃচিঃ ।

আসক্তিস্তদগুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতি স্থলে ।  
 ইত্যাদয়োহমুভাবাঃ স্যার্জাতভাবাকুরে জনে ॥ ১২৩ ॥  
 ভাবের অকুর মাত্র জন্মিল যাহার ।  
 ক্ষান্তি আদি অল্প অল্প দেখা দেয় তার ।  
 প্রগাঢ় হইলে ভাব ক্ষান্ত্যাদি নিচয় ।  
 প্রগাঢ় হইয়া উঠে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 উপস্থিত হয় যদি ক্ষোভের কারণ ।  
 অক্ষুর চিত্ততা তাতে ক্ষান্তিব লক্ষণ ॥  
 নির্বিবৰ্ণ হইয়া কহে উদ্ভবা-নন্দন ।  
 অনুগত জানি মোরে এই বিপ্রগণ ॥  
 মো প্রতি করুন সবে কৃপা বিতরণ ।  
 ভগবানে ধৃত চিত্ত কবিয়া দর্শন ॥  
 জননী-জাহ্নবী করু করুণা ঈক্ষণে ।  
 কিম্বা বিপ্রশাপকপ তক্ষক দংশনে ।  
 জীবন যাইবে মোর তাহে ক্ষোভ নাই ।  
 এবে মোর প্রতি কৃপা কবিয়া সবাই ॥  
 কুলের নিয়ন্তা সেই কৃষ্ণগুণ গাও ।  
 যতপি আমার কেহ বন্ধু হৈতে চাও ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

তং মোপযাতং প্রতিযন্ত বিপ্রা  
 গঙ্গা চ দেবী ধৃত চিত্তমীশে ।  
 দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা  
 দশতলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥ ১৩৪ ॥

নিরন্তর বাক্যে স্তব, মনেতে স্মরণ ।  
 শরীরের দ্বারা নতি করি সাধুগণ ॥  
 তৃপ্ত না হইয়া দুই নয়নের জলে ।  
 অভিযুক্ত হঞা কৃষ্ণ উদ্দেশে সকলে ॥  
 কবিলেন সর্ব পরমায়ু সমর্পণ ।  
 অব্যর্থ কালহ এই করিমু বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে ।

১। ১৩ স্ববস্তোমনসাস্রন্ত স্বঘা নমস্তোপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ ।  
 ভক্তাঃ শ্রবণেন্নৈজলাঃ সমগ্রমায়ূর্হরেব সমর্পয়ন্তি ॥ ১৩৫ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থের স্বাভাবিকী যেই ।  
 অরোচক ভাব সদা বিরক্ত্যাখ্যা সেই ॥  
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি ইচ্ছা করি মহাত্মা ভরত ।  
 চিত্র-পুত্তলিকা গায় হৃদয়ে সতত ॥  
 বিরাজিত পত্নী-পুত্র-মিত্রাদি-স্বগণ ।  
 যৌবনেতে মল প্রায় করেন বর্জ্জন ॥

তথাহি শ্রীপঞ্চমে ।

যৌ দুস্ত্যজান্ দারস্থতান্ সুহৃদ্রাজ্যাং হৃদিষ্পৃশঃ ।  
 জর্জরৌ যুবৈব মলবহুতমলোকলালসঃ ॥ ১৩৬ ॥

আত্মোৎকর্ষ সহে সদা অমানিত্ব যেই ।  
 মানশূন্য তার নাম কহিলাম এই ॥  
 হরিতে একান্ত রত হঞা ভগীরথ ।  
 ভিক্ষা লাগি শত্রুপুরে গমন করত ॥

চণ্ডাল পর্য্যন্ত করি করেন বন্দন ।

ধন্য সেই রাজাশ্রমী সৎকীর্তি বর্দ্ধন ॥

তথাহি পাশ্বে ।

হরৌ রতিং বহুমেস নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ ।

ভিক্ষামটনরিপুরে স্বপাকমপি বন্দতে ॥ ১৩৭ ॥

অস্তুৰ্য্যামি রূপে কৃষ্ণ সৰ্ব্বা সৰ্ব্বত্রেতে ।

বিদ্যমান আছে এই জানিয়া মনেতে ॥

চণ্ডাল আদিকে রাজা করেন শ্রাণাম ।

কবিরাজ সাক্ষী ইথে কর অবধান ॥

স্বাবর-জন্ম দেখে না দেখে তন্মূর্ত্তি ।

সৰ্ব্বত্রেতে হয় তাঁর ইচ্ছদেব স্ফূর্ত্তি ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনা দৃঢ়তর যেই ।

আশাবন্ধ তার নাগ কহিলাম এই ॥

প্রেমের নাহিক লেশ হৃদয়ে আমার ।

নববিধা ভক্তি যেই কারণ তাহার ॥

সে কারণ কিছু মাত্র হৃদয়েতে নাই ।

ধ্যানাদি বৈষ্ণব যোগ যাহা শাস্ত্রে পাই ॥

সে যোগে অযোগ মোর সৰ্ব্বদা জানিয়ে ।

জ্ঞান কিস্বা শুভ কৰ্ম্ম চক্ষু না দেখিয়ে ॥

সৰ্ব্ব সাধনের মূল সজ্জাতিহ হয় ।

তাহার অভাব মোর দেখিয়ে নিশ্চয় ॥



যথাপি হে গোপীজনবল্লভ ! তোমাতে ।

মোর যেই আশা সদা সে আশা সাক্ষাতে ॥

করিতেছে নিরন্তর ব্যথিত আমায় ।

হা গোপীজনবল্লভ ! কি করি উপায় ॥

তথাহি শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভুনোক্তং ।

ন প্রেমাশ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোহথবা বৈষ্ণবো

জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিমদহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা ।

গীনার্থাধিক সাধকে তস্মি তথাপ্যচ্ছেদ্য মূল্যাসতী

হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং ॥ ১৩৮ ॥

সজ্জাতিহাভাব যাহা কহে সনাতন ।

দৈন্যোক্তি নিশ্চয় সেই করিনু কীৰ্ত্তন ॥

দৈন্যোক্তি ব্যতীত সেই ত্রাঙ্গণ-নন্দনে ।

সজ্জাতিহাভাব কেন করিবে বর্ণনে ॥

নিজাভীষ্ট লাভ জন্য গুরুতর যেই ।

লোভ হয় হৃদয়েতে সমুৎকর্থা সেই ॥

তথাহি মৎপিহৃদেব প্রভুচরণৈরুক্তং পদং ।

নতক্র-পক্ষ্মল তরল নয়ন ।

মধুর হইতে মধুর বচন ॥

বিশ্বোষ্ঠ মধুর মুরলী বদন ।

সরব ভুবন জন-বিমোহন ॥

কৃষ্ণের মধুর মুরতি স্মৃঠাম ।

দেখিবারে মঝু আঁখি অবিরাম ॥

বাসনা করয়ে কি করি উপায় ।  
ভাবিয়া হৃদয় স্থির নাহি পায় ॥  
দীন দীননাথ করে নিবেদন ।  
কৃষ্ণ কি এ দীনে দিবে দরশন ॥ ১৩২ ।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ।

অনামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষাঙ্কুরে-  
খালোলামল্লুরাগিণোর্নয়নয়োরাজাং মৃদৌ জাগতে ।  
অতাত্রামধরামৃতে মদকলামল্লান বংশীশ্বনে-  
দ্যশাস্তে মমলোচনং ব্রজপতেমুত্তিং জগন্মোহিনীং ।

অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া রাখিকা ।  
তথাহেন কৃষ্ণগানে উন্মত্তা অধিকা ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিকৌ ।

বাদনবিন্দুমরন্দশুন্দি দৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ ।  
তব মধুবম্বর কণ্ঠী গায়তি নামাবলীং বালা ॥ ১৪১ ।

নামগানে সদা রুচি ইহারে কহয় ।  
অশাস্ত্রে শ্রীপ্রভু রূপ করিলা নিশ্চয় ॥  
জ্ঞাসক্তি সর্ববদা কৃষ্ণগুণাখ্যানে যাহা :  
শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল বাক্যে কহি এবে তাহা ॥

তথাহি মৎপিহৃদেবেনোক্তং পদং ।

মাধুর্য্য হইতে পরম মধুর ।  
চাপল্য হইতে চপল চতুর ॥

কৃষ্ণের কিশোর মুরতি মোহন ।  
 कहने ना যায় কিবা সে রঞ্জন ॥  
 সেই সে কিশোর ভাব সর্বক্ষণ ।  
 আমার চিত্তকে করিছে হরণ ॥  
 হায় ! আমি কিবা করিব উপায় ।  
 कह कह सखि ! कह ना आमाय ॥  
 দীননাথ কহে নন্দের-নন্দন ।  
 প্রাণাদি হরণে পটু বিলক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীকর্ণামৃতং ।

माधुर्यादपिमधुरं मन्मथतातश्च किमपि कैशोरं ।  
 चापल्यादपि चपलं चेतो बत हरति हस्त किं कुम्भः ॥ ১৫৩

তদ্বসতি স্থলে প্রীতি করহ শ্রবণ ।  
 যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥  
 তথাহি মৎপিতৃদেবেনোক্তং পদং ।  
 এথায় আছিল নন্দের-ভবন ।  
 মাণিক নির্ম্মিত নয়ন-রঞ্জন ॥  
 এথায় গোবিন্দ মনের আনন্দে ।  
 শকট ভাঙ্গিল বাল-লীলা ছন্দে ॥  
 এথায় যশোদা দাম রজ্জু দিয়া ।  
 বাঁধে দামোদরে রাগিনী হইয়া ॥  
 যেই করে ভব বন্ধন মোচন ।  
 পুত্র ভাবে তারে করেন বন্ধন ॥

ব্রজবাসী বৃদ্ধ গোপের বদনে ।  
 ঐছে কথামৃত সদা সর্ববক্ষণে ॥  
 শ্রবণে সেবন করিতে করিতে ।  
 সজল-নয়নে শ্রীব্রজপুরীতে ॥  
 ভ্রমণ করিয়া হইব কৃতার্থ ।  
 দীননাথ কহে এই পরমার্থ ॥ ১৪৪ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ।

অত্রাসীৎকিলনন্দসদৃশ শকটস্যাত্রাত্তবদৃজনং  
 বন্ধচ্ছেদ কবোপিদামভিরভূদ্বকৌহত্র দামোদরঃ ।  
 ইং মাথুববৃদ্ধবস্ত্রবিগলং পীযুষধাবং পিব-  
 নানন্দাশ্রধরঃ কদা মধুপুরীং ধন্তশ্চরিষ্যাম্যহং ॥ ১৪৫ ॥

ভাবকুর যার হৃদে নাহিক প্রকাশ ।  
 তাহার ভাবুক সাজা লোকে পরিহাস ॥  
 বাহ্যিক ক্রিয়াতে বিজেত বুঝায়ে অস্তর ।  
 বিজ্ঞের বিজ্ঞত্ব এই অজ্ঞ অগোচর ॥  
 তথাপিহ যেইজন বঞ্চনার আশে ।  
 ভাবুক সাজিয়া বুলে লোকের আবাসে ॥  
 ভাবের ভবন কোথা তাহা নাহি জানে ।  
 তথাপি ভাবুক বলি আপনাকে মানে ॥  
 গুরুপাদাশ্রয় আদি বিনা ভাবোদয় ।  
 হৃদয়ে নাহিক হয় জানিহ নিশ্চয় ॥

বঞ্চকে দেখিয়ে যদি ভাবের আবেশ ।  
 অহি সম ভাব সেই কহিনু বিশেষ ॥  
 গানাদি শ্রবণ করি ভুজঙ্গ যেমন ।  
 দোলায় স্ব-ফণা ভাবে হইয়া মগন ॥  
 কিন্তু তার লক্ষ্য রহে দংশন কারণ ।  
 তদ্রূপ বঞ্চক মূর্ত্তি ভাবকারী জন ॥  
 কৃষ্ণগুণগান আদি শুনিতে শুনিতে ।  
 শিরাদি কাঁপায়ে কান্দি পড়য়ে ভূমিতে ॥  
 গৌ-গৌ-গৌ শব্দে করে আছাড় বিচাৰ ।  
 যাহা দেখি অজ্ঞ জনে লাগে চমৎকার ॥  
 অহি সম ধূর্ত্ত ঐছে ভাবকারী জন ।  
 অধুনা ভাবুক বলি হইবে গগন ॥  
 তিহৌ সভাস্থলে প্রেমধর্ম্য সনাতন ।  
 উপদেশ দিবে ভাবে হইয়া মগন ॥  
 কলির মাহাত্ম্য এই অতি চমৎকার ।  
 বিপরীত ভাষা সব হইবে প্রচার ॥

তথাহি শ্রীমন্তুলসীদাসেনোল্লং ।

পণ্ডিত সব্ মূবথ হোয়ে ঠগ্ পড়নেকো গীতা ।  
 ঠগ্ ঠকায়ে ভাল খায়ে পণ্ডিত সব্ হুঃখিতা ॥  
 গার্কো ছাড়ি সাধ্‌কো বান্ধে পথিত্‌কো লাগায়ে ফাঁসি ।  
 ধন কলিযুগ তেড়ি তামাসা দেখে লাগয়ে হাঁসি ॥ ১৪৬ ॥

বন্ধক ভাবুক ঠাঞি হবে সাবধান ।  
 তাহার কুহক নারী নাগিনী সমান ॥  
 ভাব যারে কয়, ভাব হয় যার দ্বারে ।  
 কহিয়াছি তুয়া কাছে রূপ অনুসারে ॥  
 রতির লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ ।  
 অন্তর স্বচ্ছতা হয় রতির লক্ষণ ॥  
 রতির লক্ষণ যদি মুমুকু আদিতে ।  
 ভাসমান হয় সব অঙ্গের সহিতে ॥  
 তবু সেই রতি রতি শব্দ বাচ্য নহে ।  
 স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি ইহা প্রকাশিয়া কহে ॥  
 বিষয়াদি সৰ্ব্ব তৃষ্ণাশূন্য মুক্তগণ ।  
 যেই রতি অশ্বেষণ করে সৰ্ব্বলক্ষণ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ সৰ্ব্বদা তাহা রাখেন গোপনে ।  
 ভক্তগণে শীঘ্র নাহি দেন কদাচনে ॥  
 ভুক্তি-মুক্তিকামী শুদ্ধ ভক্তি বিরহিত ।  
 কৰ্ম্মী-জ্ঞানী হৃদে সেই রতি কদাচিত ॥  
 নাহিক উদয় হয় কহিনু তোমায় ।  
 শ্রীরূপ গোসাঞি কৃপা করিয়া জানায় ॥  
 ঐছে ভাগবতী রতি চিহ্ন হয় বাহা ।  
 মুমুকু আদিতে যদি দেখা যায় তাহা ॥  
 তবে সেই রত্যাভাস জানিবে নিশ্চয় ।  
 বাহা দেখি অজ্ঞ জন আশ্চর্য্য মানয় ॥

প্রতিবিশ্ব ছায়া ভেদে রত্যাভাস দুই ।

তোমার নিকটে এই কহিলাম মুই ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

ব্যক্তং মন্থণতের্বাস্তলক্ষ্যতে রতিলক্ষণং ।

মুমক্ষুপ্রহৃতীনাঞ্চেন্দ্রবেদেষারতিনিহি ।

বিমুক্তাখিলতর্ষেয়ামুক্তৈরপি বিমৃগ্যতে ।

যা কৃষ্ণেনাতি গোপ্যাশু ভজদ্বোহপি ন দীয়তে

সা ভুক্তি মুক্তিকামত্বাচ্ছূক্কাং ভক্তিমকুর্ষতাং ।

হৃদয়ে সংভবতোষাং কথং ভাগবতী রতিঃ ।

কিন্তু বালচমৎকারকারী তচ্ছিহু বীক্ষয়া ।

অভিজ্ঞেন সুবোধোহয়ং রত্যাভাসঃ প্রকীর্তিতঃ ।

প্রতিবিশ্বস্তথা ছায়া রত্যাভাসো দ্বিধামতঃ ॥ ১৪৭ ॥

অনায়াসে যাহাভীষ্ট করে সম্পাদন ।

বাহা বাস্প আদি রতি চিহ্ন বিলক্ষণ ॥

লক্ষিত হইয়া থাকে মানব অন্তরে ।

বাহা ভোগ-অংগবর্গ সুখ ব্যক্ত করে ॥

হেন রত্যাভাসে প্রতিবিশ্ব রত্যাভাস ।

কহেন পণ্ডিতগণ করিষু প্রকাশ ॥

তত্রৈব ।

আশ্রমাভীষ্ট নির্বাহী রতিলক্ষণ লক্ষিতঃ ।

ভোগাপবর্গ সৌখ্যাংশ ব্যঞ্জকঃ প্রতিবিশ্বকঃ ॥ ১৪৮

নিরুপাধি যেই রতি সেই মুখ্য হয় ।

সোপাধিক রতি রত্যাভাস সু-নিশ্চয় ॥

সোপাধিক হেতু তারে গোণ রতি কয় ।  
 তন্তু সবাকার যাহা স্পৃহনীয় নয় ॥  
 রতি রত্যাভাস প্রতিবিশ্ব, ছায়া ভেদে ।  
 দ্বিবিধ প্রকার হয় এই কহে বেদে ॥  
 শ্রীগোবিন্দ গুণ আদি করি আলম্বন ।  
 ভোগ-অপবর্গ ইচ্ছে সদা সর্বক্ষণ ॥  
 ভোগাদি দাতৃ গুণ কৃষ্ণে বিরাজিত !  
 শাস্ত্রাদির দ্বারে এই হইয়া বিদিত ॥  
 বুড়ু-মুয়ু-জুন শ্রীকৃষ্ণের ঠাই ।  
 ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা করে সদা সর্বদাই ॥  
 সেই হেতু সোপাধিক রতি তার হয় ।  
 সোপাধিক যেই তারে প্রতিবিশ্ব কয় ॥  
 ভোগ-মোক্ষাদিতে অনুরক্ত যেই জন ।  
 ভুক্তি-মুক্তি প্রায় তিহোঁ বাঞ্ছে সর্বক্ষণ ॥  
 কতু যদি নিজাভীষ্ট ল্যভের কারণ ।  
 সন্তু সন্তেতে রহি হইয়া প্রবণ ॥  
 সংকীৰ্ত্তনাদির করে নিত্যানুকরণ ।  
 যাহে ভাব চন্দ্রবিশ্ব করে উদয়ন ॥  
 তন্তু সঙ্গ প্রভাবেতে হৃদয়ে তাহার ।  
 সন্তুকের হস্ততস্থ ভাব চন্দ্রমার ॥  
 প্রতিবিশ্ব সমুদিত হয় স্ন-নিশ্চয় ।  
 স্বরূপাকারেতে নহে প্রভু জীব কয় ॥



সোপাধিক কৃষ্ণ রতি যথা দৃষ্ট হয় ।  
 স্বরূপ আকারে ভাব তথা নাহি রয় ॥  
 অন্য বস্তু অম্পৃশ্ব হেহাকাশ যথা ।  
 সর্বদা নির্মল ভক্ত হৃদাকাশ তথা ॥  
 এ হেতু প্রেমেন্দুয় ভক্ত হৃদে হয় ।  
 ভক্ত হৃদভঙ্গ্য অর্থ এই ত নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দৈবাংসদ্বক্তসঙ্গেন কীর্তনাদ্যমুসারিণাং ।  
 প্রায়ঃ প্রসন্নমনসাং ভোগমোক্ষাদিরাগিণাং ।  
 কেষাঞ্চিদহৃদিভাবেন্দোঃ প্রতিবিম্ব উদকৃতি ।  
 তদ্বক্তহৃদভঙ্গ্যস্য তৎসংসর্গ প্রভাবতঃ । ১৪৯ ॥

ক্ষুদ্র-কৌতূহলময়ী-চঞ্চলা-চপলা ।  
 ভব-দুঃখ-প্রশমনী-সামান্যা-দুর্বলা ॥  
 রতির সদৃশী কিঞ্চিদ্রতি কাস্তি যেই ।  
 ছায়া রতি তার নাম কহিলাম এই ॥  
 ক্ষুদ্রার্থে পারমার্থিক চিত্ত কৌতূহলে ।  
 লোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিজ্ঞগণে বলে ॥  
 শ্রবণ-কীর্তন আদি ভক্ত ক্রিয়া যত ।  
 জন্ম যাত্রা আদি কৃষ্ণ কাল অভিমত ॥  
 শ্রীত্রজ মথুরা আদি কৃষ্ণধাম চয় ।  
 কৃষ্ণপাদপঙ্করত ভক্ত সমুদয় ॥

এ সবার আশুযজ্ঞ যুগপন্মিলনে ।  
 কখন কখন দেখি অজ্ঞ ব্যক্তি জনে ॥  
 ভগবদ্ভতির ছায়া হয় সমুদিত ।  
 যার উদয়েতে অজ্ঞ জন সুনিশ্চিত ॥  
 ক্ষেমাস্পদীভূত হয় জানিহ নিশ্চয় ।  
 সৌভাগ্য ব্যতীত সেই ভাবছায়েদয় ॥  
 কদাপি নাহিক হয় অজ্ঞের হৃদয়ে ।  
 স্ব-শাস্ত্রে গোমাত্রিঃ ইহা বিচারি লিখয়ে ॥  
 ভক্তের প্রসাদ হেতু কভু ভাবভাস ।  
 ভাবরূপে শীঘ্র হৃদে হয় পরকাশ ॥  
 ভক্ত ঠাত্রিঃ অপরাধে শ্রেষ্ঠ ভাবভাস ।  
 শশি সম দিনে দিনে ক্ষীণ সুনির্ঘাস ॥  
 শ্রেষ্ঠ ভাবভাস অর্থ প্রতিবিশ্ব জানি ॥  
 দিনে দিনে ক্ষীণ শশি কৃষ্ণপক্ষে মানি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সুদ্রকৌতূহলময়ী চঞ্চলা হুঃখহারিণী ।  
 রতেশ্চায়াভবেৎ কিকিভ্বৎসাদৃশ্যাবলম্বিনী ।  
 হরিপ্রিয় ক্রিয়াকাল দেশপাত্রাদিসঙ্গমাৎ ।  
 অপ্যানুযজ্ঞিকাদেবাকচিদজ্ঞেষপীক্ষ্যতে ।  
 কিন্তু ভাগ্যং বিনানাসৌভাবছায়াপ্যুদগতি ।  
 বদভ্যদয়তঃ ক্ষেমং তব্রম্যাহত্তরোত্তরং ।  
 হরিপ্রিয়জননৈস্যৈব প্রসাদভরলাভতঃ ।  
 ভাবান্তানোহপি সহসা ভাবত্মগচ্ছতি ।

তস্মিন্নেবা পরাধেন ভাবাভাসোপ্যমুত্তমঃ ।  
 ক্রমেণ ক্ষয়মাপ্নোতি বস্তুপূর্ণশী যথা ॥ ১৫০ ॥  
 আকাশেতে পূর্ণচন্দ্র যথোদয় হয় ।  
 তথা ভক্ত হৃদাকাশে ভাব চন্দ্রোদয় ॥  
 পত্নী ঠাঞি অপরাধে দক্ষের আশ্রয় ।  
 ক্ষয়গ্রস্ত হয় চন্দ্র যক্ষ্মা কহি যায় ॥  
 ঘোরা কুহরী কুল কুহকীর প্রায় ।  
 চন্দ্রে গ্রাসি সর্বলোক তিমিরে ডুবায় ॥  
 ভক্ত ঠাঞি অপরাধে কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।  
 হ্রস্বভস্ব ভাব চন্দ্র তৈছে ক্ষয় পায় ॥  
 তবেত প্রপঞ্চ পঞ্চ কুল প্রায় তারে ।  
 গ্রাসিয়া ঘুরায় চক্র সম অক্ষকারে ॥  
 কৃষ্ণের নিকটে আর ভক্ত সন্নিধানে ।  
 অপরাধ যদি হয় সামান্য প্রমাণে ॥  
 তবে জানি ক্রমে ক্রমে হ্রস্বভস্ব ভাব ।  
 আভাসতা আদি পাঞা শেষে পূর্ণাভাব ॥  
 আত্মার্থে ছায়াত্ব কহে জীব মহাশয় ।  
 পূর্ণাভাব শব্দে অতিশয়াভাব কয় ॥  
 মুমুকুতে গাঢ়াসক্তি হইবা মাত্রেতে ।  
 ভাব আভাসতা প্রাপ্ত হয়ত ক্রমেতে ॥  
 অথবা হংগ্রহোপাসনাতে সেইজন ।  
 প্রবেশ করিয়া থাকে করিনু কীর্তন ॥

অভীষ্ঠ দেবের অভিমান মনে যেই ।  
 অহংগ্রহ উপাসনা মনে জেন সেই ॥  
 মুক্তিপক্ষগামী এই ঈশ ভাব যাহা ।  
 কোন কোন নব্য ভক্তে নৃত্যাদিতে তাহা ॥  
 ক্ষণ দৃষ্ট হঞা থাকে কহিনু তোমায় ।  
 স্ব-শাস্ত্রে গোসাঞি ইহা লিখিয়া জানায ॥  
 সাধনেক্ষা বিনা কোন সাধক হৃদয়ে ।  
 অকারণ যেই ভাব সমুদিত হয়ে ॥  
 তাহাতে কারণ তাঁর প্রাক্তন-সাধন ।  
 অপরাধ বিঘ্ন দ্বারে ছিল আচ্ছাদন ॥  
 নতুবা সাধন বিনা ভাবোদয় নাই ।  
 “প্রাগ্ভবীয়ং সুসাধনং” অর্থে এই পাই ॥  
 পূর্ব সাধনের ফলে বৃত্তাদি হৃদয়ে ।  
 অকারণ ভাবোদয় শ্রীজীব লিখয়ে ॥  
 হঠাদর্থে অকারণ প্রয়োগ এথায় ।  
 ছন্দানুরোধেতে এই কহিনু তোমায় ॥  
 সর্বশক্তিপ্রদ লোকাতীত চমৎকার ।  
 বিপুল যে ভাব হৃদে জাগে অনিবার ॥  
 তাহাতে কারণ শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ ।  
 তোমাতে কহিনু ইহা প্রমাণের সহ ॥  
 জাত ভাব জেনে ছুরাচারতার শ্রায় ।  
 যদি কোন ব্যভিচার দৃষ্ট করা যায় ॥

তথাপি তাহার প্রতি অসূয়া না কর ।

তার হেতু শাস্ত্র এই কহে নিরন্তর ॥

বিষয়েতে অনাসক্তি হেতু সেইজন ।

কৃতার্থ সর্বতোভাবে কহে কবিগণ ॥

দুরাচার অর্থে বহির্দুরাচার হয় ।

টীকায় শ্রীপ্রভু জীব ইহাই লিখয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ভাবোপাত্তাবমায়তি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ ।

আভাসতাক্ষ শনকৈকুর্ন জাতীয়তামপি ।

গাঢ়াসন্ধাং সদায়তি মুমুক্শৌ সূপ্রতিষ্ঠিতে ।

আভাসতামসৌ কিস্বা ভজনীয়েশতাবতাং ।

অতএব কচিতেষু নব্যভক্তেষু দৃশ্যতে ।

ক্ষণমীশ্বরভাবোহরং নৃত্যাদৌ মুক্তিপক্ষগঃ ।

সাধনেক্ষাং বিনাবস্মিন্নকস্মাদ্ভাব ঈক্ষ্যতে ।

বিঘ্নহৃগিত মদ্রোহং প্রাগ্ভবীরং সুসাধনং ।

লোকোত্তর চমৎকারকারকঃ সর্বশক্তিদঃ ।

যঃ প্রথীয়ান্ ভবেদ্ভাবঃ স তু কৃষ্ণপ্রসাদতঃ ।

জনে চেজ্জাতভাবেহপি বৈশুণ্যমিব দৃশ্যতে ।

কার্যাতথাপি নাস্বয়ঃ কৃতার্থঃ সর্বথৈব সঃ ॥ ১৫১ ॥

কৃষ্ণেতে অনন্তচেতা শুদ্ধ ভক্তজন ।

বহির্দুরাচার রত কভু যদি হন ॥

তথাপি হৃদগত ভক্তি প্রভাবে সেজন ।

সর্বদাই অলঙ্কৃত করিষু কীর্তন ॥

তাহাতে দৃষ্টান্ত কলঙ্কিত সুধাকর ।  
 তিমির পুঞ্জের অশেষে রহি নিরস্তুর ॥  
 তিমিরের কাছে কভু পরাভূত নয় ।  
 তৈছে বহির্দুরাচার রত ভক্তচর ॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে ।

৩গবতি চ হরাবনন্যাচেতা

ভূশমলিনোহপি বিবাজতে মনুষ্যঃ ।

ন হি শশ কলুষচ্ছবিঃ কদাচি-

স্তিমিব পরাভবতোমুগৈতি চন্দ্রঃ ॥ ১৫২

শ্রীকৃষ্ণে অনন্যচিত্ত সর্বদা বাঁহাব ।  
 বহির্দুরাচার কিসে ঘটিবে তাঁহার ॥  
 ভক্তির প্রভাবোৎকর্ষ দেখাইতে জনে ।  
 ঐছে শ্লোক নারসিংহে করেন বর্ণনে ॥  
 হরিতে অনন্যভাব আছে যে জনার ।  
 অস্তব্বাহ সম তাঁর কহিলাম সার ॥  
 অস্তব্বাহ সম যাঁর তাঁর দুরাচার ।  
 স্বেচ্ছায় নাহিক ঘটে কহি বার বার ॥  
 ভক্তির প্রভাবোৎকর্ষ বচন দর্শনে ।  
 সর্বদা কহয়ে এই নীচ-মূর্খ জনে ॥  
 ভক্তের পাতক কভু নাহি দুরাচারে ।  
 যাহা ইচ্ছা তাহা ভক্ত পারে করিবাবে :

ভক্ত্যাদির প্রভাবেতে পাতক তাঁহারে ।  
 কদাপি স্পর্শিতে নারে শুনি শাস্ত্র দ্বারে ॥  
 ইত্যাदि প্রকার বাক্য কহে নীচ জনে ।  
 যাহা শুনি বিজ্ঞগণ হাসে সর্ববক্ষণে ॥  
 নিষিদ্ধ আচার যদি দৈবাৎ ঘটয় ।  
 তাহাতে ভক্তের পাপ ভোগ নাহি হয় ॥  
 হৃদয়স্থা ভক্তি তাঁর সেই পাপ নাশে ।  
 শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ এই শ্রীরূপ প্রকাশে ॥  
 পাপ কর আর ভক্তি কর সর্ববক্ষণ ।  
 শাস্ত্রেতে এমন বাক্য না হয় দর্শন ॥  
 ভক্তির দোহাই দিয়া পাপ করে যারা ।  
 নরক যন্ত্রণা বহু ভোগ করে তারা ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 রতির স্বভাব এক করহ শ্রবণ ॥  
 নিরন্তর অভিলাষ বৃদ্ধির কারণ ।  
 রতির স্বভাব উষ্ণ কহে বিজ্ঞগণ ॥  
 প্রবল আনন্দরূপ রতি সর্ববক্ষণ ।  
 উষ্ণতোদগীরণ করে এই ত লিখন ॥  
 কিন্তু কোটি সুধাকর হৈতে ঐছে রতি ।  
 সুস্বাদু হইয়া থাকে কহি তুয়া প্রতি ॥  
 উষ্ণ শব্দে তীব্র এথা উত্তপ্ত না হয় ।  
 কোটি সুধাকর হৈতে তীব্র-স্নিগ্ধময় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

রতিরনিশনিসর্গোষণ প্রবলতরতানন্দপুরকুপৈব ।

উদ্যানমপি বমস্তি সুধাংশু কোটিরপি স্বাদী ॥ ১৫৩ ॥

অশাস্ত স্বভাবা রতি এইত কারণে ।

উষ্ণতা স্বভাবা কহে কোন কোন জনে ॥

কৃষ্ণের সঙ্গম লাগি রতি সর্ববক্ষণ ।

অশাস্ত স্বভাব ভক্তে করায় দর্শন ॥

ইহার মর্ম্মার্থ রতিজ্ঞের বেদ্য হয় ।

অরতিজ্ঞে কোটি কল্পে বুদ্ধিতে নারয় ॥

হেন রতি যার চিন্তে হইল উদয় ।

সেই ধন্য ধন্য লোকে ধন্য স্থনিশ্চয় ॥

সাধন ভাবাদি ভক্তি-তত্ত্ব বিবরণ ।

শ্রীগুরু কৃপায় এই হৈল সমাপন ॥

অত্যন্ত নিগূঢ় ঐছে ভক্তিতত্ত্ব হয় ।

অভিধেয় বলি যারে বিজ্ঞে নিরূপয় ॥

অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি তার তত্ত্ব যেই ।

বুদ্ধিতে সঙ্গম মহাভাগ্যবান সেই ॥

আমি অতি নীচমতি নীচ সঙ্গে বাস ।

নীচ কর্ম্ম রত নীচ ক্রীড়াতে উল্লাস ॥

অভিধেয় তত্ত্ব মোর স্পর্শ যোগ্য নয় ।

তথাপি করিয়ে স্পর্শ দুঃখের বিষয় ॥



কলির মাহাত্ম্য সব বিপরীত হয় । ৭ ।  
 নীচ উচ্চ কথা কহে উচ্চ নীচ কয় ॥ ৮ ॥  
 পণ্ডিত মূর্খের ন্যায় ফিরে ঘরে ঘরে ।  
 মূর্খগণ সুরপ্রায় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে ॥  
 ব্রাহ্মণের প্রভু হয় দাস শূদ্রগণ ।  
 বর্ণ প্রভু বিপ্র করে শূদ্রের সেবন ॥  
 শূদ্র বেদ গুরু আদি ব্রাহ্মণের হয় ।  
 পাত্রাপাত্রা পাত্রপাত্র হয় সুনিশ্চয় ॥  
 কর্ম-জ্ঞান আর ভক্তি এ তিনে আমার ।  
 নাহি দেখি বিন্দুমাত্র আছে অধিকার ॥  
 যতপি শ্রীকৃষ্ণ প্রেষ্ঠ নৃত্য সংসারেতে ।  
 জনম হইল মোর পূর্ব সাধনেতে ॥  
 কর্ম দোষে এবে তাহা গেল ছারে খারে ।  
 প্রভু “সং” সাজিয়া ফিরি সর্ব লোক-দ্বারে ॥  
 লোকে নাহি মানে তবু আপনি মণ্ডল ।  
 তৈছে মোর প্রভুত্বাদি কেবল সম্বল ॥  
 বারাজন প্রভৃতির ভবন গমনে ।  
 আমার নাহিক বাধা কহে মুনিগণে ॥  
 পতিত-পাবন আমি অধম-তারণ ।  
 অতএব সর্ব গৃহে আমার গমন ॥  
 কোন মুনি মোর গতি রোধিবারে নাহে ।  
 পতিত-পাবন আমি সকল সংসারে ॥

ইত্যাদি প্রকার মোর জন্ম অভিমান ।  
 হৃদয়ে কেবল সদা আছে বর্ত্তমান ॥  
 সেই হেতু কস্মদোষ ঘটিল আমার ।  
 তেত্রিঃ নাশ হৈল কস্মাদির অধিকার ॥  
 অতএব অভিধেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যানে ।  
 অধিকার নাহি মোর শাস্ত্রাদি প্রমাণে ॥  
 তথাপি কহিয়ে এই সাহস আমার ।  
 নাহি জানি সাহসের প্রতি বল কার ॥  
 তিনের করুণা বল বিনা বল নাই ।  
 সে বল আমাতে কিছু দেখিতে না পাই ॥  
 তবে কোন্ বলে আমি হঞা বলবান ।  
 অভিধেয় তত্ত্ব রাজে করিনু সন্ধান ॥  
 তিন জন জানে তাহা চোঁঠা নাহি জানে ।  
 অকপটে কহিলাম এই তুয়া স্থানে ॥  
 নবমে সাধন আদি ভক্তি সংকীৰ্ত্তন ।  
 বৈষ্ণবের করু সদা প্রীতি সংবৰ্দ্ধন ॥  
 বিধি নিষেধাদি সব করিয়া বর্জ্জন ।  
 ভাব ভক্তি দ্বারা সেব গোবিন্দ চরণ ॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে ।

নিসেধবিধীসংতাক্ষ্য শ্রীমৎকৃষ্ণপদাশুজং ।  
 ভজরে ভজরে নিত্যং ভাবভক্ত্যা ভবচ্ছিনে ॥ ১৫৪ ॥

দশম মূলেতে কহি প্রেম প্রয়োজন ।  
 যাহা বিনা অবশেষ না হয় দর্শন ॥

শ্রীগুরু, জাহুবী, রাম, শ্রীবংশীবদন ।  
 শ্রীবল্লভ আদি প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥  
 এ সবার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ ।  
 নবম মূলের তত্ত্ব করিষু প্রকাশ ॥  
 প্রভু প্রেমলালানন্দ বর্দ্ধন কারণ ॥  
 নবম মূলের তত্ত্ব কহে অকিঞ্চন ॥  
 পিতামহ প্রেমলাল বাল্যেতে আমায় ।  
 দিতেন স্বেচ্ছাচ্ছিত্ত বলি “ভাই” আয় আয় ॥  
 সেই হেতু এই মূল আনন্দ তাঁহার ।  
 বর্দ্ধন করিবে সদা জানি অনিবার ॥  
 পুত্রাপেক্ষা পৌত্র প্রতি স্নেহ বেশী হয় ॥  
 স্বতঃসিদ্ধ বাক্য এই কহিষু নিশ্চয় ॥  
 সেই স্নেহাসক্ত হঞা প্রভু প্রেমলাল ।  
 নপ্তৃ বাক্যে পরিতুষ্ট হই সর্বকাল ॥  
 অকিঞ্চন এ বিপিন প্রীত্যর্থে তাঁহার ।  
 নবম মূলের তত্ত্ব করিল প্রচার ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি গোস্বামিনা  
 বিরচিতো দশমূলরসে অভিধেয়তত্ত্বে সাধনাদি  
 ভক্তি নিরূপণং নাম নবম মূলং ॥ ৯ ॥

## দশম মূলং ।

গোবিন্দং সচ্চিদানন্দং রাধালিঙ্গিত বিগ্রহং ।  
তং বন্দে প্রেমরূপঞ্চ প্রেমভক্তিপ্রদং হরিং ॥ ১ ॥  
সর্ববিপদভঞ্জনং ভক্তহৃদয়রঞ্জনং ।  
পাষণ্ডমুর্খখণ্ডনং ভজ্য গোকুলমণ্ডনং ॥ ২ ॥

জয় জয় রামকৃষ্ণ সর্ব লোক প্রাণ ।  
রামের জীবন-ধন জনাশ্রয় স্থান ॥  
জয় জয় বিশ্বস্তর শ্রীশচী-নন্দন ।  
শ্রীবংশীবদন প্রাণ ত্রিলোক-তারণ ॥  
জয় জয় নিত্যানন্দ দীন হীন ত্রাতা ।  
বাস বৃন্দাবন প্রিয় মাম প্রেমদাতা ॥  
জয় জয়দ্বৈতাচার্য্য ঐভূ গোপেশ্বর ।  
পার্বতী সীতার পতি শ্রীকৃষ্ণ কিল্লর ॥  
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য অদ্বৈত গোঁসাই ।  
জ্ঞানভক্ত মধ্যে যঁার বিশেষ বড়াই ॥  
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত প্রবর ।  
গৌরাজের প্রিয়োত্তম গোরা অমুচর ।  
জয় জয় বিজরাজ শ্রীবংশীবদন ।  
সর্বদা বদনে যঁার শ্রীগৌর-কীর্তন ॥

জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তগণ ।  
 যাঁহারা করেন গৌর গুণানুবর্ণন ॥  
 জয় রূপ সনাতন শ্রীজীব জীবন ।  
 জয় শ্রীগোপাল ভট্ট ভক্তি বিলোচন ॥  
 জয় ভট্ট রঘুনাথ প্রেমানন্দময় ।  
 জয় রঘুনাথ দাস বৈরাগ্য নিলয় ॥  
 জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর মহাশয় ।  
 গৌরাঙ্গ প্রভুর পাত্র স্বরূপে উদয় ॥  
 জয় রামচন্দ্র জয় শ্রীশচী-নন্দন ।  
 ঠাকুর চৈতন্য স্নত পতিত পাবন ॥  
 বংশী অবতার পুনঃ ঐছে দুই ভাই ।  
 যাঁর পুত্র শ্রীবল্লভ আদি তিন গাই ॥  
 বৈষ্ণবের প্রিয় তিন কাঞ্চনগ্রগণ্য ।  
 যাঁহাদের কার্য্যে লোক করে ধন্য ধন্য ॥  
 ঠাকুর বৈষ্ণব গণে করি নমস্কার ।  
 যাঁদের আশ্রয়ে ভক্তি হয়ত সবার ॥  
 নিক্ষিপ্ত বৈষ্ণবের শ্রীচরণোদক ।  
 পানাস্তে শোধন করি আপন মস্তক ॥  
 বৈষ্ণবের পদরেণু অঙ্গের ভূষণ ।  
 বৈষ্ণবের নাম করি উষায় কীর্ত্তন ॥  
 বৈষ্ণব যেখানে তথা করিয়ে বসতি ।  
 বৈষ্ণব সকল মোর সর্ব্বকাল গতি ॥

বৈষ্ণবের আজ্ঞা লঞা কহি প্রয়োজন ।  
 প্রয়োজন সিদ্ধ যঁারা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ হন ॥  
 দশম মূলেতে প্রেম-প্রয়োজন তব্ব ।  
 ভব সন্নিধানে কহি সহিত মহব্ব ॥  
 নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সান্দ্ৰানন্দময় ।  
 যাহাতে হৃদয় স্নিগ্ধ সম্যক করয় ॥  
 মমতাতিশয় কৃষ্ণে মদীয়তা ভাব ।  
 এইত জানিহ কৃষ্ণ প্রেমের স্বভাব ॥  
 কৃষ্ণে মদীয়তা ভাব গাঢ় যবে হয় ।  
 প্রেম নাম ধরে তবে কহিষু নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

সম্যগ্‌মসৃণিত স্বাস্তো মমত্বাতিশয়াক্তিঃ ।  
 ভাবঃ স এব সান্দ্ৰাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগততে ॥ :

সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় ।  
 রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম কয় ॥  
 চৈতন্যচরিতে কবিরাজ কৃষ্ণদাস ।  
 সুন্দর রূপেতে ইহা করিলা প্রকাশ ॥  
 প্রেমের স্বরূপ নিত্য সান্দ্ৰাত্ম্য হয় ।  
 সান্দ্ৰ শব্দে ঘনীভূত আনন্দ বলয় ॥  
 চিত্ত মসৃণিত আর মমতাতিশয় ।  
 তটস্থ লক্ষণ এই দুই বিজে কয় ॥

মদীয়তা ভাব আর মমতাতিশয়ে ।  
 তটস্থ লক্ষণ কেহ কেহ বা কহয়ে ॥  
 অন্যোতে মমতাশূন্য সর্বদা যাঁহার ।  
 কৃষ্ণেতে মমতা একমাত্র অনিবার ॥  
 প্রেম নাম হয় তার কহিলাম সার ।  
 সেই প্রেমে ভীষ্মোদ্ধব-প্রহ্লাদাদি আর ॥  
 ভক্তি বলি ব্যাখ্যা করে সদা সর্বলক্ষণ ।  
 ভক্তি শব্দে ভাব এথা জীবের লিখন ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।  
 অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।  
 ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্যোতে মমতাশূন্য মমতা যে হয় ।  
 ভীষ্মাদি ভক্তিতে তারে প্রেম-ভক্তি কয় ॥  
 সেই প্রেম ভাবোখাতিপ্রসাদোথ ভেদে ।  
 দ্বিবিধ প্রকার হয় কহে সর্বব বেদে ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।  
 ভক্তিঃ প্রেমোচ্যতে ভীষ্ম মূর্খৈর্হত্র তু সঙ্গতা ।  
 মমতান্য মমত্বেন বর্জিতেত্যত্র যোজন্য ।  
 ভাবোখোহতি প্রসাদোথঃ শ্রীহরিরিতি স দ্বিধা ॥ ৪ ॥

অতি প্রসাদোথ মর্ম্ম শাস্ত্রে এই কয় ।  
 যে প্রসাদ হৈতে ভাব প্রেমরূপ হয় ॥

প্রেমের গাঢ়ত্ব জন্মে প্রসাদাতি হৈতে ।  
 গাঢ়ত্ব জন্মিলে প্রেম হৈল সুনিশ্চিত্তে ॥  
 অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের সর্বদা সেবনে ।  
 পরম উৎকর্ষ ভাব পায় যেইক্ষণে ॥  
 ভাব উৎখ প্রেম তবে জানিহ নিশ্চয় ।  
 সেই ভাব বৈধভাব গোসাঞি লিখয় ॥  
 তথাহি তত্রৈব ।

ভাব এবাস্তরঙ্গানামঙ্গানামমুসেবয়া ।  
 আকৃষ্টঃ পরমোৎকর্ষঃ ভাবোৎখঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৫ ॥  
 বৈধভাব উৎখ প্রেম হয় যেই মত ।  
 তাহা কহি শুন এবে শ্রীমুখ সম্মত ॥  
 সাধন নিয়ম বদ্ধ হঞা সর্বক্ষণ ।  
 জাতামুরাগের সহ স্ব-প্রিয় কীর্তন ॥  
 করিতে করিতে নিরপেক্ষ ভক্তগণে ।  
 দ্রবীভূত চিত্ত হঞা তদ্ভাব শরণে ॥  
 উন্মত্তের ন্যায় সবে কভু হাস্ত করে ।  
 কভু বা রোদন কভু উচ্চ রবাচরে ॥  
 কখন করেন কৃষ্ণ গুণামুকীর্তন ।  
 বৈধভাব উৎখ প্রেম এই নিরূপণ ॥  
 তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

এক ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্যা-  
 জাতামুরাগো দ্রুত চিত্ত-উচ্চৈঃ ।



হস্যাত্মো রোদিতি রৌতি গায়-

ত্বান্মাদবদ্ভ্যতি লোক বাহুঃ ॥ ৬ ॥  
 পুনঃ পুনঃ অতিশয় ক্রন্দন কারণ ।  
 “রৌতীতি” প্রয়োগ এথা করে নারায়ণ ॥  
 ত্রুতের ভাবার্থ বৈদী সম্বন্ধ কারণ ।  
 কৃষ্ণানন্দ হৃদয়েতে এইত লিখন ॥  
 সাধন নিয়ম বদ্ধ শব্দে ত্রুত কয় ।  
 সাধন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত যেই হয় ॥  
 প্রিয় শব্দ ভাবোৎসব জানিবে এখানে ।  
 গমতায়ুক্তত্ব স্বেতি কহি তুয়া স্থানে ॥  
 জাত অনুরাগ এই বাক্যের দ্বারায় ।  
 তদতিশয়িত্ব স্পষ্ট রূপেতে জানায় ॥  
 রাগ অনুগীয ভাব উৎথ যেই হয় ।  
 তোমার নিকটে কহি সেই সমুদয় ॥  
 বর্তমান মন্থস্তরে প্রেমবীর বালা ।  
 বিনষ্ট করিয়া সব প্রপঞ্চের জালা ॥  
 কৃষ্ণপ্রিয় বার্তাদিতে হইয়া স্তম্ভিতা ।  
 ত্র্যক্ষচর্য্যত্রুত পরায়ণা সেই দিখা ॥  
 চন্দ্রকান্তি বরাননা মৃদু-মধুস্মিত ।  
 সর্ববস্তু পুলকেতে করিয়া ভূষিত ॥  
 করিতে করিতে প্রিয় কৃষ্ণগাথা গান ।  
 সেই প্রেষ্ঠ কৃষ্ণমূর্ত্তি করি অনুধ্যান ॥

অন্য জনে নাহি করে পতিছে বরণ ।

তুয়া পাশ পরমার্থ করিমু বর্নন ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ।

ন পতিং কাময়েৎ কঞ্চিদ্রুক্ষচর্য্য স্থিতা সদা ।

তামেব মূর্তিং ধায়ন্তী চন্দ্রকান্তির্বরাননা ।

শ্রীকৃষ্ণ গাথাং গায়ন্তী রোগাঞ্চোদ্বেদলক্ষণা ।

অশ্রিম্নম্বন্তরে সিংগা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়বার্ত্তয়া ॥ ৭ ॥

পূর্বব হইতে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তিতে ।

ভাবজাত ছিল এই কহে টিপ্সনীতে ॥

সেই হেতু কৃষ্ণমূর্তি করে অনুধ্যান ।

“তামেব” ইত্যাদি বাক্য তাহাতে প্রমাণ ॥

অন্য জনে পতি ইচ্ছা কভু নাহি করে ।

প্রগাঢ় মমতা ইথে বুঝহ অস্তুরে ॥

প্রগাঢ় মমতা হেতু প্রেম পরিচয় ।

প্রেম পরিচয় যথা তথা সিদ্ধা কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রসাদোৎ প্রেম যাহা ।

তোমার নিকটে কহি প্রকাশিয়া তাহা ॥

শ্রীহরিরে স্ব-স্ব সঙ্গ দান আদি যেই ।

অতি প্রসাদোৎ প্রেম মনে জেন সেই ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু সেই ব্রজ-গোপীগণ ।

কভু করে নাই কেহ বেদ অধ্যয়ন ॥

কোন রূপ ত্রুত কোন তপস্যাচরণ ।  
কভু করে নাই নিত্য সিদ্ধা গোপীগণ ॥  
সেহ দূরে রহু ভক্ত সঙ্গ করে নাই ।  
কেবল শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ প্রভাবে সবাই ॥  
কৃষ্ণপ্রেম লভি কৃষ্ণ প্রাপ্তি করে সবে ।  
আপনি কহেন হরি স্ব-ভক্ত উদ্ধবে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে ।

তে নাবীত শ্রুতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ ।  
অত্র তা তপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মাপাগতাঃ ॥ ৮ ॥  
অগ্রে সঙ্গদান নিত্যসিদ্ধ গোপীকার ।  
যাহা স্নগোচর হয় রসিক সবার ॥  
অতি প্রসাদোৎথ প্রেম বিবিধ প্রকার ।  
তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত কেবল যে আর ॥  
কেবল শব্দেতে এথা মাধুর্যৈক জ্ঞান ।  
তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত কর অবধান ॥  
তন্মাহাত্ম্য জ্ঞানায়িত সুদৃঢ় নিশ্চয় ।  
সর্ববাধিক স্নেহ কৃষ্ণে সদা যেই হয় ॥  
তাহাকেই ভক্তি কহে মহাজন গণে ।  
যাহা বিনা সাষ্ট্রি আদি না মিলে কখনে ॥

তথাহি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ।

মহাত্ম্য জ্ঞান যুক্তস্ত সুদৃঢ়ঃ সৰ্ব্বতোহধিকঃ ।  
স্নেহোভক্তি রিতি প্রোক্ত স্ত্যাসাষ্ট্র্যাদি নান্যথা ॥ ৯ ॥

কেবলার কথা তবে করহ শ্রবণ ।  
 যে কথা শ্রবণ করে কর্ণ রসায়ন ॥  
 অভিসন্ধিশূন্য প্রেম পরিপ্লুত আর ।  
 শ্রীকৃষ্ণে মনের গতি যেই অনিবার ॥  
 তাহাকেই ভক্তি কহে ভক্ত কবিগণ ।  
 সেই ভক্তি বিষ্ণু বশঙ্করী সর্ববক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মনোগতিরবিচ্ছিন্না হরৌপ্রেমপরিপ্লুতা ।  
 অভিসন্ধি বিনির্মুক্তা ভক্তির্বিষ্ণুবশঙ্করী ॥ ১০ ॥  
 বিধিমার্গ অনুবর্তি ভক্তের অস্তরে ।  
 অতি প্রসাদোৎপন্ন প্রেম যাহা সু-সঞ্চরে ॥  
 তন্মহিমা জ্ঞান যুক্ত সেই প্রেম হয় ।  
 রাগানুগাশ্রিত সবাচার তাহা নয় ॥  
 তাঁহাদের প্রেম প্রায় জানিহ কেবল ।  
 ইহা বুঝিবার লোক অত্যন্ত বিরল ॥  
 প্রায় বলিবার মন্ম জীব এই কহে ।  
 বিধুক্ত ভক্তির কোন অংশ যুক্ত নহে ।  
 বিধুক্ত ভক্তির অংশ যুক্ত যথা হয় ।  
 তথায় কেবল প্রেম হইতে নারয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিকৌ ।

মহিমজ্ঞানযুক্তঃ স্যাৎবিধিমার্গানুসারিণাং ॥  
 রাগানুগাশ্রিতানাঙ্ক প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ ॥ ১১ ॥

প্রেমোদয়ে বহুতর ক্রম শাস্ত্রে কয় ।  
 সে হেতু প্রায়িক ক্রম কহে মহাশয় ॥  
 আদৌ শ্রদ্ধা তারপর সাধুসঙ্গ জানি ।  
 তবেত ভজন ক্রিয়া এইত বাখানি ॥  
 অনর্থ নিবৃত্তি তবে নিষ্ঠা তার পর ।  
 তবে রুচি তার পর আসক্তি অন্তর ॥  
 তবে ভাব, পরিশেষে প্রেমোদয় হয় ।  
 প্রেমাবির্ভাবের এই ক্রম সু-নিশ্চয় ॥  
 এই ক্রম অনুসারে সাধক অন্তরে ।  
 কৃষ্ণ প্রেমোদয় হয় বিজ্ঞে ব্যাখ্যা করে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

'আদৌশ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া ।  
 ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ।  
 অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়ধতি ।  
 সাধকানামগং প্রেয়ঃ প্রোহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ১২ ॥

সাধু সঙ্গে শাস্ত্রবাক্য শ্রবণের দ্বারে ।  
 শ্রদ্ধা উপজায় চিত্তে কহিনু তোমারে ॥  
 শ্রদ্ধা হৈতে হৃদে হয় বিশ্বাস উদয় ।  
 তবে পুনঃ সাধু সঙ্গে সর্ব্ব শ্রেয়ময় ॥  
 ভজনের ক্রম শিক্ষা, ভজন করয় ।  
 তবে নিষ্ঠা চিত্তে আসি বিরাজ করয় ॥

অভিলাষ হয় তবে রুচি যার নাম ।  
 তবেত আসক্তি কৃষ্ণে হয় অবিশ্রাম ॥  
 সেইত আসক্ত্যাখ্যান স্বারসিকী হয় ।  
 টীকায় শ্রীপ্রভু জীব ইহাই লিখয় ॥  
 যাঁহার হৃদয়ে নব প্রেমোদয় হয় ।  
 সেই প্রেম পরিপাটী বিজ্ঞে না বুঝয় ॥  
 প্রেমিকের অন্তর্বাণ্য, ক্রিয়া, মুদ্রা যেই ।  
 অতিশয় সুদুর্গম কহিলাম এই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ধন্যস্যাং নবঃ প্রেমাযস্যোন্মীলতি চেতসি ।  
 অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সূষ্ঠু সুদুর্গমা ॥ ১৩ ॥  
 শ্রীগোবিন্দ ভাবোন্মত্ত সিদ্ধ ভক্তগণ ।  
 নিমগ্ন পরমানন্দে সদা সর্ববক্ষণ ॥  
 সেই হেতু আত্মসুখ দুঃখ নাহি জানে ।  
 মহাদেব কন ইহ পার্বতীর স্থানে ॥

তথাহি পঞ্চরাত্রে ।

ভাবোন্মত্তো হরেঃ কিঞ্চিন্নবেদ সুখমাস্বনঃ ।  
 দুঃখঞ্জেতি মহেশানি পরমানন্দ আপ্নুতঃ ॥ ১৪ ॥  
 সুখ প্রাপ্তি দুঃখ হানি পুরুষার্থ হয় ।  
 শাস্ত্রজ্ঞ সকলে এই করিলা নিশ্চয় ॥  
 ভক্তগণ বাহে সেই সুখ-দুঃখ জানে ।  
 অন্তর তাঁদের সুখ-দুঃখ নাহি মানেন ॥

আনন্দে নিমগ্ন হেতু কৃষ্ণ-ভক্তগণ ।

অস্তুরেতে সুখ-দুঃখ না জানে কখন ॥

কৃষ্ণ লাভালাভে তাঁরা সুখ-দুঃখ জানে ।

তাহা বিনা অন্য সুখ-দুঃখ নাহি জ্ঞানে ॥

প্রেমময় চিত্ত হয় যেই গবাংকার ।

সুখ-দুঃখাদিতে তাঁরা সদা নির্বিকার ॥

স্নেহ, প্রণয়াদি যেই প্রেমের বিলাস ।

সাধক হৃদয়ে তাহা না হয় প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবৎগোপ্যমি প্রভুচরণৈরুচ্চৈঃ ।

প্রেম এব বিলাসদ্ব্যবহরল্যাং সাধকেষপি ।

অত্র ব্লেহাদয়ো ভেদা বিবিচ্য নহি শংসিতা ॥ ১৫ ॥

মৎপিতৃদেবপ্রভুকৃত প্রেমাবলী-প্রেমাপবাদ ।

প্রেম প্রেম প্রেম কহয়ে সকলে ।

প্রেম জানে দুই এক জন ফলে ॥

প্রেম কেহ কভু দেখিতে না পায় ।

ক্রিয়ার দ্বারেতে কিছু বুঝা যায় ॥

প্রেম পরিপাটী বিষম কঠিন :

প্রবীণ সেথায় হয় অপ্রবীণ ॥

প্রেমের ধরম প্রেমের ভবন ।

প্রেমের মরম প্রেমের গঠন ॥

প্রেমের বরণ জানে যেই জন ।

সেইত প্রেমিক ভুবন-পাবন ॥

প্রেম অনুভব,                      অতি অসম্ভব,  
ভাগ্যেতে কাহার হয় ।

প্রাকৃত বিলাসে,                  প্রেম নাহি আশে,  
    প্রেম অপ্রাকৃত ময় ॥

সান্দ্রানন্দ শ্যাম,                      প্রেম অনুপাম,  
প্রকৃতি আধার তায় ।

সেই সে প্রকৃতি,                      সদা অবিকৃত,  
প্রপঞ্চে বিরল প্রায় ॥

প্রাকৃত ক্রীড়ায়,                      প্রেম বলি গায়,  
অতি মৃঢ় জন সেই ।

সান্দ্রানন্দ প্রেম,                      যেন শুদ্ধ হেম,  
নিশ্চয় कहিযু এই ॥

হেন প্রেম ধন,                      লভিল যে জন,  
তাহার চরণে আশ ।

করে যেই জন, . . . সদা সর্বকণ,  
 দীননাথ তার দাস ॥ ১৬ ॥

প্রভু দীননাথ দেব জনক আমার ।

তঁার কৃত প্রেমাবলী ঐছে সুবিস্তার ॥

তুয়া সম্মিধানে তাহা করিষু প্রকাশ।

যাহাতে হইবে তুয়া হৃদয় উল্লাস ॥

রামানন্দ কৃত প্রেম-বিলাস বিবর্ত ।

শ্রবণ করহ যাহা প্রভুর সম্মত ॥



গীতং ।

পাহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল ।  
 অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥  
 না সো রমণ না হাম রমণী ।  
 দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি ॥  
 এ সখি ! সে সব প্রেম কাহিনী ।  
 কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি ॥  
 না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন ।  
 দুহুঁ কো মিলনে মধ্যে পাঁচ বাণ ।  
 অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেলি দূতী ।  
 সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রিতি ॥ ১৭ ॥

রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা প্রেমসাধ্য যেই ।  
 সখী অনুগত যিঁহ লভিবেক সেই ॥  
 সখী অনুগত বিনা অন্যোপায় দ্বারে ।  
 সাধ্য বস্তু কেহ কভু পাইতে না পারে ॥  
 প্রেমের আধার সখী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠা হয় ।  
 প্রকৃত্যবিকৃতি সখী বিনা অন্যে নয় ॥  
 তেঞি মম পিতৃদেব স্বপদ মাঝার ।  
 প্রকৃতি আধার আদি করেন প্রচার ॥  
 রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা প্রেমসাধ্য হয় ।  
 সেই সাধ্য বস্তু, যারে প্রয়োজন কয় ॥

সাধ্য বস্তু বিনা আর নাহি প্রয়োজন ।  
ইহার মরম জানে গৌরভক্ত গণ ॥  
পরম সম্বন্ধ যেই সেই প্রয়োজন ।  
সেই সাধ্যবস্তু, সিদ্ধার্থেতে নিরূপণ ॥

তথাহি প্রাঞ্চঃ ।

সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধসম্বন্ধ শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ততে ।  
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ স প্রয়োজনঃ ॥ ১৮ ॥

পরম সম্বন্ধ যেই প্রেম কহি তারে ।  
অনুভবে বুঝ ইহা না পাবে বিচারে ॥  
প্রেম পরিপাকে স্নেহ-রাগাদি উদয় ।  
স্ব-গ্রন্থে গোসাঞি এই করিলা নির্ণয় ॥  
এবে শুন স্থায়ীভাব যাতে যেই হয় ।  
ভিন্ন ভিন্ন রূপে করি তাহার নির্ণয় ॥  
শাস্ত, দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য, উজ্জ্বল ।  
পঞ্চভক্তে পঞ্চ স্থায়ী ভাব সুনির্মল ॥  
পূর্ব পূর্ব রসগুণ পর পর ভূতে ।  
তৈছে এই পঞ্চগুণ বসয়ে মধুতে ॥  
শাস্তে শাস্তভাব স্থায়ী পরমাত্মা জ্ঞান ।  
সর্বভূতে সমদৃষ্টি মানে ভগবান ।  
দাস্যে দাস্য স্থায়ী ভাব সম্ভ্রম অপার ।  
পিতৃহাদি ভাবাদর এই ব্যবহার ॥

সখ্যে সখ্য স্থায়ী ভাব না করে সম্ভ্রম ।

প্রগাঢ় বিশ্বাসে মানে তুগি আগি সম ॥

বাৎসল্যে বৎসল স্থায়ী, মধুরে প্রিয়তা ।

পক্ষে পক্ষ স্থায়ী এই জানিহ সর্ববথা ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ ।

বিভাবৈবরসুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈ ব্যাভিচারিভিঃ ।

স্বাদ্যত্বং হৃদিতক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ।

এয়া কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসোভবেৎ ॥ ১৯ ॥

বিভাবানুভাব আর সাত্ত্বিক নয়ন ।

ব্যাভিচারিগণ এই বেদ নিরূপণ ॥

এই চারি শ্রবণাদ্যে ভক্ত হৃদয়েতে ।

আবিভূত হয় এই জানিহ মনেতে ॥

স্থায়ীভাবে আগি যবে এ চারি মিলয় ।

কৃষ্ণভক্তি রস হয় জানিহ নিশ্চয় ॥

রতি আশ্বাদমে হেতু বিভাব कहয় ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্ত বিনা অন্যে না ঘটয় ॥

বিভাব দ্বিবিধ আলম্বন, উদ্দীপন ।

তাহার বিশেষ कहি শুন দিয়া মন ॥

সেই আলম্বন হয় দ্বিবিধ প্রকার ।

বিষয়ালম্বনাশ্রয় আলম্বন আর ॥

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।

বিষয়েতে বিভাবিত হয় ভক্তগণ ॥

ভাবযুক্ত যেই সেই আশ্রয়ালম্বন ।  
 এহেতু আশ্রয় আলম্বন ভক্তজন ॥  
 যাতে কৃষ্ণ স্ফূর্তি হয় সেই উদ্দীপন ।  
 শ্রীবংশী-মুরলী-বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণ ॥  
 বসন্ত-কোকিলরব-চন্দ্রাদি দর্শন ।  
 ময়ূর নৃত্যাদি এই হয় উদ্দীপন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তত্র জ্ঞেয়া বিভাবস্ত রত্যাশ্রাদন হেতবঃ ।  
 তে দ্বিধালম্বনা একে তথৈবোদ্দীপনাঃ পরে ॥  
 বিভাব্যতে হি রত্যাশ্রিত যেন বিভাব্যতে ।  
 বিভাবো নাম স দ্বিধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥  
 কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ ।  
 রত্যাশ্রি বিষয়েভ্যে তথাধার তয়াপি চ ॥ ২০ ॥

শ্রীমুরল্যাতির অংশী বংশী শাস্ত্রে কয় ।  
 অতএব উদ্দীপনে বংশী শ্রেষ্ঠ হয় ॥  
 সেই হেতু বংশী চিহ্ন শ্রবণের দ্বারে ।  
 ধারণ করেন ভক্তে কহিনু তোমায়ে ॥  
 অনুভাব কহি যাতে ভাব বোধ হয় ।  
 অলঙ্কার বাচিকাদি বাহ্যে প্রকাশয় ॥  
 নৃত্য, গীত, বিলুঠন, অঙ্গের মোটন ।  
 অত্যাংকট শব্দ আর হৃদ্যার জন্তন ॥

শ্বাসভূমা, হিকা, লোক অপেক্ষা বর্জন ।  
লালাশ্রাব, অট্টহাস আর বিষ্মণ ॥  
ইত্যাদি বিক্রিয়া সব অনুভাবে জানি ।  
হৃদয়ে উদয় ভাব বাহ্যে এই মানি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থ ভাবানামববোধকাঃ ।  
তে বহির্বিক্রিয়া প্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যা ॥  
নৃত্যং বিলুপ্তিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং ।  
হকারো জ্বন্তনং শ্বাসভূমালোকানপেক্ষিতা ।  
লালাশ্রাবোহট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিকাদয়োহপি চ ॥ ২১ ॥

বাহ্যিক বিকার প্রায় অনুভাব যেই ।  
উদ্ভাস্বর নামে খ্যাত কহিলাম সেই ॥  
ইথে যদি তনু-মন করয়ে ক্ষোভিত ।  
সাহিকার্ক তবে সেই জানিহ নিশ্চিত ॥  
প্রারন্ধাপ্রারন্ধ ভক্তি যাহাতে সঞ্চয় ।  
রস আশ্রদনী ভক্তি তাহাতে উদয় ॥  
সাহিকাদি ভাব সব তাতে নিরূপিল ।  
পুনরুক্তি লাগি পুন ইহা না লিখিল ॥  
অবশেষ মাত্র এই করিয়ে বর্ণন ।  
ধূমায়িত আদি ভেদ সাহিক লক্ষণ ॥  
সাহিকার্ক ভাব হয় নিত্য সিন্ধময় ।  
সাধক হৃদয়ে যবে করয়ে উদয় ॥

এক দুই উদয়েতে ধূমায়িত নাম ।  
 ঈষত প্রকটে সুখ সাধ্যে সমাধান ॥  
 দুই তিন উদয়েতে জ্বলিতা আখ্যান ।  
 সুব্যক্ত প্রকটে কৃচ্ছ্র সাধ্যে সমাধান ॥  
 তিন চারি পঞ্চোদয়ে ধরে দীপ্তাখ্যান ।  
 সুব্যক্তাতিশয় যত্নে নহে সমাধান ॥  
 পঞ্চ ষষ্ঠ কিবা সর্বভাবের উদয়ে ।  
 উদ্দীপ্ত বলিয়া খ্যাতি জানিহ নিশ্চয়ে ॥  
 প্রাকট্যাতিশয় যত্নে নহে সমাপন ।  
 এইত কহিনু ভাব উদ্দীপ্ত লক্ষণ ॥  
 প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কৃষ্ণ কিবা আচ্ছাদনে ।  
 যে ভাব উদয়ে চিত্ত করে আক্রমণে ॥  
 সেই সব চিত্ত এই কহে বুধগণ ।  
 তচ্চিত্ত উদ্ভব রতি সাত্বিক লিখন ॥  
 সেইত সাত্বিক হয় ত্রিবিধ আকার ।  
 স্নিগ্ধা, দিগ্ধা, রুক্ষা এই শাস্ত্র অনুসার ॥  
 দ্বিবিধা প্রকার স্নিগ্ধা মুখ্য-গৌণ আর ।  
 তাহার বিশেষ এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 হাস্যাদ্রুত, বীর, দয়া, রোদ্র পঞ্চ এই ।  
 ভয়, বীভৎসক দুই মিলি সপ্ত যেই ॥  
 গৌণরস মধ্যে এই সপ্ত গণ্য হয় ।  
 শাস্ত্রাদি করিয়া পঞ্চ মুখ্য রস কয় ॥

সপ্ত গৌণসহ স্থায়ী ভাব বার হয় ।  
 বিচার করিয়া রূপ স্ব-গ্রন্থে লিখয় ॥  
 পঞ্চরস ব্যাপি স্থায়ী রহে ভক্ত মনে ।  
 সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়া কারণে ॥  
 মুখ্য পঞ্চোৎকর্ষে রতি মুখ্য নাম ধরে ।  
 গৌণ সপ্তোৎকর্ষে গৌণ বুঝহ অন্তরে ॥  
 মুখ্যোৎকর্ষে রতি কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ।  
 কিকিঞ্চ্যবধান যবে গৌণোৎকর্ষ বন্ধ ॥  
 জাত রতি জনে ব্যভিচারি ভাব যেই ।  
 মুখ্য-গৌণাভাবে রতি দিগ্ধা নাম সেই ॥  
 কৃষ্ণের মধুরাশ্চর্য্য বার্তার শ্রবণে ।  
 বিস্ময় উপজে চিত্তে রতিশূন্য জনে ॥  
 বিস্ময় জনিত হয় ভাব চিহ্নগণ ।  
 এইত জানিহ ভাব রক্ষার লক্ষণ ॥  
 সাহিত্যকাষ্ঠ চতুর্বিধ প্রকার নিশ্চয় ।  
 রত্যাভাস-সহাভাস-নিঃসঙ্গা ত্রিতয় ॥  
 প্রতীপ লইয়া চারি শাস্ত্রে এই কয় ।  
 বিস্তার সিদ্ধুর মধ্যে নিক্ষিপ্ত আছয় ॥  
 মুমুক্শু আদিতে ভাব চিহ্ন দেখি যাহা ।  
 আদি ভাব নহে সেই প্রতিবিশ্ব তাহা ॥  
 প্রতিবিশ্ব ভাব কভু স্থায়ীভাব নহে ।  
 ভাবজ্ঞ সুধীরগণ এই কথা কহে ॥

পদং ।

বাহ্যভাব চিহ্নাদির শূন্য লক্ষণ ।

দেখি যদি অজ্ঞজনে, বাহ্য ভাব চিহ্ন গণে,

ভাবচ্ছায়া মাত্রাবলম্বন ॥ ১৭ ॥

হৃদি অস্মসার সম, বাহ্যে স্বচ্ছ আচরণ,

ঐছন পিচ্ছল চিত্ত যার ।

কিন্ম তদভ্যাস পরে, ভাবাভাস চিহ্ন ধরে,

নিঃসহা জানিহ নাম তার ॥

শ্রীকৃষ্ণ নিন্দুকে যদি, ভাবাভাস চিহ্নাবধি,

কভু কালে হয় দরশন ।

সে হয় প্রতীপাখ্যান, কংস আদি পবমান,

ভয়ে কম্প আদির লক্ষণ ॥ ২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়া রতি স্থায়ী ভাবাখ্যান ।

তাতে এক মুখ্য আর গৌণ অভিধান ॥

মুখ্য রতি শুদ্ধ সহ বিশেষ স্বরূপ ।

বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ গৌণ রতি দুই রূপ ॥

অবিরুদ্ধ হাস্যাদ্রুত, বীর, দয়া হয় ।

বিরুদ্ধ সংক্রোধ, ভয়, নিন্দা, গৌণ কয় ॥

মুখ্যার বিভেদ স্বার্থা, পরার্থা নিশ্চয় ।

নিজোৎকৃষ্টে গোণাচ্ছন্ন মুখ্যা নাম হয় ॥

গৌণ বুদ্ধ্যে মুখ্য রতি যবে সঙ্কোচয় ।

গৌণের লক্ষণ তবে শাস্ত্রে নিরূপয় ॥



শুদ্ধা, প্রীতি, সখ্য আর বাৎসল্য, মধুর ।  
 এই পঞ্চ রতি মুখ্য সর্ববয়স পূর ॥  
 সামান্য বিশেষে রতি পাত্র বৈশিষ্ট্যেতে ।  
 ভাসমানা হয় এই বুঝহ মনেতে ॥  
 সূর্য্য প্রতিবিন্দু যৈছে স্ফটিকাদ্যে ভাসে ।  
 পাত্র বৈশিষ্ট্যেতে রতি তৈছে পরকাশে ॥  
 আদ্যা শুদ্ধা রতি হয় ত্রিবিধা প্রকার ।  
 সামান্যা ও স্বচ্ছা, শান্তি কহিনু বিস্তার ॥  
 সামান্যা স্বচ্ছার আগে করিয়ে লক্ষণ ।  
 শাস্তাদি বিশেষ পাছে করিব বর্ণন ॥  
 নাহি যার শাস্ত আদি কোন ভাবাত্ময় ।  
 কোন হেতু তার চিত্তে রতি উপজয় ॥  
 তার বিবরণ কহি শুন মন দিয়া ।  
 মধুপুরে কৃষ্ণসূর্য্য উদয় দেখিয়া ॥  
 অকস্মাত্তদয় রতি সামান্যা হৃদয়ে ।  
 দ্রব করে শিক্ত যেন রবির উদয়ে ॥  
 ত্রিবর্ষ বয়স পূর্ণা বালিকার গণে ।  
 উপজে ঐছন রতি কৃষ্ণ দরশনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কশ্চিৎপ্রিয়মপ্রাপ্তা সাধারণ জনস্যায়া ।

বালিকাদেশে কৃষ্ণে স্যাৎ সা সামান্যা রতিমতাঃ ॥ ২৩ ॥

বালিকা ত্রিবর্ষবয়স্কেহ কেহ কয় ।  
 কেহবা অক্ষত যোনি করেন নিশ্চয় ॥  
 অর্থ ফল এক হয় বুঝহ মনেতে ।  
 অক্ষতযোনির কথা কহে পুরাণেতে ॥

তথাহি শ্রীদেবীপুরাণে ।

কন্যা দেব্যা স্বয়ং প্রোক্তা কন্যারূপা তু শালিনী  
 যাবদক্ষতযোনিঃ স্যাক্তাবদেবী স্মরারিহা ॥ ২৪ ॥

এক রসনিষ্ঠ ভক্ত সঙ্গ নাহি করে ।  
 সামান্য স্বভাব ভক্তি সামান্য আচরে ॥  
 সামান্য ভজন পরিপক্ব যবে হয় ।  
 সাধারণ রতি স্থায়ী ভাবের উদয় ॥  
 এইত কহিল ভাব সামান্য লক্ষণ ।  
 স্বচ্ছ স্বরূপের এবে শুন বিবরণ ॥  
 শাস্ত্র আদি পঞ্চ ভক্তে বিশেষ না করে ।  
 সবার সহিত সঙ্গ সরল অন্তরে ॥  
 সেই সে ভজন পক্ষে পঞ্চবিধা রতি ।  
 তত্তত্তত্ত সঙ্গ যবে যথায় বসতি ॥  
 শাস্ত্র ভক্ত সহ যবে করয়ে মিলন ।  
 শাস্ত্র রসে চিত্ত তবে হয় নিমগন ॥  
 দাস ভক্ত সহ যবে করয়ে বসতি ।  
 দাস্যভাবে তবে মগ্ন হয় তার মতি ॥

সখ্যাদি মধুরে এইমত ব্যবহার ।  
 একনিষ্ঠ চিন্ত কভু না হয় তাহার ॥  
 জীব ব্রহ্মে প্রায় এক সম করি কয় ।  
 মমতা রহিত চিহ্ন শাস্ত্রের নিশ্চয় ॥  
 চতুর্ভূজ ধরে পরংব্রহ্ম নরাকার ।  
 পরমাত্মা রূপে সর্ববভূতেতে বিহার ॥  
 নিরাকার ব্রহ্ম যে স্বরূপ জ্যোতির্ময় ।  
 নরাকৃতি ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মের আশ্রয় ॥  
 এই মত মানে কৃষ্ণে শাস্ত্র ভক্তগণ ।  
 ইত্যাদিক গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ॥  
 শাস্ত্রভক্ত সনক-সনন্দ সনাতন ।  
 সনৎকুমারাদি এই আশ্রয়ালম্বন ॥  
 পর্বত-বনাদি বাসি তপস্বীর সঙ্গ ।  
 সিদ্ধক্ষেত্র আদি তত্ত্ব বিচার প্রসঙ্গ ॥  
 শাস্ত্ররসে এই সব হয় উদ্দীপন ।  
 এবে কহি শুন অনুভাবের লক্ষণ ॥  
 জ্ঞানশাস্ত্রে জ্ঞাত সদা নাসাগ্রে দর্শন ।  
 মমতা রহিত মৌনাবধূত লক্ষণ ॥  
 ভগবদ্বিষয়ে নাহি করে ঘ্বেষ মতি ।  
 তত্ত্বভক্ত প্রতি ভক্তি নাহি করে অতি ॥  
 এ সব জানিহ অনুভাবের লক্ষণ ।  
 অপর কহিয়ে তাহা করহ শ্রবণ ॥

পুলকাশ্চ-রোমাঞ্চাদি-প্রণয় বর্জিত ।  
 শাস্ত্রের সাধ্বিক এই জানিহ বিহিত ॥  
 নির্বেদ মানস, ধৃতি সঞ্চার্যাদি করি ।  
 ভাবগণ যত হেরি শাস্ত্রের ভিতরি ॥  
 শাস্ত্রভক্তে এত আদি গত ব্যভিচার ।  
 রস শাস্ত্রে মতে এই কহিনু বিস্তার ॥  
 শাস্ত্রে শাস্ত্র স্থায়ী পূর্বের করিল বর্ণন ।  
 এবে কহি শুন দাস্য ভাবের লক্ষণ ॥  
 প্রীতি আদি করি যেই কহি রতিত্রয় ।  
 গাঢ় আনুকূল্যে সেই রতি উপজয় ॥  
 মদীয়তা ভাব কৃষ্ণে মমতাতিশয় ।  
 ঐছে ভক্তে ঐছে রতিত্রয় নিবসয় ॥  
 দাস্যে প্রীতি, সখা সখ্যে, বাৎসল্যে বাৎসল্য ।  
 সবার অনন্য কৃষ্ণে কহিনু সাকল্য ॥  
 ঐছে রতিত্রয় পুনঃ পাত্র অনুসারে ।  
 কেবলা, সঙ্কুলা নামে দ্বিবিধ প্রচারে ॥  
 ভাবাস্তুর প্রাপ্ত নহে কেবলার রিতি ।  
 বাৎসল্যাদি শ্রীদামাদি বয়স্য প্রভৃতি ॥  
 ব্রজনাথ আদি করি গুরুবর্গ যত ।  
 কেবলায় সুপ্রসিক্ত জানিহ সতত ॥  
 ভক্তশ্রেণী মধ্যে ঐছে গুরুবর্গ হয় ।  
 শাস্ত্র দৃষ্টে এই মুক্তি কহিনু নিশ্চয় ॥

সঙ্কুলায় দুই তিন ভাবের গগন ।

উদ্ধব-ভীমাদি-মুখরাদি নিকূপণ ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

রতাস্তুরস্য গন্ধেন বর্জিতা কেবলা ভবেৎ ।

ব্রজামুগে বৎসলাদৌ শ্রীদামাদৌ বয়স্যকে ।

গুরৌ চ ব্রজনাথাদৌ ক্রমেণৈব ক্ষুরত্যমৌ ॥

এষাঙ্ঘরৌ স্ত্রয়ানাম্বা সন্দীপতিশ্চ সংকুলা ।

উদ্ধবাদৌ চ ভীমাদৌ মুখরাদৌ ক্রমেণ সা ।

বস্যাধিক্যং ভবেদমত্র স তেন ব্যপদিষ্ঠতে ॥ ২৫

সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ববজ্র-শেখর ।

প্রপন্ন পালক প্রভু সর্বানন্দকর ॥

স্বভক্ত বৎসল সর্বদুঃখ বিনোদন ।

গোকুলবিহারি হরি সবার জীবন ॥

এইমত স্মরে কৃষ্ণে দাস ভক্তগণ ।

ইত্যাদিক গুণে কৃষ্ণ বিদ্যালম্বন ॥

আশ্রয়ালম্বন ইথে চতুর্বিধ হয় ।

অধিকৃতপ্রিতা, পারিষদামুগা কয় ॥

ব্রহ্ম-শঙ্করেন্দ্র-চন্দ্রাদি অধিকৃত ।

ত্রিবিধ প্রকার পুন গণিয়ে আশ্রিত ॥

শরণ সংপ্রাপ্ত-জ্ঞানিচর-সেবা পর ।

ত্রিবিধ আশ্রিত দেখি শাস্ত্রের ভিতর ॥

শরণ সংপ্রাপ্ত প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ ।  
 জ্ঞানীচর শৌনকাদি এই নিরূপণ ॥  
 শৌনকাদি মুনি পূর্বের জ্ঞান পথে ছিল ।  
 কৃষ্ণ কৃপাবলে দাস্যে প্রবিষ্ট হইল ॥  
 চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্বাদয় ।  
 সেবানিষ্ঠ এই সব জানিহ নিশ্চয় ॥  
 ঐশদেব আদি আর দারুক, উদ্ধব ।  
 পার্শদ ভক্ত মध्ये গণি এই সব ॥  
 ব্রজানুগ পয়োদাদি-মধুকণ্ঠ আর ।  
 বক্তক, পত্রক আদি দাস্য ভাব যার ॥  
 ইহা মধ্যে কৃষ্ণে যার যথোচিত ভক্তি ।  
 মাধুর্য্য ভক্ত সেই শাস্ত্রে এই ব্যক্তি ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী বর্গে যুক্তাদর যার ।  
 দাসগণ মধ্যে সেই বীরভক্ত সার ॥  
 কৃষ্ণ কৃপা গর্বে যেই কাঁই না গণয় ।  
 বিবিক্ত বলিয়া তারে রস শাস্ত্রে কয় ॥  
 এসবার কৃষ্ণে প্রীতি সম্ভ্রম মিলিত ।  
 প্রহ্লাদ আদির প্রীতি গৌরব অম্বিত ॥  
 প্রহ্লাদ-সাম্বাদি সবে শ্রীকৃষ্ণের লাল্য ।  
 পুরে পরিবার রূপে সদা প্রতিপাল্য ॥  
 ইহা মধ্যে কেহ নিত্য সিদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ ।  
 কেহ বা সাধক কেহ সাধনেতে সিদ্ধ ॥

দাম্যরসে এই সব আশ্রয়ালম্বন ।  
 শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদাদি হয় উদ্দীপন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদাদি হয় অনুভাব ।  
 স্তুতাদি করিয়া অর্ঘ্য সাঙ্গিক স্বভাব ॥  
 হর্ষাদি করিয়া ইথে সঞ্চারি উদয় ।  
 শাস্ত্র অনুসারে এই করি অনুশয় ॥  
 হৃদয়ে সম্ভ্রম কৃষ্ণে প্রভু জানে মনে ।  
 পিতৃহাদি ভাবাদর স্থায়ির লক্ষণে ॥  
 দাম্য প্রেম-স্নেহ আর রাগ উপজরে ।  
 মন দিয়া শুন তার বিভাব যে হয়ে ॥  
 অধিকৃতাশ্রিতে স্থায়ি প্রেমাবধি কয় ।  
 পারিষদে রতি স্থায়ি স্নেহান্ত বলয় ॥  
 বাগ ব্যক্ত পরীক্ষিত, উদ্ধব, দারুক ।  
 সকলহি স্থায়ি রক্তকাদি ব্রজানুগে ॥  
 পুরেতে প্রচান্নাদির জানিহ ঐছন ।  
 অপর কহিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥  
 যতক্ষণ দেখা নাই ততক্ষণাযোগ ।  
 দর্শন বিচ্ছেদ হৈলে মানয়ে বিয়োগ ॥  
 জাগরে, শয়নে, স্বপ্নে, যাহার বদন ।  
 দরশন করি আশা না হয় পূরণ ॥  
 সে প্রিয় বিরহে সখে ! এ পাপ জীবন ।  
 কত দিন বল আর করিব ধারণ ॥

বিরোগে বিলাপ হয় বিহ্বল অন্তর ।

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল ইথে হইবে গোচর ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ।

অমূন্য ধন্যানি দিনাস্তবাণি হবে তদালোকনমস্তুরেণ ।

অনাথ বন্ধো করুণৈক সিন্ধো হা হস্ত হা হস্ত কথং নয়ামি ॥ ২৬ ॥

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এ রাত্রি দিনে,

এই কাল না যায় কাটন ।

তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,

কৃপা করি দেহ দরশন ॥

উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,

ভাব গতি বুঝন না যায় ।

অদর্শনে পোড়ে মন, কিসে পাব দরশন,

কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায় ॥

“অমূন্য ধন্যানীত্যাচ্চি” বচনার্থ এই ।

কহিলাম কবিবাজ লিখিলেন যেই ॥

অঙ্গতাপ, কৃশ আর সদা জাগরণ ।

অধুতি, জড়িমা, ব্যাধি শূন্য আলম্বন ॥

উন্মাদ, মূর্চ্ছিত, মৃত্যু দশা দশ হয় ॥

সংগ্রাসে গোসাঞি ইহা করেন নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ।

অঙ্গেষু তাপঃ কৃশতা জাগর্যাণ্যম্ব শূন্যতা ।

অধুতি জড়িমা ব্যাধিক্রমাদৌ মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ ॥ ২৭ ॥



বিদগ্ধ শেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 বুদ্ধিমান, সূষ্ঠু বেশ, সদানন্দঘন ॥  
 সর্বগুণ পরিপূর্ণ, সর্ব বিভূষণ ।  
 সর্বরস রত্নাকর, সর্ব জীবন ॥  
 এইমত দেখে কৃষ্ণে সখ্য তত্ত্ব গণ ।  
 ইত্যাদি গুণেতে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ॥  
 চতুর্বিধ হয় ইথে আশ্রয়ালম্বন ।  
 সুহৃৎ, সখা, প্রিয় সখা, প্রিয়-নন্দ গণ ॥  
 কৃষ্ণ হৈতে বয়োধিক হয় যেই যেই ।  
 সুহৃদ বলিয়া গণ্য জানি সেই সেই ॥  
 সুভদ্র, মণ্ডলিভদ্র, বল আদি আর ।  
 কৃষ্ণের সুহৃদ যত শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 কৃষ্ণ হৈতে নূন বয়ঃ যেই যেই হয় ।  
 সখা মধ্যে গণ্য সেই সেই সুনিশ্চয় ॥  
 বৃশাল, বৃষভ, দেবপ্রস্থ আদি আর ।  
 গোবিন্দের সখা এই করিষু প্রচার ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের তুল্য বয়ঃ প্রিয় সখা হয় ।  
 শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম এই কয় ॥  
 প্রেয়সী রহস্যে সহায়তা সদা করে ।  
 শৃঙ্গারের ভাব স্পৃহা প্রিয়নন্দাস্তরে ॥  
 শ্রীমধুমঙ্গল, সুবলার্জুন, উজ্জ্বল ।  
 ঐছে ভাব অধিকারি হয়েন কেবল ॥

ত্রিবিধ কৃষ্ণের বয়ঃ প্রথম কোমার ।  
 দ্বিতীয় পৌগণ্ড পরে কৈশোর প্রচার ॥  
 শৃঙ্গ-বেণু-দল বাদ্য হয় উদ্দীপন ।  
 বিশেষ গোসাঞি এই করে নিরূপণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কোমারং পঞ্চমাদন্তং পৌগণ্ডং দশমাবধিঃ ।  
 কৈশোরমাপঞ্চদশ যৌবনন্ত ততঃপরং ॥ ২৮ ॥

অষ্টমাসাধিক দশ বৎসর পর্য্যন্ত ।  
 কৃষ্ণের প্রকট লীলা ব্রজে গুণবন্ত ॥  
 অতএব তার মধ্যে বিভাগ করিল ।  
 কোমার-পৌগণ্ড আর কৈশোর লিখিল ॥  
 মাস চতুষ্টিয়াধিক বর্ষত্রয় যেই ।  
 কৃষ্ণের কোমার বয়ঃ কহিলাম এই ॥  
 ষড়বর্ষ অষ্টমাস পৌগণ্ড গণন ।  
 দশম বৎসরাবধি কৈশোর লিখন ॥  
 দশবর্ষ শেষ কৈশোরেতে সদা স্থিতি ।  
 সপ্তবর্ষ বৈশাখেতে কৈশোর প্রবৃতি ॥  
 পৌগণ্ডে প্রেয়সী গণ সহিত শ্রীহরি ।  
 রাসাদি বিলাস করে দিবা বিভাবরী ॥  
 রাসাদি বিলাস কিবা হয় চমৎকার ।

নিত্য রাসাদিক লীলা এঁছে কালে হয় ।  
 বহিস্মুখ জনে তবু বুঝিতে নারয় ॥  
 তেঞিও অপ্রাকৃত লীলা প্রাকৃত কহয় ।  
 ছুঃখের বিষয় এই ছুঃখের বিষয় ॥  
 কৃষ্ণের বয়স অনুক্রম অনুসারে ।  
 ব্রজাঙ্গনা সকলের শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥  
 এহেতু রাসাদি লীলা কিবা চিত্রময় ।  
 কি মাধুরী ? কি চাতুরী ? কার বেত্ত হয় ? ॥  
 তাহা মুঞি কিছু নাহি পারি বুঝিবারে ।  
 যে বুঝে তাহার পদে করি নমস্কারে ॥  
 বাল্যযুদ্ধ, ক্রীড়া আদি শয্যাশয়ন ।  
 সখ্য রসে এই অনুভাবের লক্ষণ ॥  
 অশ্রু-পুলকাদি সর্ব সাধিক উদয় ।  
 হর্ষ-গর্ব আদি ব্যভিচারি সঞ্চরয় ॥  
 তুমি আমি সম দৃষ্টি সম্ভ্রম রহিত ।  
 সখে স্থায়ীভাব এই জানিহ নিশ্চিত ॥  
 প্রেমা, স্নেহ, প্রীতি, রাগ, সখ্য রস যেই ।  
 সেই পঞ্চোদয় সখে কহিলাম এই ॥  
 ভীমসেনাভ্রুজ আর দ্রুপদ কুমারী ।  
 শ্রীসুদামা বিপ্র আদি অন্যত্র বিচারি ॥  
 অত্রাপি বিয়োগে দশদশা পূর্ব মত ।

বাৎসল্য রসের কথা করহ শ্রবণ ।  
 বাৎসল্য রসের ভক্তানন্দ বিবৰ্দ্ধন ॥  
 কোমলাঙ্গ, সুবিনয়ী, সর্ব সুলক্ষণ ।  
 এই মত গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ॥  
 কৃষ্ণে অনুগ্রহ ভাব মাতা পিতা আদি ।  
 নন্দোপনন্দাদি তাঁহা সবার পত্ন্যাদি ॥  
 অন্যত্র দেবকী, কুন্তী, বসুদেবাদয় ।  
 আশ্রয়ালম্বন এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 স্মিত-জল্লিতাদি বাল্য চেষ্টা উদ্দীপন ।  
 অপর कहিয়ে তাহা শুন দিয়া মন ॥  
 শিরাত্রাণ, আশীর্ব্বাদ, লালন-পালন ।  
 এসব জানিহ অনুভাবের লক্ষণ ॥  
 স্তম্ভ-স্নেহ আদি অষ্ট সাংখ্যিক উদয় ।  
 স্তনস্রাব সহ বাৎসল্যোতে গ্রহ হয় ॥  
 হর্ষ-শঙ্কা আদি সঞ্চরয়ে ব্যভিচার ।  
 বাৎসল্যে বাৎসল্য রতি স্থায়ীভাব সার ॥  
 প্রিয়তা লক্ষণ এবের কর অবধান ।  
 রসিক ভক্তের বাতে হরে মন প্রাণ ॥  
 রূপ-প্রেম-লীলা-বংশী মাধুর্য্যের সিন্ধু ।  
 অঙ্গ-ভব নাহি পায় যার এক বিন্দু ॥  
 ঐশী, পারমেশী লীলা শ্রীকৃষ্ণের যত ।  
 চারুভাবের নবলীলা শ্রীকৃষ্ণের যত ॥

ঐশী-পারমৈশী ভাব মানবী লীলায় ।

সংগোপন রাখে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছায় ॥

স-চিচ্ছক্তি যোগমায়া করিয়া আশ্রয় ।

নরলীলা করে ব্রজে শ্রীনন্দ-তনয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে

শ্রীকৃষ্ণস্য রূপ নিক্রপণং ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা

নর বপু তাহার স্বরূপ ।

গোপ বেশ বেণু কর, নব বৈশোর নটবর,

নর লীলার হয় অনুরূপ ॥

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ! ।

যে রূপের এক কণ, ডুবায় যে ত্রিভুবন,

সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ প্রঃ ॥ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রময় স্বরূপ বর্ণন ।

শ্রবণ করহ মন-প্রাণ রসায়ন ॥

কাম গায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণ স্বরূপ,

সার্ক চব্বিশ অক্ষর তার হয় ।

সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণ করি উদয়,

ত্রিজগত কৈল কাম ময় ॥

সখি হে ! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ রাজ ।

কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,

কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্য সিন্ধু,                      মুখ স্তমধুর ইন্দু,  
অতি মধুস্মিত সুকিরণ ।  
এ তিনে লাগিল মন,                      লোভে করে আস্বাদন,  
শ্লোক পড়ে স্বহস্ত চালন ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ।

মধুৰং মধুৰং বপুৰস্য বিভো মধুৰং মধুরং বদনং মধুরং ।  
মধুগন্ধি মৃহস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ২৯ ॥

মধু মধু মধু মন্ত্রে কার্য্য সমাধান ।  
মধু মধু মধু তেঞি কহে যজমান ॥  
কৃষ্ণ রূপ আদি যজ্ঞে শ্রীশচী-নন্দন ।  
যজমান এই শাস্ত্রে হয় দরশন ॥  
পুরোহিত গদাধর পণ্ডিত ঠাকুর ।  
পূর্ব্বভাবে হাসি মন্ত্র বলান মধুর ॥  
যজ্ঞ বেদী প্রভু নিত্যানন্দ পূর্ব্ব মতে ।  
যজ্ঞোপকরণ রূপ কহে শাস্ত্র মতে ॥  
যজ্ঞের সস্তার করে শ্রীবংশী বদন ।  
সহযোগী শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ॥  
বেদ বক্তা শ্রীমদ্বৈত আচার্য্য ঠাকুর ।  
জ্ঞানভক্ত মধ্যে যার মহিমা প্রচুর ॥  
যজমান হঞা প্রভু স্বয়ং শ্রীগোরাঙ্গ ।  
যজ্ঞপূর্ণ করে নিত্য বিধিমত সঙ্গ ॥

কৃষ্ণ রূপ যজ্ঞে কৃষ্ণ রূপ মধু মন্ত্র ।  
 শ্রুত্যাদি সকলে কহে হইয়া স্ততন্ত্র ॥  
 শ্রুত্যাদ্যানুবর্তি প্রভু গৌরাজ্ঞ ঠাকুর ।  
 মধুর মধুর কহে মধুর মধুর ॥  
 সনাতন কাছে সেই মন্ত্রার্থ করয় ।  
 শুনিয়া লিখয়ে কবিরাজ মহাশয় ॥

যথা রাগঃ ।

সনাতন ! কৃষ্ণ মাধুর্য্য অমৃতের সিদ্ধি ।  
 মোর মন সন্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,  
 দুর্দৈব বৈষ্ণ না দেয় একবিন্দু ॥ ধ্রুঃ ॥ ইত্যাদি  
 মধুর মন্ত্রার্থ করি গোবা রস বীর ।  
 সেই সঙ্গে বর্ণে গুণ যজ্ঞ সম্ভারীর ॥  
 যজ্ঞের সম্ভারী বংশী এই লাগি তাঁয় ।  
 নিজ শ্রীবদনে রাখি স্মৃতে শ্যাম রায় ॥  
 শ্রীবংশীবদন ছিদ্রে লাগায়ে অধর ।  
 বংশাধারে যজ্ঞ মন্ত্র গায় স্ননাগর ॥  
 সেই মহা যজ্ঞ গল্পে বংশী গীত কয় ।  
 “বংশী গীতি প্রকাশী শ্রীবংশী” তেঞি হয় ॥  
 রূপ-প্রেম আদি যজ্ঞ শ্রীবংশীর দ্বারে ।  
 সাধন করেন কৃষ্ণ কহিনু তোমারে ॥  
 বংশীর আশ্রয় বিনা যজ্ঞ নাহি হয় ।  
 সেই হেতু কৃষ্ণ লন বংশীর আশ্রয় ॥

প্রেম প্রেহেলিকা তবে করহ শ্রবণ ।

যাহাতে ভাবুক চিত্ত করয়ে রঞ্জন ॥

চিত্র পদং ।

বাজল গোকুলে প্রেমের বেণু ।

ধাওল ভকত মানস ধেনু ॥

প্রকৃতি বিকৃতি হইয়া রঞ্জে ।

মিলল রসিক ভকত সঙ্গে ॥

রসিক ভকত প্রকৃতি সাজে ।

প্রকৃতি মণ্ডলে অধিক রাজে ॥

প্রকৃতি পুরুষ পৃথক জ্ঞানে ।

বাঁশীর শব্দ বধল প্রাণে ॥

মদন বেদন পাইয়া মনে ।

গোকুল ছাড়িয়া হতাশ গণে ॥

ধরম করম গোকুল ছাড়ি ।

বিধি রাজ্যে যাঞা করয়ে জারি ॥

জ্ঞান মনে অতি পাইয়া ভয় ।

কাশীধামে যাঞা শরণ লয় ॥

বৈরাগ্য মনের বিরাগ-লাজে ।

গোকুল ছাড়ল ভিখারী সাজে ॥

প্রেম বাঁশী রব শুনিল যারা ।

পূরবের ভাব ছাড়িল তারা ॥



যে মদন তনু হীন,                  পরজোহে পরবীণ,  
পাঁচবাণ সন্ধে অনুক্ষণ ।

অবলার এ শরীরে,                      বিস্মি কৈল জর জরে,  
 দুঃখ দেয় না লয় জীবন ॥

অন্যের যে দুঃখ মনে,      অন্য তাহা নাহি জানে,  
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ।

অনা জন কাঁহা লিখি, না জানয়ে প্রাণসখী,  
যাতে কহে ধৈর্য্য কবিবার ॥

কৃষ্ণ কৃপা পারাবার,      কভু করিবেন অঙ্গীকার,  
সখি ! তোর এ ব্যর্থ বচন ।

জীবের জীবন চঞ্চল,            যেন পদ্মপত্রের জল,  
ততদিন জীবে কোন জন ॥

শত বৎসর পর্যান্ত,            জীবের জীবন অন্ত,  
এই বাক্য কহ না বিচারি ।

নারীর যৌবন ধন,      যাতে কৃষ্ণ কবে মন,  
সে যৌবন দিন দুই চারি ॥

অগ্নি যৈছে নিজ ধাম,            দেখাইয়া অবিরাম,  
পতঙ্গীরে আকমিয়া মারে ।

কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ,                      দেখাইয়া হরে মন,  
পাছে দুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥

এতেক বিলাপ করি,      বিষাদে শ্রীগৌরহরি,  
উঘারিয়া দুঃখের কপাট ।

ভাবের তরঙ্গ-বলে,            নানা রূপে মন চলে,  
আর এক শ্লোক কৈল পাঠি ॥ ৩২ ॥

সেই শ্লোক অর্থ এথা নহে প্রয়োজন ।

প্রয়োজন যাহা তাহা করহ শ্রবণ ॥

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম,            যেন জাম্বুনদ হেম,  
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয় ।

যদি হয় তার যোগ,            না হয় তবে বিয়োগ,  
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥

এত কহি শচীসুত,            শ্লোক পড়ে অদভুত,  
শুনে দুহেঁ একমন হঞা ।

আপন হৃদয় কায,            কহিতে বাসিয়ে লাজ,  
তবু কহি লাজ বীজ খাঞা ॥ ৩৩ ॥

তথাহি পীড়লে ।

কই অবর হিদং পেন্নং নহি হোই মানুসে লোএ ।

জই হোইক্স বিরহৌ বিরহে হোস্তুন্নি কো জীঅই ॥ ৩৪ ॥

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ,            কপট প্রেমের গন্ধ,  
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায় ।

তবে যে করি ক্রন্দন,            স্ব-সৌভাগ্য প্রক্ষালন,  
করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥

যাতে বংশীধ্বনি সুখ,            না দেখি সে চাঁদমুখ,  
যত্বপি সে নাহি আলম্বন ।

নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,  
প্রাণ কীটের করিয়ে ধারণ ॥

কৃষ্ণ-প্রেম স্নানির্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,  
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু ।

নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অণু দাগে,  
শুদ্ধ বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥

শুদ্ধ-প্রেম স্নানসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,  
সেই বিন্দু জগত ডুবায় ।

কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কয়,  
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥

এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,  
নিজ ভাব করেন বিদিত ।

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,  
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্বৃত চরিত ॥

এই প্রেমা আশ্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ,  
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন ।

সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,  
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ৩৫ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ।

ন প্রেম গঙ্গোহস্তি দর্যাপি মে হবৌ ।

ক্রন্দামি সৌভাগ্য ভরং প্রকাশিতুং ॥

বংশী বিলাসানন লোকনং বিনা ।

বিভান্ধি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিদগ্ধমাধবে চ ।

পীড়াভিনব কালকূট কটুতা গর্কশ্চ নিক্কাসনো ।  
 নিঃস্যান্দেন মুদাং সূধা মধুরিমাহকার সঙ্কোচনঃ ।  
 প্রেমা স্নন্দরি নন্দনন্দন পরো জাগর্ভি যস্তান্তরে ॥  
 ক্ষায়ন্তে ক্ষুটমশ্ববক্র মধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

প্রেমের স্বভাব আদি এইত कहিনু ।  
 গুরুপাদ সন্নিধানে যাহাই শুনিবু ॥  
 লীলার ধর্ম্মাদি कहি কর অবধান ।  
 যাহাতে স্মৃশ্লিষ্ট হয় ভক্ত তনু প্রাণ ॥

পদং ।

কৃষ্ণলীলা কি মনমোহিণী ।  
 গোকুলে গোপাল রঞ্জে, গোপ শিশুগণ সঞ্জে,  
 সর্ববজন আনন্দ-বর্দ্ধিনী ॥ ক্রঃ ॥  
 রিঙ্গণ ক্রীড়ার ছলে, • গো-পুচ্ছাক্ষণ নলে,  
 যাহা দেখি হাসে গোপীগণে ।  
 কভু অহি পুচ্ছ ধরে, কভু বা কর্দমে পড়ে,  
 কভু ধূলী করয়ে ভক্ষণে ॥  
 কভু জল ধারে বার, কভু আগি দেখি ধায়,  
 কভু ধাএগ কণ্টকে পড়য় ।  
 মাংস গেলে ধরিবারে, ছঁ-ছঁ রবে একাধারে,  
 নাগ প্রায় গমন করয় ॥

দেখিবারে নিজ মায়,            কভু পাছুদিকে চায়,  
মুহু মধু হাসিয়া হাসিয়া ।

এই রূপে শিশুলীলা,            ব্রজে বহু প্রকাশিলা,  
শিশু নাট্য আনায় পাতিয়া ॥

কত মন মৃগ তায়,            পরি সব পাসরাষ  
আনায়েৰ জড়নে জড়িয়া ।

যেই বিধি সে আনায়,            বপন করিল তায়,  
নতি করি ভূমেতে পড়িয়া ॥

তবে কালে শ্যাম রায়,            মুহু মুহু মুহু ধায়,  
রাম বামে করি অবস্থান ।

কভু রাম স্কন্ধোপরি,            মুহু ভুজাপণ কবি,  
অর্জুনের তলে অধিষ্ঠান ॥

কখন বা রাম হবি,            কবি স্কন্ধ ধবান্বিত,  
সখাগণ সঙ্গে সরণিতে ।

ভ্রমণ করেন স্তখে,            হেবি যত দেবমুখে  
ভাবে ধন্য গোকুল ক্ষিতিতে ॥

ধন্য ! গোপ গোপীগণ,            ধন্য ! ধন্য ! মহাবন-  
ধন্য ! নন্দ গোপ সবেপারি ।

গোপী যশোমতি ধন্যা,            নারীকুল অগ্রগণ্যা,  
যার স্তন্য পিয়ে স্বয়ং হরি ॥

গুপ্তে রহি দেবগণ,            হেন মতে বহুক্ষণ-  
ব্রজাদির ভাগ্য বরণিয়া ।

রাম-কানু হেরি নিতি, হারায়ে বেদের স্মৃতি,  
নিজ লোকে যায়েন চলিয়া ॥

রাম-শ্যাম চংক্রমণ, হেরিয়া বল্লবী গণ,  
পরস্পর কহয়ে সকলে ।

শ্যাম স্মৃত পাই যদি, তবে সবে নিরবধি,  
রাখি এই হৃদয় কমলে ॥

স্তুত দিয়া চাঁদমুখে, ঘুচাই সকল দুঃখে,  
নারী জন্ম ধন্য হয় তবে ।

কেহ কহে স্তন সার, হেন ভাগ্য মো'সবার,  
কিবা পুণ্যে বল দেখি হবে ॥

কহিতে কহিতে হেন, শ্যোন প্রায় সবে যেন,  
কৃষ্ণ মীনে হরিবারে চায় ।

কেহ করতালি দিয়া, কেহ গাল বাজাইয়া,  
মন সাধে দুয়েরে নাচায় ॥

কেহ তা তা থৈয়া তালে, বাজাইয়া করতালে,  
কহে কানু নাচ হেরি মোরা ।

এইরূপে নিতি নিতি, গোপীগণ হঞা প্রীতি,  
গোপালে নাচায় হঞা ভোরা ॥

যার নাচে বিশ্ব নাচে, সে নাচে গোপীর কাছে,  
কি আশ্চর্য্য নরলীলা হয় ।

ধন্য ! ধন্য ! গোপীগণ, ধন্য ! ব্রজবাসী জন,  
ধন্য ! ব্রজ কৃষ্ণপ্রেম ময় ॥

কাল প্রাপ্তে তবে হরি,      সখাগণ সঙ্গে করি,  
গোচারণ করিবারে যায় ।

মস্তকে মোহন চূড়া,      জনমুগ্ধ শক্তি পূরা,  
তন্মিমে অলকা শোভা পায় ॥

মকর কুণ্ডল কাণে,      বংশী শোভে শ্রীবয়ানে,  
নাসায় তিলক মনোহর ।

ললাটে অষ্টমী ইন্দু,      তাহাতে চন্দন বিন্দু,  
শ্রেণীরূপে শোভে নিরন্তর ॥

তুই গণ্ড সূচিক্ৰণ,      জিনি মণি স্তদর্পণ,  
তাহে বাঁকা যুগল নয়ন ।

যোড়-ব্র মদন চাপে,      যা দেখি মদন তাপে,  
ব্রজ ছাড়ি করে পলায়ন ॥

গলে বনমালা সাজে,      মাঝে মুক্তামালা রাজে,  
কণ্ঠে চিক চন্দ্রশ্রেণী শোভে ।

তার নিম্নে নিকাবলী,      যাহা দেখি মত্ত অলি,  
পদ্ম ভ্রমে উড়ে পরে লোভে ॥

মণির বলয় করে,      তদঙ্গদ বাহুপরে:  
স্বচ্ছ পীত ধড়া পরিধান ।

কটিদেশে কাঞ্চি সাজে,      তন্মিমে যুগ্মর বাজে.  
পদে পাদাঙ্গদ অনুপাম ॥

হেমশৃঙ্গ বাম করে,      দক্ষিণে পাঁচনী ধরে,  
প্রিয় বংশী কটিতে বান্ধয় ।

চরণ কমলোপর, চিত্র পদ্ম মনোহর,

যাহে ভক্ত মনমুগ্ধ হয় ॥

হেন গোষ্ঠ বেষে হরি, সখাগণ সঙ্গে করি,

মাঝে রহি করেন গমন ।

পীতমণি সখাগণ, কৃষ্ণ সুনীল রতন,

মধ্যে শোভা হয় বিলক্ষণ ॥

সেই শোভা বর্ণিবারে, কেবা দক্ষ হৈতে পারে,

তাহা মোর বুদ্ধি অগোচর ।

গোষ্ঠনীলা ইচ্ছা করি, হেন রূপ নিতি ধরি,

গোষ্ঠে যায় শ্রীশ্যামসুন্দর ॥

গোষ্ঠে সখাবৃন্দ সনে, নানা রস উদ্দীপনে,

নানা ক্রীড়া করে গোষ্ঠ সূর ।

কখন গেণ্ডুক লঞা, কভু মেঘাকৃতি হঞা,

কখন বা সাজিয়া ময়ূর ॥

কখন দর্দুর প্রায়, কখন মর্কট ন্যায়,

ক্রীড়া করে সখাগণ সঙ্গে ।

কভু বস্ত্রে মুখ ঢাকি, কভু কোন পণ রাখি,

কর মুষ্টি ক্রীড়া করে সঙ্গে ॥

কভু ধূলী বন্ধ করি, শর্করা তাহাতে ধরি,

কর যুগ চাপি ক্রীড়া করে ।

কভু কাক পক্ষ প্রায়, কভু কোকিলের প্রায়,

কভু শুক সম রবাচরে ॥



কভু লাফালাফি করে,      কভু বা বৃক্ষেতে চড়ে,  
কভু বৃক্ষ হৈতে ভূমে পড়ে ।

কভু জলে সম্ভরণ,      কভু গিরি আরোহণ,  
কভু গুপ্তে রহে বনাস্তরে ॥

কভু রাজ নাট্যে হরি,      বসিয়া প্রস্তরোপরি,  
সখাগণে রাজ আজ্ঞা করে ।

কভু দৌড়াদৌড়ি করে,      কভু কাব স্কন্ধে চড়ে.  
কভু কাঁহো নিজ স্কন্ধে ধরে ॥

কভু হঞা দুই দল,      করি কোন পণ ছল,  
ভাণ্ডীর নিকটে রাম শ্যাম ।

করয়ে অদ্ভুত খেলা,      যেন সখ্য রসমেলা,  
সর্ব আঁখি মন অভিরাম ॥

স্ব-স্ব পণ সত্যবন্ধে,      যে হারে সে করে স্কন্ধে,  
ঠাকুরালী বুদ্ধি তাতে নাই ।

পরস্পর সমজ্ঞান,      পরস্পর সম প্রাণ,  
এক ভাব ধরেন সবাই ॥

এইমত অনুদিন,      গোষ্ঠ রস পরবীণ,  
বলরাম কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ।

গোষ্ঠক্ৰীড়া করে রঙ্গে,      শ্রীদামাদি প্রিয় সঙ্গে,  
দেখি মুগ্ধ হয় দেবগণে ॥

গোষ্ঠক্ৰীড়া হয় যত,      কে বর্ণিতে পারে তত,  
অনন্ত হইল ক্রান্ত তায় ।

তাহা মুনি ঋষিগণ,                      কি করিবে বরণন,  
সরস্বতী যাহে মোহ পায় ॥

একদিন সখা সঙ্গে,                      যমুনা পুলিনে রঙ্গে,  
ভোজন বিলাস করে শ্যাম ।

চক্র সম সখাচয়,                      শ্রীকৃষ্ণে ঘেরি বৈঠয়,  
মাঝে শ্যাম শোভে অনুপাম ॥

স্বর্ণ পদ্মদল হেন,                      শোভে সখাগণ যেন,  
কর্ণিকার লীনমণি হরি ।

এই হেতু সখাগণে,                      সবে করে দরশনে,  
তন্মুখে স্বমুখ এক করি ॥

তবে সবে স্ব-স্বোচ্ছিষ্ট,                      ফল আদি যাহা মিষ্ট,  
তাহা দেয় শ্রীকৃষ্ণ-বদনে ।

দেখি এ ভোজন লীলা,                      ব্রজা অতি মুগ্ধ হৈলা,  
ভাবে মনে কি দেখি নয়নে ॥

পূর্ণ ব্রজ বেদ সার,                      'এ হেন ভোজন তাঁর,  
কি ভাব এ বুঝিতে না পারি ।

ইহা ভাবি তপোধন,                      বিচারিয়া বহুক্ষণ,  
মোহাচ্ছন্ন হইলেন ভারি ॥

ব্রজ ভাব হয় যাহা,                      কৃপা বিনা কেহ তাহা,  
কোটি কল্পে বুঝিতে নারয় ।

অন্য কথা বহু দূরে,                      স্বয়ং রাম ব্রজপুরে,  
যার ভাবে বিমোহিত হয় ॥

হেন মতে গোষ্ঠ করি,      বেলি অবসানে হরি,  
 ব্রজরঞ্জে হঞা বিভূষিত ।

গো-পাল অগ্রেতে লঞা,      গোষ্ঠরসে মগ্ন হঞা,  
 গাইতে গাইতে সুললিত ॥

শ্রীদামাদি সখা সনে,      প্রবেশেন বৃন্দাবনে,  
 বংশী রব করিতে করিতে ।

দ্বারেতে দাঁড়ায়ে তদা,      হরিপ্রিয়া আনন্দদা,  
 গোপীগণ গোবিন্দ দেখিতে ॥

নয়ন ভঙ্গিতে শ্যাম,      তা'সবার হৃদে কাম,  
 শুদ্ধভাবে করিয়া অর্পণ ।

প্রবেশে আপন বাসে,      করি বৃন্দাবনোন্নাসে,  
 দেখি মাতা আনন্দে মগন ॥

যশোদা রোহিণী তবে,      আয় বাপ ! আয় রবে,  
 মুঞ্জনী লইয়া বেগে ধায় ।

পাঞা শ্বেত নীলমণি,      ভাগ্যবতী শিরোমণি,  
 দুয়ে সূত শ্রীঅঙ্গ মুছায় ॥

অঙ্গ মুঞ্জনাদি করি,      নানা ভক্ষ্য খালি ভরি,  
 ভোকি বারে দেন রাম-শ্যামে ।

তবে বাই শয্যোপরে,      ছু ভাই শয়ন করে,  
 দাসী সেবে পদানন্দ ধামে ॥

পরে একদিন কৃষ্ণ,      হইয়া করুণাকৃষ্ণ,  
 গোষ্ঠচ্ছলে যমুনা য়াঞা ।

কাত্যায়নীব্রত পরা, যতেক কুমারী বরা,

তা-সবার বস্ত্র হরি ধাঞা ॥

উঠিয়া কদম্বোপরে, মৃদু-মধু হাস্ত করে,

তাহা হেরি কুমারিকাগণ ।

জলে রহি অধোমুখে, হাস্ত করি মনস্থখে,

বলে দাও মোদের বসন ॥

বস্ত্র দিলে তোমা হব, নতুবা রাজারে কব,

শীতে মরি দাও হে নাগর ! ।

তা-সবার শুদ্ধগতি, দরশনে শ্রী শ্রীপতি,

তুষ্ট হঞা করেন উত্তর ॥

তীরে উঠি লহ বাস, পূর্ণ হবে মন-আশ,

নহিলে হইবে ব্রতভঙ্গ ।

যদি মোর বোল ধর, সূর্য্যো নমি বাস পর,

হেনমতে করে হরি রঙ্গ ॥

কৃষ্ণের মধুর বাণী, শুনি সবে ছাড়ে পানী,

করে করি যোনি আচ্ছাদন ।

তাহা দরশন করি, নর্মবাক্যে কন হরি,

শিরে সবে করি করার্পণ ॥

সূর্য্যদেবে কর নতি, তবে তোমাদের প্রতি,

প্রসন্ন হইবে সেই জন ।

সঙ্কেত আশ্বাস-বাণী, সত্য দৃঢ় করি মানি,

আনন্দেতে হইয়া মগন ॥

প্রিয় বাক্য অনুসারে, সূর্য্যে করে নমস্কারে,  
তবে শ্যাম লাজ আচ্ছাদন ।

সবাঁকারে করে দান, সবে করে পরিধান,  
তবে সবে করি সস্তাষণ ॥

কহেন গোকুলচাঁদ, কেমন এ রঙ্গফাঁদ,  
পতিয়া ধরিনু তোমা সবে ।

এখন কহিয়ে যাহা, সকলে শুনহ তাহা,  
যাহাতে সবার সুখ হবে ॥

আগামিনী এই রাত্রে, সবে মোর আনন্দার্থে  
মোর সঙ্গে করিবে বিলাস ।

ভ্রত সিদ্ধ হইয়াছে, কহিলাম সবা কাছে,  
এবে সবে যাহ স্ব-স্ব বাস ॥

হেনমতে গোষ্ঠীছলে, যাইয়া কদম্ব-তলে,  
লীলা করে বসন-হরণ ।

কভু কুঞ্জে স্তন্দোলন, কভু দোল বিহরণ,  
কভু দান লীলার সাধন ॥

কভু নিধুবনে শ্যাগ, নিধুবন অবিশ্রাম,  
অশ্বলিত ভাবেতে করয় ।

প্রিয়া গোপীগণ সঙ্গে, হেনমতে নানা রঙ্গে,  
নানা মত বিলাস সাধয় ॥

অপ্রাকৃত লীলা তাহা, মন্থথের গতি যাঁহা,  
অবরুদ্ধ সকল প্রকারে ।

অপ্রাকৃত নরলীলা,      ব্রজে কৃষ্ণ প্রকাশিলা,

দেখ তাহা শ্রীরাস-বিহারে ॥

শ্রীরাস বিহার যেই,      অপ্রাকৃত ক্রীড়া সেই,

যাহে কন্দর্পের দর্প নাশ ।

যোগমায়াশ্রয় করি,      সর্ব আত্মারাম হরি,

রাকাচন্দ্রে করিলেন রাস ॥

শারদীয় রাত্রে হরি,      বনে বংশীধ্বনি করি,

আকর্ষিয়া বল্লবী সকলে ।

শ্যাম শুচি রস বন্ধে,      ক্রীড়া করে নানাছন্দে,

প্রিয়াগণে করিয়া কবলে ॥

নৃত্য-গান-প্রহেলিকা,      সর্ব চিত্ত রসালিকা,

পরস্পর করে আরম্ভন ।

প্রিয়া বক্ষঃস্থল হরি,      স্নুখে আলভন করি,

মুখশশি করেন চুম্বন ॥

ধরি কোন গোপীকারে,      ভাসিয়ানন্দ পাথারে,

করে কৃষ্ণ প্রেম-আলিঙ্গন ।

এই মতে ভগবান,      রাসলীলা অনুষ্ঠান,

করে করি ভাব উদ্দীপন ॥

বাস সুর কৃষ্ণ যৈছে,      গোপীগণ হয় তৈছে,

কেহ উন কেহ বেশী নয় ।

সবাই সমান রাসে,      সবাই সমান ভাষে,

সবাই সমান রাসে ॥

রাস রস বিজ্ঞ যেই,            রাসলীলা বুঝে সেই,  
অনভিজ্ঞে বুঝিতে না পারে ।

কিবাস্চর্য্য রাসলীলা,            ত্রজে কৃষ্ণ প্রকাশিলা,  
যাহানুভবিত দেবে নারে ॥

হেন লীলাতম্র আনে,            বুঝিবেক কোন জ্ঞানে,  
তাহে মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার ।

পুরীষের কীট হৈতে,            মুঞি ক্ষুদ্র অবনীতে,  
দৈন্ত বাক্য নহে এ আগার ॥

সদা কুল-অভিमानে,            আমি বড় করি জ্ঞানে,  
এই সত্য কহিনু তোমায় ।

সকল দুর্দৈব মোর,            মায়ায় হইয়া ভোর,  
না করিনু শেষের উপায় ॥

কৃষ্ণলীলা শিখরিণী,            সর্ব-চিত্ত-বিনোদিনী,  
তাহা নাহি আশ্বাদন যার ।

বুখা জন্ম হৈল তার,            সেই পশু দুরাচার,  
সে কেবল ধরণীর ভার ॥

তাহার নয়নদ্বয়,            অঙ্কের সমান হয়,  
তার শ্বাস ভস্ত্রার সমান ।

কাণা কড়ি ছিদ্র প্রায়,            তাহার শ্রবণ ভায়,  
তপ্ত তৈল তাহে করু দান ॥

ভেক জিহ্বা সম তার,            জিহ্বা জানি অনিবার,

বাতাচ্ছন্ন করদয়, তাহে শ্বেত কুণ্ঠময়,  
সেই কর কোন কাজে লাগে ॥

তেহে তার করদয়, অপবিত্র সদা হয়,  
সত্য ইহা জানি মনে মনে ।

হৃদয় কঠিন তার, ঠিক যেন অশ্মসার,  
কিবা সুখ তাহার ধারণে ॥

যে হৃদয়ে কৃষ্ণলীলা, রস নাহি প্রবেশিলা,  
সে হৃদয় ষাউক জুলিয়া ।

কৃষ্ণলীলা রস সার, গোপ্যাঙ্গি আধার যার,  
সেই রসে বঞ্চিত হইয়া ॥

বিপিন বিহারি কয়, প্রাণ মোর কেন রয়,  
ভব-দুঃখ ভোগের লাগিয়া ।

কাল মোরে দয়া কর, এ পাপ পরাণ হর,  
কহি তব চরণে ধরিয়া ॥ \*

নিত্যসিদ্ধ ভক্ত ছাড়া ভক্ত দুই যেই ।

যুক্ত্যাগ্ৰাখ্যা সে দুয়ের কহিলাম এই ॥

কৃষ্ণরূপ আদি যাঁরা প্রত্যক্ষ করয় ।

যুক্ত যুজ্ঞান ভক্ত তাঁহারাই হয় ॥

ঐত্যাভুক্ত যোগাভ্যাসোদ্ভবধর্ম যেই ।

যোগজ তাহার নাম কহিলাম এই ॥

যুক্ত যুজ্ঞান ভেদে যোগী দ্বি-প্রকার ।

সে দুয়ের ধর্ম ভিন্ন কহি বার বার ॥



ভক্ত যুক্ত যোগী যোগ ধর্মী মন দ্বারে ।

সর্বদা সকল ভাব জানিবারে পারে ॥

ভক্ত যুগ্মান যোগী চিন্তিয়া হিয়ায় ।

সদা সর্বভাব জানে কহিনু তোমায় ॥

যুক্ত যোগী মনে আর যুগ্মান চিন্তনে ।

সর্বদা প্রত্যক্ষ করে সর্ব ভাব গণে ॥

ভক্ত যুক্ত যোগী নারদাদি মহাশয় ।

ভক্ত যুগ্মান যোগী বাস আদি হয় ॥

উভয় যোগীর ভিন্ন ধর্ম যেই হয় ।

সেই ধর্ম অর্থে গুণ জানিহ নিশ্চয় ॥

দ্বিভক্তের সার্বজ্ঞের গুণের কারণ ।

দর্শনাদি শাস্ত্রে এই করেন বর্ণন ॥

শ্রীগুরু প্রসাদে এই সংসারে যে জন ।

দর্শনাদি শাস্ত্রজ্ঞান করিয়া অর্জন ॥

গুরু-কৃষ্ণ পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি করে ।

সেই জন ঐছে তত্ত্ব বুঝয়ে অন্তরে ॥

কবিরাজ অনুরোধে ক্রমভঙ্গ দ্বারে ।

কৃষ্ণ রূপাদির কথা কহিনু তোমারে ॥

রূপ-প্রেম-লীলা বংশী মাধুর্য্য সাগর ।

যথাজ্ঞান করিলাম তোমার গোচর ॥

রূপ আদি গুণে কৃষ্ণ বিষয়ালম্বন ।

আশ্রয়ালম্বন ইথে প্রেমসীর গণ ॥

বসন্ত, কোকিল নাদ, শ্রীবংশী নিঃস্বন ।

চন্দ্র, মেঘ, শিখী দর্শনাদি উদ্দীপন ॥

কটাক্ষ, স্মিতাদি করি অনুভাব হয় ।

স্তম্ভাদি-সাহিত্যিক সুদীপ্তাবধি লিখয় ॥

সর্বব্যাপ্তিচারি এই মধুরে বিহিত ।

আলস্য, উগ্রতা মাত্র জানিহ বর্জিত ॥

মধুরে প্রিয়তা রতি স্থায়ী ভাব নাম ।

প্রেমা-স্নেহ আদি সর্ব উজ্জ্বল প্রমাণ ॥

এবে কহি শুন মিত্র বৈরি স্থিতি যেই ।

শান্ত দাম্যে পরস্পর মৈত্র কহে এই ॥

সখ্য বাৎসল্যকে ইথে তটস্থেতে ধরি ।

মধুরের সূত্র শান্ত-দাম্যে ব্যাখ্যা করি ॥

সখ্যোজ্বল দুহেঁ মৈত্র পরস্পর হয় ।

শান্ত বৎসলতা বৈরি উজ্জ্বলে ভণয় ॥

শান্তেতে তটস্থ সখ্য জানিহ নিশ্চয় ।

বাৎসল্যের মৈত্রী সবে কেহ নাহি হয় ॥

শঙ্কুলায় ভাব মিশ্র কহিলেন যাহা ।

বিশেষ করিয়া কহি তুয়া ঠাঞি তাহা ॥

সখ্য-বৎসলতা-দাম্যে রাম আদি করি ।

সখ্য-বৎসলতা মিশ্র মুখরাদি ধরি ॥

বৎসলতা সখ্য-দাম্যে রাজা যুধিষ্ঠির ।

সখ্য-বৎসলতা মিশ্র ভীম এই স্থির ॥

শ্রীনকুল, সহদেব দাস্য-সখ্যে স্থিত ।  
 শ্রীউদ্ধব দাস্য-সখ্যে জানিহ নিশ্চিত ॥  
 উগ্রসেনাক্রুর আদি দাস্য-বাৎসল্যেতে ।  
 দাস্য-সখ্যে অনিরুদ্ধ আদি সাকল্যেতে ॥  
 সর্বদাঙ্গ সম্পূর্ণ শুদ্ধ প্রেম ভক্তি যাহা ।  
 তোমার নিকটে এই প্রকাশিশু তাহা ॥  
 মুখ্য-গৌণী ভেদে প্রেম ভক্তি দুই হয় ।  
 মুখ্যা সর্ব অঙ্গপূর্ণা শুদ্ধা স্ননিশ্চয় ॥  
 মুখ্যা পঞ্চরস এই কৈল নিরূপণ ।  
 এবে শুন গৌণী সপ্ত রসের লক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীভক্তি রসামৃতসিকৌ ।

বিভাবৈকবর্জো ভাব বিশেষো যোহনুগৃহ্যতে ।  
 সঙ্ক্চন্ত্যা স্বয়ং রত্যা স গৌণী রতিরুচ্যতে ॥  
 হাসো বিস্ময় উৎসাহঃ শোকঃ ক্রোধো ভয়ং তথা ।  
 জুগুপ্সাচেত্যমৌ ভাববিশেষঃ সপ্তধোদিতাঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রাগ বিবিধ প্রকার ।  
 এক স্বাভাবিকী নাম আগন্তুকী আর ॥  
 স্বাভাবিকী সদা ব্যাপী রহে ভক্তমনে ।  
 আগন্তুকী হয় মাত্র পাইয়া কারণে ॥  
 মঞ্জিষ্ঠার রাগ যৈছে নাহির ভিতরে ।  
 স্বাভাবিকী তৈছে ভক্ত বাহ-অভ্যন্তরে ॥

শুরু বস্ত্রে আসি যেন রক্তবর্ণ ধরে ।  
 আগন্তুকী ভক্ত হৃদে তদ্রূপ সঞ্চারে ॥  
 বিভাব বৈশিষ্ট্যে আর ভক্তের বিভেদে ।  
 ভাবের বৈশিষ্ট্য হয় এই কহে বেদে ॥  
 বিনিধ ভক্তের ভাব বিবিধ প্রকার ।  
 প্রাকট্যের নূনাধিক্য চিত্ত অনুসার ॥  
 ইহার সম্যক অর্থ বর্ণন করিতে ।  
 সন্দর্ভ বাহুল্য হয় নারি সমাপিতে ॥  
 অতএব সার অর্থ কহিব তোমারে ।  
 শ্রীমদ্রসামৃত-সিদ্ধ-বিন্দু অনুসারে ॥  
 সমুদ্র সদৃশ চিত্ত গম্ভীর যাহার ।  
 হৃদয়ে উৎকট ভার যত্বপি তাহার ॥  
 তথাপিহ বাহ্যে কিছু না হয় প্রকাশ ।  
 অথবা অত্যন্ত মাত্র দেখিয়ে আভাস ॥  
 ক্ষুদ্র খাত বার প্রায় তরল চিত্তীর ।  
 হৃদয়ে কিঞ্চিৎ ভাব দেখিয়ে স্থস্থির ॥  
 বাহ্যেতে প্রকাশে বহু হইয়া বিস্তার ।  
 লঘিষ্ঠ চিত্তের এই জানি ব্যবহার ॥  
 গম্ভীর হৃদয়-জাত রতি কদাচন ।  
 প্রকাশে উৎকট বাহ্যে কহে কোন জন ॥  
 এ হেতু বিস্তার তার না করি বর্ণন ।  
 কসম-কসমভাক্ত ভাসি আনিয়া লক্ষণ ॥

শৃগাল হইয়া সেই রম্য বৃন্দাবনে ।

জন্ম লাভ, তবু নাহি চাহি মুক্তিগণে ॥

তথাহি মুক্তিবাদে ।

ধরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং ।

ন চ বৈশেষিকিং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন ॥ ৩৯ ॥

তোমায়ে হরিলে যদি শির মোর যায় ।

তাহে কিছু দুঃখ নাই কহিনু তোমায় ॥

সীতার লাগিয়া সেই রাজা দশানন ।

দশমুণ্ড রাম করে করিল অর্পণ ॥

তাহে মোর এক মুণ্ড এর কিবা কথা ।

হে খঞ্জ মঞ্জুল অক্ষি ! শুন হ্রদ্বারতা ॥

উৎকটার্থ গদাধর মুক্তি বাদে এই ।

যাহা করিলেন আমি কহিলাম সেই ॥

তথাহি কস্তচিৎকাব্যে ।

যুগ্মকৃতে খঞ্জন মঞ্জুলাক্ষি

শিরো মদীয়ং যদি যাতি যাতু ।

নীতানি নাশং জনকাত্মজার্থে

দশাননেনাপি দশাননানীতি সমস্তং ॥ ৪০ ॥

উৎকট রাগাদি কভু গুপ্তে নাহি রয় ।

অতএব কোন জন বাক্য ভ্রান্ত নয় ॥

প্রেম পূর্ববাবস্থা হয় উৎকটানুরাগ ।

স্বাভাবিক দর্শন নাহি হয় তৎকালে ॥

অমুরাগোদয়ে সব করে পলায়ন ।  
ধামালী প্রমাণে তাহা করহ শ্রবণ ॥

ধামালী ।

এ কোন্ বনের বাঘ ।  
বাঘবন্ধি মল্লৈ এহ নাহি মানে বাগ ॥  
সেই অমুরাগ বাঘ ।  
বাঘবন্ধিতেও তেঞি নাহি মানে বাগ ॥  
এর বড় দেখি দাপ ।  
তেঞি হৃদে গারে ঝাঁপ ॥  
এ বাঘের এই গুণ ।  
অদর্শনে করে খুন ॥  
এ বাঘের ভয়ে সনে দূরেতে পলায় ।  
কেহ কোনরূপে সখি ! নাহিক এড়ায় ॥  
তবে কর অবধান ।  
এ বাঘের গুণ গান ॥

( পদং । )

অমুরাগ বাঘ যার হৃদে প্রবেশিল ।  
করম শৃগাল তার দূরে পলাইল ॥  
অহংজ্ঞানরূপ বাজি করিয়া চিৎকার ।  
অতি বেগে পলাইল বনের মাঝার ॥

মদান্ধ গরব করি করিয়া গর্জ্জন ।  
 কাল-কালীদহে যাঞা হইল মগন ॥  
 ক্রাম অজা, ক্রোধ বৃষ আর লোভ স্থান ।  
 মোহ মেঘ আদি করি করল পয়ান ॥  
 অনুরাগ বাঘ ভয়ে কেহ নাহি রয় ।  
 হেন বাঘ সখি ! যার হৃদে প্রবেশয় ॥  
 তার গতি, ক্রিয়া, মুদ্রা নিজ্ঞ অগোচর ।  
 শাশুড়ী-ননদী মুখে শুনি নিরন্তর ॥  
 অনুরাগ বাঘ সঙ্গে হৈল দেখা যার ।  
 কোথাও তাহার রক্ষা নাহি দেখি আর ॥  
 কোন মন্ত্র কোন দেব তারে রাখিবারে ।  
 কখন নাহিক পারে কহিষু তোমারে ॥  
 মন্ত্র আদি নানা বাঘ অনুরাগ নয় ।  
 সে বড় বিষম বাঘ কহিষু নিশ্চয় ॥  
 বিপিনবিহারি কহে সে বাঘের সনে ।  
 কোন্ পথে দেখা হবে ভাবি তাই মনে ॥ ৪১ ॥  
 এই ত করিষু সাধা-সাধন নির্ণয় ।  
 ভক্ত যেই সেই বুঝে অন্তে না বুঝয় ॥  
 রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত সমুদ্র অপার ।  
 ব্রহ্মা-শিব আদি যোগী সবাকার পার ॥  
 মুঞি ক্ষুদ্র জীব অতি তুচ্ছ হীনমতি ।  
 পরশিতে বিন্দু কিবা আছয়ে শক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মস্বতৌ ।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্

যোগেশ্বরোত্তীৰ্ভবত স্ত্রিলোক্যাং ।

ক বা কথং বা কৃতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীরসি যোগমায়াং ॥

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুত্যা ন মে প্রভো ।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৪২ ।

যেছে পরপতি রতি ইত্বরী নিচয় ।

সর্বদা সর্বতোভাবে গোপন করয় ॥

তৈছে আশ্রভাব আদি বুদ্ধিমান জন ।

সর্বদা সর্বতোভাবে করেন গোপন ॥

যেছে জারজাত পুত্রে জারা প্রায় জানে ।

তথাপি না কহে সেহ কোন জন স্থানে ॥

তদ্রূপ সাধক জন আপন ভজন ।

কাহার নিকটে নাহি করেন কীর্তন ॥

পক্ষ যেন আকাশেতে উঠিবারে চায় ।

শক্তি নাহি তবু সদা উঠিবারে যায় ॥

হৃদয় বাসনা কার ক্ষুদ্র নাহি হয় ।

সকলের ভাগ্যে কিন্তু ফলবতী নয় ॥

দরিত্রের ইচ্ছা দেখ তাহাতে প্রমাণ ।

হৃদয়ে জন্মিয়া হৃদে করে অধিষ্ঠান ॥



তথাহি প্রাচীনৈকুন্তঃ ।

উথার হৃদি লীরন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ ।

বাল বৈধব্য দগ্ধানাং কুলস্বীণাং কুচা ইব ॥ ৪৩ ॥

নীচ উচ্চ পদ যদি পারে লভিবারে ।

তৃণ সম দেখে সেই সংসারে সবারে ॥

“তৃণাদপি স্তনীচেন” ধর্ম মূল যেই ।

ভুলি আত্মগরীমায় সদা রহে সেই ॥

এ হেতু নীচের উচ্চ পদ ভাল নহে ।

নীতি-শাস্ত্রে এই কথা বার বার কহে ॥

সর্ব উচ্চ ভক্ত-কবি পদ দেখি যাহা ।

আমার সম্বন্ধে অতি মন্দ জানি তাহা ॥

প্রেমের উৎপত্তি আর প্রেমের বিচার ।

তব সন্নিধানে এবে করিব বিস্তার ॥

মমতাভিশায়ে যেই ঘনানন্দোদয় ।

সেই ঘনানন্দ প্রেম-প্রয়োজন হয় ॥

শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য আর বৎসল, শৃঙ্গারে ।

যেই ঘনানন্দোদ্ভব হৃদয় মাঝারে ॥

সেই গাঢ়ানন্দ প্রেম অতি চমৎকার ।

সেবোপকরণ লোভ জানিহ বাহার ॥

পঞ্চবিধ প্রেম মধ্যে রত্নোদ্ভব-প্রেম ।

শ্রেষ্ঠতম হয়, যাহে নাহি কেমাকেম ॥

শান্ত ভাবোদ্ভব প্রেমাপেক্ষা দাস্ত-প্রেম ।  
 শ্রেষ্ঠ বলি গণনীয়, যাহে শুদ্ধ ক্ষেম ॥  
 দাস্তোদ্ভব প্রেমাপেক্ষা সখ্য-প্রেমোত্তম ।  
 সখ্যোদ্ভব প্রেমাপেক্ষা বৎসলানুপম ॥  
 বৎসল হইতে শ্রেষ্ঠ রত্নোদ্ভব-প্রেম ।  
 তুলনা রহিত যেন জাম্বুনদ হেম ॥  
 শান্ত-প্রেম ইক্ষুরস সম এই জানি ।  
 দাস্ত-প্রেম শুড় সম সদাকাল মানি ॥  
 সখ্য-প্রেম খণ্ড সম কহিনু নিশ্চয় ।  
 বৎসল শর্করা সম কবিগণ কয় ॥  
 উজ্জ্বল-মধুর-প্রেম মৎস্যগুণী সমান ।  
 যার আশ্বাদনে রত সদা ভগবান ॥  
 শান্ত প্রেমপাত্র সনকাদি ঋষিচয় ।  
 দাস্য প্রেমপাত্র রক্তকাদি সমুদয় ॥  
 সখ্য প্রেমপাত্র শ্রীদামাদি গোপ মানি ।  
 বৎসল প্রেমের পাত্র নন্দাদি বাখানি ॥  
 মধুর প্রেমের পাত্র ব্রজগোপীগণ ।  
 যাঁ সবার প্রেমে ঋণী শ্রীনন্দ-নন্দন ॥  
 “ন পারয়েহহমিত্যদি” শ্রীমুখ বচনে ।  
 উজ্জ্বল-মধুর প্রেম প্রেমশির ভণে ॥  
 রত্নোদ্ভব প্রেম অবশেষ প্রেম হয় ।  
 তেজি সে মধুর প্রেম এঁছে প্রেমে কয় ॥

প্রেমের উৎপত্তি আর পাত্রাদি বিচার ।

তব সন্নিধানে এই করিষু প্রচার ॥

সন্দর্ভের স্থানে স্থানে প্রেমতত্ত্ব কথা ।

আচ্ছাদিয়া কহিয়াছি শাস্ত্রে উক্ত যথা ॥

প্রেম-পরিচয় আর প্রেমের সেবন ।

শ্রবণ করহ তবে কর্ণ রসায়ন ॥

( চিত্র পদং )

দুহঁকো নয়ন,

শ্রবণ বচন,

মানস পরশ আশ ।

দুহঁকো গমন,

দুহঁকো আসন,

বরণ ভোজন ধ্যান ॥

দুহঁকো করম,

দুহঁকো ধরম,

ভরম সরম প্রাণ ।

তিল ভিনু নহে,

এক ভাবে রহে,

সুখে দুঃখে এই জ্ঞান ॥

পরম্পাস্তরে,

এক ভাব ধরে,

সে ভাব অচিন্ত্য হয় ।

স্বদেশ-বিদেশ,

বিশেষাবিশেষ,

মনে অনুভব নয় ॥

দুহঁহে ঘনানন্দে

নানাবিধ ছন্দে,

সদা বন্দে বন্দ্য পায় ।

বিচিত্রিত ভাবে, স্বরূপ স্বভাবে,  
 নিভূতে সেবয়ে তায় ॥  
 বেদ বিধি ছাড়া, সে সেবার ধারা,  
 লোভ উগচার তার ।  
 সে সেবার ঠাই, নিরূপণ নাই,  
 কালকাল নাহি যার ॥  
 নিত্য-বৃন্দাবনে, ঘনানন্দ মনে,  
 রসজ্ঞ প্রেমিক জনে ।  
 লোভ উপচারে, নিকুঞ্জ মাঝারে,  
 করে সে সেবানুষ্কণে ॥  
 সরব উত্তম, প্রেমের সেবন,  
 বেদ বিধি আদি গায় ।  
 করমের দোষে, কর্ণধার রোষে,  
 বিপিন বঞ্চিত তায় ॥ ৪৪ ॥  
 তবে কহি শুন এবে প্রেম-অপবাদ ।  
 যাহাতে ভক্তের হয় সতত আনন্দ ॥

( চিত্র পদং )

সো প্রেম পিরীতি, অতি বিপরীতি,  
 না পাই তাহার দিশা ।  
 পুরুষ কি স্ত্রী, বুঝিতে না পারি,  
 চূর্ণক হলিঙ্গী দিশা ॥



প্রেম অপবাদে,                      পুরাইবে সাথে,

জানি অনুগত দাস ॥ ৪৫ ॥

প্রেম-বিবরণ আর প্রেমের স্বরূপ ।

শ্রবণ করহ যাহা কহে কবি ভূপ ॥

( চিত্র পদং )

প্রেম কিবা রূপ হয় ।

কি জাতি-মূর্তি,                      কোথা গতাগতি,

কোন বা দেশেতে রয় ॥ ৪৬ ॥

প্রেম-বিবরণ,                      অতি অনুপম,

কহনে না যায় তাহা ।

তথাপি কহিয়ে,                      নিলাজ হইয়ে,

শ্রীগুরু কহান যাহা ॥

জাতিহীন প্রেম,                      হীন ক্ষেমাক্ষেম,

মূর্তি বিহীন হয় ।

কমলে কমলে,                      কুটিল সরলে,

গতাগতি তার কয় ॥

রস-বৃন্দাবনে,                      নিকুঞ্জ-কাননে,

কমল আসনোপরি ।

সদা শোভা পায়,                      কহিনু তোমায়,

গুরু আজ্ঞা হৃদে ধরি ॥

বিজ চণ্ডীদাসে,                      প্রেম যা প্রকাশে,

আভাসে সে প্রেম কথা ।

কহিনু তোমায়,                      ত্রীশুর কৃপায়,  
নাহি কহ যথা তথা ॥

রায়, বিদ্যাপতি,                      জয়দেব, গতি,—  
প্রেমের কহিলা যাহা ।

সে সবার সার,                      করিয়া উদ্ধার,  
প্রকাশিনু এবে তাহা ॥

প্রেম-বিবরণ,                      অতি গূঢ়তম,  
কহনে নাহিক যায় ।

প্রেম-বিবরণ,                      বিদগধ জন,  
রাখে হৃদি মঞ্জুষায় ॥

প্রেম ভিক্ষাকারী,                      বিপিনবিহারি,  
করম কুহুকে পড়ি ।

প্রেমের আশ্বাদে,                      না পাঞ বিষাদে,  
কাঁদে গুরুপদ ধরি ॥ ৪৬ ॥

প্রেম-নিদর্শন তবে করহ শ্রবণ ।

যাহাতে প্রেমিক চিত্ত করয়ে রঞ্জন ॥

( চিত্র পদং )

গোকুল বালার হৃদয় তড়াগে ।

কমল কলিকা উঠিল সুরাগে ॥

মধুপান আশে লম্পট সারঙ্গ ।

ভেয়াগিল আন কুহুমের সঙ্গ ॥

তড়াগ তীর্থেতে রাখিয়া নয়ন ।  
 দিন ক্ষণ গণে কালীয়া বরণ ॥  
 মনের আনন্দে চারি দিকে ধায় ।  
 আন আন ফুল পানে নাহি চায় ॥  
 যার যথা প্রেম তার তথা প্রাণ ।  
 যথা তথা এই দেখিয়ে প্রমাণ ॥  
 যেমন চুম্বক স্বভাব ধরমে ।  
 হেম ছাড়ি লোহ করে আকর্ষণে ॥  
 তেমতি কমল কাঞ্চন পতঙ্গে ।  
 ছাড়ি আকর্ষণে শ্যামল-সারঙ্গে ॥  
 অতি নিরমল স্ফটিক উপরে ।  
 দিনমণি প্রেম যেমন সঞ্চরে ॥  
 তেমতি শীতল কমল উপরে ।  
 ভ্রমরের প্রেম সতত সঞ্চরে ॥  
 যার যথা ব্যথা তার তথা হাত ।  
 পরাপর এই আছে সিদ্ধ বাত ॥  
 কমলিনী জলে আকাশেতে মিত্র ।  
 দুহেই প্রেমাস্বাদে প্রেম কিবা চিত্র ॥  
 প্রেম ব্যভিচার ভয়ে কমলিনী ।  
 নিশায় মুদিত হয় প্রেমোদিনী ॥  
 প্রেমের ধরম প্রেমিক বুঝয় ।  
 কন্সী-জ্ঞানী তথা যুরিয়া মরয় ॥



প্রেম পরায়ণ হয় যেই জন ।  
 সে নাহি হেরয়ে আনের বদন ॥  
 প্রেম জানিবারে বাসনা যাহার ।  
 গুরুপাদাশ্রয় উচিত তাহার ॥  
 গুরুকৃপা বিমু কোটি কল্পে কেহ ।  
 বুঝিবারে নাহে অপ্রাকৃত লেহ ॥  
 বিপিনবিহারি দাস প্রেম আশে ।  
 রোদন করয়ে গুরুপদ পাশে ॥  
 বগিধুঙ্ক্যে করি তোমার সেবন ।  
 হারাইমু প্রেম অমূল্য রতন ॥  
 কায়স্থ জ্ঞানেতে সেবিলে তোমায় ।  
 এতদিন প্রেম জাগিত হিয়ায় ॥  
 শর্ম্ম অভিমানে অ-শর্ম্ম লভিমু ।  
 হায় ! হায় ! আমি কেন জনমিমু ॥  
 অতি অনুপম প্রেম-নিদর্শন ।  
 দীননাথ স্মৃত করিল বর্ণন ॥ ৪৭ ॥  
 দর্শন-পুরাণ-তন্ত্র প্রভৃতি প্রমাণে ।  
 প্রেম-অপূর্বতা তবে কর অবধানে ॥

ধামালী ।

প্রেমইন্দু সূর্য্যসিদ্ধু গোবিন্দেন্দু তায় হে ।  
 ভাব ভরে ক্রীড়া করে পদ্মকর্ণিকায় হে ॥

রাগোদ্দেশে রাসাবেশে নবীন-মদন হে ।  
 কাম চেষ্টা সহ প্রেৰ্তা করেন হরণ হে ॥  
 ভাব শ্রেষ্ঠা পর প্রেৰ্তা চিত্রা-সখীগণ হে ।  
 রাধাকৃষ্ণে বেড়ি হৃষ্টে করেন সেবন হে ॥  
 ভাবভক্ত অমুরক্ত ভৃঙ্গরূপে তথা হে ।  
 মধু আশে পদ্মপাশে রহে ছাড়ি কথা হে ॥  
 কৃপাভীত অত্যদ্রুত সেই পদ্ম হয় হে ।  
 বাত গতি হীন তথি দেবগম্য নয় হে ॥  
 প্রেম-অপূর্বতা এই বুঝে যেই জন হে ।  
 বিপিনবিহারি তার সেবয়ে চরণ হে ॥ ৪৮ ॥

রসিক ভক্তের প্রীতি বর্দ্ধন কারণ ।  
 প্রেম-রস তত্ত্ব কহি করহ শ্রবণ ॥  
 অত্যন্ত রহস্য রস প্রেম-রস হয় ।  
 তথাপি কহিব তাহা পূরাতে আশয় ॥  
 বহিমুখ ভয়ে প্রেম-রসের বিলাস ।  
 সঙ্কেতে কহিব স্পষ্ট না করি প্রকাশ ॥  
 যিনি শৃঙ্গারাদি সর্ব রসের আশ্রয় ।  
 যার উরুদয় অতি মনোহর হয় ॥  
 বিলাস কারণ লীলাপদ্ম যার করে ।  
 ভক্তের অবিদ্যাচ্ছদী অসি যিঁহ ধরে ॥  
 ভক্ত কাম-ক্রোধ আদি অনুরারি যিঁহ ।  
 বিরংগু হইয়া রাসে সুশোভিত তিঁহ ॥

রাসক্রীড়া রত সেই রসধারাময় ।

শৃঙ্গার মুরতি শ্রীকৃষ্ণের জয় জয় ॥

তথাহি চিত্রকাব্যে ।

রসাসার সুসারোরুসুসারিঃ সসারসঃ ।

সংসারাসিরসৌ রাসে সুসরিংসুঃ সসারসঃ ॥ ৪৯ ॥

অপ্রাকৃত শুচিরস শুনি বহু স্থানে ।

কিন্তু তাহা কিবা রূপ অনেকে না জানে ॥

অপ্রাকৃত রস হয় রস-অপবাদ ।

রসিক ভক্তের চিত্তে যাহাতে আহ্লাদ ॥

যোনি-লিঙ্গাত্মক ব্রহ্ম শুচিরস হয় ।

সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীনন্দ-তনয় ॥

“রসো বৈ সেত্যাদি” শ্রুতি প্রমাণ তাহার ।

চিন্ময় আনন্দ রস আখ্যান যাহার ॥

চিন্ময় আনন্দরস শ্রীনন্দ-নন্দন ।

সয়ন্তু স্ব-সংহিতায় করেন কীর্তন ॥

যোশ্বার্থে প্রকৃতি সর্ব্ব কারণ-রূপিণী ।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণা লীলা-বিলাসিনী ॥

লিঙ্গার্থে পুরুষ কৃষ্ণ সর্ব্ব কারণ ।

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যপূর্ণ, প্রকৃতি মোহন ॥

লিঙ্গার্থে কারণ কৃষ্ণ, যোশ্বার্থে করণ ।

সেইত করণ রাধা করিষু কীর্তন ॥

সর্ব কারণের অংশী পরম-কারণ ।  
 নিত্য-ব্রজ ক্রীড়ারত মদনমোহন ॥  
 নিত্য-ব্রজ অধিষ্ঠাতৃ, নিত্য ব্রজাশ্রয় ।  
 তমালবরণ কৃষ্ণ যশোদা-তনয় ॥  
 সর্ব কার্য্যাংশিনী রাধা ভানুর নন্দিনী ।  
 নিত্য-ব্রজ অধিষ্ঠাত্রী মদনমোহিনী ॥  
 ব্রহ্মের আশ্রয় নিত্য প্রকৃতি নিশ্চয় ।  
 প্রকৃতির নিত্যশ্রয় পুরুষ যে হয় ॥  
 উভয়ে উভয়াশ্রয় তেত্রিঃ শাস্ত্রে কয় ।  
 উভয় সংযোগ রস আনন্দ চিন্ময় ॥  
 কারণ-করণ মিলি যেই রস হয় ।  
 সেই ত শৃঙ্গাররস মহামৃতময় ॥  
 আনন্দ-চিন্ময় রস তত্ত্ব ভগবান ।  
 সেই ভগবান কৃষ্ণ বেদ পরমাণ ॥  
 তাঁহার প্রকৃতি রাধা আনন্দরূপিণী ।  
 শৃঙ্গার-স্বরূপী কৃষ্ণ চিত্ত-বিমোহিনী ॥  
 সর্ববশন্ত্যাংশিনী তিঁহ স্বয়ং পরাশক্তি ।  
 কৃষ্ণ অঙ্গে রহি কৃষ্ণে সদা করে ভক্তি ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

যঃ শৃঙ্গার রসঃ প্রোক্তো রসোবৈ স ইতি শ্রুতঃ ।

আনন্দ চিন্ময় রসো ব্রহ্মণা কথিতঃ স্বয়ং ॥

আনন্দাধার লিঙ্গং তদ্ব্যক্ৰেতি শিবভাষিতং ।  
 লিঙ্গরূপং হি তদ্ব্যক্ৰং প্রকৃত্যা চ সনং মুদা ।  
 সিস্থক্ষতি জগৎসৰ্ব্বং গুণেন গুণবান্ প্রভুঃ ।  
 লিঙ্গ যোত্মায়িকা জাতাত্মাদেতাঃ প্রজাঃ কিম্ ॥  
 বা যোনিঃ সা পরাশক্তিঃ সা শক্তিঃ প্রকৃতির্মতা ।  
 প্রকৃতিঃ সা ব্রহ্মযোনিঃ কবিভির্গীয়তে সদা ।  
 ব্রহ্মযোনি নমস্তে তু প্রমাণং তত্র দৃষ্টতাং ॥  
 শক্তিমান্ পুরুষো যোহি সানন্দরসরূপকঃ ।  
 স রসো ভগবান্ কৃষ্ণো নিত্য রাসরসে রতঃ ॥ ৫০ ॥

শৃঙ্গার-স্বরূপ কৃষ্ণঃ মনো-মথন ।  
 শৃঙ্গার রসেতে মগ্ন সদা সর্ববক্ষণ ॥  
 রাধাকৃষ্ণ একাত্মতা সর্বদকাল হয় ।  
 সেই একাত্মতা ভাব শৃঙ্গার নিশ্চয় ॥  
 আনন্দ চিন্ময়রস সেই ত শৃঙ্গার ।  
 শৃঙ্গার-রসের এই তদ্ব্যক্ৰ টমৎকার ॥  
 আনন্দ আধার লিঙ্গ শিব যারে কর ।  
 কারণ স্বরূপ সেই লিঙ্গ স্মৃ-নিশ্চয় ॥  
 কারণ স্বরূপ সদানন্দাধার হরি ।  
 ব্রহ্মসংহিতায় ইহা দেখ নেত্র ভরি ॥  
 সেই ত কারণ রূপ নিত্যানন্দাধার ।  
 স্ব-প্রকৃতি সইক্যতা সদা, কহি সার ॥

সেই ত ঐক্যতা ভাব শুচিরস হয় ।  
 আনন্দ-চিন্ময়রস যেই রসে কয় ॥  
 শক্তি আর শক্তিমানে সর্বদা অভেদ ।  
 মোর বাক্য নহে ইহা,—কহে যত বেদ  
 সেই শক্তি পরাশক্তি রাধা যাঁর নাম ।  
 বিঁহ পূরায়েন সদা শ্রীকৃষ্ণের কাম ॥  
 শক্তিমান্ পুরুষ কৃষ্ণ নিত্যানন্দরস ।  
 যেই রস শুচিরস যাহে সর্ব বশ ॥  
 সেই শুচিরসাখ্যান আনন্দ-চিন্ময় ।  
 শুচিরস তব্ব এই কহিনু নিশ্চয় ॥  
 রাধাকৃষ্ণ কৃষ্ণরাধা ছাড়া কভু নহে ।  
 “রাধয়ামাধবেনৈবেত্যাদি” ঋক কহে ॥  
 তেত্রিঃ শ্রীশৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি হরি ।  
 ক্ষেত্রধামে রামানন্দ দেখে নেত্র ভরি ॥  
 রসরাজ, রসেশ্বর, কল্লজন কয় ।  
 সেই দুই কৃষ্ণচন্দ্র চিদানন্দ ময় ॥  
 শ্যামরস পরব্রহ্ম সর্বরস সার ।  
 সবার দুর্লভ সেই রস চমৎকার ॥  
 শ্যামার্থে শৃঙ্গার রূপ স্রবং ভগবান ।  
 সেই ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্র পরমাণ ॥  
 শ্রীরাধাকৃষ্ণের একাত্মতা ভাব যেই ।  
 মূর্ত্তিমান শুচিরসানন্দ হয় সেই ॥

তথাহি-রসেশ্বর দর্শনাদৌ ।

রসোবৈ সঃ রসং হ্বেবাং লঙ্কানন্দী ভবতীতি ।

রসস্ত পরব্রহ্মণা সাম্যমিতি । শৃঙ্গারঃ সখি

মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধ হরিঃ ক্রীড়তীতি চ ॥ ৫১ ॥

“সঃ” শব্দার্থে সেই কৃষ্ণ পরব্রহ্ম হয় ।

আনন্দার্থে আহ্লাদিনী রাধিকা নিশ্চয় ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের ঐক্যভাব চিত্র যেই ।

শৃঙ্গার আনন্দ রস স্ম-নিশ্চয় সেই ॥

নিশ্চয়ার্থে “বৈ” শব্দ বেদ প্রকাশয় ।

সাম্যার্থে সমতৈক্যতা শব্দ শাস্ত্রে কয় ॥

মূর্ত্তিমচ্ছৃঙ্গার হরি জয়দেব বাণী ।

অপ্রাকৃত শুচিরস কহিনু বাখানি ॥

আনুকূল্য সেবালক্ ঐছে রস সার ।

উত্তমা ভকতি হয় আখ্যান যাহার ॥

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ঐছে রস গ্রাহ্য হয় ।

পঞ্চরাত্রে মুনিবর ফুকরিয়া কয় ॥

তথাহি শ্রীমন্নরদপঞ্চরাত্রে ।

সর্কোপাধি বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং ।

হৃষীকেশ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিকৃতমা ॥ ৫২ ॥

তৎপরত্ব বিনা কোটি জন্মে কোন জন ।

উত্তমা ভক্তির মুখ না পায় দর্শন ॥

কৃষ্ণের কৃপায় শ্রীভরত-মুনিবর ।  
 শৃঙ্গার রসের তত্ত্ব হন স্ম-গোচর ॥  
 তাঁর মুখে ঐছে তত্ত্ব করিয়া শ্রবণ ।  
 রসাবেশে ব্রজে আসি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥  
 স্বাহ্লাদিনীর অংশা ব্রজ বল্লবীর সঙ্গে ।  
 স্বাহ্লাদিনী সহ শুচি রসাস্বাদে রঞ্জে ॥  
 আপ্তকাম যদুপতি শ্যাম রসময় ।  
 ভক্ত প্রীতি তরে ঐছে রস আস্বাদয় ॥  
 গোপী সঙ্গে রসক्रीড়া পরিপাটি যাহা ।  
 ভাগবতে শুকদেব বর্ণিলেন তাহা ॥  
 রস কৃষ্ণ, কৃষ্ণ রস আনন্দ-চিন্ময় ।  
 পূর্ণতম রূপে যার গোকূলে উদয় ॥  
 গুরু কৃপা বিনা ঐছে রস আস্বাদন ।  
 কোটি কল্পে কার নাহি হয় কদাচন ॥  
 এ রসে রসিক এবে'দেখি তিনজন ।  
 তিনেতে গোপতে করে রস আস্বাদন ॥  
 সেই তিন জন পাদপদ্ম করি আশ ।  
 রস অপবাদ এই করিমু প্রকাশ ॥  
 হেন রস আস্বাদন করে যেই জন ।  
 বিধি-নিষেধাদ্যতীত সেই সর্বক্ষণ ॥  
 পরংপরমার্থী সেই সংসার মাঝারে ।  
 তাঁর ক্রিয়ামুদ্রা আদি কে বুঝিতে পারে ॥



কভু শিশু কভু যুবা কভু বৃদ্ধ সেই ।  
 কভু ভক্ত কভু দেব কহিলাম এই ॥  
 কভু রাজা কভু দীন কভু শোকাহুর ।  
 কভু বা আনন্দময় অতি সুগধুর ॥  
 কভু বা কঠোর ভাষী কভু সর্বব্যাপী ।  
 কভু ভোগী কভু যোগী কভু বা বিরাগী ॥  
 কভু হাসে কভু কাঁদে কভু নাচে গায় ।  
 কভু বা ভ্রমণ করে অবশ্য প্রায় ॥  
 কৃষ্ণে, কৃষ্ণ তরে করি ইন্দ্রিয় সংযোগ ।  
 বিচিত্র ভাবেতে রহে ছাড়ি ভোগাভোগ ॥  
 প্রকৃতি অতীত সেই পরমার্থী যথা ।  
 রে হৃদয় ! অবিলম্বে চল চল তথা ॥  
 তথায় বুঝিবে অপ্রাকৃত শুচিরস ।  
 কেন এ জড়ীয় রসে হইছ বিবশ ॥  
 হায় ! হায় ! অদ্বৈতীর কিবা বিড়ম্বনা ।  
 নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে করে রসের কল্পনা ॥  
 পুরুষ প্রকৃতি বিনা জড় জড়াতীতে ।  
 রসের সম্ভব নাই বুঝে দেখ চিতে ॥  
 কোন্ শাস্ত্র যুক্তি বলে মায়াবাদীগণ ।  
 নিঃশক্তি ব্রহ্মেতে করে রসের কল্পন ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি কোন ফল ।  
 কথায় কথায় কথা বাড়িবে কেবল ॥

যুবকের শিরোমণি নায়ক-প্রবর ।  
 নন্দের নন্দন কৃষ্ণ রসরত্নাকর ॥  
 প্রেম-কল্পতরু নর-নারী বিমোহন ।  
 পরম মাধুর্য্যময় সর্ব আকর্ষণ ॥  
 যুবতীর শিরোমণি নায়িকা-প্রবরা ।  
 ভানুর বিয়ারি রাধা মানেতে প্রথরা ॥  
 প্রেম-কল্পলতা-শ্যামরস বিনোদিনী ।  
 শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী সর্ব গোপীর অংশিনী ॥  
 যুবক কৃষ্ণের আর যুবতী রাধার ।  
 পরস্পর সম্মিলন রস যে শৃঙ্গার ॥  
 রত্যবলম্বন কিংবা রতিরালম্বন ।  
 যুবতী যুবার যুব যুবতীর হন ॥  
 উদ্দীপন হেতু তায় মাল্যাদি চন্দন ।  
 আলম্বন, উদ্দীপন এই ত গণন ॥  
 রত্যাঁমোদ ভাব যেই শৃঙ্গারাত্মা তার ।  
 যুবা-যুবতীতে উৎপাদিত অনিবার ॥  
 যুবার-যুবতী যুবতীর-যুবা আর ।  
 সংযোগের স্পৃহা যেই সেই ত শৃঙ্গার ॥  
 রতিক্রীড়া আদি তার হেতু মাত্র হয় ।  
 শৃঙ্গার রসার্থ এই শ্রীভরত কয় ॥

তথাহি শ্রীভরতালঙ্কারে ।

পুংসঃ স্ত্রিয়াং স্ত্রিয়াঃ পুংসি সন্তোগ প্রতি যা স্পৃহা ।  
 স শৃঙ্গার ইতি প্রোক্তঃ রতিক্রীড়াদি কারণং ॥ ৫৩ ॥

রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাস কারণ ।  
 নিভূতে করয়ে যেই গণ্ডাদি-চুম্বন ॥  
 শ্রীআনন্দ-রসকেলী আখ্যান তাহার ।  
 বেদ-বিধি অগোচর কহিলাম সার ॥  
 বাসরঙ্গ-রাসরঙ্গ রাস-রস যেই ।  
 বিলাস নিদান সেই কহিলাম এই ॥  
 বস রসনাদি দ্বারা গ্রহণীয় হয় ।  
 ইঙ্গিতে কহিনু এই করিয়া নিশ্চয় ॥  
 প্রাকৃত রসিক ভয়ে অপ্রাকৃত রসে ।  
 অপ্রাকৃত ভক্ত রাখে স্বপ্রকৃতি বশে ॥  
 অপ্রাকৃত রসিকের অপ্রাকৃত সর্ব্ব ।  
 লাব আগে নত রহে স্মরাদির গর্ব্ব ॥  
 শৃঙ্গবাখ্য রতিক্রীড়া বহু মত কয় ।  
 তার মধ্যে সূষ্ঠু যাহা তাহা এই হয় ॥

( চিত্র পদং । )

দেখ সখি ! বাধাগোবিন্দ বিলাস ।  
 দেখাইতে হুদে লাগয়ে তরাস ॥ ধ্রুং ॥  
 চাঁদের উপরে পড়ল চন্দ ।  
 চকোরে চকোরে লীগল দ্বন্দ্ব ॥  
 ধনুতে ধনুতে হওল স্পর্শ ।  
 নিশাসে নিশাসে পবন ধ্বষ ॥

অধরে অধরে চুম্বনানন্দ ।  
 অমৃত ক্ষরয়ে সুমন্দ-মন্দ ॥  
 তরুতে লতাতে জড়িত ভেল ।  
 সুতাল ফলক চেপটি গেল ॥  
 সরোজ উপরে সরোজ মেল ।  
 মদন আবেগে হানল শেল ॥  
 তরুণ তরুণী হৃদয় দাছে ।  
 মদনে জিনিতে স্বরিত চাছে ॥  
 জঘন শব্দ ডিগ্ধিম বাজে ।  
 বিপিন বিলাস সমর মাঝে ॥  
 প্রকৃতি অতীত এ রাস রঙ্গ ।  
 পরকীয়াভাবে গোকুলে অঙ্গ ॥  
 রসিক ভকত এ রস সারে ।  
 বুঝিবে রসিক গুরুর দ্বারে ॥  
 শ্রীরাধাগোবিন্দে বিপিনে রাস ।  
 বিপিন-হৃদয় বিপিনে আশ ॥  
 ভ্রান্তাশান্তাদান্ত অনুগ যেহ ।  
 বুঝিতে নারিবে সে এই লেহ ॥  
 প্রাকৃত ভাবেতে বুঝিয়া সেই ।  
 নরকে যাইবে কহিনু এই ॥  
 শুকবাক্য এই পুরাণে আছে ।  
 এ বিপিন কহে তোমার কাছে ॥ ৫৪ ॥

কর্ণটি রাগঃ ।

ধব পরাভব হেরি কহে রতি সতী ।

হা বিধাতঃ ! করিলে কি পতির এ গতি ॥

ভুবন বিজয়ী যিনি তাঁর পরাজয় ।

এ কথা কহিতে লোকে বিদরে হৃদয় ॥

শ্রীনন্দ-নন্দন কৃষ্ণ কত বল ধরে ।

আমার পতিরে তিঁহ পরাজয় করে ॥

ব্রহ্মেন্দ্র-শঙ্কর আদি দেব সমুদয় ।

যাঁর কাছে পরাভূত তাঁর পরাজয় ॥

যাঁর পঞ্চশর দর্পে ভুবন কাঁপয় ।

সেই পতি কাঁপে এবে হএণ পরাজয় ॥

যাঁর ধনুর্ঘটকরেতে চকিত ভুবন ।

লাজে আজ হেরি তাঁর মলিন বদন ॥

নিরন্তর মম রামারণ্যে ক্রীড়া যাঁর ।

গোপী গৃঢ় রামারণ্যে পরাজয় তাঁর ॥

এতদিন জানিতাম মো-পতি সমান ।

ভুবন ভিতরে কেহ নাহি বলবান ॥

সেই গরবেতে আমি গরবিনী হয়ে ।

দিয়াছি অনেক দুঃখ রূপা-হৃদয়ে ॥

এবে মোর সে গরব গোপ-রমাগণ ।

ভাঙ্গিয়া করিল চূর্ণ জন্মের মতন ॥

কিবা মন্ত্র জানে সেই ব্রজগোপীগণ ।  
 যাহাতে হইল মোর গরব চূর্ণন ॥  
 হায় ! হায় ! মন দুঃখ কহিব কাহায় ।  
 লাজে-দুঃখে এবে বুঝি প্রাণ বাহিরায় ॥  
 কাম পরাজয়ে এই রতির বিলাপ ।  
 শ্রবণে-পঠনে দূরে যায় স্মর তাপ ॥  
 বৃন্দাবন বিহারেতে সবার গরব ।  
 গোপ-গোপীগণ সঙ্গে নাশিলা মাধব ॥  
 বধা প্রেমময়ী লীলা গোবিন্দের হয় ।  
 তথায় গর্বাদি ভাব রাহিতে নারয় ॥  
 ভক্তগণে এই শিক্ষা দিবার কারণ ।  
 ব্রজে সর্ব গর্ব আদি নাশে শ্রীরমণ ॥  
 শ্রীরতি-মঞ্জরী সহ মদনমোহন ।  
 সর্বকাল জয়যুক্ত জানি সর্বক্ষণ ॥  
 গম্যথ বিজয়-লীলা গোবিন্দের যাহা ।  
 প্রাকৃত করিয়া বর্ণে যেই জন তাহা ॥  
 সেই জন মহামূর্খ-পাপী ছুরাচার ।  
 ভাগবত আদি এই কহে বার বার ॥  
 কর্মদোষে গুরু রোষে এ বিপিন দাস ।  
 বুঝিতে নারিল ঋধা গোবিন্দ বিলাস ॥ ৫৫ ॥  
 পবিত্র শৃঙ্গার রস শ্যামবর্ণ হয় ।  
 তেত্রিঃ সে শৃঙ্গার রসে শুচিরস কয় ॥

ଶୃଙ୍ଗାରାଧିଷ୍ଠାତା ଦେବ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ-ନନ୍ଦନ ।  
 ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗ ଅସ୍ତେ ରୂପେର ଲିଖନ ॥  
 ଅପ୍ରାକୃତ ଶୃଙ୍ଗାରେର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେହି ।  
 ପ୍ରାକୃତିକ ଜଗତେତେ ଶୁଚିରସ ସେହି ॥  
 ଚିତ୍ରସେର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଚିତେ ପଡ଼ିବ ।  
 ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞେ ବୁଝିବେ ଇହା ମୂର୍ଖେ ନା ବୁଝିବ ॥  
 ପ୍ରାକୃତାପ୍ରାକୃତ ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେର ଦ୍ଵାରେ ।  
 କହିବ ରସେର ତତ୍ତ୍ଵ କ୍ରମଶଃ ତୋମାରେ ॥  
 ଚିଦ୍ଵିତ୍ତେ ସର୍ବରସ ନିତ୍ୟ ବିରାଜିତ ।  
 ଇହାତେ ଅଗ୍ରଥା ନାହିଁ ହୟ କଦାଚିତ ॥  
 ନାଟ୍ୟରସ ନବବିଧ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଯାହା କୟ ।  
 ସେହି ସବ ରସ ଚିତ୍ତଜଗତେ ବିରାଜୟ ॥  
 ଆନନ୍ଦାଦି ସ୍ଵାସ୍ଥିତାବ ହୟତ ଯାହାର ।  
 ସେହି ତ ମଧୁର ରସ ଶୃଙ୍ଗାରାଧ୍ୟା ଯାର ॥  
 ଦାନ-ଧର୍ମ-ସୁକ୍ଳାଦିତେ ଅତ୍ୟୁତ୍ସାହ ସେହି ।  
 ବୀରରସାଧ୍ୟାନ ତାର କହିଲାମ ଏହି ॥  
 ଶୋକ ସ୍ଵାସ୍ଥିତାବ ଯାର କରୁଣାଧ୍ୟା ତାର ।  
 କୌତୁକ ଉନ୍ନତ ହାସ୍ୟ କରିବୁ ପ୍ରଚାର ॥  
 ମାନବେର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଆଦିତେ ଗମନ ।  
 ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସବ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ ॥  
 ହୃଦୟେତେ ସେହି ଭାବ ସମୁଦିତ ହୟ ।  
 ଅଦ୍ଭୁତାଧ୍ୟା ରସ ସେହି ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ॥

ক্রোধ-রাক্ষসাদি জঙ্ঘ হৃদে যেই ভয় ।  
 ভয়ানক রস সেই,—রস বিজ্ঞে কয় ॥  
 ঘৃণাকর পূয়ঃ রস প্রভৃতি জনিত ।  
 ঘৃণোদয় যেই,—সেই বীভৎস বিহিত ॥  
 সর্ববাভিভাবিত, যেই,—রোদ্ররস সেই ।  
 নব নাট্য রস-তত্ত্ব कहিলাম এই ॥  
 শাস্ত্ররস অলৌকিক হয় সুনিশ্চয় ।  
 অতএব শাস্ত্ররস ব্যক্তযোগ্য নয় ॥

তথাহি রত্নকোষে ।

শৃঙ্গার বীর বীভৎস রোদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ ।  
 করুণাত্ত শাস্তাশ্চ নবনাট্যা রসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫৬ ॥  
 রসনার গ্রাহ রস চুম্বনাদি ধারে ।  
 রসিক সকল এই কহে বারে বারে ॥

তথাহি মৎকীতসারসংগ্রহে ।

রসো হি রসনাগ্রাহশ্চুম্বনাঈর্দ্বিশেষতঃ ।  
 ইত্যাহ রসিকাঃ সর্বে কথয়ামি তবাশ্রিতঃ ॥ ৫৭ ॥  
 রসনাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ যাহা হয় ।  
 রসাখ্যান হয় তার कहিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি ভাষাপরিচ্ছেদাদৌ ।

রসস্ত রসনা গ্রাহ্য মধুরাদিরনেকধা ।  
 সহকারী রসজ্ঞান্য নিকৃষ্টাদি চ পূর্ববৎ ॥  
 রসো হি চেত্সিরগ্রাহ শৃঙ্গারাদিরনেকধা ॥ ৫৮ ॥



রাসন জ্ঞানেতে রস কারণ নিশ্চয় ।

সহকারী অর্থে এই মুক্তাবলী কয় ॥

তথাহি সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাং ।

সহকারীতি রাসনজ্ঞানে রসকারণমিত্যর্থঃ । পূর্ববদिति জন-  
পরমাণো রসোনিত্যঃ অন্যঃ সর্বোহপি রসোহনিত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

চিদ্রসানভিজ্ঞ যত নৈয়ায়িক গণ ।

শুদ্ধ জল পরমাণু রস নিত্য কন ॥

অনিত্য বলিয়া অন্য সর্ব রসে গান ।

হায় ! হায় ! তাঁসবার কিবাশ্চর্য্য জ্ঞান ॥

কষায়, কটু, তিক্ত, মধুরাদি যেই ।

সর্ব রসেন্দ্রিয় গ্রাহ্য কহিলাম এই ॥

সপ্ত গোণ, পঞ্চ মোক্ষ, কাব্য রস যাহা ।

সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বুঝে দেখ তাহা ॥

রূপ, গুণ, নাম, লীলা রস যেই হয় ।

ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সব কহিষু নিশ্চয় ॥

রত্নাংসাহ, শোক, হাস্য, জুগুপ্সা, বিস্ময় ।

ক্রোধ, ভয় আদি এই স্থায়ি ভাব হয় ॥

তথাহি শ্রীভরতালঙ্কারে ।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা ॥

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িত্বাঃ ক্রমাদমী ॥ ৬০ ॥

শৃঙ্গারেতে রত্যানন্দ, অত্নাংসাহ বীরে ।

করুণেতে শোক স্থায়িভাব কহে বীরে ॥

হাস্যেতে কোতুক আর অকুতে বিন্ময় ।  
 বীতংস রসেতে স্থগা, ভয়ানকে ভয় ॥  
 সৰ্বাভিভাবিতা রৌদ্ররসে জানি নিতি ।  
 শাস্তরসে আত্মানন্দে সদা অবস্থিতি ॥  
 যদ্যপিহ শাস্তরস অলৌকিক হয় ।  
 তথাপি কহিনু মুগ্ধি যথা জ্ঞানোদয় ॥  
 স্থায়িতাব অর্থ বিজে নানা মত করে ।  
 সারার্থ কহিনু মুগ্ধি অতি অল্লাঙ্করে ॥  
 ইথে মোর যেই দোষ হবে দরশন ।  
 তাহা সংশোধিয়া লবে শ্রোতা-বক্তা গণ ॥  
 নিরস আমার সেহ, নাহি জ্ঞান লেশ ।  
 মনের আগ্রহে লিখি কহিনু বিশেষ ॥  
 চতুৰ্থ মূলেতে উক্ত শুদ্ধারতি যেই ।  
 সামান্যাতি-নিরমল শাস্তি ভেদে সেই ॥  
 শুদ্ধারতি তিন রূপ জানিহ নিশ্চয় ।  
 অনুভাবাবস্থা যার ত্রিবিধ কহয় ॥  
 শরীর কম্পন আর নয়ন মিলন ।  
 উদ্গীলন আদি এই ত্রিবিধ গণন ॥  
 সামান্য জনার আর বালিকা সবার ।  
 ভাবহীন ককরুতি “সামান্যাখ্যা” তার ॥  
 নানাবিধ শুদ্ধ সঙ্গ কারণে সাধনে ।  
 বহু ভাবাগরা রতি “স্বচ্ছা” জানি মনে ॥

যা সবার চিন্তাশক্তি নির্ভাভাব হীন ।

তা সবার “স্বচ্ছা রতি” জানিহ প্রবীণ ॥

হৃদয়ের নির্বিবকল্প ভাব যেই হয় ।

প্রাচীন সকল তার “শমাখ্যা” লিখয় ॥

অনুগ্রাহ, সখা, পূজা, ভক্তত্ৰয় যেই ।

অনুক্রমে সেই তিনে রতিত্ৰয় এই ॥

প্রীতি, সখ্য, বৎসলতা, কহিনু নিশ্চয় ।

এ তিনের অনুভাবাবস্থা এই হয় ॥

নেত্রাদির প্রফুল্লতা, ঘূর্ণন, জন্তন ।

হ অনুভাবাবস্থা এই করিনু কীর্তন ॥

ক কবলা, সঙ্কুলা ভেদে ঐছে রতিত্ৰয় ।

সর্ব বিধ প্রকার হয়,—শাস্ত্র বিজ্ঞে কয় ॥

স অন্যবিধ রতিগন্ধ হীন রতি মেই ।

“কবলাখ্যা” রতি মেই কহিলাম এই ॥

দুই-তিন রতি যদি সংমিশ্রণ হয় ।

“সঙ্কুলাখ্যা” রতি সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণই আরাধ্য মোর এই ক্রব জ্ঞানে ।

“প্রীতি” বলি ব্যক্ত এই কহিনু সন্ধান ॥

কৃষ্ণাসক্তি কৃষ্ণ বিনা অপ্রীতি অপরে ।

অনুভাবাবস্থা তার শাস্ত্রেতে প্রচরে ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার ইচ্ছা যেই মত হয় ।

সেইমতাবস্থা মোর হউক নিশ্চয় ॥

শারদারবিন্দ শোভা নিম্নি আপনার ।

শ্রীপদ-যুগল যেন ভাবি অনিবার ॥

তথাহি শ্রীমদ্বকুলমালায়াং ।

দ্বিবি বা ত্রুবি বা মমাস্ত বাসো

নরক বা নরকাস্তক প্রকামং ।

অবধীরিত শারদারবিন্দৌ-

চরণৌ তে মরণেহপি চিন্তয়ামি ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণ তুল্য অভিমানী গণে সখা কয় ।

“বিশ্রম্ভ” স্বরূপা রতি সে সবার হয় ॥

সখা রতি হেতু তার “সখ্যরতি” নাম ।

অসঙ্কোচে পরিহাস আদি অনুপাম ॥

শ্রীকৃষ্ণের গুরু অভিমানী পূজ্য আর ।

কৃষ্ণে অনুগ্রহময়ী রুতি সে সবার ॥

“বাৎসল্যাখ্যা রতি” সেই বৎসলজ হয় ।

চেষ্টা তার বহুবিধ জানিহ নিশ্চয় ॥

চিবুক স্পর্শন আদি লালন-পালন ।

শুভ আশীর্বাদ, শুভ বাঙ্ছা সর্ববক্ষণ ॥

কৃষ্ণ আর যুগাকীর পরস্পর যেই ।

সন্তোগাদি হেতু “প্রিয়তাখ্যা” রতি সেই ॥

মধুরা-উজ্জ্বলা রতি নামান্তর তার ।

নানাবিধ চেষ্টা যার শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

কটাক্ষ, ক্র-ভঙ্গী, প্রিয়বাণী, স্মিতহাস ।

উরসাদি সন্দর্শন জানিহ নির্ধাস ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

মিথো হরেমৃগাক্ষ্যাশ্চ সন্তোগস্যাদিকারণঃ ।

নধুরা পরপর্যায়রা প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ ।

অস্যাংকটাক্ষ ক্রক্ষেপ প্রিয়বাণী স্মিতাদয়ঃ ॥ ৬২ ॥

ভাবে ভাব মিশ্র ইঞা ভিন্ন ভাব ছাড়ে ।

“পরাপ্রীতি” নাম তার कहিনু তোমায়ে ॥

হেন পরাপ্রীতি যথা তথা কৃষ্ণোদয় ।

অত্যন্ত রহস্য এই ব্যক্তযোগ্য নয় ॥

উৎস নৃশিষ্য, হাস, শোক, ক্রোধ, ভয় ।

জুগুপ্সা, ভীতিতে গোণী রতি সাত হয় ॥

প্রধানা রতির অধীনতার কারণ ।

উৎসাহাদি ঘটকের কৃষ্ণ আলম্বন ॥

জুগুপ্সার শরীরাদি আলম্বন হয় ।

তব সন্নিধানে এই कहিনু নিশ্চয় ॥

চন্দ্রালোক, রত্নকোষ, তরতালকার ।

দর্শন, দর্পণ, রসামৃতসিদ্ধি আর ॥

এই সব মতে গোণ, মুখ্য রসতত্ত্ব ।

কহিনু তোমার স্থানে সহিত মহত্ব ॥

স্থানে স্থানে নানা মতে রসের সিদ্ধান্ত ।

গুৰ্বাশ্রয়ে করিয়াছি দেখিবে সুশাস্ত ॥

কীন্তু-কান্তা মিলনাদি শুচিরস হয় ।

মধুর রসাদি যার নামাস্তুর কয় ॥

তথাহি বৎসুতসারসংগ্রহে ।

স্পর্শনাল্লিঙ্গনাদ্যস্য স্মরণাচ্চু বণাদপি ।

রস্যতে সকলো দেহঃ স রসো মধুরঃ স্মৃতঃ ॥

বৎসলাদি রসাঃ সর্কে বর্তন্তে মধুরে পরে ।

তস্মাচ্ছেষ রসঃ প্রোক্ত মধুরঃ পর সংজ্ঞকঃ ॥ ৬৩ ।

বৎসলাদি রস পারে মধুরে মিলয় ।

অতএব শেষ রস মধুর নিশ্চয় ॥

মধুর-উজ্জ্বল-শুচি-শৃঙ্গারাত্ত-রতি ।

মধুরের পর নাম জানিহ সুমতি ॥

সর্কেবাস্তমোত্তম রস মধুর নিশ্চয় ।

পরম আনন্দ রস শাস্ত্রে যারে কয় ॥

সকলের অবশেষ মধুর প্রচার ।

“মধুরেণ সমাপয়েৎ” প্রমাণ তাহার ॥

শান্ত শ্বেত, প্রীত চিত্র, অরুণ প্রেয়ান ।

বৎসল স্ন-শোণ, শ্যাম মধুর ধীমান্ ॥

হাস্য স্ন-পাণ্ডুর বর্ণ, পিঙ্গল অদ্ভুত ।

বীর গৌর, করুণহি ধূম্রবর্ণ স্মৃতঃ ॥ .

রৌদ্র রক্ত, কালবর্ণ ভয়ানক ধরে ।

বীতৎস স্ন-নীল বর্ণ,—শাস্ত্রে গান করে ।

দ্বাদশ রসের বর্ণ করিষু বিস্তার ।  
 দ্বাদশ দেবতা যার শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 কপিল, মাধবোপেন্দ্র, শ্রীনৃসিংহ আর ।  
 শ্রীনন্দ-নন্দন, বলদেব, কুর্মাকার ॥  
 কঙ্কীদেব, শ্রীরাঘব, ভার্গব, শূকর ।  
 শ্রীমীন, দ্বাদশ এই করিষু গোচর ॥

তথাহি দক্ষিণবিভাগে ।

শ্বেতশ্চিৎত্রোরুণঃ শোণঃ শ্রাম পাণ্ডুর পিঙ্গলো ।  
 গোরো ধূত্ৰস্তথা রক্তঃ কালো নীলঃ ক্রমাদমী ॥  
 কপিলো মাধবোপেন্দ্রো নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ ।  
 বলঃ কু' স্তথা কঙ্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিবিঃ ॥  
 মীন ইত্যেষু কথিতাঃ ক্রমাদ্বাদশ দেবতাঃ ॥ ৬৪ ॥

চরাচর সর্ব্ব জগদানন্দ যাহায় ।  
 মধুর আনন্দ রস সেই,—বিজ্ঞে গায় ॥

তথাহি মংকুতসারসংগ্রহে ।

অথবা মোদয়েৎ সৰ্ব্বং জগচ্চৈতচ্চরাচরং ।  
 রসহানন্দ স্তম্ভাচ্চ মধুরং রসিকা বিহঃ ॥ ৬৫ ॥

শাস্ত্ররসে চিত্ত পূর্ত্তি, প্রীতাদি পঞ্চোতে ।  
 চিত্তের বিকাশ ভাব বুঝহ মনেতে ॥  
 বীরাদ্বুত রসে জানি চিত্তের বিস্তার ।  
 করুণায়, রৌদ্রে, ভয়ে হৃদ্বিক্ষেপ সার ॥

বীতংস রসেতে ক্ষোভ জানিহ নিশ্চয় ।  
 রস বিজ্ঞজন গণে এই কথা কয় ॥  
 চিন্তাপথাতিত চমৎকার রাশ্যাকর ।  
 শুদ্ধ সত্ত্ব উজ্জ্বলিত চিত্তে নিরস্তর ॥  
 অত্যাশ্বাদ উৎপাদন নিত্য করে যেই ।  
 তাহাকেই রস বলে,—কহিলাম এই ॥  
 অনন্যবুদ্ধিতে বুদ্ধ প্রগাঢ় সংস্কারে ।  
 ভাবনার পদ চিত্তে অনুভবে যারে ॥  
 ভাবাখ্যান হয় তার কহিনু তোমায় ।  
 এই রস-তত্ত্ব কথা রাখিবে হিয়ার ॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ ।

ব্যতীত্যভাবনা বদ্য যশ্চমৎকার ভারভুঃ ।  
 হৃদি সর্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং শ্রুদতে স রসো মতঃ ॥  
 ভাবনায়াঃ পদে যন্ত বুদ্ধেনানন্য বুদ্ধিনা ।  
 ভাব্যতে গাঢ় সংস্কারেচ্ছিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে ॥ ৬৬ ॥

পিতৃসত্ত্ব, মাতৃসত্ত্ব, দেবসত্ত্ব আর ।  
 অভ্যাগত সত্ত্ব আদি যত আছে যার ॥  
 সর্বসত্ত্ব হরি হত কলি পুত্রগণ ।  
 স্প্রিয়া পদারবিন্দে করে সমর্পণ ॥  
 তৈছে প্রেমরসলিপ্সু ভাগ্যবন্ত জন ।  
 সকল লোকের সত্ত্ব করিয়া হরণ ॥



কায়-মনো-বাক্য সহ গোবিন্দ-চরণে ।  
 সমর্পিয়া,—প্রেমরস করে আশ্বাদনে ॥  
 সর্ববধর্ম-সর্ববম্পৃহা না করিলে ত্যাগ ।  
 প্রেম-রসাস্বাদ নাহি মিলে মহাভাগ ॥  
 ফল্য বৈরাগ্যেতে দক্ষ-শুদ্ধ জ্ঞান যার ।  
 তর্কনিষ্ঠ মীমাংসক জন জানি আর ॥  
 ভক্তিরস আশ্বাদনে এ দুই জনার ।  
 অধিকার নাহি এই কহি বার বার ॥  
 তস্কর হইতে মহানিধি প্রাপ্ত ন্যায় ।  
 গোপনে রাখিবে রস হৃদি মঞ্জুষায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ফল্য বৈরাগ্যানির্দ্বন্দ্বাঃ শুদ্ধ জ্ঞানাশ্চ হৈতুকাঃ ।  
 মীমাংসকা বিশেষেণ তজ্জ্ঞানাদ বহিমুখাঃ ।  
 ইত্যেষ ভক্তিরসিকৈশ্চৌরাদিব মহানিধিঃ ।  
 জরানীমাংসকাদ্রক্ষ্যঃ কৃষ্ণভক্তি রসঃ সদা ॥ ৬৭ ॥

ভক্তে ভক্তিরস পিয়ে, কর্মী-জ্ঞানী দূরে ।  
 কর্মী-জ্ঞানী হৃদে ভক্তিরস নাহি স্ফূরে ॥  
 কেবা কৃষ্ণভক্ত কেবা কৃষ্ণাভক্ত হয় ।  
 ভক্তের লক্ষণে তাহা-বুঝিবে নিশ্চয় ॥  
 স্বাভীষ্ট ভাবেতে সদা ভাবিতান্তঃ ষাঁর ।  
 কৃষ্ণভক্ত সেই জন,—উদ্ধারে সংসার ॥

সত্য বাক্য আদি উনত্রিংশৎ গুণ যাহা ।

কৃষ্ণ সম কৃষ্ণ ভক্তে বিরাজিত তাহা ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তদ্বাব ভাবিত স্বাস্থ্যঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ ॥

যে সত্যবাক্য ইত্যাত্মা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ ।

প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেন্যে ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৬৮ ॥

উনত্রিংশৎ গুণ ছাড়া কোন কোন গুণ ।

কৃষ্ণভক্তে শোভা পায় কহি পুনঃ পুনঃ ॥

কৃষ্ণভক্ত হয় জানি দ্বিবিধ প্রকার ।

সাধক, শ্রী-সিদ্ধ, এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

কৃষ্ণে জাত রতি কিন্তু বিঘ্ন একবারে ।

দূরীভূত হয় নাই কভু বা প্রচারে ॥

কৃষ্ণের দর্শন লাভে যোগ্য স্ন-নিশ্চয় ।

সেই ত সাধক ভক্ত শ্রীরূপ কহয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

উৎপন্ন রতনঃ সমাঙ্ নৈকিষ্মামদুপাগতাঃ ।

কৃষ্ণ সাক্ষাৎ কৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৬৯ ॥

সর্বদুঃখহীন, কৃষ্ণ হেতু সর্বক্রিয়া ।

প্রেম স্নখাস্বাদে-রত সদা যার হিয়া ॥

তিঁহ সিদ্ধভক্ত, —এই প্রভু-রূপ কয় ।

স্ন-সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ, নিত্য সিদ্ধ দুই হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অবিজ্ঞাতাখিল ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ ।

সিদ্ধাঃ স্ন্যঃ সমুত্তম প্রেমসৌখ্যাস্বাদ পরায়ণাঃ ।

সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা নিত্য সিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা ॥ ৭০ ॥

শ্রী-সাধন সিদ্ধ, কৃপা সিদ্ধ ভেদে দুই ।

শ্রী-সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ হয় কহিলাম মুই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সাধনৈঃ কৃপায়াচাস্ত দ্বিধা সংপ্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ ॥ ৭১ ॥

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল তুল্য যেই সব জন ।

সাধক মধ্যেতে গণ্য তাঁহারাই হন ॥

মার্কণ্ডেয় ঋষি আদি যতক লিখন ।

শ্রী-সাধন সিদ্ধ তাঁরা করিনু কীর্তন ॥

যজ্ঞ পত্নী, বলি, শুক আদি সমুদায় ।

কৃপাসিদ্ধ ভক্ত, — এই কহিনু তোমায় ॥

আত্মকোটি গুণ কৃষ্ণে যেই সবাকার ।

সর্বোত্তম প্রেম হৃদে শোভে অনিবার ॥

কৃষ্ণ সম গুণরাজি যাহাদের হয় ।

নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তাঁরা সদানন্দময় ॥

ব্রজ গোপ, গোপী আদি যাদব নিচয় ।

নিত্যসিদ্ধ রূপে গণ্য জানিহ নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণ সম লোক, স্থায় চের্টা সবাকার ।

নিত্য সিদ্ধ তব এই কহিনু প্রচার ॥

ঐছে সবাকার কৰ্ম্মবন্ধ-জন্মাতাব ।

এ হেন সিদ্ধান্ত ঋষি বাক্যে হয় লাভ ॥

তথাহি পান্নোত্তরখণ্ডে ।

যথা সৌমিত্রি ভরতো যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ ।

তথা তেনৈব জায়ন্তে নিজলোকাদ্যদৃচ্ছয়া ।

পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি তৎপদং শাস্তং পরং ।

ন কৰ্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥ ৭২ ॥

বৈষ্ণবার্থে নিত্যসিদ্ধ ভক্ত এথা কয় ।

মূলের সারার্থ এই জানিহ নিশ্চয় ॥

হির্বাস, কোপীনাদি ধারণ, মুগুন ।

বৈষ্ণবার্থ নহে এথা,—কহে বিজ্ঞগণ ॥

কৃষ্ণের পঞ্চাশদ্গুণ ভিন্ন অণু গুণ ।

সিদ্ধগণে বিদ্যমান, কহি এই শুন ॥

সিক্তিপ্রদহাদি শংসনীয় গুণ গণ ।

সিদ্ধভক্তগণে বিদ্যমান সর্ববক্ষণ ॥

ভাবভেদে শাস্ত্র, দাস, সূত আদি আর ।

সখা, গুরুবর্গ, প্রিয়-প্রেয়সী বিস্তার ॥

এই সব ভক্ত হয় ভক্তি অধিকারী ।

তুরা সন্নিধানে এই কহিষু বিচারি ॥

ভক্তবিনা অন্যে ভক্তি অধিকারী নহে ।

বেদ-বিধি-বিচ্ছেদ এই বার বার কহে ॥

ভাবগণে স্ম-প্রকাশ নিত্য করে যেই ।  
 উদ্দীপনাধার সেই কহিলাম এই ॥  
 ভাব শব্দে এথা রত্যবধি মহাভাব ।  
 প্রভু শ্রীকৃপের বাক্যে এই হয় লাভ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, স্মিত, প্রসাধন ।  
 শ্রীঅঙ্গ সৌরভ, বংশী, নূপুর মোহন ॥  
 শৃঙ্গ, শঙ্খ, ক্ষেত্র, ভক্ত, বাসর প্রভৃতি ।  
 পদাঙ্ক, তুলসী, উদ্দীপনেতে বিস্তৃতি ॥  
 কৃষ্ণপদ-চিহ্ন হেরি কন্দর্প বাণেতে ।  
 ব্যথিত হয়েন রাধা যমুনা তীরেতে ॥  
 রাধার কন্দর্প ভাবোদয়ে উদ্দীপন ।  
 কৃষ্ণপদ-চিহ্ন এথা করি নু কীর্তন ॥

তথাহি শ্রীপদাঙ্কদূতে ।

গোপী ভর্তৃবিরহবিধুরা কাচিদ্ভীষাঙ্কী  
 উন্মত্তেব স্থলিত কবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালং ।  
 অদৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়  
 ত্যক্তা গেহং ঝটীতি যমুনামঞ্জু কুঞ্জং জগাম ॥  
 অপ্রাপ্যৈব ব্রজপতি সূতং তত্র কালং কিমন্তঃ  
 মূর্ছা প্রাণপ্রিয়তম সখী সঙ্গতা সঙ্গমযা ।  
 তস্যোপাস্তে কুলিশকমলসান্দনাঙ্কাদিবুক্রং  
 পদ্মাকারং মুরহরপদশ্চাকুচিহ্নং দদর্শ ॥  
 তস্মিন্মুগ্ধবজলধর ধ্যান মাকর্ঘ্য ভূয়ঃ  
 কন্দর্পেণ ব্যথিত হৃদয়োন্মত্ত তুল্যা যযাচে ।

প্রজ্ঞাহীনং বচন রহিতং নিশ্চলং শ্রোত্রহীনং  
দোত্যং কর্ত্তুং মুরহর পদো লক্ষণং পদ্মলাক্ষী ॥ ৭৩

অবতারাতির মধ্যে শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
যার আলম্বন,—সেই রত্যানন্দ ঘন ॥  
আশ্চর্য্যের পরিসীমা সেই রতি হয় ।  
যে রতির বিন্দু কণা ভুবন মোহয় ॥  
কৃষ্ণের স্বরূপ যেই আলম্বন সেই ।  
ভূষণাদি উদ্দীপন কহিলাম এই ॥  
কৌমার, পোগুণ্ড আর কৈশোব মোহন ।  
ত্রিবিধ কৃষ্ণের বয়ঃ করিষু কীর্ত্তন ॥  
পঞ্চম বৎসরাবধি সুরম্য-কৌমাব ।  
দশম বৎসরাবধি পোগুণ্ড প্রচার ॥  
ষোড়শ বৎসরাবধি কৈশোর-রঞ্জন ।  
তদুর্দ্ধ যৌবন এই শাস্ত্রের লিখন ॥

তথাহি ভাবার্থদীপিকাধিবচন ।

কৌমারঃ পঞ্চমাদন্তঃ পোগুণ্ডঃ দশমাবধি ।  
আষোড়শাচ্চ কৈশোবঃ যৌবনং স্যাস্ততঃ পরং ॥ ৭৪

বৎসলাদি রসাস্রয়-বিষয় কৌমায়ে ।  
পোগুণ্ডে সখ্যাদি রসাস্রয়াদি প্রচাবে ॥  
রতি রসাস্রয় আদি কৈশোরে শ্রীহরি ।  
প্রকাশেন নিত্য ব্রজে ভক্তে কৃপা করি ॥

“অনুগ্রহায় ভক্তানামিত্যাদি” প্রমাণ ।  
 দশমে ভাবুক গণ করুন সন্ধান ॥  
 রত্যাছ্যন পঞ্চাশৎ ভাব, ভাব যেই ।  
 পরানন্দ-তন্ময়ত্ব হেতু সব সেই ॥  
 স্বপ্রকাশ-পরিপূর্ণ, জানিহ নিশ্চয় ।  
 স্ব-গ্রন্থে গোসাঞিঃ রূপ ইহাই লিখয় ॥  
 যিঁহ আত্মাদিনী মহাশক্তির বিলাস ।  
 যাঁহার স্বরূপ চিস্তাভীত স্ননির্ধাস ॥  
 “রতি” যাঁর আখ্যা সেই ভাবে তর্ক দ্বারে ।  
 বাধিত করণোচিত হইতে না পারে ॥  
 অচিন্ত্য ভাবেবেরে তর্কে না কর যোজন ।  
 প্রকৃতি অতীত হয় অচিন্ত্য লক্ষণ ॥

তথাহি মহাভারতে ।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ।  
 প্রকৃতিভ্যাঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং ॥ ৭৫ ॥

অচিতে না করে যেই রসের সাধন ।  
 চিত্রসে কেমনে সেই হইবে মগন ॥  
 সাধনে সাধিবে বাহা,—সিদ্ধে পাবে তাই ।  
 সাধন তত্ত্বেতে এই লিখিলা গোঁসাই ॥  
 অতএব বুদ্ধিমান ভক্ত সমুদয় ।  
 নিঃসঙ্গ ভাবেতে রস স্বভাবে সাধয় ॥

রসের প্রসঙ্গে এথা ভক্ত স্মৃতি তরে ।  
 ভক্ততত্ত্ব আদি কিছু কৈশু অল্লাঙ্করে ॥  
 ভক্তগণ পাদপদ্মে নিবেদন এই ।  
 রসের বিচারে মোর অপরাধ যেই ॥  
 সেই সব অপরাধ করিয়া মার্জ্জন ।  
 প্রসঙ্গ হৃদয়ে কর বস আশ্বাদন ॥  
 বহুস্ত রসের কথা করিতে বর্ণন ।  
 বাসনা আমার নাহি ছিল কদাচন ॥  
 প্রিয় অনুরোধ সেই বাসনা আমার ।  
 বিনাশিলা,—তেঞি রস রহস্য অপাব ॥  
 তীরে রহি রসবিন্দু কণানু হরিয়া ।  
 তোমা সবে ভেট দিনু তকতি করিয়া ॥  
 ভক্তে এক গুণ দিলে কোটিগুণ পায় ।  
 ইথে মোর এই স্বার্থ কহিনু সবায ॥  
 স্বার্থবিনা কোন কার্য্য কেহ নাহি করে ।  
 লোক-শাস্ত্রে এই নীতি হেরি বাবে বাবে ॥  
 সকাম-নিকাম ভেদে স্বার্থ দুই হয় ।  
 নিকাম স্বার্থে পরমার্থ স্বার্থ কয় ॥  
 পরমার্থ স্বার্থ যেই নিঃস্বার্থাখ্য তার ।  
 সেই ত নিঃস্বার্থ স্বার্থ ইহাতে আমার ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 উজ্জ্বলের মতে রস করহ শ্রবণ ॥



নায়ক নায়িকা আদি রসের বিচার ।  
 উজ্জ্বলে গৌসাক্ষি রূপ করিলা বিস্তার ॥  
 এঁছে তত্ত্বজ্ঞান বিনা মাধুর্য্যাস্বাদন ।  
 কভু নাহি হয়,—এই কহে বিজ্ঞগণ ॥  
 শৃঙ্গার সাধকে শাস্ত্রে নায়ক কহয় ।  
 সেই ত নায়ক-চিহ্ন বহুমত হয় ॥  
 তৃপ্ত কেলী কলালাপে স্ব-প্রিয়ার মন ।  
 সম্বলিত করয়ে স্ন-নায়ক সর্ববক্ষণ ॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে ।

\*চন্দ্র সাধকো যঃ স নায়কো নায়িকা প্রিয়ঃ ।  
 \*নেত্যং কেলীকলালাপেভ্যঃ বতি স্বপ্রিয়াং সদা ॥ ১৩  
 নায়কের শিরোমণি শ্রীরাধা-রমণ ।  
 শৃঙ্গারান্ত রস যাব সরবস ধন ॥  
 শিখিপিঙ্গু বিভূষণ নরাকারশ্রয় ।  
 সর্বলোকাশ্রয় তিহ, লীলাশুক কয় ।  
 তথাহি মহাভক্তশ্রীলীলাশুকেনোক্তং ।  
 শৃঙ্গার রসসর্বস্বং শিখিপিঙ্গু বিভূষণং ।  
 অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং ॥ ৭৭ ॥  
 পতি, উপপতি, প্রত্যেকের বৃত্তি মত ।  
 অনুকূল, দক্ষিণাদি নায়ক সম্মত ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ নায়কে কোন ভাবাযুক্ত নয় ।  
 সকল সম্ভব কৃষ্ণে,—জানিহ নিশ্চয় ॥

অন্ম নারী রতি স্পৃহা করি পরিহার ।  
 স্বকীয়া নারীতে অতি আসক্তি যাহার ॥  
 অনুকূল নায়কাখ্যা হয় ত তাহার ।  
 প্রমাণ তাহার রাম-সীতাতে প্রচার ॥  
 অত্যন্ত গম্ভীর আর বিনয় অস্থিত ।  
 ক্ষমাগুণপূর্ণ, অতি করুণ নিশ্চিত ॥  
 দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘা বিহীন সদাই ।  
 উদার মানস নিত্য দেখিবারে পাই ॥  
 ধীরোদাত্ত অনুকূল নায়ক সে জন ।  
 ধীরললিতানুকূল করহ শ্রবণ ॥  
 পরিহাসপটু আর রসিকাতিশয় ।  
 সুতরুণ, চিন্তাহীন আদি যেই হয় ॥  
 প্রেয়সীর বশীভূত প্রায় সর্বক্ষণ ।  
 ধীরললিতানুকূল জান সেই জন ॥  
 শাস্তমতি, বিবেচক, ক্রেশসহকারী ।  
 বিবেকাদি গুণাশ্রিত, সর্বদা নেহারি ॥  
 ধীর শাস্ত অনুকূল আখ্যান তাহার ।  
 ধীরোক্তানুকূলের শুনহ বিচার ॥  
 আত্মশ্লাঘী, অহঙ্কারী, মায়াবী, চঞ্চল ।  
 মাৎসর্য্য অস্থিত, ক্রোধী, জানিহ কেবল ॥  
 ধীরোক্ত অনুকূল সেই ত নিশ্চয় ।  
 দক্ষিণ নায়ক চিহ্ন শাস্ত্রে এই কয় ॥

এক রমণীতে অগ্রে হইয়া আসক্ত ।  
 কভু অন্য রমণীতে হয় অনুরক্ত ॥  
 কিন্তু পূর্ব্ব প্রেয়সীর গৌরবাদি ভয় ।  
 দক্ষিণ্যাদি নাহি ভুলে, দক্ষিণ সে হয় ॥  
 অথবা অনেক নারী প্রতি সদা যার ।  
 সমভাব দেখা যায় দক্ষিণাখ্যা তার ॥  
 সম্মুখেতে প্রিয় কহে পরোক্ষে অপ্রিয় ।  
 গুরুতর অপরাধী,—তেঞি নিন্দনীয় ॥  
 শঠাখ্যান হয় তার জানিহ নিশ্চয় ।  
 ধৃষ্ট নায়কের চিহ্ন এই মত হয় ॥  
 অন্য যুবতীর ভোগ চিহ্ন সমুদয় ।  
 প্রকাশে নির্ভয় চিত্ত, মিথ্যা কথা কয় ॥  
 ধৃষ্টাখ্যান হয় তার কহিনু তোমায়ে ।  
 নায়কের ভেদ আর করিব প্রচারে ॥  
 ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীর শাস্ত আর ।  
 ধীর ললিত,---নায়ক চতুর্থ প্রকার ॥  
 পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ ভেদ মতে ।  
 ঐ চারি নায়ক ভেদ দ্বাদশ সম্মতে ॥  
 পতি, উপপতি ভেদে দ্বাদশ নায়ক ।  
 চব্বিশ প্রকার হয় শৃঙ্গার সাধক ॥  
 অনুকূল, দক্ষিণাদি ভেদে পুনর্ব্বার ।  
 চব্বিশ নায়ক ছিয়ানব্বই প্রকার ॥

ধূর্তাদি নায়ক যাহা নায়ক লক্ষণে ।

সেই সব নাহি হেরি ভরত বর্ণনে ॥

মহামুনি ভরতের অসম্মত যাহা ।

প্রকাশ নাহিক করি এখানেতে তাহা ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলনীলমণৌ ।

উদাত্তাদ্যৈশ্চতুর্ভেদৈস্তিভি পূর্ণতমাদিভিঃ ।

দ্বাদশায়া চতুর্বিংশত্যায়া পত্যাদি যুগ্মতঃ ।

নায়কঃ সৌহন্যকুলাদ্যৈঃ স্যাৎসম্বলতিধোদিতঃ ।

নোক্ত ধূর্তাদি ভেদস্ত মুনেঃ সম্মত্যাভাবতঃ ॥ ৭৮ ॥

নায়ক সহায় হয় পঞ্চম প্রকার ।

চেট, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ আর ॥

প্রিয়নন্দ্য সখা,—এই পঞ্চমত হয় ।

এ পাঁচের গুণ শুন শাস্ত্রে যাহা কয় ॥

পরিহাস-প্রিয়, বাক্য প্রয়োগ সাধক ।

গাঢ়ানুরাগিহ, রুষ্ট, গোপী প্রমোদক ॥

দেশকালজ্ঞতা, গূঢ় মন্ত্রণাদায়ক ।

চতুর, সূদক্ষ, বাগ্মী, প্রিয় আহ্লাদক ।

তথাহি তত্রৈব ।

অথ তস্য সহায়ানাং পঞ্চধা চেটকো বিটঃ ।

বিদূষক পীঠমর্দঃ প্রিয়নন্দ্য সখস্তথা ।

নন্দ্যপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদাগাঢ়ানুরাগিতা ।

দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্ট গোপী প্রসাদনং ।

নিগূঢ় মন্ত্রতেতাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ॥ ৭৯ ॥

সন্ধানে চতুর, গুঢ় কর্ম সম্পাদক ।  
 প্রত্যাৎপন্নমতীত্যাদি গুণ প্রকাশক ॥  
 চেটাখান হয় তার, কহিনু তোমায় ।  
 ভঙ্গুর, ভঙ্গার আদি প্রমাণ তাহায় ॥  
 বেশ ক্রিয়া সুর, সেবা নিপুণাতিশয় ।  
 দূর্ত, গোষ্ঠী বশকারী সতত যে হয় ॥  
 দ্বী-বশীকরণ মন্ত্রোষধী ভাল জানে ।  
 বিটাখান হয় তার, কহিনু সন্ধানে ॥  
 কড়ার, ভারতীবন্ধ আদি গোপগণ ।  
 শ্রীকৃষ্ণের বিট সখা করিনু কীৰ্ত্তন ॥  
 ভোজন লোলুপ অতি, কলহাতি রত ।  
 বিকৃতাস্ত্র বাক্য বেশে স্মিতাস্য সতত ॥  
 বিদূষক নাম তার বিদূষে কহয় ।  
 বসস্তাদি গোপে ব্রজে বিদূষক কয় ॥  
 গুণেতে নায়ক তুল্য হঞা যেই জন ।  
 নায়কের অনুরূতি করে সর্ববক্ষণ ॥  
 পঠীমর্দ সখা সেই, কৃষ্ণের সহায় ।  
 ব্রজেতে শ্রীদাম নিত্য, কহিনু তোমায় ॥  
 আত্যন্তিক রহস্যজ্ঞ সখীভাবাশ্রিত ।  
 প্রণয়ী গণের মধ্যে প্রিয় সুবিহিত ॥  
 প্রিয়নর্মসখা সেই,—ব্রজেতে সুবল ।  
 দ্বারকায় শ্রীঅর্জুন হেরিয়ে কেবল ॥

সখা চতুর্দশ মধ্য চোটক সেবক ।

পীঠমর্দ বীর রসে সাহায্য-কারক ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সন্ধানচতুরশ্চোটৌ গুটকক্ষ্মা প্রগল্ভধীঃ ।

ন তু ভঙ্কুর ভঙ্কারাদিকঃ প্রোক্তোহত্র গোকুলে ।

বেশোপচারকুশলো ধূর্তো গোষ্ঠী বিশারদঃ ।

কামতত্ত্বকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে ।

কভারো ভারতীবন্ধো ইত্যাদি বিট ঈদ্রিতঃ ॥

সমুদ্যভিধৌ লোলো ভোজনে কলহ প্রিয়ঃ ।

বিকৃতান্ন বচো বৈশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ ।

বিনম্রমাধবে খ্যাতো যথাহর্মো মধুমঙ্গলঃ ।

গুণৈর্নায়ক কল্লো যঃ প্রেম্না তত্রাত্মবৃন্নিমানঃ ।

ঈশমন্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামাস্যাদ্যথা হরেঃ ॥

সাত্ত্বিক রহস্যজ্ঞঃ সখীভাব সমাপ্রিতঃ ।

সর্ষভ্যঃ প্রণয়িত্যোহর্মো প্রিয়নন্দসখো ববঃ ।

তুর্ল্লিখাঃ সখ্যায়োহত্র চোটঃ কিঙ্কর ঈদ্র্যতে ।

পীঠমর্দস্য বীরাদাবপি সাহায্য কারিতা ॥ ৮০ ॥

সয়ং দূতী, আপুদূতী ভেদে দূতী দুই ।

কটাক্ষ, শ্রীবংশী গানে সয়ং জানি মুই ॥

বীরা, বৃন্দা আদি ব্রজে আপুদূতী হয় ।

বীরার প্রগল্ভ বুদ্ধি হেরি অতিশয় ।

বৃন্দার মনোজ্ঞ-চাটু বচন বিন্যাস ।

অশাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করেন প্রকাশ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বীরা বৃন্দাদিরপ্যাপ্ত দ্বিতী কৃষ্ণস্য কীর্তিতা ।

বীরা প্রগল্ভবচনা বৃন্দা চাটুর্ভক্তি পেশলঃ ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বল্লভাদির বিশেষ বিচার ।

চতুর্থ মূলেতে করিয়াছি সুবিস্তার ॥

কল্যাণেচ্ছু জীবগণ সদা সর্ববক্ষণ ।

ভক্ত অমুসারে করিবেন আচরণ ॥

কৃষ্ণ তুল্য ব্যবহার না করিবে কভু ।

শাস্ত্রেব তাৎপর্য্য এই,—কহে রূপ প্রভু ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বর্জিতব্যং শমিচ্ছদ্বিভক্তবনতু কৃষ্ণবৎ ।

ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮২ ॥

চতুর্থ মূলেতে বৎস ! ইহার শাসন ।

যথেষ্ট রূপেতে করিয়াছি সমর্পণ ॥

স্বরূপ-লাবণ্য-বেশ প্রভৃতির দ্বারে ।

স্বপ্রিয় মানস যেই হরে নানাকারে ॥

নায়কের অতি প্রিয় শৃঙ্গার সাধিকা ।

বসিক সবার মতে সেই ত নায়িকা ॥

তথাহি মংকৃতসারসংগ্রহে ।

শৃঙ্গার সাধিকা যা সা নায়িকা নায়িকপ্রিয়া ।

রূপলাবণ্য বেশাদৌর্হরতি প্রিয়হং সদা ॥ ৮৩ ॥

স্বকীয়াদি ক্রমে হরি প্রিয়া দুই হয় ।  
তার মধ্যে পরকীয়া প্রিয়া শ্রেষ্ঠা কয় ॥  
স্বকীয়া বাদির মতে করি দোষার্পণ ।  
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ করি করেন স্থাপন ॥  
মহামুনি শুকদেব স্বীয় সংহিতায় ।  
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ বলি সবারে জানায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অঃ কিম্বাদ্যতন্তুস্যাগ্নিদমেব মহামুনিঃ ।  
জগৌ পারমহংস্যাঞ্চ সংহিতায়ং স্বয়ংশুকঃ ॥ ৮৪ ॥

শুচি রস আলম্বন-বিভাব-রূপিণী ।  
সেই ত নায়িকা জানি নায়ক মোহিনী ॥  
কনুকা, পরোড়া আদি,—ভেদ অনুসারে  
হরিপ্রিয়া বহুবিধা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥  
সেই সব যথাস্থানে ক্রম অনুসারে ।  
অগ্নাক্ষরে বলিয়াছি,—না করি বিস্তারে ॥  
অতিশয় প্রয়োজন যাহা যাহা হয় ।  
“দশমূলে” সেই সব পাইবে নিশ্চয় ॥  
কনুকা-পরোড়া ভেদে পরকীয়া দুই ।  
ললিতাদি পরকীয়া কহিলাম মুই ॥  
নন্দব্রজ-নিবাসিনী যত গোপীগণ ।  
পরকীয়া বলি প্রায় সবার গণন ॥



যতপিহ গোপীগণ পরোঢ়া নিশ্চয় ।

তথাপি পতির সহ সঙ্গম না হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মায়াকলিত তাদৃক্ স্ত্রী শীলনেনানুসৃষ্টিভিঃ ।

ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ ॥ ৮৫ ॥

যোগমায়া বিরচিত বল্লবী নিচয় ।

অভিসারাদির কালে পতি পাশ রয় ॥

অতএব গোপগণ শ্রীনন্দ-নন্দনে ।

অসূয়া প্রকাশ নাহি করে কদাচনে ॥

অবিবাহ অবস্থায় জনক ভবনে ।

লজ্জিতা হইয়া রহে সদা সর্ববক্ষণে ॥

সখী সহ ক্রীড়া লাগি সমুৎসুকাস্বিতা ।

সেহিত কণ্ঠকা-, প্রায় মুক্কা-গুণায়িতা ॥

কন্যা মধ্যে ধন্যা আদি কুমারিকা গণ ।

কাত্যায়নী ব্রতপরা,—ঋষির বর্ণন ॥

গোপ সহ যা সবার হৈল পরিণয় ।

কৃষ্ণ সহ সন্তোগার্থ লালসাতিশয় ॥

যা সবার গর্ভে নাহি হইল সন্তান ।

সেই সব বল্লভার পরোঢ়া আখ্যান ॥

তথাহি তত্রৈব ।

গোপৈর্বৃঢ়া অপি হরেঃ সদা সন্তোগ লালসাঃ ।

পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজ নার্যোহপ্রসূতিকাঃ ॥ ৮৬ ॥

সাধন-পরাদি ভেদে পরোঢ়া ত্রিতম ।  
 শ্রী-সাধন পরা পুন দুই মত হয় ॥  
 যৌথিক্য-যৌথিকী,—এই শাস্ত্রেতে লিখয় ।  
 সগণ সাধনপরা যৌথিকী নিশ্চয় ॥  
 মুনি, উপনিষদেদে যৌথিকী দ্বিমত ।  
 গোপীভাবে অনুরাগী হইয়া সতত ॥  
 সাধন করিয়া গোপী ভাব সিদ্ধি করে ।  
 অযৌথিকী তার নাম,—বৃক্‌হ অন্তবে ॥  
 প্রাচীনা-নবীনা ভেদে অযৌথিকী দুই ।  
 যথা শাস্ত্র তুয়া পাশ কহিলাম মুই ॥  
 প্রাচীনা সুদীর্ঘকালে অব্যয় প্রিয়ার ।  
 সালোক্য করয়ে লাভ,—শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 দেব, নর, গন্ধৰ্বাদি জন্মের উত্তরে ।  
 নবীনা ব্রজেতে আসি জন্ম লাভ করে ॥  
 স্বাংশ কৃষ্ণ দেবরূপে জন্মেন যখন ।  
 তাঁর সম্ভোষার্থ নিত্য প্রিয়াংশ তখন ॥  
 দেবযোনি মধ্যে জন্ম লভেন নিশ্চয় ।  
 তাঁহারাই ব্রজে নিত্যা প্রাণতুল্যা হয় ॥  
 শ্রীরাধিকা আর চন্দ্রাবলী দুইজন ।  
 নিত্য কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ তুল্য গুণে হন ॥  
 যিনি নিজানন্দ আর আনন্দ-চিন্ময় ।  
 রূস রূপা শক্তি সহ গোলোকে শোভয় ॥

সেই অখিলাত্মভূত গোবিন্দ চরণ ।

অন্যো ভজনা করি সদা সর্বদক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি-

স্তাতিৰ্য্য এব নিজরূপ তয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো

গোবিন্দমাদি পুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ ৮৭ ॥

রাধা, চন্দ্রাবলী, শ্যামা, বিশাখা, ললিতা ।

পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, গোপালী কথিতা ।

ধনিষ্ঠা, পালিকা, চিত্রা, তুঙ্গভদ্রা আর ।

ইন্দুরেখা আদি নিত্য প্রেয়সীর সার ॥

খঞ্জনাঙ্গী, মনোরমা, শঙ্করী, বিমলা ।

লীলা, কৃষ্ণা, তৃষ্ণা, শারী, কুম্ভকুমা, মঙ্গলা ॥

বিশারদা, শৈলবালা, তুলসী, সরলা ।

তারাৱলী, চকোরঙ্গী, হেমঙ্গী, কমলা ॥

রসবতী, রসালিকা আদি গোপীগণ ।

নিত্য প্রিয়াগণ মধ্যে করিয়ে গগন ॥

রাধা, চন্দ্রাবলী মধ্যে শ্রীরাধা অধিকা ।

মহাভাব স্বরূপিণী—সর্ব রসালিকা ॥

তথাহি শ্রীমহাজ্জলনীলমণৌ ।

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সৰ্ব্বথাধিকা ।

মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী ॥ ৮৮ ॥

সৰ্বলক্ষণ মুখা হয় কন্যার লক্ষণ ।  
 মুখার প্রভেদ স্বীয়া, পরোঢ়া গণন ॥  
 মুখা, মধ্যা, প্রগল্ভা, তিন যেই হয় ।  
 প্রত্যেকে স্বীয়াদি ভেদে ষড়বিধ কয় ॥  
 মধ্যা, প্রগল্ভা, ধীরা আদি ভেদত্ৰয়ে ।  
 ষড়বিধ ভেদ,—ইহা রসিকে বুঝয়ে ॥  
 কন্যা, স্বীয়া, পরোঢ়েতি ভেদে মুখা তিন ।  
 সাকল্যে নায়িকা সংখ্যা পঞ্চদশ চিন ॥  
 কন্যা, মুখা আর স্বীয়া, পরোঢ়ানুসারে ।  
 চতুর্দশ নায়িকার লক্ষণ প্রচারে ॥  
 স্বীয়া সপ্ত হয় আর পরোঢ়া সপ্তম ।  
 সাকল্যেতে চতুর্দশ করি নু কীর্তন ॥  
 নববয়া-অল্লকাম, রতিতে বাম্যতা ।  
 শৃঙ্গার চেষ্টায় লাজ, সখী বশংগতা ॥  
 অথচ গোপন ভাবে রতি চেষ্টা করে ।  
 দয়িতাপরার্থে তাঁরে বাম্পাঙ্কে নেহরে ॥  
 প্রিয়াপ্রিয় বাক্যাশঙ্ক, বিমুখী মানেতে ।  
 মুখাখ্যান হয় তার, বুঝ হৃদয়েতে ॥  
 লজ্জা আর কাম দুই সমান গণনা ।  
 নবীন ঘোবনা, কিছু প্রগল্ভ বচনা ॥  
 শৃঙ্গারেতে মুচ্ছাবিধি ক্ষমতা প্রচার ।  
 কোন স্থানে মানে করে মূহুতা বিস্তার ॥

কভু বা কোথাও মানে কার্কশ্য প্রকাশ ।

মধ্যার লক্ষণ এই জানিহ নির্ধাস ॥

মান প্রাপ্তা কাস্তা হয় দ্বিবিধ প্রকার ।

ধীরা-ধীরা, ধীরা-ধীরা, করিষু প্রচার ॥

ধীরা শবদের অস্ত্র মধ্যা শব্দ যাহা ।

সুখবোধ অর্থে তুমি বুঝিবেক তাহা ॥

কভু কভু অপরাধী নিজ প্রিয় জনে ।

বক্রোক্ত্যুপহাস করে ধীরার লক্ষণে ॥

রোষেতে নিষ্ঠুর কহে স্ব-রমণে যেই ।

অধীরা আখ্যান তার কহিলাম এই ॥

অশ্রুবিমোচন করি প্রিয়তম প্রতি ।

বক্রোক্তি প্রয়োগ করে ধীরাধীরা মতি ॥

সম্পূর্ণ যৌবন আর মদাস্কাতিশয় ।

বিপরীত রত্ন্যসুকা কহিষু নিশ্চয় ॥

বহুভাবোদগমালিজ্ঞা, রসে স্ব-রমণে ।

আক্রমণ কবে,—প্রৌঢ় চেষ্ঠা সর্ববক্ষণে ॥

মানেন্তে কার্কশ্য ভাব করে সুপ্রকাশ ।

প্রগল্ভা রমণী সেই কহিষু নির্ধাস ॥

মানেন্তে সম্ভোগ কার্য্যে উদাসীন হয় ।

অবহিতা-আদরিণী ভাব প্রকাশয় ॥

ধীর প্রগল্ভার এই দ্বিবিধ লক্ষণ ।

অধীর প্রগল্ভা চিহ্ন করহ শ্রবণ ॥

ক্রোধেতে নিষ্ঠুর বাক্যে স্ব-কাস্তে ভৎসয় ।

অধীর প্রগল্ভা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

ধীরাধীরা নায়িকার যেই গুণ গণ ।

ধীরাধীরপ্রগল্ভার তাহাই গণন ॥

বাসক সজ্জিকাভিসারিকা, উৎকৃষ্টিতা ।

প্রোষিত ভর্তৃকা আর খণ্ডিতা মণ্ডিতা ॥

স্বাধীন ভর্তৃকা, বিপ্রলঙ্কাবস্থা আর ।

কলহাস্তুরিতা এই অষ্টম প্রকার ॥

প্রিয় তরে ভাব ভরে অঙ্গ ভূষা করে ।

সুখময় রতালয় সাজায় স্ব-করে ॥

কাস্ত আগমনানন্দ প্রতীক্ষা করিয়া ।

দ্বারদেশে আঁখি রাখি ভাবয়ে বসিয়া ॥

“বাসক সজ্জিকা” সেই রমণী রসিকা ।

কান্তানন্দপ্রদা-কাস্ত হৃদয় মোদিকা ॥

তথাহি শ্রীমৎসনাতন প্রভুনোক্তং ।

ভবেদ্বাসকসংজ্ঞাসৌ সজ্জিতাঙ্গ রতালয়া ।

নিশ্চিত্যাগমনং ভর্তৃদ্বারেক্ষণ পরায়ণা ॥ ৮৯ ॥

পদং ।

সখি ! শুন শুন বচন আমার ।

ফুলময় শেয করহ বিস্তার ॥

ফুলহার রাখ শিখান উপর ।

তাম্বুল রাখহ বীটিকা ভিতর ॥

সুবাসিত নীর রাখহ ঢাকিয়া ।

নানা গন্ধ রাখ যতন করিয়া ॥

নীর ভরি ঝারি মুঞ্জনী সহিত ।

প্রদীপ কিনারে রাখহ ত্বরিত ॥

বিপিন কহয়ে স্ব-স্বরূপাবেশে ।

পাছে দোষ দাও মোরে অবশেষে ॥ ৯০ ॥

স্ব-যৌবন মদ আর মদন কারণ ।

পয়ূঃস্নক চিন্তে ধায় যথা স্ব-রমণ ॥

তাহাকেই কহে “অভিসারিকা” নায়িকা ।

কাস্তু চিত্ত বিমোহিনী রস-প্রদায়িকা ॥

তথাহি শ্রীমৎসনাতনপ্রভূপাদেনোক্তং ।

যা পয়ূঃস্নকচিন্তাতি মদেন মদনেন চ ।

আত্মনাভিসরেৎ কাস্তুং সা ভবেদভিসারিকা ॥ ৯১ ॥

পদং ।

সখি ! শুন শুন গবু উপদেশ ।

মুক্তাহারে রচিয়াছ কুচ বেশ ॥

তুয়া স্মিত হাস্তে চন্দ্রের কিরণ ।

দ্বিগুণিত শ্বেত করি দরশন ॥

তেঞি কহি তোয় শুভ্র বেশ ধরি ।

অভিসার কর যথা প্রিয় হরি ॥

মহিষ দুষ্কের দধির সমান ।

ঘন শুক্লাম্বর কর পরিধান ॥

অঙ্গিতে চন্দন করহ অর্পণ ।

শ্বেতোৎপলে কর শ্রবণ ভূষণ ॥

ধীরে ধীরে ধীরে ফেলিয়া চরণ ।

চল চল যথা মদনমোহন ॥

বিপিন কহয়ে স্ব-স্বরূপাবেশে ।

মোরে সঙ্গে লবে নিজ কৃপালেশে ॥ ৯২ ॥

যথোক্ত সময়ে যেই কাস্ত কাস্তা ঠাম ।

গমন নাহিক করে পুরাইতে কাম ॥

কাস্ত অনাগম হেতু মনের দুঃখেতে ।

অধীরা হইয়া ধনী ভাবে হৃদয়েতে ॥

সেই নায়িকার হয় “উৎকণ্ঠিতা”খ্যান ।

যিঁহ সঙ্গ মাত্র কাস্তে রতি করে দান ॥

তথাহি গীতাবল্যাং ।

স্যা আদুৎকণ্ঠিতা যত্না বাসং নৈতিদ্রুতং প্রিয়ঃ ।

তত্শানাগমনে হেতুঃ চিন্তয়ন্ত্যাঃ শুচা ভূষণং ॥ ৯৩ ॥

• পদং ।

সখি ! কি কহব তুয়া পাশ আর ।

অনুমামী চন্দ্রা বৈরিণী আমার ॥

নাথে রুদ্ধ করি আপনার পাশে ।

রাখিয়া সাধিছে আপন বিলাসে ॥

দেখ এই নিশা ঘন অন্ধকারে ।

আবৃত হইয়া ঘো ঘো ঘো বিছারে ॥



এখন শ্রীহরি আসিয়া আমায় ।  
 দেখা নাহি দিল কি করি উপায় ॥  
 কিস্বা মোর পাপ বিপাকে নাগর ।  
 করিলা আমায় মনের অন্তর ॥  
 অথবা আহব প্রিয় সেই হরি ।  
 দেবারি সঙ্গেতে রণারন্ত করি ॥  
 ভুলিলা আমায় এ হেন নিশায় ।  
 হায় হায় সখি ! ভেবে প্রাণ যায় ॥  
 বিপিন কহয়ে ভাবনা কি তার ।  
 তুয়া প্রেমে বাঁধা শ্রীহরি তোমার ॥ ৯৪ ॥  
 যেই নারী স্বয়ং দূতী প্রেরণ করিয়া ।  
 প্রিয় অনাগম হেতু অধীরা হইয়া ॥  
 যথাকালে অনাগত প্রিয়ের কারণ ।  
 শোক করে,—সেই “বিপ্রলক্কাতে” গণন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যন্তা দূতী স্বয়ং প্রেযা সময়েনাগতঃ প্রিয়ঃ ।  
 শোচন্তি তং বিনা ছঃস্থা বিপ্রলক্কা চ সা স্তূতা ॥ ৯৫ ॥

পদং ।

শুন শুন সখি ! বচন হামার ।  
 ফুল শেষ কর দূরে পরিহার ॥  
 নাথ আজু নাহি আওল সময়ে ।  
 রহব হাম রে ! কাহার আশ্রয়ে ॥

হায় ! হায় ! কেবা আছে হেন জন ।  
 করাইবে মোরে শ্রীহরি দর্শন ॥  
 বিধৃত সুন্দর এ গন্ধ বিলাস ।  
 মনোহরতর পীত পটবাস ॥  
 নিষ্ক্ষেপ করহ যমুনার তীরে ।  
 নিশা শেষ যাম হইল সখিরে ॥  
 প্রিয় আগমন আশায় আমার ।  
 ভসম পড়ল কিবা কব আর ॥  
 বিপিন কহয়ে তোমার আশায় ।  
 শ্যাম এই ব্রজে গোধন চড়ায় ॥  
 তুমি যদি রাই ! ছাড় শ্যাম আশ ।  
 তবে দেখি তাঁর জড়ের প্রকাশ ॥ ৯৬ ॥  
 অন্য কাস্তা রতি চিহ্ন করিয়া দর্শনে ।  
 ঈর্ষা হেতু অতিশয় ক্রোধান্বিত মনে ॥  
 স্ব-নাগর প্রতি করে তর্জজন গর্জজন ।  
 “খণ্ডিতা” রমণী সেই,—কহে সনাতন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অন্যায়া সহ কাস্তস্ত দৃষ্টে সন্তোষ লক্ষণে ।  
 ঈর্ষা কষায়িতাস্বাসৌ খণ্ডিতা থলু কথ্যতে ॥ ৯৭ ॥

পদং ।

শুন শুন শঠ ! নিরদয় শ্যাম ! ।

তুয়া সনে আর নাহি কোন কাম ॥

যাহারে ভাবিছ সতত হৃদয়ে ।  
 তার সহ রতি কর সুখী হয়ে ॥  
 রূপহীনা মোরে কিবা প্রয়োজন ।  
 মঝু পাশ আর না কর ছলন ॥  
 তুয়া রঙ্গ কোন নারী নাহি জানে ।  
 নয়ন ঘুরিছে ঘুমের বিধানে ॥  
 শয্যায় যাইয়া করহ শয়ন ।  
 চন্দনাদি অঙ্গে করহ লেপন ॥  
 নখচিহ্ন তবে ঘুচিবে সকল ।  
 সত্যবাদী ভাল দেখালে শ্যামল ! ॥  
 ঐ দেখ !—মুখরা সখীরা তোমায় ।  
 পরিহাসচ্ছলে কত না জানায় ॥  
 যাও যাও তুয়া দুই পদে ধরি ।  
 মোর দ্বারে আর নাহি রহ হরি ॥  
 সরব রজনী করি জাগরণ ।  
 করিলে বঞ্চক ! যাহার সেবন ॥  
 সে রমণী তোমারে করিয়াছে জয় ।  
 তোমার চাতুরী কেবা না জানয় ॥  
 মিছা মিছা মোর কাছে বল হরি ।  
 আমি ত তোমারি জানহ কিশোরি ॥  
 এ হেন কপট বচন তোমার ।  
 সখীগণ কাছে হইল প্রচার ॥

আর নাহি কর শপথ নাগর ।  
 তোমার স্বভাব হইল গোচর ॥  
 সনাতনরূপ—সিদ্ধ প্রেম যাহা ।  
 অবহেলে ত্যাগ করিয়াছ তাহা ॥  
 বিপিন কহয়ে কিবা কহ রাই ।  
 তুয়া প্রেমে বাঁধা নাগর কাণাই ॥ ৯৮ ॥  
 নায়ক বিনম্র হঞা যেই নায়িকারে ।  
 বার বার সাধে বহু চাটুবাণ্য দ্বারে ॥  
 তথাপি সন্তোষে যেই রমণী আপন ।  
 নাগরে তাড়াঞা পুনঃ করে বিলপন ॥  
 “কলহাস্তুরিতা” সেই নায়িকারে কয় ।  
 প্রভু সনাতন ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি তদ্বৈব ।

নিরন্তোমমুনা কাস্তো নমন্নপি যয়া পুনঃ ।  
 সান্নতাপযুতা দীনা কলহাস্তুরিতা ভবেৎ ॥ ৯৯ ॥

পদং ।

হায় সহচরি ! কি কব বিশেষ ।  
 না শুনিমু কাণে স্নহদুপদেশ ॥  
 কত চাটুবাকে মাধব আমার ।  
 সাধনা করিল সীমা নাহি তার ॥  
 লেশ মাত্র তাহা না শুনি শ্রবণে ।  
 এবে বুঝি সখি ! হারাই জীবনে ॥

সে গোকুল বীবে এ কুঞ্জ কাননে ।  
 রাগেতে মাতিয়া না কৈনু সেবনে ॥  
 সেই খেদে এই হৃদয় আমাব ।  
 বিদীর্ণ হইছে,—কিবা কব আর ॥  
 সেই প্রিয়,- প্রিয় কুন্সুমের হার ।  
 দিয়া মোবে নতি কৈল বাব বাব ॥  
 আমি তাবে নাহি হেবিনু নয়নে ।  
 অধোমুখে বনু না তুলি বদনে ॥  
 গুণবস্ত্র সেই নিত্য প্রিয় ধনে ।  
 কেন না বাখিনু হৃদি পদ্মাসনে ॥  
 হাব সখি ! এবের কি কবি উপায় ।  
 বিপিন কহয়ে বোদন কি তায ॥  
 এখনি মিলিবে শ্যাম রসবায ।  
 অধীবা না হও, —কহিনু তোমায ॥ ১০০

তথাহি শ্রীসনাতনোক্তং পদং ।

নাকর্ণযমতি ব্রহ্মহৃদপদেশং ।  
 মাধব চাটুপটলমপিলেশং ।  
 সীদতি সার্থ মম হৃদয়মধীবং ।  
 যদভজমিহ নহি গোকুলবীরং ॥ ১০১ ॥  
 নান্দ্যাকয়মর্পিত মুবহাবং ।  
 প্রণমস্তুং দয়িতমমুবারং ॥

হস্ত সনাতন গুণমভিযাস্তং ।

কিমধারয়মহমুরসি ন কাস্তং ॥ ১০১ ॥

যার পতি কোন হেতু বিদেশ যাইয়া ।

অবস্থিতি করে তথা কন্ঠ হইয়া ॥

সেই পতি বিরহেতে আৰ্ত্তা বেই নারী ।

“প্রোষিত ভর্তৃকা” সেই,—কহিনু বিস্তারি ॥

তথাহি গীতাবল্যাং সনাতনঃ ।

ক্লুতশ্চিৎ কারণাৎ বস্তা বিদুবস্হো ভবেৎ পতিঃ ।

ভদ্রসঙ্গমহুঃখাৰ্ত্তা সা শ্চাৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥ ১০২ ।

পদং ।

শুন শুন সখে ! চিকণ কালা ।

তোমার বিরহে ভানুর বালা ॥

কোকিল গণের মধুর নাদে ।

অসম বিষম বিরহ বাধে ॥

পতিতা হইয়া বিষাদ সহ ।

বজ্রপাত ভয়ে কহিছে অহ ! ॥

“জৈমিনি ! জৈমিনি !” রাখহ মোবে ।

পড়িয়াছি আমি বিপদ ঘোরে ॥

হেন কহি রাই ধূলার পড়ি ।

কেবল বদনে বলিছে হরি ॥

সোনার পুতলী হঞাছে কালী ।

প্রবোধ দিতেছে যতেক আলি ॥

কিছু না মানিছে নবীনা বালা ।  
 এমনি তোমার বিরহ জ্বালা ॥  
 নীলাম্বুজ হার করি দরশন ।  
 “গরুড় ! গরুড় !” বলে ঘন ঘন ॥  
 কাল সাপ ভ্রমে মনের শঙ্কায় ।  
 গরুড়ে ডাকয় কহিমু তোমায় ॥  
 মৃগনাভি সহ অগুরু-চন্দন ।  
 দরশনে ভাবি শ্যামাঙ্গ-মদন ॥  
 “শিতিকণ্ঠে” ধ্যান করিতেছে রাই ।  
 তছুপর লক্ষ্য কিছু তার নাই ॥  
 হায় হায় সখে ! কি কাজ তোমার ।  
 বিয়োগে হরিলে জীবন রাধার ॥  
 তুয়া প্রতি প্রেম করে যেই নারী ।  
 তার হেন দশা এ কি হে মুরারি ! ॥  
 ছি ছি ছি কাণাই ! এ ত ভাল নয় ।  
 নারীবধ পাপ ঘটিবে নিশ্চয় ॥  
 মোর বোল যদি ধরহ অন্তরে ।  
 তবে ত্বরা ছাড়ি মথুরানগরে ॥  
 মিল গিয়া সেই শ্রীরাধার সনে ।  
 নিবেদিখু তুয়া যুগল চরণে ॥  
 বিপিন কহয়ে বাঁচালে উদ্ধব ।  
 তুয়া মুখে হরি শুনিলেন সব ॥ ১০৩ ॥

## পুনরুত্তিরিয়ং ।

পদং ।

ওহে শ্যাম ! গুণধাম ! একি কাম করিলে ।  
 জ্বলা সরলা ব্রজবালা প্রাণে বধিলে ॥ ধ্রুঃ ॥  
 কৃশোদরী সে কিশোরী দিবা বিভাবরী হে ।  
 উন্মাদিনী প্রায় ধনী কহে কোথা হরি হে ॥  
 আঁখিজলে স্ব-অঞ্চলে স্থলে জলে মুছে হে ।  
 হরি কোথা এই কথা সখীগণে পুছে হে ॥  
 কমলিনী বিষাদিনী মিত্রাস্ত দর্শনে হে ।  
 মনোদুঃখে স্নানমুখে মুদিল নয়নে হে ॥  
 আঁখিনীরে শস্ত্রশিরে অভিষিক্ত করে হে ।  
 পাছে বক্ষ গণাধ্যক্ষ হৃদি তাপে মরে হে ॥  
 এবে শ্যামা মনোরমা শ্রীমতী রাধার হে ।  
 তব সম অভ্রোপম বরণ প্রচার হে ॥  
 কোথা শান্তি কোথা কান্তি গিয়াছে তাহার হে ।  
 হরে ! কৃষ্ণ ! রাধ ! নাম করিয়াছে সার হে ॥  
 এত ছালা রাজবালা সহিতে কি পারে হে ।  
 ওহে কৃষ্ণ ! আর কষ্ট দিও না রাধারে হে ॥  
 যে তোমারে সার করে দুঃখ প্রায় তার হে ।  
 হে মাধব ! একি তব মহিমা প্রচার হে ॥  
 একি রঙ্গ হে ত্রিভঙ্গ ! বুঝিতে নারিনু হে ।  
 বাঁকা যেই তার এই স্বভাব কহিনু হে ॥



ছি ছি কৃষ্ণ ! এত কষ্ট কেন লোকে দাও হে ।  
 হারা করি প্রিয় হরি ব্রজপুরে যাও হে ॥  
 তোমা বিনে বৃন্দাবনে সবে মৃতপ্রায় হে ।  
 গোপীকার আঁখি বার বক্ষঃ বহি ধায় হে ॥  
 পাখী সব ছাড়ি রব তরুর উপরে হে ।  
 মনোহুঃখে অধোমুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে হে ॥  
 গাভীগণ তৃণাশন করিয়া বর্জ্জন হে ।  
 মধুপুরী হেরি হরি করিছে রোদন হে ॥  
 কৃশোদরী পরিহরি বণিক-নন্দিনী হে ।  
 মধুপুরে আসি হরে ! করিলে সঙ্গিনী হে ॥  
 শ্যামবিধু পদ্মমধু করিয়া বর্জ্জন হে ।  
 পূরণীর মধুখর করিলে সেবন হে ॥  
 কাকপেয় অতি হেয় দ্রব মধু যার হে ।  
 কিবা স্বাদে পিয় সাধে সে মধু তাহার হে ॥  
 ক্ষার গন্ধা স্মর অন্ধা যত পুরনারী হে ।  
 তারা সবে প্রিয় এবে তোমার নেহারি হে ॥  
 চির বেষ্টা সদাস্পৃষ্টা গেলে তার ঘরে হে ।  
 পুররাজ ! নাহি লাজ কিছু কি অন্তরে হে ॥  
 ধন্য শুচি ! ধন্য রুচি ! দেখিয়ে তোমার হে ।  
 ওহে শ্যাম ! প্রেমধাম ! একি ব্যবহার হে ॥  
 ত্যজি রাধা স্মর বাধা হনন কারণ হে ।  
 কুঞ্জী সঙ্গে রস রঞ্জে হইলে মগন হে ॥

ছি ছি হরি ! হরা করি ব্রজপুরে যাও হে ।  
 হে ত্রিভঙ্গ ! স্বকলঙ্ক লোকে না রটাও হে ॥  
 সবোজিনী বিনোদিনী তারে পরিহরি হে ।  
 কুঞ্জী সঙ্গে রস রঙ্গে মজিলে শ্রীহরি হে ॥  
 মধুপান ছাড়ি শ্যাম ! কোতড়া চাটিলে হে ।  
 হেন রুচি শ্যামরুচি ! কেন বা করিলে হে ॥  
 ধিক্ ধিক্ ! শত ধিক্ ! রুচিতে তোমার হে ।  
 বসজ্ঞান নাহি শ্যাম ! হৃদয় মাঝার হে ॥  
 সাক্ষী কহে মিথ্যা নহে উদ্ধব বচন হে ।  
 মধুপুরী ছাড়ি হরি চল বৃন্দাবন হে ॥  
 কুঞ্জশোভা মনোলোভা ফেলি তা অন্তবে হে ।  
 হর্ষ্যাদরে প্রেমভরে ভুঙ্গ কি বিহরে হে ॥  
 পুবচর নামাঙ্কর না হেরি তোমারি হে ।  
 তব নাম ওহে শ্যাম ! বিপিনবিহারি হে ॥  
 কুঞ্জী মাথা খেয়ে এথা কত কাল রবে হে ।  
 ব্রজবালা আর ছালা কত কাল সবে হে ॥  
 ওহে শ্যাম ! ধর্মজ্ঞান কিছুই কি নাই হে ।  
 তুয়া সম শঠজন দেখিতে না পাই হে ॥  
 শ্রীউদ্ধব যেই সব কহিল তোমায় হে ।  
 সব সত্য ওহে পূর্ত ! শঠ শ্যাম রায় হে ॥  
 সত্য পাঠ করি পাঠ এ বিপিন কয় হে ।  
 চল হরে ! ব্রজপুরে বিলম্ব না সয় হে ॥ ১০৪ ॥

প্রেমগুণাকৃষ্ট হএগ রমণ যাহার ।

ক্ষণ পাশ নাহি ছাড়ে প্রিয় লাগি তার ॥

বিচিত্র বিলাসাসক্ত হএগ সর্বক্ষণ ।

স্বভাবে সন্তোষ করে রমণীর মন ॥

“স্বাধীন ভর্তৃকা” সেই রমণীরে কয় ।

গরবে তাহার পদ ভূমে না পড়য় ॥

তথাহি শ্রীমদাতনপ্রভূপাদেনোক্তং ।

যস্যঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্থং ন মুঞ্চতি ।

বিচিত্র সংব্রমাসক্তা সা শ্রীং স্বাধীনভর্তৃকা ॥ ১০৫ ॥

পদং ।

শুন শুন প্রিয়বর বনমানি ! ।

মম হৃদে মৃগমদে বচ পত্রাবলী ॥ ১০৬ ॥

সর্ব অঙ্গে বেশভূষা করহ সুন্দর ।

কেশ পাশে ফুলমালা বাঁধহ সহর ॥

শ্রবণে লবঙ্গ পুষ্প করহ যোজন ।

বিলম্ব নাহিক কর শ্যাম নবঘন ! ॥

ইহা কহি ললিতারে ডাকি কহে রাই ।

দেখ দেখ দেখ সখি ! শ্যামের বড়াই ॥

নয়ন তরঙ্গ শ্যাম আমার উপর ।

বিস্তার করিছে কেন বল নিরন্তর ॥

কুমুদিনী কভু নাহি ভজয়ে ভাস্করে ।

পদ্মিনী নাহিক ভজে স্নিগ্ধ শশধরে ॥

তেঞি কহি সখি ! এই কাম মতোয়াল ।  
 শ্যামেরে নিষেধ কর ঘটোতে জঞ্জাল ॥  
 মোর অঙ্গ স্পর্শ শ্যাম যেন নাহি করে ।  
 আমার নিষেধ এই বুঝহ অন্তরে ॥  
 দেখ সখি ! মম কর হইয়া কম্পন ।  
 লবঙ্গ কুসুম গুচ্ছ হইছে স্থলন ॥  
 অনাদি সময় প্রাপ্ত ধর্ম-সনাতন ।  
 হৃদয়ে সংলগ্ন হঞা আছে সর্বক্ষণ ॥  
 সে ধর্ম ছাড়িয়া আমি শ্যাম সহবাসে ।  
 বিলসিতে না পারিব কসু তুয়া পাশে ॥  
 স্বাধীন ভর্জকা ভাব ভাগ্যে যার ঘটে ।  
 বিপিন কহয়ে সেই নারী এই রটে ॥ ১০৬ ॥

তথাহি শ্রীসনাতনোক্তং পদং ।

পত্রাবলিমিহ মম হৃদি গোরে ।  
 মৃগমদবিন্দুভির্পর্য শোরে ॥  
 শ্রামল সুন্দর বিবিধ বিশেষং ।  
 বিরচয় বপুষি মমোজ্জল বেষণং ॥ ১০৭ ॥

পিঞ্জরুকুট মম পিঞ্জ নিকাশং ।  
 বরমবতংসয় কুন্তলপাশং ॥  
 অত্র সনাতনশিল্ললবঙ্গং ।  
 শ্রুতিযুগলে মম লভয় সঙ্গং ॥ ১০৮ ॥

## দ্বিতীয় পদং ।

কিময়ং রচয়তি নম্রন তরঙ্গং ।  
 কৈরবিগী নহি ভজতি পতঙ্গং ॥  
 বারয় মাধব মুদয়দনঙ্গং ।  
 স্পৃশতি যথাযং ন সখি মদঙ্গং ॥ ৫ঃ ॥  
 কম্পি করান্মম পততি লবঙ্গং ।  
 ভ্রমপি তথাপি ন মুঞ্চসি রঙ্গং ॥  
 কমপি সনাতন ধর্ম্মগভঙ্গং ।  
 ন পরিহরিস্যে হৃদি কৃতসঙ্গং ॥ ১০৮ ॥

সকল নায়িকাবস্থা করিনু প্রচার ।  
 জ্যোৎস্না, তমোভেদে হয় দুই অভিসার ॥  
 জ্যোৎস্নায় চন্দন লেপ, সুশ্বেত বসন ।  
 অন্ধকারে নীলাম্বরে স্বাস্থ্য আচ্ছাদন ॥  
 কান্তিতে কান্তার প্রীতি যেইরূপ হয় ।  
 কান্তিতে কান্তর প্রীতি তদ্রূপ নিশ্চয় ॥  
 উত্তমা মধ্যমা আর কনিষ্ঠানুসারে ।  
 ত্রিবিধ নায়িকা হয় কহিনু তোমারে ॥  
 নায়কের সুখ লাগি আপনার সুখ ।  
 পরিহরি কান্ত সুখে সদাই উন্মুখ ॥  
 উত্তমা নায়িকা সেই কহিনু নিশ্চয় ।  
 যার গুণে সদা মুগ্ধ সুনায়ক হয় ॥

দুষ্ট মানে বহু মান দিয়া যেই জন ।  
 কান্ত হৃদে ব্যথা দিয়া করয়ে গমন ॥  
 অনুবাগ বিসর্জন দেয় দুষ্ট মানে ।  
 মনে ভাবে কিছু পবে দিব আলিঙ্গনে ॥  
 বিচ্ছেদ জনিত দুঃখ কেমন প্রকার ।  
 অনুভব কবি বঝ নাগব আমাব ॥  
 বুঝিলে বিচ্ছেদ দুঃখ একপ অন্যায ।  
 কভু না কবিরে আব,—কহিলু তোমায ।  
 মানে কান্ত ত্যজি স্ব-সখাবে এই কয ।  
 মধ্যমা নায়িকা সেই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 অভিষাব করণার্থ প্রস্তুতা হইয়া ।  
 পাছে কেহ দেখে,—এই মনেতে ভাবিয়া ॥  
 নব মেঘ হেবি রুষ্টি পতনেব ভয়ে ।  
 অভিষাবে কিছু যেই বিলম্ব করয়ে ॥  
 প্রীতির নূনতা তেহু সেই সে কান্তাবে ।  
 কনিষ্ঠা নায়িকা বলি শ্রীকৃপ প্রচাবে ॥  
 নিখিল নায়কবস্থা ক্রমে বিদ্যমান ।  
 এই কথা রসশাস্ত্র গণ পবমান ॥  
 নৈছে ক্রমে সর্বকান্তাবস্থা শোভা পায় ।  
 তৈছে সর্বকান্তাবস্থা শোভয়ে রাধায় ॥  
 মধ্যমা-কনিষ্ঠাবস্থা নায়িকার যেই ।  
 শ্রীবাধায় নাহি,—তাহা কহিলাম এই ॥

অতিশয়াধিকা, আত্যস্তিকী, লঘু আর ।  
 সমালঘু, সম, মধ্যাধিক-মধ্যাকার ॥  
 অধিক প্রথরা, লঘুমধ্যা স্প্রচার ।  
 সম-লঘুপ্রথরেতি, সমমৃদ্বী আর ॥  
 লঘুমৃদ্বধিকমৃদ্বী, দ্বাদশ প্রকার ।  
 যুথেশ্বরীগণ ভেদ শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 ছলা করি কথনের ব্যপদেশাখ্যান ।  
 সেই “ব্যপদেশ” দুই প্রকার বিধান ॥  
 শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ, অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ আর ।  
 এ দুয়ের ব্যাখ্যা করি শাস্ত্র অনুসার ॥  
 ওহে মত্ত করীবর ! মদান্ধ হইয়া ।  
 উত্তম-অধম জ্ঞান ফেলিলে নাশিয়া ॥  
 অগ্রে সুর-তরঙ্গিণী করহ দর্শন ।  
 প্রফুল্লিত কুবলয়ে শোভিছে কেমন ॥  
 ভাবোন্মত্ত সৌম্যাকৃতি রাজহংসগণ ।  
 নিজানন্দে নানা ভাবে দিছে সম্ভরণ ॥  
 ঘন রস শোভোল্লাসী সুর-তরঙ্গিণী ।  
 তারে তাজি মলীমস সলিলশালিনী ॥  
 পঙ্কপূর্ণা-কর্শ্মনাশা নদীর সেবন ।  
 অমুক্ষণ করিতেছ শ্রীমধুসূদন ! ॥  
 তথাহি তত্রৈব ।

তাজন্ কুবলয়াধিকাং ঘনরসপ্রিয়োল্লাসিনীং  
 পুরঃ সুরতরঙ্গিণীং মধুর মত্তহংসস্বনাং ।

মলীমসপয়োধরামপি মদাক্ষ পদ্মিনীমাং ।

তাজন্ কিমিব পঙ্কিলামহহ কৰ্ম্মনাশামসি ॥ ১০২ ॥

সুরতরঙ্গিনী অর্থে গঙ্গা এই জানি ।

সুরত-রঙ্গিনী এই ছল অর্থে মানি ॥

মগধস্থা কৰ্ম্মনাশা নদী সবে জানে ।

বিপক্ষার কৰ্ম্মনাশা গুণাদি বাথানে ॥

“কু” শব্দে পৃথিবী, বলয়ার্থে ভূমণ্ডল ।

ভূমণ্ডলে মমাপেক্ষা কেবাধিকা বল ॥

“ঘনরস” শব্দে জল আর ত শৃঙ্গার ।

শৃঙ্গার নিপুণা আমি সম্মুখে তোমার ॥

হেন মোরে পরিহরি করম নাশায় ।

ভজনা করিছ, ধিক্ ! কি কব তোমায় ॥

মলীমসপয়োধরা শবদের দ্বারে ।

মলিন জীবন শব্দ শান্ত্রেতে প্রচারে ॥

শ্লেষার্থে কঠিন কুচ লৌহপিণ্ড প্রায় ।

তাহে তুয়া কৃতি ধিক্ ! কি কব তোমায় ॥

কোন এক যুথেশ্বরী কৃষ্ণ সম্মিধানে ।

এই অভিযোগে নিজ উৎকর্ষ বাথানে ॥

ওহে মদমত্ত পিক ! একি তব ভুল ।

মধুপব্দের অনাগ্রাতামুকুল ॥

পরিত্যাগ করিঁ বৃথা এই বৃন্দাবনে ।

ভ্রমণ করিছ মধুপানের কারণে ॥



বুদ্ধিভ্রম ঘটিয়াছে অধুনা তোমার ।  
 তাই কহি অণু আশা করি পরিহার ॥  
 সদাশ্রমজরী সূখে কর উপভোগ ।  
 যে রোগে গিয়াছে বুদ্ধি যাবে সেই রোগ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মধুপৈরনবঘ্রাতাং বিমুচ্য মাকন্দ মঞ্জরীং মধুরাং  
 নাম্যসি মদকল কোকিল কথমিব বৃন্দাবনে পরিতঃ ॥ ১১০

“মধুপ” শব্দের অর্থ কহয়ে ভ্রমর ।  
 শ্লেষার্থে দক্ষিণানিল জানি নিরস্তুর ॥  
 মম অঙ্গ পরিমল দক্ষিণ পবন ।  
 বস্ত্রাবৃত হেতু নাহি করিল হরণ ॥  
 অতএব অণ্যাসক্তি দিয়া বিসর্জজন ।  
 পদ্মগন্ধা রমণীর করহ সেবন ॥  
 পিকে উপলক্ষ করি শ্রীকৃষ্ণের পাশে ।  
 অর্থোৎপন্ন ব্যঞ্জে কোন গোপীকা প্রকাশে ॥  
 মালতীরে লক্ষ্য করি কৃষ্ণ সম্মিধানে ।  
 স্বয়ং দূতী কহে এই অল্লাড় বয়ানে ॥  
 হে মালতি ! অলিরবে ডাকিয়া আমায় ।  
 স্বপুষ্প তুলিতে কহ তাবে বুঝা যায় ॥  
 কিন্তু আমি অগ্রবর্তী পুন্নাগাহরণে ।  
 বাঞ্ছা করিয়াছি,—বৃথা না কর প্রার্থনে ॥

“পুন্নাগ” শব্দেতে নাগ কেশর কহয় ।  
 শ্লেষার্থে পুরুষোত্তম,—শ্রীজীব লিখয় ।  
 পুৰুষ বিষয় শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ যেই ।  
 উজ্জ্বলের মতে তাহা কহিলাম এই ।  
 গোবর্দ্ধনে লক্ষ্য করি শ্রীকৃষ্ণের পাশে ।  
 স্নয়ং দূতী ব্যক্ত করে নিজ অভিলাষে ॥  
 ওহে শৈলরাজ ! ফুল-কুসুম লতায় ।  
 মনোহর শোভাযিত হেরিয়ে তোমায় ।  
 খগবৃন্দ নিবভয়ে তোমার উপবে ।  
 অবস্থিতি করি নানা রঙ্গে ক্রীড়া কবে ।  
 মোর অভিলাষ এই তোমাব উপবে ।  
 কিছুকাল বিচরণ করি ফুলাস্তবে ॥  
 কিন্তু তুমি হেনোপায় কর প্রকটন ।  
 নাহাতে আমার বাঞ্ছা হয় প্রপূবণ ॥  
 স্নয়ং দূতী সাক্ষাদ্রুতি এই বাক্য দ্বাবে ।  
 প্রিয়নাথ সন্নিক্ষেপে স্পষ্ট প্রচারে ॥  
 পুৰুষ বিষয় অর্থোৎপন্ন ব্যঙ্গ যেই ।  
 শ্রীনীলমণির মতে কহিলাম এই ॥  
 শ্রাবর-জঙ্গম আদি পুৰুষ বিষয় ।  
 এই কথা লিখিলেন রূপ মহাশয় ॥  
 গর্ববাক্ষেপ-যাচ্ঞাদি ভেদেতে বিস্তর ।  
 শব্দোদ্ভব ব্যঙ্গ হয়, কহে কবির ।

সুনায়ক গণ তাহা নায়িকা লক্ষণে ।  
 বুঝিবেন যথামত,—রূপের শরণে ॥  
 আঙ্গিক লক্ষণ এবে করহ শ্রবণ ।  
 যে কথা শ্রবণে হয় সুরসিত মন ॥  
 কৃষ্ণ-নাগরের অগ্রে অঙ্গুলি স্ফোটন ।  
 কোন ছল করি সস্ত্রমাদি প্রকটন ॥  
 শঙ্কা-লজ্জা হেতু স্বীয় অঙ্গ আবরণ ।  
 অধোমুখে পদ দ্বারা ভূমিতে লিখন ॥  
 কর্ণ কণ্ঠ য়ন আর তিলক রচন ।  
 বেশক্রিয়া, ভ্রুবিক্ষেপ, সখী আলিঙ্গন ॥  
 সখীকে ভৎসনা, স্বীয় অধর দংশন ।  
 হারাদি গুস্তন, বাহুমূল উদঘাটন ॥  
 সঙ্গভূষা সকলের শব্দ করণ ।  
 স্বগণে কুম্ভকুমে কৃষ্ণনাম বিলিখন ॥  
 ভরু সহ মাধব্যাди লতার মিলন ।  
 ইত্যাদি অনেক রূপ আঙ্গিক লক্ষণ ॥  
 সতীশ্রেষ্ঠা বিশাখার অঙ্গ সঙ্গ আশে ।  
 শ্রীকৃষ্ণ বিশাস্ত হঞা যান তাঁর পাশে ॥  
 কৃষ্ণকে দেখিয়া তবে বিশাখা স্তম্ভরী ।  
 করঙ্গুলি গ্রাসি স্ফোট করে দৃঢ় করি ॥  
 তাহে বিপর্যাস্ত বেশ হইয়া নাগর ।  
 তদঙ্গ সঙ্গার্থ হন ব্যাকুল অন্তর ॥

করাঙ্গুলি স্ফোটনের তাৎপর্যার্থ সাহা ।  
 ত্বরা সন্নিধানে মুঞি বহিলাম তাহা ।  
 বাজ গল্পাদি হেতু অঙ্গ সম্ভবণ ।  
 তোমার নিকটে এবে করিব বর্ণন ॥  
 নাগর সম্মুখে হেরি নাগরী তখন ।  
 প্রাপ্ত বক্ষে দেয় বস্ত্র আচ্ছাদন ॥  
 আচ্ছাদিত মুখ পুনঃ ঘোড়টা টানিয়া ।  
 অংগোপন করে ত্বরা নাগবে হেরিয়া ॥  
 ইথে অনুমানি ধনী মদনেব শবে ।  
 বিশেষ আহত হঞা থাকিবে অন্তবে ॥  
 নতুবা চিত্তের কেন বিভ্রম এমন ।  
 ভ্র-লেখন ভাব কহি করহ শ্রবণ ॥  
 নাগরেব অঁখিভৃঙ্গ নাগরীর পাশে ।  
 অতিথি হইল যাঞা মধুপান আশে ॥  
 তাহা দেখি অধোমুখে নাগরী তখন ।  
 পদাঙ্গুষ্ঠে ভূমিপৃষ্ঠে করেন লিখন ॥  
 এংগে বোধ হয় ধনী মদন রাজার ।  
 পট দ্বারা সহ লভি প্রিয় মনঃসার ॥  
 স্ন-বলে ধরিয়া কুচগিরি সন্ধিস্থানে ।  
 কীলকে বাঁধিল, ধনী বন্ধন বিধানে ॥  
 তাহে তাঁর লুক্ক মনঃ হইয়া নিশ্চল ।  
 প্রিয়া হৃদি লগ্ন হঞা রহিল কেবল ॥

কর্ণকণ্ঠ্যন ভাব করহ শ্রবণ ।  
 যে কথা শ্রবণে হয় সুরসিত মন ॥  
 নায়কে দর্শন করি নায়িকা আপন ।  
 বাম কর কনিষ্ঠিকা লোহিত বরণ ॥  
 তার অগ্রভাগ বাম-শ্রবণ-বিবরে ।  
 প্রবেশ করাঞা দেয় স্ত্রীয় ভাবভরে ॥  
 তাহাতে তাঁহার কর কঙ্কনের রব ।  
 মদনের ভেরী রব হয় অনুভব ॥  
 সে ভেরী শব্দে ভীত হইয়া নাগর ।  
 প্রিয়া কর্ণ কণ্ঠ্যন ভাবে নিরন্তর ॥  
 কর্ণাঙ্গুলি প্রবেশের এই অভিপ্রায় ।  
 তিলক ক্রিয়ার ভাব কহিব তোমায় ॥  
 নাগরে বারেক হেরি নাগরী উল্লাসে ।  
 অরুণ বরণ কর কমলে স্ব-বাসে ॥  
 আপনার শরদিনু সুন্দর বদন ।  
 সিন্দূরে উজ্জ্বল করে মনের মতন ॥  
 প্রিয় দরশন আশে কমল আনন ।  
 অঙ্গ বক্র করে,—তায় কুণ্ডল মোহন ॥  
 পুনঃ পুনঃ গগুদ্বয়ে পতিত হইয়া ।  
 দোলে নাগরের মনঃ মোহিত করিয়া ॥  
 ইথে অনুমান হয় ধনীর অন্তরে ।  
 অনুরাগাকুর যাহা সদা শোভা করে ॥

সেই অমুরাগাকুর হইয়া উদগত ।  
 নাগরের আশাবারি চাহে অবিরত ॥  
 তিলক ক্রিয়ার মৰ্ম্ম করিষু বর্ণন ।  
 বেশ রচনার কথা করহ শ্রবণ ॥  
 কোন দিন স্নানাগরে হেরি নিজ পাশে ।  
 হৃষ্টচিত্ত হঞা ধনী সুকলা বিলাসে ॥  
 মরন্দ-ক্ষরণশীল লবঙ্গ স্তবক ।  
 স্ন-কর পল্লবে ধরি ভুলাতে নায়ক ॥  
 শ্রবণাগ্রে পরিধান করেন যতনে ।  
 বেশ ক্রিয়া ভাব এই সুরসিকে ভণে ॥  
 ক্র-ধৃতির ভাব এবে কহিব তোমায় ।  
 হৃদক্ষন ভাব যাহে নাগরী জানায় ॥  
 নাগরে দর্শন করি বিশাখা যখন ।  
 মদন ধনুর সন ক্র-যুগ আপন ॥  
 কম্পিত করিয়া বৃথা খেদাঘিতা হয় ।  
 তাহা দেখি ধ্বন্দ্বা সখী বিশাখারে কয় ॥  
 তুয়ানন চন্দ্রকান্তি শৃঙ্খলা এবাবে ।  
 উন্মত্ত করীন্দ্র মধুরিপু স্ন-দুর্বারে ॥  
 দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছে করি দরশন ।  
 ক্র-ধৃতির তুয়া আর কিবা প্রয়োজন ॥  
 ক্র-কম্পন ভাব এই করিষু কীর্তন ।  
 সখী আলিঙ্গন কথা করহ শ্রবণ ॥

শ্রীরূপ মঞ্জরী রতি মঞ্জরীরে কয় ।  
 চিত্রার চিত্রিত ভাব চমৎকার হয় ॥  
 নাগর চিত্রার আঁখি পথের মাঝারে ।  
 নবীন অতিথি হঞা স্ব-ভাব বিস্তারে ॥  
 তাহা দেখি চিত্রা করি অপাঙ্গ বিস্তার ।  
 স্ব-সখীরে আলিঙ্গন করে বার বার ॥  
 তাহাতে তাহার দুই করের কঙ্কন ।  
 স্ব-বক্ষারে করে কৃষ্ণানঙ্গ বিবর্দ্ধন ॥  
 চিত্রার এ ভাব অনুভব করা ভার ।  
 তোমার নিকটে এই করিছু বিস্তার ॥  
 সুচিত্রা স্ব-চিত্র ভাবে যে ভাব প্রকাশে ।  
 তাহাতে নাগর হাসে মনের উল্লাসে ॥  
 এ ব্রজে সুচিত্রা সম ভাব কেবা জানে ।  
 নাগর অতিথি যার আঁখি সন্নিধানে ॥  
 সুবল কৃষ্ণকে কহে করি সম্বোধন ।  
 বিশাখার প্রতি বশীকরণ-কারণ— ॥  
 কারণাশ্বেষণ সখে ! করহ বর্দ্ধন ।  
 বিশাখা তোমতে অর্পিয়াছে আত্মা মন ॥  
 তোমার চরণপদে রাখি স্ননয়নে ।  
 সখী অঙ্গে পুষ্পাঘাত করিছে যতনে ॥  
 অতএব বুঝা বশীকরণ প্রয়াশ ।  
 ভব আশা পূর্ণ হৈল করিছু প্রকাশ ॥

অধর দংশন কথা করহ শ্রবণে ।  
 শ্যামা ললিতারে কয় অমীয় বচনে ॥  
 শ্রী চন্দ্রবদনা পাশ ব্রজেন্দ্র-নন্দন ।  
 মৃদু মৃদু হাসি আসি দিলা দরশন ॥  
 নাগরে হেরিয়া রাই মদনে মাতিয়া ।  
 বিশাখার প্রতি বাহে ক্রোধ প্রকাশিয়া ॥  
 নিজ অধ ওষ্ঠ দস্তে করেন দংশন ।  
 অতঃপর কহি শুন হারাদি গুণ্ফন ॥  
 সুবলে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ করিয়া ছলনা ।  
 আমার সম্মুখে সখে ! এ কেবা বল না ॥  
 ধনীর নয়নপদ্ম কিবা চমৎকার ।  
 শরত সরোজে যেন দিতেছে ধিক্কার ॥  
 গ্রীবাবক্র করি যেন আমার উপর ।  
 নয়ন নিক্ষেপ করিতেছে নিরন্তর ॥  
 বোধ করি ধনী নিজ-মৌক্তিক মালায় ।  
 মোর চিত্তমণি হরি পদক লাগায় ॥  
 সেই লাগি মম চিত্ত হইল চঞ্চল ।  
 কি করি উপায় সখে ! শীঘ্র তাই বল ॥  
 মগুন শিঞ্জিত ভাব কর অবধান ।  
 উজ্জ্বলে বর্ণিলা, যাহা রূপ মতিমান ।  
 সুবলে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন ।  
 শ্যামলা আমায় দূরে করিয়া দর্শন ॥



স্ব-করের মণিময় কঙ্কন নিচয় ।  
 পরস্পর সংঘটন কি লাগি করয় ॥  
 কঙ্কনের বার বার শব্দে আমার ।  
 মনে বড় হইয়াছে ভয়ের সঞ্চার ॥  
 বোধ করি এঁছে শব্দ মদন রাজার ।  
 শাসন স্বরূপ ভেরী রূপেতে প্রচার ॥  
 কার্য্যাস্তুর বিরহিতা কামিনী নিচয় ।  
 সংশ্লেষ বিশ্লেষ ভূষা নিহেঁতু করয় ॥  
 তবে কহি শুন বাহুমূল প্রকটন ।  
 নাগরে দর্শন করি শ্যামলা যখন ॥  
 মূঢ় হাসি নিজ বাহু করে উত্তোলনে ।  
 তাহা হেরি হরি কহে মধুর বচনে ॥  
 এই দিব্য বৃন্দাবনাস্তুরে লতাগণ ।  
 স্প-স্প অগ্রে ফলভার করিয়া বহন ॥  
 দর্শকের নেত্র, যন পরিতৃপ্ত করে ।  
 ইহাপেক্ষাশ্চর্য্য ভাব শুন অতঃপরে ॥  
 যবে তুমি আপনার বলয় শালিনী ।  
 বাহুবল্লী উত্তোলন কর প্রমোদিনী ॥  
 তখন তাহার মূলে অত্যাশ্চর্য্যময় ।  
 যন, প্রাণ মুগ্ধকর ফল দৃষ্ট হয় ॥  
 সে ফল দেখিয়া কৃষ্ণ পিকানন্দ ভরে ।  
 উপভোগ লাগি অতি ব্যগ্র হঞা পড়ে ॥

হেন চিত্র ফল মোব দৃষ্টের নয় ।  
 ইহার পবীক্ষা করা উচিত নিশ্চয় ॥  
 কৃপা করি আশ্রয় দেহ পরীক্ষা কারণ ।  
 মৃত্ত কি কঠিন দেখি করি আলভন ॥  
 তবে কহি শুন কৃষ্ণ নামাভিলেখন ।  
 বৃন্দাকে কহেন কৃষ্ণ করি সম্বোধন ॥  
 দৌত্যকার্যে আর নাহি কোন প্রয়োজন ।  
 তব প্রিয়সখী মোরে করিয়া দর্শন ॥  
 কুম্ভকুম পঙ্কেতে নিজ গণ্ডেব উপবে ।  
 মোর নাম লিখিতেছে আনন্দ অন্তরে ॥  
 হে স্তনুরি ! তব প্রিয় ইন্দুমুখী রাই ।  
 মো প্রতি প্রীতির একি দেখান বড়াই ॥  
 সহসা ইহার ভাব বুঝিতে না পারি ।  
 তকতে লতার যোগ তবে পরচাবি ॥  
 সরোজাঙ্গি রাধিকায় হেরিয়া নাগর ।  
 মন্থাথ পীড়ায়'হন বিকল অন্তর ॥  
 তাহা দেখি চন্দ্রমুখী প্রিয় তমালেতে ।  
 হেম যুথিকার যোগ করে আহ্লাদেতে ॥  
 তাহা হেরি স্ত-নাগরী স্তম্ভির হইয়া ।  
 হেমাজীর মুখ, হেরে দূরে দাঁড়াইয়া ॥  
 সঙ্কেতে বুঝিলা তবে স্তনাগর বন্ধ ।  
 শোভিবে নাগরী মম হৃদয় উপর ॥

চাক্ষুষের ভাব এবে করহ শ্রবণ ।  
 নেত্রার্দ্ধ মুদ্রন আর নেত্রাস্ত ঘূর্ণন ॥  
 নেত্র হাস্ত, বক্রদৃষ্টি, নেত্র সঙ্কোচন ।  
 কটাক্ষাদি, বামনেত্র দ্বারা দরশন ॥  
 নেত্রার্দ্ধ মুদ্রন আদি দ্বারা আপনার ।  
 অভিপ্রায় ব্যক্ত করা রীতি নায়িকার ॥  
 চাক্ষুষ ক্রিয়ার দ্বারা স্ননাগরী গণ ।  
 স্ননায়কে স্বানুরক্তি করে সর্বক্ষণ ॥  
 চাক্ষুষের তাৎপর্যার্থ অনেক প্রকার ।  
 সে সব বর্ণিতে সাধ্য নাহিক আমার ॥  
 উজ্জ্বলে উজ্জ্বল রস প্রিয়ভক্ত গণ ।  
 রূপের আশ্রয়ে যেন করেন দর্শন ॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণৌ ।

অঙ্গুলিক্ষেপনং ব্যাকসংভ্রমাচ্ছ সংবৃতিঃ ।  
 পদাভুলেখনং কর্ণকণ্ঠুতিস্তিলক ক্রিয়া ।  
 বেশক্রিয়াক্রবোধূতিঃ সখ্যামাশ্লেষতাড়নে ।  
 দংশোহধরস্ত হারাদিশৃঙ্খলমণ্ডন শিজিতং ।  
 দোমূলাদিপ্রকটনং কৃষ্ণনামাভিলেখনং ।  
 তরোলতায় যোগাদ্যাঃ কৃষ্ণাশ্রেণ্যরাসিকাঃ ॥ ১ ॥

স্রয়ং দূতী বলি গণ্য আঙ্গিক লক্ষণ ।  
 আপ্তদূতী তত্ত্ব এবে করহ শ্রবণ ॥

প্রাণাস্তে বিশ্বাস ভঙ্গ নাহি করে যেই ।  
 স্নানিকা, বাগ্নিনী অতি “আপ্তদূতী” সেই ॥  
 উভয় মিলন কার্য্যে ঘটক হু যাহা ।  
 দূতীর লক্ষণ এই,—কহিলাম তাহা ॥  
 অমিতার্থা, নিশ্চ্যুত্যা, পত্রহারী আর ।  
 আপ্তদূতী হয় এই ত্রিবিধ প্রকার ॥  
 একের ইঞ্জিত দ্বারা বুঝি অভিপ্রায় ।  
 যে কোন উপায়ে ছুয়ে মিলন করায় ॥  
 “অমিতার্থা দূতী” সেই জানিহ নিশ্চয় ।  
 তবে শুন “নিশ্চ্যুত্যা দূতী” যেই হয় ॥  
 নায়ক নায়িকা মধ্যে একজন দ্বারে ।  
 কার্য্যভার প্রাপ্ত হঞা স্ব-যুক্তি বিচারে ॥  
 নায়ক নায়িকা ছুয়ে করায় মিলন ।  
 নিশ্চ্যুত্যা দূতী সেই করিষু কীর্ত্তন ॥  
 নায়ক কি নায়িকার বার্ত্তা বহে যেই ।  
 “পত্রহারী দূতী” সেই কহিলাম এই ॥  
 দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, বনদেবী, শিল্পকারী ।  
 সেবাপরা, সখী আর ধাত্রেয়ী বিচারি ॥  
 এই সব আপ্তদূতী বলি খ্যাত হয় ।  
 গণনা কারিণী দূতী দৈবজ্ঞা নিশ্চয় ॥  
 পৌর্ণমাসী তুল্য তপোবেশ ধারিণীরে ।  
 লিঙ্গিনী কহয়ে যত রসিক-সুধীরে ॥

যে নারীর সনে কোন কালে দেখা নাই ।  
 সে ষাঞা যাহার কাছে করয়ে বড়াই ॥  
 বর্তমান ক্রিয়াদির কথা ছলে কয় ।  
 “বনদেবী দূতী” সেই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 চিত্রাদিতে বিজ্ঞা যেই “শিল্পকারী” সেই ।  
 নায়কে নায়িকা স্থানে শীঘ্র আনি যেই ॥  
 নায়িকার স্থানে আজ্ঞা মাগে পুনর্ব্বার ।  
 কি করিবে কহ আর কিঙ্করী তোমার ॥  
 “সেবাপরা সখী” এই করিনু বিস্তার ।  
 সখী ব্যবহার এবে করিব প্রচার ॥  
 ছল পরিহার করি উভয়ের প্রতি ।  
 সর্বদা সর্বতোভাবে প্রীতি করে অতি ॥  
 উভয়ের হয় অতি বিশ্বাসভাজন ।  
 বয়ঃ বেশাদিতে স্ব-সখীর সম-গণ ॥  
 নায়িকার ধাত্রী হঞা নায়কের স্থানে ।  
 গমন করিয়া যেই স্নকল্য বিধান ॥  
 নায়িকার মনোদুঃখ নায়কে জানায় ।  
 “ধাত্রী” লক্ষণ এই কহিনু তোমায় ॥  
 নায়ক নায়িকানিষ্ঠ সখী-দূত্যা জানি ।  
 বাক্য-ব্যঙ্গ ভেদে সখী-দূত্যা দুই মানি ॥  
 ভুজবিদ্যা শ্রীরাধারে কহিলেন সখি ।  
 নূতন মিলন তোমাদের একি লখি ॥

এ মিলন অনুভব করে নাই যেই ।  
 ভূমিষ্ঠ হইয়া কেন না মরিল সেই ॥  
 এবে তুমি যাহা মোর দণ্ড কর রাই ।  
 তাহাতে আমার হৃদে কিছু দুঃখ নাই ॥  
 তোমাদের মিলনের আগ্রহে আমার ।  
 চিন্তা সদা ব্যগ্র,—এই কহিলাম সার ॥  
 অতএব কৃষ্ণ উপাসনার কারণ ।  
 নিশ্চয় করিব আমি এখনি গমন ॥  
 “বাচ্যদূতা” অর্থ এই করিষু কীর্তন ।  
 “বাজদূতা” অর্থ তবে করহ শ্রবণ ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গার্থ রাই ব্যগ্র যবে হয় ।  
 কোন সখী আসি রাই অগ্রে ছলে কয় ॥  
 হে চকোরি ! শীঘ্র তুমি কর অভিসার ।  
 অবশ্য তুম্বার শাস্তি হইবে তোমার ॥  
 বাজদূতা অর্থ এই কহিষু তোমায় ।  
 আর বহু অর্থ এর শাস্ত্রে দেখা যায় ॥  
 সন্দর্ভ বিস্তার ভয়ে না কহিষু তাহা ।  
 এবে শুন নায়িকার অলঙ্কার যাহা ॥  
 নায়িকাদিগের ব্যক্ত যৌবন সময় ।  
 স্ব-কান্তের প্রতি সদা চিন্তাবেশ রয় ॥  
 তাহে যেই সমুদয় সবজালঙ্কার ।  
 নায়িকার শোভে, তাহা বিংশতি প্রকার

হাব, ভাব, হেলা, তিন অঙ্গজালঙ্কার ।  
 শোভা, কান্তি, দীপ্তি, ধৈর্য্য, প্রগল্ভতা আব  
 মাধুর্য্য, ঔদার্য্য, সাত অযত্নজ জানি ।  
 আর দশ স্বভাবজঃ বলিয়া বাখানি ॥  
 বিলাস, বিচ্ছত্তি, লীলা, বিব্রোদ, ললিত ।  
 বিভ্রম, বিকৃত, মোটায়িত, কুটুমিত ॥  
 সুকিল কিঞ্চিত, দশ নায়িকা হৃদয়ে ।  
 স্বভাবত শোভা পায়,—রসিকে ভগয়ে ॥  
 শৃঙ্গার রসেতে চিত্ত সদা নিৰ্দ্ধিকার ।  
 রতি নাম স্থায়িভাব তাহাতে প্রচার ॥  
 প্রথম বিক্রিয়া তার যাহা দেখা যায় ।  
 ভাবাখ্যান ধরে সেই কহিলু তোমায় ॥  
 গীবা বক্র, ক্র-নেত্রাদি বিকাশনকারী ।  
 ভাবাপেক্ষা কথঞ্চিত বিকাশ বিস্তারি ॥  
 “হাবা”খ্যান হয় তার জামিবে নিশ্চয় ।  
 হেলার লক্ষণ কহি শুন সদাশয় ॥  
 হাব যদি স্পষ্ট হয় শৃঙ্গার সূচক ।  
 “হেলা”খ্যান ধরে সেই হৃদয় মোহক ॥  
 রূপ-ভোগাদিতে যেই অঙ্গ বিভূষণ ।  
 অযত্নজা, “শোভা” সেই করিলু কীর্তন ॥  
 মন্থণের তুষ্ণিকরোজ্জ্বল শোভা যেই ।  
 “কান্তি” নাম ধরে সেই,—কহিলাম এই ॥

বয়ঃ, বেশ, দেশ, কাল, গুণাদির দ্বারে ।  
 কাস্তি অত্যধিক রূপে সত্তত বিস্তারে ॥  
 “দীপ্তি” নাম হয় তার,—কহিলাম সার ।  
 তবে শুন প্রিয় প্রিয় মাধুর্য্য বিচার ॥  
 রসিকা নারীর সর্ব অবস্থায় ঘেই ।  
 চেষ্ঠার চারুতা সদা “মাধুর্য্যাত্মা” সেই ॥  
 সম্ভোগে নির্ভয় চিত্ত “প্রগল্ভতা”খ্যান ।  
 সর্বকাল অতি নম্রো-“দার্য্য” তার নাম ॥  
 উন্নতি সময় চিত্ত স্থিতির করণে ।  
 “ধৈর্য্য” বলি ব্যাখ্যা করে শান্তবিজ্ঞগণে ॥  
 রম্যবেশ, ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ানুকরণে ।  
 “লীলা” বলি ব্যাখ্যা করে সুরসিক জনে ॥  
 গতি, স্থানা-সন, মুখ, নেত্রাদি ক্রিয়ার ।  
 কাস্ত সঙ্গ হেতু যেই বৈশিষ্ট্য প্রচার ॥  
 “বিলাস” আখ্যান তার জানিহ নিশ্চয় ।  
 বিচ্ছত্তির অর্থ এবে শুন সদাশয় ॥  
 বেশ রচনার কিছু ন্যূনতাতে যার ।  
 কাস্তিপুষ্টিকারী ভাব হেরি অনিবার ॥  
 “বিচ্ছত্তি” আখ্যান তার কহিহু তোমায় ।  
 বিভ্রমার্থ কহি শুন প্রাকৃত ভাষায় ॥  
 নিজ কাস্ত সম্মিথানে গমন সময় ।  
 প্রবল মদনাবেগে বুদ্ধি ভ্রংশ হয় ॥



হার-মাল্য আদি পরে বিপরীত স্থানে ।

“বিভ্রমের” কার্য্য এই পুরাণে ব্যাখ্যানে ॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণৌ ।

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশ সজ্জমাং ।

বিভ্রমো হারমাল্যাদি ভূষাংস্থান বিপর্য্যয়ঃ ॥ ১১২ ॥

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে চ ।

লিপ্সন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোহতো অজন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে ।

ব্যত্যস্ত বস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং ষযুঃ ॥ ১১৩ ॥

গর্ব, হাস্য, অভিলাষ, অসূয়া, রোদন ।

ভয়, ক্রোধ, এই সপ্ত করিয়ে গণন ॥

হর্ষ হেতু এই সপ্ত একবারে যেই ।

প্রকাশ করয়ে “কিলকিঞ্চিত” যে সেই ॥

অন্তঃস্মের শব্দে “হাস্য” কবিগণ কয় ।

জলকণা হেতু “অশ্রু” জানিহ নিশ্চয় ॥

পাটল বরণে “ক্রোধ” হয় স্প্রকাশ ।

রসিকতোৎসিক্তা হেতু জানি “অভিলাষ” ।

সম্মুখ কুঞ্চিত লাগি “আশঙ্কা” অন্তরে ।

কুটিল উত্তার জন্য গর্বাসূয়া ধরে ॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং ।

অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকপব্যাকীর্ণ পদ্মাকুরা

কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিক্তা পুঃ কুঞ্চতী ।

ব্রহ্মায়া পথি মাধবেন মধুর ব্যাভূষতারোত্তরা

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিত স্তবকিনীদৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিদ্মাং

কেবলান্ন স্পর্শাদিতে এ “কিলকিক্তি ।”

প্রকাশিত হয়, ইহা নহে কদাচিত ॥

এ কিলকিক্তি ভাববজ্র রোধাদিতে ।

কভু বা প্রকাশ হয় বুঝি দেখ চিতে ॥

কাস্তস্মৃতি আর কাস্তগুণাদি শ্রবণে ।

কাস্ত-বিষয়ক স্থায়ীভাব সূচিস্তনে ॥

হৃদয়ে যে অভিলাষ প্রকাশিত হয় ।

“মোট্রায়িত” ভাব সেই কহিষু নিশ্চয় ॥

স্তন অধরাদি কাস্ত করিলে ধারণ ।

হৃদে প্রীতি হয়, তবু লজ্জাদি কারণ ॥

ব্যথিতের ন্যায় বাহে ক্রোধ প্রকাশয় ।

“কুটুমিত” ভাব সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

গর্ব্ব, মান, হেতু কাস্ত দত্ত প্রবো যেই ।

অনাদর প্রকাশয়ে “বির্বেবাকাখ্যা” সেই ॥

সর্ব্বাঙ্গ বিন্যাসভঙ্গি-সৌকুমার্য্য আর ।

ক্রম্পের স্তম্ভরহ যাহাতে প্রচার ॥

“ললিত” আখ্যান তার করিষু কীৰ্ত্তন ।

বিকৃতার্থ কহি এবে করহ শ্রবণ ॥

লজ্জা, মান, ঈর্ষাদির দ্বারা যেই স্থানে ।

নিজ বিবক্ষিত ব্যক্ত না করে বয়ানে ॥

“বিকৃত” আখ্যান তার জানিহ নিশ্চয় ।

বিবক্ষিত অর্থে ব্যক্ত করণেচ্ছা হয় ॥

আঙ্গিক, চিত্তজ্ঞ অলঙ্কার বিংশ যাহা ।  
 তোমার নিকটে বস্তু করিলাম তাহা ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই বিংশ অলঙ্কার ।  
 যথোচিত রূপে নিত্য হয় সুপ্রচার ॥

তথাহি শ্রীউজ্জলনীলমণো ।

অলঙ্কারা নিগদিতা বিংশতির্গাত্র চিত্তজ্ঞাঃ ।  
 অমী যথোচিতং জ্ঞেয়া মাধবেহপি মনীষিভিঃ ॥ ১১৫

জ্ঞাত বস্তু প্রিয় অগ্রে করি দরশনে ।  
 অজ্ঞবৎ জিজ্ঞাসারে “মৌখ্য” বলি ভণে ॥  
 ভয়ের অস্থানে কাস্ত অগ্রে বড় ভয় ।  
 “চকিত” আখ্যান তার জানিহ নিশ্চয় ॥  
 এই দুই অলঙ্কার মুনিগ্রাহ্য নয় ।  
 তথাপি মাধুর্য্য পুষ্টিকারী কেহ কয় ॥  
 “উদ্ভাস্বর” অর্থ এবে করহ শ্রবণ ।  
 যাহার শ্রবণে হয় চিত্ত বিনোদন ॥  
 ভাবুক রমণী অঙ্গে ভাব যাহা যাহা ।  
 ব্যক্ত হয়, “উদ্ভাস্বর” জানি তাহা তাহা ॥  
 নীবী, উত্তরীয়, বস্ত্র, ধর্ম্মিল্ল ভ্রংশন ।  
 নাসিকার প্রফুল্লতা, জুস্তাঙ্গ মোটন ॥  
 নিশ্বাস প্রভৃতি উদ্ভাস্বর, সুনিশ্চয় ।  
 মোটায়িত, বিলাসের, অন্তর্ভূত হয় ॥

বাচিক লক্ষণ তবে কর অবধান ।  
 চাটু প্রিয়োক্তির জানি “আলাপ” আখ্যান ॥  
 দুঃখজ বাক্যের নাম “বিলাপ” কহয় ।  
 উক্তি-প্রত্যাুক্তিরে কহে “সংলাপ” নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে ! কর “তরো” শীঘ্রোথান ।  
 রাই কহে বৃক্ষোথান নহে মোর কাম ॥  
 কৃষ্ণ কহে বৃক্ষ নহে এ “তরণি” হয় ।  
 বাই কহে সূর্য্যে মোর কি প্রীতি আছয় ॥  
 কৃষ্ণ কহে কহিতেছি “নো” কথা তোমায় ।  
 বাই কহে উভয়ের কি কথা এথায় ॥  
 এইরূপ উভয়ের উক্তি প্রত্যাুক্তিরে ।  
 সংলাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন স্তম্ভীরে ॥  
 তরি, তরু, এই দুই শব্দ যাহা হয় ।  
 তার সপ্তমীর এক বাক্যে “তরো” কয় ॥  
 “তরণি” শব্দের করি সূর্য্যার্থ গ্রহণ ।  
 প্রত্যাুক্তি করেন রাই নাবিক সদন ॥  
 অস্মদের যষ্টীর দ্বিবচনে “নো” হয় ।  
 “নো” অর্থ উভয় এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 তেঞি ধনী কহে এথা তোমার আমার ।  
 কি কথা আছয়ে তাই করিব প্রচার ॥  
 শ্রীরাধার প্রত্যাুক্তিতে শ্রীশ্যামসুন্দর ।  
 পরাজিত হঞা হাস্ত করে মনোহর ॥

স্মিতাস্য বদন সেই শ্রীশ্যাম-সুন্দরে ।

অনন্ত ভাবেতে ভজি আনন্দ অস্তুরে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ।

উত্তিষ্ঠারান্তরৌ মে তরণি মম তরোঃ শক্তিরোরোহণে কা  
সাক্ষাদাখ্যামি মুগ্ধে তরণিমিহ রবেরাখ্যয়া কা রতির্মে ।  
বার্ত্তেয়ং নৌ প্রসঙ্গে কথমপি ভবিতা নাবয়োঃ সঙ্গমার্থা  
বার্ত্তাপীতি স্মিতাশ্চজিতগিরমজিতং রাধায়্যারাদয়ামি ॥ ১১৬

ব্যর্থ আলাপের হয় “প্রলাপ” আখ্যান ।

“রনং থনং জতে জতে রলীতি” প্রমাণ ॥

বার বার কথনেরে “অমূল্যাপ” কয় ।

নেত্র নহে নেত্র নহে উহা পদ্ম হয় ॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের যেই অন্ত্যর্থ কল্পন ।

“অপলাপ” তার নাম বলে বুধগণ ॥

বিশাখা কহয়ে রাই ! চাহ কি মাধবে ।

রাই কহে অভিলাষ বসন্ত দুর্লভে ॥

প্রবাসী কাস্তার কাছে স্ব-বার্ত্তা প্রেরণে ।

“সন্দেশ” বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণে ॥

অমানিশা সবে চন্দ্রাবলী সমুদয় ।

বিকলা হইয়া কোথা লয় প্রাপ্ত হয় ॥

ঐছে প্রহেলির অর্থ এইত নিশ্চয় ।

চন্দ্রাবলী শব্দে চন্দ্রাবলী সখী কয় ॥

কুহ শব্দে অমাবস্থা কৃষ্ণ পিকধ্বনি ।  
কৃষ্ণ কাছে এই বার্তা চালে সুবদনী ॥  
প্রিয়ার সন্দেশবার্তা পাইয়া নাগর ।  
পান্থ পাশ হেঁয়ালীর করে অর্থান্তর ॥  
কুহ সকলের দ্বারা সেই চন্দ্রাবলী ।  
যদি নিজ স্বভাবেতে হয়েন বিকলী ॥  
তবে তাঁর হয় জানি হরিতে বিলয় ।  
হরি শব্দে সূর্য্য, অঘমর্দন নিশ্চয় ॥  
লয় শব্দে ক্ষয় আর হয় আলিঙ্গন ।  
প্রাণেলীর উত্তরার্থ করিষু কীর্তন ॥

তথাহি উজ্জলরসবল্যাং ।

চন্দ্রাবলী চৈবিকলীকৃতা স্তাং কুহভিরাপ্নোতি হরৌ লয়ং সা ।  
‘হরির্ভিবদনঘমর্দনশ্চ লয়ঃ ক্ষয়ঃ আত্মপগূহনঞ্চ ॥ ১১৭ ॥

তার উক্তিভেদেই মোর উক্তি এই মত ।  
কথা যথা, সেই “অতিদেশ” সুসম্মত ॥  
স্ব-ব্যক্তব্য বিষয়ের অন্যার্থ কল্পনে ।  
“অপদেশ” কহে এই করিষু কীর্তনে ॥  
নান্দীমুখী দেবীস্থানে কহেন যতনে !  
আশ্চর্য্য বারতা এক করুন শ্রবণে ॥  
একদিন সে শ্যামলা গুরুজন পাশে ।  
দাঁড়াইয়া আছে,—কথা শ্রবণের আশে ॥

হেনকালে কোন সখী হেরি শ্যামলায় ।

স্ব-ব্যক্তব্য অন্যরূপে মৃদু হাসি গায় ॥

এনব দাড়িমী শুক চঞ্চুর ঘাতনে ।

ক্ষতোজ্বল দুই ফল করিছে ধারণে ॥

রক্তবর্ণ দুই পুষ্পে মত্ত ভৃঙ্গবর ।

ইচ্ছা ভরি মধু পিলা জানি নিরস্তর ॥

এ লাগি যুগল পুষ্প বিক্ষত হইল ।

ইহা শুনি সে শ্যামলা চমকি উঠিল ॥

স্ব-হৃৎসু তবে নিজ উচ্চ কুচদ্বয় ।

ন দিয়া আচ্ছাদয় ॥

করে আবরণ ।

করহ শ্রবণ ॥

শৈঠে আর ।

সুপ্রচার ॥

ব্য বিষয় ।

সখী পাশ কয় ॥

ক্য কথা যায় শিক্ষার কারণ ।

“উপদেশ” বলে তারে শাস্ত্রকার গণ ॥

ভৃঙ্গবিদ্যা মানময়ী রাধারে কহয় ।

যৌবন চঞ্চলা সম চঞ্চল নিশ্চয় ॥

ত্রিলোকের মধ্যে যেই কণা মনোহর ।

গোবিন্দ দুই চোখে দেখি নিরন্তর ॥

অতএব মুখে ! তুমি গুণগুণ বনে ।  
শ্যাম সহ মিলি কেলি কর নিজ মনে ॥

তথাহি ছন্দোমঞ্জর্যাং ।

মুখে যৌবনলক্ষ্মীবিদ্যাবিভ্রমলোলা  
ত্রৈলোক্যাদ্বিতরূপো গোবিন্দোহতি ছরাপঃ ।  
তদ্বন্দ্বাবন কুঞ্জে গুণগুণ স নাথে  
ত্রীনাথেন সমেতা স্বচ্ছন্দঃ কুরু কেলিং ॥ ১১৮ ॥

সেই এই আমি হই ইত্যাদি ভাষণে ।  
“নির্দেশ” বলিয়া ব্যাখ্যা করে সুধীজনে ॥  
ছলা করি স্বাভিলাষ প্রকাশ করণে ।  
“ব্যপদেশ” বলে, এই করিষু কীর্তনে ॥  
কুসুম চুস্বন ত্যজি মত্ত অলিবরে ।  
কেন বা চুস্বেন তুম্বি না বুঝি অন্তরে ॥  
ভ্রমর জাতির এই স্বভাব কি হয় ।  
কি আর বলিব তোমা,—হয় লাজেদয় ॥  
বাচিকানুভাব গণ সর্ব্ব রসে হয় ।  
মাধুর্য্য রসের অতি পোষক নিশ্চয় ॥  
সেই লাগি এথা মুঞি করিষু বর্ণন ।  
সাত্বিক ভাবাদি এবে করহ শ্রবণ ॥  
কৃষ্ণকে হেরিয়া হর্ষে চন্দ্রাননী রাই ।  
“সুস্ত ভাব” লভি রহে শ্রিয়মুখ চাই ॥



অঙ্গে স্বেদ-বারি-ঝরে, অঙ্গভূষা তায় ।  
 অভিষিক্ত হয়,—চিত্র कहনে ন্দ যায ॥  
 পাঁচ সখী সঙ্গে তাঁর তথাপি শ্রীরাই ।  
 পঞ্চালিকা ধর্ম্য প্রাপ্ত হয়েন তথাই ॥  
 আনন্দ জনিত “সুস্ত ভাব” এই হয় ।  
 “ভয় হেতু সুস্ত” এবে করিব নিশ্চয় ॥  
 ঘনস্তনী ব্রজাঙ্গনা ঘন গরজনে— ।  
 চকিত মানসে করে হরি আলিঙ্গনে ॥  
 ভাবের উৎপন্ন হেতু “দিক্” এর নাম ।  
 আশ্চর্য্য নিমিত্ত “সুস্ত” কর অবধান ॥  
 কৃষ্ণের মাধুর্য্য-ধূর্য্য করিয়া দর্শন ।  
 চিত্রাঙ্কিত হএগ রাই না ফেলে নয়ন ॥  
 নিশ্চল হইয়া ধনী বঁধু-মুখ চায় ।  
 আশ্চর্য্য জনিত সুস্ত कहিনু তোমায় ॥  
 ‘বিষাদ কারণ সুস্ত’ করহ অবগে ।  
 শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব দর্শনে ॥  
 বিপ্রলম্ব ভয়ে চিত্রা সঙ্কেত কুঞ্জেতে ।  
 পথপানে চাঞা রহে সুস্থিত ভাবেতে ॥  
 “ভয় লাগি সুস্ত” যেই করহ অবগে ।  
 রাত্রে কৃষ্ণ শ্যামা সঙ্গে করিয়া শয়ন ॥  
 স্বপ্নে প্রিয়াপালি ! বলি ডাকেন বদনে ।  
 এই কথা শ্রীশ্যামলা শুনিয়া অবগে ॥

দেব রমণীর স্তায় নিশ্চল নয়নে ।

কণ কান্তিশূন্য হঞা চায় বঁধু পানে ॥

“হর্ষ হেতু স্বেদ” তবে করিব কীৰ্ত্তন ।

কান্তভুজ-কান্তাগণ্ড পাইয়া স্পর্শন— ॥

পুলকে স্বেদান্মু কণ করে বরিষণ ।

“তয় হেতু স্বেদ” তবে করহ শ্রবণ ॥

বিপিনে বিপিনপ্রিয় প্রিয় কৃষ্ণ সনে— ।

বিলাস করিছে বিশাখিকা-নন্দ মনে ॥

হেনকালে স্ব-পতির আগমন কথা ।

কোনরূপে শুনি ভীতা হঞা পায় ব্যথা ॥

তবে কৃষ্ণ বিশাখার নির্ভয়াদি তরে ।

হাসিয়া কহেন ভয় না কর অস্তুরে ॥

তব পতি অতি দূরে—তাহে এই ঘন ।

অত্যন্ত নিবিড়—এথা তয় কি কারণ ॥

মৎকৃত মকরী পত্র-স্বেদান্মু কণায়— ।

বিলোপ হতেছে প্রিয়ে ! ত্যজ আশঙ্কায় ॥

ভয় হেতু স্বেদ এই কহিমু তোমায়ে ।

“ক্রোধ হেতু স্বেদ” তবে করিব প্রচারে ॥

শ্রীহরি পালীর অঞ্জে ডাকে শ্যামলায় ।

তাহা শুনি পালী ছলে শীলতা দেখায় ॥

ভাল ভাল ভাল বঁধু স্থখী হইলাম ।

শ্যামলার নাম তুয়া মুখে শুনিলাম ॥

এহেন শীলতা ভাব পালী প্রচারয় ।  
 তথাপি তাহার অঙ্গে স্বেদাম্বু পড়য় ॥  
 ইহাতে প্রকাশ এই হইল নিশ্চয় ।  
 পালীর অন্তরে বড় ক্রোধের উদয় ॥  
 “আশ্চর্য্য দর্শন হেতু রোমাঞ্চ” লক্ষণ ।  
 রূপা সন্নিধানে এবে করিব বর্ণন ॥  
 ধারণ কামুয় কৃষ্ণ গোপিনী সবারে— ।  
 তাহা দেখি ব্যোমাঞ্জে দেবাজনে ॥  
 রোমাঞ্চ শরীর হঞা বিস্তৃত নয়নে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা করে দরশন ।  
 “হর্ষেতে রোমাঞ্চ ভাব” করহ শ্রবণ ॥  
 প্রিয়তমে সমাগত হেরিয়া নয়নে ।  
 নেত্ররন্ধু দ্বারা কোন অবলা তখনে ॥  
 প্রিয়তমে হৃদিপদ্মে রাখিয়া যতনে ।  
 আঁখি নিমীলন করি করে আলিঙ্গনে ॥  
 তাহাতে পুলক অঙ্গ হইয়া অবলা ।  
 আনন্দ সাগরে ভাসে যেন শশিকলা ॥

তথাহি শ্রীদশমস্কন্ধে ।

তং কাচিন্নেত্র রন্ধেণ হৃদিবৃত্তা নিমীল্য চ ।  
 পুলকাস্থাপগুহাস্তে যোগীবানন্দ সংপ্রভা ॥ ১১২ ॥

“বিষাদে রোমাঞ্চ ভাব” কর অবধানে ।

কোন সখী যাঞা কয় শ্রীকৃষ্ণের স্থানে ॥

তোমার লাগিয়া রাই বাসক-সজ্জায় ।

সরব রজনী ধনী জাগিয়া কাটায় ॥

ওহে শঠ ! এই কিহে ধরম তোমার ।

তথা না যাইয়া কর যথেষ্টা বিহার ॥

তোমার লাগিয়া ধনী মনোবেদনায় ।

অন্তরে বিলাপ করিতেছে শ্যামরায় ! ॥

“বিস্ময় কারণ স্বরভেদ” যাহা হয় ।

তোমাতে কহিব তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥

রাই ললিতারে কহে স্মিতাস্য-বদনে ।

অভিসারে লাজে মঝু না স্ফূরে বচনে ॥

এ লাগিয়া কর চালি সঙ্কেতে তোমায়— ।

বহুবার কহিলাম লইতে আমায় ॥

কি আশ্চর্য্য সখি ! এই কর দরশন ।

কৃষ্ণের মুরলী রবে হৈল পুষ্পোদগম ॥

দেখিতে কি নাহি পাও ছনয়নে তাহা ।

এ বড় বিস্ময় সখি ! মরি আহা ! আহা ! ॥

“কোপ হেতু স্বরভঙ্গ” করহ শ্রবণ ।

সোদাগার রুরি সেই শ্রীরাধারমণ ॥

হাসি বিশাখারে কহেন নির্জ্ঞানে ।

প্রিয়া আছে মোর এই বৃন্দাবনে ॥

সে সবার মহোজ্জ্বল নয়নভঙ্গিতে ।  
 মোর তত তৃপ্তি নাই—কহিনু নিশ্চিতে ।  
 শ্রীরাধার রোষান্বিত বচন আমার ।  
 অতিশয়ানন্দপ্রদ,—কহিলাম সার ॥  
 ক্রোধভরে রাই মোরে অক্ষুট বচনে ।  
 দূরীভূত হও ! এই বলে যেই ক্ষণে ॥  
 তাহা শুনি প্রাণ মোর সুশীতল হয় ।  
 তুয়া সন্নিধানে এই কহিনু নিশ্চয় ॥  
 রাধার সহিত করি সঙ্কীর্ণ রমণ ।  
 বিশাখায় কহে এই শ্রীনন্দ-নন্দন ॥  
 “হর্ষ হেতু স্বরভঙ্গ” এই মত হয় ।  
 কেন সখি ! ব্যগ্র এত তোমার হৃদয় ॥  
 চল কোন ছলে মোরা যাঞা পুনর্দাব ।  
 নাগরে দর্শন করি,—তাহে কিবা আব ।  
 সখীর বচন শুনি রুক্ষিণী তখনে ।  
 অবহিতা প্রকাশিয়া সক্রোধ বদনে ॥  
 সখী প্রতি করিলেন তর্জ্জন গর্জ্জন ।  
 কিন্তু স্বরভঙ্গ প্রীতি করে প্রকটন ॥  
 “ভয় হেতু স্বরভঙ্গ” করহ শ্রবণে ।  
 কৃষ্ণ কন বিশাখারে মধুর বচনে ॥  
 প্রথম সঙ্গম দিনে চন্দ্রবদনীরে ।  
 পরিহাস করি কহিলাম ধীরে ধীরে ॥

হে পদ্মিনী ! কৃপা করি তৃষার্ত্ত ভ্রমরে— ।

মকরন্দ দান কর প্রফুল্ল অস্তুরে ॥

মোর এই বাক্য শুনি খঞ্জনাঙ্গী রাই ।

আধু স্নরে নহি নহি বলিলা তথাই ॥

সেই নহি নহি নবসুখা প্রবাহিনী— ।

তরঙ্গিণী গম অশ্রুতি তট বিলাসিনী ॥

“ভ্রাস হেতু কম্প” এবে বুঝহ অস্তুরে ।

বাই অবরুদ্ধা আছে গৃহের ভিতরে ॥

হেনকালে নারীবেশ করিয়া ধারণ ।

বাই পাশ গিয়া কৃষ্ণ দিলা দরশন ॥

অভিমুখ্য সেইকালে আসি আচম্বিতে ।

রাই গৃহে প্রবেশিলা হাসিতে হাসিতে ॥

পতিরে হেরিয়া ধনী কাঁপিতে লাগিলা ।

তাহা দেখি বিশাখিকা রাধারে কহিলা ॥

না কাঁপ না কাঁপ রাই ! কিবা তব ভয় ।

কেশব যুবতী বেশে দাঁড়ায়ে আছয় ॥

অতিমুখ্য অভিমুখ্য কিছু না বুঝিবে ।

এখনি তোমার বাঞ্ছা পূরণ হইবে ॥

নাহি কাঁপ বাস্তাহত কদলীর শ্যায় ।

ধীরে ধীরে সখী ইহা রাই পাশ গায় ॥

“হব হেতু কম্প” এই করহ শ্রবণ ।

কুসুম চরনকালে শ্রীরাধা-রমণ ॥

রাই অগ্রে মিলে আসি হাসিতে হাসিতে ।  
 তাহা দেখি রাই ধনী লাগিলা কাঁপিতে ॥  
 রাধার কম্পন হেরি ললিতা কহয় ।  
 আমি তুয়া পাশ তার ভয় কি আছয় ॥  
 “ক্রোধ লাগি কম্প” তবে করিব কীর্তনে ।  
 মানিনী পদ্মাকে কৃষ্ণ কন.হাস্তাননে ॥  
 ওহে পদ্মে ! তুমি যদি নহ কোপাঘ্নিতা ।  
 তবে কেন সখি ! তোমা হেরি স্নকম্পিতা ॥  
 সন্মুহ প্রদীপ শিখা নির্বাত প্রদেশে ।  
 কভু নাহি কাঁপে,—এই কহিনু বিশেষে ॥

তথাহি ত্রীউজ্জলনীলমণৌ ।

যদি কুপিতাসি ন পদ্মে কিং তনুকংকম্পতে প্রসভং ।  
 বিচলতি কুতো নিবাত্তে দীপশিখা নির্ভর স্নিগ্ধা ॥ ১২০ ॥

“বিষাদে বৈবৰ্ণ্য ভাব” করহ অবগে ।  
 বিপ্রলক্সা রাই সখী কৃষ্ণ সন্নিধানেন ॥  
 আসি কহে বকীরিপো ! এর পর আর— ।  
 বিড়ম্বনা কিবা আছে ভৃঙ্গাক্ষী রাধার ॥  
 ক্ষয়পীড়া আদি গ্রস্ত এ মুগলাঞ্জন ।  
 রাই মুখ শশী সম হইল এখন ॥  
 কলঙ্কিত করে যার মাধুর্য্য কেশরে ।  
 সেই মুখচন্দ্র সম শ্বেত আভা ধরে ॥

হায় ! হায় ! এর পর কষ্ট কিবা আর ।  
 বুঝিয়া দেখহ মনে শ্রীনন্দকুমার ॥  
 “রোষেতে বৈবর্ণ্য ভাব” কহি বিবরিয়া ।  
 হরি বক্ষঃস্থলে রাই স্ব-ছায়া হেরিয়া ॥  
 অন্য কাস্তা ভ্রমে রোষে হঞা বিবরণ ।  
 মানভরে কৃষ্ণে কন করি সম্বোধন ॥  
 ওহে প্রিয়তম ! বল গোকুল মণ্ডলে ।  
 কত নারী সেবে তুয়া চরণ কমলে ॥  
 রাইবাক্য শুনি কৃষ্ণ কন হাস্যমুখে ।  
 ওহে প্রিয়ে ! ভ্রমে পড়ি কেন পাও দুঃখে ॥  
 তুয়া প্রতিবিশ্ব মম হৃদয়ে শোভয় ।  
 তুমি মোর সরবস কহিনু নিশ্চয় ॥  
 শ্রীরাধা যমুনা তীরে মাধবের সঙ্গে— ।  
 বিহার করিতেছিল। পরিহাস রঙ্গে ॥  
 আচম্বিতে নিজ অগ্রে স্ব-পতি দর্শনে— ।  
 কালিমা হইয়া চাহে কাতর নয়নে ॥  
 আয়ান রাধারে দেখি চিনিতে নারয় ।  
 “ভয়েতে বৈবর্ণ্য” এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 গুণ প্রফুল্লতা আর রোমঞ্চাবস্থায় ।  
 যেই বাপ্প ঝরে তারে “আনন্দাশ্রু” গায় ॥  
 “হর্ষ হেতু অশ্রু” এই করিনু কীর্ত্তন ।  
 “রোষ হেতু অশ্রু” তবে করহ শ্রবণ ॥



খণ্ডিতা রাধারে কন স্ন-নাগন্নবরা ।  
 আমি অপরাধী নহি তোমার গোচর ॥  
 কি লাগি কুপিতা তুমি হঞা আচম্বিতে ।  
 মো প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য লাগিলা বলিতে ॥  
 কেন তুয়া কুচ্যুগে হার অশুকারা— ।  
 দর দর পড়িতেছে তরলাশ্রধারা ॥

তথাহি শ্রীবিবমঙ্গলে ।

রাধেহপরাধেন বিঠৈব কস্মাদস্মাস্থবাচঃ পরুষাক্রমা তে ।  
 অহো কথন্তে কুচ্যোগো প্রথন্তে হারানুকায়ান্তরলাশ্রধারাঃ ॥ ১২১ ॥

ঈর্ষা লাগি স্ত্রীগণের যেই অশ্রু ঝরে ।  
 তাহে শিরঃকম্প, শ্বাসত্যাগ, ওষ্ঠ নড়ে ॥  
 কপোলের স্ফূর্ত্তি আর অপাঙ্গ দর্শন ।  
 বদন অকুটীযুক্ত হয় সর্বক্ষণ ॥  
 প্রোষিত ভর্তৃকা শ্রীরাধারে সখী কহে !  
 হে বরোরু ! নয়নান্বধারা কেন বহে ॥  
 বদনচন্দ্রিমা আর মলিন না কর ।  
 কৃপানিধি কৃষ্ণ পুনঃ তোমার উপর— ॥  
 করুণা বিস্তার সখি ! করিবে নিশ্চয় ।  
 ওহে বৎস ! “বিষাদাশ্রু” ইহারে কহয় ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ।

মলিনং নয়নান্বধারয়া মুখচন্দ্রং করভোক মা কুরু ।  
 করুণা বরুণালয়ো হরিশ্চয়ি ভূষঃ করুণাং বিধাস্ততি ॥ ১২২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি শ্রীমতী রাধার ।  
 জজ্ঞা স্বাবরতা ভাব করিল প্রচার ॥  
 কণ্ঠের কুণ্ঠিত ধ্বনি, নয়ন স্পন্দন ।  
 নাসাপুটে শ্বাস সখি ! হয় বিঘটন ॥  
 মুনিজন সম মনঃ সমাধি ধরিয়া— ।  
 নিশ্চেষ্ট হইয়া রহে—কশু বিস্তারিয়া ॥  
 “স্বপ্নেতে প্রলয়” এই করিশু কীর্তন ।  
 “দুঃখেতে প্রলয়” তবে করহ শ্রবণ ॥  
 কংসে অভিষাপ দিয়া পৌর্ণমাসী কন ।  
 কৃষ্ণ সর্প তার বুকে করুক দংশন ॥  
 দুষ্ট গোষ্ঠ তড়াগের জীবন হরিয়া— ।  
 দূরে লঞা গেল মোসবারে কষ্ট দিয়া ॥  
 আভীর শকরী আর কাহার আশ্রয়ে— ।  
 এ ব্রজে করিবে বাস নির্ভয় হৃদয়ে ॥  
 অতি অন্তর্বেদনায় আভীর সকল— ।  
 শ্বাসহীন ভূমে পড়ি লুটিছে কেবল ॥  
 দশমীক দশা সবে পাইল নিশ্চয় ।  
 “ধুমায়িতা ভাব” কহি শুন সদাশয় ॥  
 ঐছে ভাবগণ এক কিবা দুই সঙ্গে— ।  
 মিলি অল্প প্রকাশিত হয় যার অঙ্গে ॥  
 তার যদি সেই ভাব গোপনীয় হয় ।  
 তবে “ধুমায়িতা ভাব” জানিহ নিশ্চয় ॥

বিমানচারিণী এক দেবীকে দেখিয়া ।  
 কোন সিদ্ধা নারী কহে মুচকি হাসিয়া ॥  
 তুমি দেবপত্নী এই করি দরশনে ।  
 তুয়া কেন হেন ভাব কৃষ্ণাবলোকনে ॥  
 যদি কহ কিবা ভাব দেখিলে আমার ? ।  
 যুগল নয়নে কেন বহে অশ্রুধার ॥  
 তোমার ভাবের সাথী তুয়া নেত্রদ্বয় ।  
 কেন বা হৃদীয় গণ্ডে পুলক উদয় ॥  
 দুই কিবা তিন ভাব একবারে যার ।  
 অতিশয় ভাগ্যে করে হৃদয়াধিকার ॥  
 অতি কষ্টে সেই ভাব যে করে গোপন ।  
 “জ্বলিতা” আখ্যান তার—কহিনু বর্ণন ॥  
 তিন, চারি কিস্বা পাঁচ প্রোঢ় ভাব যার ।  
 একবারে দেখা দেয় হৃদয় মাঝার ॥  
 সেই ভাব যদি সেই সম্বরিতে নারে ।  
 “দীপ্তা” তার নাম—এই কহিনু তোমাতে ॥  
 পাঁচ, ছয় কিস্বা সর্বভাবের উদয় ।  
 একবারে হয় যার অন্তরে নিশ্চয় ॥  
 প্রেমের পরমোৎকর্ষ তাহে দেখা যায় ।  
 “উদ্দীপ্তা” তাহার নাম,—কহিনু তোমায় ॥  
 উদ্দীপ্তা ভাবের ভেদ কোন কোন জনে— ।  
 সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়,—এই জানি মনে ॥

সাহসিক সকল কিন্তু ভাবউদ্দীপ্তায়— ।  
 পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় সর্বথায় ॥  
 নির্বেদ, বিপ্রিয় হেতু নির্বেদ, বিদ্বেষ ।  
 বিষাদ, প্রারকাসিক্কে বিষাদ বিশেষ ॥  
 কিস্ত্য-পরাদ লাগি বিষাদ বিভিন্ন ।  
 দুঃখ, ত্রাস, অপরাধ হেতু দৈন্য চিহ্ন ॥  
 শ্রম, মনঃপীড়া, রতি হেতু গ্লানি হয় ।  
 পথ, নৃত্য, রতি লাগি শ্রমে গ্লানি কয় ॥  
 কন্দর্প চিহ্নিত রতি কেলি সমরেতে ।  
 কৃষ্ণকে জিনিতে রাই ইচ্ছিতা মনেতে — ॥  
 কিস্ত্য রতিযুদ্ধে তথা রসিকা রাধার ।  
 জঘন নিস্পন্দ হৈল, কি কহিব আর ॥  
 বাল্লভ্য শিথিলতা, উরস কম্পন ।  
 নেত্রে মুদ্রা উপস্থিত হইল বিধম ॥  
 হায় ! হায় ! রমণীর পৌকষ কেমনে -- ।  
 সুসিদ্ধ হইতে পারে,—নাহি বুঝি মনে ॥

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ।

মারাক্ষে রতিকেলি সঙ্কলরণারম্ভে তস্মা সাহস  
 প্রায়ংকান্তজয়ায় কিঞ্চিদপরি প্রারম্ভি যং সমুদায়ং ।  
 নিস্পন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দৌৰ্বল্লিকংকম্পিতং  
 বঙ্কোমীলিতমন্ধি পৌকষরসঃ স্ত্রীণাং কুতঃ সিদ্ধ্যতি ॥ ১২৩ ॥

মধুপান হেতু যেই মদোন্তব হয় ।  
 বিবেক হরণকারী “মদ” তারে কয় ॥  
 স্ব-সৌভাগ্য, রূপ, গুণ, সর্বোত্তমাশ্রয় ।  
 ইন্টলাভ হেতু “গর্ব” পঞ্চবিধ হয় ॥  
 অন্যের ক্রুরতা, চৌর্য্য, অপরাধ তরে ।  
 আশঙ্কা যে হয়, সেই “ত্রাস” নাম ধরে ॥  
 তড়িমালা, ভয়ানক জন্তু দরশনে ।  
 আশঙ্কা জনক উগ্র শব্দ শ্রবণে ॥  
 অস্তুরে যে ভয় হয়,—সেই জানি ত্রাস ।  
 অনন্তরাবেগ অর্থ করিব প্রকাশ ॥  
 প্রিয় দরশনে, প্রিয় শ্রবণেতে আর ।  
 চিত্তের বিভ্রম যেই “আবেগাখ্যা” তার ॥  
 অত্যন্ত আনন্দ হেতু বিরহেতে আর ।  
 হৃদয় বিভ্রম যেই “উন্মাদাখ্যা” তার ॥  
 অত্যন্ত দুখোখ-ধাতু বৈষম্য জনিত ।  
 হৃদয় বিক্লব যেই হয় স্থানিশ্চিত ॥  
 “অপস্মার” নাম তার রসজ্ঞেতে গায় ।  
 শরীর বিক্লেপ আদি যাহে দেখা যায় ॥  
 জ্বর আদি প্রতিক্রম বিকারের নাম ।  
 “ব্যাধি” বলি রস সূধাকর আদি গান ॥  
 গোবিন্দ বিরহে রাই সন্তাপ জরায়— :  
 অত্যন্ত কাতর হঞা কুসুম শয্যায়— ॥

শয়ন করিয়া করে উলটি পালটি ।  
 অঙ্গেতে পরাগ শোভে, বিষম মালটি ॥  
 ব্যক্তনের পদ্মদল অঙ্গের উদ্ভায় ।  
 ঘন ঘন স্নান হয়, মরি হায় ! হায় ! ॥  
 স্তন মণ্ডলের পক্ষ চন্দন লেপন ।  
 শুষ্ক হঞা শয্যাগরি পড়ে ঘন ঘন ॥  
 স্নিগ্ধ হইবার আশে মৃণালাভরণ ।  
 অঙ্গেতে ধারণ করে করিয়া যতন ॥  
 অঙ্গ ভাণে উষ্ণ হয় মধ্যদেশ তাঁর ।  
 অগ্রভাগে ফেনোদগারে,—কি কহিব আর ॥

তথাহি রসসুধাকরে ।

শয্যা পুষ্পময়ী পরাগময়তামঙ্গাপর্ণাদিশূভে  
 ভাগ্যন্ত্যস্তিক তালবৃন্ত নলিনী পত্রাণি গাত্ৰোদ্ভয়া ।  
 ন্যস্তক স্তনমণ্ডলে মলয়জং শীর্ণাস্তরং লক্ষ্যতে  
 ক্কাথাদাগুতবস্তি ফেনিলমুখাভূষামৃণালাঙ্কুরাঃ ॥ ১২৪ ॥

নাগরের কর আদি স্পর্শন জনিত ।  
 “হর্ষ হেতু ব্যাধি” তবে কহিব নিশ্চিত ॥  
 অঙ্গ উন্মীলিত নীলোৎপল দল শোভা ।  
 কৃষ্ণ কর সরোরুহ স্পর্শ মনোলোভা ॥  
 হেন কর স্পর্শে ধনী মনঃ ক্ষোভে কয় ।  
 কোথা আমি, কিবা মরি, না জানি নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীবিদগ্ধমাধবে ।

দরোন্নীলনীলোৎপলদলরুচন্তস্য নিবিড়া-  
 দ্বিরুড়ানানং সদ্যঃকরসরসিজস্পর্শকুতুকাৎ ।  
 বহন্তী ক্ষোভানানং নিবহমিহ নাজ্জাসিষমিদং  
 কবাহং কাবাহং চকর কিমহংবা সখি তদা ॥ ১২৫ ॥

সমর্থা রতিতে “মোহ” কহিলাম এই ।  
 “সাধরণ্যাভাস” “মোহ” কহি শুন যেই ॥  
 বনিতা উৎসব রূপ কৃষ্ণ দরশনে ।  
 অসঙ্কীর্ণ বংশী গান করিয়া শ্রবণে ॥  
 বিমানে গমনকারী দেবাজনা গণ ।  
 পতি অঙ্কে রহি কামে “মোহ” প্রাপ্ত হন ॥  
 কুসুম কবরী, নীবি, দেবী সবা কার ।  
 অলিত হইয়া পড়ে প্রমাণ তাহার ॥

তথাহি শ্রীদশমে ।

কৃষ্ণঃ নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং  
 শ্রুত্বা চ তৎকণিতবেণু বিবিক্তগীতং ।  
 দেবো বিমানগতয়ঃ স্রগ্বয়সারঃ  
 ভ্রম্যৎপ্রহ্নন কবরা মুখুর্ছবিনীব্যঃ ॥ ১২৬ ॥  
 “বিশ্লেষ লাগিয়া মোহ” এই মত হয় ।  
 গোপীমধ্যে ক্রীরাধার এই পরিচয় ॥  
 কিশলয় বিনির্মিত শীতল শয্যায়— ।  
 শয়ন করিয়া যিঁহ অনিমীখে চায় ॥

মাশ্রফনেত্রা সখীগণ যাঁরে রক্ষা করে ।  
 অতিশয় কৃশ অঙ্গ প্রাণ মাত্র ধরে ॥  
 হেন দশাপন্ন সখে ! দেখিবে যাহায় ।  
 সেই মোর প্রিয়া রাই कहিনু তোমায় ॥  
 উদ্ধবেরে এই মত कहিয়া নাগর ।  
 ব্রজে পাঠাইয়া দিলা নন্দরাজ ঘর ॥

তথাহি শ্রীমহাভারতাদে ।

সা পল্যক্কে কিশলয়কুলেঃ কল্লিতে তত্র সুপ্তা  
 শুপ্তা নীরন্তবকিত দৃশাং চক্ৰবালৈঃ সখীনাং ।  
 ব্রষ্টব্য্য তে ক্রশিমকলিতা কণ্ঠনালোপকণ্ঠে  
 স্পন্দেনাস্তর্কপূরনুমিত প্রাণসঙ্গা বরাঙ্গী ॥ ১২৭ ॥

ধ্বজ, ব্রজাঙ্কুশ, পদ্ম, চিহ্নিত চরণে ।  
 ব্রজের খুরদ ব্যথা করি নিবারণে ॥  
 বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ॥  
 গোচারণে যান যবে সুবিলাস রঙ্গে ॥  
 তখন তাঁহার সেই সবিলাসানন— ।  
 আমাদের হৃদে স্মর করেন অর্পণ ॥  
 তাহাতে মোদের দশা তরু সম হই ॥  
 কবরী বন্ধন, নীলী, খসিয়া পড়য় ॥  
 মোহ হেতু তাহা মোরা জানিতে না পারি ।  
 “বিষাদেতে “মোহ” এই,—কহিনু বিচারি ॥



তথাহি ত্রীদশমে ত্রীবেণুগীতায়াম্ ।

নিজপদাঙ্গদলৈর্ধ্বজ বজ্রনীরজাঙ্কুশ বিচিত্র ললামৈঃ ।

ত্রজ্জ্ববংশময়ন্ স্বরতোদং বস্ম ধূর্য্য গতিরীরিত বেণু ॥

বজ্রতি তেন বস্মঃ সবিলাস বীক্ষণার্ণিত মনোভব বেণাঃ ।

কুজগতিং গমিতা ন বিদাম কশ্মলেন বসনং কবরস্থা ॥ ১২৮ ॥

সরণের চেষ্ঠা কিন্তু সক্ষাম্ভূত্য নয় ।

এথায় “মূতির” অর্থ তাহাই নিশ্চয় ॥

তাহাতে কারণ এই করহ শ্রবণ ।

ত্রিবিধা রতির যত কৃষ্ণ প্রিয়াম্বল ॥

নিত্য সিদ্ধ হেতু মৃত্যু নাহি সে সবার ॥

সাধক অবস্থা কোন গোবিন্দ প্রিয়ান— ॥

মরণ সম্ভব হয়,—সত্য এই কথা ।

তথাপি বর্ণিতে তাহা হৃদে পাই ব্যথা ॥

অমঙ্গল হেতু তাহা করিষু বর্জ্জন ।

দৃষ্টান্ত বচন এবে করহ শ্রবণ ॥

যতদিন অক্রুরের অনুবন্ধাশয়— ।

নিশ্চয় স্বরূপে সখি ! ব্যক্ত নাহি হয় ॥

সেই কালাবধি তোরে প্রণাম আচরি— ।

প্রার্থনা করিয়ে এক স্নান সহচরি ! ॥

যার পুষ্প ত্রীকৃষ্ণের শ্রবণাতরণ— ।

নির্মাণ করিষু মুণ্ডি করিয়া যতন ॥

সেই এই ফুল্ল প্রিয় মালতী লতায় ।  
 সযত্নে পালিহ মোর প্রাণ যদি যায় ॥  
 ললিতার কর ধরি রাই এই কয় ।  
 উদ্ধব সন্দেশ ইথে প্রমাণ আছেয় ॥

তথাহি শ্রীউদ্ধব সন্দেশে ।

যাবদ্যক্তিং ন কিল ভজতে গাঙ্ধিনেয়াশ্লকঙ্ক-  
 স্তাবন্নত্বা স্মৃতি ভবতীঃ কিঞ্চিদভ্যর্থয়িস্যে ।  
 পুষ্পিপ্যস্তা মুহুরকরবং কর্ণপুরাশ্মুরারেঃ  
 মেয়ং ফুল্লা গৃহপরিসরে মালতী পালনীয়া ॥ ১২৯ ॥

সামর্থ্য থাকিতে নিজ কর্তব্যাকরণে ।  
 “আলস্য” বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণে ॥  
 ইষ্টা-নিষ্ট শ্রবণেতে, ইষ্টা-নিষ্ট হেরি ।  
 আর বিরহেতে “জাড্য”—কহে এই বোড়ি  
 নবীন সঙ্গমে আর অগ্ন্যাচরণে ।  
 “লজ্জা” উপজয়,—এই বুঝে দেখ মনে ॥  
 অবজ্ঞা লাগিয়া আর স্তবের কারণ ।  
 “লজ্জা” হয়, এই কথা কহে কোন জন ॥  
 “অবহিত্বা ভাব” তবে করহ শ্রবণ ।  
 অবহিত্বা জ্ঞার্থ জানি আকার গোপন ॥  
 চন্দ্রবদনীর স্নিগ্ধ-মধুর বচন— ।  
 সাদরে শ্রবণ করি শ্রীগোপী-রমণ ॥

উন্মত্ত হইয়া শিরঃ করেন কম্পন ।  
 মদন আবেশে নিজ হৃদ্বিকার গণ— ॥  
 গোপন করিয়া হাস্য বদনেতে কন ।  
 হায় ! একি ভাবাশ্চর্য্য করি দরশন ॥

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভে ।

অমুখ্যাঃ প্রোন্মীলংকমল মধুধরাইব গিরো  
 নিপীয ক্ষীবত্তং গত ইব চলন্মৌলিরধিকং ।  
 উদঞ্চং কানোহপি স্বহৃদয়কলা গোপনপরো  
 হরিঃ শৈবরং শৈবরং স্মিতসুভগমুচে কথময়ং ॥ ১৩০ ॥

জৈক্ষ্য হেতু “অবহিতা” ইহারে কহয় ।  
 জৈক্ষ-লজ্জা হেতু “অবহিতা” আর কয় ॥  
 দাক্ষিণ্য লাগিয়া “অবহিতা” এই মত ।  
 চন্দ্রাবলী ক্রোধ করি কহে কথা যত ॥  
 সেই সব কথা তাঁর চন্দ্রসুধা ন্যায় ।  
 শ্রীচন্দ্রবদন হৈতে যেন বাহিরায় ॥  
 কিন্তু সেইকালে তাঁর অতি দুর্নিবার ।  
 গুঢ় মনোব্যথা শ্বাসে করে সুপ্রচার ॥  
 ঈষদুষ্ণ শ্বাস বহে নাসারন্ধ্র দিয়া ।  
 অল্প অল্প কাঁপে স্তন,—কহি বিবরিয়া ॥  
 তাহাতে তাঁহার রোষ পরকাশ হয় ।  
 শ্রীমধুমঙ্গল পাশ কৃষ্ণ এই কয় ॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে ।

উদ্ধৃত্যশ্রিত কোমুদী ন মধুরা বক্ত্রেন্দু-বিধাত্তয়া  
মুদীনাং ন নিরাকৃত্য নিজ গিরাং মাধুর্য্যলক্ষীরপি ।  
কোমৈঃবদন্ত দুৰাবরৈর্নিজমনোগৃঢ়ব্যথা সংসিভিঃ  
শ্রীমৈবদরোদ্ধৃত্য স্তনপট্টেস্তম্যা কথঃ কীত্তিতাঃ ॥ ১৩১ ॥

দাক্ষিণ্য লাগিয়া অবহিতা এই হয় ।  
লজা, আর লজ্জা ভয় হেতু আর কয় ॥  
গৌরব দাক্ষিণ্য লাগি অবহিতা আর ।  
স-শাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করেন প্রচার ॥  
পূর্বানুভূতার্থ বৎস ! প্রীতির নাম ।  
“স্মৃতি, কহে পূর্ব পূর্ব মুনি, স্মরণ্যাম ॥  
মথুরা গমনোচ্ছত হংসে সখী কন ।  
তমালের দরশনে মুকুন্দ স্মরণ— ॥  
হইয়াছে,—সেই লাগি পুলিন্দী নিচয় ।  
উত্তপ্ত শরীরে গিরি প্রস্রুতে আছয় ॥  
তুমি ধীরে, ধীরে সেই কালিন্দী জীবন ।  
শীতলিত করি পক্ষ বাতে অলক্ষণ ॥  
পুলিন্দী সবার খেদ দূরীভূত করি ।  
প্রিয় হংস ! যাবে তুমি মথুরানগরী ॥

তথাহি হংসদূতে ।

তমালশালোকচ্চারি পরিসরে সস্তি চপলাঃ  
পুলিন্দ্যো গোবিন্দ স্মরণ রভসোত্তপ্ত বপুঃ ।

শনৈঃ শ্বেদং তাসাং ক্ষণমপনয়ন্ যাস্যতি ভূবা-  
মবশ্যং কালিন্দী মলিল শিশিরৈঃ পক্ষপবনৈঃ ॥ ১৩২ ॥

অত্যন্ত অভ্যাস হেতু “স্মৃতি” আর হয় ।  
বিতর্কের অর্থ তবে করিব নিশ্চয় ॥  
সংশয়েতে করি পক্ষদ্বয় উদ্ঘাটন ।  
নিশ্চয়ার্থ নিরূপিতে নারে যেইক্ষণ ॥  
“বিতর্ক”-আহার নাম শাস্ত্রেতে কহয় ।  
চিন্তার সদর্থ তবে শুন সদাশয় ॥  
ইচ্ছালাভ, অনিষ্টের প্রাপ্তির কারণ— ।  
হৃদয়ে ভাবনা যেই “চিন্তা” তারে কন ॥  
নাযিকার ন্যায় বৎস ! নায়কে নিশ্চয় ।  
সঞ্চারি ভাবের ব্যক্ত সমুচিত হয় ॥  
রাধার সৌন্দর্য্য হেরি পদ্মার চিন্তন ।  
নিদর্শন দিয়া,—কন চন্দ্রার ভাবন ॥  
অহে চন্দ্রাবলি ! তুমি রাই ভাগ্য দৃষ্টে ।  
মলিনা না হও ? সব ফলে নিজাদৃষ্টে ॥  
জ্যোতির্বিদগণ এই কন সর্বক্ষণ ।  
কৃষ্ণপক্ষে তারকাই বলবতী হন ॥

তথাহি শ্রীমহাভারতানীলমণৌ ।

মা চন্দ্রাবলি মলিনা ভব রাধায়াঃ সমীক্ষ্য সৌভাগ্যং ।  
জ্যোতির্বিদোহপি বিহঃ কৃষ্ণে কিল বলবতী তারা ॥ ১৩৩ ॥

বিচারোথ অর্থ নির্দ্ধারণে “মতি” কয় ।

দৃষ্টান্ত তাহার কহি শুন সদাশয় ॥

যাহার স্বভাব যেই তাহা নাহি যায় ।

দুঃখ নাই প্রিয় শ্যাম বিরহ ব্যথায় ॥

আমি তাঁর পাদরতা দাসী স্থনিশ্চয় ।

তিঁহ যদি আলিঙ্গিয়া পেষণ করয় ॥

অথবা না দেখা দিয়া মৰ্ম্মাহত করে ।

যা করে করুন শ্যাম যা আছে অস্তুরে ॥

তিঁহ মোর প্রাণনাথ পর কভু নহে ।

মোর প্রাণ তাঁর পদে সদা বাঁধা রহে ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমদ্ভগবতশ্চৈতন্যদেবেনোক্তং ।

আলিঙ্গ্য বা পাদরতাং পিনষ্টুমামদর্শনান্মর্শ হতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত্ব স এব নাপরঃ ॥ ১৩৪॥

সমর্থার নিদর্শন দিয়া তার পর ।

সমঞ্জসোদাহরণ দেন কবির ॥

রুঙ্গিণী কহেন, ওহে পুরুষ রতন ! ।

দেবগণারাদ্য তব যুগল চরণ ॥

তাহে অতি অল্পপুণ্য নৃপতি সবার ।

কি কথা কহিব, নাথ ! ভাবি অনিবার ॥

মাধুর্য্য সাগর তুমি জানে সর্বজন ।

কোন নারী নাহি সেবে তোমার চরণ ॥

তথাহি শ্রীমহাজ্জলনীলমণৌ ।

ভবাম্বুজ ভবাদয়স্তব পদাম্বুজোপাসনা-

মুগ্ধস্তি সুরবন্দিতাঃ কিমুত মন্দপুণ্যা নৃপাঃ ।

অতস্তব জগৎপতে মধুরিমান্বদের্মদ্বিধো

ন দাসামিহ ব্যাট্টি কঃ পুরুষরত্ন কন্যাজনঃ ॥ ১৩৫ ॥

মনের সৈর্য্যতা যেই “ধৃতি” তার নাম ।

সেই ধৃতি দুই মত শাস্ত্র পরমাণ ॥

দুঃখের অভাবে আর উত্তম প্রাপ্তিতে ।

ধৃতি লাভ হয়,—এই কহিনু নিশ্চিত্তে ॥

অভীক্ট দর্শন আর অভীক্ট লাভেতে ।

“হর্ষ” উপজয় চিত্তে জানিহ মনেতে ॥

ইক্ট ইক্ষা ইক্ট প্রাপ্তি স্পৃহা যেই হয় ।

“ঔৎসুক্য” তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

“উগ্রতা” ভাবের অঙ্গ সাক্ষাৎ না হয় ।

এই লাগি বৃদ্ধাদিতে উগ্রতা নিশ্চয় ॥

অসহিষ্ণু, অধিদেপ, অপমান তরে ।

“অমর্ষ” উদয় হয়,—বুঝহ অস্তুরে ॥

অমর্ষার্থে ক্রোধ এই জানিহ নিশ্চয় ।

পরের সৌভাগ্যে দ্বেষে “অসূয়া” কহয় ॥

চিত্তের লঘুতা হেতু চাপল্য উদয় ।

রাগ, দ্বেষ হেতু যাহা দুই মত হয় ॥

চিত্ত নিমীলনে নিদ্রা কহে মুনিগণ ।  
 ক্রম হেতু নিদ্রা এই জানি সর্বক্ষণ ॥  
 সুপ্তি অর্থে স্বপ্ন যাহা নিদ্রাকালে হয় ।  
 “প্রবোধ” অর্থেতে নিদ্রা ত্যাগ এই কয় ॥  
 শ্রীরাধা পর্বতোপরি শ্রীহরির সনে ।  
 কেলি কলা কালে অতি আনন্দিত মনে ॥  
 ললিতার সুললিত চিত্রিত বদন ।  
 হাস্যাননে করাস্নুজে করেন মার্জ্জন ॥  
 সখী প্রতি নিজ স্নেহভাব এই হয় ।  
 অসম্ভব লাগি কহি প্রমাণ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

শৈলমূর্ধি হরিণা বিহরন্তী রোম কুট্মল করষিত মূর্তিঃ ।  
 রাধিকা সললিতং ললিতায়াঃ পশুমাণ্ডিলুণ্ডিতালকামাশ্রুঃ ॥ ১৩৬ ॥

উৎপত্তি, শাবল্য, সন্ধি, শাস্তি, দশা চারি ।  
 রসশান্ত মতে এই কহিনু বিস্তারি ॥  
 ভাবোদ্ভব যেই তার “উৎপত্তি” আখ্যান ।  
 রসশান্ত আদি ইথে সুস্পষ্ট প্রমাণ ॥  
 উত্তর উত্তর সঙ্গর্ষতা যেই হয় ।  
 “শাবল্য” তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥  
 উভয় ভাবের যেই একত্ৰী করণ ।  
 “সন্ধি” তার নাম,—এই কহে বুদ্ধদেব ॥



ভাবের বিলয় যেই সেই “শাস্তি” হয় ।

ব্যভিচারি ভাব এই সব সদাশয় ! ॥

শৃঙ্গারে মধুরা রতি যেই দৃষ্ট হয় ।

“স্বায়ীভাব” নাম তার জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ ।

স্বায়ীভাবোহত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরাকৃতিঃ ॥ ১৩৭ ॥

কালাহি বদন বিলাসিত রসনার— ।

অগ্র সম গোপী দৃগঞ্চল চমৎকার ॥

যার মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করে সর্ব্বক্ষণে ।

যিনি নিজাকরণবর্ণ নয়ন ক্ষেপণে ॥

সতীর হৃদয় চূর্ণ করেন সতত ।

সেই কৃষ্ণ সুখদাতা সবার নিয়ত ॥

তথা শ্রীমদগোবিন্দবিলাসে ।

কালাহি বক্তু বিলসদ্রসনাগ্রজাগ্রদগোপী দৃগঞ্চল চমৎকৃত বিক্সমর্ম্মা ।

শর্ম্মাদিশত্বরণ ঘূর্ণিতলোচনাস্ত সঞ্চার চূর্ণিত সতীহৃদয়ো মুকুন্দঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিষয়, সম্বন্ধ, অভিযোগ, অভিমান ।

তদীয় বিশেষো-পমা, স্বভাব, প্রমাণ ॥

এই সাতে রতি নিত্য আবির্ভাব হয় ।

উত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ্য জানিহ নিশ্চয় ॥

স্বয়ং কিংবা পর দ্বারে স্ব-ভাব প্রকাশে ।

“অভিযোগ” কহে,—এই জানিহ নির্য্যাসে ॥

রাধারে দেখাঞে কৃষ্ণ নবীনা লতার— ।  
 নবীন পল্লব দন্তে দংশে বার বার ॥  
 স্নাত্তিযোগ এর নাম জানিহ নিশ্চয় ।  
 পর দ্বারে অভিযোগ শুন সদাশয় ! ॥  
 পত্রহারী দূতী যাঞা রাধিকার পাশে ।  
 রাই প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ভাষে ॥  
 শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাঁচ যেই ।  
 “বিষয়” তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥  
 নীপবৃক্ষাস্তর হৈতে কোন এক স্বনি ।  
 উদগত হইয়া গম শ্রবণ সরণি ॥  
 আশ্রয় করিল আসি,—তাহা না জানিয়ে ।  
 হা ! হা ! ঐছে নাদ আজি মোরে কি লাগিলে ॥  
 কুলীন-গৃহিণী সম কোন এক দশা— ।  
 প্রাপ্ত করাইল ?—আর কাহার ভরসা ॥

তথাহি শ্রীমদ্বিষ্ণুসংহিতায়াং ।

নাদঃ কদম্ববিটপাস্তরতো বিসর্পণ কোনামকর্ণ-  
 পদবীমবিশন্ন জানে । হা হা কুলীন গৃহিণীগণ  
 গর্হনীয়ং যেনাস্ত কামপি দশাংসখি লস্কিতাস্মি ॥ ১৩৯ ॥

“কৃষ্ণ” এই নামাকার শ্রবণে আমার— ।

বিলোপ করিছে বুদ্ধি কি করিব আর ॥

গোবিন্দের বংশীনাদ প্রবেশি শ্রবণে ।

উন্মাদিত করে মোরে, কি করি এক্ষণে ॥

চিত্রপটে সেই শ্যামে হেরিশু যখন ।  
 তখনি সে মগ মনে হৈল বিলগন ॥  
 এক পুরুষের রতি হৃদয় আমার— ।  
 ব্যাকুলিতা করে সদা, তাহাতে আবার ॥  
 পুরুষত্রয়ের রতি বহিব কেমনে ।  
 মরণ মঙ্গল মোর জেন সখি ! মনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

এতত্ত্ব প্রত্যমেব লুপ্তমিতি মতিঃ ক্লেতি নামাকরঃ  
 সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়ত্যন্ত বংশী কলঃ ।  
 এষ সিন্ধু ঘনহ্রাতি মনসি মে লগ্না সঙ্কল্পীক্ষণাং  
 কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরাভূন্নন্তে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ১৪০ ॥

শব্দের প্রমাণ এই করিশু কীর্তন ।  
 স্পর্শ হেতু অভিযোগ করহ শ্রবণ ॥  
 গোকুল আচ্ছন্ন হৈল নিবিড় অন্ধেতে ।  
 সেই কালে যাই আমি ভিতর পথেতে ॥  
 যাইতে যাইতে কোন পুরুষ রতনে ।  
 আচম্বিতে ছুশু আমি না হেরি নয়নে ॥  
 সেই দিন হৈতে সখি ! মমাজে শঙ্কিত— ।  
 লোমোদগম হইতেছে,—কি করি বিহিত ॥  
 নয়ন মেলিয়া দেখ অজ্ঞাপি তাহার— ।  
 কণিক নিবৃতি নাই, কি বলিব আর ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলনীলমণৌ ।

ব্রজংমুষ্টি গ্রাহেতমসি নিগরতাম্মমিহ মে  
সখি স্পর্শং দৈবাদ্যদবধি পরং কস্মচিদগাং ।  
গৃহীতা জাগর্যা তদবধি সদৈবাজ্জগণৈঃ  
ন শক্বেয়া পশু ক্ষণমপি ন সাদ্যাপ্যপরতা ॥ ১৪১ ॥

রূপ লাগি অভিযোগ করিব প্রচার ।  
ললিতা হংসকে কহে বিরহ রাধার ॥  
ওহে মুরহর ! আকর্ষণ ক্রীড়া যার ।  
হেন প্রেমানন্দ রূপ স্বরূপ তোমার ॥  
দূর হৈতে সেই তোমা বারেক হেরিয়া ।  
মম সখী হিতাহিত দিয়াছে ছাড়িয়া ॥  
অগ্নির স্বরূপ হেরি পতঙ্গী যেমন ।  
তাহে প্রবেশিতে চেষ্টা করে সর্বক্ষণ ॥  
ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে আগুনে পড়িয়া ।  
স্ব-দেহ দগধ করে,—কহি বিবরিয়া ॥  
পতঙ্গীর ন্যায় এবে রাধিকা তোমার ।  
তব প্রেমানন্ড ত্যাগ ইচ্ছি,—পুনর্ব্বার ॥  
তব প্রেমায়িতে ধনী করিছে প্রবেশ ।  
তাহে অঙ্গ দক্ষ করে কহিনু বিশেষ ॥

তথাহি হংসদূতে ।

কৃতাকৃষ্টি ক্রীড়ং কিমপি তব রূপং মমসখী  
সকৃদৃষ্টা দূরাদহিতাহিত বোধোচ্ছ্রিতমতিঃ ।

হতাশেয়ং প্রেমানলমগ্নবিশস্তী সরভসং

পতঙ্গীবাঘ্যানং মুরহর মুহুর্দাহিতবতী ॥ ১৪২ ॥

রস লাগি অভিযোগ করহ শ্রবণ ।

যাহার শ্রবণে হয় আনন্দিত মন ॥

কোন সখী নিজ যুথেশ্বরী শ্রীরাধার-- ।

কৃষ্ণে রতি বাঞ্ছা করি, সছুপায় তার ॥

কৃষ্ণের চর্কিত গন্ধ তাম্বূল সেবন ।

মনেতে নিশ্চয় করি, মনের মতন ॥

তাম্বূল করকে, কৃষ্ণভুক্ত শেষ পান— ।

লইয়া, রাধার গেহে করেন পয়ান ॥

অলঙ্কিতে সেই পান সখীরে যতনে ।

ভোজন করায় সখী আনন্দিত মনে ॥

হরিভুক্ত অবশেষ তাম্বূল সেবনে ।

রাই হৃদে রতিচিহ্ন দিলা দরশনে ॥

কিশোরীর হেন ভাব করিয়া দর্শন ।

কোন সখী তাম্বূলদা সখী প্রতি কন ॥

কহ সখি ! তুয়া মুগ্ধ সখী আচম্বিতে— ।

কেমনে পুলক আদি লভিলা নিশ্চিতে ॥

অমুরাগ সমুদ্রের তরঙ্গ ইহার ।

হৃদি উচ্ছলিত করে একি চমৎকার ॥

ইথে বোধ হয় তুমি কৃষ্ণভুক্ত শেষে— ।

তাম্বূল ইহারে দিলা প্রিয়ভাবাবেশে ॥

নহি আচম্বিতে কেন মুগধী রাধার ।

মহাশ্চর্য্যময় এই হৃদয় বিকার ॥

তথাহি প্রীমহুজ্জলনীলমণৌ ।

পুলকয়তি যদঙ্গং সেবতে গাত্রভঙ্গং

বহতি হৃদি তরঙ্গং সত্ত্ব এবাদ্য মুখা ।

তদযদমন বক্তে দাগীর্ণ তাম্বুলমল্লং

ক্ষুটমবিদিতমাস্ত ন্যাপ্তমস্তান্তয়ালি ॥ ১৪৩ ॥

গন্ধ লাগি অভিযোগ কহিব তোমায় ।

কোন সখী নিজ সখী দর্শিত পন্থায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের বৈজয়ন্তী মালার আশ্রাণে ।

প্রথমে পরমানন্দে হয়েন অজ্ঞানে ॥

কিছুকাল পরে পুন লভিয়া চেতনে ।

বিস্ময় হইয়া কহে সখীরে যতনে ॥

যাহাদের পুষ্পে এই বৈজয়ন্তী হার ।

নিশ্চিত হইল,—তাহা কহ ত বিস্তার ॥

কোথা সেই সব প্রিয়তরু বিরাজয় ।

কাহারে বা তারা নিজ কুন্তুম অর্পয় ॥

কি আশ্চর্য্য ! দেখ সখি ! মেলিয়া নয়ন ।

বাসি মালা তবু ইথে মধুকর গণ ॥

মধুলোভে আসি পড়ে গুণ-গুণ-স্বরে ।

পরিমলে মধু চিত্ত স্তম্ভ ভাব ধরে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বিভ্রাজন্তে ক সখি স্মৃথিনঃ শাখিনো মোহনান্তে  
যেষাং পুটৈস্পরিয়মমুপমা বৈজয়ন্তী কৃতান্তি ।  
পশ্চাকৃষ্ট ভ্রমরপটনা যাত যামাপি কামং  
যা ভূয়োভির্মম পরিমলৈঃ স্তম্ভয়ত্যদ্য চেতঃ ॥ ১৪৪ ॥

শব্দ কর্ণে বিরাজয়, স্পর্শ অঙ্গে জানি ।  
রূপ নেত্রদ্বয়ে, রস রসনায় মানি ॥  
গন্ধ নাসিকায়,—এই কহিনু নিশ্চয় ।  
বিষয় পঞ্চক ভাব অর্থ গৃহ হয় ॥  
রূপ হৈতে আলম্বন নিশ্চয় কারণ ।  
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে রত্নাংপত্তি নায়া কন ॥  
যার তত্ত্ব জানা নাই এ হেন প্রকার ।  
শব্দ রূপাদি হৈতে অতি চমৎকার ॥  
বিষয়ালম্বন তত্ত্ব অজ্ঞান কারণ ।  
কিরূপ রতির চিহ্ন হয় দরশন ॥  
এইরূপ আশঙ্কার করি সমাধান ।  
স্ব-গ্রন্থে লিখিলা প্রভু রূপ মতিমান ॥  
মণিমস্ত্র মহৌষধ আদির প্রভাব ।  
প্রতিবন্ধ হীন, শাস্ত্রে এই হয় লাভ ॥  
তখন শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক শব্দাদির ।  
কথা আর কি বলিব, চিত্ত কর স্থির ॥

কৃষ্ণ-বিষয়ক শব্দ আদি চমৎকার ।  
সেই সব চিত্র রতি এক বারে আর ॥  
রতি-বিষয়ক আলম্বন হুঁরা করি ।  
সুদে প্রকটিত করে,—কহিষু বিবরি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

লোকোত্তর পদার্থানাং প্রভাবঃ কোপ্যনর্গলঃ ।  
রতিং তদ্বিষয়ং চাসৌ ভাবয়েত্তূর্ণমেকদা ॥ ১৪৫ ॥

বিলাসের আধিক্যতা কারণ এথায় ।  
অভিযোগানুভাবাদি উদ্দীপন গায় ॥  
ব্রজ গোপী সবাকার গোবিন্দ চরণে ।  
স্বভাব সুসিদ্ধ রতি প্রায় জানি মনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

প্রোক্তা অত্রাভি যোগাদ্যা বিলাসাধিক্য হেতবে ।  
রতি স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ে গোকুল সুভ্রবাং ॥ ১৪৬ ॥

সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থী ভেদেতে ।  
ত্রিবিধা শ্রীকৃষ্ণ রতি জানিহ মনেতে ॥  
মণি সম সাধারণী কহিষু বাখানি ।  
চিস্তামণি সম সমঞ্জসা এই জানি ॥  
কৌন্তভ মণির সম সমর্থী নিশ্চয় ।  
ত্রিবিধা রতির ভেদ এই মত হয় ॥  
কুজাদি ব্যতীত সাধারণী রতি প্রায় ।  
মূলত নাহিক হেরি,—কহিষু তোমায় ॥



শ্রীকৃষ্ণ মহিষী বিনা সমঞ্জসা রতি ।  
 অন্ত্র সুলভ নহে,—কহিনু সম্প্রতি ॥  
 সমর্থ্য রতির ব্যক্তি ব্রজ গোপীকায় ।  
 অত্যন্ত দুর্লভ যাহা,—বুঝহ হিয়ায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাহসৌ সমর্থ্য চ  
 কুজাদিষু মহিষীষু চ গোকুল দেবীষু চ ক্রমতঃ ।  
 মণিবচ্চিস্তামণিবৎ কৌস্তভমণিত্রিধাভিমতা  
 নাতি সুলভেয়মভিতঃ সূহৃদভা শ্রাদনন্য লভ্যা চ ॥ ১৪৭

যেই রতি অতিশয় গাঢ় নাহি হয় ।  
 কৃষ্ণ দরশনে প্রায় চিন্তে উপজয় ॥  
 সন্তোগ ইচ্ছাই মাত্র পরিণাম যার ।  
 সাধারণী রতি সেই, কুজাতে প্রচার ॥  
 গাঢ়তা অভাব হেতু কুজাদি সবার ।  
 সন্তোগ ইচ্ছাই সদা হৃদয় মাঝার ॥  
 সন্তোগেচ্ছা হ্রাসে সদা রতি হ্রাস হয় ।  
 এহেতু সন্তোগ ইচ্ছা এথায় নিশ্চয় ॥  
 রত্ন্যৎপত্তির হেতু, বিজ্ঞানে কহে ।  
 সাধারণী নাম তেত্রিঃ, কভু মিথ্যা নহে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

নাতি সাক্ষাৎ হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদর্শন সম্ভবা ।  
 সন্তোগেচ্ছা নিব্বাণেন্যং রতিঃ সাধারণী মতা ॥

অসাক্ষ্যাদ্রতে রস্যাঃ সন্তোগেচ্ছা বিভিন্দ্যতে ।

এতস্যা হ্রাসতো হ্রাস শুক্রেতুত্বাদ্রতেরপি ॥ ১৪৮ ॥

গোবিন্দের গুণ আদি শুনিয়া শ্রবণে ।

পত্নীভাব অভিমান হয় মনে মনে ॥

তাহাতে সন্তোগ তৃষ্ণা হৃদয়ে উঠয় ।

সমঞ্জসা রতি সেই জানিহ নিশ্চয় ॥

সমঞ্জসা হৈতে সন্তোগেচ্ছা হৃদয়েতে ।

ভিন্ন ভাবে উঠে যবে, সেই সময়েতে ॥

সন্তোগেচ্ছা সমুদ্ভব হাবাদির দ্বারে— ।

হরির বশ্যতা অতি দুষ্কর, বিস্তারে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

পত্নী ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি শ্রবণাদিজ্ঞা ।

রুচিদ্বেদিত সন্তোগতৃষ্ণা সাক্ষা সমঞ্জসা ।

সমঞ্জসাতঃ সন্তোগ স্পৃহায়া ভিন্নতা যদা ।

তদাতত্বখিতৈর্ভাবৈর্বশ্যতা দুষ্করা হরেঃ ॥ ১৪৯ ॥

সাধারণী, সমঞ্জসা ভাবাপেক্ষা যার ।

কিঞ্চিৎ বিশেষ সন্তোগেচ্ছা অনিবার ॥

তাহাতে তাদাত্ম্য ভাব পায় সুনিশ্চয় ।

সমর্থ্য তাহার নাম পুরাণে রটয় ॥

সুনাযক নায়িকার একীভাব যেই ।

তাদাত্ম্য তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥

কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জা আদি সমুদয় ।

সমর্থ্য উদয়ে সব দূরীভূত হয় ॥

অতি গাঢ় হেতু ঐছে রতি ভাবান্তরে— ।

ভেদ করিবারে নারে,—বুঝহ অস্তরে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

।কঞ্চিৎ বিশেষমায়াস্ত্যা সন্তোগেচ্ছা যয়াভিতঃ ।

বত্যা তাদায়ামাপন্যা সা সমর্থ্যেতি ভণ্যতে ।

অস্বরূপাতদীয়ান্ধা জাতো যৎকিঞ্চিদমুদয়াৎ ।

সমর্থ্য সর্ববিস্মারি গন্ধা সাজ্জতমা মতা ॥ ১৫ ॥

সমর্থ্যরতির কভু সন্তোগেচ্ছা হৈতে ।

বিশেষ নাহিক হয়,—বুঝে দেখ চিতে ।

সমর্থ্য রতিতে শুদ্ধ কৃষ্ণ সুখ তরে ।

উদাম লক্ষিত হয় বুঝহ অস্তরে ॥

সমর্থ্য রতির বৃদ্ধি হইলে হিয়ায় ।

মহাভাবাবস্থা প্রাপ্তি নিশ্চয় করায় ॥

এ কারণ মুক্ত আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত গণ ।

সমর্থ্য রতির সদা কবে অন্বেষণ ॥

তথাপি তাঁদের উহা লাভ নাহি হয় ।

কেবল গোপীর লভ্য ভাগবতে কয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সন্তোগেচ্ছা বিশেষোহস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে ।

ইতাস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥

ইন্দ্ৰমেব রতিঃ প্রোঢ়া মহাভাব দশাং ব্রজেন্ ।

যা মৃগ্যা স্যাদ্ধিমুক্তানাং ভক্তানাং চ বরীয়সাং ॥ ১৫১ ॥

যথা শ্রীদশমে । শ্রীমদ্রুকবোক্তৌ ।

এতাঃপরং তমুভূতো ভূবি গোপবন্ধো গোবিন্দ এব-  
মখিলাস্বনি রুঢ়ভাবাঃ । বাহুস্তি যন্তবভিষো মুনয়ো  
বয়ঞ্চ কিং ব্রহ্ম জন্মভিরনন্ত কথা রসস্য ॥ : ৫২ ॥

যদ্যপি সমর্থ্য রতি বিরুদ্ধ ভাবেতে— ।

বিচলিত নাহি হয়,—জানিহ মনেতে ॥

সমর্থ্য রতিকে তবে প্রেম বলা যায় ।

যাহার উদয়ে স্নেহ আদি উপজায় ॥

স্নেহ, মান, শ্রীতি, রাগ, অনুরাগ আর ।

ভাবে পরিণত হয়,—কহি বার বার ॥

তথাহি শ্রীমদ্রুকলনীলমণৌ ।

স্যান্দ্রেয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং ।

স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোহনুরাগো ভাব ইত্যপি ॥ ১৫৩ ॥

যেছে ইক্ষুগ্রন্থি হৈতে ইক্ষু উপজয় ।

সেই ইক্ষু হৈতে রস, গুড় আদি হয় ॥

তৈছে রতি হৈতে প্রেম, প্রেম হৈতে রাগ ।

রাগ হৈতে অনুরাগ রূপ মহাদাগ ॥

অনুরাগ হৈতে মহাভাবাদি জন্মায় ॥

মোৎসন্ন কথা এই কহিনু তোমায় ॥

প্রেমের বিলাস হেতু স্নেহ আদি ছয় ।

প্রেম বলি ব্যবহৃত প্রায় জানি হয় ॥

ধ্বংসের কারণ সত্ত্বে ধ্বংস নাই যার ।

এ হেন যুবক আর যুবতী সবার ॥

পরস্পর ভাবামুবন্ধনে প্রেম কয় ।

প্রেমের লক্ষণ এই জানিবে নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সৰ্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সতাপি ধ্বংস কারণে ।

যদ্যাব বন্ধনঃ যুনোঃ স প্রেমা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৫৩ ॥

প্রেমোদয় ধারা আর করহ শ্রবণ ।

যাহার শ্রবণে মিলে বিশুদ্ধ ভজন ॥

পদং ।

বিধি ভক্তি পাকে রাগের উদয় ।

রাগ পরিপাকে ভাবোদয় হয় ॥

ভাবের ভি়ানে প্রীতির জনন ।

প্রীতিপাকে মিলে প্রেমামৃতধন ॥

পূরব সাধন ফলে বা কাহার— ।

একবারে হয় প্রেমের সঞ্চার ॥

প্রেমামৃত ধনে নন্দের বাজারে— ।

কিনিতে পাইবে যশোদা কুমারে ॥

যশোদা কুমারে যেজন কিনিল ।

রাধার প্রসাদ সেজন লভিল ॥

রাধার প্রসাদে শ্রীরাস বিলাস— ।  
 দেখিতে সে পায়,—কহিঁমু নির্ঘাস ॥  
 কিশোরী কৃপায় কভু বা সে জনে ।  
 ভাব যোগ্য সেবা পায় বৃন্দাবনে ॥  
 ভাব যোগ্য সেবা লাভ করে যেই ।  
 সবার দুর্লভ জন হয় সেই ॥  
 শ্রীগুরু কৃপায় ক্রমোন্নতি ধারা ।  
 সংসার ভিতরে লাভ করে যারা ॥  
 সে সবার কৃপা লভিবার তরে ।

বিপিন দাস সদা বাঞ্ছা করে ॥ ১৫৫ ॥

করে প্রেমোদয় ধারা এই হয় ।

বিরোধ কার নাহিক আছয় ॥

স্ব-স্ব আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে ।

প্রেমোদয় ধারা শিক্তা উচিত সংসারে ॥

প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ ভেদে প্রেম ত্রি-প্রকার ।

বিলম্ব আদির দ্বারা প্রিয় নায়িকার— ॥

রুদ্ধতি অজ্ঞাত হৈলে নায়কের প্রাণে ।

যেই ক্রেশ,—সেই প্রৌঢ় কহিঁমু সন্ধান ॥

যেই প্রেম অন্ত কাম্বা সঙ্গমাশুভর— ।

সহ করে, সেই প্রেম মধ্য অনুসব ॥

শারদ নিশায় কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী সঙ্গে ।

মনোহর রতিক্রীড়া করি নানা রঙ্গে ॥

রাধার লাগিয়া খেদ করি এই কন ।  
 ষাঁর ক্রীড়া উন্মি সেই কন্দর্প মোহন ॥  
 সেই মোর প্রিয়া রাধা কোথায় আছয় ।  
 তাঁর তরে চিত্ত বড় ব্যাকুলিত হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সর্ব্বারম্ভ মনোহরাং সপদি মে চম্পাবলীং বিন্দতো  
 রঙ্গঃ শারদ শর্করী সমুচিতঃ পর্যাশ্রমেবা যয়ো ।  
 তাং কন্দর্প চমৎকৃতিকর ক্রীড়োন্মি কিস্কীরিতাং  
 রাধাং হস্ত তথাপি চিত্তমধুনা সাক্ষান্মাপেক্ষতে ॥ ১৫৬ ॥

সদাকাল পরিচিত অতিশয় রূপে  
 তথাপি যে প্রেম অন্য কাস্তার স্বরূপ  
 উপেক্ষা অপেক্ষা কোনরূপে নাহি  
 “মন্দ প্রেম” তার নাম বুঝই অন্তরে  
 ব্রজে মন্দ প্রেমোদয় সম্ভব না হয় ।  
 মন্দ প্রেম দারকার্য,—জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অমুনীর রুচমানামানর ভামা সখীমশোকলতাং ।  
 ভবতী প্রেমবতীনাং মনাগুপেক্ষাপি দোষার ॥ ১৫৭ ॥

অথবা যে প্রেম কভু হয় বিস্মরণ ।  
 সেই প্রেম মন্দ,—এই কহে কবিগণ ॥  
 প্রতিপক্ষ সকলের ঈর্ষার কারণ— ।  
 বনমালা গাঁথিবারে নাহিক স্মরণ ॥

তথাহি ভট্টৈব ।

পতিপক্ষ জনৈর্যয়া ন মে স্মৃতিরাসীদনমালাশুষ্কনে ।

অপি কিং করতৈ গবাং পুরো ঘন হৃদধ্বনিরেষজ্জন্ততে ॥ ১৫৮ ॥

ঈর্ষারূপ বহিরঙ্গ ভাবের স্মরণ ।

কাস্ত লাগি বনমালা গাঁথা বিস্মরণ ॥

এখানে ইহাই প্রেম মান্দ্যে যুক্তি হয় ।

প্রেম বিনাশের হেতু ঈর্ষাই নিশ্চয় ॥

কিন্তু ঈর্ষা সহে প্রেম কহিনু তোমায় ।

ঈর্ষা প্রেম পুষ্টিকারী,—এই শাস্ত্রে গায় ॥

এই প্রেম পরাকাষ্ঠা ভাব লভি নিতি ।

নিখর স্রবনের হয় প্রকটন ভিত্তি ॥

ঈর্ষা দ্রবীভূত করে, 'স্নেহ' নাম তার ।

হেন স্নেহ হৃদি মাঝে উদয় যাহার ॥

প্রিয় দর্শনাদি দ্বারা কদাপি তাহার ।

তৃপ্তি নাহি হয়,—এই কহি বার বার ॥

পরশ-সঙ্গমে চিত্তে লালসা বাড়য় ।

তাহা বিনা-পূর্ণ তৃপ্তি কভু নাহি হয় ॥

তথাহি ক্রমদীপিকায়াং ।

ভদতি মধুরকম্বরূপশোভামৃতরসপান বিধা

ন লালসাভ্যাং । প্রণয় সলিলপূরবাহিনী না-

বলদ বিলোল লোচনামুজাভ্যাং ॥ ১৫৯ ॥



অঙ্গসঙ্গ, দরশন, শ্রবণ আদিতে ।  
 মনোদ্রব তিনরূপ বুঝে দেখ চিতে ॥  
 স্নাত স্নেহ, মধুস্নেহ, স্নেহ দুই হয় ।  
 অত্যন্ত আদরময়ে স্নাত স্নেহ কয় ॥  
 “তুমি আমারই হও” ইত্যাদি বিষয়ে ।  
 যেই স্নেহ সেই মধু স্নেহ স্থনিশ্চয়ে ॥  
 যাহার মাধুর্য্য স্বয়ং প্রকটিত হয় ।  
 যাহা সক্ষমরূপে নানা রস বিরাজয় ॥  
 যাহা হৃদিমন্তকারী উষ্ণভাবধারী ।  
 মধুসহ সামা তার বুঝে বিচারী ॥  
 অন্য বস্তু যোগ বিনা মাধুর্য্য মধুর--  
 স্বয়ং প্রকাশিত হয়, মধু রস পূর ॥  
 নানাবিধ পুষ্পরস মধুতে আছয় ।  
 মাদকত্ব শক্তি, পানে অঙ্গ উষ্ণ হয় ॥

তথাহি শ্রীমহাভূজলীলমণৌ ।

মদীয়দ্ব্যতিশয়ভাক্ প্রিয়স্নেহো ভবেন্মধু ।  
 স্বয়ং প্রকট মাধুর্য্যো নানা রস সমাহতিঃ ।  
 মত্ততোঽধরঃ স্নেহো মধু সান্ম্যামধুচ্যতে ॥ ১৬০ ॥

স্নেহরূপ মাধুর্য্যের সারাংশের দ্বারে ।

শ্রীরাধা গঠিত হঞা,—ভুবন মাঝারে ॥

সুধাভয়ী প্রতিমার ন্যায় অতি ঘন ।

ভাব উদ্ভা দ্বারা নিত্য বিফ্রতা, শোভনা ॥

এ হেন শ্রীরাধা নাম প্রসঙ্গে আমার— ।

কর্ণে প্রবেশিএম হয় সুখময়ী সার ॥

সর্বলোক স্মৃতি মোর সেই কালে নাশে ।

স্বয়ং কৃষ্ণ কন এই সুবলের পাশে ॥

তথাহি তদৈব ।

রাধা স্নেহময়েন হস্ত রচিতামাধুর্গ্যসারেণ সা

সৌদীৰ্য্য প্রতিমা ধনাপ্যকুণ্ডলৈর্ভাবোন্ননা বিক্ৰান্তা ।

ধরামান্যপি ধামনি শ্রবণয়োৰ্ঘ্যতি প্রসঙ্গেন নে

সাল্লানন্দময়ী ভবতামুপমা সদ্যো জগদ্বিস্মৃতিঃ ॥ ১৬১ ॥

স্নেহ উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তির কারণ ।

সেই সৌন্দর্য্য নিত্য করায় স্বাদন ॥

সেই সৌন্দর্য্য কাটিল্য ভাব করয়ে ধারণ ।

“মান” তার নাম,—এই করিবু কীভন ॥

তথাহি তদৈব ।

স্নেহ স্তূৎ কৃষ্টতা ব্যাপ্ত্যামাধুর্গ্যং মানম্ভবঃ ।

যো ধারয়ত্যাদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীৰ্ত্ত্যতে ॥ ১৬২ ॥

উদাত্ত, ললিত, এই দ্বি-প্রকার মান ।

যত স্নেহ যেই সেই “উদাত্ত” বিধান ॥

সেই ত উদাত্ত পুনঃ দুই মত হয় ।

দূরবোধ ভাব ধরি দাক্ষিণ্যে ভজয় ॥

অপরা প্রকৃত ভাব অদাক্ষিণ্য হয় ।

উদাত্ত এই,—জানিহ নিশ্চয় ॥

হিরে কিঞ্চিৎ কোপ করি প্রকটন ।

অদাক্ষিণ্য ভাব ধরি করয়ে ভজন ॥

দ্বিতীয় “উদাস্ত” অর্থ এইত বিস্তার ।

সন্দেহ লাগিয়া কহি প্রমাণ ইহার ॥

তথাহি ভট্টদেব ।

উদাস্ত লগ্নিতশ্চেতি মানোহয়ং দ্বিবিধো মতঃ ।

উদাস্তঃ শ্রাদ্ধত মেহো ধারয়ন্ গহনং ক্রমঃ ।

দাক্ষিণ্যভাগদাক্ষিণ্যং বাম্য গন্ধক্ষ কুত্রচিৎ ॥ ১৬৩

কোন এক গোপ ঘোষা হরিকে হেরিয়া ।

ললাট ফলককে ক্রভঙ্গুর করিয়া ।

নেত্র ভঙ্গ দ্বারা কৃষ্ণ মুখপদ্ম পান ।

রাসাস্তর্দানানস্তর করেন,—বিধা ।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ।

কাচিদ্ ক্রভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিং ।

বিলোক্য নেত্র ভঙ্গাভ্যাং পাপৌ তন্মুখপঙ্কজং ॥ ১৬৩

পাশক সভায় আলিঙ্গন পণ করি ।

পাশা খেলা আরম্ভিলা চন্দ্রা আর হরি ॥

চন্দ্রা পরাজিতা হৈলা হরি সম্মিধানে ।

হরি কন দেহ মোরে আলিঙ্গন দানে ॥

আলিঙ্গিতে ব্যগ্র দেখি কৃষ্ণে চন্দ্রা ক

কি কর ! কি কর ! ইহা উচিত না হ

হেন কহি বক্রদৃষ্টে হরি-মুখ চায় ।  
কর দ্বারা স্নানাগর রোধিবারে ধায় ॥

তথাহি শ্রীমহাজ্জলনীলমণৌ ।

অক্ষী সংসদি জিতাপি মৃগাক্ষী মাধবেন  
পরিব্রজপণেন । ভুঙ্গ দৃষ্টিরিহ বিপ্রতি-  
পরাং তং করেন রুদ্রধে পরিরিপ্সুং ॥ ১৬৪ ॥

নেত্র বক্র হেতু বহির্বীমা ভাব জানি ।  
কর দ্বারা রোধ হেতু দাক্ষিণ্য বাখানি ॥  
“বাম্য গন্ধোদাস্ত মান” কহিনু তোমারে  
“বাম্য র” কথা তবে করিব বিস্তারে ॥  
হ স্বাতন্ত্র্যতা ভাবেতে যখন— ।  
কাস্ত মনোহর কোটিল্য ধারণ ॥  
আর কোন গুঢ় নর্ম ভাবেরে ধরয় ।  
সেই ত “ললিত মান” জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মধু মেহস্ত কোটিল্যং স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ঙ্গমং ।  
বিভ্রনর্ম বিশেষক ললিতোহয়মুদীৰ্য্যতে ॥ ১৬৬ ॥

রাসান্তর্দানানন্তরে কোন গোপীজন ।  
প্রীতি কোপাবেশে করি ক্রকুটি ধারণ ॥  
দন্তে অধরৌষ্ঠদ্বয় দংশন করিয় ।  
একদৃষ্টে কৃষ্ণ পানে রহেন চাহিয়া ॥

তথাহি ত্রীদশমস্কন্ধে ।

কাচিদ্ অকুটিমাবধ্য প্রেম সংরম্ভ বিহ্বলা ।

ঘস্তীবৈক্ষ্যং কটাক্ষৈপনির্দিষ্ট দশনচ্ছদা ॥ ১৬৭ ॥

রাধার স্নহংগণে মধুস্নেহ জানি ।

কৌটিল্য ললিত যাহে হয় সত্য মানি ॥

“কৌটিল্য ললিত মান” করিলু কীর্তন ।

তবে করি শুন “নন্দ্য ললিত” বর্ণন ॥

“কখন আমার জিহ্বা মিথ্যা মাহি কয় ।

কভু হস্তদ্বয় হঠ বৃত্তি না জানয় ॥”

এইরূপ উক্তিকারী শ্রীকৃষ্ণে তখন

ললিতা হাসিয়া কহে, অঘ বিনাশা

তোমার রসনা মিথ্যা বলিবে কেম

সহস্র সাক্ষীর মুখামৃত সুসেবনে— ॥

পবিত্র হঞাছে, ইহা জানে সর্বজন ।

হস্তের পবিত্র গুণ করহ শ্রবণ ॥

সুন্দরী বৃন্দের নীবি বন্ধন দেখিয়া— ।

অসহিমু হঞা দেয় মোচন করিয়া ॥

অপর বন্ধের কথা কি বলিব আর ।

অবহেলে তাহা মুক্ত করিবে এবার ॥

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং ।

মিথ্যা ভ্রমতু তে কথং নু রসনা সাক্ষী সহস্রস্ত যা ।

বিষোষ্ঠামৃত সেবনাদঘরিণো পুণ্যা প্রবল্লাদভূৎ ।

কন্যাদেব বলাৎ করোতু চ করঃ সোচুং ক্ষমং সূত্রবাং .

রক্তঃ সূত্ৰ ন নীবি বক্ষমপি যঃ কাবাথ বক্ষে কথা ॥ ১৬৮

“নরম ললিত মান” কহিসু তোমায়ে ।

তবে শুন শাস্ত্রে কহে “প্রণয়” যাহারে ॥

ওহে বৎস ! মান যদি বিস্মৃত ধরয় ।

“প্রণয়” তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

মানৌ দধানৌ বিস্মৃতং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বৃদ্ধৈঃ ॥ ১৬৯ ৷

“বিস্মৃত” শব্দের অর্থ স্মৃতি বিস্মাস ।

এতৎ ভাব যাহাতে প্রকাশ ॥

প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, দেহাদির সহ— ।

কণ পরাণ আদি সহ অহরহ— ॥

ঐক্যতা ভাবন হেতু ঐছে সুবিশ্বাস ।

রস শাস্ত্রে কবিগণ করেন প্রকাশ ॥

বিনয় অমিত বিস্মৃতকে “মৈত্র” কয় ।

ভয়হীন বিস্মৃতির নাম “সখ্য” হয় ॥

সুমৈত্র, সুসখ্য, এই দুই ভেদ যাহা ।

গোপী আর রাধিকায় নিত্য শোভে তাহা ॥

প্রণয় উৎকর্ষ হেতু দুঃখ অতিশয়— ।

সুখরূপে অনুভব হৃদয়েতে হয় ॥

তাহার আখ্যান “রাগ” কহিসু নিশ্চয় ।

নীলিমা, রক্তিমা ভেদে রাগ দুই হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দুঃখমপাধিকং চিত্তে স্মৃথস্তেনৈব ব্যজ্যতে ।  
যতস্ত্ব প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কথ্যতে ।  
নীলিমা রক্তিমাচেতি রাগোহয়ং দ্বিবিধো মতঃ ॥ ১৭০

যে রাগের ব্যয় কভু সম্ভাবনা নাই ।  
যাহা বাহ্যে অতি অল্প প্রকাশ সদাই ॥  
স্বলগ্ন ভাবকে সদা করে আবরণ ।  
“নীলীরাগ” নাম তার কহে কবিগণ ॥  
হেন রাগ চন্দ্রা আর কৃষ্ণে দৃষ্ট হয় ।  
দুঃখে স্মৃথ জ্ঞান করি সতত মান

তথাহি তত্রৈব ।

ব্যয় সম্ভাবনা হীনো বহিনীতি প্রকাশ্যঃ  
স্বলগ্নোভাবাবরণো নীলীরাগঃ সত্যং মতঃ ।  
যথাবলোক্যতে চৈষ চন্দ্রাবলী মুকুন্দয়োঃ ॥ ১৭১ ॥

কুসুম, মঞ্জিষ্ঠোদ্ভব রাগ যেই হয় ।  
রক্তিমা তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥  
যেই রাগ অতি শীঘ্র চিত্ত লগ্ন হয় ।  
অন্য রাগচ্ছবি যথোচিত প্রকাশয় ॥  
“কুসুম” আখ্যান তার করিহু কীর্তন ।  
মঞ্জিষ্ঠা রাগের কথা করহ শ্রবণ ॥  
যেই রাগ কোন ক্রমে না হয় বিনাশ ।  
অন্তের অপেক্ষা হীন স্বয়ং স্প্রকাশ ॥

আপনার কান্ধি দ্বারা সদা স্নদ্ধি পায় ।

“মঞ্জিষ্ঠা” আখ্যান তার কহিনু তোমায় ॥

শ্রীরাধা মাধবে পরস্পর রাগ যেই ।

“মঞ্জিষ্ঠা” প্রমাণ সেই,—কহিলাম এই ॥

তথাহি তদৈব ।

রাগঃ কুসুম মাজিষ্ঠা সম্ভবো রক্তিমা মতঃ ॥

কুসুম রাগঃ স জ্ঞেয়ো মশ্চিতে সজ্জতি দ্রুতং ।

অনু রাগচ্ছবি ব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতং ॥

আহার্যোহনন্য সাপেক্ষা যঃ কাস্ত্যা বর্দ্ধিতে সদা ।

ভবেৎ মাজিষ্ঠ রাগোহমৌ রাধামাধবয়োৰ্ধবা ॥ ১৭২ ॥

যেই রাগ নব নব ভাবে সর্ববক্ষণ ।

অমুভূত প্রিয়জন আনন্দ কারণ— ॥

সদা নব নব ভাবে সমুদিত হয় ।

“অনুরাগ” তার নাম,—জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তদৈব ।

সদামুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং ।

রগোহভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীৰ্য্যতে ॥ ১৭৩ ॥

অনুরাগ কভু যদি পরিণামাশ্রয়— ।

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হঞা স্বয়ং বেদ্য যোগ্য হয় ॥

স্বয়ং বেদ্য অর্থে স্বীয় ভাবের উদ্মুখ— ।

অবস্থা লভিয়া অতি বাড়ায়েন সুখ ॥



“ভাবাখ্যান” হয় তার জানিহ নিশ্চয় ।

যাহে চিত্ত সুরঞ্জিত সর্বদা করয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অনুরাগঃ স্বয়ং বেদ্য দশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ ।

বাবদাশ্রয় বৃত্তিশ্চেচ্ছাব ইত্যভিধীয়তে ॥ ১৭৪ ॥

উদ্দীপ্ত-সাহিত্য ভাবে অতি অলঙ্কৃত— ।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের মহাভাবাশ্চর্য্যাম্বিত— ॥

তাহাতে আনন্দ প্রকাশিয়া বৃন্দা কয় ।

ওহে শ্যাম ! তুমি অঙ্গি শোভকরী চয় ॥

নিকুঞ্জ কুঞ্জররাজ-নিকুঞ্জ আশ্রয় ।

দকর্গ্য কুশল শিল্পী শৃঙ্গারে নিশ্চয় ॥

অন্তর্দাহ দ্রব রূপ সাহিত্য বৃত্তিতে ।

তৌহা দুই চিত্তজ তু গলিত নিশ্চিত ॥

তাহাতে অভিন্ন ভাবে বিশ্ব হর্ষ্যাদরে ।

চিত্র লাগি নবরাগ হিন্দুলের ভরে— ॥

রঞ্জিত করিছে সঙ্গা,—কহিমু তোমাতে ।

আমি তুয়া বৃন্দা দূতী এ ব্রজ মাঝারে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

রাধায়াভবতশ্চচিত্তজতুনী স্বৈদৈবিলাপ্যক্রমাৎ

কুঞ্জমঙ্গি নিকুঞ্জ কুঞ্জরপতে নিধৃত ভেদ ভ্রমং ।

চিত্রায় স্বয়মহ রঞ্জয়দিহ ব্রঙ্গাও হর্ষ্যাদরে

ভূয়োভিনবরাগহিন্দুলভরৈঃ শৃঙ্গার কারুকৃতী ॥ ১৭৫

“কারু” শব্দে শিল্পী, সেই শিল্পীই শৃঙ্গার ।

“কৃত” শব্দে কৰ্ম্মপটু শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

এই দুই বাক্যে রতি সুস্পষ্ট প্রমাণ ।

রাধা আর ভৌঁহাকার,—এই বাক্য মানি ॥

ঔপত্য ভাব হেতু দ্বিলোক নিন্দার— ।

অনবেক্ষণেতে প্রেম,—শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

উভয়ের চিস্তজতু প্রেম উন্মাদারে — ।

“দ্রবীভূত” এই বাক্যে স্নেহার্থ বিস্তারে ।

“একীভাব” এই অর্থে জানি যে প্রণয় ।

“ক্রমাদর্থে” ধীরে ধীরে বাম্য প্রকাশয় ॥

বাম্যাহেতু মান এই,—কহিনু সন্ধান ।

ভেদ ভ্রম নিধৃতার্থে সুসম্য প্রমাণ ॥

“অপ্রিশোভকরী কুঞ্জ কুঞ্জর ভূপতি ।”

এই অর্থে হর তুয়া গজেন্দ্র সঙ্গতি ॥

গজেন্দ্রাপলকি হেতু-গজেন্দ্র সমান ।

লীলাশালী তুয়া যুগ্ম চরণ স্ঠাম ॥

পর্বত গহ্বর কুঞ্জাদিতে পরস্পর— ।

মহারাগে সন্মিলন তরে নিরন্তর ॥

অভিসারকারী যেই তৌহ দুই জন ।

“যুব-যুবতীয় ক্লেশ, আনন্দ জনন ॥”

এই বাক্যে রাগ অর্থ সর্বত্র বুঝায়-

নিভা নব নব ভাবে যে রাগ হিয়ায়— ॥

তাহাই হিঙ্গুল ভর কবিগণ কয় ।  
 “ভর” শব্দে রাশি তেত্রিঃ অনুরাগ হয় ॥  
 “ভূয়” শব্দে বহুতর, এইত কারণে ।  
 মহাভাব উপলব্ধি হয় মনে মনে ॥  
 “নবরাগ” অর্থে জানি হিঙ্গুল বরণ ।  
 যাহে চিন্তাজ্বলিত রক্তমা করণ ॥  
 হিঙ্গুল আরক্ত জতু বাহির অন্তরে ।  
 হিঙ্গুল আকার এই বিজ্ঞে ব্যক্ত করে ॥  
 উভয় চিত্তের সূষ্ঠু মহাভাবাকার ।  
 অনুরাগ উৎকর্ষের স্ব-সংবেদ্য আর ॥  
 বিশ্ব হর্ম্যাদরে চিত্রকরণ কারণ ।  
 অন্যার্থে ব্রজাণ্ডচে ধনির ভবন ॥  
 তাহার মধ্যেতে স্থিত ধনির হৃদয়ে ।  
 এই অত্যাঙ্কিতে ব্যক্ত ভক্ত হৃদাশয়ে— ॥  
 বিষয় নিমিত্ত মহাভাব ক্রিয়া ক্ষোভ— ।  
 অনুভবনীয়, যাহে পুনঃ পুনঃ লোভ ॥  
 “চিত্র” শব্দে ঐছে অর্থ উপলব্ধি হয় ।  
 যাহাতে যাবদাশ্রয় বৃত্তি প্রকাশয় ॥  
 ঐছে ভাব শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সকলে ।  
 অত্যন্ত দুর্লভ,—এই বিজ্ঞজনে বলে ॥  
 কেবল গোকুল রমাগণের হৃদয়ে ।  
 ঐছে ভাব শোভা পায়,—জানিহ নিশ্চয়ে ॥

ঐছে ভাব মহাভাব নামে ব্যক্ত হয় ।

তব সম্মিথানে এই কহিমু নিশ্চয় ॥

“শ্রীকৃষ্ণ মহিমী গণে দুর্লভাতিশয় ।”

এই বাক্যে নিত্য পরকীয়া সিদ্ধ হয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মুকুন্দ মহিমী বৃন্দেরপা সাবতি দুর্লভঃ ।

ব্রজদেব্যেক সংবেদ্যো মহাভাবাখ্যায়োচ্যতে ॥ ১৭৩ ॥

ঐছে মহাভাব শ্রেষ্ঠামৃত সম হয় ।

স্বরূপ সম্পত্ত্যে নিজ স্বরূপ অর্পয় ॥

ঐছে মহাভাব রূঢ়, অধিকৃঢ়াখ্যানে ।

সর্বকাল ভেদ,—এই পণ্ডিতে বাখ্যানে ॥

যাহাতে সাহসিক ভাব উদ্দীপ্ত করয় ।

সেই রূঢ় মহাভাব জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বরামৃতস্বরূপ শ্রীঃ স্বঃ স্বরূপঃ মনোনয়েৎ ॥

সরুঢ়শ্চাধিরুঢ়শ্চেতুচ্যতে দ্বিবিধো বৃধৈঃ ।

উদ্দীপ্তা সাহসিকা যত্র স রুঢ় ইতি ভগ্যতে ॥ ১৭৭ ॥

স্তম্ভ, শ্বেদ, স্রবভঙ্গ, যোমাক, কম্পান ।

বৈবর্ণ, রোদন, মূচ্ছা, সাহসিক গগন ॥

তথাহি কোস্তভালঙ্কারটীকায়ং ।

স্তম্ভঃ শ্বেদোহথ যোমাকঃ স্রবভঙ্গশ্চ বেপথুঃ ।

বৈবর্ণবঙ্গপ্রলম্ব ইত্যটৌ সাহসিকাঃ সূতাঃ ॥ ১৭৮ ॥

নিমেষাসহন-কল্প ক্ষণত্ব, নিশ্চয় ।  
 আসন্ন সবার হৃদি বিলোড়ন ময় ॥  
 প্রিয় সখ্যে আর্তি, ভয়ে ক্ষীণ কলেবর ।  
 মোহাদি অভাবে আত্মা আদি প্রিয়তর ॥  
 সর্ব বিস্মরণ, ক্ষণ কল্পতা, প্রভৃতি ।  
 অনুভাব যোগ আর বিয়োগাবধূতি ॥  
 ইথে রূঢ় ভাব যথাযথ ব্যক্ত হয় ।  
 সশাস্ত্রে গোসাঞি এই প্রকাশিয়া কর ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলীলমণৌ ।

নিমেষাসহতাসন্ন জনতা হৃদ্বিলোড়নং ।  
 কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেপ্যার্তি শঙ্কয়া ।  
 মোহাত্তভাবেপ্যাত্মাদি সর্ব বিস্মরণং সদা ।  
 ক্ষণত্ব কল্পতে ত্যাদ্যা যত্র যোগ বিয়োগয়োঃ ॥ ১৭৮

আসন্ন সবার হৃদি বিলোড়ন ভাব ।  
 শুনহ ! যাহাতে হয় গোপুংকর্ম লাভ ॥  
 গোপীগণ অনুরাগ সমুদ্রোন্মি যাহা ।  
 কুরুবংশগণে আপ্লাবিত করে তাহা ॥  
 মহারাজা সকলের মস্তক ঘুরায় ।  
 সতীর সতীত্ব ভাব শৈথিল্য করায় ॥  
 সকল জনের চিত্ত করয়ে প্লাবন ।  
 বিক্রমে সত্যার হৃদি করি আক্রমণ ॥

রুক্ষিণী দেবীকে নিত্য স্তিমিত করয় ।

আসন্নজনহৃদ্বিলোড়ন এই হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোষামিপ্রভূপাদেনোক্তং ।

সখাঃ প্রেক্ষ্য কুরুন্শুৰুক্ষিতিতৃতামাবুর্ণয়ন্তী শিরঃ

স্বস্থা বিপ্লবয়ন্তঃশেষ মুরলীরাপ্লাব্য সৰ্ব্বং জনং ।

গোপীনানমুরাগ সিঙ্কলহরী সত্যাস্তরং বিক্রমৈ-

রাক্রম্যস্তিমিতাং ব্যাধাদপি পরাং বৈকুণ্ঠকণ্ঠশ্রিয়ং ॥ ১৮০ ॥

রূঢ় ভাব উক্ত অমুভাব সমুদয়— ।

বিশেষ আশ্চর্য্যাবস্থা যদি প্রাপ্ত হয় ॥

অধিক্রূঢ় মহাভাব তাহার আখ্যান ।

মোদন, মাদন, এবে কর অবধান ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের অঙ্গে সাদ্রিক নিচয়— ।

যেই অধিক্রূঢ় ভাবে সমুদ্ভূত হয় ॥

মোদন তাহার নাম কহিনু তোমাংরে ।

যে মোদন শ্রীরাধার যুখেই বিস্তারে ॥

হ্লাদিনী শক্তির প্রিয়বর সুবিলাস ।

“মোদন” নিশ্চয়,—এই করিনু প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলীলমণৌ ।

রাধিকায়ুথ এবাসৌ মোদনো ন তু সৰ্ব্বতঃ ।

যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনী শক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবরঃ ॥ ১৮১ ॥

এ হেন মোদন ভাব বিশেষ দশাতে ।

“মোহন” নামেতে ব্যক্ত,—কহিনু সাক্ষাতে ॥

বিরহ বৈবশ্য লাগি সাহিক নিচয় ।

যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মোহনোহয়ং প্রবিশেষ দশায়াং মোহনো ভবেৎ ।

যস্মিন্ বিরহ বৈবশ্যং হৃদীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ ॥ ১৮২ ॥

সাহিক ভাবের মধ্যে মৃত্যুদশা যাহা ।

অনুভব লাগি মাত্র প্রকাশিব তাহা ॥

ললিতা সখীরে রাই কহেন কাতরে ।

কৃষ্ণ যদি নাহি আসে এ ব্রজ কান্থারে ॥

তবে আমি আর স্থামে না পাব দর্শন ।

এ তনু রক্ষার আর কিবা প্রয়োজন ॥

মরিলে আমার এই দেহ সযতনে ।

কভু না রাখিবে সখি ! করি নিবেদনে ॥

পঞ্চ লভিয়া এই শরীর আমার ।

স্ব-স্ব ভূতে প্রবেশিয়া রহু অনিবার ॥

নতশিরে প্রণিপাত করিয়া এক্ষণে ।

প্রার্থনা করিয়ে এই বিধির চরণে ॥

কৃষ্ণের বিহার যোগ্য দীর্ঘিকা জীবনে ।

দেহের জলাংশ যেন করে সঙ্গিলনে ॥

অগ্ন্যাংশ যাইএগা মিলু দর্পণে তাঁহার ।

আকাশাংশ তদঙ্গন আকাশ মাঝার ॥

ভূমাংশ মিলুক তাঁর ভ্রমণ পন্থায় ।

বায়ু অংশ যেন তাঁর তালবৃন্তে যায় ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ।

পঞ্চমঃ তমুরেতু ভূত নিবহাঃ স্বাংশে বিশস্তক্ষুটং

ধাতারং প্রণিপত্য হস্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরং ।

তদ্রাপীষুপয়ন্তদীয় মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়ান্নন

বোম্মি বোম তদীয় বয় নিধরাতত্তাল বৃন্তেহনিলঃ ॥ ১৮৩ ॥

বাক্যাতীত কোন বৃত্তি লব্ধ এ মোহন— ।

ভাব ভ্রম তুল্যাশ্চর্য্য দশায় যখন— ॥

পরিণাম প্রাপ্ত হয়, পণ্ডিতে তখন— ।

দিব্যোন্মাদাবস্থা বলি করেন কীর্তন ॥

উদ্ঘূর্ণা-চিত্র জল্পাদি বহু ভেদ তার ।

নানাবিধ বিলক্ষণ বৈবশ্য চেষ্টার ॥

“উদ্ঘূর্ণা” আখ্যান,—এই জানিহ নিশ্চয় ।

উদ্ধবের বাক্য ইথে প্রমাণ আছে ॥

উদ্ধব কহেন বন্ধো ! রাধিকা তোমার— ।

বিরহোন্ত্রমেতে ব্যথা লভি ছুর্নিবার ॥

বহুতর দশা রাই করেন ধারণ ।

সে সব বর্ণিতে দুঃখে না স্কুরে বচন ॥

কভু ভ্রাস্তা-হঞা ধনী নিকুঞ্জ ভবনে ।

বাসক সজ্জার ন্যায় রচেন শয়নে ॥



কভু বা খণ্ডিতা ভাব করিয়া আশ্রয় ।  
 অতি কোপে লীলাপক্ষে তর্জ্জন করয় ॥  
 অভিসারিকার ভাবে নিবিড়াক্ষকারে ।  
 কভু বা ভ্রময়ে প্রিয় কাস্তারে কাস্তারে ॥  
 প্রেমের বিচিত্রা গতি বুঝন না যায় ।  
 প্রকাশিয়া সব কথা কহিনু তোমায়

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

এতশ্চ মোহনাখ্যস্ত গতিং কামপ্যাপেয়ুষঃ ।  
 ভ্রমাতা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীৰ্য্যতে ॥  
 উদঘূর্ণা চিত্রজল্লাতা স্তম্ভেদা বহবো মতাঃ ।  
 স্যাৎখিলক্ষণমুদঘূর্ণা নানা বৈবশ্চ চেষ্টিতং ॥ ১৮৪ ॥

যথা ।

শয্যাং কুঞ্জ গৃহে কচিস্থিতমুতে সা বাসক সজ্জায়িতা  
 লীলবন্ধং ধৃত খণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী কচিস্তর্জ্জতি ।  
 আঘূর্ণত্যভিসার সংভ্রমবতী ধ্বাস্তে কচিদ্রাধুণে  
 রাধা তে বিরহোদ্ভূম প্রমথিতা ধত্তে ন কাংবা দশাং ॥ ১৮৫ ॥

প্রেষ্টের স্তম্ভদ জনে করিয়া দর্শন ।  
 গূঢ় রোষে ভূরি ভাবময় বে জলন ॥  
 “চিত্র জল” নাম তার,—অন্তুতে যাহার ।  
 তীব্রোৎকণ্ঠা হয়, এই শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 এঁছে চিত্র জল অঙ্গ দশম নিশ্চয় ।  
 প্রজল, বিজল, পরিজল, তিন হয় ॥

উজ্জল, সংজল, অবজল, তিন আর ।  
 অভিজল, প্রতিজল, সূজল, বিস্তার ॥  
 এই দশ অঙ্গ চিত্রজল দেখি যাহা ।  
 দশমে ভ্রমর গীতে প্রকটিত তাহা ॥  
 এই চিত্রজলভাব সংখ্যাভীত হয় ।  
 ভাব বৈচিত্রতা হেতু চমৎকার ময় ॥  
 চমৎকার হেতু জ্ঞানি অত্যন্ত দুস্তর ।  
 তথাপি করিয়ে কিছু তোমার গোচর ॥  
 অসূয়েৰ্ষ্যা-মদযুক্ত অবজা মুদ্রায় ।  
 প্রিয় অকৌশলোদগারে প্রজল বুঝায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

অসূয়েৰ্ষ্যামদযুক্তা যোহবধীরণ মুদ্রয়া ।  
 প্রিয়স্যাকৌশলোদগারঃ প্রজলঃ স তু কীর্তিতে ॥ ১৮৬ ॥

তথাহি শ্রীদশমে ভ্রমর গীতায়াং চ ।

মধুগ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঘ্নিং সপত্নাঃ—  
 কুচ বিলুলিতমালা কুঙ্কম শ্ৰুঙ্গভিনঃ ।  
 বহতু মধুপতি স্তম্ভানিনিনীনাং প্রসাদং  
 যদ্বদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্বমীদৃক্ ॥ ১৮৭ ॥

পদং ।

দিব্যান্মাদবতী ভানুর ক্রিয়ারি ।  
 ভ্রমরে কহেন হৃদয় উঘারি ॥

হে মধুপ ! তুমি ধৃত্ব বন্ধু হও ।  
 মোদের চরণ স্পর্শযোগ্য নও ॥  
 প্রসন্ন প্রার্থনা নমস্কার দ্বারে ।  
 কেন করিতেছ ?—বল বারে বারে ॥  
 সতিনীর কুচে কৃষ্ণ পুষ্পহার ।  
 মর্দিত হঞাছে,—তাহাতে তোমার ॥  
 শ্মশ্রুতে কুসুম করি দরশন ।  
 মোদের প্রসঙ্গে কিবা প্রয়োজন ॥  
 মধুপতি সেই মানিনী সবারে— ।  
 প্রসন্ন করুন কায়-বাক্য দ্বারে ॥  
 ওহে দূত ! তুমি কেন বা এগন ।  
 তোমার লাগিয়া শ্যাম নবঘন ॥  
 যত্ন সভামাঝে পাইবেন লাজ ।  
 দূত হঞা নাহি কর হেন কাজ ॥  
 দিব্যোন্মাদে বাই ইহাই প্রকাশে ।

স্ব-স্বরূপাবেশে এ বিপিন ভাসে ॥ ১৮৮ ॥

“কিতব” শব্দেতে জানি অসূয়া প্রকাশ ।  
 “সপত্নী” বাক্যেতে ঈর্ষ্যা জানিহ নির্ঘাস ॥  
 “চরণ না স্পর্শ” বাক্যে মদ স্প্রচার ।  
 “কৃত্রিয় রমণীবৃন্দ প্রসাদ বিস্তার ॥”  
 বহন করুন বাক্যে অবজ্ঞা প্রকাশ ।  
 “যত্নসদসিতে তাঁর বিড়ম্বনা” ভাস ॥

এই বাক্যে অকৌশল উদ্গার করয় ।  
 “মধুপ কিতব বন্ধো” ইত্যাদি লিখয় ॥  
 স-প্রভুর নির্দয়তা, শঠতা, চাপল্যে— ।  
 বিচক্ষণতায় আর,—পণ্ডিত সাকল্যে ॥  
 “পরিজল্প” বলি সদা করেন কীর্তন ।  
 উজ্জ্বল প্রমাণ তার করহ শ্রবণ ॥

তথাহি উজ্জ্বলে ।

প্রভোনির্দয়তা শাঠ্যচপলাতাপপাদনং ।  
 স্ব বিচক্ষণতা ব্যক্তি ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতং ॥ ১৮০

তথাহি শ্রীভ্রমরগীতায়াক্ষ ।

সকৃদধরমুখাং স্বাং মোহিনীং পায়সিত্বা  
 মনস ইব সদ্যস্ত্যজহস্মান্ ভবাদৃক্ ।  
 পরিচরতি কথং তৎপাদপদ্যং হু পদা  
 অপি বত হৃৎচেতা হ্যন্তমঃ শ্লোকজয়ৈঃ ॥ ১৯০ ॥

পদং ।

শুন শুন কার্ণীয়া ভ্রমর ! ।  
 তোমার বেভার সবার গোচর ॥ ক্রঃ ॥  
 তুষা সম দুর্ফবুদ্ধি জন যেইরূপ — ।  
 ক্রম্মেতে ত্যাগ করে,—শ্রীকৃষ্ণ তরূপ— ॥  
 মোহিনী অধরমুখা আমা সবারকারে— ।  
 বারেক করায় পান,—ছাড়িল সবারে ॥

ধূর্তরাজ শ্রীকৃষ্ণের অলীক বচন— ।

হরিলো পদ্মার বুঝি মানস রতন ॥

সেই হেতু পদ্মা তাঁর পাদপদ্ম দ্বয় ।

পরিত্যাগ নাহি করে বুঝিনু নিশ্চয় ॥

মোরা অবিদগ্ধা নহি পদ্মার সমান ।

তোমার নিকটে এই,—করিলাম গান ॥

প্রভু দীননাথাত্মজ এ বিপিন দাস ।

পরিজল ভাব এই করিল প্রকাশ ॥ ১৯১ ॥

“মোহ উৎপাদিকাধর সুধা দিয়া দান ।”

এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের শঠতা প্রমাণ ॥

“সদ্যঃ ত্যাগ হেতু” তাঁর নির্দয়ত্ব জানি ।

“তুরা-তব তুল্য” ইথে চপলতা মানি ॥

“পদ্মার সারল্য” এই উক্তির দ্বারায় ।

স্ব-বিচক্ষণতা গোপী গোবিন্দে দেখায় ॥

“সকৃদধরসুধাং স্বাং” ইত্যাদি প্রমাণে ।

পরিজল ভাব ব্যক্ত, কনু তুরা স্থানে ॥

গুঢ়রূপে মানমুদ্রা মধ্যবর্তী য়ার— ।

সুস্পষ্ট অসূয়া দ্বারা কৃষ্ণে অনিবার— ॥

কটাক্ষপাতের নাম,—বিজল কহয় ।

শ্রীরূপ গোসাঞি ইথে প্রমাণ আছয় ॥

তথাহি তদ্রৈব ।

ব্যক্তয়াস্বয়য়া গুঢ় মানমুদ্রাস্তথালয়া ।

অঘদ্বিধি কটাক্ষোক্তি কিঁজলো বিদ্বাং মতঃ ॥ ১৯২ ॥

হে ষড়্জ্যে ! তুমি এই গোপীর সভায় ।  
 কি গান গাইছ, অজ্ঞ ! কিবা অভিপ্রায় ॥  
 দারম্ম্য কেন গাও মোসবার কাছে ।  
 মধুপুরে ফিরে যাও যথা শ্যাম আছে ॥  
 শ্যাম শুণ গান আর না কর এথায় ।  
 তাঁর গান তার কাছে গাইতে জুয়ায় ॥  
 পুরস্কার পাবে তথা কহিনু সন্ধান ।  
 বনচরী মোরা কিবা করিব প্রদান ॥  
 যদি কহ অঙ্গোত্তীর্ণ বস্ত্র, মাল্য যাহা ।  
 গানেতে সম্ভুষ্ট হঞা ভিক্ষা দেহ তাহা ॥  
 তদুত্তরে কহি শুন শ্যামল ভ্রমরা ।  
 তাঁর গান পুরাতন জানিয়ে আমরা ॥  
 অক্ৰোধে তোমারে কহি যাঞা তাঁর স্থানে ।  
 তাঁর শুণ গাও স্থখে, পাবে বহু দানে ॥  
 কাম যুদ্ধে শঠ শ্যাম যাঁহাদের পাশ— ।  
 পরাভূত হঞা, হইয়াছে কৃতদাস ॥  
 সেই সব নাগরীর অগ্রে গিয়া গাবে ।  
 তবেত দ্ব-ইচ্ছা গত পুরস্কার পাবে ॥  
 শ্যাম রস ধাম সেই নাগরী সবার ।  
 কুচরোগ ঋণি সুখ দেন অনিবার ॥  
 এ লাগি কহিয়ে অলি ! গাইলে তথায় ।  
 অতীষ্ট পূরণ তুয়া হইবে নিশ্চয় ॥

এই সব বাক্যে মানগর্ভাসূয়া ভাব— ।

উপহাসাত্মক কটাক্ষের হয় লাভ ॥

গোবিন্দ বিরহাতুরা গোপীর বচনে ।

“বিজ্ঞান” ভাবের ব্যক্ত, বুঝে দেখ মনে ॥

“কিমিহ” ইত্যাদি শ্লোক প্রমাণ এথায় ।

উজ্জ্বল যাহারে কয় কহিব তোমায় ॥

গরব গর্ভিত ঈর্ষ্যা দ্বারা যেইক্ষণ ।

শ্রীকৃষ্ণের কুহকতা করেন কীর্ত্তন ॥

অসূয়া সহিত সদা আক্ষেপ থাকয় !

“উজ্জ্বল” তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

হরেঃ কুহকতাত্মানং গর্কগর্ভিতযেষ্ণুয়া ।

সাম্ব্যশ্চ তদাক্ষেপো ধীরেকুজ্জল ঈর্ষ্যতে ॥ ১৯৩ ॥

“মোরা কোথাকার কেবা” এইত বচনে ।

গোপীর দৈন্ত্যতা ব্যক্ত, বুঝে দেখ মনে ॥

“কা শব্দে কাতর স্বর” প্রযুক্ত এথায় ।

গর্ব গর্ভিত ঈর্ষ্যা ব্যক্ত, কহিষু তোমায় ॥

“নারায়ণ শ্রিয়া” কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ আশে ।

তঁার পদধূলি সেবে মনের উল্লাসে ॥

তখন আমরা তঁার কোথাকার কে ।

আমরা মানুষী—তাতে গোপজাতি যে ॥

কেমনে থাকিব মোরা গণনায় তাঁর ।  
 এ বাক্যেও গর্ব গর্ভি ঈশ্বার প্রচার ॥  
 “দিবি ভুবি” এই বাক্যে কুহকতাথ্যান ।  
 “দীন হীন জনে সুখ করেন প্রদান ॥  
 এ লাগি উত্তমশ্লোক নাম তাঁর হয় ।”  
 এ বাক্যে অসূয়া সহ আক্ষেপ লিখয় ॥  
 “দিবি ভুবি চ” ইত্যাদি শ্লোক পরমাণে ।  
 উজ্জ্বল ভাবের ব্যক্ত,—কহিনু সন্ধান ॥  
 দুর্গম-সোল্লু কোন আক্ষেপের দ্বারে ।  
 কৃষ্ণের অকৃতজ্ঞতা গোপীকা প্রচারে ॥  
 “সংজ্ঞ” তাহার নাম জানিহ নিশ্চয় ।  
 প্রমাণ কহিয়ে তার নাশিতে সংশয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সৌম্যগা গহনয়া কল্পপ্যাক্ষেপ মুদয়া ।  
 তদ্যাকৃতজ্ঞতাজ্যক্তি সংজ্ঞ কথিতো বুধৈঃ ॥ ১৮৮ ॥

ক্ষমার্থী প্রণত ভূজরাজে গোপী কহে ।  
 পদ ছাড়ি দূর হও আর নাহি সহ ॥  
 নীর কাছে শিখিয়াছ পদ ধরিবারে ।  
 তাঁর পদে পড় গিয়া কহিনু তোমাতে ॥  
 দৌত্যাক্ষ্ম আর অতি মধুর বচনে— ।  
 প্রার্থনা করিতে তুমি পটু বিলম্বনে ॥



পতি, পুত্র, বন্ধু আদি ইহলোক সার— ।

ধর্ম সাধ্য পরলোক দিয়া ছারখার ॥

শরণ লইলু তাঁর যুগল চরণে ।

তিঁহ কিন্তু অনায়াসে করিল বর্জনে ॥

তাঁর কথা কিছু আর कहেনে না যায় ।

“বিস্ময় শিরসীত্যাদি” প্রমাণ এখায় ॥

কাঠিন্য, কামিহ, ধূর্ততাদি করি আর ।

ভয়েতে ঈর্ষ্যার সহযোগে অনিবার ॥

অযোগ্য কখন যেই “অবজ্ঞা” সেই ।

তোমার নিকটে বৎস ! कहিলাম এই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

হরৌ কাঠিন্য কামিহ ধৌর্ত্যাদাসক্ত্যযোগ্যতা ।

যত্র সের্ষাং ভিয়েবোক্তা সৌহবজ্ঞঃ সতাং মতঃ ॥ ১৯৫ ॥

বালিকে বিঁধিল তিঁহ জানি অকারণ ।

ইহাতে কাঠিন্য তাঁর গায় সর্বজন ॥

সীতা পরতন্ত্র হঞা সে স্পর্শনখার ।

নাসা, কর্ণ কাটিলেন, এই কি বিচার ॥

সীতা পরতন্ত্র হেতু স্ত্রী-জিতহ তাঁর— ।

প্রকাশ হইল এই ধরণী মাঝার ॥

স্ত্রী-জিতহ হেতু তাঁর কামুকতা ভাব ।

বুঝিয়া দেখহ ভূজ ? হয় কিনা লাভ ॥

বলিদত্ত পূজা দ্রব্য করিয়া আহার ।  
 সর্বদা হরণে,—তঁার ধূর্ততা প্রচার ॥  
 হেন অসিতের সখ্যে নাহি প্রয়োজন ।  
 যা হবার হইয়াছে ?—দুস্ত্যাজ্য এখন ॥  
 ইথে আসক্তির অযোগ্যতা আর ভয়ে ।  
 ঈর্ষ্যা যেন প্রকাশিল গোপীর হৃদয়ে ॥  
 “মৃগয়ু” রিত্যাগি শ্লোক প্রমাণ ইহার ।  
 “অভিজ্ঞান” ভাব তবে করিব বিস্তার ॥  
 পক্ষীগণে খেদান্বিত করেন যখন ।  
 তখন তাঁহাকে ত্যাগ করা সর্বোত্তম ॥  
 ভঙ্গিক্রমে এইরূপ অমুতাপ যেই ।  
 “অভিজ্ঞান” তার নাম,—কহিলাম এই ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ভঙ্গ্যা ত্যাগোচিতী তস্য খগানামপি খেদনাং ।  
 যত্র সান্নয়নং প্রোক্তা তদ্ববেদভিজ্ঞানিতং ॥ ১১৬ ॥

গোপীবরা কহে শুন ওহে মধুকর ! ।  
 কৃষ্ণ সহ সখ্যে দুঃখ পাই নিরন্তর ॥  
 অত্যাশ্চর্য্য নহে ইহা, শুনহ কারণে ।  
 তাঁর লীলা কথা দুঃখ দেয় সর্বজনে ॥  
 ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ লভার ।  
 উৎপাটনী কথা তাঁর,—ভুবনে প্রচার ॥

কৃষ্ণের চরিত লীলা কর্ণ সরণির ।  
 অমৃত স্বরূপ,—এই কহিলাম স্থির ॥  
 তার কণামাত্র পান করি একবার ।  
 দ্বন্দ্ব ধর্ম্য নষ্ট হৈল যে সব জনার— ॥  
 মৃতপ্রায় সেইরূপ বহু বহু জন— ।  
 আচম্বিতে দীন গৃহ কুটুম্ব স্ব-গণ— ॥  
 পরিত্যাগ করি ভোগহীন খগ সম— ।  
 কণ ভিক্ষা দ্বারে প্রাণ করেন ধারণ ॥  
 এ লাগি তাঁহার কথা ত্যাগ যোগ্য হয় ।  
 কিন্তু ত্যাগ করিবারে শক্তি না আছয় ॥  
 “যদনুচরিত লীলা” ইত্যাদি প্রমাণে ।  
 “অভিজ্ঞান” কহে রূপ কহিনু সন্ধান ॥  
 নির্বেদ কারণ তাঁর কোটিল্য ব্যাখ্যানে ।  
 আর্তিপ্রদ ভঙ্গি দ্বারে সুখদ প্রমাণে ॥  
 “আজ্ঞান” বলিয়া ব্যাখ্যা করে বুধগণ ।  
 শ্রীরূপ প্রমাণ ইথে করিনু কীর্তন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

জৈকং তস্যার্তিদত্তঞ্চ নির্বেদাদ্যত্র কীর্তিতং ।  
 ভঙ্গ্যান্য সুখদতঞ্চ স আজ্ঞান উদীরিতঃ ॥ ১১৭ ॥

গোপী কহে ওহে উপমন্ত্রী ভৃঙ্গরাজ ! ।

নির্বেদাধ হরিণীগণ কুলিকের ব্যাজ— ॥

সঙ্গীত না বুঝি, তাহা সত্য করি মানে ।  
 তেঞি বাণে বিদ্ধ হঞা দুঃখ পায় প্রাণে ॥  
 তৈছে মোরা সে কুটিল কৃষ্ণের বচন— ।  
 সত্য করি মানি এবে দুঃখে জ্বালাতন ॥  
 হেন দুঃখ তাঁর মথ পরশ কারণ ।  
 তীব্র শরে জন্মিয়াছে,—করিশু কীর্তন ॥  
 অতএব তাঁর কথা করিয়া বর্জ্জন ।  
 অন্য সুখপ্রদ বার্তা করহ বর্ণন ॥  
 অন্ত্যার্থে ভঞ্জির দ্বারে অন্যের বুঝায় ।  
 “বয়মৃতমিবে” ত্যাগি শ্লোকে এই গায় ॥  
 আজন্ম ভাবের এই করিশু বর্ণন ।  
 “প্রতিজ্ঞ” ভাব তবে করহ শ্রবণ ॥  
 তাঁহার মিথুনি ভাব দুস্ত্যজ্য সদাই ।  
 প্রাপ্তি তার অনুচিত দেখিবারে পাই ॥  
 দূতের সম্মান যেই বাক্যে ব্যক্ত হয় ।  
 “প্রতিজ্ঞ” তার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

• তথাহি তত্রৈব ।

দুস্ত্যজ্য দ্বন্দ্বভাবেহস্মিন্ প্রাপ্তিনা হৈত্যমুক্ততং ।  
 দূত সম্মাননেনোক্তং যত্র সঃ প্রতিজ্ঞকঃ ॥ ১৯৮ ॥

কলহাস্তুরিতাবস্থা প্রাপ্ত বিনোদিনী ।  
 মধুকরে কন ধীরে হঞা উন্মাদিনী ॥

ওহে মধুকর ! তুমি সে প্রিয় সখার ।  
 প্রিয় সখা বুদ্ধিতেছি হেরি ব্যবহার ॥  
 আমার বচন শরে তাড়িত হইয়া ।  
 স্ব-সাদগুণ্যে অপরাধ মনে না গণিয়া ॥  
 ব্রজে আসিয়াছ, তেত্রিঃ বুদ্ধিলাম মনে ।  
 সে প্রিয় আমার বশ জীবনে-মরণে ॥  
 মোর কোটি অপরাধ মনে না গণিয়া ।  
 তোমাকে এ বৃন্দাবনে দিল পাঠাইয়া ॥  
 তোমার ঈশ্পীত বর করহ শ্রবণ ।  
 মথুরা যাইতে মোরে না কর প্রার্থন ॥  
 সর্বদা পুরস্ত্রী গণে হইয়া বেষ্টিত ।  
 তথায় থাকেন তিনি জানিয়ে নিশ্চিত ॥  
 সেই ভাবে তাঁরে যদি হেরয়ে নয়ান ।  
 তবেই অন্তরে মোর দেখা দিবে মান ॥  
 সে মিথুনী ভাব কভু ছাড়িতে নারিবে ।  
 ওহে ভৃঙ্গ ! তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥  
 শ্রীনাম্নী বধূর সঙ্গে রহি রঞ্জে সেহ ।  
 নানারঞ্জে সদা তাঁর বাড়ায়েন লেহ ॥  
 “প্রিয় সখ পুনবাগে” ত্যাগি শ্লোক ধারে ।  
 “প্রতিজ্ঞ” ভাব রূপ করেন বিস্তারে ॥  
 সরলতা নিবন্ধন গান্ধীর্ঘ্য, দৈন্যতা— ।  
 চাপলতা সহ প্রিয় বার্তা প্রশ্ন যথা ॥

“সুজল্ল” তাহার নাম কহিনু তোমাংরে ।

প্রমাণ শুনহ তার শাস্ত্র অনুসারে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যত্রার্জবাং সগাস্তীৰ্য্যং সর্দৈন্তং সহচাপলং ।

সোৎকর্ষক হরিঃ পৃষ্ঠঃ স সুজল্লো নিগদ্যতে ॥ ১৯৯ ॥

ওহে সৌম্য ! আর্ঘ্য পুত্র অবস্তী হইতে ।

পণ্ডিত হইয়া আসি, আছেন পুরীতে ॥

পিতৃগৃহ-বন্ধুগণে আছে কি স্মরণে ।

মোরা তাঁর দাসী ছিনু এই বৃন্দাবনে ॥

প্রসঙ্গে মোদের কথা কন কি কখন ? ।

হায় ! প্রিয় কবে আসি দিবেন দর্শন ॥

অতি স্নিগ্ধ-গন্ধাঘ্রিত স্ব-করকমল— ।

কবে মো সবার শিরে দিবেন তা বল ॥

“অপিবতে” ত্যাাদি শ্লোক প্রমাণানুসারে ।

সুজল্ল ভারের ব্যাখ্যা শ্রীরূপ বিস্তারে ॥

হ্লাদিনীর সার যেই প্রেম নাম তার ।

সেই প্রেম যদি কভু অতি চমৎকার— ॥

রতি আদি মহাভাবোদগমোল্লাসী হয় ।

তবে তার “মাদনাখ্যা” হয়ত নিশ্চয় ॥

মোহনাদি ভাবাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাদন ।

যাহা রাধাতেই বিরাজিত সর্বক্ষণ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সৰ্বভাবোদ্যোগমোক্ষসৌ মাদনোহয়ং পরাৎপরং ।

রাজতে হ্লাদিনীসারে। রাধায়ামেব যঃ সদা ॥ ২০০ ॥

শ্রীরাধা দমুজ জয়ী শ্রীকৃষ্ণের জয় ।

উভয়ের ভাবচন্দ্র অত্যাশ্চর্য্যময় ॥

সেই ভাব পূর্ণচন্দ্রে করি নমস্কার ।

অক্ষয় স্বরূপ যাহা সदैক প্রকার ॥

হৃদিচন্দ্র কান্তমণি দ্রবীভূতকারী ।

পূর্ণ ?—তবু বক্রভাব সদাই নেহারি ॥

স্ব-কান্তি সমূহে নাশে ভয় অন্ধকার ।

সর্ব জগতের হর্ষপ্রদ অনিবার ॥

মাদন শব্দের দ্বারে ঐছে অর্থ পাই ।

“হর্ষপ্রদ” এই শব্দে প্রদোষ বাখাই ॥

প্রদোষ কালীন ধূত নব নব শোভা— ।

বিস্তার করিছে নিত্য জগমনো লোভা ॥

দ্বিতীয় রহিত ঐছে শোভা স্তুনিশ্চয় ।

অতএবাদ্বৈত বলি শ্রীকৃষ্ণ লিখয় ॥

কিন্ধা মাদনই হেতু অদ্বৈতার্থ হয় ।

মাদন শব্দেতে “মদধাতু” এই কয় ॥

মদধাতু অর্থে হর্ষ গণে দেখা যায় ।

অদ্বৈতার্থে মহাভাব অবধি বুঝায় ॥

মাদনের শ্লেষ অর্থে স্মর সম্বন্ধীয় ।  
 চুস্বনালিঙ্গন আদি সদা গ্রাহণীয় ॥  
 শ্রীরাধা দমুজ জয়ী অর্থের দ্বারায় ।  
 আশ্রয়, বিষয় এই গোসাঞি জানায় ॥  
 হৃদিচন্দ্র কাস্তমণি দ্রবীভূতকারী ।  
 এই বাক্যে স্নেহভাব সদাই নেহারি ॥  
 পূর্ণ তবু বক্রভাব এই বাক্যে মান ।  
 স্ব-শব্দ দ্বারে হয় প্রণয় প্রমাণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাদবে ।

আম্বষ্টেরক্ষয়িত্বং হৃদয়বিধুমণিপ্রাবণং বক্রিমাণং  
 পূর্ণত্বেপ্যাহন্তং দ্বিজ রুচি ঘটয়া সাক্ষসং ধ্বংসয়ন্তং ।  
 ভগ্নানং শং প্রদোষে ধৃত নবনবতা সম্পদং মাদনত্বা-  
 নদৈবতং নোমি রাধা দমুজবিজয়িনোরদ্ধুতং ভাবচন্দ্রং ॥ ২০১ ॥

সম্ভোগ সময়ে কোন বিচিত্র মাদন ।  
 সমুদিত হঞা করে হৃদয় রঞ্জন ॥  
 মাদনের নিত্যলীলা বিলাস নিচয় ।  
 সহস্রধা রূপে নিত্য বিরাজ করয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্র কোহপি মাদনঃ ।  
 যদিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা ॥ ২০২ ॥

সম্ভোগে মাদন রস সমুদিত হয় ।  
 বিপ্রলস্তে কভু নহে মাদন উদয় ॥



মাদনের স্তম্ভগতি রোধ করিবারে ।  
 মদনের সাধ্য নাই,—কহিনু তোমাতে ॥  
 এ লাগি ভরত মুনি বিশেষ বর্ণিতে— ।  
 অসমর্থ হইলেন, জানিহ নিশ্চিত ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মাদনস্ত গতিঃ স্তম্ভ মদনশ্চেব দুর্গমা ।  
 ন নির্বজ্জুং ভবেচ্ছক্যং তেনাসৌ মুনির্নাপ্যলং ॥ ২০ ॥  
 সাধারণী রতি প্রেম পর্য্যন্ত লভয় ।  
 সমঞ্জসা অনুরাগাবধি প্রাপ্ত হয় ॥  
 সমর্থ্য রতির সীমা ভাবাবধি জানি ।  
 স্থায়িভাব সার এই কহিনু বাখানি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

আদ্যা প্রেমাস্তিমাং তত্রানুরাগাস্তাং সমঞ্জসা ।  
 রতির্ভাবাস্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে ॥ ২০৪ ॥  
 শৃঙ্গার রসের ভেদ দুই মত হয় ।  
 বিপ্রলম্ব, সন্তোগ যে কহিনু নিশ্চয় ॥  
 নায়ক-নায়িকা দুয়ে যুক্তায়ুক্ত কালে ।  
 সম্মিলিত হঞা যথাযোগ্য অনুরালে ॥  
 নায়িকার প্রিয়োত্তম শৃঙ্গার সাধক ।  
 নিত্যকেলীকলালাপী সেই ত নায়ক ॥  
 নায়কের প্রিয়োত্তমা শৃঙ্গার সাধিকা ।  
 রূপলাবণ্যাদি যুতা সেই ত নায়িকা ॥

তথাহি মৎকৃতসারসংগ্রহে ।

শুভারসাধকো যঃ স নায়কো নায়িকাপ্রিয়ঃ ।

নিত্যং কেলীকলালাপৈ স্তোষতি স্বপ্রিয়াং সদা ॥

শুভারসাধিকা যা সা নায়িকা নান্নকপ্রিয়া ।

রূপলাবণ্যবেশাঐর্হরতি প্রিয়স্বং সদা ॥ ২০৫ ॥

অভিমন আশিষ্টন চূষ্যনাদ্যভাবে ।

হৃদয় মধ্যোতে মেই ভাব করে লাভে ॥

বিপ্রলস্তাখ্যান তার সন্তোগ বর্দ্ধক ।

বর্দ্ধকার্থে সন্তোগের উন্নতি কারক ॥

বিপ্রলস্ত বিনা সন্তোগের পুষ্টি নহে ।

প্রাচীন রসমুগ্ধ গণে এই কথা কহে ॥

রঞ্জিত বসন পুনঃ করিলে রঞ্জিত ।

অত্যধিক রাগ বাড়ে জানিহ নিশ্চিত ॥

তৈছে বিপ্রলস্তে সন্তোগের পুষ্টি হয় ।

বিপ্রলস্ত বিনা সন্তোগানাস্বাদ্য কয় ॥

পূর্বরাগ, মানি, প্রেমবৈচিত্র্য, প্রবাস ।

এই চারি বিপ্রলস্ত, করিষু প্রকাশ ॥

তথাহি তত্রৈব ।

স বিপ্রলস্তঃ সন্তোগ ইতিষেধৌজ্ঞানো মতঃ ॥

যুগ্মরযুক্তয়োৰ্ভাবো যুক্তয়োৰ্বাধ যে মিথঃ ।

অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃত্যতে ॥

স বিপ্রলস্তো বিজ্ঞেয়ঃ সন্তোগোন্নতি কারকঃ ॥

ন বিনা বিপ্রলম্বেন সন্তোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে ।  
 কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগৌ বিবর্জ্যতে ।  
 পূর্বরাগস্তথামানঃ প্রেমবৈচিত্র্যমিত্যপি ।  
 প্রবাসশ্চেতি কথিতা বিপ্রলম্বচতুর্বিধঃ ॥ ২০৬ ॥

সঙ্গমের পূর্বের দৃষ্ট-শ্রুত আদি দ্বারে ।  
 যেই রতি জন্মি স্বচ্ছ হৃদয় মাঝারে ॥  
 নায়ক-নায়িকা উভয়ের উন্মীলন ।  
 “পূর্বরাগ” নাম তার কহে বুদ্ধগণ ॥  
 উন্মীলন শব্দে বিভাবাদি সংমিশ্রণে ।  
 স্বাদময়ী হয়,—এই করিষু বর্ণনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

রতিয়া সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজ্ঞা ।  
 তয়োন্মীলতি প্রাক্ষেপঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥ ২০৭ ॥

চিত্রপটে, স্বপ্নে, দর্শন কহা যায় ।  
 বন্দী, দূতী, সখী মুখে, গীতাদি দ্বারায় ॥  
 প্রিয় রূপ-গুণ আদি শ্রবণে শ্রবণ ।  
 শ্রবণ বলিয়া শাস্ত্রে করেন বর্ণন ॥  
 রতি উৎপন্নের হেতু যেই সমুদায় ।  
 অভিযোগ আদি অগ্রে বলেছি তোমায় ॥  
 বিপ্রলম্ব স্থলে পূর্বরাগে সেই সব ।  
 বুদ্ধগণ যথোচিত করে অনুভব ॥

অগ্রেতে কৃষ্ণের পূর্বরাগোদয় হয় ।  
 শাস্ত্রে, বিজ্ঞে, এই কথা ফুকরিয়া কয় ॥  
 তথাপি অগ্রেতে ব্রজ মৃগাক্ষী সবার ।  
 রাগোদয়ে চারুতার আধিক্য প্রচার ॥  
 চারুতাধিক্যতা হেতু মৃগাক্ষী সবার ।  
 পূর্বরাগ প্রথমেই বর্ণে শাস্ত্রকার ॥  
 মৃগাক্ষীগণের প্রেমাধিক্য অতিশয় ।  
 যাহে লাজ ধর্ম্মাদির নিবারণ হয় ॥  
 এই সব হেতু লাগি শাস্ত্রের মাঝার ।  
 মৃগাক্ষী সবার রাগ অগ্রেতে প্রচার ॥

তথাহি তদ্রৈব ।

প্ররোক্তা যেহভিযোগাদ্যা হেতবো রতি জন্মনি ।  
 অত্র তে পূর্বরাগেহপি ক্ষেয়াদীরৈর্থথোচিতং ॥  
 অপি মাধব রাগস্তপ্রাথম্যে সংভবত্যপি ।  
 আদৌ রাগে মৃগাক্ষীগাং প্রোক্তাস্যাচ্চারুতাধিকা ॥ ২০৮ ॥

কোন কোন পণ্ডিতের মত এই হয় ।  
 ভক্তিরস ভক্তাশ্রয়ে প্রথমে উদয় ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের রাগ ভক্ত রাগের উত্তর ।  
 এ হেতু গোপীর রাগ প্রথম গোচর ॥  
 ব্যাধি, শঙ্কা-সূয়া, আর নির্বেদাদি, শ্রম ।  
 উৎসুকতা, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, বোধ-ক্লম ॥

বিষাদ, জড়তো-শ্মাদ, মোহ, মৃত্যাদয় ।

এ সব সঞ্চারিভাব পূর্ববরাগে হয় ॥

ঐছে রতি সমর্থাদি ভেদে ত্রিপ্রকার ।

সমঞ্জসা, সাধারণী, দ্বিবিধ বিস্তার ॥

ঐছে রতি অর্থে পূর্ববরাগ রতি কয় ।

সমর্থী রতির নাম প্রৌঢ় রতি হয় ॥

লালসাদি মরণাস্ত দশ দশা যাহা ।

সমর্থী রতিতে দেখিবারে পাই তাহা ॥

লালসা, উদ্বেগ আর জাগর্য্যা, তানব ।

জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ এ সব ॥

মোহ, মৃত্যু, এই দশ দশা শাস্ত্রে কয় ।

বিশ্বাস লাগিয়া কহি প্রমাণ নিচয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অত্র সঞ্চারিণো ব্যাধিঃ শঙ্কাস্থয়া শ্রমঃ ক্রমঃ ।

নির্বেদোৎসুক্য দৈন্ত্যানি চিন্তা নিদ্রা প্রবোধনং ।

বিষাদো জড়তোন্মাদো মোহ মৃত্যাদয়ঃ স্মৃতা ॥

প্রৌঢ়ঃ সমঞ্জসঃ সাধারণশ্চেতি সতু ত্রিধা ॥

সমর্থরতিক্রপস্ত প্রৌঢ় ইত্যভিধীয়তে ॥

লালসাদিরিহ প্রৌঢ়ে মরণাস্ত দশা ভবেৎ ॥

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যান্তানবং জড়িতাত্ততু ।

বৈয়গ্র্যং ব্যাধিক্রুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ ॥ ২০৯ ॥

স্বীয়াভীষ্ট লাভেচ্ছায় আকাম্পনাতিশয়ে ।

লালসা বলিয়া ব্যাখ্যা পণ্ডিতে করয়ে ॥

উৎস্রুকা, চাপল্য, ঘূর্ণা, শ্বাস আদি যত ।  
 লালসাতে সমুৎপন্ন হয় অবিরত ॥  
 চিত্ত চাকল্যের নাম উদ্বেগ কহয় ।  
 দীর্ঘশ্বাস, স্তব্ধ, চিন্তা, অশ্রু, স্নেহোদয় ॥  
 বৈবৰ্ণ্য প্রভৃতি হয় উদ্বিগের দ্বারে ।  
 জাগৰ্ঘ্যা নিদ্রায় ক্ষয়, কহিনু তোমাৰে ॥  
 স্তম্ভ, শোয, রোগ আদি জাগৰ্ঘ্যায় হয় ।  
 অঙ্গ ক্লান্ততার নাম “তানব” নিশ্চয় ॥  
 দৌৰ্বল্য, ভ্রমণ আদি তানবেতে হয় ।  
 কেহ কেহ তানবার্থে বিলাপ কহয় ॥  
 যাহে ইচ্ছা অনিষ্টের পরিজ্ঞান নাই ।  
 জিজ্ঞাসিলে নিরন্তর থাকয়ে সদাই ॥  
 দর্শন, শ্রবণাভাব হয় সৰ্বক্ষণ ।  
 “জড়িমা” তাহার নাম করিনু কীর্তন ॥  
 ভ্রুকার, স্তব্ধতা, শ্বাস, ভ্রমাদি নিচয় ।  
 অপ্রস্তুবে জড়িমায হয় অভ্যুদয় ॥  
 ভাবের গাষ্টিৰ্ঘ্য হেতু বিক্ষোভ যে হয় ।  
 বিক্ষোভের অসহনে “বৈয়গ্র্য” বলয় ॥  
 বিবেক, নির্বেদ, খেদ, অসূয়া প্রভৃতি ।  
 বৈয়গ্র্যে প্রকাশ, এই শাস্ত্রেতে বিবৃতি ॥  
 অতীষ্ট অলাভ হেতু অঙ্গ পাণ্ডুতায় ।  
 আর অঙ্গ তাপাদিরে ব্যাধি বলি গায় ॥

শীত, স্পৃহা, মোহ, শ্বাস, পতনাদি আর ।  
 ব্যাধিতে উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রেতে প্রচার ॥  
 সর্ব অবস্থায় সদা সর্বত্র তন্ময়ে ।  
 দ্রব্যে দ্রব্যান্তর ভ্রান্তি যে হয় উদয়ে ॥  
 উন্মাদ আখ্যান তার,—কহিনু তোমার ।  
 যাহে ইষ্ট প্রতি দ্বেষ, শ্বাস বাহিরায় ॥  
 নিমেষ, বিরহ আদি সম্ভব সদাই ।  
 উন্মাদ লক্ষণ এই দেখিবারে পাই ॥  
 বিপরীত ভাব চিত্ত ধরয়ে যখন ।  
 মোহ বলি মনে মনে বুঝিবে তখন ॥  
 নিশ্চলতা, পতনাদি মোহ দ্বারা হয় ।  
 তবে কহি শুন বৎস ! মৃত্যু যারে কয় ॥  
 স্ব-দূতী প্রেরণ, স্বীয় প্রেমাধিখ্যাপনে ।  
 যদ্যপি কাস্তুর নাহি হয় সমাগমে ॥  
 কন্দর্পের তীব্রশরে পীড়ন কারণ ।  
 মরণের চেষ্টা হৃদে হয় সর্বলক্ষণ ॥  
 নিজ প্রিয়বস্তুর করে সখীরে অর্পণ ।  
 ভূঙ্গ, মন্দানিল, জ্যোত্স্না, নীপাদি, চন্দন ॥  
 অনুভব হয় সদা, মৃত্যু অবস্থায় ।  
 উজ্জ্বলাদি অলঙ্কারে এই মত গায় ॥  
 তথাহি তত্রৈব ।  
 তৈষ্ঠেঃ কৃষ্টেঃ প্রতিকারেখদি ন স্তাৎ সমাগমঃ ॥  
 কন্দর্পবাণ কদনাস্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ ।

তত্র স্বপ্রিয়বস্তুনাং বয়স্যামুসমর্পণং ।

ভ্রমমক্ষানিলজ্যোৎস্না কদম্বামুভবাদয়ঃ ॥ ২১০ ॥

জিহ্বাসাকারিণী পৌর্ণমাসীরে কাতরে ।

রাধার অবস্থা বৃন্দা নিবেদন করে ॥

স্ব-রোপিতা মুকুলিনী মল্লিকা লতারে ।

আলিজিয়া সুবদনী ভাসি অশ্রুধারে ॥

প্রশস্ত সুন্দর নিজ হীরকের হার ।

ললিতার করে দিয়া কিশোরী আমার ॥

মুচ্ছিতা হইয়া ধনী হৈলা অচেতনে ।

তাহা দেখি বিশাখাদি প্রিয় সখীগণে ॥

ভ্রমর গুঞ্জিত কেলীকদম্ব কাননে ।

প্রবেশিয়া হরিনাম করে উচ্চারণে ॥

হরেকৃষ্ণ নাম আদি করিয়া কীর্তন ।

রাখিয়াছে সখীগণ রাধার জীবন ॥

তথাহি ততৈব ।

রাধা রোদসি রোপিতাঃ মুকুলিনীমালিন্দা মল্লীলতাঃ

হারঃ হীরময়ঃ সমর্প্য ললিতা হস্তে প্রশস্ত প্রিয়ং ।

মুচ্ছা প্রাপ্নুবতী প্রবিষ্টা মধুপৈর্গীতাঃ কদম্বাটবীঃ

নাম ব্যাহরতা হরেঃ প্রিয়সখীবৃন্দেন সংধুক্তিতা ॥ ২১১ ॥

স্ব-রোপিতা মল্লীলতা আলিজিলা রাই ।

তার অভিপ্রায় এই দেখিবারে পাই ॥



মল্লিরে কহেন চাহি শুন মল্লিলতে ! ।  
 উপস্থিত হইয়াছি আমি মহাপাথক ।  
 তুমি এই ব্রজে মোর সখীগণ দ্বারে ।  
 সিচ্যামান হঞা স্নীয় পুষ্প উপহারে ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের সুখ দান করিবে যখন ।  
 তখন আমারে সুখ করিহ অর্পণ ॥  
 এই অনুলাপ করি স্ব-হীরার হার ।  
 কণ্ঠ হৈতে ছিঁড়ি করে দিলা ললিতার ॥  
 সেই কালে কেশ বাঁধা না ছিল রাধার ।  
 এই হেতু ছিঁড়িলেন হীরকের হাব ॥  
 ললিতারে হার দিয়া কহেন যতনে ।  
 আমার স্মারক এই হার সর্বক্ষণে ॥  
 স-কণ্ঠে পরিয়া সেই দুর্লভ রমণে ।  
 আলিঙ্গিয়া চিরঞ্জীবী হও বৃন্দাবনে ॥  
 অচেতন হইবার এই অভিপ্রায় ।  
 সখীরা যদ্যপি হরিনামাদি শুনায় ॥  
 সঞ্জীবনৌষধ হরিনামামৃত হয় ।  
 মুচ্ছার তাৎপর্য এই বিজ্ঞগণ কয় ॥  
 তবে রাই বিশাখারে করি সম্বোধন ।  
 দেহোত্তর ক্রিয়া কথা করেন বর্ণন ॥  
 কৃষ্ণ যদি মোর প্রতি করুণা বিহীন ।  
 এবে তবে নহি মুঞি অপরাধাধীন ॥

বৃথা আর কেন সখি ! করিছ রোদন ।  
 উত্তম চরম কার্য্য করিহ সাধন ॥  
 কালি হ্রদে মোর দেহ না কর বর্জ্জন ।  
 অনলে দগধ নাহি কর কদাচন ॥  
 প্রোথিত না কর কভু ব্রজ ভূমিতলে ।  
 কহিলাম শেষ কথা, শুনিলে সকলে ? ॥  
 মোর তনু এই কৃষ্ণ তমাল শাখায়— ।  
 বাঁধিয়া রাখিবে যত্নে কহিনু সবায়ে ॥  
 এই দেহ বৃন্দাবনে নিশ্চল ভাবেতে ।  
 চিরকাল রহে যেন, এ আশা মনেতে ॥  
 কৃষ্ণ যদি কভু আইসেন বৃন্দাবনে ।  
 তাঁহারে দেখাবে মোর দেহ সযতনে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভিষ্মকমোক্ষদেব ।

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যস্মি যুদ্ভি তবাগঃ কথমিদং  
 মুখা মারোদীর্ঘে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং ।  
 তমালস্য স্বক্ষে বিনিহিত ভূজাবল্লরিরিয়ং  
 যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তন্মুঃ ॥ ২১০ ॥

কৃষ্ণে আলিঙ্গিতে এ দেহের ছিল সাধ ।  
 নিরদয় বিধি তাহে সাধিলেক বাদ ॥  
 তেঞি কহি কৃষ্ণ তুল্য তমালালিঙ্গনে ।  
 এ দেহ সফল যেন হয় বৃন্দাবনে ॥

এই বাক্যে মাদনের অংশ স্পর্শ করি ।  
 মোদন রসের ব্যক্ত করিলা সুন্দরী ॥  
 সমঞ্জসারতি রূপ যেই রতি হয় ।  
 “সমঞ্জস” নাম তার বিজ্ঞজ্ঞানে কয় ॥  
 চিন্তা, স্মৃতি, ব্যাধি গুণ কীর্তনে জড়িতা ।  
 অভিলাষ সবিলাপ, উন্মাদোদ্বেগতা ॥  
 মৃত্যু, এই দশাগণ ক্রমশঃ রূপেতে ।  
 সমঞ্জসে সমুৎপন্ন জানিবে মনেতে ॥

তথাহি শ্রীমদুজ্জলনীলমণৌ ।

ভবেৎ সমঞ্জস রতি স্বরূপোহয়ং সমঞ্জসঃ  
 অত্রাভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণ সংকীর্তনোদ্বেগাঃ ।  
 সবিলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা মৃতিষ্ঠতাঃ ক্রমশঃ ॥ ১১৩ ॥  
 প্রিয়সঙ্গ লালনায় চেষ্টা যেই হয় ।  
 “অভিলাষ” তার নাম, রস শাস্ত্রে কয় ॥  
 স্বমগুনান্তিক প্রাপ্তি রাগ ব্যক্তকারী ।  
 ঐছে অভিলাষ এই শাস্ত্রেতে নেহারি ॥  
 অভীষ্ট সিদ্ধির লাগি হৃদে যেই ধ্যান ।  
 অলঙ্কার মতে তার হয় চিন্তাখ্যান ॥  
 নিজ শয্যা সুবিস্তার পুনঃ পুনঃ আর ।  
 নিশ্বাস, নিল্লঙ্ক দৃষ্টি চিন্তায় প্রচার ॥  
 অনুভূত প্রিয়াদির গুণাদি চিন্তনে ।  
 স্মৃতি বলি ব্যাখ্যা করে মহাজনগণে ॥

কম্পাঙ্গ, বৈবশ্য, শ্বাস, স্মৃতিতে প্রকাশে ।  
 সৌন্দর্যাদি অগুণের শ্লাঘা সমূল্যসে ॥  
 গুণ সংকীৰ্ত্তন বলে, কহিনু তোমায় ।  
 পুনর্ববার কহি রসশাস্ত্রে যাহা গায় ॥  
 কণ্ঠ গদগদ, কম্প, রোমাঞ্চাদি যত ।  
 গুণ সংকীৰ্ত্তন কালে হয় স্বেকত ॥  
 উদ্বেগাদি ছয় পূৰ্বে প্রৌঢ়ের ব্যাখ্যায় ।  
 তব স্থানে কহিয়াছি,—স্মরিতে হিয়ায় ॥  
 “সামঞ্জস্য” হেতু যেই সমঞ্জসা হয় ।  
 তাহে যথোচিত হয় ভাবের উদয় ॥  
 সাধারণ প্রায় যেই রতির প্রকাশ ।  
 “সাধারণী রতি” সেই কহিনু নির্গাস ॥  
 বিলাপাদি করি ষড়দশ স্ককোমল ।  
 সাধারণ রত্নাদয়ে উদ্ভব কেবল ॥  
 চিন্তনাদি আর যত ভাব দেখা যায় ।  
 যথা যথা স্থানে তাহা বুঝিবে হিয়ায় ॥  
 পূর্ববরাগে কৃষ্ণ নিজ বরশ্চর দ্বারে ।  
 কামলেখ, মীল্য আদি পাঠান রাধারে ॥  
 যেই লেখা নিজ প্রেম প্রকাশ করে ।  
 “কামলেখ পত্র” সেই বুঝহ অশ্বরে ॥  
 ঐছে কামলেখ পত্র যুবতীর দ্বারে ।  
 যুবর নিকটে যায় গোপন প্রকারে ॥

কভু বা যুবক দ্বারা যুবতীর স্থানে ।—

প্রেরিত হইয়া থাকে,—কহিনু সন্ধানে ॥

অক্ষর বিহীন আর স্বাক্ষর ভেদেতে ।

“কামলেখ” দুই মত বুঝহ মনেতে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

সলেখঃ কামলেখঃ স্যাৎ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ ।

যুবত্যা যুনি যুনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে ।

নিরক্ষরঃ স্বাক্ষরশ্চ কামলেখো দ্বিধোমতঃ ॥ ২১৪ ॥

স্বরূপ পরাবে যদি অর্ধচন্দ্রাকার ।—

নথাক্ষ থাকয়ে—বর্ণহীন হয় আর ॥

“নিরক্ষর কামলেখ” তাহারে কহয় ।

গাথাময়ী লিপি যাহা স্বকরে লিখয় ॥

তাহাকে “স্বাক্ষর কামলেখ” বলি জানি ।

কস্তুরিকা আদি যাহে মসীতুল্য মানি ॥

প্রথমে নয়ন প্রীতি, চিন্তা তারপর ।

তৎপরে আসক্তি পরে সঞ্জন বিস্তর ॥

তারপর নিদ্রাচ্ছেদ, কৃশতা তৎপরে ।

বিষয় নিবৃত্তি পরে লজ্জানীশাস্তরে ॥

তৎপরে উন্মাদ পরে মুচ্ছা এই জানি ।

অবশেষ মৃত্যু,—এই কাম দশা মানি ॥

পূর্ববরাগে এই দশ স্মরদশা হয় ।

কোন কোন প্রাপ্তজনে এই মত কয় ॥

যৈছে রাধিকার পূৰ্ব্বসাগেষ বৰ্ণন ।  
 তৈছে শ্রীকৃষ্ণের এই করিমু কীর্তন ॥  
 অতান্ত কঠিন পূর্বরাগ যাখ্যা হয় ।  
 মোর সাধা নাহি তাহা করিতে নির্ণয় ॥  
 পরস্পর অনুরক্ত একজীবস্থিত ।  
 নায়ক নায়িকা উভয়ের পূর্ণেপ্সিত— ॥  
 আশ্রয়, বীক্ষণ আদি নিরোধীই মান ।  
 ভিন্ন স্থিতি স্থলেভেদ হয়,—কেহ গান ॥  
 নির্বেদ, আশঙ্কা-মর্ন, গর্বদা-সূয়া আর ।  
 মানের কারণ হয় বলত প্রকার ॥  
 চপলতা, অবহিতা, গ্লানি, সন্ধিস্থন ।  
 এ সব সঞ্চারি মানে হয় দরশন ॥  
 সহেতু, নিহেতু ভেদে মান দ্বিপ্রকার ।  
 স্ব-গ্রাস্তে গোসাঞি রূপ করেন প্রচাৰ ॥

তথাহি তটৈব ।

দম্পত্যোভাব ঐক্য সত্যোপাত্তবজ্রয়োঃ ।  
 প্রাতীষ্টাশ্রম বীক্ষাদি নিরোধীমান উচ্যতে ॥  
 বীক্ষাসুয়াবহিতাচ্চ মানিশ্চিস্তানয়োহপ্যমী ॥  
 অস্যা প্রণয় এবাল্যাগ্মানস্য পদমুত্তমঃ ।  
 মোহঃ সহেতু নিহেতু ভেদেন দ্বিবিদো মতঃ ॥ ১১৫ ॥  
 মানোব উত্তম হেতু প্রণয় নিশ্চয়ঃ ।  
 প্রণয় ব্যুতীত মান কভু নাহি হয় ॥

সহেতু, নিহেতু ভেদে দ্বিপ্রকার মান ।  
 মানের কারণ ঈর্ষা কহিনু সন্ধান ॥  
 হেতু শূন্য মান জয়দেব মহাশয় ।  
 শ্রীগীতগোবিন্দে প্রকাশিলা প্রেমময় ॥  
 বাজে অমৃততাল সামাল সামাল ।  
 গাও ?—রাগদেশ বরাড়ী রসাল ॥ ( তুড়ী )

পদং ।

প্রিয়ে ! চাক্ষুশীলে ! মান অকারণ ।  
 কেন মম প্রতি ?—করহ বর্জজন ॥  
 তব মুখশশি করিয়া দর্শন ।  
 কামানলে হৃদি করিছে দহন ॥  
 শ্রীমুখকমল সুধামৃত সারে ।  
 কৃপা করি দেহ ?—পান করিবারে ॥  
 রাধে ! মানমরি ! প্রসন্ন হইয়া ।  
 কিছু কথা কহি স্নিগ্ধ কর-হিয়া ॥  
 তব দন্তজ্যোতি কোঁমুদী আমার— ।  
 নাশুক হৃদিস্থ ঘোর অন্ধকার ॥  
 তব চন্দ্রানন মমান্ধি চকোরে ।  
 সুধামৃত লোভে করিছে বিভোরে ॥  
 করুণা করিয়া চকোরে আমার ।  
 শ্রীঅধরামৃত দেহ একবার ॥—ও শ্রীরাধে ! ক্রঃ

সত্য সত্য যদি আমার উপর ।  
 কোপিনী হইয়া থাক ঘোরতর ॥  
 তবে তীক্ষ্ণ অঁখি শরাঘাত দ্বারে ।  
 বিদ্ধ কর মোরে,—কহি বারে বারে ॥  
 ভুজলতাপাশে করিয়া বন্ধন ।  
 দস্তাঘাতে অঙ্গ করহ ছেদন ॥  
 অথবা যাহাতে সুখ ভব হয় ।  
 সেই দণ্ড দেহ ?—সহিব নিশ্চয় ॥—ও শ্রীবাধে !  
 হে সুন্দরি ! তুমি মম বিভূষণ ।  
 তুমি হে আমার জীবন-রতন ॥  
 তুমি মম ভবনিধি-রত্ন রাই ! ।  
 তোমা বিনা কিছু দেখিতে না পাই ॥  
 হৃদয়ে বাননা একান্ত আমার ।  
 গোর প্রতি কর করুণা বিস্তার ॥—ও শ্রীবাধে !  
 তমি ! তব নীলনলিন'লোচন— ।  
 রাগে আজ দেখি অরুণ বরণ ॥  
 নীলপদ্ম রক্তপদ্ম নাহি হয় ।  
 ভব রাগে তার বিপরীতদয় ॥  
 কিবা নাহি হয় রাগেতে তোমার ।  
 বিধির নিয়ম যায় ছারখার ॥  
 রাগময়ি ! সামুরাগে মমোপন্ন— ।  
 দৃষ্টিপাত কর,—জানি অনুচর ॥



সুশীলা সবার উচিত এ হয় ।  
 কৃতাজ্জলি হঞা কহিমু নিশ্চয় ॥—ও শ্রীরাধে !  
 মণিহার তব কুচকুস্তোপরি— ।  
 শোভিত হউক দিবস শর্ব্বরী ॥  
 তাহাতে কোমল হৃদয় তোমার— ।  
 রঞ্জিত হউক ?—কাঞ্চীদাম আর ॥  
 তোমার বিশাল নিতম্বে সদাই ।  
 শব্দিত হইয়া কামাদেশ রাই ! ॥  
 ঘোষণা করুক এ ব্রজমণ্ডলে ।  
 এই নিবেদন চরণে ?—সরলে ! ॥  
 হে স্নিগ্ধ মধুর বাক-বিন্যাসিনি ! ।  
 মোরে অনুমতি কর সৌদামিনি ! ॥  
 কামের সহায় শূলপদ্ম শোভা ।  
 তাহার গঞ্জন মম হৃদি লোভা ॥  
 তব পাদপদ্ম যুগল স্ব-করে ।  
 সুরঞ্জিত করি মিতি প্রেম ভরে ॥—ও শ্রীরাধে !  
 মন্থত গরল খণ্ডন-মণ্ডন— ।  
 তোমার চরণযুগল রঞ্জন ॥  
 মম শিরোপবি করহ স্থাপন ।  
 যাহে শিরোশোভা করে সম্পাদন ॥  
 “দেহি পদপল্লব যুদারং ।  
 শ্রীকর লিখনমতিসারং ॥”

দুরন্ত মদন বহিতে আমার— ।

সরব শরীর দহে অনিবার ॥

সে দহন জ্বালা তোমার কৃপায় ।

দূরীভূত হউ ?—কহিনু তোমায় ॥ ৩ শ্রীরাধে !

চাটুপটু হরি প্রিয়োক্তি বচনে ।

এইরূপ কহে শ্রীরাধা-চরণে ॥

পদ্মাবতীপ্রিয় জয়দেব বাণী ।

মনোহর পর,—কহিনু বাখানি ॥

দেবী নন্দ্যমখী জননী যাহার ।

পিতা দীননাথ বিখ্যাত সংসার ॥

উভয় চরণ ধরিয়া হিয়ায় ।

জয়দেব বাক্য রচিনু ভাষায় ॥

শ্রীকৃষ্ণকামিনী প্রিয়-দুরাচার— ।

বিপিনবিহারি কৃত গীতসার ॥

ভক্তানন্দ যদি করে বিবর্জন ।

তবে জানি মম সার্থক জীবন ॥

ইথে দোষ যাহা হইবে দর্শন !

ভক্তগণ তাহা করুন মার্জ্জন ॥

এ বিপিন দাস সবার চরণে ।

করযোড়ে এই করে নিবেদনে ॥ ২১৬ ॥

রতি, প্রীতি, প্রেমধারা শ্রীমানভঞ্জে ।

প্রকাশ করেন হরি স্বয়ং শ্রীবদনে ॥

রতি, প্রীতি, প্রেমধারা অত্যাশ্চর্য্যময় ।

যে ধারায় অভিষিক্ত রসিক নিচয় ॥

পদং ।

শুন হে জীবন সহচরি ! ।

তুয়া পদে নিবেদন করি ॥

লাখ লাখ অপরাধ মোর ।

ক্ষম ?—কহি গলে দিয়া ডোর ॥

কৃপাময়ি ! তুমি কৃপাপারা ।

তুমি মঝু আঁখিযুগ তারা ॥

তুমি মোর জপ্য মূলমন্ত্র ।

রতি, প্রীতি, প্রেমানন্দ তন্ত্র ॥

তুমি সুখপ্রদ কর্ণধার ।

তুয়া পাদপদ্ম মঝু সার ॥

একূলে সেকূলে তুমি গতি ।

তছু পদে মোর সদা মতি ॥

তোমা বিনু নাহি জানি আন ।

তুমি মম প্রাণের পরাণ ॥

যাত্রাকালে স্মরিয়া তোমায় ।

যাত্রা করি নির্ভয় হিয়ায় ॥

জঙ্গগিয়ে ঘুমায়ে হেরি তোয় ।

পদ ছাড়া নাহি কর মোয় ॥

তন্ময় জগত মোর প্রিয়ে ! ।

কহ ত দেখাই চিরে হিয়ে ॥

তুমি মোর সর্বস্ব রাতা ।

তুমি কস্মফলপ্রদ ধাতা ॥

রতি, প্রীতি, প্রেম, এই ধারা ।

এ বিপিন ভেবে তাই সারা ॥ ২১৭ ॥

প্রিয়মুখে বিপক্ষের গুণাদি শ্রবণে ।

প্রণয় প্রধান ভাবে ঈর্ষা হয় মনে ॥

সেই ঈর্ষা মান প্রাপ্ত হয় ত নিশ্চয় ।

মানের কারণ ঈর্ষা তেত্রি শাস্ত্রে কয় ॥

ঈর্ষার কারণ কোন বিপক্ষ কাস্তার ।

কাস্তমুখে গুণ আদি শ্রবণ বিস্তার ॥

তথাহি তত্রৈব ।

হেতুরীর্ষ্যা বিপক্ষাদেবৈশিষ্ট্যে জ্ঞেয়সা কৃতে ।

ভাবঃ প্রণয়মুখ্যোয়মীর্ষ্যা মানত্বম্ভ্রুতি ॥ ২১৮ ॥

স্নেহ বিনা অন্তরেতে নাহি হয় ভয় ।

প্রণয় ব্যতীত ঈর্ষা কভু নাহি হয় ॥

এই হেতু স্তনায়ক আর নায়িকার ।

প্রেম প্রকাশক মান শাস্ত্রেতে নির্দ্বার ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ।

স্নেহং বিনা ভয়ং নস্যাপ্নেয়ং চ প্রণয়ং বিনা ।

তস্মান্মান প্রকারোহয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ ॥ ২১৯ ॥

কৃষিতার শ্রায় সত্য্য হয়েন যখন ।  
 স্নেহের কারণ তবে শ্রীযত্নন্দন ॥  
 সঙ্কল্প করার শ্রায় অতি ভয়ে ভয়ে ।  
 ধীরে ধীরে প্রবেশেন সত্য্যার আলয়ে ॥  
 স্বরূপ যৌবনৈশ্বর্য্য-সৌভাগ্য-গর্ভিতা ।  
 কৃষ্ণপ্রিয়া সত্য্যভাগা শাস্ত্রেতে কীর্ত্তিতা ॥  
 তিঁহ সখী মুখে এই করেন শ্রবণ ।  
 পারিজাত পুষ্প পেল ক্লিষ্টগী এখন ॥  
 এই কথা শ্রুতমাত্রে অত্যন্তাভিগানে ।  
 দ্রবাসিতা হইলেন প্রণয় প্রধানে ॥  
 যেই রমণীর হৃদে সখ্যাদি শোভয়ে ।  
 বিপক্ষ উৎকর্ষ তার সহ নাহি হয়ে ॥  
 এই হেতু সত্য্য্য বিনা অন্যের অন্তরে !  
 সুরপুষ্প দান করি শ্রবণগোচরে ॥  
 মানিনী না হন,—এই শ্রীরূপ লিখয় ।  
 শ্রুত, অনুমিত, দৃষ্ট, ভেদেতে নিশ্চয় ॥  
 বিপক্ষ বৈশিষ্ট্য্য তিন কহিনু সঙ্কানে ।  
 বিশ্বাস লাগিয়া কহি শাস্ত্রের প্রমাণে ॥

তথাহি শ্রীশ্রীহরিবংশে ।

কৃষিতামিব তাং দেবীং স্নেহাং সংকল্পয়ন্তিব ।  
 ভীতভীতোহতি শনৈর্কৈর্কিবেশ যত্নন্দনঃ ॥

রূপযৌবনসম্পন্না স্বসৌভাগ্যেন গর্জিতা ।  
 অভিমানবতী দেবী শ্রুতৈশ্চবেশ্যা বশংগতেতি ॥  
 তত্রাপি চ সুসখ্যাদি হৃদি যস্য বিরাজতে ।  
 তস্য বিপক্ষ বৈশিষ্ট্যে নস্যাদেব সহিষ্ণুতা ॥  
 অতঃ সত্যং বিনাশ্রাসং সুসখ্যাদেবভাবতঃ ।  
 শ্রুতেহপি সুরপুষ্পস্য দানে মানো নচাভবৎ ॥  
 শ্রুতং চামুমিতং দৃষ্টং তদ্বৈশিষ্ট্যং ত্রিধামতং ॥ ২২-

প্রিয়সখী, শুকপাখী প্রভৃতির দ্বারে ।  
 শ্রবণে শ্রবণ বলে, কহিনু তোমায়ে ॥  
 অন্য নারী সম্ভোগাক্ষ, আনে আন জ্ঞানে ।  
 আস্থানের নাম “গোত্র স্থলন” বাখানে ॥  
 আর স্বপ্ন ভেদে অনুমান তিন হয় ।  
 “অনুমিতি” অর্থ এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 বিপক্ষ অথবা প্রিয় অঙ্গ চিহ্ন যেই ।  
 “ভোগাক্ষ” তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥  
 বিপক্ষের নাম ধরি অন্যে যে আস্থান ।  
 তাহার আখ্যান গোত্র স্থলন প্রমাণ ॥  
 কিস্বা বিপক্ষের নাম করিয়া ধারণ ।  
 আস্থানের নাম গোত্র স্থলন লিখন ॥  
 নাযিকার প্রতি অতি ঈর্ষার কারণী—  
 মরণ অপেক্ষা দুঃখপ্রদ সর্বক্ষণ ॥

এঁছে গোত্রস্থলন যে কহিনু নিশ্চয় ।  
 কৃষ্ণ আর বিদূষকে স্বপ্নে স্বপ্ন কয় ॥  
 অকারণে কিস্বা কোন কারণাভাসেতে ।  
 প্রণয় উদ্ভিত যেই উভয় চিত্তেতে ॥  
 নিহেঁতু মানতা কভু প্রাপ্ত তাহা হয় ।  
 প্রণয়ের পরিণাম আদ্য মান কয় ॥  
 প্রণয় বিলাস হেতু বৈভবের নাম ।  
 দ্বিতীয়াখ্য মান যার নিহেঁতু আখ্যান ॥  
 প্রণয় মানাখ্য এই দ্বিতীয়াখ্য মান ।  
 স্বশাস্ত্রে গোসাগ্রিঃ রূপ করিলা বিধান ॥

তথাহি শ্রীমদুচ্ছলনীলমণৌ ।

অকারণাদুয়োরেব কারণাভাসতাস্তথা ।  
 প্রোদ্যান্ প্রণয় এবায়ং ব্রজনিহেঁতু মানতাং ।  
 আদ্যাং মানং পরীণামং প্রণয়স্য জগুরুধাঃ ।  
 দ্বিতীয়ং পুনরস্যৈব বিলাসভর বৈভবং ।  
 বৃধেঃ প্রণয় মানাখ্য এষ এব প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২২১ ॥

সর্পের কুটিল গতি স্ভাবত হয় ।  
 তদ্রূপ প্রেমের গতি বিজ্ঞ জনে কয় ॥  
 কারণাকারণে তেঞি যুব-যুবতীর ।  
 মানের উদয় হয় কহিলাম স্থির ॥  
 অর্বহিতা আদি ব্যভিচারি ভাবগণ ।  
 এঁছে মানে শোভা পায়,—করিমু কীর্তন ॥

তথাহি প্রাচীনকৃতং ।

অহেরিব গতি প্রেমঃ স্বভাবকুটীলা ভবেনং ।

অতোহেতোরহেতোশ্চ যুনোর্ম্মান উদকতীতি ॥

অবহিতাদয়োহ্যত্র বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ ॥ ২২২ ॥

উত্তমে অধমে প্রেম প্রায় নাহি হয় ।

কর্ম্ম, কৃপা হেতু কার ভাগোতে ঘটয় ॥

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল চিন্তামণিময়ী আর ।

চণ্ডীদাস রাগী আদি নিদর্শন তার ॥

রামের মিত্রতা-প্রেম শুভকাদি সনে ।

কৃপা হেতু হয়,—এই গায় রামায়ণে ॥

শ্রীকৃষ্ণের জাম্ববতী প্রতি মেই লেহ ।

ভক্তোত্তমা হয়,—কৃপা হেতু জানি মেহ ॥

কুজা, বগিষ্ঠার্ঘ্যা গণে কৃষ্ণ প্রেম যাহা ।

কর্ম্ম আর কৃপা হেতু জানিবেক তাহা ॥

কোন এক হেতু বিনা উত্তমে অধমে ।—

কভু প্রেম নাহি হয়,—কহে বিজ্ঞগণে ॥

সমানে সমানে প্রেম প্রায় সর্বদাই ।

শাস্ত্র, বিজ্ঞমুখে এই শুনিবারে পাই ॥

প্রায় যাহা ঘটে তাহা কর্তব্য নিশ্চয় ।

ব্যতীরেক পরিণামে দুঃখ আদি হয় ॥

ভয়াতির সম্ভাবনা আছে যার স্থানে ।

তার সঙ্গে প্রেম প্রায় দুঃখ পরিণামে ॥



অতএব বিজ্ঞজন বিশেষ বুঝিয়া ।  
 প্রেম-মৈত্রী করিবেন অপেক্ষা ছাড়িয়া ॥  
 যথাপেক্ষা তথা কভু প্রেম-মৈত্রী নয় ।  
 তোমারে কহিনু বৎস ! করিয়া নিশ্চয় ॥  
 নীতি, কৰ্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম-রসায়ন ।  
 সম্বন্ধ তত্বাদি শাস্ত্রে যতেক বর্ণন ॥  
 নিদর্শন সহ এই বৈষ্ণব জীবনে ।  
 প্রকাশিনু সর্বজন প্রীতির কারণে ॥  
 এই “দশমূলরস-বৈষ্ণব জীবন ।”  
 যে নাহি দেখিল তার বুখাই নয়ন ॥  
 এঁছে তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় ।—  
 তব প্রশ্নে রচিলাম আনন্দ হিয়ায় ॥  
 নিরপেক্ষ জন এই গ্রন্থ দরশনে ।  
 বিশেষ আনন্দ পাবে,—জানি মনে মনে ॥  
 প্রেমের বিবর্ত এক করহ শ্রবণ ।  
 বেদবিধি ছাড়া ইহা,—রসিক-রঞ্জন ॥

চিত্র পদং ।

প্রেমের-বিবর্ত অতি চিত্রাকার ।  
 প্রেমিক ভক্তের যাহাতে বিহার ॥  
 বিপরীতাত্ম্য অনুক্ষণ যাহা ।  
 প্রেমের-বিবর্ত জানিবেক তাহা ॥

প্রকৃতি-বিকৃতি, বিকৃতি-প্রকৃতি ।—

প্রেম-বিবর্তের ঐছন বিবৃতি ॥

স-ভাব-অভাব, অভাব-স্বভাব ।

প্রেম বিবর্তের এই ত প্রভাব ॥

• এই আমি জ্ঞান বিরহিত যেই ।

প্রেম-বিবর্তের জ্ঞান সার মেই ॥

সব বিপরীত প্রায় যথা ভায় ।

প্রেমের বিবর্ত জানিহ তথায় ॥

রমণ-রমণী, রমণী-রমণ ।

গমন-শয়ন, শয়ন-গমন ॥

সে রতি-বিস্তৃতি, বিস্তৃতি সে রতি ।

সব বিপরীতি দেখিবেক তথি ॥

মদন কদন তথা জানি নিতি ।

বচন মরন্দ সদা প্রবাহিতি ॥

বিজাতি-স্বজাতি, স্বজাতি-বিজাতি ।

অভাতি-সুভাতি, সুভাতি-অভাতি ॥

শীতল পবন অশীতল ভায় ।

অশীতলে মানে শীতল কায়ায় ॥

প্রিয়জনে দেখে অপ্রিয় সমান ।

অপ্রিয় জনেরে করে প্রিয়জ্ঞান ॥

অবিধি জ্ঞানেতে বিধি নাহি মানে ।

অক্লিধিরে কভু বিধি করি জানে ॥

অনাচারে কভু মানয়ে আচার ।  
 আচারে কভু বা মানেন অনাচার ॥  
 সে বিধি অবিধি অতীত সদাই ।  
 ক্রিয়া-মুদ্রা তার কিছু স্থির নাই ॥  
 কুল-লাজ-মান-ধরম-সরম ।  
 সব বিরহিত,—কহিনু মরম ॥  
 সবার মুখেতে দিয়া ছানাছাই ।  
 আপন ভাবেতে ভ্রময়ে সদাই ॥  
 কখন কি ভাবে রহে সেই জন ।  
 বুঝিবারে নারে দেব-দেবী গণ ॥  
 কোথা তার ঘর খুঁজিয়া না পাই ।  
 কোন দেশ হতে আইল এথাই ॥  
 কে তার দোসর কে তার বাহন ।  
 খুঁজিয়া না পাই করিয়া যতন ॥  
 জিজ্ঞাসিলে কথা মৃদু মৃদু হাসে ।  
 কখন বা কিছু ঠারে ঠোরে ভাসে ॥  
 আহা মরি মরি কিবা তার শোভা ।  
 জগত জনের প্রাণ-মন-লোভা ॥  
 ভাবেতে বুঝিয়ে গোকুল হইতে ।  
 সে জন আসিল এই অবনীতে ॥  
 কার অশুগতাশ্রয় সেই জন ।  
 কে মোরে কহিবে ভাবিয়া আপন ॥

তাহারে যে জন পারে ধরিবারে ।  
 সেই জন ডুবে প্রেমের পাথারে ॥  
 বিপিন বিহারি দাসে কহে এই ।  
 মোরে কি কখন দেখা দিবে সেই ॥  
 প্রেমের-বিবর্ত্ত, প্রেমিক লক্ষণ ।  
 যেই নাহি জানে সেই অভাজন ॥  
 কলিভূত তারে চণ্ডীদাসে কয় ।  
 যার অনুগত এ বিপিন হয় ॥  
 এর পর প্রেম-বিবর্ত্তাদি যাহা ।  
 মোর বেদ্য নহে রাই জানে তাহা ॥  
 শ্রীগুরু-চরণ ধরিয়া হৃদয়ে ।  
 প্রেম-নিবর্ত্তাদি বিপিন কহয়ে ॥ ২২৩ ॥  
 প্রেমের তটস্থ, চিত্র-স্বরূপ লক্ষণ ।  
 হুয়া সন্নিধানে কহি করহ শ্রবণ ॥  
 স্বহৃদে প্রতিজ্ঞা তুমি করিবেক এথা ।  
 প্রেম আলাপন নাহি কর যেথা সেথা ॥  
 ব্যভিচারী সন্নিধানে প্রেম আলাপন ।  
 মরণ সমান,—এই করিমু কীর্তন ॥

চিত্র পদ্য ।

প্রেমের তটস্থ স্বরূপ যাহা ।  
 রতি পরিপাকে উপজে তাহা ॥

জড়ীয় দেহের ধরম কশ্ম ।  
 তথা নাহি,—এই কহিনু মশ্ম ॥  
 এক ভাবে সেই আনন্দ কুঞ্জে ।  
 ঘন-প্রেম রস সদাই ভুঞ্জে ॥  
 স্ব-ভাব-অভাব অচিন্ত্য ভাবে ।  
 বিপরীত ভাবে করয়ে হাবে ॥  
 রতি পরিপাকে তন্ময় ধর্মে ।  
 বিপরীত ভাব উঠয়ে মর্মে ॥  
 দাবানল শিখা জীবন হয় ।  
 জীবনাগ্নি শিখা স্বরূপ কয় ॥  
 সুধা বিষ সম গুণহি ধরে ।  
 বিব সুধাসম হৃদয়ে চরে ॥  
 মরণ বরণ দেখিয়ে তথা ।  
 পীড়াদি বৈভব জানিবে যথা ॥  
 বিপরীত জ্ঞান-প্রেমেতে স্ফূরে ।  
 এই কথা কহে প্রেমিক সুরে ॥  
 ঘন-হীমরাশি রহয়ে যেথা ।  
 আগি সম স্পর্শ মানয়ে সেথা ॥  
 সন্তোগ আনন্দে প্রেম-স্বভাবে ।  
 বিরহেতে হয় দুঃখানুভাবে ॥  
 প্রেমের স্বরূপ নন্দ কি শোক ।—  
 এথায় জানয়ে দু-এক লোক ॥



বৈরাগা বারণ,                      সিনান কারণ,

যার নীরে নাহি যায় ॥

কৃষ্ম অভিমান,                      জলচর আন,

সদা বিবর্জিতা হয় ।

মহামৃত সার,                      জীবন তাহার,

স্নানে জরা নাহি রয় ॥

পানে মৃত্যু ভয়,                      দূরীভূত হয়,

কি কব শোকাদি কথা ।

যার রম্য তীরে,                      ভাবুক সুধীরে,

খেলে হঞা অনুগতা ॥

ভাবের বাতাসে,                      ফাঁপয়ে উল্লাসে,

জুয়ার कहিয়ে তায় ।

কর্ষ্মাদি পবন,                      করিলে দর্শন,

ন্যূনতা হইয়া যায় ॥

রম্য দ্বীপে যার,                      নিকুঞ্জ মাঝার,

রতন মন্দির লোভা ।

তাহার ভিতরে,                      যোগ পীঠোপরে,

বিচিত্র কমল শোভা ॥

তার কর্ণিকায়,                      অটল হিয়ায়,

প্রেমানন্দময় শ্যাম ।

শ্রীরাধার সঙ্গে,                      বিলাসয়ে রঙ্গে,

সে বিলাস অমুপাম ॥

পদ্ম দলে দলে,                      প্রিয়ালি সকলে,  
নিজ নিজ সেবা লঞা ।—

• শ্রীরাধা মাধবে,                      সেবা করে সবে,  
   প্রেমভরাগ্নিতা হঞা ॥

শ্যাম-সোহাগিনী,                      প্রেম-তরঙ্গিণী,  
যাহারে লইলা টানি ।

সদা সর্ববিক্ষণ,                      হেরয়ে সেজন,  
   ঐছন বিলাস থানি ॥

ব্রজ-বিহারিণী,                      প্রেম-তরঙ্গিণী,  
যেই পুণ্য দেশে আছে ।

গুরু পদ পাশে,                      এ বিপিন দাসে,  
তথায় জনম যাচে ॥ ২২৫ ॥

সহেতু, নিহেতু মান যুব-যুবতীর ।

অবশ্য উদয় হয়,—কহে যত ধীর ॥

তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে সহেতুক মান ।

সম্ভব না হয়,—এই শাস্ত্রের বিধান ॥

হেহাভাস মান কৃষ্ণে কভু দেখা যায় ।

রাধার বিলম্বে কভু মানে শ্যাম রায় ॥

রাধারে স্বপাশ হেরি য়ানে শ্রীবদনে ।—

অবনত করি রন নিকুঞ্জ ভবনে ॥

স্বয়ং শান্তিলাভ করে হেতু হীনমান ।

আশ্লেষ, চূষন, অশ্রু, যার পরিণাম ॥



সাম, ভেদ, ক্রিয়োপেক্ষা, নতি আর দান ।—

প্রভৃতির রসাস্তুর যোগে মতিমান ! ॥—

উপশম প্রাপ্ত হয় সহৈতুক মান ।

এঁছে মানে অশ্রু, হাস্য আদি পরিণাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

হেতুর্যন্ত সমং যাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ ।

সামভেদ ক্রিয়াদান নতুাপেক্ষা রসাস্তুরৈঃ ।

মানোপশমনশ্রাক্ষা বাস্পমোক্ষ স্মিতাদয়ঃ ॥ ২২৬ ॥

আকস্মিক ভয়াদির প্রস্তাবনা যেই ।

রসাস্তুর তার নাম,—কহিলাম এই ॥

“যাদৃচ্ছিক” আর “বুদ্ধি পূর্ব্বক” ভেদেতে ।

রসাস্তুর দ্বিপ্রকার জানিহ মনেতে ॥

মেঘধ্বনি আদি যাহা আচম্বিতে হয় ।

যাদৃচ্ছিক তার নাম জানিহ নিশ্চয় ॥

মেঘধ্বনি শুনি ভদ্রা সভয় অন্তরে ।

মান ভুলি ধাত্রা শ্যামে জড়াইয়া ধরে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

আকস্মিক ভয়াদীন্যং প্রস্তুতিঃ শ্রাদ্ধসাস্তুরং ॥

যাদৃচ্ছিক বুদ্ধি পূর্ব্বমিতি দ্বৈধা তদুচ্যতে ॥

উপস্থিত মকস্মাদবত্কন্যাদৃচ্ছিকমুচ্যতে ॥ ২২৭ ॥

জলধন নাদ কাম উদ্দীপক হয় ।

তাহে মান ভঙ্গ তেত্রিঃ সমুচিত কয় ॥

প্রত্যুৎপন্ন কাস্তু দ্বারা যাহা কৃত হয় ।

“বুদ্ধি পূর্ব রসাস্তর”—সেই ত নিশ্চয় ॥

তথাহি তটৈব ।

বুদ্ধিপূর্ব্বস্ত কাস্তেন প্রত্যুৎপন্ন বিয়াকৃতং ॥ ২২৮ ॥

• অন্যোপায় বিনা দেশকাল বল দ্বারে ।

কিন্মা বংশী শ্রবণেতে গোকুল মাঝারে ॥

গোপীর নিহেতু মান লয়প্রাপ্ত হয় ।

হেতু তারতম্যে নিহেতুক মান জয় ॥

লঘু, মধ্য, জ্যেষ্ঠ, এই তিন মত কয় ।

যেই মান অল্প আয়াসেতে সাধ্য হয় ॥

“লঘু” মানাখ্যান তার,—করিনু কীর্তন ।

যত্নে সাধ্য যেই সেই “মধ্যম” লিখন ॥

শ্রেয়োপায়ে যেই মান দুঃসাধ্য জানিবে ।

সেই ত “দুর্জয় মান” মনেতে বুঝিবে ॥

তথাহি তটৈব ।

ভারতন্যস্ত মানসঃ হেতো আভারতমাতঃ ।

স্তাল্লঘুর্মধ্যমশ্চসৌ মহিষ্ঠশ্চেত্যতন্ত্রিধা ॥

সুসাধ্যঃ স্যাল্লঘুর্মানো যত্নসাধ্যাস্ত মধ্যমঃ ।

দুঃসাধ্যঃ আত্মপায়েন মহিষ্ঠঃ শ্রেয়সাধ্যং ॥ ২২৯ ॥

“বপকের শিরোমণি, কিতবেন্দ্র, বাম ।—

মহাপূর্ত্ত, ধর্ম্মধ্বংসি, স্ত্রী-চোর, স্বকাম ॥—

হায় ! হায় ! এ ভ্রজের দশা কি হইবে ।  
 শ্যাম বিনা সবে বাম ভাবেতে ধাইবে ॥  
 বৃন্দাবন বন সম হইবে নিশ্চয় ।  
 “ভাবী বুদ্ধি পূর্বব” এই,—রসশাস্ত্রে কয় ॥  
 “হে হৃদয় ! তোরে এই করি নিবেদন ।  
 উদয় গিরিতে ভাঙ্গু বিষ্ম সুরঞ্জন ॥—  
 সমুদিত দেখি, ক্রুর গান্ধিনী—নন্দন ।—  
 প্রাণহর রথোপরি করি আরোহণ ॥—  
 যদবধি যাত্রানান্দী করিছে পঠন ।—  
 সেই কাল মধ্যে শীঘ্র হও বিদীরণ ॥  
 নতুবা ভূক্ষুটকারী অশ্ব সমুদয় ।  
 ক্ষুটিত করিবে তোরে, কহিষু নিশ্চয় ॥”  
 “ভবং বুদ্ধি পূর্বক” সূদূর প্রবাস ।  
 তুয়া সন্নিধানে এই,—করিষু প্রকাশ ॥  
 “নিজেচ্ছায় কংসবৈরী মধুরা নগরে ।—  
 অবস্থিতি করিলেন আনন্দ অস্তুরে ॥  
 লোকাতীত মহা বিপদুর্দ্দিন আমায় ।—  
 কেন পীড়া নাহি দেয়,—কি করি উপায় ॥  
 কিন্তু প্রাণরক্ষা তরে যে আশা শঙ্করে ।—  
 হৃদয়ে ধরিয়াছিষু সে এবে মধুরে ॥  
 নিবিড় বড়বানল সদৃশ হইয়া ।  
 বড় পীড়া দিছে সখি ! মরিষু স্থলিয়া ॥”

“ভূত বুদ্ধি পূর্বক সুদূর প্রবাস ।”  
 ললিত মাধব দৃষ্টে করিষু প্রকাশ ॥  
 “বুদ্ধি পূর্বক ভূত সুদূর প্রবাসে ।”  
 সুব-সুবতীর বার্তা প্রেরণ প্রকাশে ॥  
 উদ্ধব সম্বাদ ইথে প্রমাণ আছেয় ।  
 উদ্ধবের দ্বারা কৃষ্ণ গোপীগণে কয় ॥  
 “কেন প্রিয়ে গোপীগণ ? আমার কারণে ।  
 মদন বিভ্রমায়িত প্রথর তাপনে ॥—  
 সম্ভাপিত হইতেছ সদা সর্বক্ষণ ।  
 আমার প্রতিমা করি করহ সেবন ॥  
 দুই তিন দিন মধ্যে তোমা সবা স্থানে ।—  
 নিশ্চয় যাইব আমি স্থির কর প্রাণে ॥”

তথাহি শ্রীমহাকব সন্দেহে ।

সোড়বাং তে কথরপি বলাচ্ছুধী মুদ্রস্থিৎ  
 তীত্রোত্তাপং হৃতমনসিকোদ্ধাম বিক্রান্তি চক্রং ।  
 দ্বিত্বৈরেব প্রিয়সখি দিনৈঃ সেবাভাং দেবি শৈন্যে  
 যাত্তামি স্বং প্রণয় চটুল জয়গাঙ্ঘরাগাং । ২০২ ।

পরাধীন হৈতে যাহা সমুৎপন্ন হয় ।  
 “অবুদ্ধি পূর্বক” সেই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 ঐছে পারভদ্রা জানি দিবাদি জনিত ।  
 অনেক প্রকার হয়,—কহিষু নিশ্চিত ॥

প্রবাসাখ্য বিপ্রলস্তে চিন্তা আদি করি ।  
 দশ দশা ঘটে,—এই কহিমু বিবরি ॥  
 প্রবাসাখ্য বিপ্রলস্তে যৈছে নাগিকার ।—  
 দশ দশা ঘটে,—তৈছে নায়কে বিচার ॥  
 বিপ্রলস্ত ভেদ এই করিমু কীর্তন ।  
 সম্ভোগের ভেদ তবে করহ শ্রবণ ॥  
 কৃষ্ণের প্রকট লীলা বিশেষামুসারে ।  
 পোপীর বিরহাবস্থা শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥  
 চিন্ময়, আনন্দ, দিব্য, নিত্য-বৃন্দাবনে ।  
 কৃষ্ণের বিহার নিত্য করি দরশনে ॥  
 রাস আদি ক্রীড়াসুর সুরগুরু—শ্যাম ।—  
 রাসাদি ক্রীড়ায় মগ্ন ব্রজে অবিশ্রাম ॥  
 দিব্য অপ্রকট নিত্য-লীলায় শ্রীহরি ।  
 বৃন্দাবনে সদা রন,—কহিমু বিবরি ॥  
 নির্ভী বিলাসেতে তাঁর গোপাঙ্গির সনে ।—  
 কখন বিচ্ছেদ নাই, কহে ঋষিগণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বাল্মীকীসংগ্ৰহে ।

হরেলীলা বিশেষস্য প্রকটভাস্যসারতঃ ।  
 বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামক্ৰবামনৌ ॥  
 বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদি বিভ্রমৈঃ ।  
 হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহোৎকৃতি ন কহিতি ॥

তথাচ পান্দ্রে পাতালথণ্ডে মধুরামাহাষ্যোচ ।

গো গোপ গোপিকা সঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহেতি ॥২৩৬॥

• “ক্রীড়তীতি” বর্তমান প্রয়োগ কারণ ।

কৃষ্ণের লীলাদি নিত্য কে করে খণ্ডন ॥

দর্শনালিঙ্গন আদি আশুকূল্য তরে ।

যুব-যুবতীর যেই ক্রীড়া রহাস্তরে ॥

তাহার উল্লাসোপরি ভাব উঠে যেই ।

সন্তোগ তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥

গোণ, মুখ্য ভেদে এই সন্তোগ দ্বিমত ।

সশাস্ত্রে গোসাঞি রূপ করিল বেকত ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

দর্শনালিঙ্গনাদিনামাশুকূল্যানিষেবয়া ।

যুনোরুপসমারোহন্ ভাবঃ সন্তোগ ঐর্ঘ্যতে ॥

মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গোণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ ॥ ২৩৬ ॥

পূর্ববরাগ, মান, কিঞ্চিদূর, বহুদূর ।

এই চারি ভেদে মুখ্য সন্তোগ নিবৃঢ় ॥

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ আর সম্পন্নক্ৰিমত ।

চতুর্বিধ হয় মুখ্য, সন্তোগ স্তরত ॥

পূর্ববরাগ অনন্তর সংক্ষিপ্ত-প্রকাশ ।

“সংকীর্ণ” মানের পর,—কহিষু নির্ধাস ॥

কিঞ্চিদূর প্রবাসান্তে “সম্পন্ন” নিশ্চয় ।

সুদূর প্রবাস পর “সম্বুদ্ধিমান্” কয় ।

এই চতুর্বিধ মুখ্য সন্তোগ যে হয় ।

জাগ্রদবস্থায় ইহা,—স্বপ্নাদিতে নয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায় সন্তোগঃ স চতুর্বিধঃ ।

তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ ।

জাতান্ সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্নক্ষিমতো বিহুঃ ॥ ২৩৬ ॥

লজ্জা আদি ভয় হেতু সন্তোগ সময় ।

ভোগ্যবস্তু অল্প দুইজনে নিষেবয় ॥

সংক্ষিপ্ত সন্তোগ সেই, জানিহ নিশ্চয় ।

আদি শব্দে অসহিষ্ণু ভাব কেহ কয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বস ত্রীড়িতাদিভিঃ ।

উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ২৩৭ ॥

সংক্ষিপ্ত সন্তোগ যেই নাযকের দ্বারে ।—

পরকাশ হয়,—তাহা কহিব তোমারে ॥

শ্রীকৃষ্ণের যেই হস্তগিরিগোবর্দ্ধন ।—

উত্তোলন করি রক্ষা করে বৃন্দাবন ॥

প্রথম মিলনে সেই হস্ত সুকোমল ।

শ্রীরাধার স্তন স্পর্শে হইল বিকল ॥

সেই হস্ত রক্ষা করু তোমা সখাকারে ।

এই ভিক্ষা মাগি মুণ্ডি বিবিধ প্রকারে ॥

তথাহি সপ্তসত্যং ।

নীলাহিতু লিঙ্গ সৈলো রক্ত থ উ বো  
রাহিয়া খেণপ্ফংসে । হরিণোপঃচুম  
সমাগম সঙ্ক্ৰম বেবল্লিও হথো ॥ ২৩৮ ॥

নবীন সঙ্গমে রাই আপন বদন ।—  
কুমোর চুম্বনে বস্ত্রে করে আচ্ছাদন ॥  
আলিঙ্গনে অঙ্গ সব সঙ্কুচিত করে ।  
কেলি কথা শুনি বাক্য মুখে নাহি সরে ॥  
তথাপি আগোদ করে নাগরের সনে ।  
“সংক্ষিপ্ত সন্তোগ” এই নায়িকার ভণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্জলনীলমণৌ ।

চুষে পটাবৃতমুখী নবসঙ্গমেহু-  
দালিঙ্গনে কুটিলতান্নলতা তদাসীৎ ।  
অব্যক্ত রাগজনি কেলিকথাস্থ রাধা  
মোদং তথাপি বিদধে মধুহৃদনস্য ॥ ২৩৯ ॥

অত্যন্ত অপ্রিয় বৈরি গুণাদি কীৰ্ত্তন ।  
আত্ম বঞ্চনাদি চিত্তে স্মরণ কারণ ॥  
আশ্লেষ-চুম্বন আদি রত্ন উপচার ।—  
সঙ্কুচিত হয় যথা “সঙ্কীর্ণাখ্য” তার ॥  
তপ্তেক্ষু চর্কণ কালে স্বাদু, উষ্ণতার ।—  
অনুভব হয় যৈছে জৈছে ভাব তার ॥



তথাহি তত্রৈব ।

যত্র সঙ্কীৰ্য্যমানাঃ স্মার্য্যলীক স্মরণাদিভিঃ ।

উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিস্তিস্তপ্তেকুপেশলঃ ॥ ২৪০ ॥

প্রবাস হইতে কাস্তু আসিয়া ভবনে ।

যে সন্তোগ আচরয়ে নিজ কাস্তা সনে ॥

“সম্পন্ন” তাহার নাম সম্পূর্ণ সঙ্গম ।

সেই ত সঙ্গম দুই অতিশয়োত্তম ॥

লোক ব্যবহার দ্বারা আগমন যেই ।

“আপত্তি” তাহার নাম,—কহিলাম এই ॥

বিহ্বল মানসা-রুঢ়ভাব বিক্রমণে ।—

হেন প্রিয়াগণ অগ্রে অকাস্মাদগমনে ॥

“প্রাদুর্ভাব” বলি বাখ্যা করে বুধগণ !

রাসপঞ্চাধ্যায় যার স্পষ্ট নিদর্শন ॥

তথাহি শ্রীদশমে ।

তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মান মুখামুজঃ ।

পীতাম্বরধরঃ শ্রদ্ধী সাক্ষান্নম্রথম্নম্রথঃ ॥ ২৪১ ॥

রুঢ় ভাবে বিপ্রলস্ত সন্দ্বন্ধী সন্তোগ ।

যদ্যপি কখন বৎস ! হয় স্তসংযোগ ॥

সেই ত সন্তোগ পূর্ণানন্দ সীমা হয় ।

যাহার বিরহে আৰ্ত্তি বৈগুণ্য উদয় ॥

আর যদি তাহে অনুরাগের কারণ ।

কভু স্ফূর্তি প্রাপ্তর্জাব হয় দরশন ॥  
 তবে তার সর্বাভীষ্ট সুখোদয় হয় ।  
 . সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগের শুন পরিচয় ॥  
 পারতন্ত্র্য হেতু যেই যুব-যুবতীর ।  
 বিচ্ছেদ ঘটন হয় জানিহ সুধীর ॥  
 অথচোভয়ের হয়, দুঃখ ভ দর্শন ।  
 হেন অবস্থায় যেই সুস্তোগোন্ময়ন ॥  
 সেই ত “সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ” নিশ্চয় ।  
 বিচ্ছেদান্তে রতি অতি সুখকর হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্রঙ্গলনীলমণৌ ।

দুঃখভালোকয়োবৃনোঃ পারতন্ত্র্যাচ্ছিবুভয়োঃ ।  
 উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ২৪২ ॥  
 এই ত মধুর রস পরিপাক হয় ।  
 পূর্বের করিয়াছি যেই সন্তোগ নিশ্চয় ॥  
 প্রচ্ছন্ন, প্রকাশ ভেদে সে চারি সন্তোগ ।  
 দুই রূপ হয়, ন্যাহে উল্লাসের যোগ ॥  
 স্বপ্নকালে নায়কের আলিঙ্গন যেই ।  
 “গৌণ সন্তোগীশ্বা” তার, কহিলাম এই ॥  
 সামান্য, বিশেষ ভেদে স্বপ্ন বিশ্রকার ।  
 ব্যতিচারি ভাবে দেখ “সামান্য” বিস্তার ॥  
 জাগর্য্য বিশেষ যেই সেই ত “বিশেষ ।”  
 বিশেষ অঙ্কুর অতি,—কহিলাম শেষ ॥

ভাবোৎকণ্ঠাময় স্বপ্ন সন্তোষ যে চারি ।

উল্লাস লাগিয়া তাহা কহিব বিচারি ॥

“রসিকেন্দ্র চূড়ামণি নিকুল্ল মাঝার ।

বিহরিতে বিহরিতে স্বপ্নেতে আমার ॥

অনুদিন করে সখি ! বদন চুস্বন ।”

পূর্বরাগবতী রাই বিশাখারে কন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বিহারং কুর্দ্ধাণস্তরগিতনয়াতীর বিগিনে

নবাস্তোদশ্রেণী মধুরিম বিড়ম্বি দ্ব্যতিভরঃ ।

বিদগ্ধানাং চূড়ামণিরহুদিনং চুষতিমুখং

মম স্বপ্নে কোহপি শ্রিয়সখি বলীয়াত্তবযুবা ॥ ২৪৩ ॥

স্বপ্নেতে সংক্ষিপ্ত এই করিমু কীর্তন ।

সকীর্ণ সন্তোষ স্বপ্নে করহ শ্রবণ ॥

“সেই ধূর্ত স্বপ্নে মঝু হৃদয় অঙ্গনে ।—

রসবৃষ্টি করে তেত্রিঃ মানাগি আপনে ॥—

উপশম হইয়াছে, কহিনু তোমারে ।

বিস্তীর্ণ মানাগি নিভে তার রস ধারে ॥”

১

তথাহি তত্রৈব ।

সখির্জুহু মাভূল্লবুরপি ন দোষঃ স্মৃষি মে

ন মানাগি জালামশময়মহং তামসময়ে ।

স ধূর্তন্তে স্বপ্নে ব্যাধিত রসবৃষ্টিং ময়ি তথা

যতো বিস্তীর্ণপি স্বরসিহ্মমরাসীহুপশমং ॥ ২৪৪ ॥

“নাগরী সংসর্গ লাগি নিঠুর শ্রীহরি ।  
 মোরে ত্যাগ করি গেলা মথুরা নগরী ॥  
 তথা নিজানন্দে করু নাগরী বিলাস ।  
 কিন্তু মম মৃত্যু দশা করিলা প্রকাশ ॥  
 স্বপ্নহলে বৃন্দাবনে করি আগমন ।  
 স্ববলে আশ্রয় ধরি করয়ে রমণ ॥  
 হায় ! কোন্ নারী ইহা সহিতে পারয় ?”  
 সম্পন্ন সন্তোষে স্বপ্নে এইত লিখয় ॥

তথাহি হংসদূতে ।

প্রযাতো মাং হিঙ্গা যদি কঠিন চূড়ামণিরসৌ ।  
 প্রযাতু স্বচ্ছন্দং মম সমগ্রধর্মঃ কিলগতিঃ ॥  
 ইদং সো-তুং কা বা প্রভবতি যতঃ স্বপ্ন কপটা—  
 দিহায়াতো বৃন্দাবন ভূবি বলাশ্রম্য রময়তি ॥ ২৪৫ ॥

“আয়াস্তামীতস্ত” এই কৃষ্ণ বাক্য যেই ।  
 সময় ধর্মের অর্থ ভাষ্যে দেখি সেই ॥  
 “সময় অপথাচার” করি দরশন ।  
 তেত্রিঃ বুঝি নিত্য তাঁর রাধাতে রমণ ॥  
 “অনেক যতনে সখি ? বহুদিন পরে ।  
 মম স্বপ্ন উপগতে নয়ন চহরে ॥  
 শ্রাণহরি কৃপা করি কৈলা আগমন ।  
 হা কষ্ট ? অক্রুর আসি করিলা হরণ ॥”

তথাহি শ্রীললিতমাধবে ।

চিরাদদ্য স্বপ্নে মম বিবিধ যত্নাদুপগতে  
 প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি ময়নমোরজগ ভুবং ।  
 গৃহীত্বা হা হস্ত ত্বরিতমথ তস্মিন্নপি রথং ।  
 কথং প্রত্যাশ্রয়ঃ স খলু পুরুষো বীজপুরুষঃ ॥ ২৪৬ ॥

স্বপ্নেতে সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগ যে হয় ।  
 সপ্রমাণ তুয়া ঠাঞি কহিনু নিশ্চয় ॥  
 যৈছে অনিরুদ্ধ আর উষার স্বপন ।  
 অবাধে সম্পন্ন হয়, করি দরশন ॥  
 তৈছে যুব-যুবতীর স্বপ্ন কদাচন ।—  
 তুল্যরূপে সত্য হয়, কহে মুনিগণ ॥  
 অতএব সিদ্ধ ভক্তগণ কদাচন ।  
 জাগ্রদবস্থাতে পান মালাদি চন্দন ॥

তথাহি শ্রীমদ্বজ্রলনীলমণৌ ।

তুল্য স্বরূপ এবামং প্রোদ্যন্ যমোৰ্দ্ধমোরপি ।  
 উষানিরুদ্ধমোর্যর্থং কৃচিং স্বপ্নোপাবাধিতং ॥  
 অতএব হি সিদ্ধানাং স্বপ্নোহপি পরমাদ্বুতে ।  
 প্রাপ্তানি মণ্ডনাদীনি দৃষ্টবন্তে আগরেহপিচ ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীবিজয়মঙ্গল, হরিবংশ, বংশীদাস ।  
 শ্রীবিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণদাস, শ্রীনিবাস ॥  
 রামধা-কৃষ্ণ কৃপাদত্ত মালাদিচন্দনে ।  
 জাগ্রদবস্থায় পান,—কহে ভক্তগণে ॥

# শ্রী শ্রীকৃষ্ণস্য স্বপ্নবিলাসঃ ।

পদং ।

রসিক-রঞ্জন, স্বপ্ন সম্মিলন,  
শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যেই ।

কহিতে হৃদয়, ভয়েতে কাঁপয়,  
তথাপি কহিয়ে এই ॥

নিভূতে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,  
স্ববেলে কহেন শ্যাম ।

বিগত নিশায়, স্বপনে পিয়ায়,  
পেখিলু আপন ঠাম ॥

সে পিয়া আসিয়া, মুচকী হাসিয়া,—  
বৈঠল আমার পাশে ।

কমল বদন, হেরিয়া নয়ন,—  
ভ্রমর পরমোল্লাসে ॥—

সৌম্য কমল, সুধা নিরমল,  
পিতে করে অভিলাষে ।

তাহা বুঝি ধনী, কমল-বদনী,  
মুহু-মুহু হাসি ভাসে ॥

কহে সুবদনী, কেন গুণমণি,  
ডাকিল নিশায় মোয় ।

পিয়ার বচন, করিয়া শ্রবণ,  
কহিলাম ?—কহি তোয় ॥



মনের উল্লাসে, স্বপন বিলাসে,  
প্রকাশে রসিক পাশে ॥ ২৪৮ ॥

শ্রী শ্রীরাধায়াঃ স্বপ্নবিলাসঃ ।

চিত্র পদং ।

শুনলো সজনি ! স্বপন বিলাস ।  
বিগত নিশায়, সে রসিক রায়,  
আ ওল হাগারি পাশ ॥ প্রঃ ॥  
সখীগণ সনে, শ্যাম আলাপনে,  
দুমানু আপন ঘরে ।  
হাসিয়া হাসিয়া, নাগর আসিয়া,  
বৈঠল শিথানোপরে ॥  
চিবুক ধরিয়া, চুম্বন করিয়া,  
পরশিলা মোর বুকে ।  
তবে ত নাগর, . . . শোভেব উপর,  
শুইলা আপন স্নেহে ॥  
মোরে আলিঙ্গিয়া, হৃদয়ে তুলিয়া,  
রাখিলা যতন করে ।  
হগ্রা কুতূহলী, শ্রবণে অঙ্গুলী,—  
দিলা মধু মহাদরে ॥  
নিদ তেয়াগিয়া, সিংহরী উঠিয়া,  
বৈঠলু শয়নে স্নেহে ।



চারিদিক চাঞা,            তারে নাহি পাঞা,  
মরিমু মরম দুখে ॥

সরবস ধন,            হৃদয় হরণ,—  
করিয়া আমার সেহ ।

হইলা গোপন,            কহিনু স্বপন,  
নাহি শুনে যেন কেহ ॥

সজনি ! তোমায়,            সরল হিয়ায়,  
কহিনু স্বপন কথা ।

বিলাস মঞ্জরী,            কহে ও সুন্দরি !

আমি ত ছিলাম তথা ॥ ২৪৯ ॥

বিশ্ব-তৈজসাদি তুর্য্য অবস্থা অতীত ।

প্রেমময়াবস্থাপন গোপীর নিশ্চিত ॥

অতএব রজোগুণ জন্ম স্বপ্ন যেই ।

গোপীকার নাহি হয়,—কহিলাম এই ॥

তদ্রূপ সিদ্ধ সবার স্মানিহ নিশ্চয় ।

শাস্ত্র-যুক্তি সিদ্ধ ইহা মিথ্যা কভু নয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংপ্রিতানাং তাং

পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাং । ন সম্ভবত্যেব হরি

প্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোগুণে বিজ্ঞপ্তিতো যঃ ॥ ২৫০ ॥

শ্রীহরি-ভাবের অতি আশ্চর্য্য বিলাস ।—

অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন হৃদে করিয়া প্রকাশ ॥—

অত্যধিকভাবে কৃষ্ণে সঙ্গম করায় ।

অত্যন্ত নিগূঢ় এই কহিনু তোমায় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ইতোষ হরিভাবস্য বিলাসঃ কোহপি পেশলঃ ।

চিৎ স্বপ্নমিবা তস্মৈ কৃষ্ণং সঙ্গময়তালং ॥ ২৫১ ॥

নিত্য সিদ্ধ-সিদ্ধগুরু করিয়া সেবন ।

ঐছে ভাব, তস্ব, শিক্ষা করে ভক্তগণ ॥

দর্শন, স্পর্শন, জল্প, বক্তা সংরোধন ।

জলকেলি, নৌকাখেলা, স্ত্রীবেশ ধারণ ॥

বৃন্দাবন ক্রীড়া, রাস, চুম্বনা-লিঙ্গন ।

লীলা দ্বারা চৌর্য্য, ঘটু, কুচনথার্পণ ॥

কুঞ্জে লুকায়িত, দ্যুতক্রীড়া, মধুপান ।

ছলনিদ্রা, বিশ্বাধর সুধাপান, গ্রাণ ॥

কর আদি বিনিয়োগ, বসনাকর্ষণ ।

ইত্যাদিক অসুভব দশার গণন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অধৈতেন নিরূপ্যন্তে তদ্বিশেষাঃ অপেশলাঃ ।

যেন ভাবদশামস্যাঃ প্রাপ্তবস্তি রতেঃ ক্ষুটঃ ॥

তে তু সন্দর্শনং জল্পং স্পর্শনং বক্তাং রোধনং ।

রাস বৃন্দাবন ক্রীড়া যমুনাস্থনি কেলয়ঃ ॥

নৌখেলা লীলয়াচৌর্য্যং ঘটুঃ কুজাদিলীনতা ।

মধুপানং বধুবেশধৃতিঃ কপট স্পৃহতা ॥

দ্যুতকীড়া পটাকৃষ্টিশ্চুস্বনাশ্লেষো নথার্পণং ।

বিষাধর সুধাপানাং সম্প্রয়োগাদয়ো মতাঃ ॥ ২৫২ ॥

নিরজনে স্ত্রীসন্তোগ দুই মত হয় ।

সম্প্রয়োগ আর লীলাবিলাস নিশ্চয় ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা বিলাসাস্বাদনে ।—

যেমন আনন্দ লভে সুরসিক গণে ॥

তদ্রূপ আনন্দ নারী সন্তোগে না পান ।

বেদ, বিধি, এই কথা সদা করে গান ॥

তথাহি তত্রৈব ।

বিদগ্ধানাং মিথোলীলা বিলাসেন যথাসুখং ।

ন তথা সম্প্রয়োগেন স্যাদেবং রসিকা বিহঃ ॥ ২৫৩ ॥

হে বিধাতঃ ! তুয়া পদে করি নিবেদন ।

যথেষ্ট ইতর তাপ করিহ অর্পণ ॥

তাহাও করিব সহ, হে চতুরানন ! ।

তথাপি রসানভিক্ষে রস নিবেদন ॥—

কপালে আমার নাহি লিখ কদাচন ।

তব দত্ত তাপে যার যাউক জীবন ॥

অরসিক সন্নিধানে রস সঙ্কীর্ণন ।

অতিশয় বিড়ম্বনা,—কহে কবিগণ ॥

উত্তপ্ত শিলায় যৈছে বীজের বপন ।

তৈছে অরসিক স্থানে রস নিবেদন ॥

বিষাণাদি হীন পশু যৈছে কদাকার ।

তৈছে অরসিক নর স্থগিত সবার ॥

এই সব হেতু কহি অরসিক ঠাই ।

রস নিবেদনাপেক্ষা দুঃখ আর নাই ॥

• দস্তে তৃণ ধরি বিধে ! করি নিবেদন ।

এছে দুঃখ মোরে নাহি দিবে কদাচন ॥

তথাহি প্রাচীনকৃতং ।

ইতরতাপ বিতর তানি যথেষ্টয়া সহে চতুরান ।

অরসিকে রসমু নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ ॥ ২৫৪ ॥

নীচের নীচত্ব যায় কোন ভাগ্যোদয়ে ।

সেই ভাগ্য নীচভাগ্যে প্রায় না ঘটয়ে ॥

অতএব নীচ সঙ্গে রসাদ্যাস্বাদন ।

বিজ্ঞজন নাহি করে,—কহে শাস্ত্রগণ ॥

নীচ সঙ্গে রসাদির আস্বাদন যেই ।

সেই ত মরণ দুঃখ, কহিলাম এই ॥

রস পিপাসায় যদি যায় এ জীবন ।

তাহে হৃদে দুঃখ না গণিবে কদাচন ॥

তথাপিহ রসতৃষ্ণা শাস্তির কারণ ।

নীচ সঙ্গে নাহি কর রস আস্বাদন ॥

অরসিক আর নীচ দুই তুল্য হয় ।

নিশ্চয় নিশ্চয় এই নিশ্চয়ে নিশ্চয় ॥

কাশক্ষেত্রে বীজক্ষেপ ব্যর্থ হয় যৈছে ।  
 নীচে রস আদি উপদেশ ব্যর্থ তৈছে ॥  
 তৃণাপসারিত ক্ষেত্র বিনা বীজ ক্ষেপে ।—  
 ফল লাভ দূরে রহ, —বাড়য়ে আক্ষেপে ॥  
 নীচ নীচ উপদেশ গ্রাহ করে যৈছে । •  
 মহত্বপদেশ গ্রাহ নাহি করে তৈছে ॥  
 অতএব পরীক্ষান্তে বিচক্ষণ জন ।  
 নীচে রস আদি শিক্ষা দেন সর্ববক্ষণ ॥  
 অর্থলোভী-ব্যবসায়ী আচার্য্য যাঁহারা ।  
 পরীক্ষা প্রভৃতি নাহি করিয়া তাঁহারা ॥  
 যারে তারে তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া প্রদান ।  
 ভক্ত হৃদে দুঃখশেল করেন সন্ধান ॥  
 শ্রীস্বরূপ রায় সনে শ্রীশচীনন্দন ।  
 যেই রস আশ্বাদেন হইয়া গোপন ॥  
 সেই রতি রস এবে যথায় স্থথায় ।—  
 গাইছে গায়কগণ অর্থাদি আশায় ॥  
 অরসজ্ঞ-ভক্তিহীন জনের বদনে ।  
 ঐছে রস ভক্তগণনা করে শ্রবণে ॥  
 চোঁঠাজন সনে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।  
 যেই রস কভু নাহি করে আশ্বাদন ॥  
 এবে সগিতির মাঝে সাধারণ ঠাই ।  
 সেই রস সঙ্কীৰ্ত্তন শুনিবারে পাই ॥

ঐছে অপ্ৰাকৃত রস স্নিগ্ধ ভক্ত বিনে ।  
 শ্রবণ উচিত নহে,—কহেন প্রাচীনে ॥  
 গুহ্যতম যেই রস শাস্ত্রে বিস্তে কহে ।  
 সে রস সমিতি মাঝে কভু গেয় নহে ॥  
 কি কব দুঃখের কথা বারনারীগণ ।  
 ঐছে রস সার এবে করিছে কীর্তন ॥  
 ভক্ত-বিষ্ট বলি পরিচিত বহুজন ।  
 সেই সঙ্কীৰ্তন দেখি করেন শ্রবণ ॥  
 না জানি এ কলিয়ুগে পারে কিবা হবে ।  
 তব শিক্ষা দিবে বুঝি বারনারী সবে ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 ওরে বৎস্য ! মোর বাক্য করহ শ্রবণ ॥  
 অনধিকারির মুখে রসসার গান ।—  
 শ্রবণ না কর কভু হবে সাবধান ॥  
 প্রিয় কর্ণধার পদ কুরিয়া সেবন ।  
 শিথিলে বিলাস আদি তব প্রয়োজন ॥  
 “শিক্ষেদুগুৰ্বান্না দৈবতৈ” রিত্যাদি বচন ।  
 ভাগবত গ্রন্থ মধ্যে করহ দর্শন ॥  
 যদি কোন হেতু প্রিয়দেব কর্ণধার ।—  
 শিষ্যে শিক্ষা প্রদানিতে না হন স্বীকার ॥  
 তবে তাঁর আজ্ঞা লঞা সিদ্ধভক্ত স্পাশ ।  
 শিথিলে রহস্য তব,—করিনু প্রকাশ ॥

সংক্ষেপে করিষু তব প্রশ্নোত্তর দান ।  
 শ্রীগুরু কৃপায় সব পাইবে সন্ধান ॥  
 যাঁর করে ভক্তি রস আদি করি দান ।  
 মর্ত্যলীলা সম্বরিল গৌর ভগবান ॥  
 সেই বংশী তব আর তদ্বংশ বর্ণন ।  
 শ্রবণ করহ হৃদি-কর্ণ রসায়ন ॥  
 গুরুতব আদি বহু তবের সন্ধান ।  
 যাহার শ্রবণে মিলে,—বিজ্ঞজনে গান ॥  
 সিদ্ধ শ্রীচৈতন্য দাস, ভগবান দাস ।  
 আমাদের কহিলা এই করিয়া প্রকাশ ॥  
 একরূপে ধরে বংশী ব্রহ্মচর্য্য ত্রত ।  
 আর রূপে সপত্নীক কৃষ্ণকার্য্যে রত ॥  
 দুইরূপ ধরি বংশী গৌরান্ধ আভ্রায় ।  
 বহু জীব উদ্ধারিলা,—কহিষু তোমায় ॥  
 কুলদেব পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ।  
 সেই দুই রূপ লীলা করিব কীর্তন ॥

পদং ।

হে রাম ! হে কৃষ্ণ ! পদে করি নিবেদন ।  
 কৃপা করি আকিঞ্চনে,      দিয়া পদ নিসেবনে,  
     কেন পুনঃ করিলে হরণ ॥ ধ্রু ॥  
 বথা এই করি রোষ,      সব নিজ কৰ্ম্মদোষ,  
     এবে তাহা বুঝিষু নিশ্চয় ।

পাইয়া উত্তম জন্ম,                      করিলাম অপকর্ম,  
 স্নেহ আদি যেমন করয় ॥  
 সর্বদা অসাধু সঙ্গে,                      বিলাস আমার রঙ্গে,  
 সাধু সঙ্গ নাহি করি ভ্রমে ।  
 নাহিক সাধন লেশ,                      কিন্তু প্রেমিকের বেশ,  
 ধারণ করিয়া অনুক্রমে ॥  
 কামিনী-কাঞ্চন আশে,                      গৃহস্থের বাসে বাসে,  
 সর্বক্ষণ করিয়ে ভ্রমণ ।  
 আমার কপট ভক্তি,                      সাদ্রিক ভাবের ব্যক্তি,  
 লখিবারে নারে কোন জন ॥  
 তৃণাদপি ভাব যাহা,                      দেখাইতে সবে তাহা,  
 সবে নতি করি যোড়করে ।  
 আমার ধূর্ততা যত,                      তাহা নিবেদিব কত,  
 সকল জানহ রাম ! হরে ! ॥  
 হৃদয়ের ভাব যাহা,                      সব নিবেদিষু তাহা,  
 যাহা হয় করহ বিচার ।  
 জগন্নাথ তুহুঁ দুই,                      জগ ছাড়া নহ মুই,  
 হৃদয়ে ভরসা এই সার ॥  
 কুলের ঠাকুর মোর,                      তুহুঁ দুই,—এই জোর,  
 তুহুঁ দুই চরণে আছয় ।  
 কৃপা কর রামকৃষ্ণ,                      তুহুঁ দুই প্রেমাকৃষ্ণ,  
 মঝ মন সদা যেন হয় ॥



কৰ্মচক্রে ঘুরে মরি,                    এইবার কেশে ধরি,  
টানি রাখ চরণের পাশ ।

নাহি চাই বৃন্দাবন,                    নাহি চাই গোবর্দ্ধন,  
নাহি চাই রাধাকুণ্ডে বাস ॥

কোন তীর্থে অবস্থান,                    নাহি চায় মোর প্রাণ,  
ব্রহ্ম আদি লোক নাহি চাই ।

শ্রীপাটে করিয়া বাস,                    তুহুঁ দুই সেবা আশ,  
করে মন সদা সর্বদাই ॥

কৰ্ম গতি অনুসারে,                    বহু জন্ম হৈতে পারে,  
তাহে মোর কোন দুঃখ নাই ।

প্রতি জন্মে তুহুঁ দুই,                    নিসেবনে যেন মুই,  
শ্রীপাটেতে রহিবারে পাই ॥

তুহুঁ দুই প্রেম সার,                    স্তম্ভময় পারাবার,  
তার বিন্দু আশ্বাদন তরে ।

নিবেদন শ্রীচরণে,—                    করি ধরা বিলুপ্তনে,  
গলবাসে দন্তে তৃণ ধরে ॥

কাম-ক্রোধ ছয়জনে,                    মোরে চালে সর্ববন্ধনে,  
পরিভ্রাণে না দেখি উপায় ।

প্রভুহাদি অভিমানে,                    যথা তথা উচ্চ স্থানে,  
বসি যাএগ শাখামৃগ ন্যায় ॥

এ হেন ঘৃণিত জনে,                    দশমূল আহরণে,  
কভু যোগ্য হইতে নারয় ।

তবে করি আহরণ,                      খুঁজি শাস্ত্র ঘন-বন,  
 তাহে তুঁহ দুই মূলাশ্রয় ॥  
 মোঁ-সম নিলাজ জন,                      নাহি করি দরশন,  
 জগমাঝে আর কোন্ জনে ।  
 গুণ লেশ নাহি মোর,                      সর্বদা কু-কাজে ভোর,  
 বিপিনের এই নিবেদনে ॥ ২৫৫ ॥

দ্বিতীয় পদঃ ।

শ্রীগোরাঙ্গ দয়া কর গোরে ।  
 আমি অতি অভাজন,                      হীন-শোচ্য সর্বক্ষণ,  
 স্বরূপ কহিমু প্রভু তোরে ॥ ধঃ ॥  
 গোপন তোমার কাছে,                      জগতে না কিছু আছে,  
 সকল বিদিত আছ হরে ! ।  
 মহাপুঁর্ন কবি যারা,                      তব দাস সাজি তারা,—  
 বাহিরে দৈন্ত্যতা বহু করে ॥  
 তা দেখি সরল জ্ঞানে,                      ভাবে সদা মনে মনে,  
 হেন গুণ এঁছে সবে ধরে ।  
 “এমন দৈন্যতা ভাব,                      বহু ভাগ্যে হয় লাভ,  
 এই মত সদা ব্যাখ্যা করে ॥”  
 তাহা শুনি ধূর্তগণে,                      করে এই মনে মনে,  
 “অতি বাধ্য হৈল এ সবাই ।”  
 এবে এ সবার ধারে,                      বহু লাভ-হৈতে পারে,  
 তাহাতে সন্দেহ কিছু নাই ॥

তাঁহার তনয় হামো বুদ্ধিমান অতি ।  
 তাঁর পুত্র দক্ষ জ্ঞান দক্ষ শুদ্ধমতি ॥  
 দক্ষের তনয় শ্রেষ্ঠ দেব সুলোচন ।  
 তাঁর সূত নাইদেব,—জানে সর্বজন ॥  
 বরাহ তাঁহার পুত্র পণ্ডিত প্রবর ।  
 তাঁর পুত্র সুরোত্তম ঠাকুর শ্রীকর ॥  
 বহুরূপ পুত্র তাঁর বহু রূপ প্রায় ।  
 গোবিন্দ নন্দন তাঁর গোবিন্দের স্থায় ॥  
 তাঁর পুত্র চক্রপাণি চক্রপাণি সম ।  
 তাঁর দুই পুত্র হয় পণ্ডিত উত্তম ॥  
 শ্রীকর-শ্রীগুণাকর জানে সর্বজন ।  
 শ্রীকর খনের চট্ট,—বিখ্যাত ভুবন ॥  
 পাটুলীর চট্ট গুণাকর মহাশয় ।  
 যার বংশে গুণাকর বহু পুত্র হয় ॥  
 গুণাকরাজ শ্রেষ্ঠ অর্কচাঁদ জ্ঞানি ।  
 অর্কসম তেজ যাঁর সত্য করি মানি ॥  
 শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রায় ।  
 মিশ্র গ্রন্থাদির মধ্যে এই দেখা যায় ॥  
 গোপ অপবাদ কৃষ্ণ দূর করিবারে ।  
 কৃষ্ণচট্ট রূপে জন্মে অর্কের সংসারে ॥  
 কৃষ্ণের নন্দন লোকনাথ মহাশয় ।  
 লোকনাথ সূত শ্রীমান্ সর্বলোকে কয় ॥

শ্রীমানের পুত্র শ্রীগোপাল বাচস্পতি ।

তপন তাঁহার সূত তেজীয়ান অতি ॥

তাঁর পুত্র গদাধর গদাধর প্রায় ।

• হরিদাস পুত্র তাঁর সর্ব লোকে গায় ॥

হরিদাস সম হরিভক্ত ত্রিভুবনে ।

তৎকাল ব্রাহ্মণকুলে ন হয় দর্শনে ॥

শ্রীবিদ্যাবাগীশ ধনপতি পুত্র তাঁর ।

যুধিষ্ঠির তাঁর পুত্র ধর্ম্য অবতার ॥

শ্রীমাধব দাস দেব তাঁহার নন্দন ।

ছকড়ি বলিয়া খ্যাত যিহেঁ এ ভুবন ॥

কুলীনপ্রবর সর্বানন্দী মেল তাঁর ।

সর্বগুণ বিভূষণ লোকেতে প্রচার ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছায় তিহেঁ ত্যজি নিজালয় ।

নবদ্বীপ কুলীয়ায় নিবাস করয় ॥

সেই গৃহে ভক্তসহ গৌর-ভগবান ।—

কয়েক দিবস সূখে কৈলা অবস্থান ॥

ছকড়ি চট্টের পুত্র শ্রীবংশীবদন ।

যিহেঁ সর্বজন চিত্ত-নয়নরঞ্জন ॥

গৌরঙ্গ প্রভুর তাঁহা সম প্রিয়জন ।

চোঁঠা আর নাহি,—সবে করেন কীৰ্ত্তন ॥

বংশীর মাহাত্ম্য ভক্ত পুরাবিদ্গণ ।—

নিম্ন নিম্ন সন্দর্ভেতে কাবন বর্ণন ॥

সংক্ষেপে তাহার সার করহ শ্রবণ ।

জগদানন্দের বাণী অমৃত বর্ষণ ॥

তথাহি শ্রীবংশীলীলামৃতে ।

শ্রীমদ্বিষ্ণোঃ সূতোব্রহ্মা তৎসূতাঃ সরীচিমুখাঃ ।

সরীচেস্তুনয়ান্ প্রাহঃ কশ্যাপাদীন্ প্রজাপতীন্ ।

কশ্যাপস্ত সূতঃ শ্রীমান্ কাশ্যাপো গোত্রবর্তকঃ ।

সূতস্তপ্তশম্বরারিস্তৎসূতো গোতমো মহান্ ।

তৎসূতো বীতরাগশ্চ তৎসূতঃ শ্রীকলাধরঃ ।

শ্রীমদ্রাকরো দেবস্তৎসূতঃ স্মর্য্যতে বৃধৈঃ ।

হামস্ত তৎসূতোধীমান্ তৎসূতো দক্ষ উচ্যতে ।

সূলোচনশ্চ তৎপুত্রঃ নাইদেবশ্চ তৎসূতঃ ।

তৎসূতঃ শ্রীবরাহশ্চ তৎসূতঃ শ্রীকরঃ সূদীঃ ।

বহুরুপশ্চ তৎপুত্রঃ গোবিন্দস্তৎসূতোবরঃ ।

তৎসূতশ্চক্রপাণিশ্চ চক্রপাণি সমোত্তমৈঃ ।

তৎসূতো পণ্ডিতশ্চৈষ্ঠৌ শ্রীকরশ্রীগুণাকরৌ ।

শ্রীকরোহর্ভুংথনেশ্চটুঃ পাটুলৈঃ শ্রীগুণাকরঃ ।

গুণাকরসূতঃ শ্রীমদ্রক্ষোঁশ্চ সদৃশোত্তমৈঃ ।

শ্রীকৃষ্ণস্তৎসূতঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো গোকুলেশ্বরঃ ।

বসুদেবসূতকৃষ্ণঃ কৃষ্ণশ্চটুসূতোবৃধৈঃ ।

মিশ্রগ্রহাদিকং দৃষ্ট্বা বর্ণয়ামি যথাযথং ।

কৃষ্ণস্ত নন্দনঃ শ্রীমল্লোকনাথো মহাযশাঃ ।

লোকনাথসূতঃ শ্রীমান্ সর্বলোকেষু বিস্রুতঃ ।

বাচস্পতি শ্রীগোপালদেবস্তৎসূত উচ্যতে ।

তপনস্তৎসূতঃ শ্রীমান তৎসূতঃ শ্রীগ্নানাদরঃ ।

হরিদাসশ্চ তৎপুত্রঃ শ্রীমদ্ধরিপরাগণঃ ।  
 শ্রীমদ্ধনপতি বিদ্যাবাগীশস্তৎসুতঃসুতঃ ।  
 যুধিষ্ঠিরশ্চ তৎপুত্রঃ সাক্ষাৎকশ্যো যুধিষ্ঠিরঃ ।  
 ছকড়ীত্যাখ্যাখ্যাতিঃ শ্রীমাধবশ্চ তৎসুতঃ ।  
 কুলীনপ্রবরো দেবঃ সন্ধানন্দীতি বিশ্রুতঃ ।  
 তাস্থা স্বভবনং যেন পুণো ভাগীরথীতটে ।  
 কুলীয়াগ্রামকে রম্যে বাসশ্চক্রে নবদ্বীপে ।  
 বদন্তে ভগবান্ গৌরদিনানি কতিচিন্মদা ।  
 আস্থিতঃ স্বর্গণৈঃ সাক্ষিমাগত্য দেবদর্শনাৎ ।  
 শ্রীবংশীবদনোদেবস্তৎ পুত্রোজনরঞ্জনঃ ।  
 গৌরাঙ্গপ্রভূনাসাক্ষিং যস্য সখ্যমভূন্নহৎ ।  
 বংশীবদনদেবশ্চ মাহাত্ম্যমতিবিস্তরং ।  
 পুরাবিদঃ প্রণায়ন্তি শৃংখল ভূবপগুণ্ডিতাঃ ॥ ২৫৭ ॥

কৃষ্ণমুখ-পদ্মোৎপন্ন। বংশিকা নিশ্চয় ।  
 রাধার অনুজ। তেত্রিঃ বংশীরে কহয় ॥  
 যেমন কৃষ্ণের প্রিয়া শ্রীমতী রাধিকা ।  
 তৈছে কৃষ্ণপ্রিয়া হয় সরলা বংশিকা ॥  
 রাধা আর বংশী দুইয়ে যেই করে ভেদ ।  
 সেই ত পাষণ্ড হয়,—কহে এই বেদ ॥  
 কৃষ্ণানন্দ প্রদায়িনী রাধা যৈছে হয় ।  
 তৈছে বংশী কৃষ্ণানন্দ দায়িনী নিশ্চয় ॥  
 হ্লাদিনীর সার অংশ মহাভাব যেই ।

সেই মহাভাব রাধা কৃষ্ণানন্দ এই ॥

রাধার অমুজা হেতু এছে ভাবাঙ্গিকা ।

অভেদাংশে হয় বংশী,—যিহেঁ রসালিকা ॥

যৈছে রাধা প্রিয়সখী গোবিন্দের হয় ।

তৈছে বংশী,—এই কথা স্বয়ং ব্রহ্মা কয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরম ব্রহ্ম, ব্রাহ্মী শ্রীরাধিকা ।

তথা শব্দ স্বরূপিণী শ্রীমতী বংশিকা ॥

হরিমুখোৎপন্ন বংশী-হরিমুখস্থিতা ।

কামবীজাধাররূপা,—পুরাণে কীর্তিতা ॥

বীজাধার শব্দরূপা, কাম-প্রসাদিকা ।

সর্ববচিস্তহরা, সর্ব প্রাণ উন্মাদিকা ॥

বংশীকে আশ্রয় করি রসাস্তকারী ।—

মন্ত্র গান করে বনে শ্রীরাস বিহারী ॥

সেই মন্ত্র কামবীজ “কল” শব্দে কয় ।

তোষিণী প্রভৃতি ইথে প্রমাণ আছয় ॥

ত্রয়ী মন্ত্রময় হরি আর বংশী হয় ।

ইত্যাদি ব্রহ্মার বাক্য ভ্রান্ত কভু নয় ॥

সেই মন্ত্রময়ী বংশী বৃন্দাবনে বনে ।

যোগমায়া রূপে শোভে সদা সর্ববন্ধণে ॥

ভক্তে কৃষ্ণ দিতে বংশী একা বল ধরে ।

অতএব বংশীগুরু গোকুল ভিতরে ॥

গোপীর বলভা পরা বংশী স্ননিশ্চয় ।

যোগমায়া রূপে বাক্য নিহান করয় ॥

রাস বিহারের যত সংযোগ করণ ।  
 বংশীধারে হয়,—এই শাস্ত্রেতে লিখন ॥  
 সংযোগ সাধন হেতু যোগমায়াখ্যান ।—  
 বংশিকার হয়,—এই কহিমু সঙ্গান ॥  
 পরাখ্য অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়া যেই ।  
 স্বরূপ শক্তির মূর্ত্যস্তর জানি সেই ॥  
 রাসের সংযোগ লাগি যোগমায়া রূপে ।  
 বিহারে স্বরূপ শক্তি কহিমু স্বরূপে ॥  
 সেই যোগমায়া হয় বংশীর প্রকাশ ।  
 তিষ্ঠে সর্ব আকর্ষণী জানিহ নির্বাস ॥  
 এই কথা কোন কোন ভক্ত কবি কয় ।  
 তাঁহাদের বাক্য কভু ব্যভিচার নয় ॥  
 কৃষ্ণাধরস্থিতা-শ্রীস্বরূপ শক্তি যেই ।  
 গনঙ্গমঞ্জরী সখী রাসে জানি সেই ॥  
 সেই ত অনঙ্গ সখী শ্রীবংশিকা হয় ।  
 তব্দর্শী বিজ্ঞগণে এই তব্ব কয় ॥  
 কৃষ্ণের সকল লীলা সাধন কারণ ।  
 তাঁহার স্বরূপ শক্তি সদা সর্বক্ষণ ॥  
 পঞ্চমূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণধামে বিরাজয় ।  
 তব্দর্শীগণ এই সিদ্ধান্ত স্থাপয় ॥ •  
 একামূর্ত্তি শ্রীবংশিকা কামবীজাধার ।  
 কৃষ্ণাধরে বাস নিত্য,—শাস্ত্রেতে প্রচার ॥



“অনঙ্গমঞ্জরী” সখী দ্বিতীয়া মুরতি ।

তিহঁ সাক্ষাদ্বলরাম কৃষ্ণপ্রিয় অতি ॥

শয্যা আদি রূপ ধরি প্রভু-বলরাম ।—

সর্বভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূরায়েন কাম ॥

তৃতীয়া মুরতি “যোগমায়া সখী” হয় ।

চতুর্থী “সরলা সখী” কহিনু নিশ্চয় ॥

পঞ্চমী মুরতি “ব্রহ্ম যজ্ঞাস্থা” কহয় ।

যজ্ঞ হৈতে উঠি যজ্ঞ সাধন করয় ॥

বেদগান আদি প্রসাধিনী কহে তাঁরে ।

যাজ্ঞিকের মত এই,—কহিনু তোমাতে ॥

অনঙ্গমঞ্জরী বংশী ভক্তি প্রদানিতে ।—

“সরলা” রূপেতে ভ্রমে শ্রীব্রজ-পূরীতে ॥

কৃষ্ণের চিহ্নিত্তি যেই,—বংশী সেই হয় ।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রদা-জ্ঞানরূপিনী নিশ্চয় ॥

মায়াতীতা শ্রীস্বরূপ শক্তি নিত্য যেই ।

সেই ত পরাখ্যা শক্তি,—কহিলাম এই ॥

এ হেতু পরাখ্যা আর চিহ্নিত্তি উভয়ে ।

অভেদ করিয়া কহে জ্ঞানী সমুদয়ে ॥

কৃষ্ণের স্মৃতিদানজ যে করে প্রকাশ ।

সেই ত স্বরূপ শক্তি বংশিকা নির্ঘাস ॥

পরাখ্যা অচিন্ত্যরূপা অনঙ্গবর্জিনী ।—

বংশিকা হয়েন,—এই শাস্ত্রের কাহিনী ॥

অনঙ্গ বর্দ্ধন হেতু অনঙ্গ মঞ্জরী ।—

কেহ কেহ এই কথা কন দৃঢ় করি ॥

সেই ত মঞ্জরী বংশী কৃষ্ণপ্রদায়িনী ।

ত্রিলোকের মন-প্রাণ আদি উন্মাদিনী ॥

• অনঙ্গ মোহকানঙ্গ বংশিকা বাড়ায় ।

অপ্রাকৃতানঙ্গ বিবর্দ্ধিনী তেত্রিঃ গায় ॥

গোপীর অন্তরে নিত্য যে কাম শোভয় ।

সে কাম বাড়ায় বংশী,—জানিহ নিশ্চয় ॥

বংশী আলিঙ্গন করি কৃষ্ণ আলিঙ্গন ।—

সুখলাভ করে যত ব্রজ-গোপীগণ ॥

কৃষ্ণের তুষ্টিদানঙ্গ করিয়া বর্দ্ধন ।—

বলে আকর্ষয়ে বংশী গোপ্যাদির মন ॥

বংশীর আশ্রয়ে কৃষ্ণ লাভ সুনিশ্চয় ।

অতএব বিস্তে বংশী আশ্রয় করয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিত্য ভিন্ন শক্তি যেই ।

সেই ত স্বরূপ শক্তি,—কহিলাম এই ॥

নিজ শব্দে বৃগোকুলাদি করি আকর্ষণ ।—

হরি সন্নিধানে সব করে আনয়ন ॥

এ হেতু বংশীর নাম আকর্ষণী হয় ।

কৃষ্ণানন্দে সদা যেই গোকুল নিচয় ॥—

আনন্দিত করে তেত্রিঃ বংশীর আখ্যান ।—

আনন্দিনী হয়,—বেদ এই করে গান ॥

গোকুলাদি সবাকার চিত্ত বিমোহন ।  
 শ্রীস্বরূপ শক্তি বংশী করে সর্বক্ষণ ॥  
 এ লাগি বংশীর নাম “সম্মোহিনী” হয় ।  
 অংশাদি ভেদেতে বংশী বহুরূপ কয় ॥  
 যে বস্তুর যেই গুণ শাস্ত্রে উক্ত হয় ।  
 সেই ত স্বরূপ তার, জানিহ নিশ্চয় ॥  
 অগ্নির দাহিকা গুণ-শৈত্যাতি জীবনে ।  
 স্বরূপ দৃষ্টান্ত এই,—কহে বিজ্ঞগণে ॥  
 তৈছে বংশিকার গুণ কৰ্মণাদি হয় ।  
 বংশীর স্বরূপ আদি এই শাস্ত্রে কয় ॥  
 অনঙ্গ মঞ্জর্যানন্দ-চিহ্নপিণী শক্তি ।—  
 নিগূঢ় স্বরূপ যার শাস্ত্রগণে ব্যক্তি ॥  
 সেই কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী লোকগুরু হয়  
 কৃষ্ণপ্রদায়িনী-বাঞ্ছাকল্পতরুময় ॥  
 দুর্ঘট ঘটনী শক্তি শাস্ত্র কহে যারে ।  
 সেই ত চিহ্নিত্তি,—এই কহিনু তোমারে ॥  
 সেই শক্তি যোগমায়া সরলা বংশিকা ।  
 কৃষ্ণানন্দে সেই করে নানা প্রহেলিকা ॥  
 তর্কাতীতা যোগমায়া কৃষ্ণপ্রিয়া যেই ।  
 সেই ত চিহ্নিত্তি বংশী,—কহে জীব এই ॥  
 তৈলের আধার পাত্র যেই রূপ হয় ।  
 সেইরূপ শঙ্কায়ার বংশিকা নিশ্চয় ॥

পরাখ্যা শক্তির বৃত্তি একা বংশী জানি ।  
 সন্ধিনী শক্তি সেই বৃত্তি,—এই মানি ॥  
 শব্দাধার হেতু বংশী সন্ধিনী নিশ্চয় ।—  
 তেত্রিঃ কৃষ্ণাধারে বাস সর্বদা করয় ॥  
 একাকী সন্ধিনী শক্তি সবার আধার ।  
 স্ব-গ্রন্থে শ্রীজীব প্রভু করিলা বিচার ॥  
 কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তিন শ্রেষ্ঠা হয় ।  
 হলাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিত,—শাস্ত্রে এই কয় ॥  
 পরাখ্যা শক্তির বৃত্তি গণনার দ্বারে ।—  
 এই ত নিষ্পন্ন হয়,—কহিনু তোমাতে ॥  
 শ্রীসচ্চিদানন্দ হেতু পরাখ্যা শক্তির ।—  
 তিন মত ভেদ,—শাস্ত্রে করিলেন স্থির ॥  
 পরাশক্তি বংশী-বংশীগীত প্রকাশিনী ।  
 বৈষ্ণবাভিধানে এই অমৃত কাহিনী ॥  
 গোপী আর ভুবনেক গুরু বংশী হয় ।  
 বিদগ্ধমাধুবাদিতে রূপ প্রভু কয় ॥  
 কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী এই কবিকর্ণপুর ।—  
 স্ব-গ্রন্থে লিখিলা অতি করিয়া মধুর ॥  
 সেই প্রিয়া বংশী পরাশক্তি বেদ কয় ।  
 তব সম্বন্ধানে এই কহিনু নিশ্চয় ॥  
 শ্রীবংশীর তব হয় অনন্ত অপার ॥  
 তাহা স্পর্শিবারে শক্তি নাহিক আমার ॥

তৎপ্রিয় প্রসাদে মুখি শুনিলাম যাহা ।  
 তোমার নিকটে সব প্রকাশিশু তাহা ॥  
 সেই কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী কৃষ্ণ প্রীতি তরে ।  
 গোড়দেশে নবদ্বীপে-কুলীয়ানগরে ॥  
 কুলীন ব্রাহ্মণ গৃহে জনম লভিলা ।  
 নদীয়ার ভক্তগণ ইহাই কহিলা ॥  
 শ্রীরাধার মানবহি স্ব-ফুৎকার দ্বারে ।—  
 শাস্ত করে যেই বংশী প্রণমি তাঁহারে ॥  
 নিত সিন্ধ কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী বিনা আনে ।  
 পুরাণে নাহিক পাই করিয়া সন্ধান ॥  
 সেই কৃষ্ণপ্রিয়া সিন্ধ বংশীর চরণ ।  
 বহু মত স্তব করি করিশু বন্দন ॥

তথাহি স্তবপুষ্পাঞ্জল্যাং ।

দ্বীতিশচটুবারিভিঃ সখিগণৈর্ভেদার্জশাখাহতি-  
 ব্রাতৈঃ পাদলুঠচ্ছিরঃ শ্রিতরজোবৃষ্ট্যা বকীবিহ্বিষা ।  
 রাধায়াঃ সখি শক্যতে শময়িতুং যোঃ মানবহ্নিন্যা-  
 তং নির্দোষময়তীহ ফুৎকৃতিকনৈস্তাং সিন্ধবংশীঃ স্মৃমঃ ॥ ২৫৮ ॥

শ্রীশ্রীমদ্বংশীলীলামৃতে চ ।

শ্রীকৃষ্ণবদনোৎপল্লা বংশিকা রাধিকামুজা ।  
 একংবদেব তন্মেন ন রাধা বংশিকা পৃথক্ ॥  
 যথা রাধা প্রিয়৷ বিফোস্তথৈব বংশিকা প্রিয়া ।  
 ভেদবুদ্ধিস্তয়োৰ্যস্য স পাষণ্ডো ন সংশয়ঃ ॥

যথা ত্রীরাধিকাদেবী কৃষ্ণানন্দ প্রদাশ্রিনী ।  
 তথা ত্রীবংশিকা নিত্য ত্রীকৃষ্ণপ্রিয়কারিণী ॥  
 ফ্লাদিনি শক্তিসারাংশ মহাভাব স্বরূপিণী ।  
 যথা ত্রীরাধিকা বিষ্ণোন্তনৈব বংশিকা সখী ।  
 বংশীপ্রিয় সখীতি ত্রীব্রহ্মণা কথিতং স্বয়ং ॥  
 ত্রীকৃষ্ণঃ পরমং ব্রহ্ম ত্রীকৌত্রীরাধিকা পরা ।  
 তনৈব বংশিকা মন্ত্রে যতন্তুচ্ছন্দরূপিণী ।  
 কৃষ্ণমুখাদিনিষ্পন্ন্য তন্মুখাবস্থিতা সদা ।  
 ক্রীড়াধার স্বরূপা চ বংশিকা সরলাভিধা ॥  
 ত্রীকৃষ্ণকমনাজ্জাতা তন্মুখাঙ্গাশ্রিতা সদা ।  
 নীলাধারা শব্দরূপা বংশিকা কামসামিকা ।  
 ত্রীবংশীশ্রয়ণং কৃত্বা গোপীকানাং মনোহরং ॥  
 জগৌ মন্ত্রং স্বয়ং কৃষ্ণো রাসারম্ভ করং পরং ।  
 তন্মন্ত্রং কামবীজং বৈ কলশকেন বোধ্যতে ॥  
 ত্রয়ীমন্ত্রময়ী বংশী ত্রয়ীমন্ত্রময়ো হরিঃ ।  
 ইত্যাদি মুনিবাক্যং ব্রাহ্মং প্রলপিতং নহি ॥  
 সা চ মন্ত্রময়ী বংশী ত্রীমদ্ভাবেনে বনে ।  
 যোগমায়াস্বরূপেণ সদাক্রীড়তি কৃষ্ণদা ॥  
 ত্রীমদ্রাসবিহাবে তু যোগমায়েতি য়া স্বতা ।  
 সা চ বংশী সদা জেয়া গোপীনাং বহুভা পরা ॥  
 পরাপ্যাচিন্ত্যশক্তিগা যোগমাস্মেতি বিকৃত্য ।  
 মূর্ত্যস্তরেণ সা বংশী স্বরূপা শক্তিরূচ্যতে ॥  
 কৃষ্ণস্ত রাসলীলাদৌ সংযোগাট্টৈব তৎপ্রিয়ান্ ।  
 স্বা যোগমায়াক্ষপেণ বিহরেদুজমণ্ডলে ॥

পরাখ্যাচিন্ত্যশক্তি শ্রীযোগমায়ৈতি যা স্মৃতা ।  
 বংশিকায়াম্চ সা শক্তিঃ প্রকাশপরিকীর্তিতা ॥  
 সাধিতুং রাসলীলাদীন্ বংশিকাক্ষণী মতা ।  
 যোগমায়াম্বরূপেণ বর্ততে ব্রজমণ্ডলে ।  
 কেচিদ্ধৃদন্তি তদ্বক্তাস্তন্মুখা ন ভবেদিহ ॥  
 স্বরূপা শক্তিরুক্তা যা শক্তিঃ কৃষ্ণাধরস্থিতা ।  
 সা শক্তিী রাসলীলায়ামনঙ্গমঞ্জরী সখী ।  
 সানঙ্গমঞ্জরী বংশী কথিতা তত্ত্ব দর্শিভিঃ ॥  
 সাধিতুং শ্রীহরেলীলাং বংশিকা প্রিয়বাদিনী ।  
 বিধৃত্য পঞ্চমীঃ মূর্তীসুত্ৰানাদৌ বিরাজতে ॥  
 একামূর্তির্ভবেদংশী দ্বিতীয়ানঙ্গমঞ্জরী ।  
 সানঙ্গমঞ্জরী সাক্ষাদ্বলরামৈতি বিপ্রতং ॥  
 স দেবো বলরামশ্চ ভূত্বা শয্যাদি রূপকং ।  
 সেবতে নিতরাং কৃষ্ণং সাক্ষান্নম্রমন্মথং ॥  
 তৃতীয়া যোগমায়াতু চতুর্থী সরলা সখী ।  
 ব্রহ্মজ্ঞোদ্ববা সা তু পঞ্চমী বেদগায়িকা ॥  
 অনঙ্গমঞ্জরীবংশী ভক্তিং দাতুং ব্রজে সদা ।  
 সরলাবল্লবীভূত্বা বিহরেদেবাষমন্দিরে ॥  
 চিচ্ছক্তি ষা হরেনিত্যা সা শক্তিরংশিকা মতা ।  
 তত্ত্বজ্ঞানৈকদাত্ত্রী চ চৈতন্যরূপিণী পরা ॥  
 স্বরূপাশক্তিঃ প্রোক্তা যা মায়াতীতা ভবেৎ সদা ।  
 সা পরাখ্যা চ চিচ্ছক্তিস্তদভেদে ন সংশয়ঃ ॥  
 মঞ্জরয়তি মা শক্তিরনঙ্গং হরিহর্ষদং ।  
 অনঙ্গমঞ্জরী সেতি কথ্যতে তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

অনঙ্গবর্দ্ধনীশক্তিঃ পরাখ্যাচিস্ত্যরূপিণী ।

সা শক্তিঃ শ্রীহরেবংশী ইতিতত্ত্ববিদাঃমতং ॥

অনঙ্গবর্দ্ধনস্বাচ্ছানঙ্গমঞ্জরীতি কচিৎ ।

সানঙ্গমঞ্জরী-বংশী কৃষ্ণসঙ্গপ্রদায়িনী ॥

ধমনঙ্গবর্দ্ধয়েৎ সা সোহিনসোহনঙ্গমোহকঃ ।

অতস্ত্ব বংশিকা নিত্যপ্রাকৃতানঙ্গবর্দ্ধিনী ॥

গোপীনাং হৃদয়েশখদেবাহনঙ্গো বর্ততে সদা ।

তং বর্দ্ধয়তি সৈবৈবকা বংশিকানঙ্গমঞ্জরী ॥

অনঙ্গং বর্দ্ধয়িত্বাতু কৃষ্ণশ্রুতুষ্টিদং পরং ।

বলাদাকর্ষয়েৎবংশী গোপ্যাদীনাং মনাংসি চ ॥

বংশাশ্রয়াদতো সদ্যঃ কৃষ্ণপ্রাপ্তির্নচান্যথা ।

কৃষ্ণাদভিন্না যা শক্তিঃ সা স্বরূপা নিগন্ততে ॥

সেয়ং বংশীতি জানীয়াৎ সর্ক্ষানন্দবিধায়িনী ।

কর্ষয়েদ্যোপ যুবতীঃ শব্দেন হরিসম্মিধৌ ॥

অতঃ সা স্বরূপাশক্তির্বংশিকাকর্ষণী মতা ।

সম্মোহয়তি সর্কেবাং মনো গোকুলবাসিনাং ॥

অতঃ সা স্বরূপা শক্তিঃ পরাসম্মোহিনীমতা ।

কৃষ্ণানন্দেন বা নিত্যমানন্দয়তি গোকুলং ॥

স্বরূপা শক্তিঃ সা বংশী আনন্দিনীতিসম্মতা ।

বস্তনো যো গুণঃপ্রোক্তঃ স তৎস্বরূপরূচ্যতে ॥

সস্তাপোমেমুদোগন্ধো জলশ্চ নীততাদিকং ।

দুর্ঘটঘটনী শক্তিশ্চিচ্ছক্তিঃ স্বা জীবেরিতা ॥

সা শক্তির্যোগমায়াতু সরলা বংশিকাভিধা ।

হস্তক্য যোগমায়া যা চিচ্ছক্তিঃ সা হরেঃপ্রিয়া ॥



সা সঙ্গপা ভবেষ্বংশী সর্বেষাং জ্ঞানদায়িনী ।  
 তৈলাধারং যথা পাত্রং শব্দাধারা তথৈব সা ॥  
 একাংশী পরাশক্তিবৃত্তিরূপা ভবেদ্বিহ ।  
 সা বৃত্তি সন্ধিনী শক্তিঃ কবিভির্গীযতে সদা ॥  
 শব্দাধার নিমিত্তত্বাং সন্ধিনী শক্তিরূপিণী ।  
 বংশিকাতু বিজানীয়াচ্ছ্রী কৃষ্ণাধরবাসিনী ॥  
 একা তু সন্ধিনীশক্তিঃ সর্বাধার তয়ামতা ।  
 অতন্তুবংশিকা নিত্য সন্ধিনী-শক্তিরূপিণী ।  
 হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিং ত্রিবিধা সৈব কীর্তিতা ॥  
 পরাধ্যাশক্তি রীশস্ত্র বিবিধা ক্রয়তেশ্রতো ।  
 হ্লাদিনী সন্ধিনী সন্ধিং প্রধানা পরিকীর্তিতা ॥  
 পরাধ্যাশক্তিবৃত্তিনাং গণনায়্যং বিচারিতং ।  
 একস্ত্রাএব শক্তের্হি ত্রিবিধো ভেদো জায়তে ।  
 সহ্যচ্চিহ্নাদানন্দত্বাং পুরাণেষু বিনির্দীতং ॥  
 গোপীনাং ভুবনানাক্ষ গুরুবংশী হরিপ্রিয়া ।  
 ইত্যাদি মাধবাদৌ চ রূপেণ বর্ণ্যতে স্বয়ং ॥  
 সা চ কৃষ্ণপ্রিয়াংশী গোঁড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে ।  
 লেভেজন্ম বিপ্রকূলে শ্রীগোর শ্রীতিকাময়া ॥  
 বংশীকৃষ্ণপ্রিয়া বাসীং বৃংশীবদনঠকুরঃ ।  
 ইত্যাদি দীপিকাদৌ চ কবিভির্গীযতে পুরা ॥  
 পুরাদেবত্রতোনামা বিপ্রো যো বেদপারগঃ ।  
 সহি কৃষ্ণপ্রসাদেন বংস্ত্রাং সাযুক্ত্যাতাং গতঃ ।  
 ততঃ সা বংশীবিশ্রস্ত কূলেজাতো কলৌযুগে ।  
 বংশীবদন নামাসীৎ চট্টোপাধিঃ সত্যং বরঃ ॥ ২৫৯ ॥

নাদাদি প্রকাশী বংশী সমস্ত বোধিকা ।

সকল কৌশল গুরু সর্ববরসালিকা ॥

তথাহি সঙ্গীতদামোদরে ।

- সমস্ত গমকজ্ঞানং রাগরাগাদ্ বেদিকা ।
- ক্রিয়াভাষা বিভাবানু দক্ষতা গীতবাদনে ।
- স্বস্থানে চাপি হুঃস্থানে নাদনির্মাণকৌশলং ।
- গাতৃগাং স্থান দাতৃত্বং তদোষাচ্ছাদনং তথা ।
- বংশিকশ্চ গুণাএতে ময়া সংক্ষিপ্য দর্শিতাঃ ॥ ২৬০ ॥

রাই হাতে দিয়া বংশী গোলোক জীবন ।—

গোকুলে আসিয়া হন নন্দের-নন্দন ॥

তবে রাই বংশী লঞা শ্রীভানু নগরে ।—

উদয় হয়েন বৃষভানু রাজঘরে ॥

যেই দিন করে রাই কৃষ্ণ দরশন ।

সেই দিন বংশী-তঁারে করেন অর্পণ ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্তে ।

নিবৃত্তে কাম যুদ্ধে চ মদ্বিতা বক্রলোচনা ।

প্রদদৌ মুরলীঃ শ্রীত্যা শ্রীকৃষ্ণায় মহামুনে ॥ ২৬১ ॥

বংশীর রহস্য আর করহ অবগ ।

যাহার অবগে হয় প্রকৃষ্ণিত মন ॥

সাস্তুপন আদি ব্রত পরায়ণ-দাস্ত ।

কর্মকাণ্ড বিশারদ-বৈদিক-সুশাস্ত ॥—

দেবব্রত নামে এক বিপ্র পূর্বের ছিল ।  
 বিষ্ণুর শ্রবণ সেহ কভু না করিল ॥  
 অবৈষ্ণব দল মাঝে তিহেঁ একজন ।  
 বিষ্ণুর সেবন হীন ক্রিয়া পরায়ণ ॥  
 সেইত বিপ্রের গৃহে দৈবে একদিন ।  
 বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রবীণ ॥  
 কোন এক বিষ্ণু ভক্ত করি আগমনে ।  
 বিষ্ণু পূজা করি ফল মূলোপকরণে ॥—  
 স্নানবারি সহ কিছু ফল অবশেষ ।  
 দেবব্রতে দিলা প্রীতি হইয়া বিশেষ ॥  
 ভক্ত দত্ত স্নান বারি আর সেই ফল ।  
 অশ্রদ্ধা করিয়া লয় বিপ্র অসরল ॥  
 সেই পাপে জীবনান্তে অত্যন্ত কঠিন ।  
 বেণু জন্ম হয় তার জানিহ প্রবীণ ॥  
 স্নানবারি পান আদি পুণ্যে দেবব্রত ।  
 বেণু হঞা হরিপ্রিয়া হইলা সতত ॥  
 কেতুমাল দেশে এবে ভূপতির প্রায় ।  
 বিরাজ করিছে তিহেঁ কহিনু তোমায় ।  
 কলিয়ুগে সেই বেণু ব্রাহ্মণ ভবনে ।  
 হরিভক্ত রূপে জন্ম করিবে গ্রহণে ॥

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে ।

বেণুর্ঘঃ শৃগুতং বিপ্র তবাপি বিদিতং তথা ।  
 দ্বিজ আসীচ্ছাস্ত মনাঃ কৃত সাস্তপনাদিভিঃ ।

নাম্না দেবব্রতো দাস্ত্যঃ কৰ্ম্মকাণ্ডবিশারদঃ ।

অবৈষ্ণবজনব্রাতমধ্যবর্তী ক্রিয়াপরঃ ।

একদাপি ন শুশ্রাব যজ্ঞেশোহন্তীতি ভূপতে ।

তস্মৈ গেহমথাভ্যাগাদ্বেদান্তকৃতনিশ্চয়ঃ ।

মহাক্তঃ কোহপি পূজাং স তুলসীদল ব্যারিণা ।

• কৃতবাংস্ত গৃহে কিঞ্চিং ফলমূলং ন্যবেদয়ং ।

স্নানবারি ফলং কিঞ্চিং তস্মৈ প্রীত্যা দদৌ স্নদীঃ ।

তেন পাপেন সংজাতং বেণুজমতি দাক্ষণং ।

তেন পুণ্যেন তস্তার্থো মদীয়প্রিয়তাং গতঃ ।

অধুনা সোহপি রাজেব কেতুমালে বিরাজতে ।

যুগান্তে তু বিষ্ণু পরো ভূত্বা ব্রহ্মত্বমাপ্যতি ॥ ২৬২ ॥

এইছে পান্ন বচনের মৰ্ম্মার্থ যে হয় ।

কৃষ্ণ কৃপা বিনা অথো বৃষ্টিতে নারয় ॥

দেবব্রত বেণুজন্ম করিল গ্রহণ ।

“অশ্রদ্ধাপরাধে” এই দেখিয়ে বর্ণন ॥

“স্নানবারি অবশ্যে ফলাদি সেবন ।

পুণ্যে হরিপ্রিয়া হয় করি দরশন ॥”

ইহার মৰ্ম্মার্থ যেই গ্রন্থাস্তরে কয় ।

তোমার নিকটে কহি করিয়া নিশ্চয় ॥

দেবব্রত কৃষ্ণ নিত্যপ্রিয়া বংশিকাতে ।—

দেহান্তে সাযুজ্য লভে,—কহিষু সাক্ষাতে ॥

বংশী অঙ্গে রহি কালে কৃষ্ণের কারণ ।

রাই সঙ্গে ব্রজে আসি দেয় দরশন ॥

অনঙ্গমঞ্জরী দেবী বহু রূপ ধরি ।  
 কৃষ্ণেচ্ছা পূরণ করে দিবস শর্ববরী ॥  
 সেই শ্রীমঞ্জরী বংশী জানিহ নিশ্চয় ।  
 কৃষ্ণলীলা লাগি বহু মুরতি ধরয় ॥  
 “বেণু মূর্ত্ত্যে ত্র্যাক্ষণের দারুণহ সিদ্ধ ।”  
 এই ত কহিনু ভক্তি শাস্ত্রাদির স্বাক্ষ ॥  
 পাদ্মের মৰ্ম্মার্থ এই কহিনু তোমায় ।  
 এই অর্থ পূর্ববাচ্য্য কৃত ভক্তে গায় ॥  
 হেন অর্থ বিনা সেই বংশীর নিত্যহ ।  
 কদাপি নাহিক রহে কহিলাম সত্য ॥  
 কৃষ্ণ মুখোৎপন্ন বংশী-ত্রয়ী মূর্ত্তি রূপা ।  
 শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া রসের স্বরূপা ॥  
 গোলোকের প্রিয় সখী অনঙ্গ বংশিকা ।  
 কৃষ্ণ সনে সদা করে রস প্রাহেলিকা ॥  
 বংশী প্রিয় সখী নিতা শ্রীগোলোকে হয় ।  
 নিজ সংহিতায় ব্রজা স্পষ্ট এই কয় ॥

তথাহি শ্রীব্রজসংহিতায়াং ।

শ্রিয়ঃ কাস্তাঃ কাস্তঃ পরম পুরুষঃ

কল্পতরুবোদ্ধমাত্মমিচ্ছিস্তামগিগুণময়ী তোয় মমৃতং  
 কপাগানং নাট্যং গমনমপি বংশী শ্রিয়সখী

চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাদ্যং স্বমপি চ ॥

স যত্র ক্ষীরাকিঃ অবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্  
 নিমেষাক্ষাথ্যা বা ব্রজতি নহি যত্রাপি সময়ঃ ।  
 ভজে শ্বেতদ্বীপং তমহ মিহ গোলোকমিতি  
 যং বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচারাঃ কতিপয়ে ॥২৬৩॥

- ব্রাহ্মণের বেণু রূপে জন্মের কারণ ।  
 তোমার নিকটে এই করিশু কীর্তন ॥  
 বংশীর স্বরূপ-নিত্যহাদি যে না জানে ।  
 সেহ পান্ন বাক্য মিথ্যা করয়ে ব্যাখ্যানে ॥  
 গোপ অপবাদ দূর করিবারে হরি ।  
 যৈছে জন্ম লভিলেন দ্বিজরূপ ধরি ॥  
 তৈছে বংশী কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট সেবনাপবাদে ।  
 দূর করিবারে নিজ মনের আহ্লাদে ॥  
 কুলীন ব্রাহ্মণ গৃহে জনম লভিল ।  
 রভসের কথা এই রসিকে বলিল ॥  
 প্রভাবাদি গুণে বংশী ব্রাহ্মণ সভাতে ।  
 “প্রভু” খ্যাতি পাইলেন,—কহিশু সাক্ষাতে ॥  
 অদ্যাবধি যঁার বংশ কুলীন সভায় ।  
 পরম আদরে মাল্য-চন্দনাদি পায় ॥  
 যৈছে বৈদ্য কর্ণপূর প্রভৃতির দ্বারে ।—  
 “প্রভু” বলি খ্যাতাঘৈত আদি এ সংসারে ॥  
 তৈছে সর্ব বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ সভায় ।  
 প্রভাবাদি গুণে বংশী “প্রভু” খ্যাতি পায় ॥

তথাহি শ্রীবংশীলীলামৃতে ।

সর্কেষাং প্রভবত্বাচ্চেত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণতঃ ।  
 বদন্তি পণ্ডিতাঃ সর্কেষ প্রভুর্গৌরো হরিঃ স্বয়ং ॥  
 প্রভাবাদি গুণৈঃ প্রোক্তাঃ প্রভবো বহবো জনাঃ ।  
 অতঃ স চৈতন্যদেবো মহাপ্রভুরিতীৰিতঃ ।  
 নিত্যানন্দাদয়ো শ্রীমদগোরাঙ্গচরণাম্বুজং  
 সেবন্তে নিতরাং ভক্ত্যা ততস্তে সেবকা মতাঃ ॥ ২৬৪ ॥

যেই যাঁরে অবিরত করয়ে সেবন ।

সেইত সেবক তাঁর পুরাণে বর্ণন ॥

তথাহি শ্রীভক্তবৈবর্তে ।

কিঙ্করঃ কিঙ্করী বাপি সর্কেষা প্রভু মীশ্বরং ।  
 যো যস্য সেবা নিরতঃ স কং পৃচ্ছতি তং বিনা ॥ ২৬৫ ॥

“এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন ।

দুই প্রভু সেবে মহা প্রভুর চরণ ॥”

কবিরাজ বাক্যে ঐছে প্রভু দুইজন ।

শ্রীমহাপ্রভুর নিত্য সেবকে গণন ॥

ব্রাহ্মণের দন্তোপাধি পরিত্যজ্য নয় ।

সেই জ্ঞানে প্রভূপাধি শ্রীবংশী ধরয় ॥

যেছে হরি বিপ্র পদচিহ্ন বক্ষে ধরে ।

তৈছে বিপ্রদন্তোপাধি বংশী ভূষা করে ॥

ইন্দ্রিয় সকল যার আত্মবশে রহে ।

সেইত গোস্বামী-প্রভু শাস্ত্রবিজ্ঞ কহে ॥

এবে বিপরীত তার দেখিবারে পাই ।  
 ইন্দ্ৰিয় তর্পণ পরে হতেছে গোসাঁই ॥  
 নিগ্রহানুগ্রহ কার্যে সমর্থ যাঁহার ।  
 অথবা প্রভাব আদি গুণ পূর্ণাকার ॥  
 • “প্রভু”পদ বাচ্য তিঁহ জগত-সংসারে ।  
 তদিতর জন “প্রভু” হইবারে নারে ॥  
 বংশগতোপাধি নহে প্রভু বা গোস্বামী ।  
 পণ্ডিত সভায় ইহা শুনিয়াছি আমি ॥  
 ভট্টাচার্য্য বংশোদ্ভব মূর্খেরে যেমন ।—  
 ভট্টাচার্য্য বলি লোকে করে আবাহন ॥  
 বংশ গৌরবাদি রক্ষা করণ কারণ ।—  
 ঐছে আবাহন,—এই কহে বিজ্ঞগণ ॥  
 তৈছে গোস্বাম্যাদি বংশোদ্ভব অজ্ঞজনে ।  
 গোস্বাম্যাদি বলি লোকে করে আবাহনে ॥  
 পূর্বের তালতরু ছিল যৈ পুষ্করী পাড়ে ।  
 এবে তালতরু হীন দেখি যে তাহারে ॥  
 তথাপি সকলে সেই পুষ্করীরে কয় ।  
 এই “তাল পুষ্করী”, “বেঙ ডোবা” নয় ॥  
 • তৈছে গোস্বাম্যাদি বংশোদ্ভব অজ্ঞজনে ।  
 গোস্বামি প্রভাদি বলি করে সম্বোধনে ॥  
 স্বরূপ বিচারে মূর্খ ভট্টাচার্য্য মৈছে ।  
 অজ্ঞা-সচ্ছন্দী গোস্বাম্যাদি জানিবেক তৈছে ।



গোস্বাম্যাদ্যুপাধি মম গ্রন্থাদি মাঝার ।—

পরিচয় লাগি মাত্র স্বীকার প্রচার ॥

“নীচশূদ্রাধম” আমি গুণলেশ হীন ।

ভক্তবেশে অপকর্মে রত রাতি দিন ॥

অতএব গোস্বাম্যাদ্যুপাধি মম যেই ।

পরিহাস রূপমাত্র,—কহিলাম এই ॥

নীচ-অজ্ঞ কাছে প্রায় প্রভূপাধি মোর ।

হায় প্রভূপাধি ! কিছু লাজ নাহি তোর ॥

বাঁচি যদি পরে তার উপাধি ব্যাধিতে ।—

আচ্ছন্ন করিবে দেহ,—কহিনু নিশ্চিত ॥

রক্ষ রক্ষ রক্ষ মোরে শ্রীচৈতন্য হরে ।

উপাধি কণ্ঠে দেহ সর্ সর্ করে ॥

এ যব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।

মূলকথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥

কৃষ্ণ সঙ্গে স্নেহে বহু করি লীলাখেলা ।

গৌড়দেশে বসাইতে প্রেমভক্তি মেলা ॥

গৌরাস্তের সঙ্গে বংশী নদীয়ানগরে ।

জনম লতিলা প্রিজ ছকড়ির ঘরে ॥

ছকড়ি মাধব শিবাবেশ অবতার ।

যাঁর কৃত বহু তন্ত্র লোকেতে প্রচার ॥

তঁার পত্নী সাধ্বাসতী পার্বতীর অংশা ।

• রমণীকুলের মিহৌ হয় অবতংসা ॥

তঁার গর্ভ সিন্ধু হৈতে পূর্ণ শশী প্রায় ।—

উদয় হইলা বংশী,—কহিষু তোমায় ॥

চৌদ্দশত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায় ।

বংশীর প্রকটোৎসব হয় ত সঙ্কায় ॥

তথাহি শ্রীবংশীলীলাগুতে ।

ভাগীরথীতটে রম্যে গোড়ে পুণ্যে নবদ্বীপে ।

কুলীয়ায়াং শুভে শাকে রসেন্দুবেন চন্দ্রমে ।

শ্রীবংশীবদনো যত্নাং প্রকটোহভুদ্ভিজালয়ে ।

মর্কসদৃশপূর্ণাং তাং বন্দেহহং মধুপূর্ণিমাং ॥ ২৬৩ ॥

যথা রাগঃ ।

নদীয়ার মাঝখানে,      সকল লোকেতে জানে,

কুলীয়া পাহাড় নামে স্থান ।

তথায় আনন্দ ধাম,      শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,

মহাতেজী কুলীন সম্ভান ॥

ভাগ্যবতী পত্নী তঁার,      রমণী কুলেতে য়ার,

যশোরশি সদা করে গান ।

ভাঁহার গর্ভেতে আসি,      কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,

শুভক্ষণে হৈলা অধিষ্ঠান ॥

দশমাস দশদিনে,      বাকাচন্দ্র লগ্ন মীনে,

চৈত্রমাস সঙ্ক্যার সময় ।

গৌরঙ্গ চাঁদের ডাকে,      তুষিতে আপন মাকে,

গর্ভ হৈতে হইলা উদয় ॥

হলুধ্বনি শঙ্খ রব, করেন রমণী সব,  
গোরাচাঁদ আনন্দে নাচয় ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ, জয় দেয় ঘন ঘন,  
নানা মত বাজনা বাজয় ॥

শ্রীঅদ্বৈত আদি কয়, সরলা বংশিকোদয়,  
গোরাঙ্গের ডাকেতে হইল ।

বংশীর জনম লীলা, প্রেমদাস প্রকাশিলা,  
ভক্ত মুখে যাহাই শুনি ॥ ২৬৭ ॥

বংশীলীলামৃত আর মুরলী বিলাস ।

বংশী-শিক্ষা আদি গ্রন্থে বংশীর প্রকাশ ॥

বিস্তার লিখিলা ঐছে গ্রন্থকারগণ ।

তাহার সারাংশ মুণ্ডি করিষু কীর্তন ॥

অক্ষুট জানিয়া তাঁরা না বর্ণিলা যাহা ।

ভক্ত মুখে শুনি এবে প্রকাশিষু তাহা ॥

ক্ষুটাক্ষুট জ্ঞানহীন মুণ্ডি ছুরাচার ।

তথাপি প্রকাশি এই সাহস'আমার ॥

জ্ঞানহীন মীন যৈছে আড়ার জীবনে ।—

পাখনায় ভর দিয়া উঠে উদ্ধারনে ॥

শেষে আড়াগাড়ি গর্তে হইয়া পতন ।

ধীবরের হাতে প্রাণ দেয় বিসর্জন ॥

ক্রীড়া আশে মহানন্দে ঐছে মীনগণ ।

অগাধ জীবন ছাড়ি হারায় জীবন ॥

তৈছে মুঞি স্ব-সাহসে করিয়া নির্ভরে ।—

কবিপদ উক্লে ধাই আনন্দ অন্তরে ॥

তথা অধিকার স্থান না করি দর্শন ।

ক্লিষ্ট হঞা নিজ স্থানে হই যে গতন ॥

তথাপি মনের আশা উচ্চ অধিকারে ।

নীচ হৈতে কেহ নাহি চায় এ সংসারে ॥

বংশীর চরিত্র আদি সমুদ্র অপার ।—

মোর মন ক্ষুদ্র মীন তাহে অনিবার ॥—

ক্লীড়া করিবারে ধায় হৃদি খাত ছাড়ি ।

এ বড় লজ্জার কথা কহিতে না পারি ॥

পুত্রের জনম হেরি চট্ট মহাশয় ।

জাতকর্ম্ম আদি মহা আনন্দে করয় ॥

যথাকালে নাম-অগ্নাশন আদি সারি ।

যজ্ঞ উপবীত দিলা স্মৃত্যাদি বিচারি ॥

রিবাহের কথা যবে মায়ে উত্থাপিল ।

তাহা শুনি প্রভু বংশী ভাবিতে লাগিল ॥

এবে পিতা-মাতা মোরে মায়াবজ্র দ্বারে ।—

বন্ধন করিয়া এই অনিত্য সংসারে ॥—

যুড়বার চেষ্টা করিছেন সর্বক্ষণ ।

ইত্যাদি ভাবিয়া বংশী করে পলায়ন ॥

মায়াপল্লো মিশ্রাবাসে গৌরাজ সকাশে ।—

উপনীত হঞা আত্ম দুঃখ পরকাশে ॥

ইহা শুনি গৌরাচাঁদ কহেন তাঁহারে ।

বিভা কর তুমি মোর বাক্য অনুসারে ॥

সপত্নী সহিত সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধ হয় ।

পুত্রাদির দ্বারে স্বর্গ আদি লাভ কয় ॥

তথাহি উদাহতশ্চে ।

ন গৃহং গৃহমিত্যাহগৃহিণী গৃহমুচ্যতে ।

তয়া হি সহিতঃ সৰ্ক্ষান্ পুরুষার্থান্ সমগ্নুতে ॥

লোকানন্ত্যঃ দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ ।

যস্মাক্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যা ভর্তব্যশ্চ সুরক্ষিতাঃ ॥

তত্রৈব টীকায়াং বাচস্পতিধৃত স্মৃতিবচনঞ্চ ।

পুত্রেণ লোকান্ জয়তি পৌত্রেণানন্ত্যমগ্নুতে ।

অথ পুত্রস্যাপৌত্রেণ ব্রহ্মস্যান্নোতিপিষ্টপং ॥ ২৬৮ ॥

তবে, শ্রীবংশীর কর করিয়া ধারণ ।

পরিহাস করি কন শ্রীশচীনন্দন ॥

সংসারের সার অর্থ এই হয় ভাই ।

“সং” শব্দে পুরুষ “সার” প্রকৃতিরে গাই ॥

উভয় সংযোগ দ্বারে নিষ্পন্ন সংসার ।

প্রকৃতি বিহনে নর হয় সঙ্কাকার ॥

পরিহাসচ্ছলে, এই সংসারার্থ সার ।

কাব্যাকার গণ কাব্যে করিলা বিস্তার ॥

তথাহি গ্রন্থকারেণোক্তং ।

সংশদাং পুরুষঃ প্রোক্তঃ সারঃ প্রকৃতিরেব চ ।

সংসারসারহীনশ্চেৎ সং সং সং ঋবমেব হি ॥ ২৬৯ ॥

প্রভুর বচন শুনি শ্রীবংশীবদন ।  
 হাস্ত করি প্রভু স্থানে করে বিজ্ঞাপন ॥  
 গার্হস্থ্য বিহিত ধর্ম উপদেশ দ্বারে ।  
 কেন বিশ্বস্তর তুমি ভুলাও আদ্বারে ॥  
 ধনান্নয় হেতু আর আরোগ্য কারণ ।—  
 গৃহস্থের হরিভক্তি প্রায় সজ্জটন ॥  
 ধনান্নয়ারোগ্য লাভে সেই ভক্তিনাশ ।—  
 প্রায় হয়,—এই কথা সর্বত্র প্রকাশ ॥  
 তবে হাসি कहিলেন প্রভু বিশ্বস্তর ।  
 আমার রহস্ত নাহি তুয়া অগোচর ॥  
 পরে তৌহা সঙ্গে সেই গোকুল বিলাস ।  
 পুনর্ব্বার গোড়দেশে করিব প্রকাশ ॥  
 সেই লাগি গৃহী তোমা করিবারে চাই ।  
 দেখিবে সকল লোকে তোমার বড়াই ॥  
 তোমার বংশোতে মোর হবে বহু লীলা ।  
 এই কথা শাস্ত্রগণ আগে প্রকাশিলা ॥  
 তুহুঁ তুয়া পুত্রবধূ গর্ভে পুনর্ব্বার ।—  
 জনম লভিবে দুই অংশে গুণাধার ! ॥  
 সেই জন্মে গোড়ে গুপ্ত মম প্রিয় বনে ।—  
 করিব বিবিধ ক্রীড়া তোমা দুই সনে ॥  
 তোর বংশ মোর প্রিয় পাণ্ডুবংশ ন্যায় ।  
 নিগূঢ় রহস্ত এই कहিনু তোমায় ॥

এত শুনি প্রভুপদে প্রণাম করিয়া ।  
 স্ব-গৃহে আইলা বংশী আনন্দ লভিয়া ॥  
 তবে যথাকালে বিভা করিলা স্ব-ঘরে !  
 বধু দেখি সর্বজন আশীর্বাদ করে ॥  
 নিতাই-নিমাই সম হউক সম্ভান ।  
 পক শিরে দেহ নাগ সম্ভবানুপাম ॥  
 বিবাহ করিয়া বংশী ভাবে মনে মনে ।  
 কি উপাধি দিলা প্রভু না জানি কারণে ॥  
 কৌলীন্য মর্যাদা আদি মোর যত বল ।  
 গৌরদাসোপাধি তাহা নাশুক সকল ॥  
 “ভক্তির কণ্টকোপাধি সমুদয় জানি ।  
 এ লাগি উপাধি মুঞি কভু নাহি মানি ॥”  
 শ্রীবংশী প্রভুর এই শ্রীমুখ বচন ।  
 শ্রীপাটবাসীর মুখে করিলু শ্রবণ ॥  
 বংশীর বিবাহ আদি বংশীলীলামৃতে ।  
 মুরলী বিলাসাদিতে যথামত রিতে ॥—  
 বর্ণিলা জগদানন্দ আদি ভক্তগণ ।  
 বাহুল্য ভয়েতে মুঞি না করি বর্ণন ॥  
 বংশীরে যে সব শিক্ষা দিলা গোরা রায় ।  
 প্রেমদাস মিশ্র তাহা লিখিলা ভাষায় ॥  
 বংশীলীলামৃত অনুসারে প্রেমদাস ।  
 সেই সব নিজ গ্রন্থে করিলা প্রকাশ ॥

তন্মধ্যে বিরুদ্ধ যাহা হয় দরশন ।  
 সহজ বাদীর তাহা প্রক্ষিপ্ত বর্ণন ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥  
 একদিন মহাপ্রভু বংশী কর ধরি ।  
 স্বরূপ কহেন পরিহাস ছল্য করি ॥  
 সম্মাসী হইব মুঞি মা রব হেথায় ।  
 দেখ দেখ মায়ে আর চুঃখিনী ভার্য্যায় ॥  
 ভক্তিশ্রোত রক্ষা কর গোড়েতে রহিয়া ।  
 নিশ্চিন্ত হইলু তোরে তিন ভার দিয়া ॥  
 সাহায্য করিবে তুয়া নন্দাই-ঈশান ।  
 সকল কহিলু বংশী তুয়া বিদ্যমান ॥  
 রামাঞি-নন্দাই মোর প্রিয় ভৃত্য হয় ।  
 যার জলপানে স্নিগ্ধ হয় ত হৃদয় ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ।

পয়োদবারিদৌ প্রাদান্দৌ নীরসংস্কারকারিণৌ ।  
 তাবদ্যভূতৌ রামায়িনন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতো ॥ ২৭০ ॥

প্রভুর বচন শুনি শ্রীবংশীবদন ।—  
 করিতে লাগিলা ঘন অশ্রু বরিষণ ॥  
 তবে তিন দিন পরে শ্রীশচী-নন্দন ।  
 সংসার ছাড়িয়া গুপ্তে করে পলায়ন ॥



স্বগৃহে রহিয়া প্রভু শ্রীবংশীবদন ।—  
 শুনিলেন পলাঞাছে শ্রীশচী-নন্দন ॥  
 কাঁদিতে কাঁদিতে তবে ভক্তগণ সনে ।  
 তাড়াতাড়ি যান প্রভু প্রভুর ভবনে ॥  
 শাশুড়ী-বধূর তথা দেখিয়া রোদন ।  
 ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যান শ্রীবদন ॥  
 এই কথা নহে মোর স্ববুদ্ধি রচিত ।  
 প্রভুর নিজের পদে হইমু বিদিত ॥

পদং ।

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা তিলক মাজ ।  
 আর না হেরিব সোণার কমলে নয়ন খঞ্জন নাচ ॥  
 আর না নাচিব শ্রীবাসমন্দিরে ভকত চাতক লঞা ।  
 আর না নাচিব আপনার ঘরে আর না দেখিব চাঞা ॥  
 আর কি দুভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাই ।  
 নিমাঞি করিয়া ফুকরি সদাই নিমাঞি কোথাও নাই ॥  
 নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ ।  
 গৌরাজ স্তম্ভর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া মাঝ ॥  
 কেবা হেন জন আনিবে এখন আমার গৌরাজ রায় ।  
 শাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে বংশী গড়াগড়ি যায় ॥২৭১॥  
 গৌরাজ বিরহে যেই শ্রীবংশীবদন ।  
 লোকেরে স্বমুখ নাহি করান দর্শন ॥

সেই প্রভু বংশী বংশে মুণ্ডি অভাজন ।  
 গৌরান্দ পদারবিন্দ না করি স্মরণ ॥  
 লাজ শির খাঞা সদা হাসিয়া হাসিয়া ।  
 লোক মাঝে ভ্রমি সাধু পুতুলি সাজিয়া ॥  
 মোর মুখে উল্কাপাত যদি বিধি করে ।  
 তবে জানি জ্ঞান আছে তাহার অন্তরে ॥  
 বিধাতা অজ্ঞান বড় পরিচয় তার ।  
 আমা হৈতে জগন্মাঝে হইল প্রচার ॥  
 এ সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।  
 মূল কথা কহি এবে করহ শ্রবণ ॥  
 তবে নন্দায়ির ভাই রামাণ্ডি ঠাকুর ।  
 বংশীকে কহেন শূণ্য হৈল নদেপুর ॥  
 ওহে প্রভো ! আর নাহি রব নদীয়ায় ।  
 যাইব যেখানে গেলা শ্রীগৌরান্দ রায় ॥  
 রামাণ্ডির কথা শুনি কহেন গোসাণ্ডি ।  
 ধন্য ! ধন্য ! ধন্য তুমি পণ্ডিত রামাণ্ডি ॥  
 গৌরান্দের প্রিয় ভৃত্য তুমি সর্বকাল ।  
 তাঁর জল সেবা কার্যে তুয়া মতি ভাল ॥  
 এখনি যাইয়া তুমি মিল প্রভু সনে ।  
 প্রভু সঙ্গে রহি জল করিবে সেবনে ॥  
 মন্দবুদ্ধি দেখি প্রভু গৌরান্দ আমারে ।—  
 অনুমতি করিলেন রহিতে সংসারে ॥

নহিলে তোমার সঙ্গে যাইয়া এখনি ।—

দেখিতাম কিবা করে গোরা দ্বিজমণি ॥

ইহা শুনি তিহোঁ বংশী পদে নমস্করি ।

মিলিতে চলিলা যথা গৌরাজ শ্রীহরি ॥

তবে প্রভু বংশীদাস শাশুড়ী-বধূরে ।—

প্রবোধিয়া কহিলেন ঈশান ঠাকুরে ॥

মহাপ্রভু এই আজ্ঞা করিলা আশ্রয় ।

সেবিতে মাতায় আর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় ॥

প্রভুর বচন শুনি কহেন ঈশান ।

“আজ্ঞা বলবান এই বেদের বিধান ॥”

তবে শ্রীবংশীর কর ধরি কন আই ।

তোরে কি বলিয়া গেছে আমার নিমাই ॥

শ্রীবংশী কহেন মাগো নাহি কঁাদ আর ।

সকল বলিয়া গেছে নিমাই তোমার ॥

প্রভু আজ্ঞা অনুসারে ঈশান-বদন ।—

করিতে লাগিলা উভয়ের স্নেহেবন ॥

শ্রীগদাধরের প্রাণ শ্রীশচীনন্দন ।

করিতে না পারি জঁার মস্তক মুগুন ॥

চতুর্বিংশ বর্ষ প্রভু গৌরাজ সুন্দর ।

নবদ্বীপ লীলা কৈল বেদ গুহ্যতর ॥

তহি মধ্যে বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতি করিল ।

তহি মধ্যে পূর্বদেশ প্রভৃতি ভ্রমিল ॥

আর চতুর্বিংশ বর্ষ সম্মাস করিয়া ।  
 দক্ষিণাদি ভ্রমিলেন ভক্তি প্রচারিয়া ॥  
 তহি মধ্যে একবার দেশে আগমন ।  
 এ সব বর্ণিলা শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন ॥  
 কিছুদিন পরে তবে চাখন্দী জীবন ।  
 আসিলেন নবদ্বীপ করিতে দর্শন ॥—  
 শ্রীবংশীবদনে দেখি ঠাকুর নমিলা ।  
 উঠা বদনানন্দ কোলেতে ধরিল ॥  
 শ্রীনিবাস ঠাকুরের হেরিয়া বদন ।  
 রোদন করেন প্রভু মাধবনন্দন ॥  
 তবে শ্রীনিবাসে লঞা ঠাকুর বদন ।  
 প্রভুর আলয়ে দুঃখে করেন গমন ॥  
 আচার্য্য ঠাকুর বিষ্ণুপ্রিয়া চরণে ।  
 প্রণাম করিয়া বহু করেন রোদনে ॥  
 ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে নরহরি দাস ।  
 এ সব রিস্তার রূপে করিলা প্রকাশ ॥  
 চল্লিশাব্দ বর্ষ প্রভু শচীর কুমার ।  
 নিজেচ্ছায় করিলেন প্রকট বিহার ॥  
 চল্লিশাব্দ বর্ষ অস্তে টোটা গোপীনাথে ।  
 অপ্রকট ইন্দ্রেন ভক্ত প্রাণনাথে ॥  
 প্রকটাপ্রকট দুই লীলা মিত্য হয় ।  
 বেদাগম শাস্ত্রে এই করিলা নিশ্চয় ॥

প্রভুর প্রকট লীলা বৃন্দাবন দাস ।  
 শ্রীচৈতন্য ভাগবতে করিলা প্রকাশ ॥  
 অপ্রকট লীলা তার জানে ভক্তগণ ।  
 তেত্রিঃ ভাগবতে নাহি কহে বৃন্দাবন ॥  
 অত্যাধিক করে লীলা শ্রীগোরাঙ্গ রায় ।  
 কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥  
 গোরাঙ্গের অপ্রকট দারুণ সংবাদে ।—  
 শুনিয়া বদনাদির হইল বিষাদে ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়া আর তিহৌ গোরাঙ্গ বিহনে ।  
 উন্মত্তের ন্যায় কাঁদে সদা সর্ববক্ষণে ॥  
 দুইজনে অন্ন-পান করিয়া বর্জ্জন ।  
 হা নাথ গোরাঙ্গ ! বলি ডাকে অশ্রুক্ষণ ॥  
 তবে প্রভু স্বপ্নযোগে কম দুইজনে ।  
 মিছা কেন কাঁদ সদা আমার বিহনে ॥  
 আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ ।  
 যেই নিম্নতলে মাতা দিলা মোরে স্তন ॥  
 সেই নিম্নবক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্মাইয়া ।—  
 সেবন করহ মোর স্বরূপ জানিয়া ॥  
 সেই দারুমূর্ত্তি মধ্যে হবে মোর স্থিতি ।  
 এ লাগি সেবনে তার পাইবে পিরীতি ॥  
 স্বপ্নাদেশ অনুসারে শ্রীবংশীবদন ।  
 পঙ্কের ভিতরে মূর্ত্তি করায় গঠন ॥

ঠাকুর আনন্দে শ্রীমূর্তির পদ্মাসনে ।  
 লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করেন লিখনে ॥  
 মূর্তির মাধুর্য্য হেরি বংশী ভাবে মনে ।  
 সেই ত পরাণ নাথ পানু দরশনে ॥  
 • বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দেখি গৌরাজ সুন্দরে ।  
 প্রণাম করিয়া এই ভাবেন অন্তরে ॥  
 সেই মোর প্রাণনাথে পুনহি পাইলু ।  
 যাঁর লাগি কাম বাণে দহিয়া মরিলু ॥  
 দিন স্থির করি তবে মূর্তি প্রতিষ্ঠার ।  
 সর্ব ঠাঞি পাত্র দিলা চট্টের কুমার ॥  
 নিরূপিত দিনে মূর্তি প্রতিষ্ঠা হইল ।  
 সে আনন্দ কথানন্ত বর্ণন করিল ॥  
 সেই দিনাবধি সর্ব নদীয়া-নগরে ।  
 “শ্রীঠাকুর প্রভু বংশী” বলে ঘরে ঘরে ॥  
 অদ্যাপি “ঠাকুর প্রভু বংশ” সর্বজনৈ ।—  
 বলেন বংশীর বংশ প্রভুপাদগণে ॥  
 বিষ্ণুপ্রিয়ানুজে শ্রী অমুগত করে ।  
 শ্রীমূর্তি সেবার ভার দিলানন্দাস্তরে ॥  
 শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা আদি শ্রীবংশী শিকায় ।  
 যথামত বর্ষিলেন মিশ্র কবি রায় ॥  
 চতুর্থ উল্লাসে তাহা করিবে দর্শন ।  
 অথবা প্রাচীন মুখে করিহ অবগণ ॥

সিন্ধু শ্রীচৈতন্য দাস আদি ভক্তগণ ।  
 “শ্রীবংশীর গৌর বিধু” করিত কীর্তন ॥  
 শ্রীপ্রাণবল্লভ আর গৌরাজ্ঞ সুন্দর ।  
 দুই সেবা শ্রীবংশীর নদীয়া ভিতর ॥  
 শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগোকুল-শ্রীমোহন ।  
 মনোহর-শ্যামদাস আদি বিজ্ঞজন ॥  
 ঠাকুর বংশীর শাখা ডুবন বিদিত ।  
 দক্ষিণ পবিত্রকারী দক্ষিণে আস্থিত ॥  
 জগতীমঙ্গল পুরে কেহ বিরাজয় ।  
 কেহ বা ময়ূরভঞ্জে বিরাজ করয় ॥  
 এইমত নানাস্থানে প্রভু শাখাগণ ।  
 অবস্থান করি করে প্রেম বিতরণ ॥  
 গৌরাজ্ঞের প্রিয় শাখা শ্রীবংশীবদন ।  
 নিত্যানন্দ শাখা কেহ করেন বর্ণন ॥  
 সেই মত শুদ্ধ নহে শুনহ কারণ ।  
 যাহা হৈতে যেই সেই শাখা নিরূপণ ॥  
 অনঙ্গমঞ্জরী বংশী এই তত্ত্ব দ্বারে ।  
 নিত্যানন্দ প্রভু শাখা হইবারে পারে ॥  
 কিন্তু ঐছে মত শুদ্ধ বলিতে না পারি ।  
 “কৃষ্ণমুখোৎপন্নত্যাগি” দেখহ বিচারি ॥  
 এ সব বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 বিচারি করুন স্থির মহাজন মণ ॥

গৌর-কৃষ্ণলীলা গ্রন্থ পদাবলী আর ।  
 যতেক রচিলা বংশী সংখ্যা নাই তার ॥  
 বংশীবদনের পদ, নিকুঞ্জ বিহার ।  
 বৈষ্ণবগণের হয় কণ্ঠমণিহার ॥ •  
 শ্রীবংশীর লীলাগুণ—দেশ পর্য্যটন ।—  
 তৎ আদি বর্ণিলেন পূর্ব ভক্তগণ ॥  
 পূর্বভক্ত শ্রীস্বরূপ আদি অনুসারে ।  
 বংশীলীলামৃত গ্রন্থ হইল প্রচারে ॥  
 তাহার সংক্ষেপ সার মুরলী-বিলাস ।  
 শ্রীরাজবল্লভ প্রভু করেন প্রকাশ ॥  
 মুরলী-বিলাসে প্রভু যাঁহা না কহিলা ।  
 দ্বিজ হরি, প্রেমদাস তাহা বিস্তারিলা ॥  
 সেই সব মহাজন বাক্য অনুসারে ।  
 আর যাঁহা শুনিলাম সিদ্ধভক্ত দ্বারে ॥  
 সকলের সারভাগ করিয়া হরণ ।—  
 সংক্ষেপে বংশীর কথা করিষু কীর্তন ॥  
 শ্রীবংশীর দুই পুত্র ভুবনে প্রকাশ ।  
 প্রথম চৈতন্ত দাস জানিহ নির্যাস ॥  
 দ্বিতীয় শ্রীনিত্যানন্দ দাস মহাশয় ।  
 দুই ভাই গৌর-নিত্যানন্দ সম হয় ॥  
 চৈতন্ত বিজ্ঞান আদি চৈতন্য রচিল ।  
 প্রেমলীলামৃত নিত্যানন্দ প্রকাশিল ॥



শ্রীচৈতন্যভক্ত কৃত শ্রীপাটাদিকার ।  
 নাহি পাঞা পুত্রদ্বারে নিত্যানন্দোদার ॥  
 শ্রীগোকুলচন্দ্র আদি ষাদশ বিগ্রহ ।  
 প্রকাশ করেন অতি করিয়া কলহ ॥  
 দুই মূর্তি রাখিলেন শ্রীবাস্ত্রাপাড়ায় ।  
 আর দশ মূর্তি দশ স্থানেতে পাঠায় ॥  
 সেই দশ মূর্তি শোভে যেই যেই স্থানে ।  
 সেই সেই স্থান পাট নিত্যানন্দাখ্যানে ॥  
 নিত্যানন্দ দাসভক্ত রঘুরাম হয় ।  
 তিহোঁ রাম সঙ্গে ছলে কলহ করয় ॥  
 কলহ করিয়া দুয়ে গোড়েতে যাইয়া ।—  
 দরবার করে কাজী স্থানে ক্রুদ্ধ হৈয়া ॥  
 তবে কাজী বিচারিয়া এই আজ্ঞা দিলা ।  
 শ্রীপাটের সহে রঘু নিঃস্ব হইলা ॥  
 রামে রাজি রঘুরামে না রাজ ঠাকুর ।  
 হামকো হকুমে রঘু হইল ফতুর ॥  
 হিন্দুর বিরুদ্ধ কাম রঘু কৈল যাহা ।  
 হামকো হকুমে কাঁট নাশ কর তাহা ॥  
 কাজীর হকুম শুনি শ্রীরঘু তখন ।  
 লজ্জিত হইয়া পাটে দিলা দরশন ॥  
 তবে কাজী শ্রীরামের প্রভাব দেখিয়া ।  
 পাঁচ পাঞ্জা-ঘড়ী দিলা মামান্দ করিয়া ॥

বহু বৃদ্ধ মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ ।  
 ভক্ত গণে নিবেদিষু আনন্দ কারণ ॥  
 প্রভু নিত্যানন্দ স্নাত শ্রীরঘু ঠাকুর ।  
 রাম সহ বাদ যার হইল প্রচুর ॥  
 অগ্রজাত্মজের প্রতি হঞা ক্রোধাশ্রিত ।—  
 লিখিলেন নিত্যানন্দ প্রেমলীলামৃত ॥  
 অগ্রজাত্মজের তত্ত্ব মহিমা প্রভৃতি ।  
 অক্ষুট করিয়া গ্রন্থে করিলা বিবৃতি ॥  
 কোন কোন স্থলে তত্ত্ব করি বিপর্যয় ।—  
 অগ্রজাত্মজেরে লঘু করিয়া লিখয় ॥  
 নিত্যানন্দ গোস্বামির কৃত গ্রন্থ যত ।  
 চৈতন্যাত্মজের কিছু বিরুদ্ধ সম্মত ॥  
 আর আর গ্রন্থ তাহে আছয়ে প্রমাণ ।  
 আমারে কহিলা সিদ্ধ দাস ভগবান ॥  
 গ্রন্থ সব দেখি তাহা হইলু বিদিত ।  
 নিত্যানন্দ লিখে গ্রন্থ হঞা ক্রোধাশ্রিত ॥  
 প্রভু নিত্যানন্দ চট্টে করি নমস্কার ।  
 ওহে প্রভো ! অপরাধ ক্ষমিহ আমার ॥  
 ভ্রাতৃপুত্র কৃত পাটে তন্দীয়াধিকার ।—  
 কখন নাহিক রহে এই ত বিচার ॥  
 তথাপি তোমার ক্রোধ তাঁহার উপর ।  
 তোমার স্নেহাদি হউ তোমার গোচর ॥

তোমার অগ্রজ যিহেঁ তিহেঁ মহাশয় ।  
 তাঁর পুত্র প্রতি ক্রোধ উচিত না হয় ॥  
 ঠাকুর চৈতন্য দাস গোসাঞির তত্ত্ব ।  
 প্রকাশিলা নরহরি সাহিত মহত্ত্ব ॥  
 ভক্তি রত্নাকর আদি গ্রন্থে নরহরি ।  
 চৈতন্যের মহিমা দি বর্ণে স্ফুট করি ॥  
 বিলাসের মধ্যে শ্রীঅচ্যুতানন্দ সঙ্গে ।  
 চৈতন্যের ভোজনা দি দেখি নানা রঙ্গে ॥  
 বিলাসার্থে নরোত্তম বিলাস কহয় ।  
 ঘনশ্যাম নরহরি কৃত যাহা কয় ॥  
 চৈতন্য দাসের গুণ লীলা দি বর্ণন ।—  
 করিলেন পূর্ববাপর মহাজন গণ ॥  
 শ্রীচৈতন্য দাস গোসাঞির পুত্র তিন ।  
 কনিষ্ঠান্ন বয়সেতে হইয়া প্রবীণ ॥—  
 ইহলোক ছাড়ি নিত্য লোক লাভ করে ।  
 শ্রবণ করিগু ইহা বিজ্ঞের গোচরে ॥  
 জ্যেষ্ঠ প্রভু রামচন্দ্র শ্রীরাম-সমান ।  
 তাঁহার অনুজ শচীনন্দন আখ্যান ॥  
 শচীনন্দনের ক্রীড়া শ্রীশচীনন্দনে ।  
 তেঞি সে বিলাস কহে বিজ্ঞ ভক্তগণে ॥  
 গৌরাঙ্গের আজ্ঞা আর স্ব-সত্য কারণ ।  
 দুই অংশে পুন জন্মে শ্রীবংশী বদন ॥

নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ গর্ভ রত্নাকরে ।  
 জনম লভেন বংশী দুই অংশ ধরে ॥  
 প্রথমাংশ রাম নাম জানে সর্বজন ।  
 দ্বিতীয়াংশ গুণ নিধি শ্রীশচীনন্দন ॥  
 অদার-সদার দুই বৈরাগ্য কারণ ।  
 দুই অংশে পুনঃ জন্মে শ্রীবংশী বদন ॥  
 গৌরান্দের চেষ্ঠা জীব বুকিবে কেমনে ।  
 একদিন স্বপ্নে প্রভু কহেন বদনে ॥  
 ওহে বংশি ! এই লীলা কর সম্বরণ ।  
 ভুলিয়া গেছ কি মোর সে সব বচন ॥  
 স্বপ্নেতে প্রভুর বাক্য করিয়া শ্রবণ ।  
 জাগিয়া মনেতে ভাবে শ্রীবংশী বদন ॥  
 এমন দয়াল প্রভু না দেখি ভুবনে ।  
 ভুলিলে নাহিক ভুলে নিজ ভৃত্য জনে ॥  
 তবে রাত্রি শেষে প্রভু পীড়া করি ছল ।  
 উভয় আত্মজে ডাকি কহেন সকল ॥  
 প্রভু কন.ওরে পুত্র চৈতন্য-নিতাই ! ।  
 ত্রিমূর্তির সেবা কর অনন্যে সদাই ॥  
 এ দেহ ছাড়িব মুঞি অদ্য নিশামুখে ।  
 তাহা দেখি তুহু দুই নাহি পাও দুঃখে ॥  
 প্রভুর বচন শুনি চৈতন্য-নিতাই ।  
 কান্দিতে লাগিল কাতরেতে দুই ভাই ॥

সেই কালে গোসাঞির পুত্রবধূগণ ।  
 শশুরের পদ ধরি করেন রোদন ॥  
 জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যের পত্নী সাধবী সতী ।  
 কাঁদিতে লাগিল বহু করিয়া বিনতি ॥  
 গোসাঞি কহেন মাগো নাহি কাঁদ আর ।  
 তোমার গর্ভেতে জন্ম লব পুনর্ব্বার ॥  
 তুষা ভক্তি বশ হঞা কৈনু অঙ্গীকার ।  
 মোর এই কথা কাঁহা না কর প্রচার ॥  
 বংশী অপ্রকট লীলা শ্রীবংশী শিক্ষায় ।—  
 বলিলেন প্রেমদাস মিশ্র কবি রায় ॥  
 শ্রীবংশী বদনানন্দ পুত্র শ্রীচৈতন্য ।  
 পরম উদার তিহেঁ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ॥  
 চৈতন্য গোসাঞি বিনা নাহি জানে আর ।  
 গৌরলীলা স্ফূরে সদা অস্তুরে যাহার ॥  
 একদিন শ্রীজাহ্নবী তাঁহার ভবনে ।  
 অম্বিকা হইতে গেলা আনন্দিত মনে ॥  
 জাহ্নবীর আগমন করিয়া দর্শন ।  
 বসিতে আসন দিল বংশীর-নন্দন ॥  
 ভাগ্য মানি শ্রীচৈতন্য প্রেমানন্দে ভাসে ।  
 সেই কালে তাঁর পত্নী জাহ্নবীর পাশে ॥  
 আসিয়া প্রণাম করে মনের উল্লাসে ।  
 শিরে হাত দিয়া দেবী আশীষ প্রকাশে ॥

জাহ্নবী কহেন মাগো ! শুনহ বচন ।  
 তোর দুই পুত্র হবে ভুবন পাবন ॥  
 জ্যেষ্ঠ পুত্র মোরে দিবে করিব পালন ।  
 আমারে বঞ্চনা নাহি কর কদাচন ॥  
 মুক্তি জন্মবক্ষ্যা মোর পুত্র-কন্যা নাই ।  
 সেই লাগি তোর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডিঙ্কা চাই ॥  
 ঠাকুরাণী কহে মাগো ! রূপা কর মোরে ।  
 দুই পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ পুত্র দিব তোরে ॥  
 তবে কহিলেন প্রভু বংশীর-নন্দন ।  
 তোমাতে অদেয় মোর নাহি কোন ধন ॥  
 জাহ্নবী কহেন তুমি বড় ভাগ্যবান ।  
 তুয়া দুই পুত্র হবে ইথে নাহি আন ॥  
 এত বলি গেলা মাতা আপন ভ্রমণ ।  
 কত দিনে হৈল তাঁর গর্ভের লক্ষণ ॥  
 স্ব-সৌভাগ্যে আর জাহ্নবীর পরশনে ।  
 তাঁর গর্ভে বংশী পুনঃ জন্মে শুভক্ষণে ॥  
 আর হেতু প্রভু আজ্ঞা নিজ স্বীকারেতে ।—  
 জনম লভেন প্রভু গুণের দারেতে ॥  
 দশমাস দশ দিনে প্রসব সময় ।  
 সকলের হৃদে হৈল আনন্দ উদয় ॥  
 সরস বসন্ত কাল শুক্ল সপ্তমীতে ।  
 বসন্ত বাতাসে বৃক্ষ আদি পুলকিতে ॥

কোকিল পঞ্চম গায় ভ্রমর ঝঙ্কার ।  
 বালরুক-যুবা মনে আনন্দ অপার ॥  
 জয় জয় করে লোক চৌদিক ভরিয়া ।  
 প্রেমেতে জাহ্নবী দেবী পড়ে উথলিয়া ॥  
 চৈতন্য দাসের মনে প্রেম উথলিল ।  
 রাস পঞ্চাধ্যায় শ্লোক পড়িতে লাগিল ॥  
 সেই কালে আবিভূত হইলা ঠাকুর ।  
 সকল লোকের হৈল আনন্দ প্রচুর ॥

যথা রাগঃ ।

জয় জয় করে লোক, পাশরিলা দুঃখ শোক,  
 প্রেমে অঙ্গ হৈল পুলকিত ।  
 সবে হাসে নাচে গায়, কতক আনন্দ তায়,  
 হরিশ্বনি শুনি চারু ভিত ॥  
 অপরূপ চৈতন্য কুমার ।  
 প্রতপ্ত কাঞ্চন জিনি, অঙ্গকাস্তি হেম মণি,  
 জগ মোহনিয়া রূপ য়ার ॥ ৫ ॥  
 শুনিয়া চৈতন্য দাসে, হৈলানন্দ পরকাশে,  
 দেখিল বালক মুখ শোভা ।  
 আপনাকে ধন্য মানেন, নানা ধন করে দানে,  
 সে আনন্দ অতি মনলোভা ॥  
 কুটুম্ব-ব্রাহ্মণগণে, নিমন্ত্রণ করি আনে,  
 এক সবে হাতে দৃব্বা-ধান ।

সবাই আশীষ করে,                      দ্বিজগণে বেদ পড়ে,  
নানাবিধ করয়ে কল্যাণ ॥

কুরিঙ্গা সহিত দধি,                      চালে সবে নিরবধি,  
গন্ধতৈল-কুম্ভুমাди যত ।

নানা বেশ ভূষা কত,                      বিলাইছে কত শত,  
মহোৎসব করে এই মত ॥

নানা যজ্ঞ বাজে কত,                      বাদ্য বোল অপ্রমিত,  
শুনিতে কর্ণেতে লাগে তাল ।

কত শত জন গায়,                      নটীগণ নাচে তায়,  
কেহ করতালি দেয় ভালা ॥

দিবা নিশি এই মত,                      তাহা বা কহিব কত,  
সবে করে আনন্দ উল্লাস ।

বিধিমত ক্রিয়া যত,                      কৈলা মুন অভিমত,  
অমঙ্গল যাহাতে বিনাশ ॥

জাহ্নবী গোসাঞি শুনি,                      পরম আনন্দ মানি,  
আসিলেন চৈতন্যের বাসে ।

দেখিল বালক শোভা,                      কাম জিনি মনলোভা,  
দশ দিক রূপে পরকাশে ॥

নানা স্বর্ণ অলঙ্কার,                      চিত্রবাস-মুক্তা হার,  
দিলেন বালকে পরাইতে ।

যথাযোগ্য সমাধান,                      বাড়ীঞা সবার মান,  
ব্রাহ্মণ ভোজন এই মতে ॥



বীরচন্দ্রে কোলে লঞা, বসুধা আইলা ধাঞা,  
বিষ্ণুপ্রিয়া অচ্যুত জননী ।

বস্ত্রগুপ্ত যানে চড়ি, দাসীগণ সঙ্গে করি,  
আইলেন সব ঠাকুরাণী ॥

দেখিয়া বালক ঠাম, সবে করে অনুমান,  
সেই বংশীবদন প্রকাশ ।

করিতে বিবিধ লীলা, পুনঃ প্রভু প্রকটিল।  
এ রাজবল্লভ করে আশ ॥ ২৭২ ॥

তবে সবে নিজ বাসে করিলা গমন ।

তার পর শুন সবে করি নিবেদন ॥

পুত্র মুখ দেখি পিতা-মাতার আনন্দ ।

পিতা-মাতা মুখ চাহি হাসে মন্দ মন্দ ॥

কৃষ্ণ নাম শুনি শিশু পুলকিত হয় ।

তাহা দেখি সকলেতে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কয় ॥

একদিন এক মহাসর্বজ্ঞ আসিয়া ।—

কহিতে লাগিলা কিছু বালকে দেখিয়া ॥

গোসাঞি ! তোমার পুত্র দুর্লভ সবার ।

এই পুত্র হৈতে হবে মঙ্গল অপার ॥

এ শিশুর কিবা নাম রাখিবা গোসাঁই ! ।

গোসাঞি কহেন নাম রাখা হয় নাই ॥

সর্বজ্ঞ কহেন জানিলাম পূর্ববাপর ।

শিশুর চরিত্র নহে জীবের গোচর ॥

এই শিশু সর্ব চিত্তে করিবে রমণ ।  
 অতএব “রাম” নাম করিষু রক্ষণ ॥  
 প্রেমে লোক গদাধরে কহেন “গদাই ।”  
 আর প্রভু নিত্যানন্দে কহয়ে “নিতাই ॥”  
 সেই মত এই রামে কহিবে “রাগাই ।”  
 তুয়া সন্নিধানে এই কহিষু গোমাই ! ॥  
 তবে তুমি হঞা প্রভু দিলা বহুধন ।  
 ধন পাঞা সে সর্বজ্ঞ যায় স্ব-ভবন ॥  
 যাইবার কালে তবে প্রভুরে কহিলা ।  
 তব পিতা প্রভু বংশী পুনঃ জনমিলা ॥  
 তবু কহি সে সর্বজ্ঞ গেলা স্বভবন ।  
 স্বপত্নী সহিত প্রভু হৈলানন্দ মন ॥

যথা রাগঃ ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসম, • গোপিকার মনোরম,—  
 মুরলী আছিল যেহ ব্রজে ।  
 শ্রীচৈতন্য অবতারে, ছকড়ি চট্টের ঘরে,  
 অবতীর্ণ হৈলা গোড় মাঝে ॥  
 ভুবনেতে অনুপাম, • শ্রীবংশীবদন নাম,  
 প্রকাশিলা হঞা দ্বিজমনি ।  
 কতদিন বিহরিলা, করিল বিবিধ লীলা,  
 অন্তর্দ্বান হইলা আপনি ॥

তাঁহার নন্দন ছুই, চৈতন্য-নিতাই এই,  
চৈতন্যনন্দন ঘরে আসি ।

পুনরপি জনমিলা, দ্বিজের ভক্তি শিখাইলা;  
“রামচন্দ্র” নাম পরকাশি ॥

দয়াল ঠাকুর মোর, অপার করুণা তোর,—  
তুয়া বিনু আর নাহি গতি ।

প্রেমদাস অভাগারে, কৃপা কর এইবারে,  
তিলেক রহুক তুহুঁ খ্যাতি ॥ ২৭৩ ॥

শ্রীকুল নগরবাসি মিশ্র প্রেমদাস ।

রামচন্দ্র তব এই করিলা প্রকাশ ॥

দ্বিজহরি শিষ্য প্রেমদাস মহাশয় ।

রামের প্রধান শাখা দ্বিজ হরি হয় ॥

শ্রীকুলনগর এবে কুলযোড়াখ্যানে ।—

খ্যাত হইয়াছে,—এই জানিছু সন্ধান ॥

“শব্দ ব্রহ্মময় বংশী” সংহিতায় কহে ।

শ্রীবংশীবদন সেই বংশী মিথ্যা নহে ॥

“শব্দ ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ” বেদের লিখন ।

অতএব যেই বংশী সেই শ্রীবদন ॥

যেই শ্রীবদন-সেই রামচন্দ্র হয় ।

নিশ্চয় নিশ্চয় এই নিশ্চয় নিশ্চয় ॥

চৈতন্য আজ্ঞায় প্রভু শ্রীবংশীবদন ।

পুনর্ব্বার রামরূপে আবির্ভূত হন ॥

তথাহি শ্রীগৌরগণনিক্রপণে ।

শ্রীবংশীবদনানন্দঃ শ্রীচৈতন্তসমাজয়া ।

আবিভূতঃ পুনর্গোড়ে কথায়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীবংশীবদনানন্দ-শ্রীবংশীবদন ।

• শ্রীবদন-বদনানন্দ চতুর্থ গণন ॥

বংশী-বংশীদাস আর গৌর প্রিয়োত্তম ।

এই সপ্তনাম বংশী করেন ধারণ ॥

শ্রীবংশীবদন নাম আদ্য নাম হয় ।

সেই বংশী রামচন্দ্র নাহিক সংশয় ॥

চৌদ্দশত পঞ্চাশের ফাস্তুনিক মাসে ।

শুরুপক্ষ সপ্তমীর নিশামুখোল্লাসে ॥

চৈতন্যের গৃহে বংশী চৈতন্য আঞ্জায় ॥

রামচন্দ্র রূপে জন্ম লভে কুলীকায় ॥

তথাহি শ্রীমনিশ্রেণোক্তং ।

বাণেষু বেদেন্দুমিতে শকে শুভে

বংশীশ্রবণং ফাস্তুন শুরু সপ্তমীং ।

চৈতন্তগেহেষু বততার ভূষণন্

রামাশ্রনা গৌরবচঃ প্রমাণয়ন্ ॥ ২৭৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অশ্রাশ্রোপনয়ন ।—

বিদ্যাভাস আদি আর কৃষ্ণ সঙ্কীর্ণন ॥

মুরলী বিলাস আর শ্রীবংশী শিক্ষায় ।—

বিস্তার বর্ণন আছে দেখহ তথায় ॥

রামের কৈশোরারম্ভে চৈতন্য গৃহিণী ।  
 প্রসবিলা আর এক পুত্র চন্দ্র জিনি ॥  
 সেই ত পুত্রের নাম শ্রীশচীনন্দন ।  
 বংশীর দ্বিতীয় অংশ কহে ভক্তগণ ॥  
 রামের জন্মেতে হৈল যেবা নন্দোৎসব :  
 শচীনন্দনের জন্মে সেই মত সব ॥

যথা রাগঃ ।

অনুপম চৈতন্যনন্দন ।

চন্দ্র সম অঙ্গ কাস্তি, যাহাতে চকোর ভ্রাস্তি,—  
 অমৃতাশে হয় সর্বক্ষণ ॥ প্র ॥  
 চাঁচড় কুস্তুল ঘন, জিনিয়া মাধব ঘন,  
 যাহা দেখি ভ্রাস্তে শিখীগণে ।  
 পুচ্ছ করি প্রসারণ, সর্বজন বিমোহন,—  
 নৃত্য করে ময়ূরীর সনে ॥  
 নয়ন কমল দল, মৃদুমন্দ হাস্য কল,  
 ক্র-যুগল স্মর ধনু প্রায় ।  
 গজস্কন্ধ জিনি স্কন্ধ, মুগ্ধ করালকাবন্ধ,  
 অঙ্গ গন্ধ পদ্মগন্ধ ন্যায় ॥  
 চঞ্চু হেরি কীর গণ, চঞ্চু করে ঘরশন,—  
 লাজে তরু শাখার উপরে ।  
 তিল-ফুল জিনি ঘ্রাণ, শ্রুতি অতি অনুপাম,  
 শ্রুতি শোভে যাহার ভিতরে ॥

অজানু লম্বিত ভুজ, যার স্পর্শ ভয়ে রুজ,  
দূরে রহি হয় বেপমান ।

ধনুশূল সুবিশাল, ক্ষীণ কটিদেশ ভাল,  
সর্ব মহাপুরুষ প্রমাণ ॥

সর্ব লোক মনলোভা, দেখিয়া বালক শোভা,  
আনন্দে কহয়ে সর্বজন ।

ধন্য ! ধন্য ! পিতা মাতা, ধন্য রাম ! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,  
ধন্য ! ধন্য ! শিশু সখাগণ ॥ ২৭৫ ॥

এই মত নর নারী সকলে কহয় ।

শুনি পিতা-মাতা সুখ সাগরে ভাসয় ॥

তবে এক দিন কোন সর্ববজ্র আসিয়া ।

চৈতন্যের পাশে কহে বালকে দেখিয়া ॥

বালকের কিবা নাম রাখিলা গোসাঁই ! ।

শুনিয়া চৈতন্য কহে সর্বজ্ঞের ঠাই ॥

তুমি রক্ষা কর নাম গণনা করিয়া ।

তবেত সর্বজ্ঞ ভূমে কঠিনী পাতিয়া ॥

চৈতন্য দাসেরে কহে শুনহ গোসাঁই ! ।

এই শিশু দেহে শচীনন্দন সদাই ॥—

বিলাস করিবে এই গন্ধিয়া দেখিছু ।

“শ্রীশচী নন্দন” নাম তেঞি সে রাখিছু ॥

শ্রীশচীনন্দন বিশ্বস্তরের বিলাস ।

তোমার বালক,—এই কহিছু নির্যাস ॥

তথাহি শ্রীসৰ্বজ্ঞেনোক্তং ।

শচীনন্দনদেবশ্চ শ্রীশচীনন্দনঃ স্বয়ং ।

বিলাসো গীয়তে সঙ্ঘিষ্ঠট্টাবয়বিভূষণং ॥ ২৭৬ ॥

এত কহি জ্যোতিষিক হইয়া বিদায় ।—

বালকে আশীষ করি নিজ গৃহে যায় ॥

যথোক্ত সময়ে তবে শ্রীচৈতন্য দাস ।

অগ্নাশন আদি দেন হইয়া উল্লাস ॥

অষ্টম বর্ষেতে যজ্ঞসূত্র পড়াইলা ।

যাহা দেখিবারে গুপ্তে সুরাদি আসিলা ॥

তবে শ্রীজাহ্নবী আসি চৈতন্য ভবনে ।

কহে মোর পুত্র মোরে করহ অর্পণে ॥

স্ব-মত্য রক্ষার লাগি শ্রীচৈতন্য দাস ।

স্বপত্নী সহিত অতি হইয়া উল্লাস ॥

দুই পুত্র করে ধরি জাহ্নবী চরণে ।—

সমর্পণ করিলেন আনন্দিত মনে ॥

তবে শ্রীজাহ্নবী দেবী যথোক্ত বিধানে ।

দুই ভায়ে দীক্ষা দিলা মহা অনুষ্ঠানে ॥

তবে রাম চন্দ্রে লঞা শ্রীশ্রীখড়দোহে ।—

গমন করিলা দেবী মহা সমারোহে ॥

কনিষ্ঠ ভ্রাতায় পাঞা বীরচন্দ্র রায় ।

মহানন্দে ধরিলেন তুলিয়া হিয়ায় ॥

তবে দুই ভাই আসি মাতার-চরণে ।—

পরণাম করিলেন ধরণী লুপ্তন ॥

তবে প্রভু বীরচন্দ্র সহ রাম রায় ।

শ্রীশ্যাম সুন্দর হরি দেখিবারে যায় ॥

• শ্রীশ্যাম সুন্দর শোভা করিয়া দর্শন ।

ভাবেতে ভাবুক দুয়ে করেন রোদন ॥

শ্যামের প্রসাদী মালা পূজারি আনিয়া ।

উভয়ের গলে দিলা অনুজ্ঞা লইয়া ॥

তবে শ্রীচরণোদক করিলা সেবন ।

অক্টাঙ্গে প্রণাম করি করেন স্তবন ॥

স্তব অন্তে পুনর্নতি করি দুই জন ।

জাহ্নবী ভবনে আসি দিলা দরশন ॥

মুখ ॥ বিলাস আদি গ্রন্থের মাহাত্ম্য ।

বাহুল্য রূপেতে ইহা করিলা বিস্তার ॥

বংশীর প্রথম পুত্র শ্রীচৈতন্য দাস ।

দ্বিতীয় শ্রীনিত্যানন্দ জগতে প্রকাশ ॥

চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র হয় ।

শ্রীশচীনন্দন প্রভু দ্বিতীয় নিশ্চয় ॥

পালিত তনয় রাম জাহ্নবীর জানি ।

অতএব প্রভু বীরচন্দ্রানুজ মানি ॥

প্রভুবীরচন্দ্রে “বীরভদ্র” কহে যৈছে ।

প্রভুরামচন্দ্রে “রামভদ্র” কহে তৈছে ॥



সবার রমণ রাম দেখি যথা তথা ।

গুণে দাশরথি সম নাহিক অন্যথা ॥

তথাহি শ্রীমন্নিশ্রেণোক্তং ।

চৈতন্যনিত্যানন্দো চ শ্রীবংশীবদনাজ্জ্যো ।

চৈতন্য স্তোত্রো রামচন্দ্র শ্রীশচীনন্দনো ।

জাহ্নব্যা পালিতঃ পুত্রো বীরচন্দ্রাজ্জ্যো দ্বিজঃ ।

শ্রীরামো সর্ব রমণঃ গুণৈর্দাশরথির্যথা ॥ ২৭৭ ॥

রামচন্দ্রে জাহ্নবীরে করিয়া অর্পণ ।

কিছুদিন পরে প্রভু বংশীর নন্দন ॥

শচীনন্দনের বিভা দিবার কারণ ।

স্বঘরে সুন্দরী কন্যা করেন দর্শন ॥

তবে শুভ দিন প্রাপ্তে শুভ লগ্ন ধরি ।

পুত্রের বিবাহ দেন সগারোহ করি ॥

ভ্রাতার বিবাহে রাম জাহ্নবীর সনে ।

আনন্দ মনেতে আসে আপন ভবনে ॥

বিবাহ আনন্দোৎসব হৈল যে প্রকার ।

আমার লেখনী অহা নারে বর্ণিবার ॥

বিবাহ সম্পূর্ণ করি শ্রীজাহ্নবী-রাম ।

আগমন করিলেন খড়দহ ধাম ॥

কিছুদিন খড়দহে করিয়া বিশ্রাম ।

জাহ্নবী মাতার সহ গুণনিধি রাম ॥

শ্রীগোঁর মণ্ডল সব করেন দর্শন ।  
 তবে বড়াকুলী গ্রামে উৎসবে গমন ॥  
 তথা সঙ্কীৰ্ত্তনানন্দে বীরচন্দ্র সনে ।—  
 অদ্ভুত করেন নৃত্য না যায় বর্ণনে ॥  
 তথা হৈতে খড়দহে করি আগমন ।  
 বহু ভূত্য সঙ্গে লঞা নানা আয়োজন ॥  
 নীলাচল যাত্রা করে জগন্নাথে স্মরি ।  
 পথেতে যায়েন মহা মহোৎসব করি ॥  
 কত দিনে উত্তরিয়া নীলাচল ধাম ।  
 সুভদ্রা সহিত দেখে কৃষ্ণ-বলরাম ॥  
 ঠাকুর দেখিয়া প্রেমে গড়াগড়ি যায় ।  
 পূজারি প্রসাদী মালা দিলেন গলায় ॥  
 তবে ক্ষেত্রবাসী গোঁরভক্তগণ মুখে —  
 মিলিলা শ্রীপ্রভু রাম মহাপ্রেম রঙ্গে ॥  
 শ্রীক্ষেত্র গমন লীলা মুরলী বিলাসে ।  
 আদ্যোপান্ত বর্ণিলেন গ্রন্থকারোন্মাদে ॥  
 একাকী শ্রীরামচন্দ্র ভূত্যগণ সনে ।—  
 গমন করেন জগন্নাথ দরশনে ॥  
 কোন কোন গ্রন্থকার এই মত কহে ।  
 সকল সম্ভবে,—ভক্ত বাক্য মিথ্যা নহে ॥  
 নীলাচলে চাতুৰ্ম্মাশু করিয়া বিশ্রামি ।  
 পুনর্ব্বার আসিলেন খড়দহ ধাম ॥

কিছুদিন খড়দহে করি অবস্থান ।  
 জাহ্নবীর সঙ্গে যান শ্রীগোকুল ধাম ॥  
 কিছু দিন রহি কৃষ্ণ প্রিয় বৃন্দাবনে ।  
 লীলাস্থান, ভক্তগণে করেন দর্শনে ॥  
 নবধা ভক্তির ব্যাখ্যা সনাতন আগে ।—  
 করেন শ্রীপ্রভু রামচন্দ্র মহাভাগে ॥  
 একদিন কাম্য বন করিতে দর্শন ।  
 মাতার সহিত রাম করেন গমন ॥  
 শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা কিবা শ্রীকৃষ্ণই জানে ।  
 তথা কৃষ্ণ জাহ্নবীর বস্ত্র ধরি টানে ॥  
 কৃষ্ণ ইচ্ছা দেখি দেবী চাএগ পুত্র রামে ।  
 ধাএগ বসিলেন গিয়া গোপীনাথ বামে ॥  
 পেশীনাথ সহ দেখি মাতার মিলন ।  
 হায় ! হায় ! করি রাম করেন রোদন ॥  
 তবে কেহ কহে রামে কেন মান দুঃখ ।  
 যার বস্ত্র সেই নিলে মনে হয় সুখ ॥  
 তবে রামচন্দ্র প্রভু ভূত্যগণ সনে ।  
 নিকুঞ্জে আসিয়া এই ভাবে মনে মনে ॥  
 আর নাহি যাব গোঁড়ে গোকুলে রহিব ।  
 মাধুকরী করি কালে জীবন ছাড়িব ॥  
 ভাবিতে ভাবিতে নিশা হৈল ঘন-ঘোর ।  
 হেনকালে নিদ্রা আসি করিলেন জোর ॥

নিদ্রার আবেশে প্রভু রজতে পড়িয়া ।  
 স্থখে নিদ্রা যান গুরু চরণ স্মরিয়া ॥  
 স্বপ্নযোগে রাম-কৃষ্ণ কন এই কথা ।  
 মোদের লইয়া চল ব্যাঘ্রপাদ যথা ॥  
 ব্যাঘ্রপাদ ব্যাঘ্র হঞা আছে যেই বনে ।  
 সেই বনে লঞা চল আসা দুই জনে ॥  
 নিদ্রাবেশে কহে রাম আশি তা না জানি ।  
 কোন্ দেশে সেই বন কহ ত বাখানি ॥  
 রাম-কৃষ্ণ কহে গোড়ে সেই বন হয় ।  
 ইহা শুনি কাঁদি উঠে রাম মহাশয় ॥  
 হায় ! হায় ! মোর দেহ ত্রজে না রহিল ।  
 পুনর্ব্বার গোড় দেশে যাইতে হইল ॥  
 ভাবিতে ভাবিতে হৈল অরুণ উদয় ।  
 তাহা দেখি কমণ্ডলু লঞা মহাশয় ॥  
 ত্রীযমুনাস্নানান্তর্থে করেন গমন ।  
 অগ্রে মৈত্রকৃত্য আদি করি সমাপন ॥  
 স্নান করে বিধিমত চৈতন্য-নন্দন ।  
 হেনকালে রাম-কৃষ্ণ গোলোক জীবন ॥  
 যমুনার প্রেমোন্মিজে ভাসিয়া ভাসিয়া ।  
 রাম অঙ্ক ভক্তি ফাঁদে পড়িল আসিয়া ॥  
 রাম অঙ্ক ভক্তি ফাঁদে যথা শোভা পায় ।  
 রাম-কৃষ্ণ গণ সহ তথা বাঁধা যায় ॥

রাম-কৃষ্ণে অঙ্কে হেরি বন্ধেতে ধরিয়া ।  
 গোপীনাথে উত্তরিল। প্রেমার্জ হইয়া ॥  
 রাম-কৃষ্ণে অভিষেক করিয়া উন্মাদ ।  
 ভক্ত গণ স্থানে রাম মাপিয়া বিদায় ॥  
 গোঁড়ে যাত্রা করিবার পূর্ব নিশায় ।—  
 স্বপ্নে শ্রীজাহ্নবী কহে শুন রাম রায় ! ॥  
 রাম-কৃষ্ণে লঞা স্মৃতে যাও গোড় দেশে ।  
 আমি তুয়া গৃহে রব কহিনু বিশেষে ॥  
 আমার প্রসাদে তুয়া অন্ন অফুরণ ।—  
 সর্বকাল হবে এই কহি বাপ ধন ! ॥  
 মায়ের বচন শুনি আনন্দে রামাই ।  
 প্রত্যাশে করেন যাত্রা লঞা দুই ভাই ॥  
 দোলায় চড়াঞা রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই ।  
 পৃথক দোলায় চড়ি ঠাকুর রামাই ॥—  
 ভৃত্য গণ সহ রাম-কৃষ্ণ জয় দিয়া ।  
 যাত্রা করিলেন প্রভু সানন্দ হইয়া ॥  
 রামচন্দ্র গোসাঁঞির শ্রীব্রজ-বিলাস ।  
 মুরলী-বিলাস আদি প্রদর্শিতে প্রকাশ ॥  
 সেই সব গ্রন্থ সার করিয়া উচ্চার ।  
 দশমূলরস গ্রন্থে করিনু প্রচার ॥  
 শ্রীছকড়ি চট্ট বংশ কীর্তন প্রবণে ।  
 কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় কহে বিজ্ঞগণে ॥

তবে রামচন্দ্র হয় মাসের মধ্যেতে ।

বাস্ত্রপাদাশ্রমে উত্তরিল আনন্দেতে ॥

• আগমন কালে পথে য়েবানন্দ হৈল ।

পূর্ব মহাক্ষম গণ সেই সব ।

• গোপীন্দ্র তীর্থ যার পরনাম হয় ।—

সেই বাস্ত্রপাদাশ্রম তীর্থ লোকে কয় ॥

বাস্ত্রপাদাশ্রমোত্তরে বালুকায় স্নান ।—

স্ব-ভৃত্য সহিত করি পূজে ভগবান ॥—

প্রসাদ পাইয়া তবে কহেন রামাই ।

এথা হৈতে চল সবে শ্রীঅধিকা যাই ॥

রাম-কৃষ্ণ কন মোরা না যাইব আর ।

এই সে মোদের স্থান কহিলাম সার ॥

শুনিয়া ঠাকুর তবে শ্রীরাধা নমস্কৃত্য ।—

সংবাদ দিলেন সবে আনন্দ অন্তরে ॥

সংবাদ পাইয়া সন্তব ধাইয়া আইল ।

আসিয়া ঠাকুর পদে প্রণাম করিল ॥

ঠাকুর কহেন সবে শুন বাপ গণ ! ।

শ্রীরাম-কৃষ্ণের বড় প্রিয় এই বন ॥

এই বনে রাম-কৃষ্ণ করিবে বিহার ।

কৃপা করি স্থান সবে কর পরিষ্কার ॥

প্রভুর বচন শ্রুতি সবে মিলি কয়

বনের ভিতর এক শার্ঙ্গিল আছয় ॥

তার ভয়ে কাষ্ঠ আদি আহরণ তরে ।—  
 কেহ না প্রবেশ করে বনের ভিতরে ॥  
 গোসাঞি কহেন কিছু ভয় নাই তার ।  
 সে কেন আপন স্থানে করুক বিহার ॥  
 হিংসা না করিলে কেহ হিংসা নাহি করে ।  
 এই কথা লেখা আছে শাস্ত্রের ভিতরে ॥  
 নির্ভয়ে করই কিছু অরণ্যোৎসাদিত ।  
 সেই স্থানে রাম-কৃষ্ণের করিব স্থাপিত ॥  
 প্রভু আশ্রয় শিরে ধরি তবে বহু জন ।  
 কুন্দলাদি লঞা করে অরণ্যোৎসাদন ॥  
 কত শত জন সেবা দ্রব্য আহরণ ।—  
 করিতে লাগিল ইঞা আনন্দে মগন ॥  
 শ্রী রাম-কৃষ্ণের লীলা স্থান এই জানি ।  
 সকল রাখিলা তথা লক্ষ্মী ঐকুরাণী ॥  
 তবে মহাবট তরু তলেতে ঠাকুর ।  
 বস্ত্রের কাণ্ডারি করি অতি সুমধুর ॥  
 তাহার ভিতরে রাম-কৃষ্ণের বারাম ।—  
 সিংহসেনোপরি দিলা রাম গুণধাম ॥  
 লোক কোলাহল শুনি সঙ্ক্যার সময় ।  
 গর্জ্জন করিয়া ব্যাঘ্র উপস্থিত হয় ॥  
 ব্যাঘ্রকে দেখিয়া রাম করে নিবেদন ।  
 জীব হিংসা ছাড় !—কর হরি সঙ্কীৰ্তন ॥

পশুজন্ম যাযে তবে দিব্য জন্ম পাবে ।  
 সেই দিব্য জন্মে কৃষ্ণ কৃপা হবে লাভে ॥  
 এতেক কহিয়া প্রভু সহ ভক্তগণ ।  
 নাচিয়া নাচিয়া করে হরি সঙ্কীৰ্ত্তন ॥  
 ব্যাঘ্র নিজাব্যক্ত রবে হরি হরি করি ।—  
 কীর্ত্তনের সঙ্গে নাচে মণ্ডল ভিতরি ॥  
 মধ্যে মধ্যে প্রভু রাম ব্যাঘ্রের মাথায় ।  
 হাত দিয়া কন ধন্য ! ধন্য পশুরায় ! ॥  
 হেন মতে হরি নাম দিয়া ব্যাঘ্রবরে ।—  
 উচ্চারিলা প্রভু রাম আনন্দ অন্তরে ॥  
 প্রভুর প্রভাব দেখি সবে চমৎকার ।  
 তবে ব্যাঘ্র প্রভু পদে করি নমস্কার ॥  
 পূর্ব জানে স্তব করি প্রভুরে কহিলা ।  
 ওহে কৃপাময় ! যদি মোরে উচ্চারিলা ॥  
 তবে মোর নামে এই নগরের নাম ।  
 আমার স্মারক লাগি রেখ প্রভু রাম ! ॥  
 “তথাস্তু” বলিয়া প্রভু হইলা স্বীকার ।  
 তবে ব্যাঘ্ররাজ তাঁরে কহে পুনর্ব্বার ॥  
 প্রতিদিন কিছু কিছু প্রসাদ আমায় ।—  
 ভোজনান্তে দিও মোরে কহিনু তোমায় ॥  
 এত শুনি মহানন্দে প্রভু রাম রায় ।  
 তথনি প্রসাদ কিছু দিলেন তাহায় ॥



প্রসাদ পাইয়া ব্যাস নাচিতে নাচিতে ।  
 রাম-রাম-কৃষ্ণ-হরি লাগিলা বলিতে ॥  
 পরদিন প্রাতে ব্যাস প্রভুরে নমিয়া ।—  
 জীবন ছাড়িল আসি গঙ্গায় পড়িয়া ॥  
 শ্রীরাম চরিত আর মুরলী-বিলাস ।  
 ব্যাঘ্রোদ্ধার লীলা তাঁর করেন প্রকাশ ॥  
 শ্রীরাম চরিত কৈল সনাতন দাস ।  
 শ্রীরাজবল্লভ কৈল মুরলী-বিলাস ॥  
 ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত কিছু করহ শ্রবণ ।  
 বংশী লীলামৃতাदिতে যেমত বর্ণন ॥  
 শিবভক্ত ব্যাসপাদ নামে মুনিবর ।  
 শিষ্যগণ সহ ঐছে অরণ্য ভিতর ॥  
 স্মৃতি-শাস্ত্র বিপ্র ছাত্রে করে অধ্যাপন ।  
 সর্গোন্নীক গোপীশ্বরে করেন অর্চন ॥  
 গোপীশ্বর শিব তাঁর প্রতিষ্ঠিত হয় ।  
 বাহার প্রভাবে লোক সদা পায় ভয় ॥  
 একদিন সেই ব্যাসপাদের আশ্রমে ।  
 দুই জন কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে ॥—  
 উপনীত হইলেন আতিথ্য বেলায় ।  
 তাহা দেখি মুনিবর আনন্দ হিয়ায় ॥  
 বল ভাগ্যে তুহু দুই অতিথী পাইনু ।  
 জনম সকল অদ্য হইল জানিনু ॥

এবে যাঞা স্নান কর এই বালুকায় ।  
 বাহার পবিত্র জল সর্বলোকে গায় ॥  
 মুনির বচন শুনি ভক্ত দুই জন ।  
 বালুকায় স্নানকৃত্য করে সমাপন ॥  
 স্নানান্তে কৃষ্ণের পূজা করি দুই জনে ।—  
 অর্পিত তুলসী লঞা মুনির সদনে ॥  
 আসিয়া কহেন মুনে ! করহ গ্রহণ ।  
 কৃষ্ণার্পিত বস্তু প্রাপ্ত মাত্রেতে সেবন ॥  
 কৃষ্ণে দ্বেষ করি মুনি তুলসী না লয় ।  
 তাহা দেখি দুই ভক্ত হাসিয়া কহয় ॥  
 কৃষ্ণ প্রতি হিংসা হেতু শার্দূল হইয়া ।  
 এই বনে রবে তুমি ঘটিঙ্গ খাইয়া ॥  
 কৃষ্ণাবজ্ঞা দেখি সেই কালো গোপীশ্বর ।  
 মুনিরে ছাড়িয়া যান মৃত্তিকা ভিতর ॥  
 তবে মুনি কৃতাঞ্জলি হঞা দুই জনে ।  
 প্রণাম করিয়া এই করে নিবেদনে ॥  
 কৃপা করি কহ মোর উদ্ধার উপায় ।  
 দুই ভক্ত কহে হবে ভক্তের কৃপায় ॥  
 কালে কোন ভক্ত আসি তুষা এই বনে ।—  
 উদ্ধার করিবে তোমা শ্রীহরি কীৰ্ত্তনে ॥  
 এত কহি দুই জন করিলা গমন ।  
 ব্যাঘ্রপাদ ব্যাঘ্ররূপ করিলা ধারণ ॥

তাহা দেখি শিষ্য আদি ভয়ে পলাইল ।  
 ব্যাঘ্রের বৃত্তান্ত এই সংক্ষেপে কহিল ॥  
 তবে গোপীশ্বর স্বপ্নে প্রভুরে কহিলা ।  
 যৈছে তুমি ব্যাঘ্রপাদে উদ্ধার করিলা ॥  
 তৈছে মোরে ভূমিগর্ভ হইতে উদ্ধারি ।  
 শ্রীরাম-কৃষ্ণের দ্বারদেশে কর দ্বারী ॥  
 ঈশ্বরের স্বপ্নাদেশ করিয়া শ্রবণ ।  
 প্রভু রামচন্দ্র হৈলা আনন্দে মগন ॥  
 পরদিন নিত্য কার্য্য করি সমাপন ।  
 যথা ভূমিগর্ভে আছে প্রভু-ত্রিলোচন ॥  
 তথা যাঞা যথাবিধি করিয়া অর্চন ।  
 ভূমির উপরে ঢালে গোরস জীবন ॥  
 শত শত ধন পত্র দেন ততুপরি ।  
 বাদকে বাজায় বাদ্য সহা রোল করি ॥  
 ক্ষণকাল পরে তবে প্রভু-গোপীশ্বর ।  
 ভূগর্ভ ভেদিয়া উঠে সবার গোচর ॥  
 ঈশ্বরের আবির্ভাব করিয়া দর্শন ।  
 জয় শিব জয় শিব কহে সর্বজন ॥  
 তবে প্রভু সহ সবে ঈশ্বর চরণে ।  
 প্রণাম করেন হঞা ধরণী লুণ্ঠনে ॥  
 অর্ঘ্য লঞা তবে প্রভু শিব শিরে দিয়া ।—  
 দেহি কৃষ্ণভক্তি দেব ! করুণা করিয়া ॥

এই মন্ত্রে প্রণমিলা ভূমিতে পড়িয়া ।  
 তবে স্তব করে শিব-শঙ্কর বলিয়া ॥  
 হেনমতে গোপীশ্বরে করিয়া স্থাপন ।  
 কৃষ্ণের প্রসাদ নিত্য করেন অর্পণ ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমাদিধৃতশাস্ত্রবচনং ।

বিষ্ণোর্নিবেদিতাঙ্গেন ষষ্ট্যং দেবতাস্তরং ।  
 পিণ্ডভ্যশ্চাপিতদ্বয়ং তদানন্ত্যায় কল্যাতে ॥ ২৭৮ ॥

তবে ভক্তগণ দ্রব্য করি আহরণ ।  
 দেব মন্দিরাদি করে মনের মতন ॥  
 শ্রীজাহ্নবী আসি তবে প্রভুর ভবনে ।  
 অন্নদানেশ্বরী হৈলা আনন্দিত মনে ॥  
 প্রভুর প্রভাবে তবে কত শত জন ।—  
 বন কাটি করে স্ব-স্ব বাসের ভবন ॥  
 হেনমতে ব্যাঘ্রপাক্ষিণ্য পুণ্য স্থান ।  
 বিচিত্র নগর হৈল গোকুল সমান ॥  
 লোকে খ্যাত হৈল সেই নগরের নাম ।  
 শ্রীশ্রীপাট বাস্রাপাড়া হরি গুপ্ত ধাম ॥  
 রাম-কৃষ্ণ রামপ্রেমে তথা নানা লীলা ।  
 পূর্ব ঞ্চায় অনুদিন প্রকাশ করিলা ॥  
 অদ্যাবধি নানা লীলা করে রাম-হরি ।  
 ভাগ্যবান জন দেখে দুই আঁখি ভরি ॥  
 জাহ্নবীর সনে রাম-শ্যাম বৃন্দাবন ।

তথা হৈতে রাম-কৃষ্ণে করি আনয়ন ॥  
গোঁড়ে ব্যাঘ্রপাদাশ্রমে ব্যাঘ্রোদ্ধার করি ।  
বাল্মীকী নদীর তীরে স্থাপিলা নগরী ॥  
সেই নগরের নাম ব্যাঘ্রপল্লী হয় ।  
যাহারে ত্রীপাট বাঘাপাড়া লোকে কয় ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং

ব্যাঘ্রপাদাশ্রম আসীৎ পুরা যদ্যোড়মণ্ডলে ।  
তদেব সজ্জনৈঃ সেব্যং বাঘাপল্ল্যাখ্যপটুকাং ॥ ২৭৯ ॥

ব্যাঘ্রপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রভু গোপীশ্বর ।—  
ভার্য্যা সহ রামকৃষ্ণ দ্বারে নিরন্তর ॥—  
ত্রিশূল ধারণ করি করেন বিরাজ ।  
যাঁহানু তয়েতে ভীত মানব সমাজ ॥

তথাহি শ্রীপ্রেমদাস মিশ্রেনোক্তং ।

জাহ্নবী সহিতো রামো গজ । বৃন্দাবনং পরং ।  
আনীয় শ্রীরামকৃষ্ণৌ গোঁড়ে ব্যাঘ্রপাদাশ্রমে ।  
সমুদ্ভূতা মহাব্যাঘ্রঃ বাল্মীকীরাস্তটে শুভে ।  
মিশ্রমে নগরীং দিব্যাং ব্যাঘ্রপল্লীতি সজ্জিতাং ।  
যত্র গোপীশ্বরোদেবো ব্যাঘ্রপাদ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥  
রামকৃষ্ণাশ্রমাদারাদ্রাজতে সহগৌরীকঃ ॥ ২৮০ ॥  
সেই গোপীশ্বর পদে করি নমস্কার ।  
যিনি কৃপা করি শূল নাশিলা আমার ॥

ছল্লভ বণিক নাম রাত্বে দেশে বাস ।  
 গৌর গুণ গানে য়ার সর্বদা উল্লাস ॥  
 তিহঁ একদিন আসি প্রভুর চরণে ।  
 সপত্নী সহিত পড়ে ধরনী লুপ্তনে ॥  
 গৌর প্রিয় দেখি প্রভু নিজাতয় কর ।—  
 আনন্দে অর্পিলা তাঁর শিরের উপর ॥  
 তবে ত বণিক রাজ কাঁদিয়া কহয় ।  
 মোর শিরে শ্রীচরণ দেহ কৃপাময় ॥  
 বৈষ্ণুকুলে জন্ম মোর—স্ব কার্যের দ্বারে ।—  
 পতিত হইয়া আছি সংসার মাঝারে ॥  
 পাতিত্য শঙ্কায় মোর ছায়া কোন জন ।  
 কভু নাহি স্পর্শে আর নিন্দে সর্বক্ষণ ॥

তথাহি শ্রীমদংশীলীলামৃতে ।

অহং বৈষ্ণুকুলোৎপন্নঃ কুর্য়তঃ পতিতঃ প্রভো  
 দূরাজ্জহতি ছায়াং মে পাতিত্যাশঙ্কয়া জনাঃ ॥ ২৮১ ॥

পতিতপাবন-প্রভু তুমি এ সংসারে ।  
 তেঞি সে স্পর্শিল মোর অঙ্গ শোধিবারে ॥  
 বণিকের বাক্য শুনি কহে প্রভু রাম ।  
 তোমার হৃদয় সম্মুখে কৃষ্ণের বিশ্রাম ॥  
 তেঞি সে তোমারে স্পর্শি নিজাজ শোধিতে ।  
 স্ব-গুণে আইলা এথা মোরে স্তম্ভ দিতে ॥

অয়ে ! অয়ে ! বণিধর ! না করিহ দুঃখ ।

তুয়া অঙ্গ পরশিষু লভিবারে সুখ ॥

কৃষ্ণভক্ত পবিত্রাঙ্গ প্রেমানন্দময় ।

সেই অঙ্গ স্পর্শে হয় প্রেমানন্দোদয় ॥

যোগভ্রষ্ট গণ শুচী শ্রীমান্ ভবনে ।—

হরিভক্ত রূপে জন্ম লভে শুভক্ষণে ॥

তথাহি শ্রীমদ্রগবদগীতায়াং ।

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকাহুযিত্বা শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ ২৮২ ॥

যাজ্ঞীকের ভোগ্য স্বর্গে বহু সম্বৎসর ।—

অবস্থান করি-এবে ভুবন ভিতর ॥—

পবিত্র শ্রীমান্ গৃহে হরিভক্ত রূপে ।—

জনম লভিলা তুমি,—কহিষু স্বরূপে ॥

বহুশ প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি যেই স্থানে ।

তথানুমানাদি সিদ্ধ না হয় বিধানে ॥

পূরব হইতে বৈশ্যবংশ কৃষ্ণভক্ত ।

গো, ব্রাহ্মণ, দেবুতিথি সেবা অনুরক্ত ॥

কংস বধিবারে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে ।

মধুরা প্রবেশে যবে নানা লীলা রঞ্জে ॥

সেই কালে মুহুচিন্তা বণিক্পত্নী গণ ।

সপতি শ্রীরাম কৃষ্ণে করেন অর্চন ॥

কৃষ্ণ দরশন করি বণিগ্‌ভর্যাগণে ।—  
 স্মরোদ্দেশ্যে হইলেন আত্মবিস্মরণে ॥  
 তাহাতে তাঁদের নীবি—কবরী বন্ধন ।—  
 বিস্মৃত হইয়া পড়ে আবেশ কারণ ॥  
 চিত্তমূর্ত্তি প্রায় সবে হৈলা অবশেষে ।  
 তোমার বংশের গুণ कहিনু বিশেষে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

বিস্মৃত্যমাধ্যাবাগ্যা তাং ব্রজমার্গে বণিকপথেঃ ।  
 নানোপহারতাম্বুলস্কগন্ধৈঃ সাগ্ৰজোহর্চিতঃ ।  
 তদর্শন স্মরণোভাদায়ানং নাবিদন্ দ্রিয়ঃ ।  
 বিস্মৃতবাসঃ কবর বলষানেপ্য মূর্ত্তয়ঃ ॥ ২৮৩ ॥

“দ্রিয়ঃ” এই শব্দার্থেতে “বণিগ্‌ভর্যাগণৈঃ”  
 বৈষ্ণবতোষিণী মণ্ড্যে করিলা আহিত ॥  
 কংস ধ্বংস করি হরি পত্নী সবাকার ।  
 সংকল্প পূরণ,—এই कहিলাম সার ॥  
 “নাগরী-জুন-বল্লভঃ” সেইত কারণে ।—  
 কৃষ্ণকে কহেন মত ব্রজাঙ্গনা গণে ॥  
 তুয়া বংশে স্ত্রী-পুরুষ সবে ভক্ত হয় ।  
 অতএব তুয়া বংশ পবিত্র নিশ্চয় ॥  
 কৃষ্ণভক্তি পাতিত্যাদি দোষ করৈ নাশ ।  
 ভাগবত আদি শাস্ত্রে ইহাই প্রকাশ ॥



শ্রীঠাকুর নিত্যানন্দ জানিয়া ইহাই ।  
 উদ্ধারণে উদ্ধারিলা দেখিবারে পাই ॥  
 ধন্য ! প্রভু নিত্যানন্দ কৃপা পারাবার ।  
 “অধম বণিক্ কুল যে কৈলা উদ্ধার ॥”  
 শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ।  
 “অধম বণিক কুল” করিলা প্রকাশ ॥  
 তাহার তাৎপর্য্য এই শাস্ত্রেতে প্রচার ।  
 স্বকর্মে পতিত যেই “অধমাখ্যা” তার ॥  
 কর্ম্মেতে জন্ময়ে জীব, কর্ম্মেতে মরয় ।  
 কর্ম্মেতে পতিত, কর্ম্মে উচ্চতা লভয় ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ।  
 কর্ম্মণৈব চ পাতিত্যং কর্ম্মণোচ্চং পদং ভবেৎ ।  
 কর্ম্মৈব সকলং মূলং তস্মাৎ কর্ম্মং নমাম্যহং ॥ ২৮৪ ॥

যদ্যপিহ নিত্য সিদ্ধ দত্ত মহাশয় ।  
 তথাপিহ নিত্যানন্দ কৃপা হেতু হয় ॥  
 নরলীলানুকরণ উভয়ের এই ।  
 যেই জন বুঝে ইহা ভক্তস্বর সেই ॥  
 কেহ কহে “ব্রাত্য” তেঞি “অধম” বলিয়া ।  
 বিজ্ঞগণ ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া ॥  
 ব্রাত্যার্থে সংস্কার হীন, শ্রীসাবিত্রী ভ্রম্ভ ।  
 অতএবাধম-তারে শাস্ত্রে কহে স্পষ্ট ॥

কৃষি-বাণিজ্যাদি কার্যো বৈশ্য সবাকার ।  
পাতিত্য না ঘটে, এই গীতাতে প্রচার ॥  
“স্বধর্ম্মে মরণং শ্রেয়ঃ” ইত্যাদি প্রমাণ ।  
বিজ্ঞগণ যথাস্থানে করুন সন্ধান ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ॥

কৃষিবাণিজ্য গোরক্ষা কুশীদং তূর্য্যমুচ্যতে ।  
বার্ত্তা চতুর্কিধা তত্র বয়ং গোবৃন্তয়োহনিশং ॥ ২৮৫ ॥  
লৌহকর্ম্ম, রত্নব্যবসায় আদি করি ।—  
বৈশ্য বৃত্তি হয়,—এই কহিনু বিবরি ॥  
তথাহি শ্রীপরাম্বর সংহিতায়ঃ ।

লৌহকর্ম্ম তথারত্নং গবাক্ষ প্রতাপালনং ।  
বাণিজ্যং কৃষি কর্ম্মাণি বৈশ্য বৃত্তিরূপাঙ্কতা ॥ ২৮৬ ॥  
কার্য্যদ্বারা কারণানুমান সিদ্ধ হৈছে ।  
ব্যবসায়ে বর্ণ অনুমান সিদ্ধ তৈছে ॥  
অভাবাদি স্থলে বিপর্য্যয় সিদ্ধ হয় ।  
স্মৃতি বিশারদগণ এই কথা কয় ॥  
হট্টে হট্টে যথামত করিয়া গমন ।  
কড়ি, স্বর্ণ, রৌপ্য ক্রয় বিক্রয় করণ ॥  
অর্থ ঋণ দিয়া তার কুশীদ গ্রহণ ।  
কৃষি, শস্তরক্ষা, দান, পূজা, অধ্যয়ন ॥  
এই সব বৈশ্যবৃত্তি করিনু কীর্ত্তন ।  
বাণিজ্যে বৈশ্যের দোষ নাহি কদাচন ॥

আপন আপন কর্ম্মে অভিরত যারা ।

অনায়াসে পরাসিদ্ধি লাভ করে তারা ॥

তথাহি শ্রীমদ্রসংহিতাদৌ ।

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ ।

বণিক্ পথং কুশীদঞ্চ বৈশ্রস্তকৃষিমেবচ ॥

স্বৈ স্বৈ কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে পরাং ॥ ২৮৭ ॥

কংস, শঙ্খ, গন্ধ, স্বর্ণ-ব্যবসায়ীগণ ।—

বৃত্তি অনুসারোপাধি করেন ধারণ ॥

বাণিজ্যকারীর হয় “বণিক” আখ্যান ।

শব্দ শাস্ত্র আদি ইথে আছেয়ে প্রমাণ ॥

নিরপেক্ষ ভাবে যেই বিচার করয় ।

স্বর্ণ বণিকে সেই কভু না নিন্দয় ॥

ওরে বাপ ! বাখাল্যে নাহি প্রয়োজন ।

হীন দৈন্তে সেব নিত্য গোবিন্দ চরণ ॥

গোবিন্দ-পদার-বিন্দ যে করে ভজন ।—

হীন কভু নহে সেই,—সেই সর্বোত্তম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াং ।

অপিচৈং সুহৃদাচারো ভজতেমামনন্ততাক্ ।

সাদুরেব স মন্তব্যঃ সমাখ্যবসিতোহি সঃ ।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শঙ্খচ্ছান্তিঃ নিগচ্ছতি ।

কৌন্তেহ প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ।

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপিহ্ম্যঃ পাপ যোনয়ঃ ।

জিহ্মো বৈশ্রাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিং ॥ ২৮৮ ॥

সর্বোত্তম বিনা পরাগতি নাহি পায় ।  
 “পরাং গতিং” শব্দে ব্যক্ত এই অভিপ্রায় ॥  
 গোবিন্দ না ভজে যেই সেই হীন হয় ।  
 হীনার্থে “অধম” এই শব্দ শাস্ত্রে কয় ॥  
 কস্মি পাতিত্যাদি দোষ ভক্তের না রহে ।  
 শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি এই কথা কহে ॥  
 গোড়বাসী বৈষ্ণব স্বর্ণ বণিক নিচয় ।—  
 কোন কার্য্য হেতু হৈল পতিত নিশ্চয় ॥  
 হরিভক্তি পাতিত্যের প্রায়শ্চিত্তোত্তম ।  
 এই বিধি সর্ববশেষ, —সর্ব মনোরম ॥  
 হেনমতে বণিকেরে করুণা করিয়া ।—  
 প্রসাদ দিলেন প্রভু সুপাত্র ভূষিযু ॥  
 তবে সে বণিক কহে প্রভুর চরণে ।  
 শ্রীমন্দির দিব অঙ্কন করুন বদনে ॥  
 প্রভু কন তাহে বাপ ! নাহি প্রয়োজন ।  
 অরণ্য কুটীর মোর প্রিয় সর্বক্ষণ ॥  
 শ্রীমৎ-স্বধর্ম্ম-রত প্রায় বৈষ্ণবগণ ।  
 ‘সেই হেতু “ভূতি” খ্যাতি শাস্ত্রে নিরূপণ ॥

তথাহি স্বতৌ ।

শ্রীমদেবশ্চ বিপ্রশ্চ বর্ষা জাতাচ ভূভুজঃ ।

ভূতিগুপ্তশ্চ বৈষ্ণব দাসঃ শূদ্রশ্চ কারয়েৎ ॥ ২৮৯ ॥

শ্রীমন্দির নির্মাণেচ্ছা তোমার হৃদয়ে ।—  
 স্বধর্ম্য নিরত হেতু হইল উদয়ে ॥  
 কিন্তু বাপ ! কুঞ্জবনে সদা সর্বক্ষণ ।—  
 রাম-কৃষ্ণ সেবিবারে চায় মোর মন ॥  
 তবে যদি শ্রীদেবের ইচ্ছা কভু হয় ।  
 শ্রীমন্দির হবে তবে জানিহ নিশ্চয় ॥  
 শ্রীদেবের ইচ্ছা যাহা হইবে তাহাই ।  
 জীবের তাহাতে কোন কর্তৃহাদি নাই ॥  
 ইহা শুনি ক্ষুণ্ণমনে শ্রীহরীভ রায় ।  
 ভালে করার্পণ করি পত্নীমুখ চায় ॥  
 তিন দিন রহি তবে বণিক প্রবর ।  
 প্রভু আজ্ঞা লঞা যায় আপনার ঘর ॥  
 সপত্নী বণিক-রাজ, প্রভুর কৃপায় ।  
 সংসারে নির্লিপ্ত হঞা সদা কৃষ্ণ গায় ॥  
 হেনমতে প্রভু রাম বহু হীন জনে ।  
 অকাতরে করিলেন কৃপা বিতরণে ॥  
 বণিক মোক্ষণ এই যে করে শ্রবণ ।  
 অনায়াসে পায় সেই গোবিন্দ চরণ ॥  
 হরিভক্ত বণিকের গুণ বর্ণিবারে ।  
 মোর সাধ্য নাহি বৎস ! কহিনু তোমাতে ॥  
 পরে যাহা হৈল তাহা করহ শ্রবণ ।  
 শান্তিপুর হৈতে প্রভু অদ্বৈত-নন্দন ॥

বহু জন সঙ্গে লঞা শ্রীপাটে আইলা ।  
 অচ্যুতে দেখিয়া প্রভু প্রণাম করিলা ॥  
 তবে প্রভু রামচন্দ্রে প্রতি নতি করি ।—  
 অতিশয় স্নেহে ধরে বক্ষের উপরি ॥  
 প্রভু কহে মুঞি ছার-নীচ অতিশয় ।  
 তুয়া স্পর্শ যোগ্য নহি কহিনু নিশ্চয় ॥  
 আমারে প্রণাম প্রভো কর কি কারণ ।  
 দৈন্যতা দেখিয়া কহে অদ্বৈত-নন্দন ॥  
 বিপ্ররাজ হও তুমি-কুলীন প্রধান ।  
 তাহে জাহ্নবীর শিষ্য-পালিত সন্তান ॥  
 রাম-কৃষ্ণ-প্রিয় প্রভু বংশী অবতার ।  
 তোমাতে প্রণাম তেঞি করিবার বার ॥  
 অতএব দৈন্য নাহি কর মোর স্থানে ।  
 তুয়া দৈন্য বাক্য মোর বড় লাগে প্রাণে ॥  
 • তবে প্রভু রামচন্দ্র অচ্যুত-চরণে ।  
 শ্রীপাটের শুভ বার্তা জিজ্ঞাসে বদনে ॥  
 • অচ্যুত কহেন সব কুশলে আছয় ।  
 ভ্রাতৃগণ গুণ তুয়া অবিদিত নয় ॥  
 সেই দুঃখে সদা কাঁদি বিরলে বসিয়া ।  
 এবে সুখ পাই তুয়া বদন হেরিয়া ॥  
 ঠাকুর কহেন প্রভো ! কাল ধর্ম্য সেই ।  
 তাহে দুঃখ না ভাবিহ ?—কহিলাম এই ॥

তবে রাম-কৃষ্ণে প্রভু অধৈত-নন্দন ।—  
 দরশন করি করে প্রেমাস্রব বর্ষণ ॥  
 দণ্ড সম ভূমে পড়ি ভাবেতে লুঠায় ।  
 তাহা দৈখি ভক্তগণ করে হায় হায় ॥  
 তবে প্রভু উঠি কহে সগম্ভীর স্বরে ।—  
 এত দিন লুকাইয়া ছিলে কার ঘরে ॥  
 লুকান স্বভাব তুচ্ছ ছুই না ছাড়িলা ।  
 অচ্যুতের ভাব দেখি সবে মুগ্ধ হৈলা ॥  
 তবে প্রভু ভোজনাদি করি সমাপন ।  
 নবীন নগর শোভা করেন দর্শন ॥  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে সূর্য্য গেলা অস্তাচল ।  
 আরাত্রিক কাল এল ভুবন মঙ্গল ॥  
 তবে রামচন্দ্র চন্দ্রাবলী অনুসার ।  
 আরাত্রিক আরস্তিলা পঞ্চবর্তিকার ॥  
 যুত-কপূরের বর্ত্তি দ্বারে নীরাজন ।—  
 করেন ঠাকুর যথা বিধিতে লিখন ॥  
 অগ্রে এক বর্ত্তি দ্বারে আরাত্রিক করে ।  
 পরে পঞ্চ বর্ত্তিকাতে গোপীভাব ভরে ॥—  
 পদতলে চারিবার, নাভিতে দ্বিবার ।  
 শ্রীমুখ-মণ্ডলে একবার সুপ্রচার ॥  
 সর্ব্ব অঙ্গে সপ্তবার করে নীরাজন ।  
 শ্রীবিষ্ণুর এই ক্রম শাস্ত্রেতে লিখন ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ।

প্রজ্ঞানস্বত্বদর্শকং কপূরেণ ঘৃতেন বা ।

আরাত্রিকং স্নুভে পাত্রে বিশমানেকবর্জিকং ॥

আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণো —

দেবী নাভিদেশে মুখতলৈকং ।

সর্কেষু চাঙ্গেষপিসপ্ত বারা—

নারাত্রিকং ভক্তজনস্ত কুর্যাৎ ॥ ২৯০ ॥

তবে শঙ্খ-বজ্র তবে পুষ্প নীরাজন ।—

করিলেন রামচন্দ্র শ্রীবংশী বদন ॥

কাঁসর ঝাঁজর আদি বাজে করতাল ।

মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥

জয় জয় রাম-কৃষ্ণ বলে সর্ববজ্র ।

প্রেমে নৃত্য করে প্রভু অদ্বৈত-নন্দন ॥

আরস্তিলা সঙ্কীর্তনে শ্রীগৌর মঙ্গল ।

রূপ অভিসার আর বিহার যুগল ॥

সর্ববিশেষ হরিণাম, রাম-কৃষ্ণ জয় ।

হেন মতে সঙ্কীর্তন সম্পূর্ণ করয় ॥

শ্রীনামসঙ্কীর্তনং ।

শ্রীহরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নম ।

গোপাল, গোবিন্দ, রাম, শ্রীমধুসূদন, ॥

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, সীতা ।

শ্রীগুরু-গোবিন্দ, ভক্ত, ভাগবত, গীতা ॥



শ্রীরূপ, স্বরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ।  
 শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥  
 শ্রীবংশী বদন, হরিদাস, বৃন্দাবন ।  
 গৌরপ্রিয় নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ॥  
 ইহঁ। সবাকার করি চরণ শরণ ।  
 যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥  
 এই সবাকার মুঞি হই অনুদাস ।  
 যাঁদের কৃপায় পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥  
 কৃষ্ণ ভক্তি তব গুরু এই সব জন ।  
 কলি জীব লাগি গোড়ে দিলা দরশন ॥  
 আনন্দে বলহ হরি !—ভজ বৃন্দাবন ।  
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ॥  
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ ।  
 নাম সঙ্কীৰ্ত্তন করে রামচন্দ্র দাস ॥ ২৯১ ॥  
 তবে ভোগ নীরাজন সারি রামরায় ।  
 রাম-কৃষ্ণে শুয়াইলা বিচিত্র শয্যায় ॥  
 মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করি,—কতক্ষণ !—  
 ইষ্ট গোষ্ঠি আরস্তিলা প্রভু দুই জন ॥  
 রহন্তু করিয়া কন অদ্বৈত—নন্দন ।  
 ঐছে নীরাজন করি দেবীর দর্শন ॥  
 ঠাকুর কছেন শাস্ত্রে ভিন্ন নীরাজন ।—  
 দেবীর নাহিক কৃত্ত করিল বর্ণন ॥

শ্রীবিষ্ণু দেবের নীরাজনোপলক্ষণে ।—

দেবীর আরতি হয় তন্ত্রকার ভণে ॥

হেনমতে নানা শাস্ত্র করি আলাপন ।

প্রসাদ পাইয়া সবে করেন শয়ন ॥

অরুণ উদয়ে সূ-মঙ্গলনীরাজন ।

গাত্রোত্থান করি করে চৈতন্য-নন্দন ॥

মঙ্গল আরতি সারি গুণনিধি রাম ।

নিত্য গান সূ-মঙ্গলময় হরি নাম ॥

ভুবনমঙ্গল সঙ্কীৰ্ত্তনঃ ।

হরিহে দয়াল মোর জয় রাধানাথ ।

বার বার এই বার লহ নিজ সাথ ॥

বল যোনি ভ্রমি নাথ লইনু শরণ ॥

নিজ গুণে কৃপা কর অধম তারণ ॥

জগত তারণ তুমি জগত-জীবন ।

তোমা ছাড়া কার নহি হে রাধারমণ ! ॥

ভুবন মঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ।

তুমি উপেখিলে নাথ ! কি হইবে গতি ॥

ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে ।

তোমা বিনা কেহ নাই এ রামে উদ্ধারে ॥ ২৯২ ॥

অষ্টকাল ভোগ অষ্টকাল নীরাজন ।

প্রতিদিন হয় যথা শাস্ত্রের লিখন ॥

সাত দিন রহি পাটে অচ্যুত-ঠাকুর ।—  
 পুনরাগমন করে ধাম-শান্তিপুর ॥  
 পথ মথ্যে দেখা হয় গৌরীদাস সনে ।  
 দুই জনে প্রেমালাপ করি কতক্ষণে ॥  
 গৌরীদাস কহে কাঁহা হৈতে আগমন ।  
 প্রভু কন গিয়াছিনু ব্যাঘ্রপাদাশ্রম ॥  
 গৌরীদাস কন তথা কি লাগি গমন ।  
 প্রভু কন আসি তথা জাহ্নবী-নন্দন ॥—  
 ব্যাঘ্রে হরি নাম দিয়া সেই রম্য স্থানে ।—  
 স্থাপিলা বিচিত্র পাট বাগ্মপাড়াখ্যানে ॥  
 গোকুল হইতে রাম-কৃষ্ণকে আনিলা ।  
 মুনি প্রতিষ্ঠিত গোপীশ্বরে উদ্ধারিলা ।  
 বৈশীপকি বলিব গৌরদাস মহাশয় ! ।  
 পাটের তুলনা পাট আর না আছয় ॥  
 মূর্ত্তিমান প্রেম তথা করিনু দর্শন ।  
 ধন্য ! ধন্য ! ধন্য ! সেই চৈতন্য-নন্দন ॥  
 শ্রীপাটের মহিমা দি কহেন না যায় ।  
 চণ্ডাল হড্ডিকা আদি রাম-কৃষ্ণ গায় ॥  
 সবে সব কৰ্ম্ম রাম-কৃষ্ণের চরণে ।—  
 করিয়াছে সমর্পণ,—করিনু দর্শনে ॥  
 ব্রজের আশ্চর্য্য ভাব না দেখিল যেই ।  
 সে আসি দেখুক এথা সেই ভাব এই ॥

মোর মনে হয় এই গোড়ে পুনর্ব্বার ।  
 স্ব-ধাম সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার ॥  
 এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ সখা গৌরীদাস ।  
 প্রেমাশ্রু সহিত কন অচ্যুতের পাশ ॥  
 মুঞি যাইতেছি নব শ্রীপাট দর্শনে ।  
 কৃপা করি যাহ তুমি আমার ভবনে ॥  
 তবে পরস্পর নতি করি পরস্পরে ।—  
 নিজ নিজ গমনীয় স্থানে যাত্রা করে ॥  
 মুহূর্ত্ত মধ্যেতে গৌরপ্রিয়-গৌরীদাস ।  
 উত্তরিল শ্রীপাটেতে হইয়া উল্লাস ॥  
 গৌরীদাসে দেখি প্রভু চৈতন্য-নন্দন ।  
 প্রণাম করিয়া প্রেমে করেন রোদন ॥  
 গৌরীদাস গৌসাক্ষিরে করিয়া প্রণাম ।—  
 দরশন করে যাঞা কৃষ্ণ-বলরাম ॥  
 প্রভু-গৌরীদাস ভাবে হইয়া মগন ।  
 “অনেক দিনের পরে পাইলু দর্শন ॥  
 এত দিন ভুলেছিলাম প্রাণের সখায় ।”  
 হেন কহি গৌরীদাস ধরণী লুঠায় ॥  
 ক্ষণকাল পরে স্থির হইয়া অঙ্গনে ।—  
 বসি ইষ্ট গোষ্ঠি করে শ্রীরামের সনে ॥  
 ঠাকুর সমস্ত তাঁরে করে নিবেদন ।  
 শুনি গৌরীদাস প্রেমে করিলালিঙ্গন ॥

গৌরীদাস কন ধন্য ! ধন্য ! হে রামাই ! ।

তোমা হৈতে পাইলাম কাণাই-বলাই ॥

তবে ভোজনাদি করি করিয়া বিশ্রামে ।

শ্রীঅম্বিকা আইলেন সম্ভাষিয়া রামে ॥

শ্রীপাট অম্বিকা হয় গৌরপ্রিয় স্থান ।

গৌর-নিত্যানন্দ ক্রীড়া করে অবিশ্রাম ॥

পরে একদিন প্রভু বিচার করিয়া ।

খড়দহে দিলা দুই ভক্ত পাঠাইয়া ॥

দিবসত্রয়ের মধ্যে সেই দুই জনে ।—

উপস্থিত হইলেন শ্রীবীর সদনে ॥

সেই দুই ভক্তে দেখি কন প্রভু-বীর ।

কাঁহা হৈতে আগমন কহ মোরে স্থির ॥

তবে দুই ভক্ত প্রভু পদে নমস্করি ।

শ্রীহস্তে দিলেন পত্র বস্ত্র মুক্ত করি ॥

পত্র পাঠ করি বীরচন্দ্রে অভিমানে ।—

পাটের বৈষ্ণব গণে করিয়া আস্থানে ॥

কহিলেন মোর আজ্ঞা করহ শ্রবণ ।

বার শত জন শীঘ্র হইয়া মিলন ॥

নূতন শ্রীপাট যেই বাগ্নপাড়া হয় ।

তথায় গমন কর বিলম্ব না সয় ॥

রাত্রি দ্বিপ্রহরে তথা হঞা উপস্থিত ।

প্রসাদ মাগিবে আত্র ঝোলের সহিত ॥

তাহা যদি নাহি দেয় তবে সবে তারে ।—

ছার খার করিবেক অতিশাপ দ্বারে ॥

প্রভুর আদেশ শুনি বৈষ্ণব সকল ।

বীর বীর রবে কাঁপাইয়া ভূমণ্ডল ॥

দ্বিতীয় দিবসাতীতে রাত্রি দ্বি-প্রহরে ।

পাটে উপস্থিত হৈলা বীর বীর স্তরে ॥

বৈষ্ণব সকলে দেখি প্রভু রামরায় ।

ভয়ে শিহরিয়া উঠে ভূতগ্রস্ত ন্যায় ॥

তবে ভূত্য গণে কন বৈষ্ণব সকলে ।—

বসিতে আসন দেহ ঐছে বটতলে ॥

প্রভুর মন্দির হৈতে শত ধনুস্তরে ।

সেই বট তরুণের অতি শোভা করে ॥

প্রভুর আদেশে হরা করি ভূতগণ ॥

আসনাদি দিলা অতি করিয়া যতন ॥

তবে প্রভু নমস্করি কহেন সকলে ।

কৃপা করি কহ মোরে দাদার মঙ্গলে ॥

বৈষ্ণব সকলে কন সকল কুশল ।

ক্ষুধায় কাতর মোরা দেহি অন্ন-জল ॥

আত্ম বোল সহ অন্ন শীঘ্র সবে দাও ।

যদি ক্ষুধা শান্তি আর নিজ শান্তি চাও ॥

ঠাকুর কহেন এই পৌষমাস হুয় ।

এ সময় আত্মফল কোথায় মিলয় ॥

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কহে অতি জোড়ে ।  
 এবার দেখিব প্রভু-রামচন্দ্র তোরে ॥  
 এত শুনি রামচন্দ্র করিয়া রোদন ।  
 রাম-কৃষ্ণ-জাহ্নুবীরে করে নিবেদন ॥  
 রামের রোদন হেরি কন তিন জনে ।—  
 ভাবিয়া রোদন কেন কর অকারণে ॥  
 তোমারে নাশিতে বীর শক্তি ধরে নাই ।  
 বকুল বৃক্ষতে আশ্রয় আছে দেখ যাই ॥  
 তবে প্রভু শ্রীমন্দির পশ্চিম বকুলে ।—  
 দেখিলেন মনোহর আশ্রয় ফল বুলে ॥  
 তবে ভৃত্যগণে কন পাড় আশ্রয় ফল ।  
 এত শুনি পাড়ে আশ্রয় সেবক সকল ॥  
 শ্রীমতী জাহ্নুবী পাক মুহূর্ত্ত সময়ে ।—  
 সম্পূর্ণ করিলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণে অর্পয়ে ॥  
 বৈষ্ণব সকল তাকে ভোজনে বসিল ।  
 অল্প গ্রাসে সকলের উদর ভরিল ॥  
 আর নাছি চাহি সবে কহে বার বার ।  
 ঠাকুর কহেন সেহ দুর্ভাগ্য আমার ॥  
 অনেক ভাগ্যেতে ঘটে বৈষ্ণব সেবন ।  
 কৃপা করি আর কিছু করম গ্রহণ ॥  
 দৈন্যত্ব দেখিয়া লাজে বৈষ্ণবের গণ ।  
 অধোমুখ হঞা রহে,—না স্ফুরে বচন ॥

তবে সে বৈষ্ণব গণ করি আচমন ।—  
 তাম্বুলাদি সেবনান্তে করিলা শয়ন ॥  
 পর দিন মধ্যাহ্নেতে প্রসাদ পাইয়া ।  
 ধৃত্য দৌহ বীর হাঁকে গগন ভরিয়া ॥  
 অপরাহ্নে রাম-কৃষ্ণ-রামে নমস্করি ।—  
 গমন করিলা সবে অম্বিকা নগরী ॥  
 তথা হৈতে ভক্তগণ শ্রীমুখ-সাগরে ।—  
 উপনীত হইলেন মামুজীর ঘরে ॥  
 তথা সেই রাত্রি সবে করিয়া বিশ্রাম ।  
 পরদিন আসিলেন খড়দহ ধাম ॥  
 প্রভু বীরচন্দ্র পদে করিয়া প্রণাম ।—  
 কহিলেন দৌহ বীর সেই প্রভুরাম ॥  
 বড় লজ্জা পাইলাম যাইয়া তথায় ।  
 কি আর বলিব মোরা তুয়া রাজ্য পায় ॥  
 যাইয়া প্রত্যক্ষে পব'করুন দর্শন ।  
 তুয়া ভাই গোঁড়ে বসাইলা বৃন্দাবন ॥  
 সেই গুপ্ত ভ্রজ শোভা কি বলিব আর ।  
 মূর্ত্তিমান প্রেম তথা করিছে বিহার ॥  
 হেনমতে গোসাঞির প্রিয় দাসগণ ।  
 ঠাকুরের পাদপদ্মে করে নিবেদন ॥  
 জঘণ্য ভাবেতে ঐছে বার্তা সমুদয় ।  
 মুরলী বিলাসে কেহ প্রবেশ করায় ॥



বাউল কবির দ্বারা ঐছে ব্যবহার ।—

প্রক্ষিপ্ত ভাবেতে হয় বিলাসে প্রচার ॥

এথায় দক্ষিণ হৈতে ভক্ত দুই জন ।

দুই ঠাকুরাণী লঞা দিলা দরশন ॥

ভক্ত দুই জন কহে কাঁহা প্রভু রাম ।

দাস গণ কহে তাঁরে আছে কিবা কাম ॥

ভক্ত দুই কহে এই রেবতী-রাধিকা ।

আমা দুঁহাকার কন্ঠা প্রাণের অধিকা ॥

ছাড়িয়া দুঁহারে রাম-কৃষ্ণ-রাম সঙ্গে ।—

আসিলেন গোড়ে ব্যাঘ্রপদাশ্রমে রঙ্গে ॥

হেনকালে প্রভু আসি হঞা উপস্থিত ।

রেবতী-রাধিকা দেখি হন বিমোহিত ॥

তখন দুই ভক্তে প্রভু করিয়ালিঙ্গন ।—

কহিলেন কাঁহা হৈতে শুভ আগমন ॥

তাঁরা কন আইলাম দক্ষিণ হইতে ।

রাম-কৃষ্ণ প্রিয়াদয় রাম-কৃষ্ণে দিতে ॥

তবে দুই ঠাকুরাণী লইয়া ঠাকুর ।

রাম-কৃষ্ণে দেখাইয়া গেলা অস্তঃপুর ॥

অস্তঃপুরে দুঁহাকার অভিষেক করি ।—

রাম-কৃষ্ণোচ্ছিষ্টে পূজে যুগল স্তন্দরী ॥

উভয়ে উভয়ে রাত্রে অভিসার হয় ।

সখী-সখাগণ বিনা দেখিতে নারয় ॥

এথা শুভ দিন দেখি বীরচন্দ্র রায় ।  
 বাগ্নাপাড়া যাত্রা করে নমি শ্যাম পায় ॥  
 বহু জন সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় দিবসে ।—  
 উপনীত হন আসি শ্রীপাটে স্ব-রসে ॥  
 দাদা আসিলেন এই শুনিয়া সংবাদে ।  
 অগ্রসর হৈলা রাম মনের আহ্লাদে ॥  
 অকারণ্য সন্নিকটে ভৃত্য সহ সঙ্গে ।—  
 মিলিলেন প্রভুরাম প্রভুবীর সঙ্গে ॥  
 দণ্ড সম পড়ে রাম দাদা প্রভু পায় ।  
 উঠাঞিয়া দাদা প্রভু ধরিল হিয়ায় ॥  
 দুই প্রভু আরস্তিলা সঘনে রোদন ।  
 তাহা দেখি কাঁদে আর আর ভক্তগণ ॥  
 কাঁদিতে কাঁদিতে ছুয়ে ভক্তগণ সনে ।—  
 উপনীত হৈলা রাম-কৃষ্ণের ভবনে ॥  
 দুই প্রভু দণ্ডাকার ভূমিতে পড়িয়া ।  
 রাম-কৃষ্ণে নতি করে গড়াগড়ি দিয়া ॥  
 পূজারি প্রসাদী মালা আনিয়া ধরিল ।  
 আশ্রমতে দুঁহাকার শ্রীকণ্ঠে অর্পিলা ॥  
 অগ্রে বীরচন্দ্র কণ্ঠে করিলা অর্পণ ।  
 পরে রাম-কণ্ঠে দিলা করিয়া যতন ॥  
 তবে দুই জনে বসি করে আরাপণ ।  
 প্রভু বীর কহে কর সমস্ত কীর্তন ॥

রামাই করেন তবে সকল বর্ণন ।  
 বৃন্দাবন গমনাদি ভক্ত সন্মিলন ॥  
 কাম্য বনে গোপীনাথে মাতার মিলন ।  
 রাম-কৃষ্ণ-জাহ্নবীর আদেশ বচন ॥  
 রাম-কৃষ্ণ প্রাপ্তি অভিষেক বিবরণ ।  
 গোড়ে আগমন বায়্রাদির উদ্ধারণ ॥  
 গোপীশ্বর তব্ব আদি তদীয় স্থাপন ।  
 রেবতী-রাধিকা যৈছে করিলা গমন ॥  
 হেনমতে আচোপাস্ত কথ্য সমুদয় ।  
 প্রভু স্থানে কহিলেন রাম মহাশয় ॥  
 শুনিয়া শ্রীবীরচন্দ্র রাম স্কন্ধ ধরি ।—  
 রোদন করিলা বহু মাতৃপদ স্মরি ॥  
 ভক্ত্য সবে সেই কালোচিত কৃত্য যত ।—  
 সমাপন করিলেন যথা বিধি মত ॥  
 সন্ধ্যা আরাত্রিক তথ্য আরম্ভ হইল ।  
 ভালি গোরাচাঁদ পদ গাইতে লাগিল ॥  
 কাঁসর-কাঁজর-শিঙ্গা-খোল-করতাল ।—  
 দামামা প্রভৃতি বাজে শুনিতে রসাল ॥  
 শ্রীরাম-কৃষ্ণের অগ্রে আরাত্রিক সারি ।  
 তবে ঠাকুরাণী ঘয়ে করিলা পূজারি ॥  
 অবশেষ গোপীশ্বরে আরতি করিলা ।  
 নিয়ম দেখিয়া বীর সমুদ্র হইলা ॥

হেনমতে আরাত্রিক করি সমাপন ।  
 পূর্ব মত আরম্ভিলা লীলাদি কীর্তন ॥  
 কীর্তনান্তে নানা ভোগ ঠাকুরে অর্পিয়া ।  
 আরাত্রিক সারি আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ॥  
 অভিসার করিলেন পূজারি গোসাঁই ।  
 কৃষ্ণ মিলে রাই সঙ্গে রেবতী বলাই ॥  
 তবে ভক্ত গণে করি প্রসাদ বণ্টন ।  
 প্রভু বীর-রাম ছুয়ে করেন ভোজন ॥  
 এক মাস রহি ধামে বীরচন্দ্র রায় ।  
 প্রেমানন্দ করে যত কহনে না যায় ॥  
 বসন্ত উৎসব দোল লীলা প্রকাশিলা ।  
 তাহাতে আনন্দ যত বিলাসে বর্ণিলা ॥  
 শ্রীবসন্ত পঞ্চমীতে বসন্ত বিহার ।—  
 সমারম্ভ শ্রীপাটের শ্রীকুঞ্জ মাঝারি ॥  
 জয় রে জয় রে জয় বসন্ত বিহার ।  
 যুব-যুবতীরু করু আনন্দ বিস্তার ॥

বসন্ত রাগেন গায়িতে ।

অভিনব কুটুন্স,—                      শুচ্ছ সমুজ্জ্বল,—  
 কুঞ্চিত কুন্তল ভার ।  
 প্রণয়িজনেরিত,—                      বন্দন সহকৃত,—  
 চূর্ণিত বরঘন সার ॥

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার ।  
 সৌরভ সঙ্কট,— বৃন্দাবনতট,—  
 বিহিত বসন্ত বিহার ॥ ধ্রুঃ ॥  
 অধর বিরাজিত,— মন্দতর স্মিত,—  
 লোভিত নিজ পরিবার ।  
 চটুল দৃগঞ্চল,— রচিত রসোচ্চল,—  
 রাধা মদন-বিকার ॥  
 ভুবন বিমোহন,— মঞ্জুল নর্তন,—  
 গতি বল্লিত মণিহার ।  
 নিজ বল্লভ জন,— সুহৃৎ সনাতন,—  
 চিত্তবিহরদবতার ॥ ২৯৪ ॥

পদং ।

হে নন্দকুমার ! তুয়া পদে নিবেদন ।  
 সর্বলোকে জয়-যুক্ত তুমি সর্বক্ষণ ॥  
 অভিনব মনোহর মুকুলমালায় ।  
 তদীয় কুঞ্চিত কেশভার শোভা পায় ॥  
 তাহাতে প্রণয়ি দন্ত আবির মিশ্রিত ।  
 ঘনসারবর হইতেছে সুশোভিত ॥ ধ্রুঃ ॥  
 পরম সুন্দর ! হে নন্দকুমার ।  
 জয়-যুক্ত তুমি গোকুল মাঝার ॥  
 সুগন্ধ-পূরিত নিত্য-বৃন্দাবনে ।  
 বসন্ত বিহার কর সর্বক্ষণে ॥

ধন্য সেই রাধা ধন্য গোপীগণ ।  
 যাঁ সব সংহতি ত্রীড়া অনুপম ॥  
 হে নাগর ! নিজাধর বিরাজিতে ।—  
 অমৃত ক্ষরিত মন্দতর-স্মিতে ॥—  
 লোভাঘিত করিয়াছ নিজ জনে ।  
 চটুল চঞ্চল অপাঙ্গ ঈক্ষণে ॥—  
 অনুরাগপরা শ্রীমতী রাধার ।—  
 উৎপাদন কর মদন-বিকার ॥  
 ভুবন মোহন নর্তনে তোমার ।  
 কণ্ঠমণিমালা দোলে অনিবার ॥  
 হে নিজ বল্লভ জন প্রিয়োত্তম ।  
 সনাতন হৃদে ত্রীড় অনুপম ! ॥  
 সনাতন শ্রীচরণ করি সার ।  
 এ বিপিন গায় বসন্ত বিহার ॥ ২৯৫ ॥

শ্রীমদ্বিষ্ণুপতিনোক্তং ।

আ ওল ঋতুপতি রাজ-বসন্ত ।  
 ধাওল অলিকুল মাধবী পশু ॥  
 দিনকর কিরণ ভেল পোঁগণ্ড ।  
 কেশর কুসুম ধরল হেম দণ্ড ॥  
 নৃপ আসন নব পীঠল পাত ।  
 কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ ॥

মৌলী রসাল মুকুল ভেল তায় ।  
 সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায় ॥  
 শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র ।  
 আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষ মন্ত্র ॥  
 চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ ।  
 মলয় পবন সহ ভেল অমুরাগ ॥  
 কুন্দ-ঝিল্লী তরু ধরল নিশান ।  
 পাটল তৃণ,—অশোক দল বাণ ॥  
 কিংশুক-লবঙ্গ লতা এক সঙ্গ ।—  
 হেরি শিশির ঋতু আগে দিল ভঙ্গ ॥  
 সৈন্য সাজল মধুমক্ষিক-কুল ।  
 শিশিরক সবল করল নিরমূল ॥  
 উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ ।  
 নিজ নব দলে করু আসন প্রদান ॥  
 নব বৃন্দাবন বাজ্যে বিহার ।  
 বিজাপতি কহ সময়ক আর ॥ ২৯৬ ॥

শ্রীজ্ঞানদাসেনোক্তঃ ।

আওল রে ঋতুরাজ বসন্ত ।  
 খেলত রাই-কাণু গুণবন্ত ॥  
 তরুকুল মুকুলিত-অলিকুল ধাব ।  
 মদন মহোৎসব পিককুল রাব ॥

দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর ।  
 শীত ভীত রহুঁ শিখর কোর ॥ -  
 মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত ।  
 নিরখি নিশাকর যুবজন হিত ॥  
 সরোবর সরসিজ শ্যামর লেহা ।  
 জ্ঞানদাস কহে রস বাহা এহা ॥ ২৯৭ ॥

পদং ।

কিবাশ্চর্য্য বসন্ত বিলাস ।  
 বৃন্দাবনে নব নব পরকাশ ॥ ধ্রুঃ ॥  
 সরস বসন্তে সহিত সঙ্গিনী ।  
 প্রেম উন্মাদিনী—শ্রীরাস রঙ্গিনী ॥  
 ব্রজ বিলাসিনী—সবার অধিকা -  
 গোবিন্দ-মোহিনী শ্রীমতী রাধিকা ॥  
 বাসন্তী কুসুম জিনিয়া যাঁহার ।—  
 সুকোমলঅঙ্গস্থিত গন্ধসার ॥  
 সেই শ্রীরাধিকা শ্রীগোবিন্দ সঙ্গে ।  
 বিপিন ভ্রমণ কলি রতিরঙ্গে ॥  
 বিশাল নিতম্ব জনিত ভ্রমণে ।—  
 কাতর হইয়া হেরে সখীগণে ॥  
 মদন ব্যাধির বিক্রম চিস্তায় ।—  
 ব্যাকুল হইয়া ইতি উতি চায় ॥



তাহে প্রেম জ্বালা বাড়িয়া উঠিল ।  
 কোন সখী তবে কহিতে লাগিল ॥  
 হের প্রিয় সখি ! মেলিয়া নয়ন ।  
 ললিত লবঙ্গলতা ঘন ঘন ॥  
 মলয়ানিলের পাইয়ালিঙ্গন ।  
 চিত্র নবাকার ধরিয়া কেমন ॥—  
 নয়নরঞ্জন করিছে সবার ।  
 মরি মরি কিবা বসন্ত বাহার ॥  
 অলিকুল রবে কোকিলের স্বর ।—  
 মিলিয়া জুড়ায় শ্রবণ-বিবর ॥  
 এ হেন মধুর বসন্ত সময়ে ।  
 যুবতী সহিত অটল হৃদয়ে ॥  
 বিলাস করিছে বিলাসী নাগর :  
 সতালে নাচিছে মন-প্রাণহর ॥  
 হায় হায় সখি ! বসন্ত সময় ।—  
 বিরহী অন্তরে করে দুঃখোদয় ॥  
 প্রোষিতভর্তৃকা প্রেম-উনমতা ।—  
 যুবতী নিচয় ছাড়ি আন কথা ॥  
 মদন ব্যাথায় ব্যাথিত হইয়া ।—  
 বিলাপ করিছে সজিনী লইয়া ॥  
 ক্ষুণ্ণ টিত বকুল তরুর উপরে ।—  
 ভ্রমরা বিহরে গুণ-গুণ স্বরে ॥

ভাবুক ভাবিনী হৃদয় তাহার ।—  
 আকুল করিছে,—কহিনু তোমায় ॥  
 নব কিশলয়ে তমাল প্রবর ।—  
 কস্তুরি সৌরভ জায় নিরন্তর ॥  
 শ্লগন্ধ বিস্তার করিছে সদাই ।  
 বসন্ত সময়ে বলিহারি যাই ॥  
 কিংশুক কোড়ক কাম নাখাকায়ে ।  
 যুবক-যুবতী হৃদয় বিদারে ॥  
 বসন্তে ভূপতি মদন ছরন্তু ।  
 শির ছত্র তার কেশর ফুটন্তু ॥  
 ভ্রমর বেষ্টিত পাটলীর ফুল ।—  
 বিলাস তুণীর যাহার অভুল ॥  
 স্বতুরাজাগমে সরব জনার ।—  
 লাজ দূরগত,—কি কহব আর ॥  
 ভরুণ-করুণ শুরু সমুদর ।—  
 কুসুম উদগমচ্ছলেতে হাসয় ॥  
 বিরহিণী সবে বধের কারণ ।  
 অস্ত্রাকৃতি মুখে কেতকী এখন ॥—  
 চারি দিকে দন্ত বিকাশ করিয়া ।—  
 হাসিতেছে যেন দান্তিকা হইয়া ॥  
 বাসন্তী ফুলের চিত্র পরিমলে ।  
 ললিতাদি করি কুসুম সকলে ॥

নিজ নিজ গন্ধ দ্বারা ঋতুরাজে ।—  
 অতি গন্ধাধিত করিয়া বিরাজে ॥  
 মুনিগণ মন-বিমোহনকরী ।  
 এ হেন বসন্ত কাল সহচরি ! ॥  
 মধুর বসন্ত যুব-যুবতীর ।  
 অকপট বন্ধু,—কহিলাম স্থির ॥  
 চূত-মাধবীর পাশে আলিঙ্গনে ।—  
 পুলকে মুকুল করিলা ধারণে ॥  
 যমুনা বেষ্টিত এ ব্রজ মাঝারে ।  
 আনন্দ অন্তরে বিজন কান্তারে ॥  
 বিহার করিছে শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 দেখ দেখ সখি ! মেলিয়া নয়ন ॥  
 শ্রীমতী রাধার কন্দর্প বিকার ।—  
 কবি জয়দেব বর্ণিত অপার ॥  
 সরস বাসন্তী বিপিন বর্গন ।  
 শ্রীহরি-চরণ করায় স্মরণ ॥  
 জয়দেব পদ করিয়া আশ্রয় ।  
 বিপিন বসন্ত বর্গন করয় ॥ ২৯৮ ॥

বসন্ত রাগঃ ।

মরি মরি বসন্ত বাহার কিয়ে ।  
 মদনে মাতল যুবক-যুবতী হিয়ে ॥ ধ্রুঃ ॥

- বি বিজয় বসন্ত কাল বিজয় গোপাল ।  
বিজয় কাননে ভ্রমে যেন মাতোয়াল ॥
- পি পিহিত মাধবী লতা অশোক কানন ।  
মুকুলিত আগ্রতরু সান্ধাৎ মদন ॥
- ন নবীন পল্লবে শোভে সুরতরু চয় ।  
ক্ষুটিত কিংশুক সূত প্রদান করয় ॥
- বি বিভোর হইয়া অলি ফুলমধু খায় ।  
গুণরবে ভাবুকের শ্রবণ জুড়ায় ॥
- হা হান-হান রবে ধায় দক্ষিণ পবন ।  
কুহ-কুহ-কুহ স্বরে ডাকে পীকগণ ॥
- রি রিরংসু হইয়া কুঞ্জে রসিক-নাগর ।  
চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে নিরন্তর ॥
- গো গোপরমাগণ বুঝি নাগরের মন ।  
হাব-ভাব উঘাড়িয়া হাসে ঘন ঘন ॥
- দ্বা স্বাগত-স্বাগত বলি নাগরে ডাকয় ।  
নটবর-সুনাগর মুচকি হাসয় ॥
- মি মিলল রসিকস্বর গোপ-রমা সনে ।  
প্রেমানন্দে হরি হরি বল সর্ব্ব জনে ॥
- না দাঁড়ায়ে কুঞ্জের পাশে বিলাস মঞ্জরী ।  
নাগরে কহেন শুন নিবেদন করি ॥
- ধা ধামনিষি তুমি শ্যাম ! সর্ব্বলোকে কয় ।  
গিরিবর ধরা তার প্রমাণ আছয় ॥

- ম মঝু সবাঁকার ভাগ্যে ধামনিধি নহ ।  
 সত্য কি না এই কথা প্রকাশিয়া কহ ॥
- শ্রী শ্রীবিজয়া শ্রী-তোমার কারণে এ বনে ।—  
 সকল করিয়া বাঁম করিলা-গমনে ॥
- পা পাবনী-লাবণী তার ছুঁইয়া তোমায় ।  
 কালিমা-কলঙ্ক পূর্ণা হইল ধরায় ॥
- ট টল হীন তুমি, কত ঠমক বা জান ।  
 বাঁজায়ে মোহন বাঁশী বনে টেনে আন ॥
- বা বাগুরিক সম হেরি করম তোমার ।  
 আঁখি শরে মন-মৃগী বিঁধ অবলার ॥
- ব ঘনাপর্ণ করি হরি তোমার চরণে ।  
 এবে মোরা প্রাণে মরি না বুঝি কারণে ॥
- না নারী বধে কিছু ভয় নাহিক তোমার ।  
 সাক্ষাৎ দেখিনু তাহা কি কহিব আর ॥
- পা পাহি পাহি পাহি শ্যাম ! ! এ অবলা গণে ।  
 বার বার নিবেদন রাতুল চরণে ॥
- ডা ডাক দিয়া আনি বনে করহ বঞ্চনা ।  
 বুঝিতে না পারি হরি তোমার ছলনা ॥
- । দারুণ অস্তুর তব দেখিবারে পাই ।  
 আশা দিয়া হীন আশা করহে কাণাই ॥
- ডা ডাকিতে ডাকিতে তোমা প্রাণাস্ত হইল ।  
 তথাপি তোমার কিছু করুণা নহিল ॥

- ক কঠিন হৃদয় তুয়া কঠিনীর প্রায় ।  
বেদ-বিধি-পুরাণাদি এই কথা গায় ॥
- ঐ ঐ ঐ কৈ কৈ এই এই সদা বলি মুখে ।  
কিন্তু তুমি কোথা রহ আপনার স্মৃতে ॥
- ১ দাঁড়ায়ে কদম্বতলে সঙ্কেত করিয়া ।  
টানিয়া কাননে আন বাঁশী বাজাইয়া ॥
- জি জিনিব জিনিব তোমা মনে করি আশ ।  
কিসে যে জিনিব তাই ভাবিয়া হতাশ ॥
- লা লাভণ্য দেখায়ে তুমি হও হে গোপন ।  
ইহা কি উচিত তব শ্যাম নবঘন ॥
- ব বঞ্চকের শিরোমণি তছু সম নাই ।  
বিজ্ঞজন মুখে এই শুনিবারে পাই ॥
- র রসিত করিয়া চিত্ত না কর সঙ্গম ।  
এ কেমন রীতি তুয়া কহ প্রিয়োত্তম ॥
- ধ ধরম করম নাথ ! করিয়া বর্জ্জন ।  
তোমাঙ্গ পদারবিন্দে লয়েছি শরণ ॥
- মা মান বা না মান তুমি মঝু এই বাণী ।  
মোরা কিন্তু তোমা বিনু কিছুই না জানি ॥
- ন নয়নের তারা তুমি নক্সন-রঞ্জন ।  
তোমা বিনু অন্ধকার দেখিয়ে ভুবন ॥
- ১ দামিনী দমন রুচি শ্রীমতী তোমার ।  
গৃহে রহি তোমা লাগি কাঁদে অনিবার ॥

বিপিন বিহারি কহে কিবা বল আর ।  
 কাল যেই জন তার ঐছে ব্যবহার ॥  
 তথাপিহ নামাক্ষর আদি কাল পায় ।  
 সতুলসী স্ত্রী পিয়াছি,—কহিনু তোমায় ॥  
 কাল বিনা অণু আর কিছুই না জানি ।  
 তোমাতে কহিনু এই প্রাণের কাহিনী ॥  
 দিবা-সন্ধ্যা জ্ঞান নাই সদা কাল হেরি ;  
 কালা কাল হএণ মোরে রহিয়াছে ঘেড়ি ॥  
 বিপিন বিহারি কহে দুঃখ পরিহারি ।  
 স্ত্রুথে দুঃখে ভজ কালা দিব বিভাবরী ॥ ২৯৯ ॥  
 বসন্ত বর্ণন দোলোৎসব বিবরণ ।  
 শ্রবণ করহ কর্ণ-মন রসায়ন ॥

বসন্ত রাগঃ ।

ঋতুরাজাপিত তোষত অঙ্গং ।  
 রাধে ভজ বৃন্দাবন রঙ্গং ॥ ১ ॥ প্রঃ ॥  
 মলয়ানিলগুরু শিক্ষিত লাস্তা ।  
 নটতি লতাপতিরুজ্জ্বলহাস্তা ॥  
 পিক ততিরিত বাদয়তি মৃদঙ্গং ।  
 পশ্যতি তরুকুলমঙ্গুরদঙ্গং ॥  
 গায়তি ভৃঙ্গ ঘটাদ্ভুত শীলা ।  
 মম বংশীবসনাত লীলা ॥ ৩০০ ॥

পদং ।

সখি ! দেখ বৃন্দাবন শোভা ।

যুবক-যুবতীগণ প্রাণ-মন-লোভা ॥ ধ্রুঃ ॥

ঋতুরাজাগমে নব বৃন্দাবন ।—

উজ্জ্বল শোভিত উজ্জ্বল বরণ ॥

সুমধুর হাস্ত করি বিকীরণ ।

তালে-তালে নাচে তরু-লতাগণ ॥—

গুরু সম হঞা বসন্ত সমীর ।

নর্তন শিখায় সকলে সুধীর ॥

পিককুল-ধ্বনি মৃদঙ্গ বাদন ।

তরু-লতা আদি করিছে শ্রবণ ॥

বংশী সমাশ্চর্য্য স্বভাব ভ্রমরে ।—

সনাতন লীলা সুখে গান করে ॥

বিপিন বিপিন বিহারি চরণে ।—

বসন্ত বর্ণন করে নিবেদনে ॥ ৩০১ ॥

বসন্ত রাগঃ ।

আজু বিপিনে নাহি আনন্দ ওর ।

হোরি মহারাসরস গানে সবে ভোর ॥ ধ্রুঃ ॥

সমাগত ঋতুপতি প্রমোদে বসন্ত ।

ফুটিল মাধবী-কিংশুক শোভন্ত ॥

কোকিল পঞ্চম গায় বসিয়া বসালে ।

শুক-শারী করে গান নবীন তমালে ॥



মধু লোভে অলিকুল গুণ-গুণ স্বরে ।  
 ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়ে পড়ে কুসুম উপরে ॥  
 শন্ শন্ বেগে ধায় সরস পবন ।  
 থর-থর-থর কাঁপে বিরহিণী গণ ॥  
 ঝর-ঝর ঝরে মধু পূরণীর ফুলে ।  
 বায়স আনন্দে পিয়ে কালচঞ্চু তুলে ॥  
 রসাল মুকুলে বসি সরস-বিসর ।—  
 মনের স্বেতে মধু পিয়ে নিরন্তর ॥  
 শিরিষ কুসুম আর পরিজাতাশোক ।—  
 শোভায় করয়ে মুগ্ধ জগতের লোক ॥  
 নবীন পল্লবে শোভে তরু-লতাগণ ।  
 বিলোপরি পদ্মাগম দিল দরশন ॥  
 মলয় অনিলে সেই অগম নিকর ।—  
 লহরী সমান যেন ধায় নিরন্তর ॥  
 নাগ-নাগী গ্রাম ছাড়ি বিল প্রতি ধায় ।  
 জীর্ণত্বচ পরিহারি ধরে নবকার ॥  
 রমণী-রমণ সঙ্গ করণ কারণ ।—  
 নানা রূপে অঙ্গ শোভা করে সর্ববক্ষণ ॥  
 নিশায় উষায় নানা পাখীর ঝঙ্কার ।  
 রসিকা রসিক মন মথে অনিবার ॥  
 ঝাঁ-ঝাঁ রবে ঝিল্লীগণ শ্রবণ জ্বালায় ।  
 বিরহিণী কর্ণে কর,দিয়া করে হায় ! ॥

এ হেন বসন্তে রাম-শ্যাম কুঞ্জবনে ।  
 দোললীলা আরম্ভিলা আনন্দিত মনে ॥  
 ইন্দ্র-বধু হরি অঙ্কে করিয়া ধারণ ।—  
 অখণ্ড মণ্ডল শশি দিলা দরশন ॥  
 পদ্মিনী-বান্ধব তাহা হেরিয়া নয়নে ।  
 রক্তিম রাগেতে উঠে পূরব গগনে ॥  
 তাহা দেখি ভয়ে ইন্দু বারুণীর কোলে ।—  
 লুকাবার তরে ধায় হঞা উতরোলে ॥  
 এমন সময়ে রাম-শ্যাম দোলোপরি ।  
 উঠিলা আনন্দ মনে বীর ভাব ধরি ॥ \* ॥

পদং ।

হের গো সুন্দরি ! শ্রীরাম-মুখবৈ ।  
 মধুর বসন্তে হোল্লীকা উৎসবে ॥  
 স্ব-স্ব কেলী-রস মাধুর্য্য-তরঙ্গে ।—  
 শীতল করেন সখাগণে রঙ্গে ॥  
 নয়ন-রঞ্জন অরুণ বরণ ।—  
 আবীর মিশ্রিত মলয় চন্দন ॥  
 হৃদয় কমলে পাইতেছে শোভা ।  
 সরব জনার প্রাণ-মন-লোভা ॥  
 শ্রীঅঙ্গ-কাস্তিতে স্বরূপ-ভূমালে ।—  
 জয় করি,—রসে গোকুল মাতালে ॥

হের ! হের ! রাম-কান্থুর বিলাস ।

হেরিয়া মদন গণয়ে হতাশ ॥

নিজ সখাগণ শ্রীকর চালিত ।—

কাঞ্চন দোলায় কিবা বিরাজিত ॥

বিচলিত অঙ্গ দোলার কারণ ।

উরসের মালা দোলে ঘন ঘন ॥

ব্রজের হরিণ লোচনা সবার ।—

রচিত রোচন তিলকে ছুঁহার ॥—

ভালদেশ অতি হএগছে উজ্জ্বল ।

হেরিয়া মানস সব বিসরল ॥

শশিশোভা জিনি স্মিত হাস্তাননে ।

মুগ্ধ করে নব-যুবতীর গণে ॥

স্বনশ্রু বিলাস কৌশল পণ্ডিত ।—

কুসুম সমূহে কিবা বা মণ্ডিত ॥

বক্ষঃদেশ অতি বিশাল ছুঁহার ।

ঘূর্ণিত নয়নে চাহে বার বার ॥

শ্রীরাম-কান্থুর বসন্ত বিলাস ।—

হেরিয়া মদনে লাগল তরাস ॥

প্রণত জনার ভয় বিনশন ।

ব্রজজন মনঃসর হংস ধন ॥

সনাতন প্রিয় দুই সনাতন ।

বিপিনের হৃদি সরবস ধন ॥ ৩০২ ॥

বিহরতি

গোকুল ! ক্রি মাধুরী হের রে নয়ন ।  
প্রেম করষিত, ক্রীরাপরি শোভে শ্রীনন্দ-নন্দন ॥  
শৃঙ্গার পণ্ডিতা, উৎসবনরতা সখী সঙ্গে ।  
ধৃত চাকুরতর, অলি বী শ্যামে দোলাইছে রঙ্গে ॥  
নবীন মৃগাঙ্কে, জিনি পদং ।

বিহর

আবীর ছোড়ত যুবতী নিচয় ।  
চামর ব্যঞ্জন ললিতা করয় ॥  
আবীর উড়ত নিধুবন ভরি ।  
মধুর হাসত বিদগধ হরি ॥  
শুক শারী পিক সব লালে লাল ।  
ভ্রমর গায়ত স্নমধুর ভাল ॥  
ধরণী ধরত জাবক বরণ ।  
রকত বরণ তরু-লতা গণ ॥  
অরুণ বরণ সকল নেহারি ।  
মদন ভীংগল নিধুবন ছাড়ি ॥  
চঞ্চল কমলোপরি ভ্রমর আকার ।  
অমল কমল সম দোলার মাঝার ॥ ধ্রুঃ ॥  
লাল নন্দলাল সুশোভিত ভেল ।  
হরিষে হানয়ে স্ব-নয়ন শেল ॥  
তুঙ্গবিছা আদি দেয় করতালী ।  
আনন্দে মগন ঘন-বনমালী ॥

রসিকা বিশাখা আদি র বিলাস ।  
 শ্যাম ঠামে নাচে মনোশ ॥  
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বেণু করিত ।—  
 কোন কোন সখী বাজ রাজিত ॥  
 প্রপদ-চৌতাল-সঙ্কট-বিারণ ।  
 তালে তালে নাচে কত ঘন ॥  
 স্মর উদ্দীপক সে নৃত্যাভিনয় ।  
 যাহা হেরি হরি হরিশে মাতয় ॥  
 সনাতন রস শৃঙ্গার পালক ।  
 বল্লবী হৃদয় সুপারিতোষক ॥  
 আরণ্য ভূষণে ভূষিত হইয়া ।  
 হোলী রঞ্জে গোপী মানস হরিয়া ॥  
 মদন দরপ করিয়া দলন ।  
 জয়যুক্ত হরি সদা সর্ববক্ষণ ॥  
 হের রে নয়ন ! গোবিন্দের দোল ।  
 ছাড়িয়া সরব ধরমের গোল ॥  
 সনাতন পদ করিয়া শরণ ।  
 এ বিপিন হোলী রসেতে মগন ॥ ৩০৩ ॥

পদং ।

উজ্জ্বল কুসুম স্নগন্ধ দিগন্তে ।  
 মধুর শোভিত সন্ন্যাস বসন্তে ॥

বিহরতি হরি নিজ রস রঙ্গে ।

গোকুল যুবতী রসবতী সঙ্গে ॥ ৩০৬ ॥

প্রেম করষিত, শ্রীরাধা চুষিত, মুখ বিধুৎসবশালী ।  
 স্নান পণ্ডিতা, উৎসব মণ্ডিতা, চন্দ্রাবলী গুণ পালি ॥  
 ত চারুতর, অকুলি সুন্দর, নূতন চম্পক হারী ।  
 নবীন সৃগাঙ্কে, জিনিয়া নখাঙ্কে, বিশখোরজবিদারী ॥  
 শ্রীললিতাসুর, বিহারি সুন্দর, শ্যামাসবী প্রিয়কারী ।  
 মানা রস ভরে, কমলা অন্তরে, বিভ্রমভাব প্রচারী ॥  
 শ্রীভদ্রা সহিত, শৈব্যা বিনিহিত, আবীর-কুকুমধারী ।  
 স্নাতন-ঘন, মুরতি মোহন, মদন-মোহনকারী ॥  
 সস্তাগমনে, বৃন্দাবন বনে, ক্রীড়তি যুবতী সঙ্গে ।  
 আবীর-কেশর, শোভিত সুন্দর, অজানক জিনি রঙ্গে ॥  
 চিত্রা বিচিত্রিত, তিলক শোভিত, তাম্বুলে অধর লাল ।  
 দেখ দেখ সখি ! মেলি দুই আঁখি, হরি রসে মাতোয়াল ॥  
 হরি হরি হরি, মরি মরি মরি, কিবা অদ্বুত শোভা রে ।  
 প্রেমের ভিখারী, বিপিন বিহারি, সরবেন্দ্রিয়

লোভা রে ॥ ৩০৮ ॥

বসন্ত রাগঃ ।

সারা দিন দোল লীলা করে রাম-হরি ।  
 বেলি অবসানে প্যারী-রেবতী সুন্দরী ॥  
 রাম-শ্রামে আনিবারে মন্দির ছইতে ।—  
 নিকুঞ্জে গমন করে যুথের সহিতে ॥

রেবতী-রাধার হেরি কুঞ্জে আগমন ।  
 দোলা হৈতে নামিলেন ভাই দুই জন ॥  
 কুঞ্জ মাঝে লঞা নিজ নিজ যুথগণ ।  
 ফাগু খেলে দুই প্রিয়া মনের মতন ॥  
 হারাইয়া রাম-শ্যামে হোরি মহারাসে ।—  
 লঞা যান শ্রীমন্দিরে মনের উল্লাসে ॥  
 প্রিয় যুথ সবে বলে ওহে রাম ! হরি ।  
 হাসালে হাসালে ভাল এ হেন নগরী ॥  
 ছি ছি রাম ! ছি ছি শ্যাম ! লাজ নাহি ধর ।  
 কোন্ বা মুখেতে আর এত হাস্য কর ॥  
 রমণী সমাজ মাঝে হারি মানে যারা ।  
 জারি-জুরি-পরিহাস মিছে করে তারা ॥  
 হোরি মহারাসে রাম-শ্যাম পরাজয় ।—  
 হেরিলা যাঁহার তঁারা ধন্য স্ননিষ্ঠয় ॥  
 অভাগা বিপিন ঐছে রাস না দেখিয়া ।  
 শিরে কর হানি কাঁদে ধুলায় পড়িয়া ॥  
 মধুর বসন্তে হরি হরি কান্তা গণে ।  
 কান্তারে ভ্রমেন কেলী-কলারস মনে ॥

বসন্ত রাগঃ ।

বসন্তে বিপিন অন্তরে ক্রীড়ন ।  
 সখী সহ করে মদন মোহন ॥

আধ বিকশিত মল্লিকা-বল্লীর ।—  
 ফুলরেণু হরি মলয় সমীর ॥—  
 বিকীর্ণ করিয়া বিপিন অস্তরে ।  
 গন্ধাশ্রিত করে সূক্ষ্ম পীতাম্বরে ॥  
 কেতকীর আশে বিমুগ্ধ হইয়া ।—  
 কাম সখা বায়ু বেগেতে ধাইয়া ॥—  
 হৃদয় দগধে রতীপ্সু সবার ।  
 বসন্তানিলের কি হঠ বেতার ॥  
 শ্রীখণ্ড শৈলের চন্দন নগের ।—  
 অঙ্কোপরি স্থিত ভুজঙ্গ গণেব ॥—  
 নিশ্বাসে বিঘাত্ত স্বরূপ হইয়া ।—  
 তুষার সলিলে সিনান লাগিয়া ॥—  
 মলয় মারুত হিয়াচল মুখে ।  
 প্রবাহিত হয় ঘেন কত দুঃখে ॥  
 সরস বসন্তানিল, স্নিগ্ধ হয় ।\*  
 বিরহী সবার কিস্তি তাপময় ॥  
 “বিঘাত্ত স্বরূপ” কাবণ তাহার ।  
 প্রিয়া সন্মিলন মন্ত্রোষধী যার ॥  
 রসাল শাখায় বসি পিকগণ ।  
 মুকুলের শোভা করিয়া দর্শন ॥  
 আনন্দে মধুর কুহু-কুহু রবে ।—  
 মাতায় যুবকে মদন উৎসবে ॥



মুকুলের গন্ধে মাতিয়া ভ্রমর ।  
 গুণ-গুণ রবে উড়ে নিরন্তর ॥  
 মধুগন্ধলুকা মধুকর গণে ।—  
 মুকুল উপরে পড়য়ে যখনে ॥—  
 বিকম্পিত হয় মুকুল তখন ।  
 যাহার দর্শনে জুড়ায় নয়ন ॥  
 রসাল শাখায় বসি পিকবর ।  
 স্ব-রবে জ্বালায় পথিক অন্তর ॥  
 কাতরে তখন পথিক নিচয় ।  
 ভাবে প্রিয়ামুখ হইয়া তন্ময় ॥  
 “প্রিয়া মুখপদ্ম জ্বালা নিবারণে ।—  
 মহাশক্তি ধরে এ তিন ভুবনে ॥  
 প্রিয়া কুচ-গিরি স্মরণে অন্তর ।—  
 ধিক ধিক জ্বলে জানি নিরন্তর ॥  
 “গিরি বহ্নিমান” তাহার প্রমাণ ।  
 আলভনে কিন্তু জুড়ায় পরাণ ॥  
 মুখ-কুচ ধর্ম বিভিন্ন প্রকার ।  
 মুখপদ্মে সুখা কুচে আগি আর ॥  
 তাপ অনুভব কুচ আলভনে ।  
 তথাপি জুড়ায় পরশ-জীবনে ॥  
 লুপ্তার স্মরণে জীবন শীতল ।—  
 পানে হৃদযাদি সর্বজ বিকল ॥”

চিন্তা সমাগমে মুহূর্ত্ত সময় ।—

সুখ লভি,—পুনঃ পথিক নিচয় ॥

অতি মন দুঃখে বাসর কাটায় ।

মধুর বসন্তে বিরহীর দায় ॥ \* ॥

সামাল সামাল বাজে যতি তাল ।

রামকিরী রাগ অতি সুরসাল ॥ ( তুড়ি )

মনলোভা-স্বর্ণপ্রভা-ভূষণে ভূষিতা ।

মনোহরা-নীলাম্বরা-কঞ্চুলী মণ্ডিতা ॥

ব্রজবালা-ফুলমালা করিয়া ধারণ ।

শ্যাম সঙ্গে রসরঞ্জে করে বিহরণ ॥

অপ্রাকৃত বিহারের বলিহারি যাই ।

এমন বিহার আর কোন লোকে নাই ॥ ক্রঃ ॥

চন্দনে চর্চিত নীল কলেবর রে ।

ক্ষীণ কটিতটে পাট পীতাম্বর রে ॥

কণ্ঠে হেম টিক, অঁরে মতিহার রে ।

বনমালা সহ শোভে চমৎকার রে ॥

শিরে শিখীপুচ্ছ চূড়া শোভা পায় রে ।

চন্দ্র ভ্রমে চক্র উড়ে, পড়ে তায় রে ॥

শ্রবণে কাঞ্চন মকর কুণ্ডল রে ।

শ্রীগণ্ড উপরে করে ঝলমল রে ॥

বলয়-অঙ্গদ শ্রীকরে শোভিছে রে ।

কটিতে কিস্কিনী-মেখলা সাজিছে রে ॥

চরণে নৃপূর বমকে বাজিছে রে ।—  
 তছুপরি অলি আনন্দে গাজিছে রে ॥  
 কোন গোপী উচ্চ পয়োধর ভারে রে ।  
 কৃষ্ণে আলিঙ্গন করি বারে বারে রে ॥  
 রতি উদ্দীপক সুসংগীত করে রে ।  
 যাহাতে সবার মন-প্রাণ হরে রে ॥  
 কেহ বা কৃষ্ণের বিলাস ঈক্ষণে রে ।  
 মোহিত হইয়া করে দরশনে রে ॥  
 কাম উদ্ভাবক গোবিন্দ বদন রে ।  
 যাহার দর্শনে মোহিত ভুবন রে ॥  
 কোন নিতম্বিনী শ্রীহরি শ্রবণে রে ।—  
 কথনের ছলা করিয়া ধারণে রে ॥—  
 প্রেম পুলকিত হরি চন্দ্রানন রে ।—  
 রতি রসানন্দ করেন চুম্বন রে ॥  
 কেহ বা কৃষ্ণের অঞ্চল ধরিয়া রে ।  
 কোতুক হৃদয়ে হাসিয়া হাসিয়া রে ॥  
 যমুনার কূলে বেতসি কাননে রে ।—  
 আকর্ষণ করে বিলাস কারণে রে ॥  
 কেহ রাস রসে গোবিন্দ সঙ্গিতে রে ।  
 তালে তালে নাচে নানান রঙ্গিতে রে ॥  
 প্রশংসে শ্রীহরি সেই যুবতীরে রে ।  
 কাহারে বা হরি চুম্বি ধীরে ধীরে রে ॥

কাহারে বা ধরি করে আলিঙ্গন রে।

কাহার পাছুতে করেন গমন রে ॥

“রসগী নিতম্বে সুধার সঞ্চার রে।

সুধার বর্ণন নিদর্শন তার রে ॥”

হেনরূপে আশ্বরস হরি কুঞ্জে রে।

বসন্তে যুবতী সহ রস ভুঞ্জে রে ॥

জয়দেব গীত এ বন বিহার রে।

ভক্তের মঙ্গল করুক বিস্তার রে ॥

জয়দেব পদ করিয়া শরণ রে।

এ বিপিন গায় বসন্ত বর্ণন রে ॥ ৩০৫ ॥

তবে বীরচন্দ্র প্রভু হইয়া বিদায়।

খড়দহে পুনঃ গেলা যথা শ্যাম রায় ॥

গমনের কালে প্রভু—বীরভদ্র রায়।

রামে আশীর্বাদ ছলে রামকীর্তি গায় ॥

বার কীর্তিগণ হেরি জাহ্নবী লজ্জায়।

দ্রুতগতি ধাঞা সতী সমুদ্রে লুকায় ॥

কিন্মা যার ভক্তি হেরি দনুজাধিরাজ।

পাতালে গমন করে মনে পাঞা লাজ ॥

সেই রামচন্দ্র ভাই জীবনের জয়।

বাহার প্রসাদে লোক কৃষ্ণভক্ত হয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বীরভদ্রপ্রভুপাদেনোকৃতঃ।

যৎকীর্তিমঞ্চলং বীক্ষ্য লজ্জমানান্নরাপগা।

ভূগোপাশ্রয়নমকৃত্যং স.রামো জয়তি শ্রিয়া ॥

এবং যত্বেতিমালোক্য দমুজাধিপতিঃ স্বয়ং ।

পাতালমগমক্টিয়া স রামো জয়তি শ্রিয়া ॥ ৩০৬ ॥

শ্যাম ধাম খড়দহ সর্বজনে কর ।

রামকৃষ্ণ ধাম বাগ্নাপাড়া সুনিশ্চয় ॥

মদন গোপাল ধাম শান্তিপূর জানি ।

গৌরধাম নবদ্বীপ বৃন্দাবন মানি ॥

দ্বিতীয় বর্ষেতে পুনঃ বীরচন্দ্র রায় ।

মাধব মাসেতে আসি শ্রীবান্নাপাড়ায় ॥

পুষ্প দোলোৎসব লীলা প্রকাশ করিলা ।

ভক্ত-প্রাণ-মন-আঁখি তাহাতে মজিলা ॥

তথাহি ভবিষ্য পুরাণে ।

যোহর্চ্ছন্তে পুষ্পদোলায়াং স্তমনোহপি জনাৰ্দ্দিনং ।

স যাতি কল্মষং হিত্বা তৎপদং দেবহুর্ভং ।

মাধবে সমুদ্রপ্রাপ্তে রাক্ষসতি বিরাজিতে ।

বর্ষে বর্ষে প্রকুর্ভীত পুষ্পদোলা মহোৎসবং ॥ ৩০৭ ॥

অন্তীম বসন্ত কাল গিরীষ মিশাল ।

শ্রীখণ্ড শৈলের বায়ু ধায় সুরসাল ॥

তালবৃন্ত-পুষ্পবৃন্ত লঞা যুবগণ ।

পথো-দ্যান-হর্ম্যোপরি করেন ভ্রমণ ॥

মাধবে মাধব প্রিয় পুষ্পদোল রঙ্গ ।

শ্রবণ করহ যায় অনঙ্গ বিভঙ্গ ॥

বসন্ত রাগঃ ।

আজ্ঞু নিকুঞ্জে নাহি আনন্দ ওর ।  
 ফুলদোল রাসরস পানে সবে ভোর ॥ ৫ঃ ॥  
 মধুর মাধব মাস মাধব রঞ্জন ।  
 পুষ্পদোল রাসে শোভে নিকুঞ্জ কানন ॥  
 মল্লিকা-যুথিকা-জাতি-চম্পক-রঞ্জন ।  
 বেদক্ৰোশ-গন্ধামোদী-রক্তিম কাঞ্চন ॥  
 কুদাল-পুল্লাগ-জনি-প্রিয়ক-বকুল ।  
 রজত কাঞ্চন-হেম পুষ্পিকা-বঞ্জুল ॥  
 মহাসহা-কুরবক-কুরুণ্টক-দাসী ।  
 সহচরী-ঝিল্লি-কুরবক-নিশোল্লাসী ॥  
 শ্বেতকায় গন্ধরাজ-গোলোক চম্পক ।  
 চামেলি-রজনীগন্ধা-কেতকী মোহক ॥  
 অরণ্য মল্লিকা-ভূমি চম্পক শোভন ।  
 কুটজ-তল্লিকা-কুন্দ চণ্ডাত-মদন ॥  
 কামিনী-সপ্তলানীপ-গোলাপ স্নানর ।  
 পনসী-চম্পক-মুচুকুন্দ মনোহর ॥  
 রসপূর-কৃষ্ণচূড়-শিরীষ-রঞ্জন ।  
 কমলকরবী সর্বজন বিমোহন ॥  
 এই সব বস্তু পুষ্পে বনশোভা করে ।  
 অলিকুল মধু পিয়ে আনন্দ অন্তরে ॥

সিতাস্তোজ-কোকনদ-নীলপদ্মোথানে ।—

সরোবর শোভা করে বিধির বিধানে ॥

পদ্মাদির গন্ধ বায়ু করিয়া হরণ ।—

তীব্র বেগে নিতি করে বিপিনে ভ্রমণ ॥

নবগন্ধরাজোপরি ভ্রমরা-ভ্রমরী ।

রতিরস ভরে মাতি জড়াজড়ি করি ॥

উলটি পালটি মাখি পরাগ রঞ্জনে ।

কাল অঙ্গ ঢাকি শোভে কাঞ্চন বরণে ॥

যথা রাধা পদ্মোপরি শ্যাম নবঘন ।

রসভরে ক্রীড়া করি অনঙ্গ মোহন ॥—

রাধাপদ্ম পরাগেতে নিজ শ্যাম অঙ্গ ।—

আবরিয়া গৌররূপে শোভিলা ত্রিভঙ্গ ॥

যথা জড়াজড়ি ভাব তথা দ্বিবরণ ।—

কড়ু নাহি রহে এই করি দরশন ॥

নবীন পল্লবে বহু পাদপ নিচয় ।

শীতল ছায়ায় তোষে তাপিত হৃদয় ॥

পল্লবের ঘনতায় প্রভাকর রুর ।—

অলপ প্রবেশ করে অরণ্য ভিতর ॥

বিহঙ্গম গণ বৃক্ষ শাখার উপরে ।

নিজ নিজ রব করে আনন্দ অস্তরে ॥

বেলি অবসানে মেঘ উঠিয়া গগনে ।—

নিতি নিতি প্রায় করে বারি বরষণে ॥

চপলা চঞ্চল ভাবে পয়োধর সঙ্গে ।  
 হাসিয়া হাসিয়া ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে ॥  
 কামমুগ্ধ নাগ যথা নাগিনীর সনে ।—  
 গর্জ্জন করিয়া ক্রীড়া করে ঘনবনে ॥  
 সেই ভাবে পয়োধর করিয়া গর্জ্জন ।  
 চপলার সঙ্গে ক্রীড়া করে বিমোহন ॥  
 ময়ূর-ময়ূরী নব মেঘ দরশনে ।—  
 নৃত্য করে তালে-তালে আনন্দিত মনে ॥  
 বনে বসি বনপ্রিয় মনে ভাবে এই ।  
 যাইছে আমার প্রভু ঋতুরাজ সেই ॥  
 পিকে পরিহাস করি কহে আনন্দোৎসব ।  
 কেন পিক দেখি তোর চিত্ত অসন্তোষ ॥  
 পঙ্কচ্যুতরস পানে হারায়ে স্ব-স্ববে ।  
 বনে লুকাইয়া এবে ভাবিছ অন্তবে ॥  
 ওহে ভাই পিকবর ! কিনা ভাব আব ।  
 তুমি অগ্নি সম এবে ?— নহে ভিষ্মাকার ॥  
 একরূপ উভয়ের গবণ-বরণ ।  
 এক বাসা উভয়ের কবচ স্মরণ ॥  
 কেবল কোকিল তোর স্তল্লিত রা ।  
 সেই দন্তে মৃত্তিকায় নাহি দাও পা ॥  
 কাকের ব্যঙ্গোক্তি শুনি কহে পিকবর ।  
 আসিবে বসন্ত পুনঃ অবনী ভিতর ॥



তখন তোমার ব্যঙ্গ রহিবে কোথায় ।  
 মিছে আর জ্বালাতন করোনা আমায় ॥  
 চিরদিন এক ভাবে কার নাহি যায় ।  
 বিধির নিয়ম এই মহাজনে গায় ॥  
 বসন্তে শাপিলা মোরে বিরহিণী গণ ।  
 তেত্রিঃ মোর হেন দশা করিছ দর্শন ॥  
 সকাশ্ত-কাস্তার আশীর্ব্বাদে পুনর্ব্বার ।  
 স্নমধুর কুলস্বর হইবে আমার ॥  
 সবাংকার প্রিয় আমি বসন্তানুচর ।  
 সবার অপ্ৰিয় তুই যমের কিঙ্কর ॥  
 পক্‌চ্যুত-জম্বুরস এবে করি পান ।  
 বড় অভিমান তোর হইয়াছে কাণ ॥  
 হেনমতে পিক কাক বিপিন অন্তরে ।—  
 দ্বন্দ্ব করে নিতি নিতি গরিমার ভরে ॥  
 ভিন্ন ভাবে রহি সরোবর তীরোপরে ।  
 রজনীতে চকা-চকী কহে খেদ করে ॥  
 নিশা বিরহিণী চক্রবাকী চক্রে কয় ।  
 বিধি বড় অরসিক জানিনু নিশ্চয় ॥  
 নিশায় কাস্তার সহ বিচ্ছেদ ঘটায় ।  
 হেন বিধি সেই বিধি পাইল কোথায় ॥  
 ধিক্ ধিক্ ধিক্ বিধে ! কি বলিব আর ।  
 তোর হৃদি-শির চারি বড়ই অসার ॥

হেনমতে চক্রবাকী বিধিরে নিন্দিয়া ।

চক্রবাকে ডাকি কহে কাতর হইয়া ॥

• ওহে প্রিয় চক্রবাক ! করি নিবেদন ।

হেন দুঃখে কি প্রকারে ধরিব জীবন ॥

• চক্রবাক কহে শুন প্রিয়ে চক্রবাকী ।

বিধির নিধান এই ভুলে গেলে নাকি ॥

চক্রবাকী কহে বিধি মরুক পুড়িয়া ।

এস এস এস প্রিয় ! মিলহ আসিয়া ॥

চক্রবাক কহে কস্মে ঘটাবে ইহাই ।

চক্রবাকী কহে করমের মুখে ছাই ॥

চক্রবাক কহে তাহা তুমি নাহি জান ।

চক্রবাকী কহে তুমি কস্ম্য কেন মান ॥

অনুরাগ থাকে যার হৃদয় মাঝারে ।

বল নাথ ! কস্ম্য তার কি করিতে পারে ॥

অনুরাগ বাঘ ভয়ে কস্ম্য দূরে যায় ।

নারীজাতি হঞা এই কহিনু তোমায় ॥

চক্রবাক কহে যাহা কহিলে তা সত্য ।

তথাপি মিলনে ছুঃখ বাড়িবে অকথ্য ॥

মিলিয়াআরাম সম রহাৎপেক্ষা প্রিয়ে ।

বিচ্ছেদ অবশ্য ভাল বৃক্ষ মন দিয়ে ॥

সুখকরী বিভাবরী হয় সবাকার ।

বিষধরী বিভাবরী তোমার আমার ॥

তবে চক্রবাকী কহে ব্যাকুল হইয়া ।  
 কবে মৃগবধাজীব করুণা করিয়া ॥  
 তোমায় আমার ধরি অভিন্ন পিঞ্জরে ।—  
 রাখিবে আহার দিয়া আপনার ঘরে ॥  
 সে দিন জানিব ব্যাধ বিধি হৈতে ভাল ।  
 নহিলে নাশুক মোরে নিরদয় কাল ॥  
 চক্রবাক কহে প্রিয়ে ! মিছা খেদ আর ।  
 দিবসে রজনী জানি করিহ বিহার ॥  
 চক্রবাকী কহে নাথ অভাবে স্বভাবে ।  
 গরজে সবাই নাশে সময় প্রভাবে ॥  
 “গরজে গেয়ান হরে” শুনিবারে পাই ।  
 গরজ বালাই বড় গরজ বালাই ॥  
 চক্রবাক বলে প্রিয়ে কি করিবে বল ।  
 তোমার আমার এই করমের ফল ॥  
 চক্রবাক-চক্রবাকী বিভিন্ন ভাবেতে ।  
 এইমত খেদ করে রজনী কালেতে ॥  
 ঝিল্লীগণ ঝিঁঝিঁ রবে নিঁদ বাধ করে ।  
 বিরহী সিথান ধরি ব্যাকুল অন্তরে ॥  
 দক্ষিণ পবন ধায় শন্ শন্ রবে ।  
 থর থর থর কাঁপে বিরহিণী সবে ॥  
 বসন্ত অনিল সর্বজন প্রিয়কর ।  
 কেবল বিরহী পক্ষে সান্নিপাতজ্বর ॥

কুল-কুল রবে ডাকে বসন্তামুচর ।  
 বিরহী সবার প্রাণ করে ধড়্‌ ধড়্‌ ॥  
 সুখকরী বিভাবরী সকাশ্ত কান্তার ।  
 ভীমকরী বিভাবরী বিরহী সবার ॥  
 এ হেন অস্তীমাসন্ত বসন্ত সময় ।  
 সু-বিদগ্ধ বৃদ্ধ বৃদ্ধা প্রিয়া পাশ কয় ॥  
 ওহে প্রিয়ে ! এই সেই রম্য বেণু বন ।  
 এই সেই সরোবর উৎপল শোভন ॥  
 এই সেই ফলভারনতাম্রকানন !  
 এই সেই পুষ্পারাম সারঙ্গ অঙ্গন ॥  
 সেই মত পিককুল ডাকে কুলস্বরে ।  
 সেই মত ঝিল্লীগণ ঝিঁঝিঁ রব করে ॥  
 সেই মত বহে এই দক্ষিণ পবন ।  
 সেই মত ভাব হৃদে করে উদ্দীপন ॥  
 কিন্তু সেই ভাব মরিচের আশা যায় ।—  
 হৃদে পাইতেছে লয় জলবিন্দু প্রায় ॥  
 সেই এই শয্যা যায় ক্রীড়া মনোহরা ।  
 এক্ষণে শয়ন তাই যেন জীর্ণ গরা ॥  
 সেই আমি সেই তুমি কিন্তু সেই ভাব ।  
 সময় গতিকে প্রিয়ে ! সমূলে অভাব ॥  
 সময়ে সকল হয় সময়েতে যাত্র ।  
 সময় সকল মূল কহিনু তোমায় ॥

সেই সব ক্রীড়া-রঙ্গ জাগিছে হৃদয়ে ।  
 আঁখির মিলনে তেঞি হয় সুখোদয়ে ॥  
 এ হেন বসন্ত অস্তে রাধীয় রাকায় ।  
 ফুলদোল আরস্তিলা রাম-শ্যামরায় ॥  
 অথগু মণ্ডল শশি ইন্দ্রাণী ছাড়িয়া ।  
 মধ্যাকাশে উপনীত হইল আসিয়া ॥  
 হেনকালে নিদ ছাড়ি রাম-কৃষ্ণ রঙ্গে ।  
 ফুলরাস আরস্তিলা রমাগণ সঙ্গে ॥  
 পশ্চিম কুঞ্জেতে রাস আরস্তিলা রাম ।  
 উত্তর কুঞ্জেতে শ্যাম অতি অনুপাম ॥  
 রমাগণে ডাকি তবে কহে রাম-কানু ।  
 ফুলরাস হবে যাবনাহি উঠে ভানু ॥  
 আর এক কথা শুন বলি তো সবায় ।  
 পণ কিছু এই রাসে করিতে জুয়ায় ॥  
 রমাগণ কহে কর করিবৈ কি পণ ।  
 তবে এই পণ করে ভাই দুই জন ॥  
 কুসুম কন্দুক মৃদু তোমা সবাকার ।  
 কুচহর ভালোপরি করিব প্রহার ॥  
 দূরেতে বাণাঙ্কে রহি ধ্রুপদের ভালে ।—  
 কন্দুক মারিব কুচ শ্রীকণ্ঠের ভালে ॥  
 বাণাঙ্ক ছাড়িয়া পদ তিল পরিমাণে ।—  
 কড়ু না যাইবে কহি সব সন্নিধানে ॥

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি তবে তো সবারে ।—

হৃদয় কমলে ধরি ভ্রমিব কাস্তারে ॥

হেন পণ শুনি রাম-কানুর বদনে ।

হাসিয়া হাসিয়া পণ করে রমাগণে ॥

ফুলের গেড়ুয়া করি তৌহা দুই ভালে ।

দূরে রহি নিথেপিব নাচিয়া চৌতালে ॥

ধনুঅঙ্ক পরিহরি না যাইবে পা ।

না নড়িবে পয়োধর না নড়িবে গা ॥

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় যদি তবে দুই পায় ।—

বিনি মূলে দাসী হব কহিনু দুঁহায় ॥

হেন পণ করি সুরসিকা রমাগণে ।

ফুলরাস আরস্তিলা রাম-শ্যাম মনে ॥

মৃদঙ্গ-মুরজ-বীণা-বেণু-করতাল ।— ৩

তাল ফলকাদি বাজে শুনিতে রসাল ॥

ভ্রমর গায়ক রাসগোষ্ঠেতে হইল ।

শুক-শারী রাম-শ্যাম জয় আরস্তিল ॥

ধিনিকিটি-ধিনিকিটি-ধিনিকিটি ধাঁ ।

ঝেস্তা-ঝেস্তা-ঝিমি-ঝিমি-ঝম-ঝম ঝাঁ ॥

দৃমিক্-দৃমিক্-দ্রিম্-ধুম্-ধুম্ থাং ।

থৈয়া-থৈয়া তাঠৈ-তাঠৈ-ধিটি-কিটি দ্রাং ॥

ঝমক্-ঝমক্-ঝম্-ঝুম্-ঝুম্ ঝাং ।

ধুং ধুং ধুং ধুং থিং থিং থৈয়া থৈ থৈ থৈ থৈ থুং ॥

এই সব তালে আর চৌতাল-রসালে ।  
 ধনু অকোপরি নাচে পা রাখিয়া তালে ॥  
 বাম করে কটিদেশ করিয়া ধারণ ।—  
 নয়ন ঘুরায়ে রঞ্জে নাচে রমাগণ ॥  
 ফুলের গেড়ুয়া ধরি ডাহিন করেছে ।—  
 হাসি হাসি মারে রাম-কানুর ভালেতে ॥  
 বাণাঙ্কে রাখিয়া পদ রাম-কানু তবে ।  
 নয়ন ভঙ্গিমা করি কহে রমা সবে ॥  
 ধনুঅঙ্কে পা রাখিয়া এ রাস সমরে ।—  
 নানা তালে নাচিতেছ নিকুঞ্জ ভিতরে ॥  
 নয়ন চালিছ ভাল ঠমকে-ঠমকে ।  
 স্বেদাম্বু ঝরিছে অঙ্গে ঝলকে-ঝলকে ॥  
 ফুলের গেড়ুয়া ভাল মারিতেছ ভালে ।  
 এবে মোরা মারি দেখি কি ঘটে কপালে ॥  
 এত কহি রাম-কানু নাচিয়া নাচিয়া ।—  
 ফুলের গেড়ুয়া ছুড়ে দূরেতে রহিয়া ॥  
 ছুড়িতে ছুড়িতে ফুল গুলি ভাগ্যফলে ।—  
 যুবতী সবার পড়ে চরণ কমলে ॥  
 হাসিয়া হাসিয়া তবে কহে রমাগণ ।  
 হো-হো-হো হারিলে প্রিয় হারিলে এখন ॥  
 কোন্ বা পণেতে নাথ ! পার জিনিবারে ।  
 চির দিন হার পণে ব্যস্ত এ সংসারে ॥

হেনমতে রমাগণ রাম-শ্যামে কয় ।  
 শুক-শারী দেয় রাই-রেবতীর জয় ॥  
 তবে রাম রেবতীরে হৃদরে ধরিয়া ।—  
 দোল আরস্তিলা দোল যানেতে চড়িয়া ॥  
 পশ্চিম কুঞ্জেতে রাস করে কামপাল ।  
 নূপুরের বন বনি শুনিতে রসাল ॥  
 উত্তর কুঞ্জেতে শ্যাম লইয়া রাধারে ।  
 কুল দোল আরস্তিলা যুবতী মাঝারে ॥ \*

চিত্র পদং ।

মরি মরি কিবা শোভা রে ।  
 জগজন মন প্রাণ লোভা রে ॥ ধ্রুঃ ॥  
 কুসুম বিপিনে কুসুম দোলা ।  
 কুসুম ভূষিতা যুগল লোলা ॥  
 কুসুম শোভিতা ধরনী-কুঞ্জ ।  
 কুসুম রঞ্জিতা গোপিনীপুঞ্জ ॥  
 কুসুম বিলাস পণ্ডিত রাজ ।  
 কুসুমে সাজিয়া রমণী মাঝ ॥  
 রাম-শ্যাম,—দুই কুসুম কুঞ্জে ।  
 কুসুম বিলাস রসহি ভুঞ্জে ॥  
 কুসুম বিলাস হেরিয়া কাম ।—  
 লুকাইল যাঞা রতির ঠাম ॥



কুসুম গেড়ুয়া-কুসুম মালা ।  
 কুসুম স্তবক ছোড়য়ে বালা ॥  
 কুসুম ধনুতে কুসুম বাণ ।—  
 হানয়ে রসিক শ্রীরাম-শ্যাম ॥  
 কুসুম পবন মৃদুহি ধায় ।  
 কোকিল কাকলি, ভ্রমর গায় ॥  
 কুসুম দোলন—কুসুম রাসে ।  
 ফুল করে রহঁ বিপিন দাসে ॥ ৩০৮ ॥  
 নানা ফুলে স্রুশোভিত দুই দেবল যান ।  
 যে দেখিল সেই তার আছয়ে প্রমাণ ॥  
 রমাগণ রাম-শ্যামে করিয়া যুগল ।  
 দোলাইয়া করে স্ব-স্ব-ভাবের সফল ॥  
 দুই কুঞ্জে দেবে করে পুষ্প বরিষণ ।  
 তা দেখি বিস্ময় ভেল যুবতীর গণ ॥  
 রেবতীর যুথ রাস করে রাম সনে ।  
 শ্যাম সনে করে রাস রাই যুথ গণে ॥  
 দুই কুঞ্জে দুই ভাই পুষ্পদোল রাস ।—  
 রাধীয় রাকায় কবুলেন স্রুপ্রকাশ ॥  
 শ্রীরাম-কৃষ্ণের পুষ্পদোল রাসলীলা ।—  
 যে নাহি দেখিল সেই বৃথা জনমিলা ॥  
 ঐছে পুষ্পদোল রাস না করি দর্শন ।  
 বিপিন বিহারি দুঃখে করয়ে রোদন ॥ \*

পদং ।

মরি মরি রাম-শ্যামে কিবা শোভারে ।

জগজন মন প্রাণ আঁখি লোভারে ॥ ধ্রুঃ ॥

কুসুম কলির চূড়া শিরের উপর ।

তার তলে ফুল সিঁথী কিবা মনোহর ॥

কুসুমের কানবালা-মকরকুণ্ডল ।

শ্রুতিমূলে শোভে যেন অখণ্ড-মণ্ডল ॥

কুসুম বলয়াজদে কর শোভা পায় ।

শ্রীকণ্ঠে কুসুম হার নানা মত ভায় ॥

নীল-পীত ধড়া বাঁধা কুসুম মালায় ।

কুসুম নূপুরাদিতে পদ শোভা পায় ॥

কুসুমের শিঙ্গা-বাঁশী রাম-কানু করে ॥

তাঁহে অলিকুল পড়ে গুণ-গুণ সরে ॥

ফুলময় রাম-শ্যাম,—ফুলময় দোলা ।

বাম ভাগে শোভে ফুলময় দুই লোলা ॥

ফুলময় মণীগণ নাচে গায় রঞ্জে ।

তাঁহা হেরি পুষ্পচাপ পলায় আতঙ্কে ॥

বিপিন কহয়ে হেন পুষ্প-রাসলীলা ।

যিঁহ প্রকাশিলা তিঁহ ভুবন মোহিলা ॥ ৩০৯ ॥

দোলাশ্বে কয়েক দিন পরে বীররায় ।

স্বগণ সহিত পুনঃ খড়্গদহে যায় ॥

এহেন প্রকারে মধ্যে মধ্যে পরস্পারে ।—

যাতায়াত করে পাটে আনন্দ অস্তুরে ॥

পরস্পর প্রেমানন্দ পরস্পর নতি ।

পরস্পর কভু রসবাক্যে যুদ্ধ অতি ॥

মুরলীবিলাস আদি গ্রন্থের ভিতর ।—

বীরচন্দ্র মিলনাদি হইবে গোচর ॥

ঐতিহ্যরূপেতে যাহা আছে ব্যবহার ।

তাহা মুণ্ডি স্থানে স্থানে করিছু প্রচার ॥

ধাত্রীগ্রাম হৈতে আসি ব্রহ্মচারি দল ।

রাম-কৃষ্ণ হেরি প্রেমে করে কোলাহল ॥

শ্রীকুলীনগ্রাম আদি হৈতে ভক্তগণ ।

রাম-কৃষ্ণ-গোপীশ্বরে করেন দর্শন ॥

তবে প্রভু রামচন্দ্র কুলীয়া হইতে ।

শ্রীশচীনন্দনে আনি সবার সহিতে ॥

শ্রীপাটের ভার তাঁরে করিয়া অর্পণ ।

আপনি বিরলে বসি করেন ভজন ॥

তহি মধ্যে শিষ্য করি শাখা বিস্তারিলা ।

তহি মধ্যে বহু জীব নিস্তার করিলা ॥

তহি মধ্যে প্রচারিলা দশমূলতত্ত্ব ।

তহি মধ্যে প্রকাশিলা ধামের মহত্ব ॥

বহু শাখা বিস্তারিলা গুণনিধি রাম ।

তার মধ্যে মুখ্য সকলের কহি নাম ॥

শ্রীরাজবল্লভ আদি প্রভু তিন জন ।  
 • বংশ মর্যাদাতে হন শাখা মুখ্যতম ॥  
 ঠাকুর শ্রীহরি দাস বাস পানাকরে ।  
 • প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহো তিলকার্দ্ধ ধরে ॥  
 ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাভাগ্যবান ।  
 কায়স্থ কুলেতে জন্ম ভক্তের প্রধান ॥  
 বিপ্রকুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর ।  
 নিবাস শ্রীশালডাঙ্গামনস্রবপুর ॥  
 ঠাকুর গোকুলানন্দ বাস কাঁটাবনি ।  
 ঠাকুর বৈরাগী আর নিবাস উজনী ॥  
 ধামাশের রামচন্দ্র তপোবনে বাস ।  
 অষ্টম ঠাকুর হরি ভুবনে প্রকাশ ॥  
 এই অষ্ট শাখা কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বার্থ্য ।  
 ইহা সবাকার বাক্য বৈষ্ণবের ধার্য্য ॥  
 শাখাগণ সহ পূর্ব দেশে প্রভু রাম ।-  
 গমন করিলা যবে সাধিবারে কাম ॥  
 সেই কালে বৃদ্ধ শ্রীকবীন্দ্র মহাশয় ।  
 আসিয়া প্রভুর পদে চাহিল আশ্রয় ॥  
 প্রভু কন কৃষ্ণাশ্রয়ে সর্ব সিদ্ধ হয় ।  
 অতএব কৃষ্ণাশ্রয় লহ মহাশয় ॥  
 ঠাকুরে আপন বাসে লইবার তরে ।  
 শ্রীকবীন্দ্র মহাশয় বহু যত্ন করে ॥

ঠাকুর কহেন যদি শ্রীকৃষ্ণেচ্ছা হয় ।  
 তবে যাত্রাস্তরে যাব তোমার আলায় ॥  
 সেই শ্রীকবীন্দ্র নিজ কাব্যের ভিতরে ।  
 প্রভুর অষ্টম শাখা বন্দে ভাবভরে ॥

তথাহি শ্রীকবীন্দ্রস্ত কাব্যে ।

শ্রীরাজবল্লভোদেবঠকুরো হরিরেব চ ।  
 বড়ু শ্রীগোকুলান্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ ।  
 ঠকুরো হরিদাসশচকৃষ্ণদাসস্তথৈব চ ।  
 রামচন্দ্রশচ রামস্ত শাখাহুষ্ঠৌ নমান্যহং ॥ ৩১০ ॥

এ সব শাখার শিষ্য আদি অনুসার ।  
 ভুবনে হইল বহু প্রশাখা বিস্তার ॥  
 করুলী প্রভৃতি গণি প্রশাখা ভিতরে ।  
 তথাপিহ শাখা তুল্য মুখ্যের গোচরে ॥  
 যেই প্রশাখায় শোভে মদন-মোহন ।  
 প্রশাখা হইতে তাহা প্রধান গণন ॥  
 ইহার বিচারে আর নাহি প্রয়োজন ।  
 গোড় ভ্রমণাদি তাঁর করিয়ে বর্ণন ॥  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু শিষ্যগণ সনে ।  
 গোড়ম্বহরেতে গেলা করিয়া কীর্তনে ॥  
 নবাব সাহেব দেখি প্রভাব প্রভুর ।  
 প্রভুরে সেলাম করি কন সুমধুর ॥

কাঁহাকো নিবাস হয় কাঁহা নাম ধর ।  
 'প্রভু কহে নাম "রাম" বাগ্নাপাড়া ঘর ॥  
 শুনিয়া নবাব অতি হঞা আহ্লাদিত ।  
 পাঁচ পাঞ্জা দিলা তাঁয় ঘড়ীর সহিত ॥  
 কেহ কেহ কহে রাম রঘুরাম সঙ্গে ।—  
 কলহ করিয়া যান গোড়ে মহারঙ্গে ॥  
 উথায় শ্রীরঘুরামে পরাস্ত করিয়া ।  
 পাঁচ পাঞ্জা-ঘড়ি পান কহি প্রকাশিয়া ॥  
 নবাবের নামাক্তি ঘড়ি ভগ্ন ভাবে ।  
 অদ্যাপি শ্রীপাটে আছে দেখিবারে পাবে ॥  
 কাম সিদ্ধি অস্তে প্রভু ষাণ্মাশ বাসর ।—  
 সহরে রহিয়া শাখা বাড়ান বিস্তর ॥  
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে তবে প্রভুরাম রায় ।  
 দরশন দিলা আসি শ্রীবান্নাপাড়ায় ॥  
 তবে রাত্ৰদেশী আদি করিয়া ভ্রমণ ।  
 পাটে আসি জ্ঞানস্তিলা নিম্নতে ভজন ॥  
 প্রভুর ঐশ্বর্য লাগি প্রভুর ভ্রমণ ।  
 নিম্নৈশ্বর্য হেতু তাঁর নহে কদাচন ॥  
 একদিন এক ভক্ত আসি তাঁরে কয় !  
 মোর মনে ইচ্ছা দিতে এক জলাশয় ॥  
 শুনিয়া গোসাঞি কহে বাসনা তোমার ।  
 অবশ্য হইবে পূর্ণ কহিলাম সার ॥

তবে সেই ভক্ত-সিংহ প্রভুর আজ্ঞায় ।  
 বিংশ শত মুদ্রা ধরে গোসাঞির পায় ॥  
 সেই মুদ্রা দ্বারে প্রভু পুঙ্গবী করিলা ।  
 সেই পুঙ্গবীর নাম “যমুনা” রাখিলা ॥  
 গোসাঞি স্বনামে খাত করেন প্রতিষ্ঠা ।  
 নিকাম সিংহের তাতে বাড়ে ভক্তি-নিষ্ঠা ॥  
 যতপি নিম্নিত খাত শ্রীযমুনা হয় ।  
 তথাপি অখাত সেই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 প্রতিষ্ঠান্তে স্তব করি চৈতন্য-নন্দন ।  
 রবির কন্যাকে তায় করে আনয়ন ॥  
 এ হেতু অখাত কহে রাম যমুনায়ে ।  
 বিস্তার বর্ণিলা ইহা শ্রীবংশী-শিক্ষায় ॥  
 বিলাস, শিক্ষায়াস্ফুট রহিল বাহাই ।  
 ঐতিহ্যাদি মতে আমি কহিলাম তাই ॥  
 প্রভুর ভবনোত্তরে শুদ্ধা স্রোতস্বিনী ।  
 শ্রীবালুকাময়ী শোভে স্নগন্দ-গামিনী ॥  
 প্রস্তুত নিম্নিত ঘাট অতি মনোহর ।  
 ব্যাঘ্রপাদ প্রতিষ্ঠিত সবার গোচর ॥  
 বালু তোলা ঘাট তার পশ্চিমে শোভয় ।  
 সেই ঘাটে সর্বলোক পারাপার হয় ॥  
 শ্রীপাট কুলীন গ্রাম গমন সময় ।  
 সেই ঘাটে হৈলা পার শ্রীশচী-তনয় ॥

সেইকালে ব্যাঘ্রপাদারণ্য বিবরণ ।  
 কাল ত্রয়াবস্থা ক্রমে করেন কীর্তন ॥  
 সর্বজন বিমোহন বালু তোলা ঘাটে ।  
 পূর্বের ভাবে প্রভু মারি মাল সাটে ॥  
 অঙ্গুলী নির্দেশ করি ভক্তগণে কয় ।  
 এ বন রহস্য অতি চমৎকার হয় ॥  
 কালে কোন ভক্ত দ্বারা হইবে প্রকাশ ।  
 নিশ্চয় कहিনু এই তোমা সব পাশ ॥  
 বংশী-লীলামৃত আর শ্রীবংশী-শিক্ষায় ।  
 শ্রীজগদানন্দ আর প্রেমদাস গায় ॥  
 অম্বিকা-নিবাসী সিদ্ধ-ভগবান দাস ।  
 ঐছে বাণী কন মোরে করিয়া প্রকাশ ॥  
 শ্রীমন্দির পশ্চিমেতে শ্রীযমুনা হয় ।  
 যাহার পবিত্র বারি রোগাদি নাশয় ॥  
 এক দিন অপরাহ্নে পূজারি গোসাঁই ।  
 মন্দির খুলিয়া দেখে রাম-কৃষ্ণ নাই ॥  
 কাঁদিয়া পূজারি আসি' কহে প্রভু-পাশ ।  
 শুনিয়া ঠাকুর কন একি সর্বনাশ ! ॥  
 চারিদিকে ভক্তগণ খুঁজিতে লাগিল ।  
 শ্রীপাটের কোন ঠাঞি দেখা না পাইল ॥  
 হায় ! হায় ! করি সবে করেন রোদন ।  
 .হেনকালে বেগে আসি কহে একজন ॥



দেওরে শ্রীরাম-কৃষ্ণ বটবৃক্ষে রঞ্জে ।—  
 দোল খেলা করিতেছে শিশুগণ সঙ্গে ॥  
 ইহা শুনি দুই প্রভু লঞা ভক্তগণে ।—  
 পার ইঞা উত্তরিল। দেওরের বনে ॥  
 যাঞা দেখে রাম-কানু শিশুগণ সঙ্গে ।  
 দোল খেলা করিছেন পূরবের সঙ্গে ॥  
 চতুর্দিকে গোবৎসাদি করে বিচরণ ।  
 দেখি দুই ভাই কঁাদে,—কঁাদে ভক্তগণ ॥  
 তবে রাম-কৃষ্ণ কোলে লঞা দুই ভাই ।  
 পার হঞা আসিলেন বড় সুখ পাই ॥  
 রবির কিরণে শ্রীশ্রীবদনে ছুঁহার ।  
 স্বেদ-বিন্দু ঝরিতেছে মুক্তাফলাকার ॥

তথাহি শিদ্ধবাক্যং ।

শ্রীবাগ্নাপাড়ার কৃষ্ণ-বলরাম ।  
 রবির কিরণে চাঁদমুখে পড়ে ঘাম ॥  
 এঁছে বটতরু বহুকাল গুপ্ত ছিল ।  
 সিদ্ধ-ভগবান্ দাস প্রকাশ করিল ॥  
 তদবধি লোক সব দেওরে যাইয়া ।  
 বংশীবট পূজা করে ভকতি লাগিয়া ॥  
 আর একদিন রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই ।  
 মধ্যাহ্নে কৃষকে ভুজা দিলা ক্ষেত্রে যাই ॥

প্রকাশ হইল তাহা ভূত্যগণ দ্বারে ।  
 রামাই চরিত গ্রন্থে ইহাই প্রচারে ॥  
 কৃষকের তরে ভুজা লঞা ভূত্যগণ ।—  
 ক্ষেত্রে গিয়া কহে ভুজা করহ গ্রহণ ॥  
 কৃষক কহিল ভুজা এই পাঠাইলা ।  
 পুনঃ কেন ভুজা লঞা আবার আসিলা ॥  
 ভূত্যগণ কহে ভুজা কেবা আনি দিল ।  
 কৃষক কহয়ে দুই বালক আনিল ॥  
 ভূত্যগণ কহে দুই বালক কেমন ।  
 কৃষক কহয়ে শ্বেত-কালিয়া বরণ ॥  
 তবে ভূত্যগণ যাঞা প্রভু-পাশ কয় ।  
 শুনি প্রভু পূজারিরে আদেশ করয় ॥  
 শীঘ্র যাঞা কর শ্রীমন্দির উদ্ঘাটন ।  
 শুনিয়া পূজারি করি নতবগাহন ॥—  
 বস্ত্র ত্যজি শ্রীমন্দির উদ্ঘাটন করি ।  
 দেখে কৰ্দমাক্ত দাঁড়াইয়া রাম-হরি ॥  
 দুই প্রভু যাঞা তাহা করিয়া দর্শন ।  
 “বহাম্যহং” শ্লোক স্মরি করেন রোদন ॥  
 পূজারি গোসাঞি করি শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন ।  
 ধৌত বস্ত্র পরাইলা করিয়া রোদন ॥  
 যে ক্ষেত্র যাইয়া রাম-কৃষ্ণ ভুজা দিল ।  
 “বলরাম বেড়া” সেই ক্ষেত্রাখ্যা হইল ॥

রামাই-চরিতে ঐছে লীলা সনাতন ।  
 অগুরূপ প্রকারেতে করিলা বর্ণন ॥  
 প্রেমময়ী লীলা কৈলা যত বৃন্দাবনে ।  
 সেই সব লীলা এথা কহে বিজ্ঞগণে ॥  
 হেনমতে প্রভু রাম স্বামুজের সঙ্গে ।  
 বহু দিন রাম-কৃষ্ণে সেবিয়া সরঙ্গে ॥  
 মহা-মহোৎসব এক করি সমাধান ।  
 ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকাদিরে করে বহু দান ॥  
 সকলে সমুষ্ঠ হঞা প্রভুর কল্যাণ ।—  
 গাইতে গাইতে গৃহে করেন পয়ান ॥  
 দক্ষিণ ভ্রমিতে তবে গেলা রামরায় ।  
 পাঁচ পাঞ্জা লঞা বহু ভৃত্য সঙ্গে যায় ॥  
 তথা প্রভু বীরচন্দ্র সঙ্গে দেখা হৈল ।  
 বীর কহে এই পাঞ্জা-কেবা তোমা দিল ॥  
 প্রভু কন পাঞ্জা-ঘড়ি নবাব অর্পিলা ।  
 ইহা শুনি প্রভু বীর ক্রোধেতে কহিলা ॥  
 এস দুই জনে পাঞ্জা ফেলি নদী জলে ।  
 দেখি কার পাঞ্জা তেজে উজানেতে চলে ॥  
 তবে দুই ভাই পাঞ্জা নদীতে ফেলিল ।  
 ঠাকুর ভ্রামের পাঞ্জা উজানে চলিল ॥  
 প্রভু রামচন্দ্র সঙ্গী বৈষ্ণব সকলে ।  
 “জয় রাম কৃষ্ণ” বলি করে কোলাহলে ॥

দুই প্রভু করে এই রসের কোন্দল ।  
 প্রকৃত করিয়া বুঝে মুরখ সকল ॥  
 দক্ষিণ ভ্রমণ সারি প্রভু রামরায় ।  
 উপনীত হইলেন শ্রীবান্ধাপাড়ায় ॥  
 একদিন নিজানুজে ডাকি প্রভু কন ।  
 মাসত্রয় পরে মুণ্ডি ছাড়িব জীবন ॥  
 শরীর অনিত্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবন ।  
 শরীর ধ্বংসেতে দুঃখ করে অজ্ঞজন ॥  
 সংযোগ বিয়োগ হেতু ভৌতিক শরীর ।  
 তার নাশে দুঃখ নাহি করে কোন ধীর ॥  
 “অহং জ্ঞান বিমূঢ়াত্মা” যেই যেই জন ।  
 দেহ ধ্বংসে দুঃখে তারা করয়ে রোদন ॥  
 মায়ীক জগত ভাই সব মায়াময় ।  
 মায়াতীত কৃষ্ণ-কৃষ্ণধাম-ভক্ত হয় ॥  
 প্রভুর বচন শুনি শ্রীশচী-নন্দন ।  
 রোদন করিয়া তবে করে নিবেদন ॥  
 আমরা হৈতে এই সেরা কেমনে চলিবে ।  
 প্রভু কন যার সেবা সেই চালাইবে ॥  
 তবে করযোড় করি শ্রীশচী-নন্দন ।  
 প্রভুর চরণে এই করে নিবেদন ॥  
 অত্যন্ত দুর্গম তব গুরুত্ব ঘেই ।  
 তাহা প্রকাশিয়া কহ নিবেদন এই ॥

শচীর ভারতী শুনি হাসি প্রভু কয় ।  
 গুরুত্ব কার সাধ্য করিবে নির্ণয় ॥  
 তথাপি শ্রীগুরু-মুখে শুনিলাম যাহা ।  
 তুয়া সন্নিবানে এবে প্রকাশিব তাহা ॥  
 জীবে অমুগ্রহ লাগি ভগবান হরি ।  
 সংসারে ভ্রমণ করে গুরু রূপ ধরি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

অমুগ্রহায় ভূতানাং গামুষং দেহমাস্রিতঃ ।  
 ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥ ৩১১ ॥  
 “শ্রীগুরুং পরমাত্মনং” “গুরুং হরিং” আর ।  
 এই বাক্য দ্বারে হরি গুরু একাকার ॥  
 সেই গুরু-নররূপে জীবের ভবনে ।  
 ভ্রমণ করেন নিত্য চণ্ডীদাস ভণে ॥  
 “ঘরে ঘরে ফিরে সেই আপন বলিয়া ।”  
 চণ্ডীদাস বাক্য এই দেখহ ভাবিয়া ॥  
 যত্ব্যপি আমার গুরু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, দাস ।  
 তথাপি জানিয়ে মুণ্ডি কৃষ্ণের প্রকাশ ॥  
 স্বরূপে অভিন্ন,—ভিন্ন ভাবে দেব হরি ।  
 প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ খেলে দিবা-বিভাবরী ॥  
 রঘুনাথ দাস আর দাস বৃন্দাবন ।  
 কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইথে নিদর্শন ॥

“কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ” গুরুদেব রঘুনাথ কন ।

“কৃষ্ণের প্রকাশ” গুরু কন বৃন্দাবন ॥

“গুরু কৃষ্ণ রূপ” এই কহে কৃষ্ণ দাস ।

নিত্য সিদ্ধ বাক্য যাহা,—করিনু প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস ঠকুরেণোক্তং ।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস ।

তথাপি জানিয়ে মুঞি তাঁহার প্রকাশ ॥ ৩১২ ॥

শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজেনোক্তঞ্চ ।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের বচনে ।

গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে ॥ ৩১৩ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্তেত কহিচিৎ ।

ন মর্ত্য্য বুদ্ধ্যাস্থ্যেত সৰ্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ৩১৪ ॥

আপনি শ্রীমুখে কৃষ্ণ এই কথা কন ।

গুরুরূপে আমি আমি জীবের ভবন ॥

আমি সৰ্বদেবময় যথা বেদ গায় ।

গুরু সৰ্বদেবময় তথার্থে জানায় ॥

মনুষ্য-বুদ্ধিতে কভু শ্রীগুরু-চরণে ।

অসূয়াদি না করিবে করিনু ক্ষীৰ্ত্তনে ॥

একে ত শ্রীমুখ-নাক্য-বিধিলিঙ্ক তায় ।

কার বা সাহস উঠা অস্বার্থে গায় ॥

শ্রী “আচার্য্য দেবোভব” শ্রুতিবাক্য দ্বারে ।

শ্রীগুরু মনুষ্য নহে কহি বারে বারে ॥

অগ্রে গুরুদেবার্চনা পরে কৃষ্ণার্চন ।

অনুথা অসিদ্ধ রাধাগোবিন্দ পূজন ॥

তথাহি শ্রীমুখবাক্যং ।

প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনং ।

কুর্স্বন সিদ্ধিবাপ্নোতি হৃদ্বথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ ৩১৫ ॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন কৃষ্ণাগ্র অর্চনে ।

“শ্রীমুকুন্দপ্রেষ্ঠ” তেত্রিঃ রঘুনাথ ভণে ॥

“আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ” শ্লোক সন্দর্শনে ।

রঘুনাথ ঐছে বাক্য করিলা লিখনে ॥

কৃষ্ণাভিন্ন মূর্ত্তি-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুবর ।

বেদ-ভাগবত বাক্যে হয় স্মৃগোচর ॥

“প্রথমং তু গুরুং পূজ্য” এই বাক্য দ্বারে ।

সাকল্য সম্ভারে পূজ্য শাস্ত্রেতে প্রচারে ॥

সাকল্য সম্ভার বিনা পূজা ব্যর্থলাপ ।

ব্যর্থলাপ যথা তথা বিস্ত্র অমুতাপ ॥

আরম্ভ সমাপ্তি বিনা বিধোক বিলোপ ।

যাহে স্মৃতিগণ করে অতিশয় কোপ ॥

এসব কথায় আর নাহি প্রয়োজন ।

প্রসঙ্গপাইয়া কিছ করিষু কীর্ত্তন ॥

যথা নিজোপাস্ত কৃষ্ণে পরাভক্তি জানি।

তথা গুরুদেবে পরাভক্তি এই মানি ॥

তথাহি শ্রুতৌ।

মস্ত দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ ॥ ৩১৬ ॥

যথা শব্দ অর্থে সাম্য, সাদৃশ্যাদি হয়।

এব, এবং, তথ্যেত্যাদি তৎপর্যায় কয় ॥

তথার্থে নিশ্চয়, সাম্য মেদিগ্যাদি কহে।

সাম্য অর্থে সম, তুল্য অর্থ মিথ্যা নহে ॥

কিন্ম একস্থানার্থে সাম্য প্রকাশয়।

তোমারে কহিমু এই করিম্ন নিশ্চয় ॥

তথাহি।

সাম্যস্বেকস্থানত্বং।—ইতি মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং ॥ ৩১৭ ॥

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে চ।

চাণ্ডালস্যস্ত্রিয়ো গন্ধা ভুঙ্কু। চ প্রতিগৃহ্য চ।

অতত্যাঙ্গানতো বিপ্রো জ্ঞানাত্ সামন্ত গচ্ছতি ॥ ৩১৮ ॥

সমার্থে সাদৃশ্য এই অর্থ যাহা হয়।

অলঙ্কার মতে তাহা জানিহ নিশ্চয় ॥

চন্দ্রের সদৃশ মুখ দৃষ্টাস্ত্র তাহার।

মেরু-চূড়া সম কুচ কবি ব্যবহার ॥

চন্দ্র ভিন্ন মুখ এই নিত্য সত্য হয়।

তথাপি তদ্বদ্য মুখে কিছু বিরাজয় ॥



আহ্লাদক আদি করি চন্দ্রগুণ যেই ।—

মুখে তাহা কিছু আছে কহিলাম এই ॥

তথাহি সিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাং ।

চক্ৰভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিমত্বং মুখে চন্দ্রসাদৃশ্যং ॥ ৩.৯ ॥

মেরু-চূড়া ভিন্ন কুচ কেবা নাহি জানে ।

তথাপি তাহার কাঠিন্যাদিগুণ জ্ঞানে ॥

কুচ-মেরু চূড়া সম কহে কবিগণ ।

অলঙ্কার মতে এই সমার্থ গণন ॥

অলঙ্কার অনুসারে সমাধ্বর্থ যাহা ।

তত্ত্ব নিরূপণ স্থলে প্রায় বর্জ্য তাহা ॥

নতুবা শ্রীভাগবত-বেদ-স্মৃতি আর ।

রসাতল গত হয় কহিলাম সার ॥

দাস্তিক বিতণ্ডী গণ ঐছে অর্থ দ্বারে ।

গুরুকে মনুষ্য জানি যায় ছারে খারে ॥

সংসার সাগর পায়ে গুরু কর্ণধার ।

সেই গুরুদেব প্রতি নরজ্ঞান যার ॥

ইহ-পরকালে তার না দেখি মজল ।

তুয়া সম্মিধানে এই কহিনু সকল ॥

গুরুবাশ্রয় নাহি করি সংসারে যেজন ।

শাস্ত্র উক্ত যোগ আদি করিয়া ধারণ ॥

সংসার সাগর পার হতে ইচ্ছা করে ।

তার সম জ্ঞানহীন নাহি চরাচরে ॥

তথাহি শ্রুতিস্বভ্যাদৌ ।

বিজিত হৃদীক বায়ুভিরনাস্ত মনস্তরগঃ

য ইহ যতস্তি তত্ত্বমতি লোল মুপায় ধিনঃ ।

ব্যসনশতাধিতাঃ সমবহায় শুরোশ্চরণঃ

বগিজ ইবাজ সন্ত্যাকৃত কর্ণধরা জলধৌ ॥

বৃদ্ধেহমাদাং স্থলভং স্থূলভং প্রবং সূকলং গুরুকর্ণধারং ।

ময়াম্বুকুলেন নতশ্বতেরিতং পূমান্ ভবাক্ষিঃ ন ভুরেং ন আয়ুহা ॥৩২০॥

যথা কৃষ্ণে পরাভক্তি কর্তব্য নিশ্চয় ।

তথা গুরু প্রতি এই বেদ-বিধি কয় ॥

গুরু-কৃষ্ণে পরাভক্তি সমান যাহার ।

সেই ভক্ত স্নিগ্ধ শিষ্য কহিলাম সার ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দতত্ত্ব জ্ঞাতা সেই জানি ।

বেদাদি শাস্ত্রের মর্ম্ম কহিষু বাখ্যনি ॥

তথাহি মংকৃত-কারিকায়ং ।

যত্র কৃষ্ণে পরাভক্তি যথাকৃষ্ণে তথাগুরৌ ।

সচ্চিদানন্দ ভাবজঃ স শিষ্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্মতঃ ॥ ৩২১ ॥

এসব বিচারে আর ন্যূহি প্রয়োজন ।

শ্রীগুরুর ভাব আদি করহ শ্রবণ ॥

জীব শিক্ষা লাগি কৃষ্ণ গুরুরূপ ধরি ।—

জীবেরে শিখান ধর্ম্ম আপনি আচরি ॥

কৃষ্ণপ্রার্থ, —দাস ভাবে সদা সর্বক্ষণ ।

জীবের পরম শ্রেয়ঃ করেন সাধন ॥

আপনি আপন প্রেষ্ঠ,—দাস ভাব ধরি ।  
 জীবের কল্যাণ সাধে নন্দমুত-হরি ॥  
 তাহাতে প্রমাণ প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।  
 ভক্ত ভাব অঙ্গীকরি তারিলা ভুবন ॥  
 তথাহি শ্রীস্বরূপ গোস্বামিপ্রভুপাদেনোক্তং ।  
 পঞ্চতস্মাৎকং কৃষ্ণং ভক্তরূপং স্বরূপকং ।  
 ভক্তাবতার ভক্তাখ্যং নমামি ভক্ত শক্তিকং ॥ ৩২২ ॥  
 অগ্রে গুরু পাদাশ্রয় কর্তব্যতা স্থলে ।  
 বেদ-ভাগবত আদি এই কথা বলে ॥  
 বেদ-স্মৃতি পুরাণাদি ভাব বিশারদ ।  
 সচ্চরিত্র, কৃষ্ণ নিষ্ঠ, শাস্ত্র, দাস্তামদ ॥—  
 সর্বান্ন সম্পূর্ণ, শুদ্ধ, নির্দোষ ব্রাহ্মণে ।—  
 গুরুকে বরণ করিবেক কায়-মনে ॥

তথাহি শ্রুতৌ ।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুসেবাভিগচ্ছেৎ  
 সমিৎ পাণিশ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং ।  
 আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ ॥ ৩২৩ ॥  
 শ্রীমদ্ভাগবতে চ ।

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত বিজ্ঞান্নঃ প্রেরমুক্তমং ।  
 শাস্ত্রে পরে চ নিকাতো ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥ ৩২৪ ॥  
 “ব্রাহ্মণ আমার তনু” শ্রীমুখ প্রমাণে ।  
 সর্বব্রাহ্মণ গুরুবিশ্রয় করিবে যতনে ॥

তথাহি শ্রীমুখবচনঃ।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা ব্রাহ্মণো মামকী তমুঃ ॥ ৩২৫ ॥

স্বভৌ চ।

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুগ্ৰাণঃ ॥ ৩২৬ ॥

“বৈ” শব্দ নিশ্চয় অর্থে জানিবে নিশ্চয়।

স্মৃতি শাস্ত্র বিশারদে এই কথা কয় ॥

যথা শাস্ত্র মত এই করিষু প্রকাশ।

যথানুযা তথা বিজ্ঞজন উপহাস ॥

কৃষ্ণাভিন্ন মূর্তি,—কৃষ্ণপ্রোষ্ঠ গুরুবর।

পূর্বে এই কহিয়াছি তোমার গোচর ॥

এ অচিন্ত্য ভেদাভেদ তব স্মধুর।

যেই কিছু বুঝে সেই ভকত চতুর ॥

শ্রী সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ সর্ববিশ্বেশ্বর। •

শিব-ব্রহ্মা আদি কুরি তাঁহার কঙ্কর ॥

সদর্থে সন্ধিনীরূপ প্রভু-বলরাম।

চিদর্থেতে জ্ঞানময় নন্দ-সুত শ্যাম ॥

আনন্দার্থে হ্লাদরূপা রাধিকা স্তম্ভরী।

তিনেতে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ-শ্রীহরি ॥

সদর্থে সন্ধিনী শক্তি-চিদর্থে সম্বিত।

আনন্দার্থে আহ্লাদিনীশক্তি বেদোদিত ॥

একত্ব তিন রূপে হয় ভাসমান।

তিনে এক একে তিন কহিষু সন্ধান ॥



শ্রীরাধাকৃষ্ণের-শক্তি, শাস্ত্র দ্বারে কৈল ভক্তি,  
রাম-শক্তি অনঙ্গমঞ্জরী ।

কায়-মন-বাক্য ধরি, ভজ তাঁরে দৃঢ় করি,  
যদি চাহ কিশোর-কিশোরী ॥

এসব সাধন ভাই, শ্রীগুরু প্রসাদে পাই,  
গুরু পাদপদ্মে কর রতি ।

দেখি শুনি নাহি ভুল, অশ্লপথে নাহি চল,  
নিজ মতে চাহিয়ে পিরীতি ॥

তথাহি শ্রীধরগী-শেষ সম্বাদে ।

গোলোকে দ্বিভুজঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।

তৎপ্রকাশ স্বরূপোহয়ং দ্বিতীয়ো দেহ রূপকঃ ॥ ৩২৯ ॥ .

রাধা-কৃষ্ণ-বলরাম, এক বস্তু-এক ধাম,  
ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য প্রেমময় ।

ইহাতে না কর আন, মূর্ত্তি ভেদে তিন নাম,—  
শাস্ত্র মতে জানিহ নিশ্চয় ॥

অতএব কহি সার, শক্তিতত্ত্ব স্মবিচার,  
শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ নিরূপণ ।

শ্রীসচ্চিদানন্দময়,— কৃষ্ণের স্বরূপ হয়,  
সেই তিন শক্তি প্রকটন ॥

সংপদ বলিয়ে নিত্য, এই সে পরম তত্ত্ব,—  
বলদেব করি এবে জানি ।

চিৎজ্ঞান যে পূর্ণ তত্ত্ব,— শুদ্ধ রূপে পরিণত,  
সেই তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ বাখানি ॥

আনন্দ যাহার নাম,— পূর্ণ সুখ-পূর্ণ কাম,  
অসম্পূর্ণ যেই পদে নাই :

আহ্লাদিনী তাঁর নাম, সর্ব শক্তি রসধাম,  
সেই বস্তু রাধা বলি গাই ॥

সচ্চিৎ সশ্চিৎ যেই, আনন্দ স্বরূপ সেই,  
তিন তত্ত্ব মিলি এক তমু ।

বাধা-কৃষ্ণ-বলবাম, রস-ময় রসধাম,  
এক বস্তু রূপ মাত্র ভিশু ॥

এক্ষণে শুনহ যাঁব,— বাহ লীলা অবতাব,  
কৃষ্ণ ইচ্ছা মাত্র প্রকটন ।

পুমাংসেতে সৃষ্টি তান, কৃষ্ণ বিহারের স্থান,  
নানা ভাতি করিল রচন ॥

এক বস্তু তিন রূপে, স্রষ্ট্যাদি রচয়ে সুখে,  
শ্রীরামের ইচ্ছা যত সব ।

সঙ্কর্ষণ আদি করি, শেষ রূপে অবতরী,—  
দেখাইলা অনন্ত বৈভব ॥

দশ মূর্তি ধরি রাম, পূরয়ে কৃষ্ণের কাম,  
শুনহ তাহার বিবরণ ।

পাদুকা-চামর-ছত্র,— শয়্যাসন-যজ্ঞ সূত্র,—  
মন্দির-বাহির বিভূষণ ॥

আর উপাধান রূপ, কৃষ্ণে দেন মহাস্বথ,  
এই মতে কৃষ্ণ সেবা করে ।  
অনন্তের লীলা যত, কেবা জানে অভিমত,  
কৃষ্ণ সঙ্গে সদাই বিহরে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ত্রিবিধ ব্রহ্মরূপাষ্ট্র সৃষ্টিলীলাদি কারণং ।  
ইচ্ছা বলদেবস্ত লীলা নিত্যা ইতি শ্রুতং ।  
লীলা দ্বিধা স্বরূপা হি বাহ্যভ্যন্তর ভেদতঃ ।  
বাহ্যে তু বহু রূপা সা চান্তরী গৃঢ় রূপিনী ॥ ৩৩০ ॥  
বাহ্য দেহে যেই খেলা, দাস্ত-সখ্য-বাল্য-লীলা,  
এই সব নিত্য প্রকরণে ।  
যে যে রূপে লীলা কৈলা, তিন ভাবে আশ্রাদিলা,  
এবে তার কহি বিবরণে ॥  
সংপদ চিৎপদে মিলে, পুংস রূপে কুতূহলে,  
তান্তে যে যে লীলার প্রচার ।  
কৌমারেতে বাল্য রস, হঞা না-বাপের বশ,—  
বাল্যরস ভুঞ্জন অপার ॥  
এবে শুন কহি আর, পৌগণ্ডের পরচার,  
সখা সঙ্গে কৈল যে যে লীলা ।  
দাস্ত-সখ্য আদি রস, যাতে কৃষ্ণ সদা বশ,  
সেই রস শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥



সখ্য ভাবে দৌহে সম,      দাস্তে দাস্ত পরতম,  
 দৌহে দৌহা করে গুরু ভাব ।  
 দৌহে মাতামাতি রণ,      দৌহে দৌহা নিষেবন,  
 এই মত বিহার বিভাব ॥  
 বলদেবে গুরু ভাবে,      বিশ্রাম করায় ত্যাগে  
 অমুরাগে করে কৃষ্ণ সেবা ।  
 বলদেব মহাশয়,      আপনি কৃষ্ণ সেবয়,  
 দৌহ তব্র এমত জানিবা ॥  
 বাহু দেহে এই খেলা,      দাস্ত-সখ্য-বাল্য লীলা,  
 এই সন নিত্য লীলা জানি ।  
 অতি গুহ মুখ্য রস,      কৃষ্ণ যাহে সদা বশ,  
 আন জ্ঞানে রামেতে বাখানি ॥  
 মদীশ্বরী শ্রীচরণ,      শিরে ধরি সর্বক্লণ,  
 তাঁর কৃপা গুণে এ স্মরণ ।  
 দৃশ্য বন্দাবন দাস,      যিঁহ সেই বেদব্যাস,  
 শাস্ত্রে এই করিল বর্ণন ॥  
 বৈষ্ণবের কৃপা বলে,      নিতাই চৈতন্য গিলে,  
 গুরুদেবে হয় শুদ্ধ রতি ।  
 এক বস্তু তিন ধাম,      মূর্ত্তি ভেদে তিন নাম,  
 অভেদার্থে করিহ পিরীতি ॥  
 তথাহি শ্রীধরগী-শেষ সন্ধ্যাদে ।  
 অনিন্দ্যংশে হ্লাদিনী চ শক্তিনাং পরমা মতা ।  
 সদানন্দাংশতো রামঃ পূর্ণরূপ স্বরূপকঃ ।

প্রকৃত্যংশেন রামোহসৌ গোলোকাঙ্গাদিকারকঃ ।

যত্র বৃন্দাবনে কুঞ্জে ক্রীড়া কৃষ্ণস্ত রাধয়া ॥ ৩৩১ ॥

প্রকৃত্যংশে বলরাম, রচয়ে গোলোক ধাম,

সহস্রাঙ্ক আকৃতি তাহার ।

গোকুল তাহার নাম, বৃন্দাবন সেই ধাম,

রাধা-কৃষ্ণ যাহাতে বিহার ॥

সদংশে শ্রীবলরাম, জগৎকর্তা জগদ্ধাম,

নীলবর্ণ রূপে মিশাইয়া ।

কৃষ্ণের যতেক লীলা, কৃষ্ণ সঙ্গে আচরিলে,

জানি ইহা নিশ্চয় করিয়া ॥

খেতবর্ণ তনু যেই, রোহিণী-নন্দন সেই,

নীল-পটু বস্ত্র পরিধান ।

কৃষ্ণের অগ্রাঙ্গ নাম, মহাপ্রভু-বলরাম,

গোষ্ঠক্রীড়া নায়ক প্রধান ॥

শুক্লবর্ণ কলেবর, বনমালা রত্নকর,

এক কর্ণে রতন কুণ্ডলে ।

রত্ন সিংহাসনোপর,— ত্রিভঙ্গ বিধাণ কর,

গোপী যুথ সঙ্গে কুতূহলে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

রাগারে শ্রীমতীরাধা মকারেমধুহৃদনঃ ।

দয়োক্সিগ্রহ সংযোগাঙ্গাম নাম ভবেৎ কিল ॥ ৩৩২ ॥

যথা রাগঃ ।

দুই নাম উভয় বিগ্রহ ।

তাহে যে যে রসোৎপত্তি, অত্যন্ত অনঙ্গ তথি,

রাম নাম ইহাতে জানিহ ॥ প্রঃ ॥

সর্ব কার্যে বলরাম, বলদেব হয় নাম,

বলভদ্র শব্দেতে মঙ্গল ।

সঙ্কর্ষণ যেই নাম, আকর্ষণ বিদ্যাধাম,

বুধ জন বলয়ে সকল ॥

তথাহি তত্রৈব ।

অপরং পরমাংসর্ঘ্যং শৃণু দেবি বরাননে ।

সদানন্দাংশয়োগোদ্বলরামো বভূব হু ॥ ৩৩৩ ॥

সদানন্দ স্বভাবেতে, কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে,—

ভিন্ন ভিন্ন লীলা কৃষ্ণ সঙ্গে ।

আনন্দাংশ রাধা ভাব,— যুক্ত রাম মহাভাব,

পীতি বর্ণ তনু ধরে রঙ্গে ॥

রাধার স্বরূপ যেই, অনঙ্গমঞ্জরী সেই,

মহাগুড় শক্তি বলরাম ।

কৃষ্ণ সুখ হেতু তাঁর, যত যত অবতার,

নিত্যতনু-নিত্যানন্দ নাম ॥

শিরপাণি-বলরাম, অনঙ্গ মঞ্জরী নাম,—

ধরি কৃষ্ণ সুখের কারণে ।

পৌর্ণমাসী ভগবতী, তাঁহার আদেশে তথি,  
যোগে যোগে হয় বিহরণে ॥

রাধা নাম রসকূপ, অনঙ্গ মঞ্জরী রূপ,  
শ্রীরাধিকা অনঙ্গ মঞ্জরী ।

শক্তি রূপ তারতম্য, জানিহ°রসের মৰ্ম্ম,  
কৃষ্ণানন্দে সদাই বিহরি ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দগুরুতত্ত্ব-রত্ন ধন ।—

যতনে আনিলা গোড়ে ব্যাস-বৃন্দাবন ॥

হেন ধন লাভ মোর শ্রীগুরু-কৃপায় ।

তুমি মোর প্রিয় তেঞি কহিনু তোমায় ॥

সম্পূটিকা মধ্যে ভাই ! আছে সেই ধন ।

দায়ভাগী তুমি তার করিনু কীর্তন ॥

সেই সম্পূটিকা তুমি যদি শঙ্কুঘায় ।—

রাখিহ যতন করি সদা সর্বদায় ॥

তুয়া বংশ দায়ভাগী-হইবে তাহার ।

এবে শক্তি তুয়া হুদে করিনু সঞ্চার ॥

শ্রীসচ্চিদানন্দ-গুরুতত্ত্ব-রত্ন ধন ।—

মূর্ত্তিমান শ্রীমন্দিরে কঁরিহ সেবন ॥

সর্ব ধৰ্ম্ম পরিহরি আনুকূল্য ভাবে ।—

করিবে সেবন বৎস ! স্বরূপ-স্বভাবে ॥

সম্পূটিকা ছাড়া আন গুরুতত্ত্ব বাহি ।—

কৰ্ম্মো-জ্ঞানীগণ মতে জানিবেক তাহা ॥

প্রভুর ভারতী শুনি শ্রীশচী-নন্দন ।

হা গুরো ! হা কৃপাসিন্ধো ! হা শিষ্যরঞ্জন ! ॥

হা নাথ ! অনাথবন্ধো ! হা রাম ! জীকন ।

ইহা কহি ভূমে পড়ি করেন রোদন ॥

কভু খা প্রভুর পদে শিরার্পণ করে ।

ধরিয়া তুলেন প্রভু নিজ অকোপরে ॥

বদন চুম্বিয়া প্রভু কন বার বার ।

ধন্য ! ধন্য ! ধন্য তুমি ভাণ্ডারে আমার ॥

বাহা কহিবার নয় তুয়া কাছে তাহা ।—

কহিলাম গুরুতব অতি গূঢ় যাহা ॥ \* .

প্রভু রামচন্দ্র উক্ত গুরুতব যেই ।

তব সন্নিধানে বৎস ! কহিলাম এই ॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-দাস মহাপ্রভু বলরাম ।

শুক্লবর্ণ-নীলাম্বর-পূর্ণানন্দধাম ॥

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, দাস, কৃষ্ণরূপ সঙ্কর্ষণ ।

সম্পূটিকা মধ্যে ইহা করহ দর্শন ॥

দাস, সখেত্যাদি বাক্য সম্পূটিকাস্তরে ।

পুনঃ পুনঃ লিখিলেন রাম বিজবরে ॥

প্রধান পুরুষ-আত্ম কৃষ্ণ-বলরাম ।

জগদ্ধেতু-জগৎপতি-সর্বব্রহ্মসধাম ॥

অখতীর্ণ জগত্যাধে বহুদেব ঘরে ।

সেই রাম-কৃষ্ণ ভেদ বুদ্ধি কেবা করে ॥

অচিন্ত্যতত্ত্বের ভেদ মে করিতে চায় ।  
তার তুল্য ভ্রান্ত নাই কহিষু তোমায় ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

প্রধান পুরুষাবাদ্যো জগদ্ধেতু জগৎপতী ।  
অবতীর্ণো জগত্যাৰ্থে স্বাংশেন বলকেশবো ॥  
কেয়ংবা কুত আগ্রাতা দৈবী বা নায্যুতাস্মরী ।  
প্রায়ো মায়াহন্ত মে ভৰ্ত্তুনীজ্ঞামেহপিবিমোহিনী ॥ ৩৩৪ ॥

সেই প্রভু বলরাম সদা সর্ববক্ষণ ।  
কৃষ্ণে পতি, প্রভু ভাব করেন যোজন ॥  
বিধি-রাগমার্গে সেই প্রভু-বলরাম ।  
গুরুরূপে নিজ কার্য সাধে অবিশ্রাম ॥  
বিধিমার্গে গুরুবর্ণ পুরুষ-প্রধান ।  
রাগমার্গে শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী আখ্যান ॥  
এথা সেথা সেথা শ্যামানন্দে ক্রীড়া করে ।  
শ্যামানন্দরসতনু-শ্যামাজে বিহরে ॥  
কৃষ্ণাভিন্নমূর্ত্তি জ্ঞানে সেই গুরুবরে ।  
পরিচর্যা করিবেক নিত্য ভক্ত্যদরে ॥

তথাহি শ্রীএকাদশে ।

তাবৎ পরিচরেষু কৃতা শ্রদ্ধাবান্নন্যত্রকঃ ।  
যাবৎ কৃষ্ণ বিজানীয়াস্তামেব গুরুমানুতঃ ॥ ৩৩৫ ॥  
মামেবমদৃষ্টেব গুরুং পরিচরেদিত্যাদি শ্রীধরঃ ।

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভ আদি গ্রন্থের মাঝারে ।  
 কৃষ্ণাভিন্নমূর্তি গুরু কহে বারে বারে ॥  
 ধন্য ! ব্যাস বৃন্দাবন, রঘুনাথ দাস । :  
 ধন্য ! কৃষ্ণদাস আদি ভক্ত স্প্রকাশ ॥  
 কৃষ্ণের প্রকাশ, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণরূপ ।—  
 কৃষ্ণানন্দ মন্ত্রগুরু প্রেম-রসকূপ ॥  
 হেন গুরুত্ব যাঁরা করিলা প্রকাশ ।  
 তাঁ সবার পদধূলি মোর পঞ্চগ্রাস ॥  
 অলীক সংশয় ছাড়ি প্রভুগুরুবরে ।—  
 সেবন করহ বৎস ! মিত্য ভক্ত্যাদরে ॥  
 শ্রীসচ্চিদানন্দতত্ত্ব গুরু-বলরাম ।  
 কৃষ্ণাভিন্ন কলেবর-লীলানন্দধাম ॥  
 সবার ঈশ্বর প্রভু কৃষ্ণের বিশ্রাম ।  
 কৃষ্ণ রূপ, কৃষ্ণাভিন্ন, কৃষ্ণ-প্রেমদাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ।

আচার্য্যঃ মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কৰ্হিচিৎ ।  
 ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাহ্নয়েত সৰ্ব্বদেবোময়োগুরুঃ ॥  
 যমানভীক্ৰং সেবেত নিয়মান্ মৎপরঃ কচিৎ ।  
 মদভিক্তং গুরুং শাস্তমুপাসীতমদাশ্রকং ॥ ৩৩৬ ॥

মদাশ্রকং মজ্জপমিতি শ্রীধরঃ ।

সেবক বৎসল প্রভু করুণা নিধান ।  
 মানাবিধ বাক্যে সাধে শিষ্যের কল্যাণ ॥

তথাহি শ্রীশ্বামিপাদধৃত বচনং ।  
 প্রাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈশ্চৈব গদ্যপদ্যাক্ষরৈস্তথা ।  
 দেশভাষাদিভিঃ শিষ্যং বোধয়েৎ স গুরুঃস্বতঃ ॥ ৩৩৭

সেই শ্রীসচ্চিদানন্দ গুরুর চরণে ।  
 অসংখ্য প্রণাম করি ধরণী লুষ্ঠনে ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।  
 প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহং ।  
 তুরুবর্ণধরং দেবং কৃষ্ণলীলাপরায়ণং ।  
 শ্রীরামং রেবতীকাস্তং সেবকপ্রিয়বৎসলং ।  
 অনঙ্গান্মুজকুঞ্জস্থং সহস্রাক্ষ বিলাসিনং ॥ ৩৩৮ ॥

যদ্যপি শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, দাস ।  
 তথাপি জানিবে তাঁরে কৃষ্ণের প্রকাশ ॥  
 “গুরুকৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের বচনে ।  
 গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে ॥”  
 গুরু বস্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ প্রভু-বলরাম ।  
 অনঙ্গ অমুজ কুঞ্জে লীলা অবিশ্রাম ॥  
 কৃষ্ণাভিন্ন ভিন্ন ভাবে সহস্রাক্ষোপরি ।—  
 কৃষ্ণ সহ ক্রীড়া করে দিবস-শরবরী ॥  
 এ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব চমৎকার ।  
 বুঝা নাহি যায়,—এই কহিলাম সার ॥  
 বেদ-বিধি শাস্ত্র আর মহাজনগণ ।—  
 এ পথের প্রদর্শক করিষু কীর্তন ॥



সেই সবাংকার আশ্রয় করিয়া লঙ্ঘন ।  
 স্বেচ্ছাচারী ভবমাকে হয় যেই জন ॥  
 কোটি কল্পে তার সিদ্ধি কভু নাহি হয় ।  
 প্রতি পদে বিদ্বৎ-তার জানিহ নিশ্চয় ॥  
 গুরুত্ব কথা এই কহিনু তোমায় ।  
 যাহা প্রভুরাম শচীনন্দনে শুনায় ॥  
 বিধি-মার্গ আর রাগমার্গ অনুসার ।  
 গুরুত্ব প্রভু-রাম করিলা প্রচার ॥

তথাহি স্তবামৃতলহর্যাং ।

সাক্ষাৎকরিষ্যে সমস্তশাস্ত্রৈক্যন্তথাভাব্যত এব সত্ত্বিঃ ।  
 কিস্তপ্রভোঃপ্রিয়এব তস্ম বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণাবিন্দং ॥ ৩৩৯

পূর্বের করিয়াছি এই শ্লোকের বিচার ।  
 স্মরণার্থে এথা পুনঃ করিনু প্রচার ॥  
 প্রভু-রাম-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।  
 তোমার নিকটে ইহা করিনু কীর্তন ॥  
 ভাগ্যবন্ত প্রভু-রাম জাহ্নবী কূপায় ।—  
 সম্পূটিকা বর্ণিলেন আনন্দ হিয়ায় ॥  
 ভক্তিহীন জনগণ সম্পূটিকা ধনে ।—  
 বঞ্চিত হইয়া থাকে বিধি বিড়ম্বনে ॥  
 রসরাজ উপাসনা শ্রীশচী-নন্দনে ।—  
 যাহা কহিলেন প্রভু করহ অবশে ॥

নব বৃন্দাবনে রসরাজ উপাসন ।

স্ব-ভাবামুসারে ভ্রাতঃ ! কর সর্ববন্ধন ॥

পদং ।

নব বৃন্দাবনে নব কুঞ্জান্তরে ।—

নব যোগপীঠে পদ্মাসনোপরে ॥—

নব নব রসে নবীন কিশোর ।—

কিশোরীর প্রেমে হইয়া বিভোর ॥

কণ্ঠ ধরাধরি করিয়া শ্রীহরি ।—

স্মর দর্প হরি শোভে মরি ! মরি ! ॥

বাম পদ দোলাইয়া রসভরে ।

দক্ষিণ চরণ জামুর উপরে ॥

রাধা মুখ হেরি বন্ধিম নয়নে ।—

মুহু-মুহু হাসে শ্রীচন্দ্র-বদনে ॥

দক্ষিণ চরণ দোলাঞা সুন্দরী ।—

বামপদ রাখি জামুর উপরি ॥—

আড়নদিঠে হেরে নাগর বয়ান ।

যাহা হেরি হয় রতি অগেয়ান ॥

শ্রীশ্যামের চূড়া হেলা বাম ভাগে ।

ডাহিনে রাখার হেলা অমুরাগে ॥

নানা অলঙ্কারে দু'হে স্নানোভিত ।

চরণে নূপুর কিবা বিরাজিত ॥

মধুলোভে অলি ছুঁছক চরণে ।

ভাবভরে পড়ে, না যায় তাড়নে ॥

নীল-পীতাম্বর পিঙ্কন ছুঁহার ।

ঘন-সৌদামিনী যেন একাকার ॥

উভ পাশে রহি প্রিয়সখী গণে ।—

নিজ নিজ সেবা করে হাশ্বাননে ॥

রসরাজ শোভা নব বৃন্দাবনে ।

অভাগা বিপিন না দেখে নয়নে ॥ ৩৪০ ॥

বিধিমার্গ আর রাগমার্গ অনুসার ।

রসরাজ উপাসনা ত্রৈলোক্যের মাঝার ॥

শ্রীকাম-গায়ত্রী রূপ রসরাজ হয় ।

রসরাণী শ্রীকিশোরী জানিহ নিশ্চয় ॥

কামধামালীতে তাহা আছে প্রকাশ ।

নসিক ভক্তের হয় যাহাতে উল্লাস ॥

শ্রবণ করহ কামধামালী গোপন ।

ভজন রহস্য যায় ইয় উদঘাটন ॥

শ্রীকামধামালী ।

যাহা হৈতে কৃষ্ণ কাম-প্রেমোদয় হয় ।

ধামালীতে কহি তাহা করিয়া নিশ্চয় ॥

কৃষ্ণ কাম-কাম কৃষ্ণ-পুরুষ-প্রকৃতি ।

স্বর্গাদৌ আদ্যভূত হৃদে যাহার বিস্তৃতি ॥

স্ব-স্বরূপ মন্ত্ররূপে স্বয়ং ভগবান ।—  
 আত্মভূ হৃদয়ে স্বয়ং করেন আধান ॥  
 সেই মন্ত্র কামবীজ কৃষ্ণের স্বরূপ ।  
 হ্লাদিনী প্রকৃতি তায় মিলিতাপরূপ ॥  
 আত্মপরাশক্তি সহ অবিচ্ছেদ ভাবে ।  
 সর্বদা প্রকাশ য়ার কিশোর স্বভাবে ॥  
 ক-ল-ঈ-নাদের আর বিন্দুর মিলনে ।  
 কামবীজ সূ-নিষ্পন্ন ভেবে দেখ মনে ॥  
 ক-কারেতে কাম কৃষ্ণ আশ্লেষ ল-কারে ।  
 ঈ-কারেতে রতি রাধা মিলিতা ক-কারে ॥  
 ললাটেতে চন্দ্রবিন্দু অষ্টমীন্দু শোভা ।  
 কর-পদ-নখ-গণ্ড-আঁখি চন্দ্র লোভা ॥  
 সার্ক চতুর্বিংশ চন্দ্র কৃষ্ণাজেতে যেই ।  
 গায়ত্রী অঙ্করে তাহা,—কহিলাম এই ॥  
 কাম গায়ত্রীর বৎস্র ! অপরার্থ যাহা ।  
 তব সম্মিধানে কহি প্রকাশিয়া তাহা ॥  
 শ্রীকাম গায়ত্রী মন্ত্র “সত্যং পরং” রূপ ।  
 সেই “সত্যং পরং” হয় কৃষ্ণের স্বরূপ ॥  
 “সত্যং” অর্থে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লক্ষণ ।—  
 সুনিশ্চয় করিলেন শ্রীস্বামি চরণ ॥  
 মিথ্যাভাব হীন কিন্তু মিথ্যা সর্গ য়ার ।—  
 মায়াগুণে সত্যরূপে লোক ব্যবহার ॥

সেই সত্য বস্তু কৃষ্ণে সদা করি ধ্যান ।  
 “ধীমহীতি” বাক্য ইথে সুস্পষ্ট প্রমাণ ॥  
 শ্রীপরমেশ্বর কৃষ্ণ-পরম-কারণ ।  
 শ্রীযশোদা স্তনদ্বয়-তমাল বরণ ॥  
 সর্ব বিস্মাপনকারী-শ্রীসচ্চিদানন্দ ।  
 শিব-ব্রহ্মা আদি করি সবাংকার বন্দ্য ॥  
 “পরং” অর্থে এই সব অর্থ নির্দ্বারণ ।  
 শ্রীব্রহ্ম সংহিতাদিতে করহ দর্শন ॥

তথাহি শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াং ।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।  
 অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণং ॥ ৩৪ ১ ॥

“সত্যং পরং ধীমহীতি” প্রমাণানুসারে ।  
 গায়ত্রী মন্ত্রেতে কৃষ্ণ ধ্যেয় অনিবারে ॥  
 হৃৎকাসারোন্তব হেমপদ্ম কর্ণিকায় ।—  
 ধ্যান স্থান শ্রীকৃষ্ণের,—কহিনু তোমায় ॥  
 অথবা শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠোপরে ।  
 ধ্যান স্থান শ্রীকৃষ্ণের,—জানিহ অস্তরে ॥  
 মনে-বনে একভাব সদা স্মৃতি যার ।  
 সেইত সাধকোত্তম কহি বার বার ॥  
 চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস ।  
 গায়ত্র্যর্থ স্তূত্ররূপে করিলা প্রকাশ ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দ, জীব প্রভুর কৃপায় ।—  
 গায়ত্র্যর্থ কবিরাজ লিখিলা ভাষায় ॥  
 নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ দাস কৃত অর্থ যাহা ।  
 পূর্বের কহিয়াছি মুঞি প্রকাশিয়া তাহা ।  
 “শ্রী” “কাম গায়ত্রীত্যাদি” লিখন তাঁহার ।—  
 স্মরণ কারণ এথা করিষু প্রচার ॥  
 এই অর্থ দ্বারা আর কাম ধামালীতে ।  
 কবিরাজ কৃত অর্থ চৈতন্য চরিতে ॥  
 এই সব দৃষ্টে গায়ত্র্যর্থ জ্ঞানোদয়— ।  
 যার মাহি হয় সেই বর্ববর নিশ্চয় ॥  
 মিথ্যাবাক্য দোষাভাব যেই যেই স্থানে ।  
 প্রকাশিয়া কহি এবে তব সম্বন্ধানে ॥  
 মহাবিজ্ঞ বাক্য আর শাস্ত্র অনুসার ।  
 “গুরু কৃষ্ণ রূপ” গুরু সাক্ষাৎকরি আর ॥  
 অতএব শ্রীগুরুর স্তবাদি বর্ণনে ।  
 মিথ্যা দোষ নাহি ঘটে কন বিজ্ঞগণে ॥  
 পরং ব্রহ্ম স্ময়ং কৃষ্ণ সর্ববিশ্বেশ্বর ।  
 তাঁহার স্তবাদি গানে মিথ্যা দোষাস্তর ॥  
 দেবস্তুতি বর্ণনেতে মিথ্যা দোষাভাব ।  
 ধর্মশাস্ত্র বিজ্ঞবাক্যে এই হয় লাভ ॥  
 সর্বদেব-সর্বধর্ম—সর্ব শুভময় ।—  
 জনক-জননী,—এই শাস্ত্র বিজ্ঞে কয় ॥

অতএব তাঁহাদের স্তবাদি বর্ণনে ।  
 মিথ্যা দোষাভাব সদা করিষু কীর্ত্তমে ॥  
 স্বর্গ হৈতে গরীয়সী জন্মভূমি যেই ।  
 তার স্তবাদিতে মিথ্যাভাব,—কহি এই ॥  
 গুরু, ঈরি, পিতা, মাতা, পূজ্য সবাংকার ।—  
 তীর্থ, নিত্যসিদ্ধস্থান প্রভৃতির আর ॥  
 স্তবাদি বর্ণনে মিথ্যা দোষ নাহি ঘটে ।  
 ধর্মশাস্ত্র-পুরাণাদি এই কথা রটে ॥  
 নিম্নবন প্রভৃতিতে মিথ্যাভাব যাহা ।  
 স্মৃতিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিবেক তাহা ॥  
 সিস্যাদি হেতু ত্রুটী স্মৃতিসিদ্ধ বীজে ।  
 পদ্মোপরি সদাস্তরে গান নিজে নিজে ॥  
 সেই ত্রুটী মুখ গান গায়ত্রী-প্রকৃতি ।  
 যাহার গানেতে হয় সবার নিকৃতি ॥  
 সেই ত্রীগায়ত্রী গান কর অবধান ।  
 সবার ছন্দভ,— যাহা স্বয়ং ভগবান ॥

পদং ।

কাম ক্রীডারত, কাম, প্রকাশন ।  
 কাম বিবর্জক, কন্দর্প-মোহন ॥  
 পুষ্প ধনু বাণ,—পুষ্প তুণ ধারী ।  
 ত্র্যম্বক আদির দরপ-সংহারী ॥

জ্ঞানগম্য-জ্ঞাত-নয়নাভিরাম ।  
 নবীনাত্ম বপু অতি অনুপাম ॥  
 নবীন মদন-শ্রীবংশীবদন ।  
 মন্থন-মথন গোপিনী-মোহন ॥  
 রাস রঙ্গ রত, সুরত পণ্ডিত ।  
 পঞ্চবিংশ শশিমণ্ডলে মণ্ডিত ॥  
 হৃদয়-মন্দিরে প্রেম যোগাসনে ।--  
 ভাবি সে মদনে কায়-মনোপর্ণে ॥  
 কৃপা করি তঁহ হৃদয়ে আগার ।  
 উদয় ইউন গোকুল মাঝার ॥  
 নবীন মদন গোকুলে প্রকাশ ।

সদা যেন হেরে এ বিপিন দাস ॥ ৩৪২ ॥

শচী কহে কহ প্রভো ! কর্তব্য জাগরি ।  
 প্রভু কহে রাম-কৃষ্ণে ভক্তিয়োগ মার ॥  
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সেবা নাম-সঙ্গীর্জন ।  
 পরহিংসা, পরদরে সর্বদা বর্জন ॥  
 পরনিন্দা-পরিহার সতত করিবে ।  
 কখন কাহার দোষ নাহি আচরিবে ॥  
 যথাসাধ্য করিবেক পর উপকার ।  
 পোষ্য প্রতি না করিবে তীত্র ব্যবহার ॥  
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকূলে প্রভু বর্জন ।  
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণে সর্বদা বন্দন ॥



প্রধানে সম্মান আর কনিষ্ঠে আদর ।  
 অবজ্ঞাদি ভাব বর্জনীয় নিরন্তর ॥  
 “অহং” “মম” জ্ঞান সদা সর্বদা বর্জন ।  
 সাধু পাত্রে দান, মাতা-পিতার পূজন ॥  
 আপনাকে নীচ জ্ঞান সর্বদা করিবে ।  
 বিশ্বের বন্দনা কভু নাহিক ভুলিবে ॥  
 উত্তমাক্ষোত্তম-রায়-রূপ-বল দ্বারে ।—  
 জগতে প্রধান কেহ হইবারে নাহে ॥  
 বিদ্যা-ভক্তি-বিনয়াদি গুণে শ্রেষ্ঠ হয় ।  
 ভজনাদ্যভাবে শ্রেষ্ঠ স্বস্থানে না রয় ॥  
 কৃষ্ণভক্তিহীন বিশ্র চণ্ডাল অধম ।  
 ভাগবত আদি ইথে নিদর্শনোত্তম ॥

তথাহি শ্রীশ্রীমদ্ভাগতে ।

মুখ বাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষস্তাশ্রমৈঃ সহ ।  
 চত্বারো জস্তিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ।  
 য এষাং পুরুষঃ সাক্ষাদাত্ম শ্রবণীশ্বরঃ ।  
 ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

বিপ্রাদিষড়্গুণ যুতাদরবিন্দনাভ-  
 -পাদারবিন্দ বিমুখাংশপচং বরিষ্ঠং ।  
 মন্তে তদর্পিত মনোবচনে হিতার্থং  
 প্রাণং পুনতি স্বকুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥ ৩৪৩ ॥

বিস্তার কহিনু ইহা পাষণ্ড দলনে ।  
 বুঝিবে সকল ভূমি তাহার পঠনে ॥  
 ঈশ্বর সন্তান যদি হয় কোন জন ।  
 ভক্তি বিনয়াদ্যভাবে তাহার নিধন ॥  
 ব্রহ্মশাপে যত্নকুল ধ্বংস সাক্ষী তার ।  
 সাবধান লাগি এই কহিনু বিস্তার ॥  
 অর্থ আশে অসচ্ছিত্র না কর সংগ্রহ ।  
 সাধুগণ সঙ্গে অবস্থান অহংরহ ॥  
 যোষিত সঙ্গীর সঙ্গে কভু না করিবে ।  
 অশ্রায় রূপেতে অর্থ নাহি উপার্জিবে ॥  
 নীচে নাহি দিবে গুহ্য ধর্ম উপদেশ ।  
 শিক্ষা দিবে নাম ধর্ম কহিনু বিশেষ ॥  
 না করিবে নীচ সঙ্গে পরমার্থালাপ ।  
 নীচ সঙ্গে প্রেম কল পরিধান তাপ ॥  
 নীচ সঙ্গে প্রোমলাপ যে জন করয় ।—  
 আপন মর্যাদা সেই আপনি নাশয় ॥  
 নীচের প্রবৃত্তি প্রায় নীচের সেবনে ।—  
 স্বাধীন ভাবেতে দ্বায় সদা সর্বক্ষণে ॥  
 অতএব নীচ সনে অন্তরঙ্গ বাহ্য ।—  
 গরণ সমান ভাই ! জানিবেক তাহা ॥  
 নীচ সঙ্গ, নীচ সেবা অকর্তব্য হয় ।  
 কর্তব্য সঙ্গজন সঙ্গ, সেবা শাস্ত্রে কয় ॥

“নীচ সেবা ন কর্তব্যঃ” ইত্যাদি প্রমাণ ।—

স্মরণ করহ বৎস ! কহিনু সন্ধান ॥

এই সব হয় মহা মঙ্গল কারণ ।

অতঃপর কহি যাহা করহ শ্রবণ ॥

দ্বাদশ বৈষ্ণব আর দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ।

প্রতিদিন ন্যূনকল্পে করিবে সেবন ॥

ইহাতে অভাব তুয়া কভু না হইবে ।

প্রভুর কৃপায় সব সম্পূর্ণ রহিবে ॥

লক্ষ্মী বিরাজেন যার রক্ষন-শালায় ।

তাহার সেবক কভু দুঃখ নাহি পায় ॥

তবায়ুয়ে অপরাধী হৈলে কদাচন ।—

রাম-কৃষ্ণ নাহি তাহা করিবে গ্রহণ ॥

বর্ষে বর্ষে পিতৃলোক প্রীতির উদ্দেশে ।

শ্রীকৃ-তর্পণাদি কর কৃষ্ণ অবশেষে ॥

কৃষ্ণভুক্ত অবশেষে শ্রীকৃদি করণে ।

অস্ত্যহীন ফল হয় কহে শাস্ত্রগণে ॥

ভক্তিস্মৃতি হরিভক্তি বিলাসানুসারে ।—

করিবে সকল কর্ম কহিনু তোমারে ॥

চতুষষ্টি ভক্তি অঙ্গ করিবে পালন ।

বিশেষত শ্রীনামাপরাধ বরজন ॥

গুরুকে মনুষ্য-জ্ঞান কভু না করিবে ।

আনুকূল্য ভাবে সদা সর্বদা সেবিবে ॥

প্রাতিকূল্য বর্জ্যনীয় আনুকূল্যাদয় ।  
 প্রেমিকের সনে প্রেমাস্বাদ নিরন্তর ॥  
 স্নিগ্ধ ভক্ত সঙ্গে ভাগবতার্থাস্বাদন ।  
 গুরু-কৃষ্ণ-ভক্ত সেবাপরায় বর্জ্যন ॥  
 দীনজন প্রতি ময়া লীলাদি কীর্তন ।  
 ভক্তির প্রধান অঙ্গ করিষু বর্ণন ॥  
 কর্তব্য ভোগার যাহা সূত্ররূপে তাই ।  
 উপদেশ করিলাম মনে রেখ ভাই ! ॥  
 মৎকৃত কড়চা আদি গ্রন্থ যাহা যাহা ।—  
 প্রতিদিন অধ্যয়ন করিবেক তাহা ॥  
 তাহাতে জানিবে নিজ কর্তব্য বিষয় ।  
 নিশ্চয় জানিয়া স্থির করহ হৃদয় ॥  
 এইমতে শিক্ষা দিলা শ্রীশচী-নন্দনে ।  
 পর দিনে বিংশ বিপ্র প্রভুর ভবন ॥—  
 বহু ভূত্য সঙ্গে করি দিলা দরশন ।  
 ছুই প্রভু বন্দিলেন সবার চরণ ॥  
 বিপ্রগণ কহে তুমি, জ্ঞাতী মো-সবার ।  
 প্রভু কন অতি বড় ভাগ্য সে আমার ॥  
 পুণ্য বিনা নাহি ঘটে জ্ঞাতীর সেবন ।  
 কোথায় নিবাস তাহা করুন কীর্তন ॥  
 বিপ্রগণ কহে বাস হয় চট্টগ্রাম ।  
 দেখিবারে আইলাম নবদ্বীপ ধাম ॥

তথা আসি তুয়া গুণ করিষু শ্রবণ ।  
 তেঞি তোমা দেখিবারে হৈল সবা মন ॥  
 ঠাকুর কহেন বড় কৃপা সে আগায় ।  
 এবে সবে দয়া করি চলুন বাসায় ॥  
 সর্বজ্ঞ ঠাকুর সব জানিতে পারিয়া ।  
 কিছুদূরে দেন বাসা আদর করিয়া ॥  
 বাসায় বসিয়া তবে কন বিপ্রগণ ।  
 রাত্রে কিবা ভোগ কর ঠাকুরে অর্পণ ॥  
 গোসাঞি কহেন জলপানি ভোগ হয় ।  
 বিপ্রগণ কহে তবে শুন মহাশয় ! ॥  
 মোদিগে ইলীশ মৎস্য দেহ আনাইয়া ।  
 আমরা খাইব সবে রন্ধন করিয়া ॥  
 ইহা শুনি বোড়করে কহেন ঠাকুর ।  
 ইলীশের জন্ম এথা হৈতে বহু দূর ॥  
 বিপ্রগণ কহে কেন নিগ্রহ করহ ।  
 সন্নিহিত ইলীশমৎস্য এখনি আনহ ॥  
 ঠাকুর কহেন তবে ভৃত্য পাঠাইয়া ।  
 যমুনার স্থানে মৎস্য লইয়া চাহিয়া ॥  
 বিপ্রগণ কহে কাঁহা যমুনা আছয় ।  
 প্রভু কহে দেব গৃহ পশ্চিমে শোভয় ॥  
 তথা ঠাকুরে লঞা সেই বিপ্রগণ ।  
 ভৃত্য সহ যমুনা করেন গমন ॥

ঘাটেতে যাইবা মাত্র সডিস্ব ইলীশ ।—  
 তীরেতে লাফায়ে উঠে সংখ্যায় তিরিশ ॥  
 আফ্লাদে ধরয়ে মৎস্য যত ভৃত্যগণ ।  
 দেখি প্রভু হৈলা সুখ-দুঃখে নিমগন ॥  
 ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূর্ণ হৈল এই সুখ ।  
 জীবের জীবন গেল এই বড় দুঃখ ॥  
 প্রভুর প্রভাব দেখি কহে বিপ্রগণে ।  
 বাহা শুনিলাম তাহা দেখি নয়নে ॥  
 ধন্য হে গোসাঞি ! তুমি ধন্য এ ভুবনে ।  
 তোমাতে চিনি কভু নারে অজ্ঞজনে ॥  
 তবে ভৃত্যগণ মৎস্য লইয়া বাসায় ।  
 ইচ্ছামত পাক করে আনন্দ হিয়ায় ॥  
 রাম-কৃষ্ণে দরশন করি বিপ্রগণ ।  
 নতি স্তুতি করি করে বাসায় গমন ॥  
 তথায় তৎকাল কৃত্য করি সমাপন ।  
 ভোজনান্তে সুখে সবে করিলা শয়ন ॥  
 পরদিন মধ্যাহ্নেতে প্রসাদ পাইয়া ।—  
 বিভাগ করিয়া যান বিদায় হইয়া ॥  
 শ্রীরামাঞি ছলা তার বিবর্ত-বিলাস ।  
 বিকৃত করিয়া উহা করিলা প্রকাশ ॥  
 বাউলের কৃত গ্রন্থ এঁছে গ্রন্থদ্বয় ।  
 সধৈর্য্যব গ্রন্থযোগ্য হইতে নারয় ॥

ইলীশ মৎস্যের কথা যা দেখি বিলাসে ।

বাউল প্রক্ষিপ্ত তাহা বিজ্ঞগণ ভাষে ॥

বৈষ্ণব বিরুদ্ধ মত মুরলী-বিলাসে ।—

স্থানে স্থানে নিখেলিলা বাউলে উল্লাসে ॥

রামাই চরিতগ্রন্থ বিলাসানুসারে ।

শ্রীপবন-সনাতন করিলা প্রচারে ॥

বিপ্রগণ যেই দিন করিলা গমন ।

তার দুই দিন পরে দণ্ডী পঞ্চ জন ॥

প্রভুর ভবনে আসি দিলা দরশন ।

প্রভু করে তাঁ সবার চরণ-বন্দন ॥

প্রভুর আতিথেয় তাঁরা প্রসন্ন হইয়া ।—

কহিতে লাগিলা এই হাসিয়া হাসিয়া ॥

দ্বৈতাদ্বৈত জ্ঞান এবে করিয়া বর্জজন ।

নির্দোষ অদ্বৈত জ্ঞানে করহ বরণ ॥

শুনয়া ঠাকুর সবে করে নিবেদন ।

নির্দোষ অদ্বৈত মত কে করে স্থাপন ॥

দণ্ডীগণ কহে বেদ আপনি স্থাপিলা ।

ঠাকুর কহেন বেদ কেবা নিরামিলা ॥

ইহা শুনি দণ্ডীগণ খড়িলা কাঁপরে ।

দেখিয়া ঠাকুর সবে নতি-স্তুতি করে ॥

গোসাঞি কহেন শুন মোর নিবেদন ।

“সোহং নারায়ণঃ” জ্ঞান করিয়া বর্জজন ॥

“সোহং দাসঃ” তাঁর এই জ্ঞানে নারায়ণে ।—  
 ভজনা করুন সবে করি নিবেদনে ॥  
 অপরাধী হঞা কেন যুড়িবে সংসারে ।  
 “সোহং জ্ঞান” অপরাধ শাস্ত্রেতে ফুকারে ॥  
 প্রভুর ভারতী শুনি দণ্ডী পঞ্চ জন ।  
 “সোহং জ্ঞান” ছাড়ি লয় প্রভুর শরণ ॥  
 সেই পঞ্চজনে প্রভু কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া ।—  
 প্রভুর সেবায় দিলা নিযুক্ত করিয়া ॥  
 পঞ্চদণ্ডী উপাখ্যান দ্বিজ হরিদাস ।  
 বিস্তার ক্রমেতে কৈলা স্রগন্ধে প্রকাশ ॥  
 ভাগ্যদোষে সেই গ্রন্থ না হৈল দর্শন ।  
 সিদ্ধ ভক্ত মুখে শুনি করিষু বর্ণন ॥  
 পঞ্চদণ্ডী জয় লীলা যে দিন হইল ।  
 সেই দিন শ্রীগোকুলনন্দাদি আর্মিল ॥  
 মাঘ মাস গঙ্গাস্নান উপলক্ষ করি ।  
 কৃষ্ণদাস আদি সঙ্গে আইলা শ্রীহরি ॥  
 গোসাঞিও কহেন ঈবে তোমরা সকলে ।  
 যাও গঙ্গাস্নান করি ঝাঁট এস চলে ॥  
 অষ্ট কার দিন হৈতে পঞ্চ দিনান্তরে ।  
 এ দেহ ছাড়িব মুঞি শ্রীপাট ভিতরে ॥  
 শুনিয়া সবাই শিরে করাঘাত করে ।  
 ঠাকুর কহেন দুঃখ না কর অন্তরে ॥



নিশার স্বপন প্রায় এ দেহ-সংসার ।  
কিবা দুঃখ হৈতে পারে বিনাশে তাহার ॥  
নিজ কৃত শত অষ্ট নাম দ্বিজ-হরি ।  
প্রভু কাছে গায় তবে ঘোড়কর করি ॥

তথাহি শতষ্টিনামপদং ।

জয় জয় গোবিন্দ গোপাল গদাধর ।  
কৃষ্ণচন্দ্র কর দয়া করুণা সাগর ॥  
জয় রাধে গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।  
শ্রীরাধার প্রাণধন মুকুন্দ মুরারি ॥  
হরি নাম বিনে রে গোবিন্দ নাম বিনে ।—  
বিফলে মনুষ্য-জন্ম যায় দিনে দিনে ॥  
দিন গেল মিছা কাজে রাত্রি গেল নিদ্রে ।  
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণ চরণারবিন্দে ॥  
কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু ।  
মিছে মায়ায় বন্ধ হঞা বৃক্ষ সম হৈনু ॥  
ফলরূপে পুত্র-কর্তা ডাল ভাঙ্গি পড়ে ।  
কালরূপে সংসারেতে পক্ষ বাসা করে ॥  
ইত্যাদি কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম ।—  
শ্রবণ করিয়া প্রেমভরে প্রভু-রাম ॥  
উঠি হরিদাসে দেন প্রেম আলিঙ্গন ।  
হরিদাস করে তবে চরণ বন্দন ॥

তবে উৰ্দ্ধ বাহু হঞা কহেন গোসাঁই ।  
গোবিন্দ কীর্তন সম আর কিছু নাই ॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে ।

গো কোটি দানং গ্রহণে ঋগস্ত  
প্রয়াগে গঙ্গোদক কল্পবাসঃ ।  
যজ্ঞায়ুতং মেধ স্তবর্ণ দানং  
গোবিন্দ কীর্ত্যে ন সমং শতাংশৈঃ ॥ ৩৪৪ ॥

পরদিন প্রাতঃ কালে প্রভুর আজ্ঞায় ।  
দ্বিজ হরি অদি ভক্ত গঙ্গাস্নানে যায় ॥  
গঙ্গা স্নান করি দেখি গৌর-নিত্যানন্দে ।  
শ্রীপাটে আসিয়া সবে প্রভু পদ বন্দে ॥  
তবে প্রভু আজ্ঞা দিলা শ্রীগোকুলানন্দে ।  
শ্রীপাট বর্ণন কর আমার আনন্দে ॥  
তোমার কবিতা করে কর্ণরসায়ণ ।  
তেঞি কহি করু বাপ ! শ্রীপাট বর্ণন ॥  
প্রভু আজ্ঞা শক্তি প্যাঞা শ্রীগোকুলানন্দ ।  
শ্রীপাট বর্ণনা করে পাইয়া আনন্দ ॥

শ্রীমদোকুলানন্দ ঠাকুরোক্তং ।

ব্যাসপাদাশ্রমং বন্দে বাস্বপাড়েতি ভাষয়া ।  
যত্র শ্রীভগবান্ কৃষ্ণো রামেণ সহ রাজতে ॥ ৩৪৫ ॥

যথা রাগঃ ।

দেখ দেখ কিবা শোভা বাগ্নাপাড়া ধাম ।

যথায় বিরাজে গোপীশ্বর-কৃষ্ণ রাম ॥ প্রঃ ॥

অতি মনৌরম,                      ব্যাঘ্রপাদাশ্রম,

পূর্বে যাহার নাম ।

এবে সেই ঠাঞি,                      করিলা গোসাঞি,

প্রেম-প্রীতি পূরা ধাম ॥

শ্রীধাম উত্তরে,                      নদী শোভা করে,

শ্রীবালুকাময়ী নাম ।

মৃদু-মৃদু গতি,                      অতি স্নিগ্ধ-বহী,

নির্মলা-বরণ শ্যাম ॥

পশ্চিমে যমুনা,                      তাহে পদ্ম সূনা,—

ভ্রমর উড়য়ে তায় ।

যার শুক জল,                      অতি স্নানীতল,

স্নান-পানে তাপ যায় ॥

রাজহংস গণ,                      করে বিচরণ,—

হংসী সহ কাম রঞ্জে ।

সামুদ্র উপরে,                      নব তরুববে,

ধগিনী খগের সঙ্গে ॥—

পক্ষমাদি ঘরে.                      তাবে গান করে,

মাতিয়া মগ্ন থরসে ।

যাহার শ্রবণে, কামীজনগণে, —

প্রিয়াধীন কামালসে ॥

পূর্ববে মোহন, অশোক-কানন,

নয়ুব-ময়ূরী তায় ।

আনন্দ অস্তুরে, সদা ক্রীড়া করে,

শ্রাম-নবমেঘ বায় ॥

নয়ন-রঞ্জন, কুসুম কানন, —

দক্ষিণেতে শোভা পায় ।

মধো পদ্মাকর, পবন সুন্দর,

নানা জাতী পায় তায় ॥

বন-উপবন, নিকঞ্জ কানন,

উদ্যান শোভিত কত ।

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, আনন্দ উৎসব,

নিতি করে আভ্রমত ॥

অন্ন বর্ণ গণে, অসম্মাচরণে,

দেখিয়ে সর্বদা বত ।

পাপ-পুণ্য শৃংখল, শুদ্ধসদ পূর্ণ,

কৃষ্টিমান্ ভাগবত ॥

বার্মাপাড়া ধাম, যথ

বিরাজ করেন নিতি

কোন চরাশয়, হে

ধামে নাহি করে ক্রীড়ি

হেন ধামাশ্রয়,                      সদা যেন হয়,  
জনমে-জনমে মোর ।

এ গোকুলানন্দে,                      রামপদ দ্বন্দ্বে,  
কহে দুঃখ নাহি ওর ॥ ৩৪৫ ॥

শ্রবণ করিয়া প্রভু শ্রীপাট বর্ণন ।

শ্রীগোকুলানন্দে দেন প্রেম আলিঙ্গন ॥

গৌরভক্ত শিরোমণি মিশ্র-প্রেমদাস ।

শ্রীপাটের স্তোত্র এই করিলা প্রকাশ ॥

শ্রীশ্রীপট বাঘাপাড়া স্তোত্রঃ ।

কালিন্দী স্বয়মেব যত্র যমুনাক্ষপেণ সন্তিষ্ঠতে

তদ্বীরে বসন্তশ্চ যত্র সততং শ্রীরামকৃষ্ণে স্বয়ং ।

শ্রীগোপীশ্বর নামকো হরিপরঃ সাক্ষাৎ স বিশ্বেশ্বরঃ

আরাধিষু নিকেতনশ্চ নিয়তং যত্র স্থিতঃ শূলবান্ ॥

শার্দূলং বিকটং প্রবেদিতবতা স্পর্শেন ততোচ্চয়ঃ

রামেন প্রভুনা সদা হরিগত প্রাণেন সংস্থাপিতাং ।

ক' ঋপুরী সমান মহিমাং সদ্ভক্ত সন্তর্পিণীং

তাং নিখিলাঘমোচনকরীং ভক্ত প্রসিদ্ধাং

প্রভু রামচন্দ্র সবে ডাকি কন ।

ন সন্নিকট হএগাছে এখন ॥

অন্ত অন্তে ছাড়িব জীবন ।

করিহ সুখে শ্রীকৃষ্ণ-সুবন ॥

- শ্রীশচীনন্দনে নিজ শক্ত্যাদি সঞ্চারি ।  
 স্বরূপ সম্পূর্ণ কৈলা বেদ অনুসারী ॥
- প্রভুর শক্তিতে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।  
 অষ্টোত্তর শত নাম করেন বর্ণন ॥
- “গৌরাঙ্গের অষ্টোত্তর শত নাম” সেই ।—  
 প্রথম প্রকাশ হয় কহিলাম এই ॥  
 “ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা” আদি ভক্তি গ্রন্থ যত ।  
 তবে ত রচিলা প্রভু নিজ অভিমত ॥  
 প্রভু রামচন্দ্র তবে জ্বর ব্যাজ করি ।—  
 শয়ন করেন যাঞা শয্যার ঊপরি ॥  
 বৈদ্য আসি ধাতু দেখি প্রভুরে কহিলা ।  
 জ্বরাস্তে হইবে শেষ এ মানব-লীলা ॥  
 তব বৈষ্ণ প্রভু পাশে করে নিবেদন ।  
 জল দিয়া এক বটি করুন সেবন ॥  
 প্রভু কন আন তবে শ্রীচরণামৃত ।  
 সেবন করিবু বটি কহিলাম স্মৃত ॥  
 শ্রীচরণামৃত আনি শ্রীশচী-নন্দন ।—  
 সেবন করান বটি করিয়া ক্রন্দন ॥  
 পরদিন সূর্য্য অস্ত কালেতে গোস্ব  
 কন মোরে শ্রীঅঙ্গনে লঞা চল  
 আজ্ঞা অনুসারে প্রভু শ্রীশচী-নন্দ  
 প্রভুরে লইয়া যান যথা শ্রীঅঙ্গন

ভ্রাতৃ অঙ্গে অঙ্গ দিয়া বসিয়া গৌসাই ।  
যোড়করে কন কোন সখী মুখ চাই ॥

যথা রাগঃ ।

কি আর কহব সখি ! আনন্দ ওর ।  
চিরদিন রাম-কানু মন্দিরে মোর ॥ ৩৮৫ ॥  
কি আর বলিব রাম-কানু তুয়া পায় ।  
জীবনে মরণে সুখ দিও হে আমায় ॥  
ঘরের বঁধুয়া দুই কোথা নাহি যাও ।  
যদি যাও তবে মোর এই মাথা খাও ॥ -  
তুঁহু দুই প্রাণনাথ রাখিয়া ভবনে ।  
এ দেহ ছাড়িব মুণ্ডি দেখিহ নয়নে ॥  
ঘরের নাগর হঞা পর না হইবে ।  
যদি পর হও তবে পাতকে পড়িবে ॥  
প্রতিজ্ঞা করিলা দুয়ে আপন ইচ্ছায় ।  
তোম কুল না ছাড়িব কহিনু তোমায় ॥  
প্রতিজ্ঞা করিয়া যেই করয়ে লজ্জনে ।  
তুঁহু এই করিনু শ্রবণে ॥  
তুঁহু দুই পায় ।  
হইল বিদায় ॥ ৩৮৭ ॥  
হ করিয়া বর্জনে ।—  
এ প্রভুর চরণ ॥

তবে বিপ্রভক্তগণ পুষ্পাযানোপরি !—

প্রভুর পবিত্র দেহ যত্নে রক্ষা করি ॥

হরি হরি বলি যান স্কন্ধেতে করিয়া ।—

গঙ্গায় লইয়া যায় শৌকার্ত্ত হইয়া ॥

সহস্র সহস্র লোক সম্মেতে যাইলা ।

গঙ্গায় যাইয়া শচী স্বকার্য্য করিলা ॥

প্রভুর বিরহে কাঁদে নর-নারী গণ ।

পক্ষ্যাদি নীরবে রহে সদা সর্বদক্ষণ ॥

প্রভুর বিরহ দুঃখ कहনে না যায় ।

প্ৰদেশ-বিদেশে সবে করে হায় ! হায় ! ।

গোসাঞির কিঞ্চিদস্থি লঞা ভক্তগণ ।

হরি বলি পাটে আসি দিলা দরশন ॥

শ্রীপটী-নন্দন প্রভু গাঢ়শ্রাব-কৃত্য ।—

কথামিদি করিলেন লঞা বহু ভৃত্য ॥

অন্যাপক আদি সবে পাইয়া বিদায় ।

ধন্য ! ধন্য ! করি নিজ নিজ বাস যায় ॥

যে দেখিল সেই তাহা বর্ণিবারে পারে ।

অন্ধ হঞা মূঞি তাহা নারি বর্ণিবারে ॥

চতুর্থ দিবসে অস্থি সমাধি করিয়া ।

মহা-মহোৎসব করে বৈষ্ণব আসি

অসংখ্য বৈষ্ণব আর মহাস্ত নিচয় ।

মহা মহোৎসবে আসি শ্রীপাটে মি



## মহা-মহোৎসব বিবরণং ।

মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার মঙ্গল নিশায় ।—  
 মঙ্গলাধিবাস হবে কীর্তন-শালায় ॥  
 শ্রীমন্দির অগ্রে প্রেম-হেম বিনির্মিত ।—  
 শ্রীকীর্তন সঙ্গ যেই হয় স্মৃশোভিত ॥  
 সেই রম্য সঙ্গ মাঝে মিলি সর্বজন ।  
 অধিবাস করিবেন মনের মতন ॥  
 পুর-মধ্য দুই দ্বার চেল পতাকায় ।  
 পূর্ণকুম্ভ-রস্তাতরু-রসাল শাখায় ॥  
 নানা রঞ্জে সাজাইবে মালাকার গণে ।  
 বহু দ্বারপাল রবে দ্বারের রক্ষণে ॥  
 পুর দ্বারোপরি রহি নভবাদ্যকার ।  
 “রান জয়” বাদ্যদ্বারে করিবে প্রচার ॥  
 গ্রহরে গ্রহরে ঐছে বাজনা বাজিবে ।  
 কর্ণ-মন রসায়ণ শ্রবণে করিবে ॥  
 মধ্য দ্বারোপরি রহি ঘটীঘন্ত্রকার ।  
 ঘটীবাদ্য ঘটিকায় করিবে প্রচার ॥

সকলি আছেয়ে ভবনে ।

সকলি শুন সর্বজনে ॥

সকলি দ্বিলা শ্রীশচী-নন্দন ।

সকলি কার্য করে ভূত্যাগণ ॥

শ্রীশ্রীপাটবাসিগণ মনের আনন্দে ।  
 স্ব-স্ব দ্বার মাজাইলা নানা অনুবন্ধে ॥  
 শ্রীপাট সকল হৈতে মহাস্তু সকল ।  
 আগমন করিলেন লঞা স্ব-স্ব দল ॥  
 রাঢ়দেশবাসী ভক্ত কীর্তনীমা গণ ।  
 স্ব-স্ব দল সহ পাটে দিলা দরশন ॥  
 মহা-মহোৎসব দেখিবারে বহু জন ।—  
 ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব পাটে কৈলা আগমন ॥  
 আইলা অসংখ্য নট-নটী-বাজীকর ।  
 পণ্যাজীব-গৃহী-ভক্ত-সাধারণ নর ॥  
 প্রভুর অনুজ্ঞা মতে যোগ্য ভূত্যগণ ।—  
 যথাযোগ্য সকলের করে আবাহন ॥  
 ভিন্ন ভিন্ন যথাযোগ্য স্থানে সবাংকার ।  
 বাঁমা দিয়া সর্ববমতে করিলা সৎকার ॥  
 সৎকারের পারিপাট্য দেখিয়া সকলে ।  
 জয় জয় বলরাম-কৃষ্ণ সবে বলে ॥  
 ধন্য দ্বিজ বংশ-চুড়ামণি-প্রভুরাম ।  
 শ্রীশচী-নন্দন ধন্য শ্রীচৈতন্য ধাম ॥  
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্ব-স্ব  
 দ্বার পুত্ররূপে অবতীর্ণ  
 হেন মতে নানা জন নান  
 সে সব বর্ণিতে কার সাধ

তবে ভূত সজে লঞা শ্রীশচী-নন্দন ।  
 সকলের কাছে যাঞা করে নিবেদন ॥  
 মো প্রতি করুণা করি এথা সবাকার ।—  
 আগমন হইয়াছে ভাগ্য সে আমার ॥  
 প্রভুর বিরহ মহা-মহোৎসব যেই ।  
 সম্পূর্ণ করিবা সবে কহিলাম এই ॥  
 কোন কার্যে ত্রুটি মোর না কর গ্রহণ ।  
 সবাকার পাদপদ্মে এই নিবেদন ॥  
 এত পরিহার মাগি শ্রীশচী-নন্দন ।  
 রাম-কৃষ্ণাজনে গিয়া দিলা দরশন ॥  
 লক্ষ লক্ষ লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ।  
 কেহ পড়ে, কেহ উঠে যাইতে যাইতে ॥  
 দেখিতে দেখিতে রবি গেলা অস্তাচল ।  
 বেদধরনি আরস্তিল ত্রাঙ্গণ সকল ॥  
 বৈষ্ণবে পুরাণ গান আরম্ভ করিল ।  
 নহবৎ ষটীষন্ত্র বাজিতে লাগিল ॥  
 গুড় গুড় শব্দে বাজে-দামামা সকল ।  
 ঝাঁজর, কঁাসর বাজে দ্বাদশ মর্দল ॥  
 শিঙ্গা বাজিতে লাগিল ।  
 আরম্ভ করিল ॥  
 তবে প্রভুর আজ্ঞায় ।  
 আনন্দ হিয়ায় ॥

জয় জয় রাম-কৃষ্ণ বলে সর্বজনৈ ।  
 হুলু-হুলু-হুলু ধ্বনি দেয় রমাগণে ॥  
 বৈষ্ণব সকলে করে আরতি কীর্তন ।  
 হো-হো-মরি মরি শব্দ করে কতজন ॥  
 ছদ্মবেশে ভ্রম্মা আদি দেবতা সকল ।--  
 আসিয়া দর্শন করে আরতি মঙ্গল ॥  
 শ্রীরাম-কৃষ্ণের আরাত্রিক সর্ববাগ্রেতে ।  
 রেবতী-রাধার তবে জানিহ মনেতে ॥  
 সর্বশেষ নীরাজন গোপীশ্বরে হয় ।  
 প্রভুর নিয়ম এই সকলে জানয় ॥  
 আরতির পারিপাট্য করিয়া দর্শন ।  
 পূজারি গোসাঞি ধ্যে বলে সর্বজন ॥  
 হেনমতে সঙ্স্কারতি সম্পূর্ণ হইল ।  
 নিত্য সঙ্কীর্তন তবে সকলে করিল ॥  
 নিত্য সঙ্কীর্তন পূর্ণ অশ্রু প্রভু কন ।  
 করহ সকলে অধিবাস আয়োজন ॥  
 প্রহরেক পরে হবে মঙ্গলাদি  
 সকলে গমন কর নিজ নিজ  
 প্রহরেক পরে সবে মিলিবা  
 হেন কহি গেলা প্রভু ঠাকুর  
 তবে পূজারির আজ্ঞামতে  
 করিতে লাগিল অধিবাস অ

অধ্যক্ষ তাহার পঞ্চদশী মহাশয় ।  
 যাঁহারা প্রভুর কাছে পরাভূত হয় ॥  
 প্রহরৈক মধ্যে অধিবাস আয়োজন ।—  
 সম্পূর্ণ করিলা প্রভু প্রিয় ভূত্যগণ ॥  
 তবে তিস পুত্র সহ শ্রীশচী-নন্দন ।  
 রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে আসি দিলা দরশন ॥  
 পূর্বমত নহবৎ প্রভৃতি বাজিল ।  
 শুনিয়া সকল লোক আসিতে লাগিল ॥  
 রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে লোক স্থান নাহি পায় ।  
 কেহ কার সঙ্কে উঠে কেহ পড়ে গায় ॥  
 লোক ভীড় দেখি প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।  
 আজ্ঞা দিলা অধিবাস আরম্ভ কারণ ॥  
 ক্ষীরলডু আনি তবে পূজারি ঠাকুর ।  
 রাম-কৃষ্ণে ভোগ দিলা সহ রসপুর ॥  
 স্বর্ণবাটা ভরি পান তবে সমর্পিলা ।

নন্দন-মালা শ্রীঅঙ্গেতে দিলা ॥

আদেশে তবে কীর্তনীয়া গণ ।—

র রূপ, অভিসার, নিবেদন ॥

অস্ত্রে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।

৥ অধিবাস কর আরম্ভন ॥

গণ মধ্যে কহে শ্যামদাস ।

রিব প্রভো ! কার অধিবাস ॥

গোসাক্ষি কহেন মোর পিতামহ যেই ।—

করিলেন অধিবাস গান কর সেই ॥

আজ্ঞা পাঞা শ্যামদাস তাহা আরম্ভিল ।

জয় জয় রবে খোল বাজিতে লাগিল ॥

শ্রীশ্রীমদংশীবদনপ্রভোবিরচিতাধিবাসং ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ ।

গোরাক্ষ আদেশ পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাক্ষা,

করে খোল মঙ্গলের সাজ ॥ ধ্রুঃ ॥

আসিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,

মহোৎসবে করে অধিবাস ।

আপনি নিতাই ধন, দেন মালা-চন্দন,

করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ ॥

গোবিন্দ মৃদঙ্গ লঞা, বাজায় তা থৈয়া থৈয়া,

করতালে অদ্বৈত চপল ।

হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,

নাচে গোরা কীর্তন মঙ্গল ॥

চৌদিকে বৈষ্ণব গণ, •

কালি হবে কীর্তন-মহোৎসব

আজি খোল মঙ্গলি, রাগি

বংশী বঁলে দেও জয়রব

আপনি নিতাই ধন আদি

নিজ করে লন প্রভু পুষ্পম

পূজারি চন্দন-পাত্র ধরিয়া রহিলা ।  
 গোসাঞি সবার ঠাঞি অনুষ্ঠা মাগিলা ॥  
 সবার অনুষ্ঠা পাঞা মনের আনন্দে ।  
 অধিবাস আরস্তিলা বেদ-বিধি বন্ধে ॥  
 খোল ক্লুরতালে অগ্রে শ্রীমাল্য-চন্দন ।  
 সমর্পণ করিলেন শ্রীশচী-নন্দন ॥  
 তবে শিঙ্গা-পাঞ্জোপরি মাল্যাদি অর্পিলা ।  
 শেষে যথাযোগ্য পাত্র বিচারিয়া দিলা ॥  
 এইমতে অধিবাস করি সমাপন ।  
 সবে মিলি ধূয়া গাই করেন নর্ত্তন ॥

১ম তাণ্ডব-ধূয়া ।

কালি হবে মহা-মহোৎসব ॥  
 আদ্য ধূয়া নিবেদন এই ত কহিল ।  
 দ্বিতীয় ধূয়ায় জয়ধ্বনি প্রকাশিল ॥

২য় তাণ্ডব-ধূয়া ।

শ্রীশ্রী বসন্তে দেহি জয় জয় রে ।  
 শ্রীবংশীদাসের দেহি জয় জয় রে ॥  
 তৃতীয় ধূয়ায় গৌর জয় সঙ্কীৰ্ত্তন ।  
 শ্রী-নিতাই সহ গৌরভক্তগণ ॥

৩য় তাণ্ডব-ধূয়া ।

শ্রীগোরাঙ্গের দেহি জয় জয় রে ॥

শ্রীজাহ্নবীর দেহি জয় জয় রে ।

শ্রীনিত্যানন্দের দেহি জয় জয় রে ॥

শ্রীগৌরভক্তের দেহি জয় জয় রে ॥

এই চারি নেত্র ধূয়া লিখিলা সৌমাখি ।

ভাব ধূয়া সর্ববিশেষ শুনহ সবাই ॥

ভাব ধূয়া ।

শ্রীরাম-কৃষ্ণের দেহি জয় জয় রে ॥

ভাবে ভাবে ভাব ধূয়া সবে কুরে গান ।

সে ভাব দেখিয়া কার স্থির রহে প্রাণ ॥

শ্রীশ্রীপাট খড়দহবাসী প্রভুরাম ।

শ্যামের সেবাধিকারী সর্বদানন্দ ধাম ॥

শ্রীপাট অম্বিকাবাসী হৃদয়চৈতন্য ।

গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য অগ্রগণ্য ॥

ভাব ধূয়া গানকালে প্রেমের আবেশে ।

ভূমে পড়ি গড়ি যাম অশেষ বিশেষে ॥

তবে প্রভু মহা-মহোৎসব বিবরণ ।

সর্বজন সন্নিধানে করে নিবেদন ॥

মাঘী-কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার মঙ্গল নিশায় ।

মঙ্গলাধিবাস তেল সবার কুপায় ॥

তৃতীয়া হইতে শুভ অষ্টমী পর্ণামৃত ।

মহা-মহোৎসব হবে নাহি যার অন্ত ॥



কৰ্মদণ্ড, জ্ঞানদণ্ড, শ্রীভক্তি-বরণ ।  
 আনন্দবাজার, প্রেমভাণ্ডার লুণ্ঠন ॥  
 মঠ প্রেমবিতরণ ধূলাট মোহন ।  
 রজনীতে প্রেমবত্যা নগর কীর্তন ॥  
 প্রথমাং মহা-মহোৎসব বিবরণ ।  
 করিলাম নিবেদন গৌর-ভক্তগণ ॥  
 নবমী হইতে সঙ্কীৰ্তন-মহোৎসব ।  
 আরম্ভ হইবে পুনঃ দেবর দুর্লভ ॥  
 কীর্তনের সম্প্রদায় সংখ্যা অসূসারে ।  
 সঙ্কীৰ্তন-মহোৎসব হবে রামাগারে ॥  
 দিন সংখ্যা তাহে কিছু নাহি নিরূপণ ।  
 দ্বিতীয়াংশ মহোৎসবে এই বিবরণ ॥  
 এত কহি কীর্তনীয়। সকলে গোসাঞি ।  
 শিরপা দিলেন বস্ত্র মনে সুখ পাই ॥  
 হেনমতে অধিবাস হয় সমাপন ।  
 সে আনন্দ বর্ণে কার সাধ্য বা এমন ॥  
 অধিবাস অস্তে ভেল মহা-নীরাজন ।  
 জয় জয় করে লোক ভরিয়া গগন ॥  
 রাম-কৃষ্ণে নমি তবে দর্শক সকল ।  
 নিজ নিজ স্থানে যায় হইয়া বিকল ॥  
 তৃতীয়া হইতে তবে অষ্টমী পর্য্যন্ত ।  
 মহা-মহোৎসব হয় মহা-প্রেমবন্ত ॥

পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে শ্রীমহাপ্রসাদ ।

• যথা তথা খায় লোক পাইয়া আহ্লাদ ॥

ছয় দিন জাতি বুদ্ধ ছাড়ি সর্বজন ।

• শ্রীমহাপ্রসাদ প্রেমে করেন ভোজন ॥

বৃষ, গাভি, কুক্কুরাদি মানবের সনে ।

শ্রীমহাপ্রসাদ খায় আনন্দিত মনে ॥

আনন্দবাজারে যেই ক্ষেত্রধামে হয় ।

শ্রীমহাপ্রসাদ তথা কিনি লোকচয় ॥

প্রোমানন্দে যথা তথা করেন ভোজন ।

জাত্যাদি বিচার নাহি করে কদাচন ॥

এ আনন্দ বাজারেতে সে সম্বন্ধ নাই ।

বিনি-মূলে শ্রীপ্রসাদ পায়েন সবাই ॥

শ্রীমহাপ্রসাদ বস্ত্রে রাখিয়া এখায় ।

নানাবর্ণ একত্রেতে বসি সুখে খায় ॥

পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে শ্রীমহাপ্রসাদ ।

রাশি রাশি ফেলে লোক না করে বিষাদ ॥

নাট্য, গান, বাজীখেলা কেনা-বেচা যত ।

পথের দ্বিধারে লোক করে অবিরত ॥

হেন মহা-মহোৎসবানন্দ কেবা কহে ।

যে কহে কল্ক সেহ মোর সাধা নহে ॥

বর্ষ দিনে প্রেমবস্ত্রা নগর-কীৰ্ত্তন ।

• নগর বেষ্টিত করি করি সর্বজন ॥

রাম-কৃষ্ণজনে আসি মিলিয়া সবাই ।  
 মহা-মহোৎসব পূর্ণ করে সুখ পাই ॥  
 রাম-কৃষ্ণ-গুণাবলী সর্ব সন্তোদার ।  
 ভিন্ন ভিন্ন রূপে গায় আনন্দ হিয়ার ॥  
 তবে প্রভু হরিনাম ঠাকুরে ধরিয়।  
 নিজ কৃত পদ গান কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

ঐশ্রীমচ্চটীনন্দন গোস্বামি প্রভো  
 বিবচিত্তং-বিরহ কীর্ত্তনং ।

হায় ! হায় ! দুঃখ কব কার ।  
 কি দোষ পাইয়া প্রভু ছাড়িলা আমার ॥ প্রঃ ॥  
 প্রেমহাট, প্রেমবাট, প্রেমের বাজার ।  
 এতদিন পব সব ভেল ছারখার ॥  
 পাষাণে কুটিক মাথা জলে কি ডুবিব ।  
 ফণিগুথে মুখ দিয়া গরল বা পিব ॥  
 কোথা গেলে পাব সেই প্রভু দয়াময় ।  
 জীবিয়া উপায় কিছু স্থির নাহি হয় ॥  
 কোথা আছে গুণনিধি প্রাণের গোসাত্ত্বি ।  
 কে যোরে কহিয়া দিবে কহি কার ঠাত্ত্বি ॥  
 স্বরে কহি সেই কহে কি কহিব আর ।  
 গোসাত্ত্বি নিহনে সব দেখি অন্ধকার ॥  
 হা রাম ! হা প্রভো ! করি সমান্ট কাটাই ।  
 কোনমতে হয় যেতে সুখ নাহি পাই ॥

তবে আর কেবা বল প্রভুর সন্ধান ।  
 কহিয়া রাখিবে মোর এ দেহে পরাণ ॥  
 এবার পাইলে দেখা চরণ-মুগল ।  
 হৃদয়-কমলে রাখি পূজিব কেবল ॥  
 প্রভুর দর্শন বিনা জীবনে কি কাজ ।  
 শটীর মুণ্ডে ভাঙ্গি পড়ু শত বাজ ॥ ৩৪৯ ॥  
 এইমত খেদ করি শ্রীশটী-নন্দন ।  
 হরিদাসে ছাড়ি ভেল অঙ্গনে পতন ॥  
 অগেয়ান হঞা প্রভু গোঁ-গোঁ রব করে ।  
 তাহা দেখি সবাকার দুই আঁখি ঝরে ॥  
 ক্রন্দনের মহারোল উঠিল অঙ্গনে ।  
 তিন প্রভু যাঞা ধরে প্রভুর-চরণে ॥  
 শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব ।  
 এই তিন প্রভু শটী-নন্দন সম্ভব ।  
 ক্ষণকালে পরে প্রভু পাইয়া চেতন ।  
 যথাযোগ্যরূপে সবে দেন আলিঙ্গন ॥  
 তবে প্রভু ঘোড়করে কহেন সবায় ।  
 করিতে নারিব মুঞি মহাস্ত বিদায় ॥  
 এ বিধি লজ্জনে মোর অপরাধ যাহা ।  
 কৃপা করি খণ্ডিবেন ভক্তগণ তাহা ॥  
 এ প্রেমের হাট মুঞি ভাঙ্গিতে নারিব ।  
 কোন্ প্রাণে ভক্তগণে বিদায় করিব ॥

এত কহি প্রেমাকোশে শ্রীশচী-নন্দন ।  
 শ্রীখণ্ডীর কণ্ঠ ধরি করেন রোদিন ॥  
 প্রভুর রোদিন হেরি কঁাদে সব জন ।  
 সে ক্রন্দন বর্ণে কাব সাধ্য বা এমন ॥  
 তবে সব সম্প্রদায় হইয়া মিলন ।  
 উভয় যুগল পদ করেন কীর্তন ॥  
 শেষে সব মর্দলিয়া মাঝেতে রাখিয়া ।  
 ধূয়া ধরি গান করে প্রেমেতে মাতিয়া-॥

ভাগব ধূয়া ।

প্রভু রাঘবের বসাই চাঁদ ! এতবার আশায় দয়া কর হে ! !  
 ওহে কাণাই ! বসাই ! দয়া কর হে ! !  
 আর আমার কেউ নাই হে ! ॥  
 এই ধূয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ সজিত ।  
 কীর্তন করেন সবে হইয়া গাহিত ॥  
 তবে “হবি হরি বোল” বলিয়া সকলে ।  
 নাচিয়া নাচিয়া মাঝে ভুবন-মঙ্গলে ॥  
 “প্রেম সে” শব্দ অব উঠিল গগনে ॥  
 যাহা শুনি চমকিত উঠে সব জনে ॥  
 তবে মহা-নীবাঙ্কুর প্রভু দেখিয়া ।  
 প্রগতি করিয়া নত শিরে চলিয়া ॥  
 পূজারি গৌরীশঙ্কর দেব মন্দির ভিতর ।  
 রাম-কৃষ্ণে লগ্না ভোগ দেন মনোহর ॥

ভোগ অস্তে পুনর্বীর নীরাজন করি ।  
 রাম-কৃষ্ণে শোয়াইলা হেম-খট্টোপরি ॥  
 শ্রীপাটের মহা-মহোৎসব রীতি বাহা ।  
 অতাস্ত সংক্ষেপে মুণ্ডি কহিলাম ভাষা ॥  
 বিস্তারি বর্ণিবে ইহা ভাগ্যবান জন ।  
 গৌরভস্বপদে গোর এই নিবেদন ॥  
 অতাপি শ্রীপাটে মহা-মহোৎসব রঙ্গ ।  
 পূর্বমত হইতেছে নহে কিছু ভঙ্গ ॥  
 এঁহে মহা-মহোৎসবানন্দ রম্য ভোগে ।  
 দিগিন বঞ্চিত ভেল নিজ কৰ্ম্মরোগে ॥ \*  
 সঙ্কীৰ্ত্তন-মহোৎসব নবমী হইতে ।  
 সমারম্ভ হএগা পূর্ণ হয় যথারীতে ॥  
 কুঞ্জভঙ্গ গান অস্তে,—গাইয়া মিলন ।  
 এঁহে মহোৎসব পূর্ণ,—করিমু কীর্ত্তন ॥  
 পদঃ ।

আহা গরি ! গরি ! ।

অলস-বিলাস কি আধুরী সহচরি ! ॥ প্রঃ ॥  
 আয় আয় আয় সবে আয় দেখে যা ।  
 ঘুমায়েছে সুবদনী শ্রাম অঙ্গে দিয়া পা ॥  
 অলসে অবসে রসে রসিয়া নাগরী ।  
 শ্রাম-বন্ধে বন্ধ দিয়া,—করে কণ্ঠ ধরি ॥

অধরে অধর দিয়া শশিমুখী রাই ।  
 মরি কিবা নিদ যায়—বলিহারি যাই ॥  
 অলিত কবরীবন্ধ—অলিত বসন ।  
 অলিত কুসুমহার—অলিত ভূষণ ॥  
 বদনগন্ধজড়তি—পরাগ-কেশর ।  
 খসিয়া পড়িছে শ্যাম-বদন উপর ॥  
 ললাটের মণিটিপ—সিঁথার সিন্দূর ।  
 নাগর ললাটোপরি শোভিছে মধুর ॥  
 নিশাসে নাসার গজমতি মতি সার ।  
 মৃদু-মৃদু দোলিতেছে কিবা চমৎকার ॥  
 তমালে মাধবীলতা হইয়া জড়িত ।  
 ফুলশোভোপরি কিবা পড়ি সু-শোভিত ॥  
 অথবা নদীন পয়োধরবর অঙ্গে ।  
 মিশিয়াছে সৌদাগিনী নিজ রসরঙ্গে ॥  
 আয় আয় আয় সবে আয় দেখসিয়ে ।  
 নিদ যায় ধনী শ্যাম-অঙ্গে পদ দিয়ে ॥  
 অ-বিদগ্ধ—অ-করণ অরুণ উচিরা ।  
 ভাসিবেক এ বিলাস বৈষ্ণিতাচরিতা ॥  
 সরব আসন্নপ্রাণ চন্দ্রানন্দ যথা ।  
 মিত্রের অ-মিত্রভাব জানিবেক তথা ॥  
 ঐ শুন ! ঐ শুন ! শুন সব সবীগণ ।  
 বিপিনে অরুণ-দূত ডাকে ঘন ঘন ॥

এত কবি মনোভূষণে ললিত পেরারী ।  
 মেঘে কন শুন মেঘে বচন হামারি ॥  
 লাখ হুতা অরুণে ঢাক করা করি ।  
 তুনি শ্যাম-সৌদামিনী সখা নিরন্তরি ॥  
 কীরসা লইয়া করে বাগসে কহয় ।  
 নীরব হইয়া খাও কীর মধুময় ॥  
 “কা-কা” এই সাক্ষেতিক নিদাক্ষণ-রবে ।  
 কেন কাক ! জাগাইছ মাধবী-মাধব ॥

তথাহি শৃঙ্গার রসার্থকাদৌ ।

কা কাবলা নিধুবনশ্রম পীড়িতাদী  
 নিদ্রাংগতা দায়িতা বাহলতাসুবন্ধা ।  
 সা সা তু যা তু ভবনং দিহিরোদগমোহয়ং  
 সঙ্কেত বাক্যমিতি কাকচয়া বদন্তি ॥

ব্রাহ্মস্তুে অন্তরন্থে রিত বহুবিরবৈবোধিত কীরশারী-  
 পদৈহরৈবাপি সুধশয়নাহমিতৌ তৌ সখীভিঃ  
 দুষ্টৌ দুষ্টৌ তদীভৌ দতরতিলালিতৌ কক্শটীগীঃ সখকৌ  
 রামাক্ষৌ সতৃকাবপি নিজ নিজ ধার্যাগুত্বেদ্যরাশি ॥

দাড়িম্ব দেখাএগ তনে কন শারী-ভুকে ।  
 নীরব হইয়া খাও এ দাড়িম্ব সুখে ॥  
 তিত ফল করে ধরি কন পীকবরে ।  
 বড় দুঃখ পাই পীক তুয়া “কুহ” সরে ॥



“কু-হু” এই সাক্ষেতিক প্রিয়রব ঘারে ।  
 নিন্দা স্মৃতি করাইছ কেন বারে বারে ॥  
 প্রেম-রস জ্ঞানহীন পশু যতজন ।  
 রাধা-কৃষ্ণ-কেলী নিন্দে তারা সর্বক্ষণ ॥  
 চণক লইয়া তবে কক্টিরে কন ।  
 নীরবে চণক এই করহ ভক্ষণ ॥  
 হেনমতে শ্রীললিতারূপ-দূতগণে ।  
 ভক্ষ্য করে লঞা কন মধুর বচনে ॥  
 অলস-বিলাস ভঙ্গ এ বিপিন দাসে ।  
 নিদারুণ মনোহুঃখে করিল প্রকাশে ॥ ৩৫০ ॥  
 ভক্তগণ সুখ লাগি গিলন এথায় ।  
 কীৰ্ত্তন করিব মুণ্ডি আনন্দ বিয়ায় ॥

পদঃ ।

শ্রীরাধামাধব যুগল বিলাস ।  
 নিতি নব নব ভাবেতে প্রকাশ ॥  
 গোয়ালিনী সাজে শ্যাম-নটবর ।  
 রাই সঙ্গে মিলে জটিলার ঘর ॥  
 দুহু-দুহু কাঁকে তীভ্রগতি ধায় ।  
 মূহ-মূহ হাসি চারিদিকে চায় ॥  
 মূহুর্ভোক মধ্যে জটীলা অঙ্গনে ।  
 দুহু-দুহু কাঁকে দিলা বরশনে ॥

নব গোয়ালিনী হেরিয়া নয়নে ।  
 জটিল। কহয়ে মধুর বচনে ॥  
 ওগো গোয়ালিনি ! কোথা তব ঘর ।  
 গোয়ালিনী কহে গোকুল নগর ॥  
 জটিল। কহয়ে দুগধ লইয়া ।  
 মোর ঘরে এবে কি মনে করিয়া ॥  
 গোয়ালিনী কহে বোহিন আমার ।  
 দুধের যোগান করয়ে তোমার ॥  
 জটিল। কহয়ে বিহান বেলায় ।  
 কি লাগি আনিলে দুগধ এথায় ॥  
 বেলার লাগিয়া বোহিনে তোমার ।  
 কতরূপে করিয়াছি তিরস্কার ॥  
 গোয়ালিনী কহে নবীন সচুরী ।  
 ভোরে দোহী তেঞি, না করি চাহুরী ॥  
 বাসি দুধ মুঞি কভু নাহি রাখি ।  
 খুঁট নাহি কহি—দিননাথ সানী ॥  
 বাসি সাজো বুকো করি আবর্তনে ।  
 সন্দেহ কেন বা করিতেছ মনে ॥  
 অলপাবর্তনে মিঠা কীর হয় ।  
 আদরে আমার দুধ সবে লয় ॥  
 আমার দুধেতে নাশয়ে ত্রিদোষ ।  
 পানেতে সবার হৃদয় সন্তোষ ॥

জটিল কহয়ে কি নাম তোমার ।  
 জানিতে বাসমা ইচ্ছাছে আমার ॥  
 গোয়ালিনী কহে শ্যামা মোর নাম ।  
 ঝাঁটে দুখ লহ যাব অণু ঠাম ॥  
 জটিল কহয়ে বধূর ভবনে ।  
 দুখ লঞা তুমি করহ গমনে ॥  
 গোয়ালিনী কহে বধূর ভবন ।  
 কোন্ দিকে তাহা দেখাও এখন ॥  
 জটিল কহয়ে পূরবে যাইবে ।  
 বধূর ভবন তবে সে পাইবে ॥  
 গোয়ালিনী ভাবে জটিল কৃপায় ।  
 অবোধে দেখিব জীবন রাধায় ॥  
 ভবে গোয়ালিনী হাসিতে হাসিতে ।  
 রাধার অঙ্গনে হৈল উপনীতে ॥  
 দূরে হতে হেরি রাধার বচনে ।  
 সিহরিয়া কুন্ত ভাঙ্গিল অঙ্গনে ॥  
 তাহা দেখি কহে সুবদনী রাই ।  
 আহা ! আহা বাছা ! দুঃখে মরে যাই ॥  
 এস গোয়ালিনি ! বৈস মোর কাছে ।  
 দুখ গেছে তার দুঃখ কিবা আছে ॥  
 গোয়ালিনী কহে মহামুত্তপাশ ।  
 এ সামান্ত দুখ জানা উপহাস ॥

এত শুনি রাই মুচকি হাসিল ।  
 গোয়ালিনী ধাঞা রাধারে ধরিল ॥  
 তাহা দেখি লাজে প্রিয়সখীগণে ।  
 স্থরিত যাইয়া হইল গোপনে ॥  
 গোয়ালিনী সাজে প্রাতর সময় ।  
 রাই সনে মিলে শ্যাম-রসময় ॥  
 শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রহঃ-কেলী যেই ।  
 সর্বকাল জয়যুক্ত,—কহি এই ॥  
 শ্রীরাধা-মাধব যুগল মিলন ।  
 এ বিপিন যেন হেরে সর্বক্ষণ ॥

তাণ্ডব ক্রঃ ।

জয় রে জয় রে রাধা-গোবিন্দ বিলাস ।  
 ভক্ত-হৃদিকুঞ্জে নিতি হউক প্রকাশ ॥ ৩৫১ ॥  
 মহা-মহোৎসবানন্দ যতেক হইল ।  
 তার সীমা কুরিবারে কেহ না পারিল ॥  
 সম্পূর্ণ বদন প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।  
 সকলে বিদায় দিলা করিয়া বন্দন ॥  
 তবে সবে রাম-কৃষ্ণে প্রণমাদি করি ।  
 নিজ নিজ পাটে যায় বলি করি হরি ॥  
 পঞ্চদশ সাত শকে মাঘের অসিতে ।—  
 তৃতীয়ায়-বুধে প্রভু প্রদোষ প্রমিতে ॥—

মায়াময় ধাম ত্যজি পরংধামাশ্রয় ।—

প্রেমানন্দে করিলেন কহিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্বৈরাগী ঠাকুরেশোল্লং ।

অন্ধি ব্যোম বাণ চন্দ্র প্রমাণে চ শকে প্রভুঃ ।

মাঘ কৃষ্ণ তৃতীয়ায়াং প্রদোষ সময়ে বুধে ।

নিজ লীলাবসানেন জগাম ধামশান্তং ॥ ৩৫২ ॥

অদ্যাবধি মাঘমাসে-কৃষ্ণতৃতীয়ায় ।

রাম মহোৎসব হয় শ্রীবাগ্নাপাড়ায় ॥

শ্রীপাটাদিকারী হঞা শ্রীশচী-নন্দন ।

নিত্যোৎসবে করে রাম-কৃষ্ণের সেবন ॥

প্রসাদে বঞ্চিত নাহি হয় কোন জনে ।

এঁছে সেবা নাহি হেরি শ্রীগোড়ভুবনে ॥

কিছুদিন পবে এক ভূপতি আসিয়া ।—

পত্নী সহ রাম-কৃষ্ণ দর্শন করিয়া ॥—

বিনয় করিয়া কহে শ্রীশচী-নন্দনে ।

শ্রীমন্দির দিতে ইচ্ছা করিয়াছি মনে ॥

যদি আশ্রয় হয় প্রভো ! অধীনের প্রতি ।

তবে কিছু মুদ্রা দিয়া যাইব সম্প্রতি ॥

ঠাকুর কহেন তবে করিয়া রোদন ।

অগ্রজ প্রভুর ইচ্ছা হইল পূরণ ॥

প্রভুর বাসনা ছিল অত্যাচ্ছ-মন্দিরে ।

করিল বাসনা পূর্ণ কৃষ্ণ-বলবীরে ॥

ধন্য ! ধন্য ! ধন্য তুমি হও নরপতি ।  
 যাহা ইচ্ছা হয় তাহা করহ সম্প্রতি ॥  
 তবে তিঁহো বিংশ শত মুদ্রা প্রভু পায় ।  
 রাজ্ঞী সহ ধরিলেন আনন্দ হিয়ায় ॥  
 যত মুদ্রা লাগিবেক মন্দির নির্মাণে ।  
 তত মুদ্রা দিব আমি কহি তব স্থানে ॥  
 হেন বাক্য শুনি কন শ্রীশচী-নন্দন ।  
 রাম-কৃষ্ণ রূপা তুয়া প্রতি বিলক্ষণ ॥  
 রাম-কৃষ্ণ আর প্রভু শ্রীশচী-নন্দনে ।  
 প্রণাম করিয়া তিঁহো যায় স্ন-ভবনে ॥  
 তবে প্রভু শুভ দিন করিয়া নির্ণয় ।  
 যথাবিধি শ্রীমন্দির আরম্ভ করয় ॥  
 তিন বর্ষে শ্রীমন্দির সম্পূর্ণ হইল ।  
 প্রতিষ্ঠা দিবসে পুনঃ ভূপতি আইল ॥  
 প্রতিষ্ঠা পরেতে প্রভু নব-শ্রীমন্দিরে ।  
 মহানন্দে লঞা গেলা কৃষ্ণ-বলবীরে ॥  
 মন্দির নির্মাণ আর প্রতিষ্ঠা তাহার ।  
 গোসাঞি রামের নামে করে ক্ষত্ৰসার ॥  
 জগমোহনের মধ্যে আছে যেই শ্লোক ।  
 মন্দির প্রস্তুত কাল তাহে জানে লোক ॥

শ্রীমজ্জগমোহন মধ্যস্থিতঃ শ্লোকঃ ।

শাকে নাগাধি কামেশু বিধৌ শ্রীরামচন্দ্রতঃ ।

আবিরাদীদিষে রাম শ্রীরামাশ্রতি মন্দিরং ॥ ৩৫৩ ॥

পঞ্চদশ অষ্টত্রিংশ শক যেই হয় ।  
 তাহার আশ্বিনে হৈল শ্রীমন্দিরোদয় ॥  
 শ্লোক পাঠে ঐছে অর্থ হয় পরিজ্ঞান ।  
 অন্য অর্থ থাকে যদি করু মতিমান ॥  
 পঞ্চদশ সাত শকে মাঘী-কৃষ্ণপক্ষে ।  
 তৃতীয় প্রভু রাম যান লোকালক্ষে ॥  
 ইহাতে জানিয়ে তাঁর অপ্রকট পর ।  
 ত্রিংশদ্বর্ষ অশ্বৈ সন্ন দিল ভূপবর ॥  
 কেহ কেহ কহে দ্বিজমণি প্রভুরাম ।  
 মন্দির পত্তন করি যান নিত্যধাম ॥  
 তার ত্রিশ বর্ষ অশ্বৈ শ্রীশচী-নন্দন  
 প্রভুর প্রীতিতে সন্ন করে সমাপন ॥  
 “আবিরাসীং” ক্রিয়া হেতু এই অর্থ হয় ;  
 প্রকাশ করিয়া এই কৈলু সমুদয় ॥  
 ঐছে শ্লোক রচিলেন শ্রীশচী-নন্দন ।  
 এই কথা পূর্বাপর করিয়ে শ্রবণ ॥  
 বর্তমান শ্রীমন্দির যে করে দর্শন ।  
 এই শ্রীমন্দির প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥  
 ঐছে ভূপতির অর্থে করিয়া নির্মাণ ।  
 স্বাগ্রজের নামে প্রতিষ্ঠিতা মতিমান ॥  
 লোকে খ্যাত প্রভুরাম কৃত শ্রীমন্দির ।  
 এবে যায় বিরাজেন কৃষ্ণ-বলবীত ॥

ধন্য ! ধন্য ! ধন্য প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।  
 যাঁর ভক্তে করে এই মন্দির-মোহন ॥  
 শচী-নন্দনের তিন পুত্ররত্ন হয় ।  
 ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব অংশ সেই তিনে কয় ॥  
 শ্রীরাজবল্লভ দেব প্রথম তনয় ।  
 দেব শ্রীবল্লভ জানি দ্বিতীয় নিশ্চয় ॥  
 তৃতীয় কেশব দেব বিখ্যাত ভুবন ।  
 অবরজা কণ্ঠা এক করিমু শ্রবণ ॥

তথাহি যোজকেনোক্তং ।

শ্রীশচীনন্দনস্যোক্তে জ্যেষ্ঠঃ শ্রীরাজবল্লভঃ ।  
 শ্রীবল্লভো মধ্যমশ্চ কনিষ্ঠঃ কেশবঃ ২তঃ ॥ ৩৫৪ ॥

এঁছে তিন পুত্রে সেবা করিয়া অর্পণ ।  
 নিভূতে ভজন করে শ্রীশচী-নন্দন ॥  
 পিতৃ-পিতৃব্যের পদ করিয়া শরণ ।  
 তিন ভাই করে রাম-কৃষ্ণের সেবন ॥  
 বর্দ্ধমান হৈতে আসি নরেন্দ্র-কেশরী ।  
 দেখি রাম-কৃষ্ণ আর শঙ্কর-শঙ্করী ॥—  
 আনন্দিত হঞা কন শ্রীশচী-নন্দনে ।  
 মোর ইচ্ছা হয় কিছু করিতে অর্পণে ॥  
 যদি আজ্ঞা হয় তবে সেবার লাগিয়া ।  
 ভূমি দান করি লহ করুণা করিয়া ॥



গোসাঞি কহেন ভূপ যে ইচ্ছা তোমার ।

তব রাজ্যাধীন এই শ্রীপাট আমার ॥

গোসাঞির বাক্য শুনি নরেশ তখন ।

রাধানগরের লাভ করিলা অর্পণ ॥

কেহ কেহ অন্যরূপ করি ইহা কয় ।

তাহাতে নরেশ বংশ প্রমাণ আছয় ॥

বার্দ্ধক্য বয়সে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন ।

তিন পুত্র রাখি করে লীলা সম্বরণ ॥

অগ্রজের ন্যায় প্রভু লীলা সম্বরিল ।

দেখিযা শ্রীপাটবাসী কান্দিতে লাগিলা ॥

তার আশ্রুতা আদি গোসাঞির গায় ।—

করিলেন তিন পুত্র সব লোকে গায় ॥

কোন হেতু-জন ভাই পৃথক হইয়া ।

বাম-কক্ষে সেবে কাম্যকাম্যাদি ছাড়িয়া ।

শ্রীরাজবল্লভ প্রভু পুত্র-কন্যা-হীন ।

ভক্তিশাস্ত্রে সুনিপুণ ভজন প্রবীণ ॥

শ্রীবল্লভ দেব আর শ্রীকেশবাম্বয় ।—

অদ্যাবধি শ্রীশ্রীপাটে বহু বিরাজয় ॥

শ্রীবল্লভ গোসাঞির দুই পুত্র হয় ।

প্রথম গোপালকৃষ্ণ গোসাঞি নিশ্চয় ॥

দ্বিতীয় জীবনকৃষ্ণ ভুবনে বিদিত ।

কেশব প্রভুর তিন পুত্র গুণান্বিত ॥

নবদ্বীপাধীশ রায় শ্রীরামজীবন ।—  
 রাজ্ঞীর সহিত করি শ্রীপাট দর্শন ॥  
 প্রভুর সেবার তরে শ্রীল শ্রীবল্লভে ।  
 নরসিংহপুর দিলা মনের উৎসবে ॥  
 মহারাজ কহিলেন গৌর সম্প্রদায় ।  
 তব সম সদ্ভাঞ্জন দেখা নাহি যায় ॥  
 কুলীন সম্মান তাহে হরিপরায়ণ ।  
 সর্বগুণ পরিপূর্ণ—অমল রতন ॥  
 স্বরূপ সেবাধিকারী প্রভো ! তুমি হও ।  
 আমার প্রদত্ত ভূমি সেবা লাগি লও ॥  
 বিপ্র ভূপতির দান পরম আত্মদে ।  
 গ্রহণ করিয়া ভূপে দেন ধন্যবাদে ॥  
 তবে পরস্পর বহু নতি-দ্রুতি করি ।—  
 নদীয়া-নরেশ যান আপন নগরী ॥  
 ধন্য ! ধন্য ! ধন্য রায় শ্রীরামজীবন ।  
 কৃষ্ণসেবা লাগি দাঁর দান বিলক্ষণ ॥  
 ভিক্ষাকে ভূলাঞা তবে কৃষ্ণ-বলরাম ।  
 জাহ্নবী-নৃসিংহপুর দেখিবারে যান ॥  
 তথাকার প্রজাগণ করিয়া দর্শন ।  
 সর্বেশ্বর ভিক্ষুকভক্তে করেন ধারণ ॥  
 বহু প্রজা বেগে আসি শ্রীপাটে কহিলা ।  
 শুনিয়া শ্রীপাটবারী জীবন পাইলা ॥

রাম-কৃষ্ণে আনি তবে প্রভুপাদগণ ।  
 শ্রীমন্দিরে পূর্ববৎ করেন স্থাপন ॥  
 ধন্য গঙ্গা ! ধন্য নরসিংহপুর গ্রাম ।  
 যাহা দেখিবারে যান কৃষ্ণ বলরাম ॥  
 কোন হেতু শ্রীবল্লভ ক্রোধান্বিত হইয়া ।  
 বৈঁচিতে নিবাস করে শ্রীপাট ছাড়িয়া ॥  
 শাখাপাট প্রকাশিতে ইচ্ছা হৈল তাঁর ।  
 তেত্রিঃ ক্রোধ ছলা করি শচীর কুমার ॥  
 বৈঁচিতে যাইয়া করে শ্রীপাট প্রকাশ ।  
 এ বড় কোতুক ?—শুনি লাগয়ে উল্লাস ॥  
 শ্রীরাধাবল্লভ মূর্ত্তি প্রকাশিলা তথা ।  
 শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনানন্দ নিত্য হয় যথা ॥  
 যথা পাট প্রকাশিলা প্রভু শ্রীবল্লভ ।  
 গোবিন্দপুরাণ্য সেই স্থান সুদুল্লভ ॥  
 তথায় প্রভুর বংশ হইয়া বিস্তার ।  
 অদ্যপি সেবিছে কৃষ্ণ প্রভু অনুসার ॥  
 বাব্বাপাড়া শ্রীপাটের কোন অধিকার ।  
 তথাকার পুত্রে নাহি দেন গুণাধার ॥  
 যদ্যপি শ্রীশাখা পাটে রহেন গোসাঁই ।  
 তথাপি তাঁহার প্রাণ কাণাই-বলাই ॥  
 একদিন দুঃখ-অভিমানে প্রভু কন ।  
 ওরে পুত্র ! ভৃত্য সবে করহ শ্রবণ ॥

আমার আসন্ন কাল যখন হইবে ।  
 বাগ্নাপাড়া ধামে কভু লঞা না যাইবে ॥  
 পুত্র-ভৃত্যগণ তাহা করিলা স্বীকার ।  
 না বুঝি প্রভুর ভাব এ লীলা তাঁহার ॥  
 কিছুদিন পরে প্রভু ব্যাধি ছল করি ।  
 পুত্রাদিরে কহিলেন সস্নেহ আচরি ॥  
 শীঘ্র মোরে অশ্বিকায় লইয়া চলহ ।  
 গৌর-গঙ্গা দেখি যাঞা দেব না করহ ॥  
 তবে নরযানে করি পুত্র-শিষ্যগণ ।  
 প্রভুরে লইয়া যান সহ সঙ্গীর্জন ॥  
 রাম-কৃষ্ণেচ্ছায় তবে সরণি মধ্যেতে ।  
 সবাংকার মহাভ্রম হৈল হৃদয়েতে ॥  
 সেই ভ্রমে অন্ধ হঞা শ্রীবান্নাপাড়ায় ।  
 সবে উপনীত হৈলা পণবীথিকায় ॥  
 যানের ভিতর হৈতে গোসাঞি কহিলা ।  
 কহ সবে কোন ঠাঞি আশ্রয় আনিলা ॥  
 চিত্তভ্রম দূর তবে হৈল সবাংকার ।  
 সবে কহে শ্রীজিউয়ের এই সিংহদ্বার ॥  
 শ্রবণ করিয়া প্রভু করেন রোদন ।  
 শ্রীরাম-কৃষ্ণের কৃপা করিয়া স্মরণ ॥  
 “ভুলিলেও নাহি ভুলে প্রভু দয়াময় ।”  
 ইহাই স্মরণ করি প্রেমাশ্রু পড়য় ॥

গোসাঁঞির আগমন করিয়া শ্রবণ ।  
 সিংহদ্বারে সবে আসি দিলা দরশন ॥  
 তবে শ্রীগোপালকৃষ্ণ সঙ্গে শ্রীজীবন ।  
 জনক পদার বিন্দ করেন বন্দন ॥  
 আদেশ পাইয়া তবে পূজারি গোসাঁই ।  
 বারামে বসান যাঞা কাণাই-বলাই ॥  
 তবে প্রভু শ্রীযুগল করিয়া দর্শন ।  
 কৃতাঞ্জলি হঞা এই করে নিবেদন ॥  
 “থেক থেক প্রাণনাথ ! না যেও কোথাও  
 যদি যাও তবে মোর এই মাথা খাও ॥”  
 মোর জ্যেষ্ঠতাত প্রভু কীরা দিলা যেই ।  
 সেই কীরা দিলা পায় শ্রীবল্লভ এই ॥  
 শ্রীযুগল শোভা প্রভু দেখিতে দেখিতে ।  
 পরংধাম প্রাপ্তি কৈলা পিতৃপদ রিতে ॥  
 গোসাঁঞির দেহ লৈঞা পুত্র-শিষ্যগণ ।  
 গঙ্গায় আসিয়া করে সৎকার সাধন ॥  
 আদ্যকৃত্য গোসাঁঞির যেই মত হয় ।  
 কার সাধ্য সে আনন্দ বর্ণন করয় ॥  
 বর্দ্ধমান মহীপাল ধনদাতা তার ।  
 ধনাধ্যক্ষ হৈল শ্রীগোবিন্দ গুণাধার ॥  
 বর্দ্ধমান ভূপতির পবিত্র ভবনে ।  
 গোপাল-কৃষ্ণের গুণ গায় সর্বজনে ॥

গোপাল প্রভুর মহা-মহিমা দর্শনে ।  
 মহারাজ আজ্ঞাধীন সদা সর্বক্ৰমে ॥  
 অতএব মহীপাল আনন্দ অস্তুরে ।  
 আদ্যকৃত্যে ধন দান করে অকাতরে ॥  
 গোসাঞির আদ্যকৃত্যে যৈছে ধন দান ।  
 তাঁহার পত্নীর আদ্যকৃত্যে তৈছে জান ॥  
 সিদ্ধ শ্রীগোপাল প্রভু সর্ব লোকে জানে ।  
 যাঁর বাক্যে বক্ষ্যাতরু ফল করে দানে ॥  
 পথ দিলা নদী যাঁর হেরি আগমন ।  
 সে পথে পাত্ৰকা পায় হন উত্তরণ ॥  
 তাঁর পার দেখি পীরসিদ্ধ মুসলমান ।  
 সর্বলোকে খ্যাত নাম কাঙ্গালী দেওয়ান ॥  
 তিহঁ। এক ব্যাঘ্রে চড়ি নদীপার হয় ।  
 তাহা দরশন করি প্রভু তাঁয়ে কয় ॥  
 যবন-কুলেতে তুমি সিদ্ধ একজন ।  
 তোমার শ্রীরের সিন্ধি করিব অর্পণ ॥  
 এত কহি প্রভু তাঁরে করে ভূমি দান ।  
 শ্রীকাঙ্গালী করিলেন প্রভুরে সেলাম ॥  
 প্রভু কন কর ভাঞা কৃষ্ণ-রাম নাম ।  
 করিবেন গীর তুয়া পূর্ণ মনস্কাম ॥  
 প্রভুর বচন শুনি হা কৃষ্ণ ! হা রাম ! ।  
 বার বার করে শ্রীকাঙ্গালী দেওয়ান ॥

এইরূপে কাঙ্গালীরে উদ্ধার করিয়া ।  
 পাটে উত্তরিল। প্রভু আনন্দ হইয়া ॥  
 অদ্যাপি কাঙ্গালী বংশ শিকারপুরেতে ।--  
 অবস্থান করিতেছে পরম সুখেতে ॥  
 কাঙ্গালীর জলপড়া গো-ব্যাধি বিনাশে ।  
 এই কথা সর্ব লোকে আছয়ে প্রকাশে ॥  
 গোপাল প্রভুর গুণ অনন্ত অপার ।  
 কেমনে বর্ণিব তাহা মুঞি ক্ষুদ্র ছার ॥  
 রঘুনাথ পুরাধীশ রঘুনাথ রায় ।  
 রাজ্য পরিত্রাষ্ট হঞা দুঃখীত হিয়ায় ॥  
 প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ আদি মূর্তিত্রয় ।  
 আর দশভুজা “জয় দুর্গা” ধাতুময় ॥  
 সেবার লাগিয়া কৈলা গোপালে অর্পণ ।  
 এই কথা পূর্ববাপন্ন করিয়ে শ্রবণ ॥  
 ছাগার্পণ ভয়ে “জয় দুর্গা” প্রভুগণে ।  
 কিঞ্চিৎ ভূমির সহ গ্রামান্তে ব্রাহ্মণে ॥--  
 সমর্পণ করিলেন সেবার কারণ ।  
 এই কথা বিজ্ঞগণে করেন কীর্তন ॥  
 অদ্যাবধি জগন্নাথ আদি মূর্তিত্রয় ।  
 শ্রীপাটে বিরাজ করে কহিনু নিশ্চয় ॥  
 কিছুদিন পরে জগন্নাথ রথোৎসব ।  
 শ্রীপাটে আরম্ভ হয়,—এই অনুভব ॥

যথা রাগঃ ।

দেখ সবে আনন্দ ওর ।

জগন্নাথ রথোৎসবে সবাই বিভোর ॥ ধ্রুঃ ॥

আঁওল জীবনপ্রদ বরিষা সময় ।

মৃন্তেদী উদয় ভেল উদ্ভিদ নিচয় ॥

আনন্দে কৃষকগণ কৃষি-কাজ করে ।

বণিক ভাসায় ডিঙ্গা হরিষ অস্তুরে ॥

নদ-নদী পাণ্ডুবর্ণ নবীন-জীবনে ।

ভেকগণ করে রব আনন্দিত মনে ॥

শম্বুকাদি ডিম্ব ছাড়ে নববারি পানে ।

উধভারে শোভে গাভী বিধিরূপবিধানে ॥

বিল ছাড়ি অহিকুল গ্রাম মাঝে ধ্রুয় ।

বর্ত্তিকালোকেতে রক্তে মানব বেড়ায় ॥

প্রফুল্ল ভাবেতে তরু-লতা শোভা পায় ।

পক্ষীগণ ডিম্ব ছাড়ে আনন্দ হিয়ায় ॥

নিশায় খদ্যোত সব টেড়ে উড়ু প্রায় ।

ঝাঁঝিঁ রবে কিল্লীগণ শ্রবণ জ্বালায় ॥

কর্দমাক্ত মাঠ-ঘাট-পথ সমুদয় ।

সরোবর আদি পূর্ণ ভাবেতে শোভয় ॥

আম্রবীজ ঘষি শিশু আনন্দে স্বাজায় ।

বর্জ্জুর-পনস সবে যথা তথা খায় ॥



মেঘগণ করে সদা গভীর গর্জ্জন ।  
 গাঢ় অন্ধকারে করে নিশা আচ্ছাদন ॥  
 অনুরাগ ভরে অভিসারিকা সকল ।—  
 তড়িদালোকেতে পথ দেখিয়া কেবল ॥  
 প্রিয়তম সন্নিধানে করয়ে গমন ।  
 মদন রাজার দর্প করিতে দলন ॥  
 মেঘের গভীর রবে,—বিদ্যুত প্রভায় ।  
 চমকি যুবতী আগী পতিরে শয্যায় ॥—  
 গাঢ়রূপে নিরস্তর করে আলিঙ্গন ।  
 স্বপতির অপরাধ করিয়া স্মরণ ॥  
 প্রবাসীর কাণ্ডা নিজ নয়ন জলেতে ।—  
 অধর-পল্লব-সিক্ত করিয়া খেদেতে ॥—  
 মাল্যানুলেপন আর অঙ্গ আভরণ ।  
 পরিহরি দুঃখে কাঁদি করয়ে যাপন ॥

তথাহি ঋতুসংহারে ।

অভীক্ষমূর্চ্ছধনতা পয়োমুচা ঘনাক্ষকারী কৃত'শর্কবীষপি ।  
 তডিৎপ্রভা দর্শিত মার্গ ভ্রময়ঃ প্রয়াস্তি রাগাদভিসারিকাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥  
 পয়োধবৈভীম গভীর নিব্বনৈ'স্তড়িত্তিক্বেদেহিতচেতসো ভৃশং ।  
 ক্রতাপবাদানপি যোষিতঃ প্রিয়ান্ পরিষজন্তে শয়নে নিরস্তরং ॥  
 বিলোচনেন্দীবর বারি বিন্দুভি নিষিক্ত বিধাধর চাক্র পল্লবাঃ ।  
 নিরস্ত মাল্যভরণানুলেপনা স্থিতাশিরাশাঃ প্রমদাঃ প্রবাসিনাং ॥৩৫৫

কীট-তৃণাশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ নব জল ।—  
 হেরিয়া সভয়ে নিম্নে ধায় ভেকদল ॥  
 জ্ঞানহীন অলি নব কমল আশায় ।  
 গন্ধিনীরে পরিহরি মদমত্ত প্রায় ॥  
 নৃত্যকারী ময়ূরের পুচ্ছচক্রোপরি ।—  
 উড়ি পড়ে নবনীলোৎপল জ্ঞান করি ॥  
 কদম্ব-অর্জুন-নীপ-কেতকীর ত্রাণে ।  
 উন্মত্ত করিয়া তুলে ভাবুকের প্রাণে ॥  
 মধুপান আশে দুর্বিবিনীত মধুকর ।  
 পদ্ম ভ্রমে স্বর্ণবর্ণা কেতকী উপর ॥  
 নিপতিত হয় গন্ধে হঞা উনমত ।  
 ভুবন বিদিত গন্ধ যাহার সতত ॥  
 রেণুতে দর্শনহীন হঞা ভৃঙ্গরাজ ॥  
 কেতকীতে পড়ি রহে ছাড়ি নিজ কাজ ॥  
 কণ্টকেতে ছিন্ন পক্ষ হঞা অগ্নি ঠাই ।—  
 যাইতে না পারে ভৃঙ্গ দেখিবারে পাই ॥  
 উভয় সঙ্কটে পড়ি লম্পট-ভ্রমর ।  
 কেতকীর মাঝে ধ্বনি করে নিরন্তর ॥

তথাহি শৃঙ্গাররসাষ্টকে ।

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবন বিদিতা কেতকী স্বর্ণ বর্ণা  
 পদ্মভ্রাস্ত্যা চপল মধুগাঃ পুষ্প মধ্যে পপাত ।

অক্ষীভূতং কুসুমরজসা কণ্টকৈর্লুণ পক্ষঃ  
স্বাতুং গন্ধং দ্বয়মপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ ॥ ৩৫৬ ॥

নিতম্ব অবধি বক্র লম্বিত কুন্তল ।  
পুষ্প অভরণে শোভে শ্রবণযুগল ॥  
হারে সুশোভিত পীনোন্নত পয়োধর ।  
মধু-গন্ধাস্থিত মুখমণ্ডল সুন্দর ॥  
হেন রূপ প্রদর্শিয়া যুবতী সকল ।  
কামি যুবকের করে হৃদয় চঞ্চল ॥  
রতি-রঙ্গ অভিলাষে যুবক তখন ।—  
ব্যস্ত হঞা এথা সেথা করয়ে ভ্রমণ ॥

তথাহি ঋতুসংহারে ।

শিরোরুহৈঃ শ্রেণীতট। বলম্বিভিঃ  
কৃতাবতঃসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ ।  
স্তনৈঃ সহরৈর্বদনৈঃ সসীধুভিঃ  
স্ত্রিয়ো রতিং সঞ্জনয়ন্তি কামিনাং ॥ ৩৫৭ ॥

বিদ্যাম্বিতা ইন্দ্রধনু সহ পয়োধর ।—  
কাঞ্চী আদি বিভূষিতা কামিনীনিকর ॥  
প্রবাসী সবার করে হৃদয় ব্যাকুল ।  
ধন্য ! ধন্য ! শুচিকাল নাহি যার তুল ॥  
অগুরু-চন্দনে অঙ্গ করি সুবাসিত ।  
কুসুমালঙ্কারে করি শ্রবণ ভূষিত ॥

সুগন্ধ অধিত করি লব্ধিত কুস্তল ।  
 মেঘধ্বনি শুনি সাজে রমণী সকল ॥  
 গুরুজন গৃহ ছাড়ি স্থরিত চরণে ।  
 স্ব-স্ব শয্যা গৃহ প্রতি করয়ে গমনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

তড়িগতাশক্রধমুবিভূষিতাঃপরোধরা স্তোয়ন্তরা বলধ্বিনঃ ।  
 স্থিগশ্চ কাঞ্চীমণিকুণ্ডলোজ্জ্বলা হরস্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসিনাং ॥  
 কালাস্তরু প্রচুর চন্দন চর্চিতাঙ্গাঃ  
 পুষ্পাবতংস সুরভীকৃত কেশপাশাঃ ।  
 শ্রুত্বা ধ্বনিং জলমুচাং ত্বরিতং প্রদোষে  
 শয্যা গৃহং গুরু গৃহাং প্রবিশস্তি নার্যাঃ ॥ ৩৫৮ ॥

অতুল্যত-কুচযুগে হার অতরণ ।  
 পরিধান অতি সূক্ষ্ম ধবল বসন ॥  
 ত্রিবলী বিভক্ত মধ্যদেশ-মনোহরেশ  
 নবজলসেক শ্রমে ঘর্ষাবিন্দু বারে ॥  
 নবজলকণা সিক্ত পুষ্পভারে নত ।—  
 বক্ষশোভা হেরি স্তম্ভ হয় অবিরত ॥  
 কেতকী পুষ্পের গন্ধে রমণী নিচয় ।  
 অতি প্রকুল্লিত হয় কহিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দধতি কুচযুগাঞ্ছেক্ষন্নতৈহারযষ্টিং .  
 প্রভঙ্কসিতছকুলাত্মাশ্রুতৈঃ শ্রোণিবিধৈঃ ।

নবজলকনসেকামুদগতাং রোমরাজীং  
 ত্রিবলি বলি বিভাগৈর্মধ্যদেশে চ নার্য্যঃ ॥  
 নবজলকণসঙ্গাচ্ছীততামাদধানঃ  
 কুসুমভরণতানাং নাশকঃ পাদপানাং ।  
 জনিতরুচিরগন্ধঃ কেতকীনাং রজ্জোভিঃ  
 অপহরতি নভস্বান্ প্রোষিতানাং মনাংসি ॥ ৩৫৯ ॥

জলাশয়ে পদ্মপুষ্প হইয়া স্ফুটিত ।  
 সর্বজন মন আঁখি করে হরষিত ॥  
 পাটল পুষ্পের গন্ধে দিক আমোদিত ।  
 স্নিগ্ধ-জল পানাদিতে সবে ভরাধিত ॥  
 বিমল-চন্দের অংশু এ হেন সময় ।  
 সর্বজন প্রিয় এই জানিহ নিশ্চয় ॥  
 হেন প্রিয় শুচিকালে যুবতীর সঙ্গে ।  
 সুশীতল-হর্ষ্যাপরি নানাবিধ রঙ্গে ॥  
 নিশাতিবাহিত অতি সুখের বিষয় ।  
 সংক্ষেপে করিনু শুচিকালের নিশ্চয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

কমলবনচিতাম্বুঃ পাটলামোদরম্যঃ  
 সুখ সলিলনিষেকঃ সেব্য চক্রাংশু হাসঃ ।  
 ব্রজতু-তব নিদাঘঃ কামিনীভিঃ সমেতো  
 নিশি সুললিত গীত্বে হর্ষ্যপৃষ্ঠে সুখেন ॥ ৩৬০ ॥

গ্রীষ্ম-বর্ষা গুণ প্রায় এক মত হয় ।  
 এই কথা কোন কোন কাব্যকার কয় ॥  
 নিশায় যুবকগণ রম্য হর্ম্যোপরে ।—  
 সুগন্ধি শয্যায় বসি আনন্দ অশুরে ॥  
 প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্বিত সুধাপানে ।—  
 সুশীতল করে নিতি উত্তাপিত প্রাণে ॥  
 কাম-উদ্দীপক তান্ লয়াদি সঙ্গত ।—  
 সঙ্গীত শ্রবণে কামে হয় উনমত ॥

তথাহি তত্রৈব ।

স্তবাসিতং হর্ম্যাতলং মনোহরং প্রিয়ামুখোচ্ছ্বাস বিকম্পিতং মধু ।  
 সুতদ্বিনীতং মদনস্ত দীপনং শুচৌ নিশীথেহমুভবন্তি কামিনঃ ॥ ৩৬১ ॥

চন্দ্রহার সুশোভিত নিতম্বিনীগণ ।  
 সচন্দন হার সুমণ্ডিত করি স্তন ॥  
 মুগ্ধকর গন্ধ দ্রব্য নাসিত কুস্তলে ।—  
 সুশীতল করে নিতি বিদগ্ধ সকলে ॥—

তথাহি তত্রৈব ।

নিতম্ব বিম্বৈঃ সচ্ছকুলমেখলাঃ  
 স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ ।  
 শিরোরুকুটৈঃ স্নান কথায় বাসিতৈঃ  
 স্থিরো নিদায়ং শয়নস্তি কামিনাং ॥ ৩৬২ ॥

হর্ম্যোপরি কুশোদরী সহিত নাগর ।  
 সুগন্ধি শয্যায় কুসি ধরি প্রিয়া কর ॥

নানা রস-কথালেপে হৃদয়-কাস্তার ।—

রতি-রসোন্মত্ত করি কহে বার বার ॥

“নীবি মোক্ষ” কর প্রিয়ে ! বিলম্বে কি কাজ ।

ইহা শুনি বিলাসিনী পাঞা অতি লাজ ॥

মন স্নেহে অধোমুখে ধীরে ধীরে কয় ।

কি কথা কহিলে নাথ ! এই কি হে হয় ॥

ইহা শুনি গুণমণি আপনার করে ।

কাস্তা “নীবি” মোক্ষ করে আনন্দ অন্তরে ॥

কাস্তের করম হেরি নাগরী তখন ।

নয়ন মুদিয়া কহে এ কিহে মোক্ষণ ॥

“মোক্ষ” কি ইহার নাম শাস্ত্রকারে কহে ।

ইহা শুনি কহে প্রিয় তাহা মিথ্যা নহে ॥

কোন কোন জড়মতি লোকে বলে এই ।

অবিদিত স্নেহ-সুখোপ্ত বস্তু যেই ॥

“মোক্ষাখ্যান” হয় তার জানিহ নিশ্চয় ।

আমার মতেতে প্রিয়ে ! তাহা কিন্তু নয় ।

স্বর শরোন্মত্ত ঈষদ্রক্তিম-বরণ ।—

ঘূর্ণিত নয়ন যেই বিলাসিনীগণ ॥

তা’সবার নীতি মোক্ষ “মোক্ষ” স্ননিশ্চয় ।

বিচারিয়া দেখ প্রিয়ে ! হয় কি না হয় ॥

তথাহি শৃঙ্গারসাষ্টকে ।

অবিদিত স্নেহ দুঃখং নিগুণং বস্তু কিঞ্চিৎ

জড়মতিরহি কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচ চক্ষে ।

মমত্ব মতমনস্ স্মেরতাক্ষ্য ঘূর্ণম্—

মদকল মদিরাক্ষী নীবি মোক্ষ হি মোক্ষঃ ॥ ৩৬৩ ॥

পরিহাসচ্ছলে তবে সু-নাগর বরে ।

প্রিয়ামুখ চাহি কহে স্তমধুর স্বরে ॥

কুচযুগ নিম্ন মুখ করি সন্দর্শন ।

হে পদ্মলোচনে ! খেদ কেন অকারণ ॥

তাপকারী সূর্য্য যার সহস্র কিরণ ।

তাহার পতন হয় কর দরশন ॥

উন্নত হইলে হয় পতন নিশ্চয় ।

ইহা জানি স্থির কর আপুন হৃদয় ॥

তথাহি শৃঙ্গারতিলকে ।

এনং পয়োধরযুগং পতিতং নিরীক্ষ্য

খেদং বৃথা বহসি কিং ক্রমলায়তাক্ষিণী

যস্মাৎ সহস্রকিরণে জনতাপকারী •

• অত্মগতঃ প্রভবতীতি কিমত্র চিত্রং ॥ ৩৬৪ ॥

অত্যাচ্ছতা সকলের পতন কারণ ।

“অত্যাচ্ছ পতনায়তে” কহে বিজ্ঞগণ ॥

অত্যাচ্ছ বস্তুতে পড়ে নয়ন সবার ।

সেই হেতু শীঘ্র হয় পতন তাহার ॥

“অতি শব্দ” সকলের পতন কারণ ।

রাবণ প্রভৃতি প্রিয়ে ! তাহে নিদর্শন ॥



অতি দর্পে সবংশেতে মরিল রাবণ ।

অত্যাভিমানেনেতে হত কুরুকুলগণ ॥

অতি দানে বদ্ধ হয় বলি মহাশয় ।

“অতি শব্দ” ভাল নয় তেত্রিঃ বিজ্ঞে কয় ॥

তথাহি প্রাচীনরুক্তং ।

অতিদর্পে হতা লক্ষা অতি মানে চ কৌরবাঃ ।

অতিদানে বলির্ষদ্ধ সর্বমত্যস্ত গর্হিতং ॥ ৩৬৫ ॥

অতুল্যত পয়োধর লোক দৃষ্টি-স্থাসে ।

নিপতিত হয় শীঘ্র,—করিনু প্রকাশে ॥

কুসুমে কুসুমোৎপত্তি সর্বলোকে বলে ।

কেহ তাহা না দেখিল নয়ন যুগলে ॥

তুয়া মুখপদ্মে দুই আঁখি ইন্দীবর ।—

প্রস্ফুটিত হইয়াছে অত্যাশ্চর্য্যকর ॥

তথাহি শৃঙ্গারতিলকে ।

কুসুমে কুসুমোৎপত্তিঃ শ্রুতে ন চ দৃশ্যতে ।

বালে তব মুখাশ্চোজে কথমিন্দীবরবয়ং ॥ ৩৬৬ ॥

পদ্মোপরি দেখে যেই একোহি খঞ্জন ।

চতুরঙ্গবল আদি পায় সেই জন ॥

ভাগ্যফলে আমি তুয়া বদন-কমলে ।—

হেরিনু খঞ্জন দুই নয়ন যুগলে ॥

তাহে আমি কি হইব বলিতে না পারি ।

তোমাতে কহিনু এই হৃদয় উবারি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

একোহিখঞ্জনবরো নলিনীদলস্থো

দৃষ্টঃ কৰোতি চতুরঙ্গ বলাধিপতাং ।

কিঞ্চা করিষ্যতি ভবদ্বন্দ্বনারবিন্দে

জানামি নো নয়ন খঞ্জন যুগ্মমেতৎ ॥ ৩৬৭ ॥

দৈবায়োগে যদি কেহ পদ্মের উপরে ।

একটি খঞ্জন পক্ষী দরশন করে ॥

অল্পকাল মধ্যে সেই সুর-রাজা হয় ।

পূর্ব পূর্ব মহাজনে এই কথা কয় ॥

তুয়া মুখপদ্মে ছই নয়ন-খঞ্জন ।

ভাগ্যগুণে যেই জন করে দরশন ॥

স্মরানলে দগ্ধ হয় সেই সর্ববক্ষণ ॥

অত্যাশ্চর্য্য কথা এই করিশু কীর্তন ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যে,যে খঞ্জনমেকমেব কমলে পশুস্তি দৈবাৎ কচিৎ

তে সৰ্ব্বৈ কৃতিনো ভবন্তি স্মতরাং বিখ্যাত ভূমীভুজঃ ।

তদ্বক্তাধুজনেত্র খঞ্জনযুগং পশুস্তি যে যে জনান্তে

তে মন্যথাবাণ জালবিকলা মুগ্ধে কিমিত্যদ্বুতং ॥ ৩৬৮ ॥

সুন্দরি ! তোমার নেত্রদ্বয় ইন্দীবরে ।

রক্তিমাবরণ নব পল্লবে অধরে ॥

কন্দপুষ্পে দম্বশ্রেণী, চম্পকে শরীর ।

নিৰ্ম্মাণ করিল ধাতা কহিলাম স্থির ॥

দুঃখের বিষয় এই প্রস্তরের দ্বারে ।—

স্বজিলা হৃদয় তব ধাতা অবিচারে ॥

তাথাহি তত্রৈব ।

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন

কুন্দেনদন্তমধরং নবপল্লবেন ।

অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা

কাস্তে কথং ঘটীবান্ উপলেন চেতঃ ॥ ৩৬৯ ॥

জলকণাপূর্ণ মেঘরূপ মন্তকরি ।—

বিদ্যাক্রপ ধ্বজা সঙ্গে করিয়া সুন্দরি ! ॥

অশনির শব্দ রূপ মর্দল সঙ্গেতে ।

কামিজন প্রিয় বর্ষা আইলা সঙ্গেতে ॥

তথাহি ঋতুসংহারে ।

দর্শাকরাস্ত্রোধরমুত কুঞ্জরস্তড়িং

পতাকোশানি শব্দ মর্দলঃ ।

সামগতো রাজবহুদ্রতদ্রূতি—

বর্ষাগমঃ কামিজনঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ে ॥ ৩৭০ ॥

এমন বরিষাকালে প্রিয়া ছাড়া যেই ।

অবনীমণ্ডল মাঝে মৃতপ্রায় সেই ॥

হেন শুচি মাসে শুচি প্রিয় ভক্তগণ ।

জগন্নাথ রথোৎসবানন্দেতে মগন ॥

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষ পুষ্ট দ্বিতীয়ায় ।

জগন্নাথ রথোৎসব আরম্ভ ধরায় ॥

অরুণ উদয়কালে দেব জগন্নাথ ।

রথোপরি উঠে বলভদ্র-ভদ্রা সাথ ॥

তথাহি শ্রীপুরুষোত্তমথণ্ডে ।

আষাঢ়শ্রু সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ।

অরুণোদয়বেলায়াং তত্শাং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥

ব্রাহ্মণৈর্বৈষ্ণবৈঃ সার্বং যতিভিঃ চ তপস্বিভিঃ ।

বিষ্ণুপায়েদেবদেবং যাত্রায়ৈঃ সঙ্কতাজ্জলিঃ ॥ ৩৭১ ॥

অরুণ উদয়ে দেবে করিয়া অর্চন ।

ভোগ দিয়া রথোপরি তুলি ভক্তগণ ॥

ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব আদি নর-নারীগণ ।

রথ-রজ্জু ধরি রথ করে আকর্ষণ ॥

পুষ্প আদি রথোপরি প্রিয় ভক্ত সবে ।

দেবোদ্দেশে বরিষয়ে আনন্দানুভব ॥

সারাদিন রথোপরি প্রভু জগন্নাথ ।

বিরাজ করেন বলভদ্র-ভদ্রা সাথ ॥

বেলি অবসানে প্রভু বলরাম-কৃষ্ণ ।

জগন্নাথে ভেটিবারে হইয়া সতৃষ্ণ ॥

ভক্তগণ সঙ্গে রত চৌকিতে চাপিয়া ।

রথক্ষেত্রে ঘান মহা আনন্দ করিয়া ॥

খোল-করতাল-সিঙ্গা-কাঁকর-কাঁসর ।

মর্দল-মৃদঙ্গ আদি বাজে নিরন্তর ॥

নানা বর্ণ পতাকাদি ধরি ভৃত্যগণ ।  
 সরণির দুই পাশে করয়ে গমন ॥  
 ধূয়া গানে ভক্তগণ প্রেমে নৃত্য করে ।  
 সে আনন্দ বর্ণিবারে সাধ্য কেবা ধরে ॥

ধূয়া ।

কিবা শোভা হেরি যুগল রূপ-মাধুরী ।  
 রাম-শ্যাম একাসনে হের রে নয়ন ভরি ॥  
 মলিত ত্রিভঙ্গ ঠামে দাঁড়ায়ে ছ-ভাই ।  
 রূপের বলিহারি যাই,—ইত্যাদি ॥ ৩৭২ ॥

গাইতে গাইতে এই ধূয়া ভক্তগণ ।  
 প্রভুদয় সঙ্গে রঞ্জে করেন গমন ॥  
 রঞ্জে যোগে যাঞা প্রভু বিধি অনুসার ।  
 বিষ্ণুরথ পরিক্রম করে চারিবার ॥  
 দেব সঙ্গে পরিক্রম কবি ভক্তগণ ।  
 জয় জয় দিয়া রথ করে আকর্ষণ ॥  
 তথানন্দে ভক্তগণ দিয়া জয় জয়ে ।  
 প্রার্থনা করেন এই আনন্দ হৃদয়ে ॥  
 পুরাকালে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজ-রাজেশ্বরে ।  
 যে আশ্রা করিলা দেব ! করুণা অন্তরে ॥  
 এবে মোরা সেই কার্য্য করিবারে চাই ।  
 আশ্রা কর জগন্নাথ ! মাগি তুষা ঠাই ॥

জয় জয় জয় প্রভো ! করি নিবেদন ।

গুণ্ডিচা মণ্ডপে স্নেহে করুন গমন ॥

তথাহি শ্রীকল্যাণে ।

ইন্দ্রচ্যুতঃ কৃতিপতিং যথাজ্ঞা সা কৃত্য পুরা ।

বিজয়স্ব রথে নাথ গুণ্ডিচামণ্ডপং প্রাচি ॥ ৩৭৩ ॥

তবে দেবত্রয় রথ হইতে নামিয়া ।

গুণ্ডিচা ভবনে বান আনন্দ করিয়া ॥

গুণ্ডিচা ভবনে দেবত্রয়ে রক্ষা করি ।

স্ব-মন্দিরে প্রত্যাগত হন রাম-হরি ॥

প্রিয় গুণ্ডিচালয়েতে দেব জগন্নাথ ।

সপ্ত দিন বিহরেন বল-ভদ্রা সাথ ॥

সপ্তাহ গুণ্ডিচালয়ে দেবত্রয়ে যেই ।

দরশন করে মহাভাগ্যবান, সেই ॥

শ্রীবিষ্ণু সাযুজ্য সেই অনায়াসে পায় ।

সে জন প্রাকৃত নহে কহিনু তোমায় ॥

তথাহি তৈত্ত্বি ।

মন্ত্ৰহাং যো প্রপশ্যন্তি গুণ্ডিচামণ্ডপে স্থিতং ।

মাক্ষ রামং স্নেহদাক্ষ মম সাযুজ্যমাপ্নু যুঃ ॥

মন্ত্ৰহাং যো নরনারী ন সা প্রাকৃত ভাবুঘী ।

বিষ্ণু সাযুজ্যমাপ্নোতি শাসনাশ্রয়বিরিণঃ ॥ ৩৭৪ ॥

গুণ্ডিচা বেদিকোপরে দিবা দরশনে ।

যেই পুণ্য লাভ করে নর-নারীগণে ॥

তার দশগুণাধিক রাত্রে দরশনে ।

তোমার নিকট এই করিষু কীর্তনে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দিবা তদ্বর্ষণং পুণ্যং রাত্রৌ দশগুণং ভবেৎ ॥ ৩৭৫ ॥

প্রথম যাত্রার কথা করিষু বর্ণন ।

হোড়াপঞ্চমীর কথা করহ শ্রবণ ॥

আষাঢ়ের শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথিতে ।

মঘাষ্মক্ষে দেবত্রয়ে গুণ্ডিচা-বেদীতে ॥

দর্শন-অর্চন আদি করেন য়াঁহারা ।

ত্রিলোকের নাখে মহাভাগ্যবান্ তাঁরা ॥

তথাহি তত্রৈব ।

আষাঢ়শ্চ হিতে পক্ষে পঞ্চমী পিতৃদৈবতং ।

নক্ষত্রং জুগদীশ্য মহাবেদীসমাগমং ॥ ৩৭৬ ॥

যেই সাত দিন বিষ্ণু গুণ্ডিচা ভবনে ।—

অবস্থিতি করে বলভদ্র-ভদ্রা সনে ॥

সেই সাত দিন দান-হোম-জপাদিতে ।—

সর্বপাপ বিমোচন হয় স্নানশিচুতে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দানং হোমো জপশ্চাপি সর্বপাপবিমোচনং ।

দিনানি সপ্ত যাত্নজ কৃষ্ণে বসতি মণ্ডপে ॥ ৩৭৭ ॥

“শ্রীলক্ষ্মীবিজয় লীলা” ঐছে পঞ্চমীতে ।

গুণ্ডিচা ভবনে হয় জানিহ নিশ্চিতে ॥

পঞ্চমীর নিশামুখে “শ্রীলক্ষ্মীবিজয় ।”

গুণ্ডিচা ভবনাসনে বর্ষে বর্ষে হয় ॥

ঐছে শ্রীবিজয়োৎসবে কৃষ্ণ-বলরাম ।

দুই ঠাকুরাণী সঙ্গে পূর্ণানন্দ ধাম ॥

গুণ্ডিচা অঙ্গনে যান রজনী প্রমুখে ।

ভক্তগণে সঙ্গে লঞা প্রেমানন্দ-স্থখে ॥

এক রত্ন চৌকীপর বলরাম-হরি ।

আর রত্ন চৌকী মাঝে রেবতী-কিশোরী ॥

নিজ নিজ প্রিয় যুথ ভক্তগণ সঙ্গে ।

শ্রীবিজয়োৎসবে যান করি নানা রঙ্গে ॥

শ্রীযুগল ধূয়া ধরি প্রিয় ভক্তগণ ।—

নাচে গায় প্রেমানন্দে দেখে যত জন ॥

ধূয়া ।

মরি ! মরি ! কিবা শোভা মরি ! ।

দুই ঠাকুরাণী সঙ্গে সঙ্গে রাম-হরি ! ॥

শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবে চলে ঘুরা করি ।

হের, রে ! হের রে ! সবে দুই আঁখি ভরি ॥ ৩৭৮ ॥

গাইতে গাইতে ঐছে ধূয়া ভক্তগণে ।

প্রভু সঙ্গে যান রঙ্গে গুণ্ডিচা অঙ্গনে ॥

তথা যাঞা নানা কাব্যলাপ অগ্রে হয় ।

সেই কাব্যলাপে হয় “শ্রীলক্ষ্মীবিজয় ॥”



লক্ষ্মী পাশ হারি প্রভু মুহু হাসি কন ।  
 তোমার বিজয় লক্ষ্মি ! জানি সর্ববক্ষণ ॥  
 দক্ষ শর্ষা লঞা তবে প্রিয়া যুথগণ ।  
 প্রভুর উপর কিছু করেন বর্ষণ ॥  
 দক্ষ শর্ষাপণ ভাব জানে নারীগণে ।  
 কালভয়ে মুণ্ডিও নাহি করিছু বর্ণনে ॥  
 শরিষা অর্পণ অস্ত্রে ভোগ-নীরাজন ।  
 পূজারি গোসাঞি প্রেমে করে সমাপন ॥  
 তবে মহানন্দে ভক্ত নর-নারীগণ ।  
 প্রভু অর্পণ করে মহাপ্রসাদ লুণ্ঠন ॥  
 হেনমতে শ্রীগুণ্ডিচা ভবনে শ্রীহরি ।  
 “শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় লীলা” সমাপন করি ॥  
 তথা হৈতে উঠি রথ করিয়া বেঞ্চন ।—  
 উপনীত হন যথা দাসের ভবন ॥  
 কায়স্থ-কুলেতে জন্ম হরে কৃষ্ণাখান ।  
 যার সম ভাগ্যবান নাহি হেরি আন ॥  
 যেই রাম-শ্যাম অজিহ্বা দেবে করে আশ ।  
 সেই রাম-শ্যাম যান দাসের আবাস ॥  
 প্রিয়াদয় সঙ্গে তথা করিয়া বিশ্রাম ।  
 ফলাদি সেবন করি উঠে রাম-শ্যাম ॥  
 পরম আনন্দে মহাপ্রসাদ লুণ্ঠন ।  
 পূর্ববৎ করে তথা সেবকের গণ ॥

অদ্যাবধি হরেকৃষ্ণ দাসের ভবনে ।  
 কৃপা করি যান রাম-কৃষ্ণ প্রিয়া সনে ॥  
 দাসের ভবন হৈতে শ্রীরাধানগর ।—  
 ভ্রমিয়া উঠেন ত্বর শ্রীপাট উপর ॥  
 সরণির দুই পার্শ্বে বিপ্র-পত্নীগণ ।  
 ফল আদি উপহার করিয়া ধারণ ॥  
 দাঁড়াইয়া রহে রাম-কৃষ্ণ মুখ চাই ।  
 ব্রজ অনুসার ভাবে বলিহারি যাই ॥  
 সেই সব উপহার লঞা বিপ্রগণ ।  
 রাম-কৃষ্ণ-প্রিয়া অগ্রে করেন ধারণ ॥  
 দক্ষিণ শ্রবণ স্পর্শ করিয়া পূজারি ।  
 সেই সব দ্রব্য অর্পে তন্মন্ত্র উচ্চারি ॥  
 হেনরূপে রাম-কৃষ্ণ ভক্তগণ সঙ্গে ।  
 নগর ভ্রমণ করি-নিজ-সঙ্গে রঙ্গে ॥—  
 প্রবেশ করেন লঞা প্রিয় ভক্তগণে ।  
 “শ্রীলক্ষ্মী-বিজয়” এই করিষু কীর্তনে ॥  
 বর্ষে বর্ষে এই লীলা করে রাম-শ্যাম ।  
 “নগর ভ্রমণ লীলা” হয় যার নাম ॥  
 দ্বিতীয়া হইতে পুনঃ নবম দিবসে ।—  
 পুনর্ঘাতা আরম্ভন হয় নানা রসে ॥  
 অরুণ উদয়কালে দেব জগন্নাথ ।  
 পূর্ব সম বুথে উঠে রাম-ভদ্রা সাথ ॥

নবদিনাঙ্গিকা যাত্রা কহয়ে উহারে ।

তিথির অপেক্ষা শাস্ত্রে নাহিক প্রচারে ॥

তথাহি তত্রৈব ।

যথা পূর্বা তথাচেষং তে বিমুক্তি প্রদায়িকে ।

যাত্রা প্রবেশৌ দেবস্য এক এবোৎসবো যতঃ ।

পুরাবিদোবদন্ত্যে তাং যাত্রাং নবদিনাঙ্গিকাং ॥

এষা দ্রাবয়বা যাত্রা সম্পূর্ণা যৈরুপাসিতা ।

নুসম্পূর্ণং ফলং তেষাং মহাবেদী মহোৎসবে ॥ ৩৭৯ ॥

না বুঝিয়া কেহ কেহ স্মার্তের লিখন ।

দশমীর অনুরোধ করিয়া কল্লন ॥

“নবদিনাঙ্গিকাযাত্রা” অণুথা করয় ।

বিজ্ঞ গ্রাহ বহে তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥

শ্রীচন্দন যাত্রা, রথ, শ্রীদোল, বুলান ।

জগন্নাথ অনুসারে করিতে বিধান ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ।

কিস্বীদৃষ্টক্তি সংদর্শি জগন্নাথানুসারতঃ ।

দোলা চন্দন কীলাল রথযাত্রাশ্চ কারয়েৎ ॥ ৩৮০ ॥

অষ্টম দিবসে রথ দক্ষিণাভিমুখে ।—

স্থাপন পূর্বক সাজাইয়া আত্ম স্থখে ॥

নবমীর প্রাতে মহা-সমারোহ করি ।

জগন্নাথে উঠাইবে রথের উপরি ॥

দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা দুর্লভাতিশয় ।

ভক্তি, মুক্তি-প্রদায়িকা কহিনু নিশ্চয় ॥

তথাহি স্বান্দে ।

অষ্টমেহি পুনঃ কৃত্বা দক্ষিণাভিমুখান্ বৃথান্ ।

ভুষয়েৎস্বমাল্যৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ ।

নবমাং বাসায়ৈদেবান্ তেষু প্রাতঃ সমৃদ্ধিমং ।

দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিষ্ণোরেষা সূচল্লভা ॥ ৩৮১ ॥

নবমী অর্থেতে নব দিবস লিখয় ।

“নবদিনাঙ্গিকা যাত্রা” জানিহ নিশ্চয় ॥

হেনরূপে সূচটিত রথ যাত্রা হয় ।

অনুথাচরণে প্রত্যব্যায় শাস্ত্রে কর ॥

তথাহি পাদ্মে ।

ইথং সূচটিতং তন্তু রথং দেবত্রয়স্য চ ।

অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাত্ দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৮২ ॥

পুষ্যা-দ্বিতীয়ায় আঢ্যাৎসব আরম্ভন ।

নব দিনে শৈষোৎসব হয় সমাপন ॥

শৈষোৎসব দিনে দেবত্রয়ে আনিবারে ।

মিত্রাস্তোর কিছু পূর্বের পূর্ব অমুসারে ॥

রাম-শ্যাম স্ব-স্ব প্রিয়া সহ শ্রীমুগলে ।

দেবত্রয়ে আনিবারে যান কুতূহলে ॥

অথ রত্ন চৌকী মাঝে শ্রীরাম-য়েবতী ।

পশ্চাদ্রত্ন চৌকীপরে, শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতী ॥

ভক্তগণ সঙ্গে সঙ্গে করেন গমনে ।

শ্রীযুগল ধূয়া সবে গানানন্দ মনে ॥

শ্রীযুগল ধূয়া ।

মরি আঁহা মরি ! মরি ! যুগল রূপ-মাধুরী ।

নব কৈশোর শ্রীহরি, বামে নবীনা রাই কিশোরী ॥ ৩৮৩

এই ধূয়া গানে কৃষ্ণ প্রিয় ভক্তগণ ।

ত্রিলোক পবিত্র করি করেন নর্তন ॥

ত্রিলোক পবিত্রকারী ভক্ত-নৃত্য হয় ।

শাস্ত্র-বিজ্ঞে এই কথা বার বার কয় ॥

তবে পূর্ব ণায় রথ বেঁটন করিয়া ।

স্ব-স্থানে আনেন রথ সকলে টানিয়া ॥

জয় জগন্নাথ ! বলি নর-নারীগণে ।

প্রণাম করেন দেবত্রেয় শ্রীচরণে ॥

তবে ত পূজারি সবে খুলিয়া বন্ধনে ।—

রথ হৈতে দেবত্রেয়ে নামাঞ্জা যতনে ॥—

রাম-কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে রাম-কৃষ্ণালয়ে ।—

প্রবেশ করেন অতি আনন্দ হৃদয়ে ॥

সন্ধ্যা আরাত্রিক তবে করি সমাপন ।

ভোজনে বসান দেবে শ্রীপূজারি গণ ॥

ভোজনান্তে আরাত্রিক হয় পুনর্ব্বার ।

শ্রীপাটের রথ যাত্রা এই ত বিস্তার ॥

বৃদ্ধমুখে শুনি,—আশী বর্ষ গতপ্রায় ।—  
 রথোৎসব আরম্ভন শ্রীবান্নাপাড়ায় ॥  
 ভাগ্যবান্ কোন ভক্ত শিষ্যের ইচ্ছায় ।  
 রথারম্ভ শ্রীপাটেতে বৃদ্ধগণ গায় ॥  
 প্রথম শ্রীরথোপরি বসি দেবত্রয় ।  
 রহস্য লাগিয়া বিশ্বস্তর মূর্তি হয় ॥  
 অসংখ্য লোকেতে রথ নারে নড়াইতে ।  
 তাহা দেখি ভক্ত শিষ্য লাগিলা কাঁদিতে ॥  
 শিষ্যের রোদন হেরি কন প্রভুগণ ।  
 এখনি চলিবে রথ না কর ক্রন্দন ॥  
 রাম-কৃষ্ণে আনি তবে প্রভুপাদ গণে ।  
 রথোপরি প্রেমানন্দে করান রোহণে ॥  
 জয় জয় রাম-কৃষ্ণ ! বলি সর্বজন ।  
 রথ-রজ্জু ধরি প্রেমে করে আকর্ষণ ॥  
 ঝুন্সু ঝুন্সু ঠুন্সু ঠুন্সু রসে রথ চলে ।  
 তাহা হেরি ম্লেচ্ছগণ আনন্দতে বলে ॥  
 “আচ্ছি এ হ্যাদুর দেব কৃষ্ণ-বলরাম ।  
 চড়িবা মাত্রোতে বেগে চলে রথখান ॥”  
 রথ যাত্রা বিধি আর রথ আরম্ভন ।  
 শ্রীপাটের যেই মত করিসু কীর্তন ॥  
 গোপাল-কৃষ্ণের হয় অষ্টম তনয় ।  
 তার মধ্যে দিব নিজ বংশ পরিচয় ॥

কিছুদিন থাকে যদি এ পাপ জীবন ।  
 তবে যথাক্রমে সব করিব বর্ণন ॥  
 গোপাল প্রভুর দুই পত্নীর উদরে ।  
 অষ্টম নন্দনোদয় জিনি স্নুধাকরে ॥  
 তার মধ্যে হরি পর হরি-নারায়ণ ।  
 শ্রীবৃদ্ধ প্রপিতামহ মোর নিরূপণ ॥  
 তাঁহার প্রকটকালে নদীয়া নরেশ ।  
 শ্রীপাঠ দেখিতে আসে কহিনু বিশেষ ॥  
 শ্রীপাট দর্শনে ভূপ হঞানন্দ মন ।  
 রাম-কৃষ্ণ গোপীশ্বর হেরি মুগ্ধ হন ॥  
 বহুধন দিয়া রাজা সেবার কারণ ।  
 হরি-নারায়ণাদিরে করে নিবেদন ॥  
 মোর ইচ্ছা হয় রাম-কৃষ্ণ দুই জনে ।  
 ষৎসরাস্ত্রে লইবারে শ্রীরাজভবনে ॥  
 শুনিয়া সকল প্রভু করে নিবেদন ।  
 মহারাজ ! ঐছে আজ্ঞা না কর কখন ॥  
 প্রতিজ্ঞা করিলা প্রভু কাণাই-বলাই ।  
 বংশী বংশ ছাড়ি নাহি যাবে কোন ঠাই ॥  
 প্রভুর অশ্রয় রবে যত দিন পাটে ।  
 তত দিন নাহি যাবে পাট ছাড়ি বাটে ॥  
 বিশেষ শ্রীরাম-কৃষ্ণ প্রাণ সবাকার ।  
 অতএব ঐছে আজ্ঞা নাহি কর আর ॥

শুনিয়া ভূপতি তবে কহেন হাসিয়া ।  
 তোমাদের রাম-কৃষ্ণ না যাব লইয়া ॥  
 রাজার সঙ্গেতে এক আছিল ভাস্কর ।  
 রাজা তারে কন এই যুগল সুন্দর ॥—  
 নির্মাণ করিয়া তুমি দিবেক তথায় ।  
 শুনিয়া ভাস্কর তবে আনন্দ হিয়ায় ॥—  
 বার বার রাম-কৃষ্ণ করে দরশন ।  
 যতবার দেখে তত দেখয়ে নূতন ॥  
 তবে যোড়কর করি ভাস্কর কহয় ।  
 মহারাজ ! রাম-কৃষ্ণ বিনির্মিত নয় ॥  
 নির্মিত রূপের অমুরূপ করিবারে ।—  
 অতুল সামর্থ্য মোর অবনী মাঝারে ॥  
 বিধি-বেত্তা নহে এই রূপ বিমোহন ।  
 গড়িতে নারিব মুণ্ডি ॥—এই নিবেদন ॥  
 ভাস্করের বাক্য শ্রুতি মহারাজ-রায় ।—  
 যথাযোগ্য পূজি সবে নিজ রাজ্যে যায়  
 কিছুদিন পরে তবে হরিনারায়ণ ।  
 ভ্রাতৃদ্বয় সঙ্গে যাঞা রাজার ভবন ॥  
 পিতামহ গোসাঞির সম্মুখসারে ।  
 লুপ্ত পট্ট উদ্ধারিলা মহারাজ দ্বারে ॥  
 অদ্যাবধি সেই পট্ট আছে বর্তমান ।  
 দেবস্বোপসহ যায় স্তম্ভপট্ট প্রমাণ ॥



লুপ্ত পট্ট উদ্ধারিয়া হরিনারায়ণ ।  
 ভ্রাতৃদ্বয় সহ পাটে দিলা দরশন ॥  
 বর্গীর সময়ে পট্ট লুপ্ত হঞা ছিল ।  
 হরিনারায়ণ আদি তাহা উদ্ধারিল ॥  
 জয়কৃষ্ণ প্রভু—প্রভু হরিনারায়ণ ।  
 শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভু এই তিন জন ॥  
 লুপ্ত পট্ট উদ্ধারিলা মহারাজ দ্বারে ।  
 বর্তমান পট্ট মতে কহি বারে বারে ॥  
 হরিনারায়ণাত্মজ প্রভু-গদাধর ।  
 গদাধরাত্মজ তিন প্রেম-সুধাকর ॥  
 জ্যেষ্ঠ দর্পনারায়ণ, অদ্বৈত মধ্যম ।  
 কনিষ্ঠ শ্রীপ্রেমলাল সুর পূজ্যতম ॥  
 দর্পনারায়ণ স্তত দুই প্রভু হয় ।  
 শ্রীযাদব, নটবর কহিলু নিশ্চয় ॥  
 সঙ্কীৰ্ত্তন রসসুর গোসাঁঞি যাদব ।  
 নামনিষ্ঠামৃতভাষী মহা-অনুভব ॥—  
 গোসাঁঞি শ্রীনটবর বিদিত সংসারে ।  
 যাদবের বংশ কাল করিল সংসারে ॥  
 নটবরাত্মজ দুই জানে সর্বজন ।  
 শ্রীচন্দ্রভূষণ আর শ্রীরঘুনন্দন ॥  
 মহাবীর শ্রীঅদ্বৈত বিখ্যাত ভুবন ।  
 বৃক্ষে পতন বেগ যে করে ধারণ ॥

যাঁর ভয়ে থর থরি কাঁপে দম্ভাগণ ।  
 যাঁর সঙ্কীৰ্ত্তন নৃত্যে কাঁপয়ে ভুবন ॥  
 অদ্বৈতের দুই পুত্র অতি গুণবান ।  
 সীতানাথ, প্যারিলাল গোসাঞি প্রধান ॥  
 ভজনের পরিপাটি যতেক আছেয় ।  
 প্যারিলাল বেদ্য তাহা কহিনু নিশ্চয় ॥  
 সীতানাথাজ্ঞ দুই ভক্তিমান অতি ।  
 রাম-কৃষ্ণ অজি বিনা নহে অন্তে মতি ॥  
 শ্রীজগদ্বল্লভ জ্যোষ্ঠ, কনিষ্ঠ শ্রীরাম ।  
 গোসাঞি শ্রীপ্যারিলাল প্রভু নিঃসন্তান ॥  
 প্রেমময়-প্রেমলাল প্রভু অতি ধীর ।  
 রাম-কৃষ্ণনিষ্ঠ, দাতা, শ্যামরস বীর ॥  
 তাঁহার সন্তান দুই মহাগুণাশ্রিত ।  
 প্রথম শ্রীবনমালী প্রভু সুবিদিত ॥  
 বনমালী-বনমালী বিনা নাহি জানে ।  
 বনমালী হৈন প্রাণে প্রাণ নাহি মানে ॥  
 দ্বিতীয় শ্রীদ্বীননাথ-দ্বীননাথ হয় ।  
 রাম-কৃষ্ণ নাম বিনা আর না জানয় ॥  
 অক্সাঙ্গে বিচক্ষণ যাঁর সম নাই ॥  
 যাঁর সম সারগ্রাহী দেখিতে না পাই ॥  
 বনমালী গোসাঞির দুই পুত্র হয় ।  
 কাদ্রালীচরণ জ্যোষ্ঠ, কহিনু নিশ্চয় ॥

কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত হইলা ।  
 কোন অপরাধে তাহা কার্য্যে না লাগিলা ॥  
 কৌমারে কাঞ্চালী কৈল স্ব-ধাম গমন ।  
 যৌবনে শ্রীকৃষ্ণ গেলা কালের ভবন ॥  
 কৃষ্ণ নিঃসন্তান হেতু বনমালী বংশ ।  
 কালের কুটীলেচ্ছায় হইয়াছে ধ্বংস ॥  
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পত্নী কুমুদিনী নাম ।  
 যাহার হৃদয়ে রাম-কৃষ্ণের বিশ্রাম ॥  
 প্রভু-দীননাথাজ্ঞ একমাত্র হয় ।  
 যার নাম স্মরণেতে করে পাপাশ্রয় ॥  
 বংশ পরিচয় লাগি কহি নাম তার ।  
 বিপিন বিহারি অগ্রে শ্রী-হীন যাহার ॥  
 মুঢ়াতুর-জড়বুদ্ধি-নিদ্রা-স্মরাতুর ।—  
 শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ আর মায়ার কুকুর ॥—  
 বিপিনের সম নাহি ভুবন ভিতরে ।  
 হে কৃষ্ণ ! ক্ষমহ মোরে নিবেদি কাতরে ॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তি বল্ললতিকায়াম্ ।

পূর্ণানন্দপদ্মনিধেন্দ্রিজগতাং ভক্তুং পিতুরকিত্তু—  
 বিন্ধ্যাকাশি কদাপি কাচন তবোপাস্তির্ময়াহবুদ্ধিনা ।  
 তত্শৈবাস্তুভবন্তমাধিনিলায়ং সংসারবন্ধং ফলং  
 মৃত্যুং কাতরমাতুরং জড়ধিয়ং মাং পাহি দীনার্তিহিন্ ।

অহি পোদরপূর্ব্বিমাত্রবিকলো নিদ্রা স্নরেহাদিভি—  
 ত্পু রৈশ্চ মনোরথৈরবিরতৈরাক্ষিপ্তচেতাহনিশং ।  
 অংবং তদ্বিমুখোহপি দাস্যামধুনা যং প্রার্থয়ে তারকং  
 ক্ষত্ব্যোহয়মপত্রপশু ককণাসিকোহপরাধো হি মে ॥ ৩৮৪ ॥

অতি অজ্ঞ নর পশু বিপিন বিহারি ।  
 কহিলাম সত্য এই শাস্ত্র অনুসারী ॥

তথাহি শ্রীনারসিংহে ।

হারনিদ্রা ভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নাগাং ।  
 নিনং নরাণামধিকং হি লোকে জ্ঞানেন হীনঃ পশুভিঃ সমানঃ ॥ ৩৮৫ ॥

সেই ত বিপিন এই “দশ মূল রসে ।”

প্রকাশ করিলা প্রিয় অনুরোধ রশে ॥

বিপিনের এককথা চারি পুত্র হয় ।

প্রভাতকুমারী কন্যা অগ্রে জন্ম লয় ॥

জ্যেষ্ঠ পুত্র ভাগবতকুমার পণ্ডিত ।

ললিতারঞ্জন মধ্য অতি সুললিত ॥

শ্রীগৌরগোবিন্দ নাম তৃতীয় তনয় ।

চতুর্থ শ্রীনিত্যানন্দ কহিনু নিশ্চয় ॥

গোবিন্দ প্রব্রাদ আর কিশোরী প্রসাদ ।

দোহিত্র যুগল,—যেন প্রত্যক্ষ আক্লাদ ॥

আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি সকল ভুবনে ।—

কন্যা-পুত্র-প্রভৃতিতে করিষু অর্পণে ॥

এঁছে তিন মধ্যে যদি কভু কোন জন ।  
 শ্রীগৌরাজ-রাম-কৃষ্ণ হয় বিস্মরণ ॥  
 তার দত্ত জল আদি মোর গ্রাহ নয় ।  
 নিশ্চয় করিয়া এই বিপিন কহয় ॥  
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে-দেবে আর অভ্যাগতে ।  
 অবজ্ঞাদি নাহি যেন করে কোন মতে ॥—  
 মোর পুত্র আদি এই কহিনু বিশেষ ।  
 তরে ত হইবে লাভ গঙ্গল অশেষ ॥  
 ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদিরে অবজ্ঞা যে করে ।  
 অশেষ যন্ত্রণা পাঞা সেই জন মরে ॥  
 রাধা-অনুরাধা মোর দৌহিত্রী উভয় ।  
 স্বামি সার মাতুলের প্রিয় যেন হয় ॥  
 দীর্ঘায়ু হইয়া মোর পুত্রাদি সকলে ।  
 সাধুপদ বাঁচ্য যেন হয় ভূ-মণ্ডলে ॥  
 প্রধানে সম্মান আর মৈত্রতা সমানে ।  
 কনিষ্ঠে স্বস্তেহ ভাব, হীনে মনি দানে ॥—  
 মোর পুত্র আদি যেন বিমুখ না হয় ।  
 পরম কল্যাণ লাভ যাহাতে নিশ্চয় ॥  
 ভক্ত-হরেকৃষ্ণ দাস-দাসস্বয়-জাতা ।  
 মোর কন্যা-পুত্রাদির পালয়িতা মাতা ॥  
 থাকমনি নাম রাম-কৃষ্ণ পরায়ণা ।  
 শ্রীজাহ্নবী পরিবারে দীক্ষা-সুশোভনা ॥

মোর গুরুপত্নী স্থানে নামাদি লইলা ।  
 কায়-মনে তদনুগা হইয়া রহিলা ॥  
 মম কন্যাদিরে তিঁহ স্ব-কন্যাদি জ্ঞানে ।—  
 পালন করয়ে সদা বাৎসল্য বিধানে ॥  
 নিজ জন পরিহরি মদীয় ভবনে ।—  
 অবস্থান করে কৃষ্ণ সেবার কারণে ॥  
 রাগ-কৃষ্ণ বাঞ্ছাপূর্ণ করুন তাহার ।  
 এই আশীর্ব্বাদ আমি করি অনিবার ॥  
 মাতামহ বংশ এবে করিয়ে কীর্তন ।  
 যে বংশে জননী মোর লভেন জনম ॥  
 বাৎসগোত্র “রাধানাথ গোস্বামি-ঠাকুর ।”  
 মোর মাতামহ,—বাস পানাকরপুৰ ॥  
 প্রমাতামহ “শ্রীগোপীনাথ” মহাশয় ।  
 তাঁহার জনক “শ্ৰীচীতুলাল” নিশ্চয় ॥  
 মাতামহী “সুধামুখী ঠাকুরাণী” মানি ।  
 জননী আঁমার “নন্দ্যুসখী দেবী” জানি ॥  
 “শ্রীকৃষ্ণমোহন দেব” “নারায়ণ” আর ।  
 “প্রাণকৃষ্ণ” এই তিন মাতুল আমার ॥  
 “দেব দীননাথ প্রভু” পিতা মোর হয় ।  
 পিতামহী “শ্রীঅনঙ্গমণি” সবে কয় ॥  
 পিতৃ-মাতৃ দুই কুল কৃষ্ণ-পরায়ণ ।  
 অশুর বৈষ্ণব বংশ,—সেবে নারায়ণ ॥

মুরশিদাবাদাধীন চাঁদকাটি গ্রাম ।  
 তথায় নিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যান ॥  
 শাণ্ডিল্যগোত্রীয়াশূদ্রপ্রতিগ্রহ রত ।  
 বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে দৃঢ় বিশ্বাস সতত ॥  
 “রাম কান্ত নাম” জ্ঞান-ভক্তি বিশারদ ।  
 যাঁর হৃদি-পদ্মে সদা শোভে রাম-পদ ॥  
 তাঁর পুত্র “শ্রীবল্লবীকান্ত” মহাশয় ।  
 বিষ্ণু-ভক্ত্যে সদা শোভে যাঁহার আলয় ॥  
 তাঁহার আত্মজ “রামকৃষ্ণ দেব” হয় ।  
 রাম-কৃষ্ণ বিনা যিহেঁ আন না জানয় ॥  
 কোন হেতু তিহেঁ আসি অম্বিকা-নগরে ।—  
 সপত্নীসহিত স্নেহে অবস্থান করে ॥  
 “কৈলাশ-মোহিনী” তার পত্নীর আখ্যান ।  
 তিন কন্যা তিন পুত্র যাঁর মতিমান ॥  
 রাম-কৃষ্ণ সিদ্ধ-ভগবান দাস সঙ্গে ।  
 প্রায় সদা থাকিতেন কৃষ্ণানন্দ সঙ্গে ॥  
 শ্রীরামকান্তের দ্বিতা ভঙ্গ্যভাব হয় ।  
 কুলার্চাৰ্য্যগণ এই গ্রন্থেতে লিখয় ॥  
 রামকৃষ্ণ স্ব-মধ্যমা কন্যার সহিত ।—  
 আমার বিবাহ দিলা যথা সুবিহিত ॥  
 আমার পত্নীর নাম “শ্রীকৃষ্ণ কামিনী ।”  
 নিজ-ধর্ম রতা সুরপুত্র-প্রসবিনী ॥

পিতৃ-কুল, মাতৃ-কুল, শিশুর অশ্রুয় ।  
 নিজ বংশ শুদ্ধার্থেতে কহিষু নিশ্চয় ॥  
 ঐছে তিন কুল পরিচয় নাহি যার ।  
 বংশ শুদ্ধ জ্ঞান কিসে হইবে তাহার ॥  
 তেঞি নিজ বংশ শুদ্ধ জ্ঞাপন কারণ ।—  
 কুলত্রয় পরিচয় দেয় জ্ঞানীগণ ॥  
 এবে পিতৃ-মাতৃ পদে প্রার্থনাদি করি ।  
 আর আর কথা যত কহিব বিবরি ॥  
 সার্কি দুই বর্ষ বয়ঃ যখন আমার ।—  
 পরলোকে গেলা মাতা ছাড়িয়া সংসার ॥  
 আসন্ন সময়ে মাতা করিয়া রোদন ।—  
 মদীয় পিতার ধরি যুগল চরণ ॥—  
 কাতরে কহেন এই বিপিন তোমারু ॥—  
 বাঁচিয়া থাকিতে বিভা নাহি কর আর ॥  
 মাতার বাক্যেতে পিতা হঞা কৃপাস্থিত ।—  
 কহিলেন বিভা নাহি করিব নিশ্চত ॥  
 ইহা শুনি স্নেহময়ী জননী আমার ।  
 আনন্দে ছাড়িয়া যান অনিত্য সংসার ॥  
 পালিকা অপূর্ণা দাসী মুখে এই কথা ।—  
 শ্রবণ করিষু মুঞি কহিলাম যথা ॥  
 “শ্রীঅপর্ণা দাসী” মোরে জননীর প্রায় ।—  
 পালন করিলা রাখি স্ব-গৃহে আগায় ॥



অপর্ণার অপ্রাকৃত স্নেহেতে আমার ।  
 এ দেহ বর্দ্ধিত হয় কাই বার বার ॥  
 শাস্ত্রমতে ধাত্রী হয় অপর্ণা আমার ।  
 শ্রীকৃষ্ণ করুন তাঁরে কৃপায় উদ্ধার ॥  
 মাতার বিয়োগ হৈতে পেটের পীড়ায় ।—  
 মধ্যে মধ্যে শুইতাম মরণ শয়্যায় ॥  
 দশ বর্ষাবধি সেই পীড়া মোর ছিল ।  
 পরে রাম-কৃষ্ণেচ্ছায় আরোগ্য হইল ॥  
 মোর মুখ হেরি প্রভু জনক আমার ।  
 প্রার্থীতা অনেক কন্যা কৈলা অস্বীকার ॥  
 ত্রয়োদশ বর্ষ মোর বয়স যখন ।  
 বিবাহ দিলেন দেব জনক তখন ॥  
 পিতার স্নেহের কথা কহিতে না পারি ।  
 কেবল আমার তরে হয়েন সংসারি ॥  
 নতুবা সংসারে আর কেহ নাই তাঁর ।  
 কেবল আমার তরে সংসার স্বীকার ॥  
 মোর বিভা দিয়া, তিনি কহেন সবারে ।  
 বংশ সুবিস্তার হবে এই পুত্র দ্বারে ॥  
 পিতৃ-মাতৃ আশীর্ব্বাদ হঞাছে পূরণ ।  
 সত্য-মিথ্যা সর্বলোকে করুন দর্শন ॥  
 পরে যাহা হবে তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।  
 জীবায়ত্তাধীন ভাবী হঞাছে কোথায় ॥

মোর বিছা লাগি পিতৃদেব মহাশয় ।—

বহু যত্ন করিলেন করুণ হৃদয় ॥

অগ্রে পাঠশালে পরে বঙ্গ বিদ্যালয়ে ।

তবে ত পণ্ডিত রাখি আপন আশ্রয়ে ॥

সেই ত পণ্ডিত আখ্যা “কৈলাশ গোসাঁই ।”

নিবাস তৈপাড়া গ্রামে দেখিলাম যাই ॥

চতুর্বিধশাস্ত্র পাঠশালে সর্বশেষে ।—

অর্পণ করেন মোরে কহিষু বিশেষে ॥

গুরু “শ্রীমহেশচন্দ্র” তর্কপঞ্চানন ।—

বহু শ্রম করিলেন আমার কারণ ॥

বিফল হইল সব পরিশ্রম তাঁর ।

মমাদৃষ্টে বিদ্যা নাই কি দোষ তাঁহার ॥

পিতার দেহান্তে মুণ্ডিও সামাধ্যায়ি পাশ ।

বিদ্যা লাগি দুই বর্ষ করিলাম বাস ॥

ব্রহ্মত্রত সামাধ্যায়ি স্থর মহাশয় ।—

মোর স্কুলবুদ্ধি দেখি একদিন কয় ॥

তোমার অদৃষ্টে বিদ্যা বিধি না লিখিল ।

এ লাগি আমার শ্রম বিফল হইল ॥

কোন অধ্যাপক মোরে অশ্নেহ না কৈল ।

ভথাপি আমার ভাগ্যে বিদ্যা না ঘটিল ॥

যৌবন আরম্ভ মোর হইল যখন ।

সেই কালে শ্নেহ আদি হএণ বিস্মরণ ॥

আমারে অনাথ করি শ্রীপিতৃ-চরণ ।  
 চান্দ্রাশ্বিনে করিলেন লীলা সম্বরণ ॥  
 কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথি দিবাদ্য যামেতে ।—  
 লীলা সম্বরিল পিতা গঙ্গাদ্য তীরেতে ॥  
 ভাদ্রকৃষ্ণা ষষ্ঠী দিনে জননী আমার ।  
 প্রাতঃকালে ছাড়িলেন এ ভব সংসার ॥  
 পিতৃ-মাতৃ শ্রীচরণ সেবন আমার ।—  
 না ঘটিল কর্মদোষে,—এ দুঃখ অপার ॥  
 পিতৃ-মাতৃ নিসেবনে বঞ্চিত যে জনে ।  
 তার সম হতভাগ্য নাহিক ভুবনে ॥  
 কোথা আছ পিতঃ ! মাতঃ ! মোরে লও তথা ।  
 সেবন করিব পদ-যুগল সর্বথা ॥  
 নৃতুবা মনের দুঃখ মনে রহি যায় ।  
 নিবেদন করিলাম তুলু দুই পায় ॥  
 তুলু দুই প্রীতি হেতু জল পিও দান ।—  
 নাহিক করিল এই পাপীষ্ঠ সন্তান ॥  
 তুলু দুই স্নেহ তুলু দুই শ্রীচরণে ।—  
 অশ্লগী করুক মোরে করি নিবেদনে ॥  
 কোথা পিতঃ ! পূর্বমত মোরে বক্ষে করি ।—  
 সন্ধ্যায় ঠাকুর বাড়ী চল ?—বলি হরি ॥  
 তোমার শীতল বক্ষঃ করিয়া স্মরণ ।—  
 বিরলে বসিয়া এবে করি যে রোদন ॥

কোথায় আছ গো মাতঃ ! বারেক আসিয়া ।  
 স্নেহপূর্ণ মুখে ডাক বিপিন বলিয়া ॥  
 মোর তরে ধরি ক্ষীর নিজ পয়োধরে ।  
 সে ক্ষীর দিলে মা ! তুমি কাহার অধরে ॥  
 না মা ! তোর দোষ নাই ভাগ্য সে আমার ।  
 অকালে তোমাতে কাল করিল সংহার ॥  
 কাতরে ডাকিছে মাতঃ ! তোমার সন্তান ।  
 বারেক আসিয়া স্তন-ক্ষীর কর দান ॥  
 বেশী না বলিব আমি জননী তোমাতে ।  
 কোলে শোয়াইয়া ঘুম পাড়াও আনন্দে ॥  
 যদাপিহ বৃদ্ধাবস্থা হাএগাছে আমার ।  
 তথাপি কোলের “ছেলে” আমি মা ! তোমার ॥  
 তোমার শীতল ক্রোড় করিয়া স্মরণ ॥  
 বিরলে বসিয়া এবে করি যে যৌবন ॥  
 পিতৃ-মাতৃ-পদে নিবেদন আদি যেই ।  
 সংক্ষেপ করিয়া মুদ্রি কহিলাম এই ॥  
 কার সাধ্য পিতৃ-মাতৃ-পদে নিবেদন ।  
 সম্পূর্ণ করিতে পারে থাকিতে জীবন ॥  
 যৌবনে অসামু সঙ্গ হইল আমার ।  
 সেই হেতু বিষয়াদি গেল ছাঁর খার ॥  
 যৌবনে অনাথ যেই এ সংসারে হয় ।  
 তার ভাগ্যে প্রায় দুঃখ উত্তরে ঘটয় ॥

কোন ভাগ্যে যদি দুঃখ হয় বিমোচন ।  
 তবে খেদ করে পূর্ব করিয়া স্মরণ ॥  
 সেই ভাগ্য পূর্ব সাধু কৰ্ম্ম আদি বিনে ।—  
 উদয় নাহিক হয় কহেন প্রধীণে ॥  
 মোর পিতৃ-বন্ধু অনুপম চন্দ্র প্রভু ।—  
 কহিলেন দুষ্টসঙ্গে নাহি রহ কভু ॥  
 দুষ্টসঙ্গে ভ্রমি তুমি গেলে ছারে খারে ।  
 ভালবাসি ব'লে ভাই ! নিষেধি তোমারে ॥  
 প্রভুর বচন শুনি মোর দুষ্ট মন ।—  
 তখনি ফিরিয়া গেল সাধুর মতন ॥  
 তবে তাঁরে জিজ্ঞাসিষু স্বকর্তব্য কিবা ।  
 তিহে কহিলেন কৃষ্ণে সদ্ভক্তি করিবা ॥  
 তরে ভগবান দাস বাবাজীর পাশে ।—  
 গমন করিষু মুণ্ডি মনের উল্লাসে ॥  
 শশুর-ভবনে রহি বাবাজীর স্থানে ।  
 ক্রমে ক্রমে পাইলাম সদ্ভক্তি সন্ধানে ॥  
 “গৌর-পদাশ্রয় বিনা সদ্ভক্তির তথ্য ।  
 কেহ নাই পায় এই কহিলাম সত্য ॥”  
 বাবাজীর মুখে ইহা করিয়া শ্রবণ ।  
 কুলের ঠাকুর পদে লইষু শরণ ॥  
 বাবাজীর আজ্ঞামতে ভক্তিশাস্ত্র যত ।  
 আলোচনা আরম্ভিষু হঞা অনুরত ॥

মধ্যে মধ্যে যাঞা রহি শশুর-ভবনে ।—  
 বাবাজীর স্থানে শিক্ষা করিষু গ্রহণে ॥  
 শিক্ষা আরম্ভন-কালে বাবাজী আমায় ।—  
 কহিলা তোমার কথা কহিব তোমায় ॥  
 মুঞি তুয়া শিক্ষাদাতা হইতে না পারি ।  
 তোমায় তোমার বস্তু দিব হুত্বচারি ॥  
 এত কহি অতি স্নেহে বাবাজী আমায় ।—  
 ভজন সিদ্ধাস্ত আদি ক্রমেতে শিখায় ॥  
 হেনমতে নয় বর্ষ বাবাজীর স্থানে ।—  
 ভজনাদি শিখিলাম সম্মত বিধানে ॥  
 কভু কভু নবদীপ করিয়া গমন ।  
 সিদ্ধ-শ্রীচৈতন্যদাসে করিয়া দর্শন ॥  
 গৌরতত্ত্ব-বার্তা আদি কিছু তাঁর পাশ ।—  
 লাভ করি চিহ্নোপায়ে আশি নিজ বাস ॥  
 ভগবান দাস আদি যাহা শিক্ষা দিল ।  
 ভাগ্যদৌর্ভেদে হৃদে সব স্মৃতি না হইল ॥  
 সাংসারিক ক্লেশ মোর অতি সে সময় ।—  
 দেখিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ হইয়া সদয় ॥  
 ভক্ত শ্রীরাধালালদাস সরকার সনে ।—  
 করিয়া দিলেন প্রভু আমার মিলনে ॥  
 তিহঁ মোরে বর্ধমানের রাগি স্ব-বাসায় ।  
 ভক্তিশাস্ত্র আদি শুনে আগার দ্বারায় ॥

কভু বা অকালপোষে আপন ভবনে ।—  
 মোরে রাখি ভক্তিশাস্ত্র করেন শ্রবণে ॥  
 “হরিনামামৃতসিদ্ধু” গ্রন্থ যেই হয় ।  
 তিঁহো মোরে সেই গ্রন্থ বর্ণিতে কহয় ॥  
 তাঁহার সাহায্যে মোর সাংসারিক ক্লেশ ।  
 অনেক অংশেতে জানি হইল বিশ্লেষ ॥  
 পরলোকে কৃষ্ণ তাঁর করুন কল্যাণে ।  
 সংসার করুক রক্ষা দৌহিত্র সন্তানে ॥  
 হরিনামামৃত সিদ্ধু আদি দরশনে ।  
 বর্দ্ধমান ভূপ অতি আনন্দিত মনে ॥—  
 রাজ-সংসারেতে মোরে রক্ষার কারণ ।—  
 মন্তব্য প্রকাশি,—যান বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥  
 -যেই শিষ্য-শিষ্যাতির ভোজ্যাদি অর্পণে ।—  
 অবসর দিলা “দশমূল” আহরণে ॥  
 সন্দর্ভ সম্পূর্ণকালে মনের আহ্বাদে ।  
 কেই শিষ্য শিষ্যাদিরে করি আশীর্ব্বাদে ॥  
 নাম-ধামোন্মেষ আদি করিয়া সবার ।  
 আশীর্ব্বাদ করিতেছি সন্দর্ভ মাঝার ॥  
 মোর প্রিয় শিষ্যোত্তম শ্রীভক্তিবিনোদ ।—  
 শ্রীকেদারনাথ দত্ত সর্ব চিত্তমোদ ॥  
 দত্ত বংশ বিভূষণ-স্বর-ভক্তিমান ।  
 রাজ-ভক্ত দ্বারে যাঁর বিপুল সম্মান ॥

শ্রীক্ষেত্র হইতে তিঁহো পত্রিকার দ্বারে ।

বর্ষত্রয় ভক্ত্যালাপে বুঝিয়া আগারে ॥

ভার্ঘ্যার সহিত তিঁহো গম সন্নিধানে ।

শুভ দিনে দীক্ষা লন নড়াল মোকামে ॥

নড়ালের ম্যাজিষ্ট্রেট তিঁহো সে সময় ।

তেপ্রিঃ তথা রহি করে প্রথম আশ্রয় ॥

কলিকাতা রাজধানী রামবাগানেতে ।

শতৈক একাশি সংখ্যা নিজ ভবনেতে ॥

রাজবৃন্দি লভি সুখে করে অবস্থান ।

অধুনা সপ্তম পুত্র তাঁর বর্তমান ॥

মন্ত্রলাভাবধি তিঁহো রাশিতে রাশিতে ।—

আমার সংসার ব্যয় লাগিলা বহিতে ॥

সংসার নিবর্ন্য ভয় সেই দিন হৈতে ॥

দূরীভূত হৈল মোর শিষ্যের ভক্তিতে ॥

হেনমতে গুরুসেবা করিয়া কেদার ।

সন্তুষ্ট না হঞা দুঃখ করে অনিবার ॥

গুরু হুষ্টি কার্য্য নাহি হৈল মোর দ্বারে ।

এই বড় দুঃখ হয় রহিয়া সংসারে ॥

“সচ্ছিবৈগুরু নিকৃতিং” শাস্ত্রবাক্য শ্রবাহ ।

আমি নাহি পারিলাম পালিবারে তাহা ॥

ইত্যাদি প্রকার দুঃখ স্বপত্নী সহিত ॥

প্রায় সদা করে,—এই আছি সুবিদিত ॥



সতী-ভগবতী যথা তথা ভগবতী ।  
 পতি-গুরু সেবারতা শুদ্ধা ভক্তিমতী ॥  
 যৈছে ভক্তিমান হয় সুর শ্রীকেদার ।  
 তৈছে ভক্তিমতী ভগবতী পত্নী তাঁর ॥  
 কেদারের ভক্তি জ্ঞান করিয়া দর্শন ।  
 শ্রীপাটের প্রভুগণ হঞানন্দ মন ॥  
 আশীর্বাদ সহ “ভক্তিবিনোদাখ্যা” তাঁরে ।—  
 সমর্পণ করিলেন পত্রিকার দ্বারে ॥  
 সংবাদ পত্রেতে সেই পত্র সর্বজনে ।—  
 বিদিত আছেন এই নম্বর ভুবনে ॥  
 তথাপি সচ্চিত্ত তুষ্টি করণ কারণ ।  
 সেই পত্র লিখি এথা করুন দর্শন ॥

শ্রীপট্টাধিপাড়া নিবাসিভির্গোষ্ঠামিভিঃ শ্রীকেদারনাথ দত্ত  
 ভক্তার শিষ্য রূপয়া ভক্তিবিনোদোপাধিঃ প্রদত্তা ।

শিষ্যস্ত্রীমতঃ সাধোগোবিন্দচরণৈষিণঃ ।  
 কেদারনাথ দত্তস্ত লায়্য ভবতু সর্বদা ॥  
 প্রভোতৈশ্চ তন্যচন্দ্রস্ত মতস্ত চামুর্ভূতিনঃ ।  
 প্রচারকস্ত শাস্ত্রাণাং ভক্তিমার্গ প্রবর্তিনাং ॥  
 শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়াং তবভক্তিমমুত্তমাং ।  
 পৃষ্ট্বা কো ন বিমুহ্যত লোকেহস্মিন্ বৈষ্ণবপ্রিয় ॥  
 যাং ভক্তিং লভিতুং শম্বং বাঞ্ছন্তিভগবৎপ্রিয়াঃ ।  
 তাং ভক্তিং হৃদয়ে ধৃত্বা ধন্যোহসি প্রিয়সেবক ॥

দীবাশ্র জীবনোপায় একাভক্তির্গরীরনী ।

অতো ভক্তি বিনোদাখ্য উপাধিঃ প্রতিগৃহ্যতাং ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাক চারি শত মাঘ মাসে ।

উপাধি করিলার্পণ প্রভুগণোন্মাসে ॥

ভক্তিশাস্ত্রে কেদারের যত অধিকার ।

তৎকৃত গ্রন্থাদি আছে প্রমাণ তাহার ॥

নবদ্বীপ মায়াপুর গৌর জন্ম স্থান ।—

প্রকাশ করিলা যিঁহ করিয়া সন্ধান ॥

সবৈষ্ণব গণ নিত্য তাঁর গুণ গায় ।

কপট-মর্কটে নিন্দা করিয়া বেড়ায় ॥

মোর শিষ্য বলি বেশী'না করি ব্রহ্মন ।

স্বরূপ কহিনু,—সর্ব বিদিত কারণ ॥

পুত্র-পৌত্রাদির সহ দীর্ঘায়ু ইইয়া ।—

কৃষ্ণ প্রীতে গৃহযাত্রা নির্বাহ করিয়া ॥—

স্বপত্নী প্রভৃতি সহ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ ।—

শ্রীকেদারনাথ সদা করুক সেবন ॥

স্নিগ্ধানিগ্ধ ভেদে শিষ্য দুই মত হয় ।

স্নিগ্ধ অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গানিগ্ধ কয় ॥

এ দুই বিচার করি গুরুপাদ গণ ।

শিষ্যগণে উপদেশ করেন অর্পণ ॥

অন্তরঙ্গ উপদেশ অন্তরঙ্গ গণে ।

বহিরঙ্গ উপদেশ বহিরঙ্গ জনে ॥

অন্তরঙ্গ সনে অন্তরঙ্গ ব্যবহার ।  
 বহিরঙ্গে বহিরঙ্গ,—কহিলাম সার ॥  
 এবে আশীর্বাদ করি কৃষ্ণানন্দ মনে ।  
 অন্তরঙ্গ ভাব যেন পায় শিষ্যগণে ॥  
 শ্রীপাট হইতে গোরে কলিকাতান্তরে ।—  
 আনিলা কেদারনাথ বিশেষ আদরে ॥  
 বর্ষাবধি রহি মুঞি কেদার আশ্রমে ।  
 শিষ্যাদি সংগ্রহ কিছু করিলাম ক্রমে ॥  
 হাটখোলা স্থিত ভক্ত ব্যবসায়ীগণ ।  
 আমারে আদর করি করে নিবেদন ॥  
 মাধবদাসের যেই আছে দেবালয় ।  
 তাহাতে গোদের কিছু সাহায্য আছয় ॥  
 এবে লোকাভাবে যায় সেই দেবালয় ।  
 আপল্লি যদ্যপি লন তবে ভাল হয় ॥  
 অনিচ্ছা সম্পূর্ণ মোর সেবা গ্রহণেতে ।—  
 তথাপি স্বীকার কৈনু ভক্তানুরোধেতে ॥  
 ভক্ত অনুরোধ তাহে কৃষ্ণানুশীলন ।—  
 গোস্বামির ত্যজ্য নহে জানিয়া“তখন ॥  
 ঐছে গৌর দেবালয় করিনু গ্রহণ ।  
 তবে তুষ্ট হঞা ভক্ত বণিকের গণ ॥  
 জীর্ণ-ভয় দেবালয় শোধন কারণ ।  
 বহু অর্থ মোর করে করিলা অর্পণ ॥

পঞ্চবিংশ বর্ষ প্রায় গৌরান্ধ্র ভবন ।  
 মমায়ন্তাবীন আছে জানে সর্বজন ॥  
 এবে আশীর্বাদ করি গেই সব জনে ।  
 মন্দির শোধনে যাঁরা কৈলা অর্থাপর্ণে ॥  
 কলিকাতা-হীরাকাটা গলিতে নিবাস ।  
 ভক্ত শীলোপাধি নাম শ্রীতুলসীদাস ॥  
 তাহার অমুজ ভক্ত হরেকৃষ্ণাখ্যান ।  
 উভয়ের কৃষ্ণপ্ৰীতে সাধ্যাতীত দান ॥  
 সুশীল, সুধীরমতি, বৈষ্ণব-কিঙ্কর ।  
 সংসারে নির্লিপ্ত ভাব প্রায় নিরন্তর ॥  
 বগিচ্ছশে উভয়ের সম গুণগণ ।—  
 বিরল প্রচারামুনা করি নিরীক্ষণ ॥  
 ভক্তিগম্য পদ্মোদয়—পূজাদির সহ ॥  
 শ্রীতুলসীদাস, হরেকৃষ্ণ অহরহে ॥—  
 দুীনে দয়া, হরিন্মতি করু সবক্ষণ ।  
 এই আশীর্বাদ মুঞি করিষু অর্পণ ॥  
 বগিচ্ছশ রক্ষাকৃষ্ণ ভক্তি পায়ণ ।  
 এই কথা প্রায় সবে করেন কীৰ্ত্তন ॥  
 পীচ্ছলা বগিষ্ক ভক্তি দৃঢ়া প্রায়নয় ।  
 কার কোন ভাগ্যোদয়ে দৃঢ়া ভক্তি হয় ॥  
 চিত্রাসখী আর শৈলবালা শুদ্ধগম্য ।  
 গুরু-কৃষ্ণ-পরায়ণা-সর্বগুণবতী ॥

চিত্রা-চিত্রাসখী সম ভাবাদি প্রকাশে ।  
 শৈলবালা-শৈলবালা প্রায় স্ননির্ঘাষে ॥  
 সাধ্যাতীত দানরতা, অতি বিচক্ষণা ।  
 শ্রীগুরু সম্বন্ধে নিত্য ভাব অকুপণা ॥  
 গুৰ্বাদ্যর্চনাস্তে লক্ষ নাম সমাপন ;  
 তদন্তে দিবাস্তে নিত্য প্রসাদ গ্রহণ ॥  
 ঐছে দুই শিষ্যা প্রতি এই আশীর্বাদ ।  
 কভু কোন কার্যে যেন না লভে বিষাদ ॥  
 এবে কলিকাতা মধ্যে শ্যাম বাজারেতে ।  
 অবস্থান সদা পিতৃ-মাতৃ-ভবনেতে ॥  
 শ্রীবন্ধবিহারি মিত্র শাস্ত্র-বিচক্ষণ ।  
 কৃষ্ণপ্রাপ্তি জগু যিঁহো ব্যগ্র সর্ববক্ষণ ॥  
 ব্যগ্রই প্রযুক্ত রতি চঞ্চল তাঁহার ।  
 ক্রমেতে নিশ্চল হবে হেরি চিহ্ন তার ॥  
 তিঁহো স্বভার্য্যার সহ মম সন্নিকটে ।  
 দীক্ষামস্ত্র আদি নিলা চিত্ত-অকপটে ॥  
 স্নগীলা-স্বধর্ম্মরতা শুদ্ধাভক্তি যতী ।  
 হরিত্রতনিষ্ঠা হরিনামে দৃঢ়া রতি ॥  
 তদীয়েকা সহোদরা মম শিষ্যা হয় ।  
 গুরু-কৃষ্ণ-পদে যার স্নদৃঢ় নিশ্চয় ॥  
 সবারে করুন কৃপা শ্রীনন্দ-নন্দন ।  
 আশীর্বাদ করি এই সদা সর্ববক্ষণ ॥

যোড়া বাগানেতে বাস মিত্র বংশধর ।  
 শ্রীমণিমাধব নাম ধার্মিক-প্রবর ॥  
 পত্নী সহ কৃষ্ণ দীক্ষা লঞা মোর স্থানে ।  
 অনন্তভাবেতে নিত্য ভজে রাধা-শ্যামে ॥  
 স্বজাৰ্ঘ্যা পুজাদি সহ শ্রীমণিমাধব ।  
 কৃষ্ণে মতি রাখি করু সংসার উৎসব ॥  
 গাদীগাছা কুঞ্জে বাস বৈষ্ণব-প্রবর ।  
 শ্রীরামসেবক নাম কৃষ্ণেক অনুর ॥  
 চট্টোপাধ্যায়াখ্যা লোকে অতি-বিচক্ষণ ।  
 তিঁহ মোর স্থানে দীক্ষা করেন গ্রহণ ॥  
 দীক্ষাবধি মোরে শ্রীতি করেন সদাই ।  
 তাহারে করুন কৃপা ঠাকুর নিমাই ॥  
 কলিকাতা-চাঁপাতলা পল্লীতে নিবাস ।  
 রামোপাধি বিশ্বনাথ নাম সুপ্রকাশ ॥  
 হরিপাদপদ্ম রত বৈষ্ণব-ভূষণ ।  
 শাস্ত্র, দাস্ত্র, শুদ্ধমতি, দাতা, বিচক্ষণ ॥  
 তাঁর কৃতি পুত্র শ্রীবিহারিলাল রাম ।  
 কৃষ্ণ-ভক্তি-পরায়ণ,—সর্বগুণধাম ॥  
 সুশীল, বদান্ত, দাতা, সজ্জন কিস্কর ।  
 “অহং” “মম” অভিমান বিহীন অনুর ॥  
 ভক্তি গ্রন্থ প্রচারেতে উদ্যমাতিশর ।  
 যথাসাধ্য রায় ব্যয়ে অকুণ্ঠ হৃদয় ॥

“সংক্ষেপ বৈষ্ণব নিত্য কৃত্য সুপদ্ধতি ।”

সঙ্কল্পন সম্ভোষ লাগি নিখিলা সম্প্রতি ॥

ভক্তিমতী ভর্যাসহ সদা সর্বদক্ষণ ।

শ্রীবিহারি রাধা-কৃষ্ণে করুক সেবন ॥

এই আশীর্বাদ মুণ্ডি করি সর্বকাল ।

কভু যেন নাহি ঘটে প্রপঞ্চ জঞ্জাল ॥

মোর শিষ্য-ভক্ত আদি গৌর ভক্তগণ ।

“দশমূল রস” সদা করুন স্মৃতি ॥

শিষ্য ভক্ত গণে এই করি আশীর্বাদে ।

শ্রীগুরু-প্রাণালী আদি কহিব আশ্লাদে ॥

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দে ।—

বন্দি বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীজাহ্নবী মহানন্দে ॥

চন্দ্র-সূর্য্য সম ছুরে হইয়া উদয় ।—

ভীষের অস্ত্রান তন প্রভৃতি নাশয় ॥

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামতে ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো মহোদিতৌ ।

গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শনৌ তনোবুদৌ । ৩৮৬ ॥

মনোহর বৃন্দাবনে কল্পতরু তলে ।

শ্রীরত্ন-মন্দির শোভে বিচিত্র কমলে ॥

ভাহার ভিতরে দিব্য রত্নসিংহাসন ।

তহুপরি রাধাকৃষ্ণ হের রে নয়ন ! ॥

চতুর্দ্ভিগে সেবাপরা প্রিয়সখীগণ ।  
নিজ নিজ সেবা করে সদা সর্বক্ষণ ॥  
গুরুরূপা সখী অনুগত হঞা নিতি ।—  
সেবিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণ করিয়া পিরীতি ॥

তথাহি তত্রৈব ।

দ্বীপ্যাহ্ণকারণ্যকল্পমাধঃ

শ্রীমদ্ভাগ্যগারসিংহাসনস্থো ।

শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবো

প্রার্থনীতিঃ সেবামানো স্মরামি ॥ ৩৮৭ ॥

সখী অনুগত বিনা ঐশ্বর্যাদি জ্ঞানে ।  
যদি কেহ ভজে কোটিকল্প পরমাণে ॥  
রাধা-কৃষ্ণ-সেবা ভজে সেহ নাহি পায় ।  
শ্রীগুরু করুণা করি ইহাই জানায় ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

ন বশ্যং বৈধতক্ৰ্যা তু শ্রীকৃষ্ণব্রজমোহনঃ ।  
বশ্যং হি শ্বেমতক্ৰ্যা চ প্রমাণং তত্র গোপিকা ॥ ৩৮৮ ॥  
অতএব নিজশিষ্যগণের কারণ ।  
নিজ গুরু প্রণাল্যাঙ্গি করিয় কীর্তন ॥  
নিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবী-ঠাকুরাণী ।  
তার শিষ্য প্রভু রামচন্দ্র এই জানি ॥  
শ্রীরাজবল্লভ প্রভু তাঁর শিষ্য হয় ।  
তাঁর শিষ্য শ্রীকেশবচন্দ্র প্রভু কয় ॥



তথাহি পাদ্রে গৌতমীয়ে চ ।

কলৌ ধনু তবিব্যক্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

সম্প্রদায়বিহীনা সে মজ্জান্তে নিফলা মতাঃ ॥ ৩৯০ ॥

সদগুরু আশ্রয় বিনা ভক্তি সিদ্ধ নয় ।

ভক্তি বিনা স্বাধা-কৃষ্ণ কভু না মিলয় ॥

সংসারে নির্লিপ্ত, বেদ-শাস্ত্র-বিশারদ ।

শ্রীসচ্চিদানন্দ রসে রসিক,—মানন্দ ॥

সেবক বৎসল, সর্ব সন্ধান চতুর ।

সজ্জন, শৃঙ্গার রস ভাবজ,—মধুর ॥

তিঁহু ক সদগুরু হন সংসারের সার ।

সদগুরু লক্ষণ এই, শাস্ত্রেতে প্রচার ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

নির্লিপ্তঃ সর্বকর্মোষু বেদবিচ্ছিন্নব্যবৎসলঃ ।

সচ্চিদানন্দরসিকঃ সদগুরুঃ কলিতো হি সঃ ।

অথবা সজ্জনঃ সর্বসদ্ব্যনকুশলঃ সুধীঃ ।

অনন্দরসসংমগ্নঃ স এব সদগুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৯১ ॥

কলিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চতুষ্টয় ।

করণী পাবন,—এই কহিমু নিশ্চয় ॥

শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, আর সনক সম্প্রদায় ।

এই চারি সম্প্রদায় বেদ-বিধি গায় ॥

তথাহি পাদ্রে ৭

অতঃ কলৌ তবিব্যক্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ।

শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনক বৈষ্ণবাঃ কিতিপাবনাঃ ॥ ৩৯২ ॥

রুদ্রেশ্বর প্রভু শিষ্য হয়েন তাঁহার ।  
 তাঁর শিষ্য দয়ারাম প্রভু প্রেমাধার ॥  
 মহেশ্বরী ঠাকুরাণী শিষ্যা তাঁর হয় ।  
 শ্রীগুণ মঞ্জরী তাঁর শিষ্যা সুনিশ্চয় ॥  
 তাঁর শিষ্যা রামমণি ঠাকুরাণী জানি ।  
 শ্রীল যজ্ঞেশ্বর প্রভু তাঁর শিষ্য মানি ॥  
 তাঁহার অধম শিষ্য বিপিনবিহারী ।  
 শ্রীগুরু প্রণালী মোর এই ত বিস্তারি ॥  
 শ্রীরামমণির শিষ্যা ভুবন-মোহিনী ।  
 তাঁর শিষ্যা মোর পত্নী শ্রীকৃষ্ণ-কামিনী ॥  
 আমার পত্নীর শিষ্য হইল যাহারা ।  
 শ্রীগুরু প্রণালী ইথে জানিবে তাহার ॥  
 নির্দোষ শ্রীগুরুপরম্পরা ভাব্য হয় ।  
 এই কথা পূর্বমহাজনেতে লিখয় ॥

তথাহি প্রমেররত্নাবল্যাং ।

ভবতি বিচিন্ত্য বিহ্বা নিরবকরা গুরুপরম্পরা নিত্যং ।  
 একান্তিঃ সিধ্যতি যদৌদয়তি যেন হরিতোষঃ ॥ ৩৮৯ ॥

এই কলিযুগে হবে চারি সম্প্রদায় ।  
 সম্প্রদায়হীন মুল নিফল জানায় ॥  
 সম্প্রদায়গুরু বিনা ব্যর্থ উপদেশ ।  
 ভক্তিলাভ নাহি হয় কহিনু বিশেষ ॥

শ্রী সম্প্রদায় শ্রী রামানুজ স্বামী জানি ।

ব্রহ্ম সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্য স্বামী মানি ॥

রুদ্র সম্প্রদায় বিষ্ণু স্বামী মহাশয় ।

শ্রী সনক সম্প্রদায় নিম্বাদিত্য হয় ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ।

রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্মুখঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনঃ রুদ্রো নিম্বাদিত্যঃ চতুঃসনঃ ॥ ৩৯৩ ॥

দেবনারায়ণপত্নী শিষ্যা পুনঃ তাঁর ।

সর্বশাস্ত্র মধ্যে দেখি চিত্র ক্রিয়া যাঁর ॥

লক্ষ্মীর শাখাদি বহু হইল প্রচার ।

রমাগণে রামানুজাচার্য্য ভাষ্যকার ॥

শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য নাম পূর্বে তাঁর হয় ।

এবে রামানুজাচার্য্য স্বামী সবে কর ॥

নিম্বনামে রামানুজ সূত্রভাষ্য কৈল ।

তাঁর শাখা উপশাখা ভুবন ব্যাপিল ॥

গীতোপনিষদাদির তাখ্যাচার্য্যবর ।

নিজ নামে লিখিলেন করি স্বতন্ত্র ॥

শ্রীনরায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াময় ।

শিষ্য প্রশিষ্যাদি তাঁর ভক্ত মহাশয় ॥

ব্রহ্মগণ মধ্যে মধ্বাচার্য্য শিষ্য হৈল ।

বিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য পরেতে করিল ॥

মথুভাবী ভেদে মধ্বাচার্য্য নাম তাঁর ।  
 তাঁহা হৈতে মধ্ব সম্প্রদায় সুপ্রচার ॥  
 তাঁর শিষ্যাদির কভু অন্ত নাহি হয় ।  
 তত্ত্ব প্রবর্তন হেতু পৃথিবী ব্যাপয় ॥  
 শ্রীনারায়ণের শিষ্য শ্রীকুম্ভ-জৈধর ।  
 তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের নাহিক অন্তর ॥  
 বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে ।  
 বিহো মত তত্ত্বিরসে শিষ্যগণ সনে ॥  
 পরম প্রভাব বিদ্যা সর্বশাস্ত্রে তাঁর ।  
 বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায় তাহাতে প্রচার ॥  
 শ্রীমনক সম্প্রদায় করিলে প্রকাশনা  
 নারায়ণ হৈতে হংস বিগ্রহ-বিলাস ॥  
 তাঁর শিষ্য মনকাদি চারি জন হয় ।  
 তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের সংখ্যা কে কয় ॥  
 সেই গণে শিষ্য নিম্বাদিত্য মহাশয় ।  
 তাঁহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় হয় ॥  
 নিম্বাদিত্যভাষা আদি অতি চমৎকার ।  
 তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেতে ব্যাপিল সংসার ॥  
 শ্রীমধ্ব প্রভুতি চারি সম্প্রদায়িগণে ।  
 সম্প্রদায় বন্ধ হৈল জীবের কারণে ॥  
 অক্ষয়বাতীত অমৃত বর্ণ সবারে ।  
 মোক্ষনাহি হয় এই কহিলাম সার ॥

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী জীব, পূর্ণ-বৈত জ্ঞান ।  
 এই তত্ত্ববাদ যুক্তি শাস্ত্র-অপ্রমাণ ॥  
 মোদের আচার্য্য মতে ঐছে বাদত্রয় ।  
 মনোরম নহে, এই কহিনু নিশ্চয় ॥  
 রামানুজাচার্য্যগণমধ্য হৈতে জানি ।  
 শ্রীল রামানন্দাচার্য্য হৈলা এই মানি ॥  
 তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যাদি অনেক হইল ।  
 “রামানন্দ” খ্যাত তাঁরা এই ত কহিল ॥  
 বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য্য ।  
 সূত্র-অনুভাষ্য করি হইলেন আৰ্য্য ॥  
 প্রচার হইল তাঁর “বল্লভী” আখ্যান ।  
 অম্ব সসম্প্রদায় এই প্রথা সুবিধান ॥  
 চৌদ্দ ভুবনের গুরু চৈতন্য গোসাঁই ।  
 তাঁর গুরু কোন শাস্ত্রে দেখিতে না পাই ॥  
 তথাপিহ লোকশিক্ষা হেতু ভগবান ।  
 ঈশ্বরপুরীতে কৈল গুরু অভিমান ॥  
 বিষ্ণুস্বামি অবতংস পুরীর ভূষণ ।  
 শ্রীঈশ্বরপুরী এই বিদিত ভুবন ॥  
 তাঁর স্থানে দীক্ষা লন শ্রীগাটীনন্দন ।  
 তন্মধুররসপ্রসি করিয়া-লোকন ॥  
 ঈশ্বর পুরীর দৈশ্য কহেন না যায় ।  
 “মুক্তি শাস্ত্রধর্ম” এই সর্ব ঠাকুর গায় ॥

ভক্তির প্রভাবে সৰ্ব্ব নীচ জ্ঞান হয়।

প্রভু সনাতন ইথে প্রমাণ আছে।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ।

ন প্রেমা শ্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোহথবা বৈষ্ণবো

জ্ঞানং বা শুভকৰ্ম বা কিমদ্যোঃ সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।

হীনার্থাধিকসাধকে যয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূল্য সত্যী

হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাং ॥ ৩৯৪ ॥

মধ্বসম্প্রদায়ি লক্ষ্মীপতি মহাশয়।

তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী গুণালয় ॥

বৃন্দাবনে স্থিতি কল্পবৃক্ষ ঋবতার।

~~প্রভু~~ উজ্জলরস চিত্র ফল ধার ॥

ভক্তি-ধর্ম-প্রবর্তক কৃপা পারাবার।

যেই ধর্ম বিস্তারিলা শচীর-কুমার ॥

মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য চারি মহাশয়।

শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী গুণালয় ॥

নিত্যানন্দ প্রভু আর অদ্বৈত গোসাঁই।

মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্য এই চারি গাই ॥

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ঠাকুর-নিমাই।

শ্রীনিমাই, সম্প্রদায় তাঁহা হৈতে গাই ॥

তথাহি শ্রীমদেগাশালগুরুগোষামিপাদেন্নেকং।

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্ম নারদো ব্যাস এব চ।

শ্রীল মধ্বঃ পরিনাতো নৃহরির্মধবতথা ॥

অকোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিদ্ধমহানিধিঃ ।  
 বিদ্যানিধিঞ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্মমুনিস্তথা ॥  
 শ্রীমল্লশ্রীপতিঃ শ্রীমদ্রাধবেন্দ্রপুরীন্দ্রঃ ।  
 ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমকরদ্রুমো ভূবি ।  
 নিমানন্দাখ্যায়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্রিতিমণ্ডলে ॥ ৩৯ ॥

ঐশ্বরেশ্বরীর দীক্ষা নাহি প্রয়োজন ।  
 তথাপি জীবের লাগি করেন গ্রহণ ॥  
 অনঙ্গমঞ্জরী দেবী শ্রীজাহ্নবীন্দ্রী ।—  
 মধু সম্প্রদায় দীক্ষা অঙ্গীকার করি ॥  
 ভূধন পবিত্র করে শিষ্যগণঘারে ।  
 তার মধ্যে তিন শিষ্য প্রধান সংসারে ॥  
 বীরচন্দ্র, রামচন্দ্র, শ্রীশচী-নন্দন ।  
 এ তিন গোসাত্তি প্রভু সংসারপাবন ॥  
 নিজ জ্যেষ্ঠভাত স্থানে জাহ্নবী-গোসাঁই ।  
 দীক্ষা লইলেন এই শুনিবারে পাই ॥  
 সিদ্ধ-ভগবান দাস কৈহেন আমারে ।  
 দীক্ষা লন শ্রীজাহ্নবী গৌরীদাস ঘারে ॥  
 কেহ কহে নিত্যানন্দস্থানে দীক্ষা লয় ।  
 ঐশ্বরেশ্বরীর কার্য লোকাভীত হয় ॥  
 জাহ্নবীর গুরু কেবা তদনুসন্ধানে ।  
 প্রয়োজন নাহি দেখি প্রণালী প্রমাণে ॥

অনঙ্গমঞ্জরীশ্রী শ্রীজাহ্নবী কয় ।

ভজনপ্রণালী মূল তিঁহো মোর হয় ॥

মুলাভীতামুসন্ধানে নাহি প্রয়োজন ।

বেদ বিধি এই কথা করেন কীর্ত্তন ॥

রামার্চনচন্দ্রিকাদি, গৌরগণেশদেশ ।

শ্রীগোপালগুরু, রত্নাবলী সর্ববশেষ ॥

শ্রীগুরুপ্রণালী সিদ্ধ করিলা প্রমাণ ।

নাহি মানে কোন কোন আচার্য্য-সন্তান ॥

গৌরভক্তিহীন সেই আচার্য্য সকল ।

তেঞি গুরু প্রণাল্যাদি বলয়ে নিফল ॥

রাগপ্রাপ্ত্যে কোন কোন ভ্রান্ত-ভুন্দার ।

বিধি ছাড়ি উপদেশ করিলাঙ্গীকার ॥

তাহাতে তাঁদের দোষ না হয় দর্শন ।

নিত্যসিদ্ধ স্থানে দীক্ষা করিলা গ্রহণ ॥

নিত্যসিদ্ধ লাভে রাগে যেনা কার্য্য করে ।

দোষ নাহি দেখি ভায় রাগশাস্ত্রাস্তরে ॥

নিত্যসিদ্ধ রাগাভাব যেই যেই স্থানে ।

তথা তথাকার হয় বেদাদি বিধানে ॥

এবে নিত্যসিদ্ধ রাগ লাভাভাব প্রায় ।

অতএব শাস্ত্রমতে কর সমুদায় ॥

নিত্যসিদ্ধচেষ্টা আদি রাগানুকরণ ।—

গৌরানন্দের অপ্রকটে হইবে দর্শন ॥



যম-কলি সংবাদাদি গ্রন্থ সমুদয় ।  
 তাহাতে প্রমাণ আছে কহিমু নিশ্চয় ॥  
 নিত্যসিদ্ধ রাগাশ্রম কোথা নাহি জানে ।  
 তবু নিত্যসিদ্ধ রাগী বলি স্বয়ং মানেন ॥  
 কলির প্রধান শিষ্য এই দুই জন ।  
 ইহাদের সঙ্গ নাহি কর কদাচন ॥  
 শ্রীমুরলীধর কুঞ্জে ধাম বৃন্দাবনে ।  
 শ্রীগুরু পূজিবে বংশী-রাম শাখাগণে ॥  
 যেই বংশী সেই রাম এই ত কারণে ।  
 দুই শাখা এক হৈল কহে বিজ্ঞগণে ॥  
 -শ্রী গুরু-প্রণালী আদি হৈল সমাপন ।  
 শ্রীসিদ্ধ-প্রণালী মোর করিয়ে বর্ণন ॥  
 গুরু-প্রণালীতে হয় দাস অভিমান ।  
 সখী অভিমান সিদ্ধ-প্রণালী প্রমাণ ॥  
 মাতৃগর্ভ হৈতে জন্ম প্রথমেতে জানি ।  
 মায়াময় দেহ সেই শাস্ত্রদৃষ্ট মানি ॥  
 শ্রীগুরু-প্রসাদলব্ধ-কৃষ্ণমন্ত্র যেই ।  
 জীবের মায়িক দেহ ধ্বংস করি সেই ॥  
 মায়াভীত শুদ্ধদেহ করেন সম্ভব ।  
 দ্বিতীয় জনম সেই হয় ত নুভব ॥

তথাহি পাদ্যে ।

কৃষ্ণমন্ত্র প্রবেশেন মারাদেহন্ত নাশতঃ ।  
 কৃপয়া গুরুদেবন্ত দ্বিতীয়ং জন্ম কথ্যতে ॥ ৩৯৬ ॥

রাধাকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তো হেতু গুৰ্ব্বাশ্রয় ।  
 দ্বিতীয় জনম গুরুপ্রসাদেতে হয় ॥  
 শ্রীকাম গায়ত্রী, কামবীজ উপাসনে ।  
 সখীভাবে করে সদা সেবার প্রার্থনে ॥  
 কামবীজ উপাসনে সখীই আশ্রয় ।  
 রতি রাগ প্রাপ্তো প্রেম লভয়ে নিশ্চয় ॥  
 জীবের সখীই প্রাপ্তি তৃতীয় জনম ।  
 লোকনাথ ধৃত শাস্ত্র করহ শ্রবন ॥

তথাহি সারসংগ্রহে ।

কামবীজোপাসনে সখীস্বৰূপ সমাপ্রয়ঃ :-  
 রতিরোগং সখী প্রাপ্য প্রেমা জন্মতৃতীয়কং ॥ ৩৯৭ ॥

দীক্ষা গুরু-বৈধগুরু বলে বহু জন ।  
 তাহার মীমাংসা এই করহ শ্রবণ ॥  
 শাস্ত্র-বিধি মতে যেই করে উপদেশ ।  
 বৈধ-গুরু হয় সেই কহিমু বিশেষ ॥  
 অগ্নিধ্বং-সেবক যৈছে বৈধ-শিষ্য হয় ।  
 তদ্রূপ অগ্নিধ্বং-গুরু বৈধ-গুরু কয় ॥  
 ভ্রজে রাধা-কৃষ্ণে যৈছে ভজে গোপীগণ ।  
 শিক্ষা দেন যিঁহো সেই দুর্লভ ভজন ॥  
 সেই সিদ্ধ কৃষ্ণপ্রিয়া সখী অমুগত ।  
 সেই সিদ্ধ দেহারোপ আদি যেই মত ॥

শিক্ষা দেন তিঁহো শিষ্ক-রাগগুরু হন ।

চরম সিদ্ধান্ত এই করিষু কীর্তন ॥

শিষ্কান্ধিষ্ক ভেদে যৈছে শিষ্য দুই হয় ।

তৈছে শিষ্কান্ধিষ্ক ভেদে গুরু দুই কয় ॥

তথাহি তত্রৈব ।

ব্রহ্মোপাসনতো হেতুং যোহন্ত ক্ষেত্র উপাসতে ।

শাস্ত্রোপাস্তসাধনেন স গুরুবৈধিকচ্যতে ।

কৃষ্ণং প্রেষ্ঠপরাস্থানং ভজতে ভাবতো গুরুঃ ।

গুরুঃ স কৃষ্ণভক্তস্ত দেহেন সাধয়েৎ পুনঃ ॥ ৩৯৮ ॥

যৈছে এক শিষ্য ক্রমে দুই ভাব ধরে ।

তৈছে গুরু দুই ভাবে সুবিরাজ করে ॥

শিষ্যের ভাবাদি গুরু করিয়া বিচার ।—

ভজন শিখান পূর্ব ক্রম অনুসার ॥

নানাজন নানা অর্থ ইহাতে করয় ।

মোদের আচার্য্য মত তাহা নাহি হয় ॥

ভক্তিশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সেবা দুই রূপ কয় ।

সাধক রূপেতে, সিদ্ধ রূপেতে নিশ্চয় ॥

ভক্তাবেচ্ছ হঞা ব্রজলোক অনুসার ।

সেবাবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণে কুঞ্জে অনিবার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবৎগোবিন্দচরিতৈঃ ।

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্ম হি ।

ভক্তাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥ ৩৯৯ ॥

মধুর রসের মুখা শ্রীমতী-রাধিকা ।  
 কৃষ্ণের হলাদিনীশক্তি,—প্রিয়সী অধিকা ॥  
 রাধার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী ।—  
 সৌন্দর্য্য-সৌভাগ্যসীমা সখী সর্বোপরি ॥  
 রাধার সম্বন্ধে হয় কৃষ্ণপ্রেমপাত্রী ।  
 গাধূর্য্যাদি গুণে সবাংকার সুখদাত্রী ॥  
 ত্রয়োদশ বর্ষ হয় বয়ঃক্রম তাঁর ।  
 বসন্তকেতকী বর্ণা অতি চমৎকার ॥  
 নীলেন্দীবরণ বস্ত্র, তাম্বুল সেবন ।  
 অনঙ্গঅম্বুজকুঞ্জে বাস সর্বক্ষণ ॥  
 তাঁর অমুগতা সখী কপূরমঞ্জরী । . . .  
 ছাদশ বৎসর দশ মাস বয়ঃ ধরি ॥  
 দুচ্ছালক-বর্ণা, বস্ত্র ঘনতারাবলী ।  
 তাম্বুল সেবনে রত, প্রেমেতে পাগলী ॥  
 মনোহর কুঞ্জে বাস কহিলু নিশ্চয় ।  
 শ্রীরাস-মঞ্জরী তাঁর অমুগতা হয় ॥  
 অষ্টমাসাধিক বারবর্ষ বয়ঃক্রমা ।  
 বালার্ক সদ্গুণ-বর্ণা পরম সুসমা ॥  
 জবারাগবর্ণবস্ত্রা, চন্দনসেবিনী ।  
 মোহন কুঞ্জেতে বাস—শ্রীরাস-রাজনী ॥  
 তাঁর অমুগতা সখী কনকমঞ্জরী ।  
 ষষ্ঠমাসাধিক বারবর্ষ বয়ঃ ধরি ॥

প্রতপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ঘননীলাম্বরা ।

চামর সেবনরতা, সদা আঞ্জাপরা ॥

আনন্দ কুঞ্জেতে বাস সদা সর্ববক্ষণ ।

শ্রীরতিমঞ্জরী তাঁর অনুগতা হন ॥

বেদমাংসাধিক বারবর্ষ বয়ঃক্রমা ।

তপ্তহেম-বর্ণা, জবাকুসুম-বসনা ॥

চামর সেবনপরা, রসকুঞ্জে স্থিতি ।

শ্রীদানমঞ্জরী তাঁর অনুগতা নিতি ॥

দ্বাদশ হায়ন দুই মাস বয়ান্বিতা ।

কুন্দ-পুষ্প সম বর্ণা,—সঙ্গম শঙ্কিতা ॥

শোণপুষ্প বস্ত্রা, চিত্রবসনসেবিনী ।

রাধাকুণ্ডে কনকাখ্য কুঞ্জনিবাসিনী ॥

তাঁর অনুগতা মধুমঞ্জরী কথিতা ।

পক্ষমাংসাধিক বারবর্ষ বয়ান্বিতা ॥

সুনির্মল হেমবর্ণা, ভ্রমর বসনা ।

সেবা সুবাসিত স্নিগ্ধনীর অনুপমা ॥

শ্রীকুণ্ডের তীরে লীলাকুঞ্জে অবস্থান ।

তাঁর অনুগতা গুণমঞ্জর্যাভিধান ॥

দ্বাদশ বর্ষীয়া দুষ্কালক্লক-বরণা ।

নয়নরঞ্জন নীলনলিনী বংসনা ॥

রাধা-কৃষ্ণ সুখ লাগি ব্যঞ্জন-সেবন ।

মানস-হরণ কুঞ্জে বাস সর্ববক্ষণ ॥

শ্রীসমঞ্জসী সখী অনুগতা তাঁর ।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্বিতা কহি সার ॥

বসন্ত কেতকী বর্ণা, নীলেন্দ্রী বসনা ।

শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বেশ সেবা-পরায়ণা ॥

অনঙ্গকুঞ্জেতে বাস সদা এই জানি ।

সুখিকামঞ্জরী তাঁর অনুগতা মানি ॥

বারবর্ষ দশ মাস বয়স তাঁহার ।

প্রাতরূপবর্ণা, তারাবলী-বস্ত্র যাঁর ॥

ঘৃহণ-চন্দন সেবা, কুঞ্জ মনোহর ।

বিলাসমঞ্জরী তাঁর অনুগতপত্র ॥

বসুমাসাধিক বারবর্ষ বয়স্বিতা ।

পীতবর্ণা, তারাবলী বস্ত্র পরিহিতা ॥

শ্রীহরিচন্দন সেবা, নন্দকুঞ্জে বাস ।,

সমর্থার গণ সবে জানিই নির্ঘাস ॥

কৃষ্ণপ্ৰীতি কাম হেতু সর্বদা নিকামা ।

কেলিবিলাসিনী ব্রজগোপকুল-রামা ॥

শ্রীগুরু-প্রদত্ত সিদ্ধপ্রণালী আমার ।

শিষ্ণু-শিষ্যগণ লাগি করিষু প্রচার ॥

শ্রীভৃঙ্গমঞ্জরী রস মঞ্জর্যনুগতা ।

ঈপমাসাধিক রসবর্ষ বয়া মতা ॥

বালার্ক বরণা, তারাবলী স্রবসনা ।

ঘৃহণ-চন্দ্রনৌভম সেবাপরায়ণা ॥



তুঙ্গ বিদ্যা-ইন্দুরেখা,      অষ্টজন এই লেখা,  
 এবে কহি নন্দ-সখীগণ ।  
 সেবাপরা সখীগণ,      তার কহি বিবরণ,  
 যাঁরা করে যুগল সেবন ॥  
 শ্রীকৃপমঞ্জরী আর,      শ্রীরতিমঞ্জরী সার,  
 লবঙ্গমঞ্জরী-মঞ্জলালী ।  
 শ্রীসমঞ্জরী সঙ্গে,      কস্তুরিকা আদি রঙ্গে,  
 প্রেমসেবা করে কুতূহলী ॥  
 এ সব অমুগা হঞা,      প্রেমসেবা লব চাঞা,—  
 ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজে । . . .  
 রূপে গুণে ডগমগী,      সদা হব অমুরাগী,  
 বসতি করিব সখী মাঝে ॥  
 বৃন্দাবনে দুই জন,      চতুর্দিকে সখীগণ,  
 সময় বুঝিয়া রহ স্থখে । . . .  
 সখীর ইঙ্গিত হবে,      চামর ঢুলাব কবে,  
 তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥  
 যুগল চরণ সেবি,      নিরন্তর এই ভাবি,  
 অমুরাগে থাকিব সদাই ।  
 সাধনে ভাবিব যাঁহা,      সিদ্ধদেহে পাব তাহা,  
 পঞ্চাপক সুবিচার এই ॥  
 পাকিলে সে প্রেমভক্তি,      অপকে সাধন ব্যক্তি,  
 ভকতি লক্ষণ অমুসার ।



সাধনে যে ধন চাই,      সিদ্ধদেহে তাহা পাই,  
 পক-অপকের এ বিচার ॥  
 নরোত্তম দাসে কর,      এই ঘেন মোর হয়,  
 ব্রজপুরে অমুরাগে বাস ।  
 , সখীগণ গণনাতে,      আমারে গণিবে তা'তে,  
 তবহু পুরিবে অভিলাষ ॥

তথাহি ভজনামৃতে ।

সখীনাং সঙ্গিনীকুপামাস্তানং বাসনাময়ীং ।  
 আজ্ঞা সেবাপরং তত্ত্বজপালঙ্কারভূষিতাং ॥  
 কৃষ্ণং অরন্থং জনকাস্ত্র প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং ।  
 তত্ত্বং কথা রতশাস্ত্রসৌ কুর্য্যাদাসং ব্রজে সদা ॥ ৪০০ ॥

গুরুদত্ত স্ব-মঞ্জরী ভাব আরোপিয়া ।—  
 পশ্চিমাভিমুখ কুঞ্জে স্ব-সেবা লইয়া ॥—  
 গুরুসখী ইচ্ছিতাজ্ঞা পাইয়া, ষতনে ।—  
 সেবন করিবে রাধা-কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ॥  
 সমর্থে তথায় বাস করি সর্বক্ষণ ।  
 রাগেতে সেবিবে রাধা-কৃষ্ণের চরণ ॥  
 অসমর্থে মনে কুঞ্জবনে রহি তথা ।  
 সেবিবে শ্রীরাধা-কৃষ্ণে গুরু আজ্ঞা যথা ॥  
 গুরুদত্ত মঞ্জর্যাদি ভাবেতে সেবন ।  
 শ্রীসনৎকুমার আজ্ঞা করিষু কীর্তন ॥

“গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েদিতি” আজ্ঞা তার ।

তার কৃত সংহিতাতে দেখহ বিস্তার ॥

দীক্ষাগুরুদত্ত সিদ্ধ প্রণাল্যমুসারে ।

রাধা-কৃষ্ণ সেবা নিত্য গোকুলকান্ডারে ॥

মন্ত্রপ্রদ গুরুলক স্ব-সিদ্ধ ভাবেতে ।—

সেবিলে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ নন্দের ত্রৈজ্যেতে ॥

গুরুদত্ত সিদ্ধ ভাব করিলে চিস্তন ।

শ্রীসনৎকুমার এই করেন কীর্তন ॥

তথাহি মৎকৃত সারসংগ্রহে ।

মন্ত্রপ্রদ গুরোর্লক সিদ্ধভাবামুসারতঃ ।

সেবেত রাধিকাকৃষ্ণো রম্য বৃন্দাবনে বনে ।

ব্রহ্মপুত্রেন সংপ্রোক্তং “গুরুদত্তঞ্চ ভাবয়েৎ” ॥ ৪০১ ॥

শ্রীসিদ্ধ প্রণালী এই করিমু কীর্তনে ।

ক্রমাদি শিখিলে গুরুসখীর শরণে ॥

এবে দেখি কোন কোন আচার্য্য সন্তান ।

পাছে ধ্বংস হয় ক্ষুদ্র শৈশব অতিমান ॥

সেই ভয়ে নীহি মানে শ্রীসিদ্ধপ্রণালী ।

শাস্ত্র আদি কহে তাঁ সবারে দিয়া “তালি ॥”

অনন্ত শ্রীবর্গদেব হইয়া মঞ্জুরী ।

শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে দিবা-বিভাবরী ॥

ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণ ব্রহ্ম গোপীকারী—

পাদপদ্ম রজ বঞ্ছা করে অনিবার ॥

সেই গোপী অমুগত হইলে কাহার ।  
 ঈশ অভিমান নাহি যায় কালাগার ॥  
 সে ভয় ছাড়িয়া সিদ্ধ প্রণাল্যানুসারে ।  
 ভজ ভঙ্গ রাধা-কৃষ্ণে ব্রজ কুঞ্জাগারে ॥  
 দুর্লভ মানব জন্ম ঈশ অভিমানে ।—  
 ক্ষয় করে যেবা সেই বড়ই অজ্ঞানে ॥  
 গোপীভাবে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণানুশীলনে ।  
 ঈশানন্দ হৈতে সুখ লাভ সর্বক্ষণে ॥  
 দেবের দুর্লভ ভাগ্য সম ভাগ্য যার ।  
 সেই জন সুখ-সিদ্ধু পিয়ে অনিবার ॥  
 সেই সুখ-সিদ্ধু আশে শ্রুতীশ্বরগণ ।—  
 গোপী হঞা লইলেন গোপীর শরণ ॥  
 অতএব সবে হৃদি সংশয় ত্যজিয়া ।  
 ভজ রাধা-কৃষ্ণে গোপী আশ্রয় করিয়া ॥  
 “দশমূল রস” যেই জীব করে পান ।  
 সেই জানে গোপীবার ভজন সন্ধান ॥  
 দশমূলে রস যত তত নিঙাড়িতে ।  
 আমার সমর্থ নাই কহিষু নিশ্চিতে ॥  
 তিনে কৃপা করি মোরে দিলা যেই বল ।  
 সেই বলে নিঙাড়িষু এ মূল সকল ॥  
 অনঙ্গমঞ্জরী ধাম বাস্রাপাড়া গ্রাম ।  
 যথা দশমূলোদ্ভব হয় অবিরাম ॥

পূরবে অনেকানেক ভাগ্যবান জন ।  
 নিঙাড়িল দশমূল করিয়া যতন ॥  
 তথাপি রসের শেষ করিতে নারিলা ।  
 নিষ্পেষিত মূল পুনঃ প্রোথিত করিলা ॥  
 অল্প অল্প প্রেমবারী সিঞ্চনের দ্বারে ।  
 প্রোথিত সকল মূল ক্রমে ক্রমে বারে ॥  
 শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব ।  
 মূল সকলের স্থান করি অমুভব ॥  
 উদ্ধার করিয়া নিঙাড়িল তিন জন ।  
 তথাপি না হৈল পূর্ণ রস আহরণ ॥  
 উক্ত ক্রমে পর পর বহু মহাজনে ।  
 উদ্ধার করিয়া রস করে আহরণে ॥  
 তথাপি তাহার শেষ নাহিক হইল ।  
 যেমন আকার মূল তেমনি রহিল ॥  
 সমুদ্রের জল যত কর আহরণ ।  
 তাহাতে সমুদ্র নূন না হয় কখন ॥  
 তেঁছে এই “দশমূল রস” আহরণে ।  
 দশমূল নূন কভু নহে কদাচনে ॥  
 দশমূল রক্ষাকারী শ্রীপাটে বাঁহারা ।  
 নিজ নিজ ধার্মগত প্রায় এবে তাঁরা ॥  
 ঘুড়াইত মন-প্রাণ বাঁদের দর্শনে ।  
 এবে না দেখিতে পাই তাঁদের নয়নে ॥

কোথা সেই দেবরূপ প্রাচীন নিচয় ।  
 কোথা তাহাদের কীর্তনাদি সমুদয় ॥  
 কোথা তাহাদের প্রেমভক্তি বিলক্ষণ ।  
 কোথা তাহাদের সেই জীবের সেবন ॥  
 কোথা তাহাদের সেই কল্পতরু স্তাব ॥  
 কোথা তাহাদের সেই উদার স্বভাব ॥  
 কোথা সেই প্রাণসম প্রিয়বন্ধুগণ ।  
 তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে করিষু ভ্রমণ ॥  
 “সখি ধর ধরেত্যাदि” গাইতে গাইতে ।—  
 ভ্রমিতাম মাঠে মাঠে সূর্য্য অন্তমিতে ॥  
 কড়ু বা তড়াগ তীরে তরুবার তলে ।  
 ব্রজলীলা গাইতাম বসিয়া সকলে ॥  
 সঙ্কায় সকলে মিলি রাম-কৃষ্ণাঙ্গনে ।—  
 পরস্পর আনন্দে করিতাম সঙ্কীর্ণনে ॥  
 সেই রাম-কৃষ্ণ আছে আছে সে অঙ্গন ।  
 কেবল না হেরি সেই প্রিয়বন্ধুগণ ॥  
 বন্ধুগণ সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উৎসব ।—  
 কিছু ভুলি নাই সব হয় অশুভব ॥  
 সকলি নয়ন-পথে করিছে ভ্রমণ ।  
 কেবল না হেরি সেই প্রিয়বন্ধুগণ ॥  
 নিরদয় কাল প্রায় সবারে হরিল ।  
 কেবল আমারে ভ্রমে তুলিয়া রহিল ॥

বিনোদবিহারি প্রভু পদে মোর নতি ।  
 কে বুঝিতে পারে তাঁর অদ্ভুত যুক্তি ॥  
 রামায়ণ অনুবাদ মধুর তাঁহার ।  
 বৃন্দাবনধামে কুঞ্জ করিলা প্রচার ॥  
 শ্রীমুরলীধর কুঞ্জ নাম হয় তাঁর ।  
 বংশী বংশ সকলের যাহে অধিকার ॥  
 কোথায় প্রাচীন সেই প্রভু পাদগণ ।  
 কোথায় প্রাচীন কায়স্থাদি ভক্তজন ॥  
 কীর্তনাদি বিশারদ বৈষ্ণব নিচয় ।  
 শ্রীপাট ছাড়িয়া তারা কোথা বিরাজয় ॥  
 অকালে-সকালে সবে করিলা গমন ॥  
 কেবল এ অভাগার নাহিক মরণ ॥  
 কোথা কন্যাবংশ ভক্ত-কুলীন-সংস্থান ।  
 বাদেই দেখিলে যুড়াইত মন প্রাণ ॥  
 বৈষ্ণব করণ হৈতু কুলীন ভ্রাস্ত্রগণে ।  
 কুল ছাড়ে শ্রীবল্লভ আদি প্রভুগণে ॥  
 সদ্ভ্রাস্ত্রগণ বিনোদন নহে সম্প্রদায় ।  
 তেঞি শ্রীবল্লভ আদি স্ব-স্ব-কুলাধায় ॥—  
 জলাঞ্জলি দিয়া নিজ নিজ কন্যাগণে ।—  
 অভক্ত কুলীনগণে করেন অর্পণে ॥  
 সেই সব কন্যায় মাতামহায় যৌ ।  
 মাতৃ অনুসার দীক্ষা গ্রহণ করয়ে ॥

মাতামহ দত্ত বৃত্তি পাইয়া তাহার।

শ্রীপাটে রহেন হঞা পিতৃগ্রাম ছাড়া ॥

ব্রাহ্মণ স্থাপন,—বিপ্রো ভক্তি সমর্পণ ।—

নিজ গৌরসম্প্রদায় উজ্জ্বল কারণ ॥

এই ত্রিন অভিলাষ পূর্ণ করিবারে ।

শ্রীব্রজত প্রভু আদি কুল-লক্ষ্মী ছাড়ে ॥

বৈষ্ণব কুলীন বিপ্রো শ্রীপাট সুন্দর ।

সর্বপাটোপরি শোভা পায় নিরন্তর ॥

“দশমূলরস” পায়ি কুলীন-ব্রাহ্মণ ।—

বান্ধাপাড়া পাটে হয় অনেক দর্শন ॥

রাম-কৃষ্ণ বিনা কেহ নাহি জানে আন ।

শ্রীগৌরগোপাল, রাম-কৃষ্ণ সর্বপ্রাণ ॥

কোথা সেই নাদ বংশ কীর্ত্তন পণ্ডিত ।

প্রামাণিক বংশ যার ধৰ্ম্ম সুবিদিত ॥

ধামাশ নিবাসী কোন বর্দ্ধকীর সঙ্গে ।

রাণীহাটি সুর সৃষ্টি করে যাঁরা রঙ্গে ॥

গোপজাতি নাদ বংশ কারিকর তার ।

অমুকারিকর প্রামাণিকায়র যার ॥

রাণীহাটি পরগণা বান্ধাপাড়া হয় ।

তেঞি রাণীহাটি সুর সর্বলোকে কয় ॥

রাখাল গরুর পাল গোষ্ঠেতে চড়ায় ।

ভারান্নাও রাণীহাটি সুরে পদ গায় ॥

রাঢ়দেশ হৈতে আসি কীর্তনীয়া গণ ।  
 রাখাল-বালক-মুখে করেন শ্রবণ ॥  
 হাটে, বাটে, মাঠে, গোঠে, শ্রীবাগ্নাপাড়ার ।—  
 রাগীহাটি পদ সদা সর্বদা প্রসার ॥  
 সর্ববর্ণ নারী মধ্যে প্রায় সর্বজন ।  
 রাগীহাটি সুরে করে লীলা-সঙ্গীতম ॥  
 প্রেম হাট, প্রেম বাট, প্রেম বাট আর ।—  
 প্রেম গোষ্ঠাঙ্কিত বাগ্নাপাড়া ক্ষিতি সার ॥  
 এই সব এবে প্রায় দেখা নাহি যায় ।  
 কালের প্রভাবে সব হৈল লুপ্তপ্রায় ॥  
 শ্রীপাটে বৈষ্ণব ছিল প্রায় শতত্রয় ।  
 তুরীয় অংশের এক অংশ না আছয় ॥  
 যদ্যপি বাদক আর কীর্তন পণ্ডিত ।  
 \*সকল বৈষ্ণব ছিল,—সবাই বিদিত\* ॥  
 শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস আর শ্যাম দাস ।  
 যুগজে কহাঞে কথা হৈল অপ্রকাশ ॥  
 এবে যারা আছে, তারা বাদ্য-সঙ্গীতন ।—  
 রসেতে বঞ্চিত প্রায় করি দর্শন ॥  
 শ্রীপাটেতে চারিবর্ণ যতুক আছয় ।  
 রাম-কৃষ্ণ বিনা কৈহি অন্য না জানয় ॥  
 সকল রসের গুরু বহু বহু জন ।  
 শ্রীপাটে শোভিত ছিল করিমু শ্রবণ ॥



তেত্রি দাশরথি আদি ভক্ত কবিগণ ।  
 বাঙ্গালাড়া রস ধাম করেন কীর্তন ॥  
 “বাঙ্গালাড়া রস গোড়া গুণ্ড বৃন্দাবন ।  
 বলাই আকুল করে সদা প্রাণ মন ॥”  
 ইত্যাদি প্রকার পদ গৌরভক্তগণ ।—  
 বদনে সর্বদা প্রায় করেন কীর্তন ॥  
 সকল রসের গুরু অবশেষ যাহা ।  
 এ পোড়া নয়নে মুঞি দেখিলাম তাহা ॥  
 এবে দেখি কাল প্রায় সব হরি নিল ।  
 কেবল পাপীষ্ঠ জ্ঞানে আমারে রাখিল ॥  
 সজ্জন হইতে হয় কলির দমন ।  
 পাপীষ্ঠ হইতে তার আনন্দ বর্জন ॥  
 এ হেতু সজ্জনে এবে কাল শীঘ্র হরে ।  
 কেবল পাপীষ্ঠে রাখে কলি পুষ্টি তরে ॥  
 প্রাকৃতিক শোভা ছিল শ্রীপাটেতে যত ।  
 এবে সব হইয়াছে প্রায় কাল গত ॥  
 পবিত্রা বালুকাময়ী স্রোতস্বতি যেই ।—  
 যুতা হঞা স্থানে স্থানে রহিয়াছে সেই ॥  
 পুণ্ড্রের আশ্রাম যত “মালক” আখ্যান ।  
 এবে সে সকল প্রায় দেখি অন্তর্ধান ॥  
 অশোকারণ্যের নাম মাত্র আর নাই ।  
 প্রাচীন বিটপী প্রায় দেখিতে না পাই ॥

প্রাচীন অশ্বখ আদি তরু ছিল বড় ।  
 ক্রমে ক্রমে প্রায় সব হৈল কালগত ॥  
 পদ্মাকর-খাত-বাণী-তড়াগ-কাসার ।—  
 কল্লার শোভিত দিব্য অখোত আধার ॥  
 শৈবালাদি পূর্ণ প্রায় করিয়ে দর্শন ।  
 হংসাদি বিহঙ্গ নাহি করে বিচরণ ॥  
 পক্ষীর নিবাস নাহি শুনি পূর্বমত ।  
 জীর্ণ শীর্ণ প্রায় দেখি বৃক্ষশ্রেণী যত ॥  
 প্রাকৃতিক শোভা যত ছিল চমৎকার ।  
 সেই সব প্রায় কাল করিল আহার ॥  
 যারে যাক্রে যে যেভাবে হেরিষু নয়নে ।  
 সেই সেই সে সে ভাবে জাগিছে জীবনে ॥  
 কিছুমাত্র ভুলি নাই সব মনে আছে ।  
 বলিলে বলিতে পারি বলি কার কাছে ॥  
 প্রকৃতি প্রাকৃত চিলে মোহিয়া অমোয় ।  
 কখন কঁদার কভু আনন্দে হাসায় ॥  
 প্রিয়নাথ প্রিয়সাক্ষ দেখা দিবে যবে ।  
 মনের বেদনা সব দূর হবে তবে ॥  
 কালের কুটিল গতি বুঝা নাহি যায় ।  
 হরিধাম নাহি রাখে এক অবস্থায় ॥  
 বহুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-সুন্দরী ।  
 রঘুপতি শ্রীরামের অযোধ্যা-নগরী ॥

কালের প্রভাবে কোথা করিল গমন ।

নখর ত্র্যম্বকগণ,—বেলাশুশাসন ॥

ইহা জানি ভক্তগণ মন কর স্থির ।

স্থূল ত্র্যম্বকের নাশে না হও অধীর ॥

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং ।

বহুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী

রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা ।

ইতি বিচিস্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং

ন সদিদং অগদিত্যবধারণ ॥ ৪০২ ॥

চিন্ময় চক্ষুর দ্বারে হরিভক্তগণ

চিন্ময় শ্রীহরিলীলা স্থান সর্বক্ষণ ॥—

অপ্রাকৃতানন্দময় করেন দর্শন ।

হরিলীলা স্থান নিত্য কহে বিজ্ঞগণ ॥

হরি, হরি লীলা, হরিভক্তাদি নিচয় ।—

সর্বকাল এক রূপ,—নাহি কভু ক্ষয় ॥

প্রকটাপ্রকটরূপে সদা দৃষ্ট হয় ।

নিগূঢ় ব্রহ্ম এই জানিবে নিশ্চয় ॥

রাম-কৃষ্ণ-লীলা-স্থান ভাগ্যবান জন ।—

এক রূপ সদা কাল করেন দর্শন ॥

ভক্তিহীন-বহির্মুখ সংসারে বাহারা ।

আনন্দাদি হীন এইছে স্থান দেখে তারা ॥

পূরবে শ্রীপাট বাঘাপাড়া যেই রূপ ।  
 এবে সেই রূপ এই কহিমু স্বরূপ ॥  
 কর্মদোষে এ বিপিন চক্রেয় জ্বালায় ।  
 চিন্ময় শ্রীপাট নাহি দেখিবারে পায় ॥  
 স্নানঙ্গমঞ্জরী ধাম বাঘাপাড়া গ্রাম ॥  
 দশমূলরসাকর জানি অবিরাম ॥  
 অষ্টাদশ পল্লীযুক্ত বাঘাপাড়া হয় ।  
 সকল পল্লীতে ঐছে রস বিরাজয় ॥  
 অধিকারিগণ তাহা পীয়ে সর্বক্ষণ ।  
 অধিকার হীনে নিম্ন করে আস্বাদন ॥  
 অজ্ঞানাক্ষ বিনশন, ত্রিতাপ দলন ।  
 দশমূলরস এই,—বৈষ্ণব-জীবন ॥  
 কর্ণাঞ্জলি দ্বারা সবে নিত্য কর পান ।  
 সর্ববাহু পূর্ণ হবে কহিমু সন্ধান ॥

তথাহি

মৎপ্রিয়ায়ুগ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ্য ভক্তিতত্ত্বব্যাচম্পতিনোক্তং ।

অজ্ঞানধ্বাস্তনাশে প্রথম কর রবিঃ শীতরশ্মিপ্রতিপে  
 মার্মারোগেহপ্যমোঘঃ ভজন বলকরঃ ভেষজঃ ভূতিশলঃ ।  
 রাধাগোবিন্দলীলামৃত রসজলধো খেলনোৎকৃষ্টিতানাঃ  
 বাহ্যপূর্তো সুরভঃ প্রকটিতমধুনা জীবনং বৈষ্ণবান্নাং ॥

দশমূলরসঃ শ্রীমবৈষ্ণবান্নাং হি জীবনং ।

কর্ণাঞ্জলিতিরাপীন্ন ভবারোগী ভবাময়িং ॥ ১০৩ ॥

শ্রীশ্রীপাট বায়্যাপাড়া যে নাহি দেখিল ;  
 তাহার মনুষ্য-জন্ম বিফল হইল ॥  
 না দেখিল রাম-কৃষ্ণ-গোপীশ্বর যেই ।  
 সেই ভাগ্যহীন অতি কহিলাম এই ॥  
 হে রাম ! হে কৃষ্ণ ! পদে এই নিবেদন ।  
 অদ্যই আমার এই রাজহংস মন ॥  
 প্রবেশ করুক তব চরণ-পঙ্কজে ।  
 ক্ষণ কাল মাত্র যেন বিলম্ব না করে ॥  
 জীবন প্রয়াণকালে কক, বাত, পিষ্টে ।—  
 কণ্ঠাবরোধন করি আবরিবে চিত্তে ॥  
 সে সময়ে না পারিব করিতে স্মরণ ।  
 কাকুত্স্থিতে শ্রীচরণে করি নিবেদন ॥

তথাহি শ্রীপাণ্ডবগীতায়ং ।

কৃষ্ণ এদীয় পদপঙ্কজ পঙ্কজান্তে  
 অদৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ ।  
 প্রাণ প্রাণ সময়ে ককবাতপিষ্টেঃ  
 কণ্ঠাবরোধন বিধৌ স্মরণং কুতন্তে ॥ ৪০৪ ॥

বৈদ্য প্রায় নিজৌষধ না করে সেবন ।  
 পীড়াগ্রস্তে অন্যৌষধ করে আনয়ন ॥  
 তৈছে “দশমূল” রস করি আহরণ ।  
 মোর ভাগ্যে প্রায় নাহি ঘটে আশ্বাদন ॥

কর্ম তৃষ্ণা, জ্ঞান বায়ু নাশক-দীপক ।  
 শঠ সঙ্গ পিত্ত হর, পাপ বিরেচক ॥  
 অসাধু সঙ্গম জ্বালা, নারীসঙ্গ শাস ।  
 অহংকারোদ্ভব ভ্রম, দ্বিজাঘজ কাশ ॥  
 মোহ তন্দ্রা, শোক শূল হর, পরীক্ষিতান ।—  
 উদ্ভাবক “দশমূল রস” সবে গান ॥  
 হেন “দশমূল রস” নাহি পীড়য়ে যেই ।  
 সংসারে সকল রোগাক্রান্ত জ্ঞানি সেই ॥  
 পীয় পীয় ভক্তগণ ! দশমূল রস ।  
 কেন হইতেছ ভব-মায়ায় অবশ ॥  
 সর্বব্যাদি বিনাশন, সর্ববেদ সার ।  
 “দশমূল রস” এই কহি বার বার ॥

তথাহি গ্রন্থকারেণোক্তং ।

আধিব্যাধি হরং দিব্যং কৃষ্ণপ্রেমবিক্রমং ।  
 পিব স্বে পিব রে নিত্যং দশমূলরসং পরং ॥  
 অয়ং হি বিপিনঈশ্বর্য গোপালিন বিনির্মিতঃ  
 দশমূলরস গ্রন্থো জ্ঞাতাং ভক্তমানসে ॥ ৪০৫ ॥

পণ্ডিত নহিক আমি মূর্খ ছুরাচার ।  
 শাস্ত্র ব্যাখ্যাদিতে মোর নাহি অধিকার ॥  
 গুরু সন্নিধানে যথাবিধি অনুসার ।  
 শাস্ত্র পাঠি যেই করে পণ্ডিতাখ্যা তার ॥

উপক্রমোপসংহার, অপূর্বতাভ্যাস ।

অর্থবাদ, উপপত্তি, ফল সূনির্ঘাস ॥

শাস্ত্রতাৎপর্যাবধারণের হেতু হয় ।

মনীষি সকল যথা তথা এই কয় ॥

তথাহি প্রমেয়রত্নাবল্যাং ।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসাহপূর্বতা ফলং ।

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে ।

ইতি তাৎপর্য লিঙ্গানি ষড়্ যাত্ৰাহর্ম নীষিণঃ ॥ ৪০৬ ॥

উপক্রমোপসংহার একরূপ হয় ।

এই হেতু এক লিঙ্গ জানিহ নিশ্চয় ॥

“লিঙ্গ” অর্থে অনুমান সাধন, প্রকৃতি ।

শব্দ অর্থ প্রকাশক সামর্থ্য, বিবৃতি ॥

“উপক্রম” শব্দার্থেতে আরম্ভন জানি ।

উপসংহারার্থে বৎস । সমাপ্তি বাখানি ॥

“অভ্যাসার্থে” পুনঃ পুনঃ কথনাদি হয় ।

আশ্চর্য্য-অদৃষ্ট আদি “অপূর্বার্থে” কয় ॥

“অর্থবাদ” শব্দার্থেতে স্ততিবাদ হয় ।

“উপপত্তি” অর্থে যুক্তি-সঙ্গতি, নিশ্চয় ॥

এই সব হেতু বিনা শাস্ত্রাবধারণ ।

বিড়ম্বনা মাত্র,—এই কহে বিজ্ঞগণ ॥

নিদর্শন কহি তার করহ শ্রবণ ।

পূর্ব মহাজনে যাহাঁ করিলা কীর্তন ॥

“কটিং ছিহা গুদং দহে” জক্ষুর পীড়ায় ।

বৈদ্যকে লিখিলা ইহা অশ্ব চিকিৎসার ॥

শাস্ত্রজ্ঞান হেতু জ্ঞানহীন বৈদ্য বার।

নরচক্ষু রোগোৎপন্নে ধরি ঐছে ধারা ॥

নরের চিকিৎসা করি বিপদ ঘটায় ।

তেত্রিঃ বিজ্ঞে কহে “মূর্থ বৈদ্য যমপ্রায়” ॥

শাস্ত্রজ্ঞান হেতু জ্ঞানবিহীন সবার ।

শাস্ত্র অধ্যয়ন বৃথা, কহিলাম সার ॥

তারা যদি বিধি লোকে করে সম্প্রদান ।

তাহে মহানর্থ ঘটে শাস্ত্র পরমাণ ॥

হৃদয় নগরবাসী কোন বৈদ্যবর ।

স্বপুত্রের বৈদ্যশাস্ত্র সমাপন পর ॥

পুত্রে পরীক্ষিতে বৈদ্যবর সযতনে ।

পুত্রকে কহিলা স্নেহপূর্ণ সন্মোদনে ॥

“গোকুরীমানয় পুত্র !” ঔষধী লাগিয়া ।

পিতৃ আজ্ঞা শুনি পুত্র হরিত গাইয়া ॥—

“গো-কুর” কাটিয়া আনি পিতৃ স্নাত্রে ধরে ।

তাহা দেখি বৈদ্য শিরে করাঘাত করে ॥

ক্রোধে-দুঃখে বলে মূর্থ ! কি কাজ করিলি ।

“গোকুরী লতার” স্থলে “গো-কুর” বুঝিলি ॥

শাস্ত্র অধ্যয়ন ফল এই কিরে তোর ।

“গো-বধ” পরম লাভ এবে হৈল মোর ॥



সর্বনাশ কালে “অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ ।”  
 ইহার মর্ম্মার্থ নাহি হইয়া বিদিত ॥  
 নদী-পার-কালে চারি পড়ুয়া বালক ।  
 জলমগ্ন প্রায় এক ছাত্রের মস্তক ॥—  
 ছেদনু করিয়া করে করিয়া ধারণে ।  
 তীরেতে উঠিয়া তিনে মলিন বদনে ॥  
 “সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধমিত্যাদিকে ।”  
 বচন করয়ে পাঠ অত্যন্ত ব্যলীকে ॥  
 সকল বৈভব নাশ কালে কর্তব্যতা ।  
 এঁছে বাক্য দ্বারা ব্যক্ত,—জানিহ সর্বথা ॥  
 গোপীশ্বরতীর্থবাসী কোন ভট্টবর ।  
 স্বাস্থ্যজের স্মৃতি আদি অধ্যয়ন পর ॥  
 পুত্রের পরীক্ষিতে ভট্ট আনন্দিত মনে ।  
 পুত্রকে ডাকিয়া কন সম্মুখে বচনে ॥  
 “বুহতে” নিষেধ আছে নিশায় ভোজনঃ  
 কহ বাপ ! এর অর্থ করিব শ্রবণ ॥  
 পুত্র কহে নিশাকালে কোকিলের ধ্বনি ।  
 শ্রবণে ভোজন নাই,—কহে শিরোমণি ! ॥  
 পুত্রের বচন শুনি ভট্টচাৰ্য্য কয় ।  
 ভাল বিদ্যা শিখিয়াছ,—রে মূর্খ তনয় ! ॥  
 “কুহ” শব্দে “অমাবস্তা” এথা না কহিয়া ।  
 কোকিলের ধ্বনি কহ স্মৃত্যাদি পড়িয়া ॥

আমার দেহান্তে তুই মজাবি সংসার ।  
 হায় রে কুপুত্র ! দুঃখ কিবা কব আর ॥  
 শুক সম শাস্ত্র পাঠ, গ্রন্থগত জ্ঞান ।  
 তুই এক রূপ,—তার শুনহ আখ্যান ॥  
 গ্রন্থগত জ্ঞানে, শুক সম শাস্ত্র প্রাণে ।  
 কোনভট্ট সূত্র শ্রদ্ধে ঘটায় বিভ্রাটে ॥  
 “পিণ্ডে সূত্রং দদাৎ” স্থলে পিণ্ডে “মূত্র” দান ।  
 করিতে কহিলা,—যজ্ঞমানেরে অজ্ঞান ॥  
 লিপিকার ভ্রমে কিংবা লিখন ভঙ্গিতে ।  
 সূত্র মূত্র প্রায় লেখা তাহার পুথিতে ॥  
 ইহা না বুঝিয়া ভট্টাচার্য্যের নন্দন ।  
 যজ্ঞমানে কহে পিণ্ডে কর মূত্রার্পণ ॥  
 যজ্ঞমান হাসি কহে কি বিদ্যা তোমার ।  
 এই মতে তুমি দেখি মজাবে সংসার ॥  
 তবে অতি ক্রোধে কহে ভট্টের কুমার ।  
 আমার এ পুথি নহে,—ও পুথি বাবার ॥  
 বেদশাস্ত্র অবিরোধী তর্কাবলম্বনে ।  
 ঋষিবাক্যাদির সমন্বয়াদি করণে ॥  
 সুনিপুণ য়েই জন ধর্মবেত্তা সেই ।  
 তাহা বিনা ধর্মবেত্তা নহে,—কহি এই ॥  
 তথাহি মহামুখোক্তে ।

আর্য্যঃ ধর্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা ।

যত্নকেনাদ্ভ্যুসদ্ধন্তে সধর্ম্যং বেদ নেতরঃ ॥ ৪০৭ ॥

বেদ-স্মৃতি বিরুদ্ধা প্রামাণিক বচন ।—

স্বৈচ্ছা অনুসারে যেই করয়ে কীর্ত্তন ॥

তাহার কথায় বিজে না করে বিশ্বাস ।

যমরাজ বাক্য এই করিসু প্রকাশ ॥

তথা শ্রীযমেনোক্তঃ ।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃত্বঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থ সংযুক্তবচঃ প্রমাণং ।

বস্ত্র প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্ত কুর্য্যাৎচনং প্রমাণং ॥ ৪০৮ ॥

কলির প্রভাবে—মুদ্রাযন্ত্রের কুপায় ।

সবাই পণ্ডিত এবে,—মূর্থ মেলা দায় ॥

অধিকার-হীন শাস্ত্রে,—শাস্ত্রে যারা বারা ।

এবে ব্যবস্থা দিতা পণ্ডিত তাহারা ॥

ঋষিবাক্য পরিহরি বাজালা পয়ার ।

নিষিদ্ধাক্য স্বরূপেতে হতেছে প্রচার ॥

ওহে বিধে ! শীঘ্র তুমি পলাও পলাও ।

এ দেশে না রহ শীঘ্র দেশান্তরে যাও ॥

মোদের সৌভাগ্য কলি করিয়াছে গ্রাস ।

শূদ্র-আদি বেদবাক্য করিছে প্রকাশ ॥

একে মম সময় বহু পণ্ডিতাবতারে ।—

নাশিল সংসার,—ধর্ম্ম দিল ছারে খারে ॥

ভট্টাচার্য্যগণ এবে শিরে হাত দিয়া ।

অস্বাভাবে কাঁদে সদা টোলেতে বলিয়া ॥

কলিযুগে কত রঙ্গ হ'তেছে হইবে ।  
 বসুন্ধরা দুঃখ আর কতই সহিবে ॥  
 বিপিন কহয়ে মাতঃ ! না কর রোদন ।  
 চিরদিন সমভাবে না যায় কখন ॥  
 হে বিধেঃ ! পুস্তিকা কক্ষে করিলা ধারণ ।  
 যথা ইচ্ছা শীঘ্র শীঘ্র কর পলায়ন ॥  
 যেদেশে হইল মহামূর্থ সুররাজ ।  
 সেদেশে রহিতে তব নাহি হয় লাজ ॥  
 মহা মহী ভক্তগণ শাস্ত্র অনুসার ।  
 “দশমূল্য রস” পূর্ব করিলু বিস্তার ॥  
 তাহাতেই হয় সর্ব বস আশ্রয়দন ।  
 উপহাস মাত্র এই তদন্ত বর্ণন ॥  
 তথাপি বাসনাধীন হঞা ক্ষুদ্র জন —  
 “দশমূল্য রস” এই করিল কীর্তন ॥  
 বামনের ইচ্ছা যেন চাঁদ ধরিবারে ।  
 তৈছে ইচ্ছা-মোর এই কহিষু তোমাতে ॥  
 অত্যন্ত অক্ষুটরূপে কবি কৃষ্ণদাস ।  
 “চৈতন্য-চরিতে” যাহা করিলা প্রকাশ ॥  
 “বৈষ্ণব জীবনে” মুণ্ডি অক্ষুটরূপে তাহা ।  
 প্রকাশিষু বেদ আদি প্রমাণিত যাহা ॥  
 কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত পদে এই পরিহার ।  
 ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥

অষ্টাদশ এক বিংশ শক রাধ মাসে ।

রবিবার পঞ্চমীতে সিদ্ধ যোগাভাসে ॥

গৌর নিত্যানন্দাবাসে “দশমূল রসে ।”

পরিপূর্ণ করিলাম রছি আত্মবশে ॥

চন্দ্রায়ণে চন্দ্রেহকে শাকে শ্রীমাধবে ভূতে ।

গতং সম্পূর্ণতাং নাম দশমূল রসং মম ॥ ৪০৯ ॥

অষ্টাদশ উনবিংশ অবসান প্রায়ে ।

কোন প্রিয় শিষ্য অভিপ্রায় অনুযায়ে ॥

আরম্ভ করিনু “দশমূল” আহরণ ।

প্রায় সার্কি এক বর্ষে হৈল সমাপন ॥

সন্দর্ভ লিখনশ্রম সফল কারণ ।

সভক্তি সন্দর্ভ কৃষ্ণে করিনু অর্পণ ॥

“দশমূল রস” এই সম্পূর্ণ হইল ।

ইরি হরি বল সবে দিন ফুরাইল ॥

বেদে রামায়ণে পুণ্য পুরাণে ভারতে তথা ।

আদ্যবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র জীয়তে ॥ ৪১০ ॥

শ্রীগুরু, জাহ্নবী, রামপদ করি আশ ।

“দশমূল রস” কহে এ বিপিন ভাস ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরণশরণপরেণ শ্রীবিপিনবিহারি

গোস্বামিনা বিদ্রুচিতো দশমূল রসে প্রয়োজন

তত্ত্বং নাম দশম মূলং ॥ ১০ ॥

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ॥











